শ্রীশ্রীস্নু বিজ্ঞান-রত্নমালা

ষট্‌সন্দর্ভ-মঞ্জুষান্তর্গতা

দ্বাদশরত্ন-সমন্বিতা

বিশ্ববৈষ্ণব-ভাস্কর মহর্ষি

শ্রীশ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দদেব-গোস্বামী প্রণীতা

গ্রন্থকারাত্মজ—

শ্রীশ্রীমদ্‌ গোপীবল্লভানন্দ দেবগোস্বামী

অস্যানুগত—

শ্রীনবদ্বীপ গভঃ সংস্কৃত কলেজস্থিত বৈষ্ণবদর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক

ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ

শ্রীকানাইলাল পঞ্চতীর্থ সম্পাদিতা

শ্রীগৌরভক্তবিনোদিনী ব্যাখ্যা সম্বলিতা

শ্রীশ্রীশ্রুবিজ্ঞান-রত্নমালা

ষট্‌সন্দর্ভ-মঞ্জুষান্তর্গতা

দ্বাদশরত্ন-সমন্বিতা

উপনিষদ্-বেদ-বেদান্ত-পুরাণ স্মৃতির প্রমাণ সহ
ষট্‌সন্দর্ভানুগত তত্ত্ব নির্ণয় প্রণালী

বিশ্ববৈষ্ণব-ভাস্কর মহর্ষি
শ্রীশ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দদেব-গোস্বামী প্রণীত

গ্রন্থকারাত্মজ—

শ্রীশ্রীমদ্ গোপীবল্লভানন্দ দেবগোস্বামী

অস্মানুগত—

শ্রীনবদ্বীপ গভঃ সংস্কৃত কলেজস্থিত বৈষ্ণবদর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক
ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ

শ্রীকানাইলাল পঞ্চতীর্থ সম্পাদিতা

শ্রীগৌরভক্তবিনোদিনী ব্যাখ্যা সম্বলিতা

বঙ্গাব্দ ১৪০৬

আনুকূল্য—
।৫০

শ্রীশ্রীজীবাব্দ—৪৮৮, শ্রীবিশ্বম্ভরাব্দ—১৫০
শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫১৪, শকাব্দ—১৯২১, খৃষ্টাব্দ—১৯৯৯

প্রাপ্তিস্থান :—

১। প্রকাশক : **শ্রীবিশ্বম্ভর গ্রন্থাগার**
শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর। পিন-৭২১৫০৬
ফোন-(০৩২২১)-৬৬২৪৪

২। **শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দির**
শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরানন্দদেব গোস্বামী
নরপোতা, পোঃ তমলুক
জেলা মেদিনীপুর

৩। **শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী**
গোছাতি, পোঃ সোনাখালি,
ঘাটাল, মেদিনীপুর।

৪। **শ্রীগুরুকরুণা নিকেতন**
আমপুলিয়া পাড়া
পোঃ নবদ্বীপ নদীয়া।
ফোন—(০৩৪৭২) ৪০২৬০

৫। **শ্রীনারায়ণ মিশ্র জ্যোতিষী**
গ্রাঃ + পোঃ ডেবরা,
মেদিনীপুর।

৬। **শ্রীশ্রীগোবিন্দ আশ্রম**
শ্রীদুলাল গোস্বামী
পোঃ-হোজাই, জেলা-নওগাঁ
আসাম।

৭। **শ্রীসুকান্ত মুখোপাধ্যায়**
গ্রাম + পোঃ দাসকল-গ্রাম
জেলা-বীরভূম,
পিন-৭৩১৩০২

৮। **শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস বাবাজী**
মদনমোহন ঠোর, ১৯৯ ব্রহ্মকুণ্ড
পোঃ-বৃন্দাবন, মথুরা। ইউ, পি)

৯। **শ্রীগুরু চতুষ্পাঠী**
শ্রীকৃষ্ণভবন
পোঃ-জোয়ানিয়া, ভালুকা, নদীয়া।

১০। শ্রীমধুসূদন অধিকারী ব্যাকরণ তীর্থ
গ্রাঃ + পোঃ-পেরুয়া, জেলা—মেদিনীপুর।

মুদ্রণে :—পোড়ামা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, চরস্বরূপগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া।

সুবিজ্ঞান-রত্নমালা

প্রকরণ-সূচী

—•—

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভু

১। শ্রীশ্রীকিশোরদেব গোস্বামী   ১। শ্রীশ্রীরসিকানন্দদেব গোস্বামী

২। মহান্ত শ্রীশ্রীরাধানন্দদেব গোস্বামী   ৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণগতিদেব গোস্বামী

৩। মহান্ত শ্রীশ্রীনয়নানন্দদেব গোস্বামী

৪। মহান্ত শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দদেব, মহান্ত শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দদেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীবিচিত্রানন্দদেব

মহান্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দানন্দদেব

৫। মহান্ত শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানন্দদেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীগোকুলানন্দদেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দদেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দদেব গোস্বামী

গ্রন্থকার –

শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দদেব   ৬। শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী অস্যাত্মজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগোপীবল্লভানন্দদেব গোস্বামী

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীদেবকীনন্দনানন্দদেব গোস্বামী

শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনানন্দদেব গোস্বামী

শ্রীশ্রীযশোদানন্দনানন্দদেব গোস্বামী

অনুগত

সম্পাদক—

শ্রীকানাইলাল পঞ্চতীর্থ

গ্রন্থকার—

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী

আবির্ভাব—১২৫৭ বঙ্গাব্দ   তিরোভাব—১৩২৫ বঙ্গাব্দ

৮ই পৌষ   ৯ই অগ্রহায়ণ

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ   ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামি বংশাবতংস বৈষ্ণবাচার্য্য
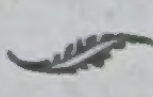
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেব গোস্বামী

আবির্ভাব—১৩০০ বঙ্গাব্দ। ১৬ই বৈশাখ, শুক্রবার।

তিরোভাব—১৩৮৫ বঙ্গাব্দ। ২২শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

আস্তিক্য-দর্শন, সুবিজ্ঞান-রত্নমালাদি গ্রন্থ প্রণেতা
বিশ্ববৈষ্ণব-ভাস্কর মহর্ষি

শ্রীশ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর। বঙ্গাব্দ ১২৫৭—১৩২৫।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম ও প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ বঙ্গ ও উৎকলাদি প্রদেশে শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতে শ্রীল শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ আচার্য্যবর্গ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীগোস্বামী গ্রন্থ সহ বঙ্গদেশে বিজয় করেন। তন্মধ্যে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু রোহিণীর ভূম্যধিকারী শ্রীঅচ্যুতের তনয়ভাব অঙ্গীকারকারী নিত্যসিদ্ধ মহাজন অনিরুদ্ধ অবতার—শ্রীল রসিকানন্দদেবকে প্রধান সহায় করিয়া মেদিনীপুর ও উৎকলাদি প্রদেশে বহুপাষণ্ড দলন ও প্রেমপ্রচার দ্বারা জীবগণের মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। উক্ত শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বংশীয় অধস্তন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে বঙ্গাব্দ ১২৫৭, ৮ই পৌষ (খৃঃ ১৮৫০) আবির্ভূত তদীয় কুল পর্য্যায় ও আম্নায় পরম্পরা এই গ্রন্থের মুখবন্ধে লতাচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইনি গৌড়ীয় বেদান্ত ভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের গুরুবংশীয় আচার্য্য ভাস্কর।

বাল্যে বিদ্যারম্ভের পর বর্ষত্রয় মধ্যে উৎকল ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া অধ্যাপক শ্রীচতুর্ভুর্জ মিশ্র সমীপে ছয়মাস জুমুর-ব্যাকরণ ও নীলকণ্ঠ মিশ্র নিকটে সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা-ব্যাকরণ বর্ষত্রয় অধ্যয়ন করেন। অনন্তর মনঃ-শিক্ষা ও স্মরণমঙ্গল পাঠ সমাপনের পর ত্রয়োদশ বর্ষে 'মাঘকাব্য' আস্বাদন করেন। এই সময়ে শ্রীশ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের রক্ষক তদীয় পিতৃদেব মহান্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দ দেবগোস্বামী বৃন্দাবন ধামপ্রাপ্ত হন।

তৎকালে মহান্ত আসনাধিকারী শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবকরূপে শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব সুশৃঙ্খলার সহিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবের সেবাকার্য্য ও

সমুদয় মঠাদির পরিচালন করিতেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে সমুদয় অভিভাবকত্ব পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ত্রচর্চায় মনোনিবেশ করিয়া স্বল্প কয়েক বর্ষ মধ্যে পারমার্থিক শাস্ত্রে, বিশেষতঃ গোস্বামি গ্রন্থ সমূহে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন পূর্বক সমগ্র উৎকলে ও বঙ্গদেশ মধ্যে প্রধানতম পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধ হন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থমন্দিরে প্রাচীন হস্তলিখিত তালপত্রে উৎকল অক্ষরে পুঁথি ১১২ খানি, বঙ্গ ও দেবনাগরাক্ষরে ২৬৫ খানি এবং মুদ্রিত বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, ন্যায়, পঞ্চরাত্র কাব্য অলংকারাদি সহ শ্রীগোস্বামি শাস্ত্র সমূহ অদ্যাপি বিরাজিত আছেন।

ভাগবতবর শ্রীমৎ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় প্রকাশিত 'সজ্জন তোষিণী' পত্রিকায় ২য় বর্ষে (১২৯২ বঙ্গাব্দে) শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী লিখিত "শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণের জীবনী" প্রবন্ধমুদ্রিত হয়। অতঃপর "ষড় গোস্বামীর অব্দ নির্ণয়" "প্রভু শ্যামানন্দ গোস্বামী" প্রভৃতি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহার লিখিত প্রতিটি গ্রন্থ শ্রদ্ধাঞ্জলী রূপে শ্রীগোস্বামী জীউকে পাঠাইয়া দিতেন। উড়িষ্যার অন্তর্গত মহারাজগণ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গোস্বামীবৃন্দের কুলক্রমাগত শিষ্য। শ্রেষ্ঠরাজ্য ময়ূরভঞ্জের তৎকালীন অধিপতি (ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শ্রীকেশব সেনের কন্যাকে বিবাহ করায়) শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর প্রচলিত ধর্মমত সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অবধারণের প্রয়াসে ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের যে বিরাট সভা আহ্বান করেন, তাহাতে ইনি অসামান্য শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিয়া পূর্বপক্ষীয় সমুদয় অসৎ সিদ্ধান্তের নিরাকরণপূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্মের অসমোর্দ্ধতা প্রতিপাদন করেন।

মেদিনীপুর নগর মধ্যে ভাগবতধর্ম প্রচারকালে ইহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রয়োগ নৈপুণ্যে তদানীন্তন উকিল সংসদের নেতা মনীষী কার্ত্তিক চন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস মহোদয় অতীব বিস্মিত ও গুণমুগ্ধ হন।

পিঙ্গলা নামক জড়ীয় জ্ঞান প্রধান স্থানে ভাগবতধর্ম প্রচারকালে তত্রত্য ষড়্দর্শনাভিজ্ঞ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হাইকোর্টের উকিল মহেশচন্দ্র বসুর সহিত শাস্ত্র-

বিচারে তাঁহার পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত বিবিধ মতবাদ অসামান্য যুক্তিবলে নিরসন পূর্বক ভাগবতধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন এবং বহু সুকৃতিমানকে স্বমতে আনয়ন করেন।

তমলুক মহকুমার কাশীযোড়া পরগণার শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের শিষ্যবর্গগণ কুমার্গ অবলম্বন পূর্বক সদাচার-ভ্রষ্ট হওয়ায় ইনি উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রশাসন দ্বারা পুনরায় তাহাদের সদাচারে প্রবর্তিত করেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে (১৩০৮ বাং) রাজকীয় জনসংখ্যার দশম বার্ষিক প্রগতি বিবরণীতে বৈষ্ণবগণকে অস্পৃশ্য হিন্দুজাতির পর্যায়ভুক্ত করিলে ইনি স্বয়ং তীব্র প্রতিবাদ দ্বারা ভারপ্রাপ্ত প্রধান রাজকর্মচারীর সমক্ষে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক উহার ভ্রান্তি সংশোধন করাইয়া সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ পর্যায়ে ভুক্ত করাইয়াছিলেন।

কলিকাতা মহানগরীতে বঙ্গমাতার কৃতিপুত্র স্বনামধন্য হাইকোর্টের সুযোগ্য জজ ৬১ বর্ষীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের সহিত ১৩১২ বঙ্গাব্দে সাক্ষাৎ হওয়ায় পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের গুরুবংশীয় বলিয়া জানিতে পারিয়া জজ সাহেব বাহাদুর কয়েকদিন তাঁহার নিকট বিশুদ্ধ-ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনায় নূতন আলোকপ্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বঙ্গের ও উৎকলের সুযোগ্য কমিশনার ঋগ্‌বেদের অনুবাদক শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত বাহাদুরের সহিত ১৩১৩ সন সাক্ষাৎ হওয়ায় ইহার নিকট বেদ, বেদান্ত উপনিষদের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞাত হইয়া কমিশনার বাহাদুর নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার কতিপয় পণ্ডিতাভিমানী স্মার্ত মাৎসর্যবশে বৈষ্ণবধর্মের অবরতা প্রতিপাদন কল্পে মহান্ কুহকজাল বিস্তার করিয়া তৎকালীন বাঘনা-পাড়ার গোস্বামী শ্রীবিপিন বিহারীপ্রভুর নেতৃত্বে বালিঘাই উদ্ধবপুর নামক স্থানে মহা দুর্দিনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার অপসারণার্থ বঙ্গীয় ১৩১৮ সালে ২২-২৫শে ভাদ্র বহু বিদ্বজ্জনমণ্ডিতা মহতী সভার অধিবেশন হয়। ইনি তাহাতে সভাপতি পদে সমাসীন হইয়া কুচক্রীদিগের সমুদয় কুহক ভেদ করিয়া

সনাতন বৈষ্ণবধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন এবং স্থায়ীভাবে **"শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংরক্ষণী সভা"** প্রতিষ্ঠিত করেন।

উক্ত সভার প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীবৃন্দাবন নিবাসী শ্রীমন্ মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য পণ্ডিত জনবরেণ্য পূজ্যপাদ বর্ষীয়ান্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম মহোদয়। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কলিকাতা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীমায়াপুর। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পতি, ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দোলগোবিন্দ বেদান্ত বাচস্পতি, বাঁকুড়া। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পতি 'শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী' পত্রিকা সম্পাদক এলাটী হুগলী, ইত্যাদি। ঐ সকল বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে 'পূর্বপক্ষ মীমাংসা' নামক গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। সভাপতির ভাষণ 'উত্তরপক্ষ মীমাংসা' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত সভার দ্বিতীয় অধিবেশন, সন ১৩১৯/২৩-২৫শে ফাল্গুন মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার হাদিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। তথায় দিবসত্রয় ব্যাপী সভায় ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বহু স্মার্ত পণ্ডিতের সন্দেহ নিরসন পূর্বক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া পবিত্র বৈষ্ণবধর্মের মহিমা প্রচার ও রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সভায় ছিলেন প্রধান বক্তা পূজ্যপাদের শিষ্য শ্রীশ্রীধরচন্দ্র সর্বানন্দ ভারতী।

হুগলী জেলার এলাটি নিবাসী শ্যামানন্দীয় বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন অধিকারী তত্ত্ববাচস্পতি মহোদয় 'ভক্তিপ্রভা' নামক বৈষ্ণব মাসিক পত্রিকা ইঁহারই উপদেশ প্রেরণাক্রমে সম্পাদন করিতেছিলেন। ইনি স্বয়ং ঐ পত্রিকায় স্বলিখিত বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ ও ব্যবস্থাদি প্রদান করিয়া বৈষ্ণবসমাজকে নির্দোষ, সংহত ও উদ্বুদ্ধ করিতে বিপুল প্রয়াস করিয়াছেন। এজন্য ইঁহার উপদেশক্রমে **'বৈষ্ণবসমাজ'** নামক আর একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইত।

বহুস্থানে গুরুর চরণে তুলসী দিবার প্রথা প্রচলিত হইতেছিল। শ্রীগোস্বামীপ্রভু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা ঐ কুপ্রথা রহিত করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিমলপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে ইনি প্রচলিত আসুর বর্ণাশ্রম প্রণালীর বিনাশ সাধন করিয়া দৈব বর্ণাশ্রম

পদ্ধতি পুনরুদ্ধারে প্রচুরভাবে উৎসাহিত করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ইঁহার সম্বন্ধে উক্তি করিয়াছিলেন—"আমি পরিব্রাজক বেশে, নিখিল ভারত ভ্রমণ করিলেও এতাদৃশ ধীশক্তি সম্পন্ন যথার্থ ষট্‌সন্দর্ভবেত্তা বৈষ্ণবাচার্য্য অন্য কুত্রাপি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

মেদিনীপুর বেলিয়াবাড়া নিবাসী প্রখ্যাত ভূম্যধিকারী, শাস্ত্রজ্ঞ, বাগ্মীপ্রবর 'দুর্গোৎসব তরঙ্গিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখা সমিতির তদানীন্তন সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর ইঁহার সংশাস্ত্র বিচার নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে ক্রমাগত দুই-এক মাস ব্যাপি স্বীয় গৃহে অবস্থান করাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি গোস্বামী শাস্ত্রের বিশুদ্ধ বিচার শ্রবণ করিতেন।

জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রে ইঁহার প্রবল অনুরাগ হেতু প্রাচীন জ্যোতিষ ও গণিতের দুরুহ অঙ্কগুলিরও সমাধানে প্রায়ই নিবিষ্ট থাকিয়া কৃতকার্য হইতেন। বৈষ্ণব ব্রতাদি ইঁহার উপদেশে শ্রীপাটে প্রতিপালিত হইতেছে এবং 'বৈষ্ণব সমাজ' নামক মাসিক পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইত।

উক্ত ব্যবস্থানুসরণে ইঁহার সুযোগ্য আত্মজ শ্রীশ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেব গোস্বামী প্রভুপাদ পরবর্তীকালে সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর যাবৎ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় বৈষ্ণব ব্যবস্থা প্রদান করিতেছিলেন। গায়ক না হইলেও শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুপাদ ভজন সঙ্গীতে সমধিক আকৃষ্ট ছিলেন এবং স্বয়ং বীণাবাদন দ্বারা শ্যামানন্দীয় ভজন বৈশিষ্ট রক্ষা করিতেন। বাহ্যদর্শনে বৃদ্ধ ও অসমর্থ অবস্থায়ও বৈষ্ণব ব্রত শ্রীহরিবাসরাদির সম্মান পূর্ণভাবে অক্ষুন্ন রাখিতেন।

কলিজীবের সৌভাগ্যক্রমে তিনি শাস্ত্রীয় সদাচার প্রদর্শন ও শিক্ষাদানার্থ আচার্য্যভাস্কররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৈদেশিক শিক্ষা ও সংসর্গের ফলে ভারতীয়গণকে জড়বাদের গর্তে পতিত হইতে দেখিয়া মর্মাহত হওত এই দীন বৎসল মহাজন প্রত্যক্ষ যুক্তিমূলে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বুঝাইবার প্রয়াসে 'আস্তিক্য দর্শনম্' প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর যে সকল সদগ্রন্থ প্রণয়নে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে "বেদার্থতত্ত্ব দীপিকা, সুবিজ্ঞান রত্নমালা, শ্রীগোবিন্দ পরিচর্য্যা ও শ্রীহরিভক্তি সর্বস্ব" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জীবজগতের অশেষবিধ নিত্যকল্যাণের পথ প্রদর্শন পূর্বক এই মহাজন বঙ্গাব্দ ১৩২৫ সালে (১৯১৮ খৃষ্টাব্দে) ৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার ভৌমলীলা সংবরণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যলীলার প্রবেশ করিয়াছেন।

উপরিলিখিত বিবরণ তদীয় আত্মজ শ্রীশ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুপাদ প্রকাশিত বঙ্গাব্দ (১৩৪৮) আস্তিকাদর্শনের প্রারম্ভিক নিবেদন ও শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সংরক্ষণী সভা—পূর্বপক্ষ মীমাংসা (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) হইতে সংগৃহীত।

ইঁহার অগণিত শিষ্যবর্গ মধ্যে আত্মজ ও শিষ্য শ্রীশ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুপাদ। শ্রীশ্রীধরচন্দ্র সর্বানন্দ ভারতী ভক্তিরত্ন, মহিষাদল। শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় বিদ্যাসাগর পণ্ডিত, বি. এ., কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী তমলুক। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিদ্যানিধি, সবঙ্গ, মেদিনীপুর। ইঁহারাই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইতি শম্।

—:o:—

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অশেষ কৃপা ও মহানুভাব ভক্তসজ্জনবৃন্দের আশীর্বাদে এই **"শ্রীশ্রীসুবিজ্ঞানরত্নমালা"** গ্রন্থখানি—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী জীউর ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত দ্বাদশ বিজ্ঞানরত্ন বিশিষ্ট হইয়া লোকলোচনে স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হইলেন—সর্বসাধারণকে তত্ত্ববোধ করাইবার জন্য।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চতীর্থ মহোদয় ৫/৬ বৎসর অক্লান্ত চেষ্টায় এইভাবে গ্রন্থখানিকে সানুবাদে সজ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় তাঁহার উপর শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অশেষ কৃপা বর্ষিত হইয়াছে। আমরা উপলক্ষ মাত্র—এই প্রসঙ্গে ধন্য হইলাম।

এই শ্রীগ্রন্থ প্রকাশে যাঁহারা কায়মনোবাক্যে উৎসাহ দান ও অর্থাদি সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে—

নিত্যসিদ্ধ পার্ষদবংশীয়—শ্রীল গৌররায় গোস্বামী, শ্রীগৌররায় সেবাকুঞ্জ, শ্রীল কিশোর রায় গোস্বামী, শান্তিকুঞ্জ, নবদ্বীপ, শ্রীযুক্ত নারায়ণ গোস্বামী, গানতলা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী, বাঁশবাগান নবদ্বীপ। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী গোছাতী, জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মিশ্র, ডেবরা মেদিনীপুর। শ্রীসুকান্ত মুখোপাধ্যায়, বীরভূম।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে অধ্যাপকবর্য্য শ্রীযুক্ত হরিভক্ত দাসজী মহারাজ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস ভক্তিবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল বেদান্ততীর্থ, শ্রীগিরিধারীলাল গোস্বামী বেদান্তাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ দাস একান্তি, মদনমোহন ঠৌর, ১১৯ ব্রহ্মকুণ্ড। গ্রন্থাগারিক - শ্রীগৌরদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীরাধাকুণ্ড ইত্যাদি।

মুদ্রণকার্যে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন—পোড়ামা প্রিন্টিং প্রেসের কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত অমলেন্দু সাহা এবং তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ—এজন্য তাঁহাদের সপরিবারে সর্বাঙ্গিন কুশল, উন্নতি ও সেবাবাসনা বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাই। ইতি নিবেদক—শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী

শ্রীমধুসূদন অধিকারী

—•—

"শ্রীশ্রীস্তুতিব্যাখ্যানরত্নমালা"

হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথির দেবনাগরাক্ষর লিপির নমুনা।

আদি ও অন্তিম পত্রাংশ।

স্তুতিরত্ন রত্নমালায়া প্রকরণমালা

শ্রী প্রকরণম্

র প্র মা

१ ॥

श्रीमद्राधागोपीनाथदेवी जयतां॥ यस्य नामामृतस्यैदं जगन्नाथस्तु निर्हृतं॥ स्वोरयोद्रिक्तप्रेमाब्धिर्गौरेंदुर्जयति स्वयं॥१॥ श्रुतिस्मृतिपुराणादिसंग्रहोयत्र वर्त्तते॥ तस्याश्रुकारमालाया व्याख्यासंक्षिप्य लिख्यते॥२॥ अथ दृष्टवेदांतादिग्रंथबहुलव्याख्यानोऽप्ययं रुचितिश्रुतिगाथाप्रासेन भगवत्प्रेवचितत्स्विरीकरणाय कतिचिच्छ्रुतिस्मृतिवाक्यसंगृहीतुकामो वस्तुनिर्देशात्मकं मंगलमाचरति निखिलेति कृष्णनामाश्रीव्रजेंद्रसूनुः संततं जयतिसर्वोत्कर्षाविष्कारेण वर्त्तते यद्यपि कृष्णशब्दो ... त्रापि वर्त्तते तथापि परब्रह्मण्येव मुख्यः यदुक्तं नामकौमुदीकारेण कृष्णशब्दस्य तमालश्यामलत्विषि यशोदास्तनधये परब्रह्मणि रूढिरित्यादि ... तिपदे नैवात्र स्वापकर्षेण तन्मात्रमस्कृतिलक्षणमंगलमाक्षिप्यते कीदृशः स्वपेक्षायां विशेषणानि दर्शयति निखिलनिगमैरखिलवेदैर्वेद्य ... नात्वतत्त्वस्य वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य इति श्रीगीतोपनिषद्भ्यः पुनः भक्तसंदोहानां भक्तहृदयानांहृद्योमनोज्ञः भक्तसंदोहा एव हृद्या यस्येति वा ... परस्परमनोज्ञत्वं दर्शितं पुनः मधुरिमगुणसुपूरितोऽः स्वनधुरंधर इत्यर्थः

श्रीश्रीमद्राधागोपीनाथदेवी जयतः॥ निखिलनिगमवेद्यो भक्तसंदोहहृद्यो मधुरिमसुपुरीणः सर्वविद्याप्रवीणः॥

व्रजयुवतिसुसंगी वंशसंगीतरंगी जयतिमधुरधामा संततं कृष्णनामा॥१॥ ॥ ॥

আদি

पुरीणस्तु धुरंधरस्त्वमरः पुनः सर्वविद्यासुप्रवीणः कुशलः तासां प्रवक्तृत्वादिति भावः पुनः व्रजेति अत्र सुसंगीत्वेनेन परमभक्ताः सुतासुतस्य परमासक्तिः सूचिता पुनः वंशेति तद्गीतेनित्यानुरागवानित्यर्थः उभयत्रस्य योगेइ निप्रत्ययः नात्रैश्वर्यमाधुर्यवर्णनेर समासः शंकनीयः प्रकरणेस्मिन्नैश्वर्यमाधुर्ययोर्वक्ष्यमाणत्वात् वंशेति परहृदयं वा वंशेति तद्गतपरत्वेनमाधुर्यविशेषो दर्शितः तरंगीत्वेनेन तद्गानरूपामृतत्व वरणपरायणमाकर्षणरूपा व्यक्तरंगा विद्यंते यस्येति यद्वा निखिलं निगमयति वा लीकरोतीति निखिलज्ञानप्रद इत्यर्थः स चासौ वेद्यो ज्ञानुयोग्यश्च आसुरस्वभावेना भक्तवत्त्रातीयमाना नांशिशुपालादीनामपि हृद्यो वैरभावेध्यानतः सन्नत्वस्य इत्यर्थः यद्वा हृद्यं याति अजितां तर्यामिरूपाम्या कृपया गच्छतीति सः आदिनासंदोह शब्दो ग्रस्यते अमधुः संसारनिवारकोम संसारनामेतिहविं शेहरकाव दयातइनाकाम वपुषामिमीते अनुमितोम

मय

१

অন্ত্য

वियुक्तं व्याख्यानेलिखनमिह मल्लेचयद अमजं तु शाले हरिभजनरक्ताः सुमनसः क्षन्तैमाभ्यासार्थं मन्दुरितनाशाय ... भवतु भवंत्व सेतु शामयि निखिल शास्त्रादिनिपुणाः॥३ इति श्रीमत्स्त्रकारमालिकायां कर्मतत्त्वनिरूपणो नामैकादशः प्रकारः॥ ॥११॥

लिन् वांच आह वियुक्तमिति निखिलशास्त्रादिनिपुणाः पूर्वोक्तरिभक्तेभ्यो व्यतिरिक्ताः छिद्रान्वेषणे कपराइ सर्थः तेषां कृपातु सदसा न भवति अतस्तत्त्वव्यमेव स्वमापनीयाइति भावः॥३ ॥ ग्रंथ्यादि विस्तेन संदेहाद्येन के न चितदेष स्त्विकार्शी चक्रेतद्व्याख्यानं च मोहनः॥ ३॥ इति श्रीश्रीमद्राधागोविंदपदांभोजभजनैकानापेक्षाद्भुटभाववविशेषभावितांतःकरणतत्तीनां भुविदर्शितदीनदयालुत्वादिस्वभावभावोल्लसितनित्यस्वरूपश्रीमद्राधाराधनसाधनप्राप्तसर्वसिद्धतत्कृपापरिमलभाजनाद्भुतनानाप्रभावानां श्रीश्रीमद्भैरवराजसभासभाजितगुणगणैकप्रतिनिधीनां श्रीश्रीमच्छ्यामानंदस्वामिपादानां शिष्यप्रशिष्यभक्तान्वयेगृहीतदीक्षस्य ब्राह्मणकुलोद्भूतनैवप्रवरस्य श्रीश्रीमद्रामोदराभिधस्वामिचरणास्य मोहनाभिशिष्येण कृतैषा पर्त्तिमगात् अस्तु भमस्तु॥ १॥ ७॥ ॥ ७॥ ॥ ७॥

मम ०

५ ऐ २॥

সম্পাদকীয়

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাপ্রেরণায় শ্রীশ্রীপরমগুরুদেবের আবির্ভাবিত গ্রন্থখানি দেবনাগরাক্ষর পুঁথি হইতে পাঠোদ্ধার এবং বঙ্গানুবাদ করিতে পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত হয়। অতি দ্রুতবেগে মুদ্রণ কার্য্যেও সাতমাস অতীত হইল।

এই শ্রীশ্রীসুবিজ্ঞান রত্নমালা গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিচরণের আবির্ভাবিত ষট্‌সন্দর্ভ-মঞ্জুষার অন্তর্গত দ্বাদশ বিজ্ঞানরত্ন এবং 'শ্রীসর্ব্বসংবাদিনী'র মধ্য হইতে প্রমাণরত্ন উদ্ধার করিয়া সাকল্যে ত্রয়োদশ সুবিজ্ঞান রত্নরাজি সুকৌশলে মালা গাঁথিয়া শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের কণ্ঠে পরাইয়াছেন।

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ"।

একই বৈদূর্য্যমণি দর্শকের দৃষ্টিভেদে যুগপৎ বিচিত্র চমৎকারিতা প্রকাশ করে সেইরূপ সাধক ও সিদ্ধের ধ্যানভেদে অবিচ্যুত শক্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি বিক্ষেপ দ্বারা কখনও নীলমণি, কখনও পীতমণি আবার কখনও উভয় মিশ্রিত গৌর-উজ্জ্বল-নীলমণি বাহিরে শ্রীগৌরচন্দ্র অন্তরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র - শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীশ্রীল রূপ সনাতন, শ্রীজীব শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ প্রভৃতি অসংখ্য মণিকার জহুরীগণ এবং তদনুগত বিদ্বৎ-পরমহংসগণ শ্রীনীলমণি ও শ্রীগৌরমণির শ্রীনামরূপগুণ লীলাধাম পরিকর সহ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্যের কথা বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ অসংখ্য গ্রন্থে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন প্রথম শতাব্দীতে ও দ্বিতীয় শতকে।—

তথাপি যেমন—

দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিন বার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার॥
তথাপি যে না মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি তিন, তিনে, 'এব' কার॥

সেইরূপ শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীরাধারাণী ইচ্ছায়ও সাধন সিদ্ধের রীতিতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গ কৃপালাভ ও আশীর্ব্বাদ ফলে রাগানুগা মধুর রসে লোভযুক্ত হইয়া শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রীল গোস্বামী গ্রন্থরাজির পঠন পাঠন ভজন ও নিত্য শ্রীশ্রীরাসস্থলীর মার্জনাদি [illegible] প্রাপ্তিতে শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণীর মণিময় নূপুর [illegible] কৃপালাভে স্বরূপদর্শন, শ্রীশ্রী[illegible] কুণ্ডে স্নান, মঞ্জরীদেহ প্রকাশ, শ্রীললিতাদেবীর সঙ্গ [illegible] শ্রীচরণ দর্শনলাভ পরিচয়, ললাটে নূপুরস্পর্শে [illegible] প্রকাশ, তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণী [illegible], শ্রীচরণের নূপুর খসিয়া বিন্দু দিয়া নিজ সখীগণ মধ্যে গণনা, 'কনকমঞ্জরী' নিত্যসিদ্ধ নাম, শ্রীচরণে নূপুর দান সেবা, তথা হইতে [illegible] স্নানে পুনরায় শ্যামানন্দদেহ প্রাপ্তিতে শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জে [illegible] ধ্যানভঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গমন, বিরলে শ্রীজীব প্রভুর নিকট সর্ব্ববিষয় নিবেদন। অন্যের নিকট এই রহস্য প্রকাশে নিষেধ থাকা হেতু বহিরঙ্গলোক—সকল নূতন তিলক ও নাম দর্শনে, গৌরদেশে আসিয়া দীক্ষাগুরুদেবের নিকট ভিন্নভাবে কথন, তাহাতে শ্রীল হৃদয়ানন্দ প্রভু সর্ব্ববিষয় জানিয়াও বহিরঙ্গ সমাজে পরীক্ষা দ্বারা নিজ শিষ্যকে উত্তীর্ণ করাইবার জন্য গৌড়মণ্ডলের ৬৪ মহান্ত ও দ্বাদশ গোপাল সহ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া সভামধ্যে আহ্বান করিয়া তিলক পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উহা একমাত্র শ্রীগুরুকৃপা লব্ধ শ্রীগুরুদেবই স্বপ্নে আসিয়া ঐরূপ তিলক কৃপা পূর্ব্বক সাজাইয়াছেন বলিলেন। তাহাতে সকলের সন্দেহ ভঞ্জন না হওয়ায় সময় লইয়া পুনরায় ধ্যানে শ্রীরাধাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে সর্ববিষয় নিবেদন করাতে শ্রীললিতাদেবী ও শ্রীরূপমঞ্জরীর সাক্ষাতে শ্রী[illegible] আনাইয়া তাহার দ্বারা পুনরায় মঞ্জরীস্বরূপে তিলক ও শ্যামানন্দ নাম [illegible] লেখাইলেন এবং কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া সভামধ্যে পরীক্ষা দানের জন্য পাঠাইলেন। ধ্যানভঙ্গে সভাতে আসিলে বহুভাবে ঐ তিলক ও নাম উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিলে আরও উজ্জ্বল হইতে দেখিয়া সকল মহান্তগণ বিস্মিত হইয়া জানাইলেন

স্বরূপের কৃপার বহিঃপ্রকাশ। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর আদেশে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীষট্ সন্দর্ভাদি শ্রীশ্রীগোস্বামীবর্গের গ্রন্থ প্রচারার্থে গৌড়দেশে পাঠাইলেন। তথায় শ্রীশ্রীঅনিরুদ্ধাবতার শ্রীরসিকানন্দদেবকে সহায়ক ও শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে মহান্তগাদী স্থাপন পূর্বক দ্বাদশ শাখার শিষ্যবর্গ সহ শ্রীনাম প্রেমপ্রচার পূর্বক তাঁহার পুত্র শ্রীরাধানন্দদেব গোস্বামীকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া ঐ বংশের উপর গ্রন্থ প্রচার ভার ন্যাস্ত করেন।

সেই হইতে হস্তলিখিত তালপাতার ও তুলট কাগজের পুঁথি সকল পরবর্ত্তীকালে ঐ বংশে আবির্ভূত বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার আচার্য্য ভাস্কর মহর্ষি শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী প্রবর নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবলে বেদ-বেদান্তাদি গোস্বামীশাস্ত্র সমূহ মন্থন করিয়া (১) আস্তিক্য দর্শনম্, বেদার্থতত্ত্ব-দীপিকা, সুবিজ্ঞানরত্নমালা, হরিভক্তি সর্বস্ব, শ্রীগোবিন্দ পরিচর্য্যাদি গ্রন্থসমূহ লিখিয়া রাখিয়া যান। তদীয় সুযোগ্য আত্মজ ও শিষ্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগোপীবল্লভানন্দদেব গোস্বামী আস্তিক্য দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিয়া পরে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড ও অন্যান্য গ্রন্থরাজির সানুবাদ সম্পাদনের ও প্রকাশের ভার আমার ন্যায় অযোগ্য অনুগত জনের উপর ন্যাস্ত করেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদের প্রকট কালে নানা বিঘ্ন সত্বেও আস্তিক্য দর্শনের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ হয় এবং অপ্রকটের পর বেদার্থতত্ত্ব-দীপিকা প্রকাশ হইয়াছেন, অধুনা—**শ্রীসুবিজ্ঞান রত্নমালা** শ্রীগুরুকৃপায় প্রকাশ হইতে চলিয়াছেন। ভক্ত সজ্জনবৃন্দ আস্বাদনে তৃপ্ত হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী

—দীন সম্পাদক।

—:—

সুবিজ্ঞান রত্নমালা

বিষয় সূচী

— ০ —

৩। শ্রীভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞান রত্ন ৯০-১৭৮

— ০ —

— ০ —

— ০ —

—০—

৯। ধামতত্ত্ব বিজ্ঞান রত্ন

—০—

১০। অভক্তগতি বিজ্ঞান রত্ন

—০—

১১। কালতত্ত্ব বিজ্ঞান রত্ন

—০—

১২। কর্মতত্ত্ব বিজ্ঞান রত্ন

—•—

সমাপ্ত

প্রমাণ গ্রন্থাবলী

—০—

কৃতজ্ঞতা প্রকাশঃ

নাম-বিজ্ঞান-বৈচিত্রী-বিচারাচার্যবিগ্রহম্।
গোস্বামি-প্রবরং বন্দে শ্রীমৎকানুপ্রিয়ং প্রভুম্॥
অশেষ-শাস্ত্রদর্শিনং পুরীদাস-সমন্বিতম্।
সুন্দরানন্দনামানং বিদ্যাবিনোদ-ভূষিতম্।
মদীয়জ্ঞান সর্ব্বস্ব প্রদাতারমহং ভজে॥
শ্রীধরচন্দ্র গোস্বামি-সিদ্ধান্তরত্ন-ভূষিতম্।
শ্রীনন্দলাল রায়ঞ্চ বিদ্যাসাগর-সংজ্ঞিতম্।
বন্দে পিতৃসতীর্থৌ তৌ বিশ্বম্ভর-কৃপাভরৌ।
ভক্তিশাস্ত্রপ্রদাতারৌ তাম্রলিপ্তনিবাসিনৌ॥
শ্রীহরিদাসদাসস্য পাদপদ্মমহং ভজে।
যস্য কৃপানির্দেশেন নবদ্বীপ-কৃতস্থিতিঃ॥
অদ্বৈতদাস-সংজ্ঞঞ্চ কৃত-গোবর্দ্ধনাশ্রয়ম্।
পিতুঃ সন্ন্যাসদাতারং পণ্ডিতাখ্যমহং ভজে॥
বৈষ্ণবশাস্ত্র-বেত্তারং ন্যায়-বেদান্ত পারগম্।
শ্রীমদ্‌বিদ্যাগুরুং বন্দে রাজেন্দ্রচন্দ্র সংজ্ঞকম্॥
সুরেন্দ্রচন্দ্রনামানং পঞ্চতীর্থোপনামকম্।
সাহিত্যজ্ঞানদাতারং নবদ্বীপকৃতস্থিতিম্॥
শচীন্দ্রচন্দ্র ষট্‌তীর্থং তারকেশ্বরবাসনম্।
বিশ্ববন্ধুরিতিখ্যাতং তর্কতীর্থাদিভূষিতম্।
উপেন্দ্রচন্দ্র-বিখ্যাতমষ্টতীর্থ বিভূষণম্॥
বেদান্তজ্ঞানদাতারং কলিকাতানিবাসিনম্।
বিধুভূষণসংজ্ঞঞ্চ বেদান্তসাংখ্য-পারগম্॥
ন্যায়শাস্ত্র-পরিজ্ঞানদাতারং দীনপালকম্।
শ্রীনর্মদাকুমারঞ্চ গোস্বামিপ্রবরং ভজে॥
কৃপা-প্রেরণয়া যেষাং হৃদি মে লঘুচেতসঃ।
জাতা শ্রীগুরুবর্গাণাং হার্দ-সম্পূরণে মতিঃ॥—সম্পাদকস্য

ষট্‌সন্দর্ভমঞ্জুষান্তর্গতা

সুবিজ্ঞান-রত্নমালা

প্রথমম্ রত্নম্

ব্রহ্ম প্রকরণম্

॥ শ্রীশ্রীমদ্ রাধাগোপীনাথদেবৌ জয়তঃ ॥

নিখিল-নিগমবেদ্যো ভক্তসন্দোহ-হৃদ্যো
মধুরিম সুধুরীণঃ সর্ববিদ্যা-প্রবীণঃ।
ব্রজযুবতি-সুসঙ্গী বংশ-সঙ্গীত-রঙ্গী
জয়তি মধুর-ধামা সন্ততং কৃষ্ণনামা॥ ১॥

টীকা—

॥ শ্রীমদ্ রাধাগোপীনাথদেবৌ জয়তাম্ ॥

যস্য নামামৃতস্যন্দৈ-র্জগদাসীৎ সুনির্বৃতম্।
স্বোদয়োদ্রিক্ত-প্রেমাব্ধি-গৌরেন্দু র্জয়তি স্বয়ম্॥ ক॥
শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি সংগ্রহো যত্র বর্ত্ততে।
সুবিজ্ঞানরত্নমালা ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্য লিখ্যতে॥ খ॥

অনুবাদ

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ
শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরায় নমঃ
শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামিনে নমঃ

শ্রীশ্রীষট্‌সন্দর্ভমঞ্জুষান্তর্গত সুবিজ্ঞান রত্নমালা মধ্যে

ব্রহ্মপ্রকরণ নামক প্রথম রত্ন—

মঙ্গলাচরণ

মূলানুবাদ—"গুর্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা" (১০।১৯।২৪ ভাঃ) যিনি বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, যিনি ভক্তগণের মনোজ্ঞ, এবং ভক্তবৃন্দ যাঁহার

টীকা

অথ দৃষ্ট-বেদান্তাদি-গ্রন্থবহুল ব্যাখ্যানোঽপায়ঃ শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী ঝটিতি শ্রুতিগণাভ্যাসেন ভগবতোব চিত্তস্থিরী করণায় কতিচিৎ শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যানি সংগ্রহীতুকামো বস্তুনির্দেশাত্মক মঙ্গলমাচরতি নিখিলেতি, কৃষ্ণ-নামা শ্রীব্রজেন্দ্রসূনুঃ সন্ততং জয়তি—সর্বোৎকর্ষাবিষ্কারেণ বর্ততে। যদ্যপি কৃষ্ণশব্দোঽন্যত্রাপি বর্ততে, তথাপি পরব্রহ্মণ্যেব মুখ্যঃ। যদুক্তং - নামকৌমুদী-কারেণ "কৃষ্ণশব্দস্য তমাল শ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িত্বাং" ইতি। জয়তি পদেনৈবাত্র স্বাপকর্ষদ্যোতনাৎ **নমস্কৃতিলক্ষণ-মঙ্গল-**মাক্ষিপ্যতে।

অনুবাদ

মনোজ্ঞ, মাধুর্যোর ধুরন্ধর, সর্ববিদ্যাতে যিনি কুশল, যেহেতু সর্ববিদ্যার প্রবর্তক, ব্রজযুবতিগণে পরমাসক্ত, বংশীগীতে নিত্যানুরক্ত মধুর-জ্যোতিঃ শ্রীরাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনাম সর্বদা সর্বোৎকর্ষে বিরাজিত হউন। জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম। মধুর মধুরমেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাম্॥ ১॥

মঙ্গলাচরণ

টীকানুবাদ—শ্রীমদ্ রাধাগোপীনাথদেব জয়যুক্ত থাকুন।

যাঁহার নামামৃত ধারায় সমগ্র জগৎ পরমানন্দিত হইয়াছিল এবং নিজ উদয় দ্বারা প্রেমামৃত সমুদ্রকে যিনি উচ্ছলিত করিয়াছিলেন সেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং সর্বোৎকর্ষে বিরাজিত থাকুন॥ (ক)

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির সারবস্তু যাহাতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই **সুবিজ্ঞান রত্নমালার** ব্যাখ্যা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে॥ (খ)

অথ বেদান্তাদি বহু গ্রন্থের বহুবিধ ব্যাখ্যা বিদ্যমান দেখিয়াও গ্রন্থকার শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী প্রভু শীঘ্র শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণ সমূহ অভ্যাস দ্বারা শ্রীভগবচ্চরণেই চিত্ত স্থির করিবার জন্য শ্রুতিস্মৃতি বাক্যসমূহ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় **'বস্তু নির্দ্দেশ'**-রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ নামক শ্রীব্রজ-রাজনন্দন সর্বদা সর্বোৎকর্ষ আবিষ্কারপূর্বক বিরজিত আছেন। যদিও কৃষ্ণশব্দ

টীকা

কীদৃশ ? ইত্যপেক্ষায়াং বিশেষণানি দর্শয়তি [illegible] নতু কেবলং লক্ষ্যঃ। "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো" ইতি শ্রীগীতোপনিষদ্ [illegible] পুনঃ ভক্তসন্দোহানাং ভক্তবৃন্দানাং অত্যো মনোজ্ঞঃ ভক্তসন্দোহ [illegible] যাস্যতি বা, অনেনাপরস্য অমনোজ্ঞত্বং দর্শিতম্। পুনঃ মধুরিম্নাং [illegible] ধুরন্ধর ইত্যর্থঃ। 'ধুরীনস্তু ধুরন্ধর' ইত্যমরঃ। পুনঃ সর্ববিদ্যাসু প্রবীণঃ কুশলঃ, তাসাং প্রবর্তকত্বাদিতিভাবঃ। পুনঃ [illegible]

অনুবাদ

শ্রীব্রজরাজনন্দন ব্যতীত অন্যত্রও আছেন, তথাপি পরব্রহ্মেই মুখ্য প্রয়োগ। যেহেতু শ্রীভগবন্নাম কৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধরাচার্য্য বলিয়াছেন—কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ তমাল শ্যামলকান্তি জ্যোতি শ্রীযশোদানন্দনরূপী পরব্রহ্মেই রূঢ়ি (মুখ্যাবৃত্তি)।

জয়তি পদদ্বারাই এস্থলে নিজ অপকর্ষ প্রকাশিত হওয়ায় 'নমস্কার'রূপ মঙ্গলাচরণও হইয়া গেল। সেই 'কৃষ্ণ' কীরূপ ? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশেষণ সমূহ প্রকাশ করিতেছেন—নিখিল নিগমবেদ্য ইত্যাদি। যিনি অখিল বেদের প্রতিপাদ্য, কেবল লক্ষ্য নহেন। প্রমাণ—'সকল বেদ দ্বারা আমিই জ্ঞেয়'—শ্রীগীতারূপ উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণবাক্য। চারি লাখ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ এক বস্তু বুঝাইতে। বস্তু না বুঝিয়া জীব যায় অধঃপতে॥ তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ। নামসংকীর্তন সর্ব আনন্দ স্বরূপ॥

যাঁহার নামামৃত বর্ষণে সমগ্র জগৎ পরমানন্দিত হইয়া ছিল এবং নিজ উদয় দ্বারা প্রেমসমুদ্রকে উচ্ছলিত করিয়াছিলেন। সেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং নিজ উৎকর্ষে বিরাজ করুন॥ (ক)

যে গ্রন্থে শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রাদির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে, সেই সুবিজ্ঞান রত্নমালার ব্যাখ্যা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। অনন্তর বেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহের বহুবিধ ব্যাখ্যা দর্শন করিয়াও শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামীপাদ শীঘ্র শ্রুতিসমূহের অভ্যাস দ্বারা শ্রীভগবানেই চিত্ত স্থির

টীকা

ভক্তাস্থ তাসু তস্য পরমাসক্তিঃ সূচিতা। পুনঃ বংশেতি, তদ্গীতে নিত্যানুরাগবান্ ইত্যর্থঃ। উভয়ত্র নিত্যযোগেঽনি-প্রত্যয়ঃ। নাত্রৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনে রসাভাসঃ শঙ্কনীয়ঃ, প্রকরণেঽস্মিন্ ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যয়োর্বক্ষ্যমাণত্বাৎ। বংশেতি পদদ্বয়ং বা, বংশসঙ্গীতি তদ্বাদনপরত্বেন মাধুর্য্যবিশেষো দর্শিতঃ তরঙ্গীত্যনেন তদ্বাদনরূপাস্তচ্ছ্রবণপরাণামাকর্ষণরূপাশ্চ তরঙ্গা বিদ্যন্তে যস্যেতি।

যদ্বা—নিখিলং নিগময়তি বাচালী করোতীতি স নিখিলজ্ঞানপ্রদ ইত্যর্থঃ, স চাসৌ বেদ্যো জ্ঞাতুং যোগ্যশ্চ। আসুরস্বভাবেন অভক্তবৎ প্রতীয়মানানাং

অনুবাদ

করাইবার ইচ্ছায় কতকগুলি শ্রুতি ও স্মৃতিপুরাণাদির বাক্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ **‘বস্তুনির্দেশ’**রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—নিখিল ইত্যাদি পদ্যে কৃষ্ণ নামক শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন সর্বদা জয়যুক্ত থাকুন অর্থাৎ সর্ব উৎকর্ষের সহিত বিরাজ করুন॥ যদিও কৃষ্ণ-শব্দ অন্য অর্থেও প্রয়োগ আছে, তথাপি পরব্রহ্মেই কৃষ্ণ শব্দের মুখ্য প্রয়োগ। যেমন শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদীকার লক্ষ্মীধরাচার্য্য বলিয়াছেন—তমালের ন্যায় শ্যামল বর্ণ পরব্রহ্ম শ্রীযশোদানন্দনেই কৃষ্ণ শব্দের রূঢ়িবৃত্তি অর্থাৎ মুখ্যার্থ। এস্থলে ‘জয়তি’ পদ প্রয়োগ দ্বারাই গ্রন্থকার নিজ অপকর্ষ বিনয় নম্র প্রকাশপূর্বক এই পদ্যে একই সঙ্গে **‘নমস্কার’**রূপ মঙ্গলাচরণও করিতেছেন।

সেই কৃষ্ণ-নামক পরব্রহ্মের পরিচয় কি? এই প্রশ্ন হওয়াই স্বাভাবিক, তাহার উত্তরে বিশেষণ সমূহ প্রদর্শিত হইতেছে।— ‘নিখিল নিগম বেদ্যঃ’ অর্থাৎ সমগ্র বেদ দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়। কেবলমাত্র বেদের ‘লক্ষ্য ব্রহ্ম’ কেহ কেহ বলেন, তাহা নহে। বেদ দ্বিবিধ, এক নিদ্রিত কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসধ্বনি—“অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্‌বেদ যজুর্বেদ সামবেদোঽথর্ববেদঃ” ইত্যাদি। অর্থাৎ ঋক্‌বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ—যাহা ঋষিগণের ধ্যানলব্ধ স্তব ও ব্যাখ্যাবলী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। অপরটি পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণী—যাহাকে শ্রীগীতারূপ উপনিষদ্

টীকা

শিশুপালাদীনামপি হৃদ্যো বৈরভাবেন ধ্যাতঃ সন্ হৃৎস্থ ইত্যর্থঃ। যদ্বা হৃৎ হৃদয়ং যাতি, অজিতান্তর্যামিরূপাভ্যাং কৃপয়া গচ্ছতীতি সঃ। অভিনা সন্দোহ-শব্দো গৃহ্যতে। অমধুঃ সংসার নিবারকো মধুঃ। সংসার-নাশেতি হরিবংশে-হর-বাক্যাৎ। ইনা কামবপুষা মিমীতে অনুমিতো ভবতীতি। ইনঃ কোটি-কন্দর্প-লাবণ্যমূর্তিরিত্যর্থঃ। “সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ” ইত্যুক্তেঃ স চাসৌ স চ সর্ব্ববিদ্যাঃ প্রাতি ভক্তেষু পূরয়তীতি সর্ব্ববিদ্যাপ্রঃ, সর্বং ভক্তবৃন্দং বিদন্তং আনন্দয়িতুং প্রাপ্নোতি। তথা, সর্বং বেত্তি যঃ স সর্ব্ববিৎ, ইং-পরব্রহ্মণ্যং ... আ-সম্যক্ প্রাতি কৃপাবলোকনাদিনা পূরয়তি। তথা—ইং কন্দর্পং, আ-সম্যক্

অনুবাদ

বলা হয়। তাহাতে বলা হইয়াছে ‘সমগ্র বেদ দ্বারা আমিই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞাত হই’। যিনি আবার ভক্তবৃন্দের হৃদয় গ্রাহী বা মনোহর এবং ভক্তবৃন্দই যাঁহার মনোহর। ‘কিং দেয়মস্তি’ ভবতে জগদীশ্বরায়, আভীর-বামনয়নাহৃত-মানসায়, দত্তং মনো যদুপতে কৃপয়া গৃহাণ॥ ইহা দ্বারা ভক্তবৃন্দব্যতীত অন্যের পক্ষে অজ্ঞেয় ইহাও দেখান হইল। পুনরায় পরব্রহ্ম কীরূপ? মাধুর্য্যের অত্যন্ত ধুরন্ধর সর্ববিদ্যাতে প্রবীণ অর্থাৎ কুশল, যেহেতু সকল বিদ্যার প্রবর্তক। ব্রজ সুন্দরীগণের সুসঙ্গী অর্থাৎ পরম ভক্তিমতী ব্রজরমাগণের প্রতি তাঁহার পরম আসক্তি এবং বংশীগীতে নিত্য অনুরাগী। এ স্থলে পরতত্ত্ব বস্তুর ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয়ই একই পদ্যে বর্ণিত হওয়ায় রসাভাস দোষের আশঙ্কা করা উচিত হইবে না, কারণ এই প্রকরণে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয়ই পরে বলা হইবে। অথবা—বংশসঙ্গী ও তরঙ্গী দুইটি পদ, বংশীবাদন পরায়ণ হেতু তাঁহার মাধুর্য বিশেষ দেখান হইল। ‘তরঙ্গী’ এই পদদ্বারা বংশীবাদন এবং তাঁহার শ্রবণ পরায়ণগণের আকর্ষণ এইরূপ তরঙ্গ সমূহ যাঁহাতে বিদ্যমান।

অথবা—যিনি নিখিল প্রাণীকে বাচাল করেন, তিনি নিখিলনিগম অর্থাৎ সর্বজ্ঞানপ্রদ এবং বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের যোগ্য বিষয়। ‘অভক্ত সন্দোহ’

টীকা

সমস্তাদ্বা প্রাতি পূরয়তি—শ্রীরুদ্রক্রূরদৃষ্ট্যা দগ্ধাঙ্গং তং সাঙ্গং করোতি ইতি বা। যদ্বা – সর্বেষু প্রাণিমাত্রেষু স্বাংশেন বেদয়তে নিবসতীতি সর্ববিৎ 'বিদ্‌চেতনাখ্যান-নিবাসেষু' সর্বং চেতয়তে বা বেতীতি ক্বিপ্, বীর্ব্যাপকঃ ণো জ্ঞানানন্দ-স্বরূপঃ। বিশেষণানাং কর্ম্মধারয়ঃ। প্রাপূর্ত্তাবিত্যস্মাৎ 'অতোঽনুপসর্গে' ইতি ক-প্রত্যয়ঃ, বী-গতিব্যাপ্তীত্যাদি ধাতুগণ পাঠাৎ, ন-কারঃ কীর্ত্তিতো জ্ঞানে ইতি মদিনী, 'ণশ্চ নির্বৃতিবাচক' ইতি স্মরণাচ্চ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ অবশিষ্টং স্ফুটার্থম্ ॥১॥

অনুবাদ

আসুর স্বভাবহেতু অভক্তের ন্যায় দেখিতে শিশুপাল আদিরও 'হৃদ্য' বৈরভাবে ধ্যান কালে তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থানকারী অথবা—'হৃদ্য' অর্থাৎ অজিত ভগবান্ রূপে ও অন্তর্যামি রূপে কৃপাপূর্ব্বক অসুরদিগের হৃদয়ে গমন করেন, অবস্থান করেন যিনি। আদি-শব্দে অসুর সকলের 'অমধুঃ' সংসার-নিবারক -মধু। ভগবানের একটি নাম সংসার। হরিবংশে মহাদেবের বাক্য প্রমাণ -'ইনা' কামদেব—শরীর দ্বারা অনুমিত হন। 'ইমঃ' কোটিকন্দর্পের লাবণ্যপূর্ণ মূর্ত্তি যাঁহার সেই সাক্ষান্মন্মথ—মন্মথ শ্রীশ্রীমদনগোপাল। 'সর্ববিদা প্রঃ'— যিনি ভক্তবৃন্দে সর্ববিদ্যা পূরণ করেন। 'সর্ববিৎ' সকল ভক্তবৃন্দকে যিনি আনন্দদানের জন্য প্রাপ্ত হন এবং যিনি সকলকে জানেন – তিনি সর্ববিৎ। ঈঃ পরমভক্তিমতী লক্ষ্মীদেবীকে আ-সর্ব্বপ্রকারে 'প্রাতি-কৃপাদৃষ্টি' দ্বারা পূরণ করেন এবং 'ইঃ'-কামদেবকে আ-সম্পূর্ণভাবে বা সকলদিক দিয়া 'প্রাতি' পূরণ করেন, অর্থাৎ শ্রীরুদ্রদেবের ক্রূর দৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ দেহ কামদেবকে পরিপূর্ণাঙ্গ করেন। অথবা—সকল প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে একাংশে নিবাস করেন যিনি, তিনি সর্ব্ববিৎ। বিদ্ ধাতুর অর্থ—চেতনা, আখ্যান ও নিবাস। সুতরাং যিনি সকলকে চেতনা দান করেন, তিনি সর্ব্ববিৎ। প্র-বী-ণঃ—যিনি সর্ব্বব্যাপক বিভু ও জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ। এই বিশেষণ সমূহের কর্মধারয় সমাস। প্রা ধাতু পূর্ত্তি অর্থে, তাহার উত্তর 'ক' প্রত্যয়, বী-ধাতুর অর্থ গতি ও ব্যাপ্তি, 'ণ' কারের অর্থ জ্ঞান ও আনন্দ। অন্য পদ সমূহের অর্থ পূর্ব্ববৎ। অবশিষ্ট অর্থ পরিস্ফুট ॥১॥

দুর্বুদ্ধীনবলোক্য সর্বপুরুষাংশ্চক্রে বিভাগান্ প্রভু-
র্যোঽখণ্ড-শ্রুতিসংহতেঃ স্বয়মভূো বেদান্তকর্ত্তেতি চ।

টীকা

অথ স্বপূর্বাচার্যাতয়া বিরাজমানং সাক্ষাদভগবদবতারং শ্রীব্যাসং নমস্করোতি – দুর্বুদ্ধীনিতি দু – দুষ্টা বিষয়াভিমুখতয়া বর্ত্তমানা তদেকচিন্তাকুলা বুদ্ধির্যেষাং তান্ সর্ব্বপুরুষান্ অবলোক্য কথমেতেষাং শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে রতিঃ স্যাদিতি বিচিন্ত্য চ অখণ্ড শ্রুতিসংহতেস্তৎসমূহস্য বিভাগাংশ্চক্রে। অনেন, বেদাচার্যত্বং স্পষ্টং, তেন সর্ব্বেষামেবায়মাচার্য্য ইত্যর্থঃ। ননু মহাদুর্গমায়াস্তস্যা বিভাগান্ কথং চক্রে? তত্রবিশিনষ্টি প্রভুরিতি, নহি তাদৃশানাং কিমপি দুর্ঘটত্বমিতি ভাবঃ। ন তু এতাবদেব, কিন্তু অন্যন্মহদপি তৎকর্ম্মেত্যাহ-স্বয়মিতি, অন্য মুন্যাদি সহায়ত্বং নিরাকরোতি। বেদান্তকর্ত্তা তৎসূত্রাবির্ভাব কর্ত্তা প্রকাশক ইত্যর্থঃ। এতত্তু পুরাণেতিহাসাদীনামপ্যুপ-

অনুবাদ

মূলানুবাদ—এই জগতের সকল মানবকে শ্রীভগবদ্‌বিমুখ ও বিষয়াবিষ্টচিত্ত দেখিয়া যিনি অখণ্ড এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন, আশ্চর্য। স্বয়ং বেদান্ত সূত্র, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারতাদিও রচনা করিলেন জীবের প্রতি করুণাসিন্ধু অনন্তকল্যাণগুণবারিধি এই ব্যাসদেবের এই

টীকানুবাদ—অনন্তর নিজপূর্ব্বাচার্যরূপে বিরাজমান সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার শ্রীব্যাসদেবকে প্রণাম করিতেছেন—দুর্বুদ্ধিগণকে অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি বিষয়াভিমুখে বর্ত্তমান, একমাত্র বিষয় চিন্তাতেই আকুল, সেইরূপ দুষ্টবুদ্ধি পুরুষগণকে দেখিয়া কিরূপে ইহাদের শ্রীভগবানের চরণকমলে ভাবভক্তি হইবে' এইরূপ চিন্তা করিয়া অখণ্ড বেদসংহিতার বাক্য সমূহকে বিভাগ করিলেন, ইহাদ্বারা ব্যাসদেবের বেদাচার্যত্ব স্পষ্ট জানা গেল এবং ইনিই সকলের আচার্য। প্রশ্নঃ—মহাদুর্গম শ্রুতিশাস্ত্রের বিভাগ তিনি কিরূপে করিলেন? তাহাই বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন—'প্রভু' শ্রীভগবদবতার শ্রীব্যাসদেবের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে। কেবল ইহাই নহে, অন্য

যং সার্বে মুনয়ো বদন্তি করুণাসিন্ধুং হি নারায়ণং
তং বন্দে কলিকল্মষাপহমিমং ব্যাসং মুনীনাং গুরুম্ ॥ ২ ॥

টীকা

লক্ষণং জ্ঞেয়ম্। অনেন সর্ব্বজীবনিস্তারকেন তৎকর্ম্মণা পরমদয়ালুত্বঞ্চ দর্শিতম্। অহো ইতিতাদৃশতৎতৎকর্ম্মবিধানে পরমাশ্চর্য্য-সূচকং তদাশ্চর্য্যবিলোকনেন ঈশ্বরং বিনা এতৎ কঃ কুর্য্যাদিতি মনসি নিশ্চিত্য **সার্বেঽপি মুনয়ো হি-নিশ্চিতং যং নারায়ণং বদন্তি।** জীবেষু করুণাবিশেষং বিধাতুমবতীর্ণত্বাৎ করুণাসিন্ধুং চ বদন্তি। তত্র হেতুগর্ভবিশেষণং কলীতি স্পষ্টং। শ্লেষেণ তু কলেরপি কল্মষাপহং, কিমুত কলিজানাং, ইমমিতি অন্যব্যাসান্ ব্যাবর্ত্তয়তি।

মুনীনাং গুরুমিত্যনেন তস্য মহত্তমত্বং দর্শয়িত্বা তানপি তদনুগতত্বাৎ নমস্করোতি। তথা চ পাদ্মে—দ্বৈপায়নেন যদ্বুদ্ধং ব্রহ্মাদ্যৈস্তন্ন বুদ্ধ্যতে।

অনুবাদ

মহত্তম কার্যদর্শনে মুনিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কলিকল্মষহারী ও মুনিগণের গুরু এই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদ-ব্যাসকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

এক মহৎকার্যও করিয়াছেন—'স্বয়ং', অন্য মুনি আদির সহায় ব্যতীত বেদান্ত সূত্রের আবির্ভাব কর্তা—প্রকাশক। ইহাদ্বারা অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারতরূপ ইতিহাস আদিরও আবির্ভাব কর্তা জানিতে হইবে। ইহাদ্বারা সর্বজীব নিস্তারক ঐ কর্ম্মদ্বারা তাঁহার পরম দয়ালুতা গুণও দেখান হইল। 'অহো' ঐরূপ পরম আশ্চর্য সূচক ঐ ঐ কর্ম্মসম্পাদন দ্বারা চমৎকারিতা প্রদর্শন হেতু 'ঈশ্বর ব্যতীত এই কার্য কে করিতে পারে'—এই মনে নিশ্চয় করিয়া মুনিগণই নিশ্চিতরূপে যাঁহাকে **'নারায়ণ'** বলিয়া থাকেন এবং জীবগণের প্রতি করুণা বিশেষ সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণহেতু ইহাঁকে করুণা-সিন্ধুও বলেন। ইহার কারণ কলি কল্মষহারী—এই সঙ্গে কলি মহারাজেরও পাপহারী, কলিকালে জাত জীবগণের যে পাপহারী ইহা আর কি বলিব।

টীকা

সর্ব্ববুদ্ধং সবৈ বেদ তদ্বুদ্ধং নান্যগোচরম্। ইতি। স্কান্দে চ—ব্যাসচিত্তস্থিতা-কাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ। অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতান্যুরীকৃত্য গৃহাদিবেত্তি তথৈব শ্রীবৈষ্ণবে শ্রীপরাশর বাক্য—[illegible] মন্বন্তরে। বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্ধা ব্যভজৎপ্রভুঃ। যথা তু তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা। বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যাসৈরন্যৈস্তথা ময়া তদনেনৈব ব্যাসানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম। চতুর্যুগেষু রচিতান্ সমস্তেষ্ববধারয়॥ কৃষ্ণং দ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্। কোহন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারত-কৃদ্ভবেৎ ॥ ইতি। স্কান্দে এব—নারায়ণাদ্ বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে

অনুবাদ

'এই' ব্যাসদেবই মুনিগণের গুরু, অন্য ব্যাসগণ নহে—এই বৈবস্বত মন্বন্তরে বিগত ২৮ চতুর্যুগের প্রতিদ্বাপরে এক এক জন ব্যাস ছিলেন—(১) স্বয়ম্ভু, প্রজাপতি, উশনা, বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বসিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিবৃষা, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, বপ্রী, ত্রয্যারুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, ঋণজ্য, ভরদ্বাজ, গৌতম, হর্য্যাত্মা, বেণ, তৃণবিন্দু, ঋক্ষ (বাল্মীকি), শক্তি, পরাশর জাতুকর্ণ, **কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ ২৮,** অশ্বত্থামা (ভবিষ্য ২৯)। এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবই মুনিগণের গুরু, অতএব ইনি মহত্তম, অন্যমুনিগণ ইহার অনুগত হইলেই নমস্য। পদ্মপুরাণে ঐরূপই বর্ণিত আছে—

"কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ যাহা জানেন, ব্রহ্মাদি তাহা জানেন না, সকলের জ্ঞাতব্য বস্তু তিনিই জানেন, তাঁহার জ্ঞাত বস্তু অন্যে জানেন না।" স্কন্দপুরাণেও—ব্যাসদেবের চিত্ত মহাকাশের ন্যায় বিভু—অপরিসীম, অন্যের চিত্ত গৃহাকাশের ন্যায় সসীম, ব্যবহারের উপযোগী। ঐরূপ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৩।৪।২-৫) শ্রীপরাশর বাক্য—অতএব এই অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপরে আমার পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস, শ্রীভগবদবতার, চতুষ্পাদ এক বেদকে চারি ভাগ করিয়াছেন। এই প্রকার অন্যান্য ব্যাসগণ ও আমি পূর্ব্বে বেদ বিভাগ করিয়া ছিলাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপেই সকল চতুর্যুগে বেদ সকলের শাখা বিভাগ হইয়াছে, তুমি অবগত হও। হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদ-

পাষণ্ডান্ শ্রুতিশাস্ত্র খণ্ডন পরান্ বৌদ্ধান্ বিজিত্য স্বয়ং
জীবেশৈক্য-মায়াবলম্বনরতাংশ্চাদ্বৈতনিষ্ঠাংস্তথা।

টীকা

স্থিতম্ ক্বচিত্তদন্যথাজাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্॥ গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাৎ জ্ঞানে ত্বজ্ঞানতাং গতে। সংকীর্ণ বুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্র-পুরঃসরাঃ। শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণ মনাময়ম্। তৈর্বিজ্ঞাপিত কার্যাস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ॥ উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্॥ ইতি. বিস্তরভিয়া নান্যানি লিখ্যন্তে॥ ২॥

শ্রীমদ্ ভক্তি সম্প্রদায় প্রবর্তকং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যং প্রণমতি—পাষণ্ডানিতি। পাষণ্ডাঃ খলু উত্তম চিহ্ন ধারণেন শ্রীভগবদ্ ভক্তা ইব দৃশ্যমানা লোকবঞ্চনপরাঃ সর্বত্র নিষ্ঠা শূন্যাস্তান্ বিজিত্য বিশেষেণ যথা তেষাং তাদৃশী দুষ্টবাসনা পুনরপি কদাচিৎ কথঞ্চিৎ ন ভবেৎ তথা জিত্বা স্ববশে স্থাপয়িত্বা শুদ্ধ শ্রীহরিভক্তি রীত্যুপ-

অনুবাদ

মূলানুবাদ—পাষণ্ডগণকে ও বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য খণ্ডন পরায়ণ বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদীগণকে স্বয়ং দিগ্ বিজয় কালে জয় করিয়া এবং ঐরূপ জীব ও ঈশ্বরের ঐক্যমতাবলম্বী অদ্বৈতনিষ্ঠগণকে শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা জয় করিয়া বেদান্ত

ব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে। নারায়ণ ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাভারত রচনা করিতে পারে, স্কন্দপুরাণে—শ্রীনারায়ণ হইতে প্রকাশিত জ্ঞান সত্যযুগে যথাযথ ছিল। ত্রেতাযুগে তাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং দ্বাপর যুগে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। গৌতম ঋষির শাপে 'জ্ঞান' অজ্ঞানে পরিণত হইল। অল্পবুদ্ধি দেবগণ ব্রহ্মা ও রুদ্রকে অগ্রে লইয়া শরণাগত পালক নির্মল জ্ঞান শ্রীনারায়ণের শরণাগত হইলেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম দেবগণের নিবেদন শুনিয়া পরাশর হইতে সত্যবতীতে মহাযোগী কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হইলেন একবিলুপ্ত বেদসমূহকে সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং হরি উদ্ধার করিলেন।" গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে অন্য প্রমাণ সমূহ লিখিত হইল না॥ ২॥

শুদ্ধাদ্বৈতমতং চ যেন বিহিতং বেদান্তশাস্ত্রং পরং
তং বন্দে ভবসিন্ধুপোত-চরণং মধ্বং মুনিং নিত্যশঃ॥ ৩॥

টীকা

দেশেন তানমুনৃচং ইত্যর্থঃ। অনেন শ্রীমধ্বস্য [illegible] অস্যাপি পরম দয়ালু স্বভাবো দর্শিতঃ [illegible] ইত্যাত্ম শ্লাঘায়াং তস্য চিত্তবৃত্তির্নাস্তীতি ভাবঃ। [illegible] শ্রুতিশাস্ত্র খণ্ডন পরানিতি জৈনানামপি উপলক্ষণং। [illegible] ইতি জ্ঞেয়ম্। তত্র তেষাং তেষাং মতে নানাবিধ নাস্তিক-যুক্তিদর্শনাৎ [illegible] ভিয়া নাত্র তন্মতং বিলিখ্যতে। কিন্তু তজ্জয় সময়ে পলায়িতা, অধুনা দৃশ্যমানাস্তে তে চ দূরত এব অসম্ভাষণীয়াঃ। তত্রাদ্বৈত নিষ্ঠানাং কিঞ্চিৎ ঈশ্বর-নিষ্ঠত্বাৎ তজ্জয়স্তু সহসা কৃতবানিতি গম্যতে। স্বয়মিতি তু অবশিষ্টান্ তত্র তত্র

অনুবাদ

ও তদনুগত শাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ শ্রীহরিভক্তির অনুকূল শুদ্ধাদ্বৈতমত যিনি স্থাপন করিয়াছেন, সেই ভবসিন্ধুপারের পোতচরণ শ্রীমন্মধ্বমুনিকে নিত্য বন্দনা করি॥ ৩॥

টীকানুবাদ – শ্রীমদ্ভক্তি সম্প্রদায় প্রবর্তক শ্রীমন্ মধ্বাচার্যকে প্রণাম করিতেছেন—পাষণ্ডগণকে অর্থাৎ যাহারা উত্তম চিহ্ন ধারণপূর্বক শ্রীভগবদ্ ভক্তের ন্যায় দেখিতে, অথচ লোকবঞ্চনপরায়ণ, সর্বত্র নিষ্ঠাহীন, তাহাদিগকে বিশেষরূপে জয় করিয়া যেন তাহাদের ঐরূপ দুষ্ট বাসনা পুনরায় কখনও বিন্দুমাত্রও না হয়, সেইরূপে নিজ বশে রাখিয়া শুদ্ধ শ্রীহরিভক্তি রীতি উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা শ্রীমদ্ গুরু শ্রীব্যাসদেবের স্বভাবের ন্যায় ইঁহারও পরম দয়ালু স্বভাব দেখান হইল। ইহাদের জয় দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠা হউক এইরূপ আত্মশ্লাঘাতে তাঁহার চিত্তবৃত্তি নাই, ইহাই ভাবার্থ, এইরূপ পরেও যোজনা করা উচিত। শ্রুতিশাস্ত্র খণ্ডন পরায়ণ বৌদ্ধ ও জৈনগণকে দিগ্ বিজয়ে জয় করিয়া উহাদের মতে নানাবিধ নাস্তিক যুক্তি থাকায় গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে এস্থলে ঐ সকল মত লিখিত হইল না। কিন্তু দিগ্ বিজয় সময়ে

টীকা

তিরোধানেন স্থিতান্ কাংশ্চিং শিষ্যপ্রশিষ্য দ্বারা বিজিত্যোদ্দধার ইতি জ্ঞাপয়তি। তথেতি যথাপূর্বান্ তথেত্যনেন তত্তজ্জয়ে কিঞ্চিৎশ্রমোঽপি দর্শিতঃ। শুদ্ধেত্যনেন তদ্বিহিতমতেঽদ্বৈত গন্ধোঽপি ন দৃশ্যতে ইতি জ্ঞাপিতম। বিহিতং স্থাপিতং পরং শ্রীহরিভক্তি নিষ্ঠৠাং সর্বোত্তমং. ভবসিন্ধৌ পোতৌ চরণৌ যস্য। 'পোতঃ শিশৌ বহিত্রে চে"তি মেদিনী। স্ফুটমন্যং, তত্র শ্রীমধ্বমুনেঃ শ্রীবাদরায়ণ শিষ্যত্বং তু ঐতিহ্য প্রসিদ্ধং শ্রীমধ্ব শঙ্করৌ সহস্র বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী মধ্যস্থৌ মণিকর্ণিকায়ামনশনতয়া বিচারং চক্রতুস্তত্র নভসি নীলাভ্র প্রখ্যঃ সর্বৈর্দৃষ্টো ব্যাসো উবাচ 'মধ্বো মদভিপ্রায়ং বদতী'তি বদন্ শ্রীমধ্বমতং স্বীচকার। শ্রীশঙ্করমতং মায়াবাদতয়া তু অত্যাক্ষীদিতি প্রসিদ্ধম্.॥ ৩॥

অনুবাদ

পলায়িত থাকিয়া অধুনা দৃশ্যমান ঐ ঐ মতবাদিগণ দূর হইতেই ভাষণযোগ্য নহে। তন্মধ্যে অদ্বৈত নিষ্ঠগণ কিঞ্চিং ঈশ্বরনিষ্ঠ থাকায় তাহাদের জয় স্বয়ং সহজেই করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। অবশিষ্ট যাহারা সেই সেই স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন, তাহাদিগকে শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা জয় করিয়া উদ্ধার করেন। যেমন পূর্বমতাবলম্বীদিগকে জয় করিয়াছিলেন সেইরূপ পরমতাবলম্বিদিগের জয়কালে কিঞ্চিং শ্রমও হইয়াছিল। শুদ্ধদ্বৈতমত—যে মতে জীব ও ঈশ্বরের অদ্বৈত গন্ধও দেখা যায় না. ঐরূপ বেদান্ত শাস্ত্রসমূহ দ্বারা শ্রেষ্ঠ শ্রীহরিভক্তিনিষ্ঠ সর্বোত্তম শুদ্ধদ্বৈত মত স্থাপন করিয়াছিলেন। যাঁহার চরণযুগল ভবসিন্ধু-পারের (জাহাজ) পোতস্বরূপ অন্য শব্দসমূহের অর্থ স্পষ্ট। সেই মধ্বমুনিকে নিত্য বন্দনা করি।

শ্রীমধ্বমুনি যে শ্রীব্যাসদেবের শিষ্য ইহা ঐতিহ্য প্রসিদ্ধ। বারাণসীক্ষেত্রে মণিকর্ণিকা ঘাটে সহস্র বিদ্বদ্‌ গোষ্ঠী মধ্যে অনাহারে শ্রীমধ্ব ও শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিচার করিতেছিলেন। ঐকালে আকাশে নীলমেঘ সদৃশ সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া শ্রীব্যাসদেব বলিলেন "মধ্ব আমার অভিপ্রায় বলিতেছে" এই বলিয়া শ্রীমধ্বমত স্বীকার করিলেন, শ্রীশঙ্কর মতকে মায়াবাদরূপে ত্যাগ করিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ৩॥

যোঽসৌকল্লাবর্পয়িতুং স্বভক্তি, সুধাং সুধীরান্নিজভক্ত সঙ্ঘান।
জাতঃ শচীগর্ভপয়োঽম্বুধৌহি, বন্দেঽনিশং গৌর সুধাকরং তম ॥৪॥
যস্যানুকম্পালবমাত্রতঃ পরং, জাতো গজানাং পতিরেষ নির্বৃতঃ।
সোঽয়ং চিদাত্মা নিবসেৎকদা মম. চিত্তে মুরারিঃ পরমঃ
পুরাতনঃ ॥ ৫ ॥

টীকা

অথ স্বাভীষ্টদেব-নিরূপণ লক্ষণং মঙ্গলং চ দর্শয়তি—য ইতি। গৌর এব সুধাকরস্তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং তমনিশং অহং বন্দে নমস্করোমি। কোঽসৌ তত্রাহ—যোঽসৌ সুধীরান্ নিজভক্তসঙ্ঘান্ স্ববিষয়ক ভক্তিরেব সুধা তামর্পয়িতুমাস্বাদ বিশেষায় সমর্পয়িতুং শচীগর্ভ এব পয়োম্বুধিস্তত্র হি নিশ্চিতং জাত আবির্ভূতঃ জগদুদ্ধারণার্থং চেতি শেষঃ। অত্র রূপক নামালঙ্কারঃ॥ ৪॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—কলিযুগে প্রসিদ্ধ যিনি নিজ ভক্তিসুধা সুধীর নিজ ভক্তসঙ্ঘকে অর্পণ করিবার জন্য শচীমাতার গর্ভরূপ ক্ষীরসমুদ্রে জন্মলীলা আবিষ্কার করিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে নিরন্তর বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ—যাঁহার কৃপার লেশমাত্রেই প্রসিদ্ধ গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র শ্রীভগবদ্ দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সচ্চিদানন্দরূপ সর্বোত্তম অনাদি শ্রীকৃষ্ণ কখন আমার চিত্তে বাস করিবেন? পক্ষে—উৎকল দেশাধিপতি গজপতি প্রতাপ-রুদ্রদেব ঐরূপ ভক্তিসুখবিশেষ লাভ করিয়া ছিলেন সেই পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব কখন আমার চিত্তে বাস করিবেন। পক্ষে গজপতি গোপালদাস সৎসঙ্গানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যাত্মা পরম গুরুদেবের পরম গুরু শ্রীরসিকানন্দ মুরারি কখন আমার চিত্তে বাস করিবেন ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—অনন্তর নিজ অভীষ্টদেবের স্বরূপ নিরূপণরূপ মঙ্গল প্রদর্শন করিতেছেন—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই সুধাকর. সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে নিরন্তর আমি নমস্কার করি—ইহা স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণে—যিনি সুধীর নিজ-ভক্তসঙ্ঘকে—আশ্রিতজনকে স্ববিষয়ক ভক্তিরূপ সুধার আস্বাদবিশেষ সম্পূর্ণ

টীকা

তত্র মুখ্যং স্বহৃদি শ্রীকৃষ্ণনিবাসং বাঞ্ছন্ শ্লেষেণ স্বপূর্বাচার্য্য কৃপামভিলষতি যস্যেতি। যস্য অনুকম্পায়াঃ কৃপায়া লবমাত্রতঃ কিমুত পূর্ণতঃ, পরং কেবলম্, এষ ইতি তু প্রসিদ্ধতয়োপন্যস্তং, গজানাং পতিরিতি, অলুকসমাসঃ। গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র ইত্যর্থঃ। নির্বৃতো জাতঃ শ্রীভগবদ্ দাসত্বং প্রাপ্তঃ। সোঽয়ং চিদাত্মেতি চিচ্ছব্দেনাত্র সহচারিত্বাৎ সদানন্দো অপি গৃহ্যতে। সচ্চিদানন্দরূপ ইত্যর্থঃ। পরমঃ সর্বোত্তমঃ। সর্ব্বাংশী লক্ষ্মীপতিশ্চেত্যর্থঃ। পুরাতনোঽনাদি পুরাপি নবশ্চেত্যর্থঃ। মুরারিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কদা মম চিত্তে নিবসেদিতি প্রার্থনায়াং লিঙ্। শ্লেষপক্ষে—গজপতি রুৎকল-দেশাধিপতিঃ প্রতাপরুদ্রদেবঃ নির্বৃতঃ প্রাপ্ত তাদৃশ ভক্তিসুখ বিশেষেণানন্দিতঃ, চিৎ চৈতন্য স্তন্নামাত্মা বিগ্রহো যস্য, মুরা

অনুবাদ

দান করিবার জন্য শচীমাতার গর্ভরূপ ক্ষীরসমুদ্রে নিশ্চয়ই আবির্ভূত হইয়াছেন, আনুষঙ্গিকভাবে জগজ্জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত। এস্থলে রূপক-নামক অলঙ্কার ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—তন্মধ্যে মুখ্যার্থে নিজ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিবাস বাঞ্ছা করিয়া ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা নিজ পূর্বাচার্য্যের কৃপাপ্রার্থনা করিতেছেন—যাহার কেবল কৃপার লেশমাত্র হইতে, পূর্ণ কৃপার ফল আর কি বলিব, প্রসিদ্ধ গজপতি অর্থাৎ গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র 'নির্বৃত' অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। সেই এই চিদাত্মা অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ, পরম—সর্বোত্তম, সকলের অংশী লক্ষ্মীপতিও পুরাতন অর্থাৎ অনাদি প্রাচীন হইয়াও নিত্য নব নব, মুরারি শ্রীকৃষ্ণ কখন আমার চিত্তে বাস করিবেন—এই প্রার্থনা।

পক্ষান্তরে—গজপতি উৎকল দেশের অধিপতি প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের সেবক 'নির্বৃত' ঐরূপ ভক্তিসুখ বিশেষ লাভ দ্বারা আনন্দিত হইয়াছিলেন। যাঁহার কৃপায় সেই চিদাত্মা অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য নামক বিগ্রহ যাঁহার সেই 'মুরারি' অর্থাৎ মুরার-কুৎসা-অসৌন্দর্য্য-তাহার অরি অর্থাৎ পরম সুন্দর, অথবা—অবিদ্যা নিবারক। পরম পুরাতন—ঐশ্বর্য্যপক্ষে—পূর্বে বলা হইয়াছে।

প্রস্তাবনা

যয়া ভবেৎশ্রীভগবৎপ্রসাদ-স্তথা গুরোর্বৈষ্ণব-সংহতেশ্চ।
একাদশীং তাং বিচিনোমি শুদ্ধাং, বিজ্ঞান-মালাং সুধিয়াং মুদেঽহম্ ॥৬॥

টীকা

কুৎসাঽসৌন্দর্য্যং তস্যা অরিঃ পরমসুন্দর ইত্যর্থং। অবিদ্যানিবারক ইতি বা পুরাতন ইতি ঐশ্বর্য্য-পক্ষে তু স্পষ্টমেব। মাধুর্য্য পক্ষে তু এতাদৃশ ভক্তিমার্গ প্রবর্তক পূর্ব্বাচার্য্য ইত্যর্থঃ। পক্ষে তু—গজপতির্গোপালদাসাখ্যঃ করিবরঃ, নির্বৃতঃ প্রাপ্তসৎসঙ্গবিশেষানন্দ, চিদিতি সচ্চিদানন্দে শ্রীভগবতি শ্রীচৈতন্যাখ্যে ভগবতি চ আত্মা মনো যস্য সঃ মুরারিস্তন্নামা শ্রীরসিক মুরারিরিত্যর্থঃ॥ পুরাতনোঽস্মৎপরমগুরোঃ পরমগুরুরিত্যর্থঃ। শ্লেষোঽলংকারঃ। অত্র প্রথম-পক্ষোঽভিধেয়ো অন্যৌ তু ব্যঙ্গ্যাবিতি বা ॥৫॥ ইতি মঙ্গলাচরণম্ ॥

অথ স্বগ্রন্থাভিধানং দর্শয়তি—যয়েতি। যয়া সুবিজ্ঞান-রত্নমালয়া

অনুবাদ

অথ প্রস্তাবনা

মূলানুবাদ—যাহা দ্বারা শ্রীভগবানের এবং শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণববৃন্দের প্রসন্নতা হইবে, সেই একাদশ প্রকরণ যুক্তা বিশুদ্ধা সুবিজ্ঞান-রত্নমালা সুধী-গণের আনন্দের জন্য আমি বিশেষভাবে চয়ন করিতেছি ॥৬।

মাধুর্য্য পক্ষে—এইরূপ ভক্তিমার্গ প্রবর্তক পূর্ব্বাচার্য শ্রীল রসিকানন্দ মুরারি—যাঁহার কৃপালেশ মাত্রই গজপতি অর্থাৎ গোপাল দাস নামক মত্ত হস্তিরাজ, 'নির্বৃত' অর্থাৎ সৎসঙ্গবিশেষ লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। যিনি চিদাত্মা—সচ্চিদানন্দ, শ্রীভগবানে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক শ্রীভগবানে মন যাঁহার সেই মুরারি—শ্রীরসিকানন্দ মুরারি পরম পুরাতন—আমাদের পরম গুরুর পরম-গুরু সদা আমার চিত্তে বাস করুন। এই শ্লোকে শ্লেষা-লঙ্কার, প্রথমপক্ষে মুখ্য অভিধাবৃত্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্য, পরের দুই পক্ষে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও শ্রীরসিকানন্দ মুরারি ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা গম্য। ইতি মঙ্গলাচরণ ॥৫॥

টীকা—

করণ ভুতয়া হেতুভূতয়া বা ভগবতঃ প্রসাদঃ প্রসন্নতা ভবেৎ। অত্র বিধৌলিঙ্‌। তথা গুরোঃ প্রসাদ ইতি সমাসান্নিষ্কৃষ্য অন্বেতি। এবং পরত্রাপি। অত্র বৈপরীত্যোক্তিস্তু ছন্দোঽনুরোধেন. পাঠক্রমাদর্থক্রমো বলীয়ানিতি ন্যায়াৎ অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগুং পচতি" ইতিবদ্বা। যদ্বা,— যা গুরোঃ প্রসাদাৎ লভ্যতে তদনন্তরং যথা বৈষ্ণব সংহতেঃ শ্রীভগবতশ্চ প্রসাদো ভবতীতি বক্তব্যেঽপি বৈপরীত্যোক্তিস্তু ঝটিতি শ্রীগুরোঃ শরণাপত্তিং সূচয়তি। অতএবাত্র চতুর্থী অতিশয়োক্তিঃ. যদুক্তং—অলঙ্কার কৌস্তুভে (৮।১৭৪) 'কার্য্য-কারণয়োরন্যতি" কার্যকারণযোবিপর্যয়েঽন্যা চতুর্থ্যতিশয়োক্তিরিতি তদর্থঃ. তামেকাদশীং তৎসংখ্যাকাং প্রকার-মালাং প্রকরণাবলীং বিচিনোমি বেদান্তাদিভ্যঃ। ইতি শেষঃ] প্রকরণং প্রকার ইতি নিরুক্তেঃ। কিমর্থং তত্রাহ— সুধিয়াং শুদ্ধভক্তানাং মুদে তাং বিধাতুং তদর্থং বেত্যর্থঃ। কীদৃশী? শুদ্ধাং পরেশজীবৈক্য-বুদ্ধিমল-রহিতাং। শ্লেষেণ—একাদশীমিব একাদশীং তদ্বৎ

অনুবাদ

টীকানুবাদ—অনন্তর নিজ গ্রন্থের নামকরণ করিতেছেন—যে সুবিজ্ঞান রত্নমালাগ্রন্থ রচনা দ্বারা শ্রীভগবানের প্রসন্নতা হইবে। সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ লাভ হইবে ও বৈষ্ণব বৃন্দের প্রসাদ লাভ হইবে। ছন্দের অনুরোধে এস্থলে বিপরীতভাবে পাঠ গুম্ফিত করা হইয়াছে. 'পাঠক্রম হইতে অর্থক্রম বলবান্' এই ন্যায় অনুসারে। অথবা বৈদিক প্রথানুসারে" "অগ্নিহোত্র যাগ করিতেছে এবং যব পাক করিতেছে" এইরূপ অথবা—যাহা শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ হইতে লাভ হয়, তৎপরে বৈষ্ণববৃন্দের এবং শ্রীভগবানের প্রসন্নতা হয়' এইরূপ বলা উচিত হইলেও বিপরীতভাবে বলার তাৎপর্য—শীঘ্র শ্রীগুরুদেবের শরণাগতি সূচনা করিতেছেন। অতএব এস্থলে চতুর্থী অতিশয়োক্তি. অলঙ্কার কৌস্তুভে বর্ণিত আছে (৮।১৫।৭৪) কার্য ও কারণের বিপর্যয় ঘটিলে সেস্থলে চতুর্থী অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

সেই গ্রন্থের একাদশ সংখ্যক প্রবার মালা অর্থাৎ প্রকরণাবলী বেদান্তাদিগ্রন্থ হইতে চয়ন করিতেছি। কি কারণ? তাহাই বলিতেছেন—শুদ্ধ-

অথ গ্রন্থারম্ভঃ

তত্র—নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।

নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্ম-বিত্তমাঃ ॥ (ভা ১১।৩।৩৪)

একাদশে ত্রিবিধ তত্ত্বস্য পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ জ্ঞানার্থং নিমিরুক্ত

টীকা

বৈষ্ণবানাং প্রিয়ামিত্যর্থঃ। লুপ্তোপমেয়ম। একাদশ্যপি ক্রমেণ [illegible] মানা ইত্যর্থঃ। 'তথা সাদৃশ্যনির্দেশে' ইতি শ্রীধরঃ। 'রাজির্লেখা ততির্বীথী মালাল্যাবলি-পংক্তয়ঃ' ইতি হেমঃ ॥৬।

অথেতি মাঙ্গল্যে আনন্তর্য্যে বা। প্রকরণানাম্ আরম্ভঃ ক্রিয়তে ইতিশেষঃ। তত্র গ্রন্থারম্ভে নারায়ণেতি। নিষ্ঠাং স্বরূপং 'নঃ' ইতি বহুত্ব স্বপরিকরাভিপ্রায়েণ তাদৃশানাং সঙ্গত্যা তেষু প্রশ্নকরণেন আত্মনো বক্তৃমননাদ্বা, ব্রহ্মবিত্তমা ইতি সম্বোধনং তু সর্বেষাম্।

যদস্থ স্থিত্যাদিহেতুঃ, স্বয়মহেতুশ্চ ভবতি. যচ্চ জাগরাদিষু সন্বর্তিশ্চ ভবতি, যেন চ দেহেন্দ্রিয়াদীনি সংজীবিতানি সন্তি চরন্তি চ তদেকমেব পরং তত্ত্বমবেহীতি—পরত্বেন, "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়মিতি" পূর্বার্দ্ধকং। তত্ত্ববিদস্তু তদেব তত্ত্বং বদন্তি। কিংতৎ তত্রাহ—জ্ঞানমিতি চিদেক ধাতুরূপম

অনুবাদ

মূলানুবাদ—অথ প্রকরণ সমূহের আরম্ভ করা হইতেছে, এই গ্রন্থারম্ভে— (১১।৩।৩৪, ৩৫ ভাঃ) আপনারা ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ. আপনারা

ভক্ত সুধীবৃন্দের আনন্দ বিধানের জন্য। কীরূপ?—শুদ্ধা পরমেশ্বর ও জীবের ঐক্যবুদ্ধিরূপ মল রহিত। পক্ষে—শুদ্ধা একাদশীর ন্যায় বৈষ্ণববৃন্দের প্রীতি বিষয়া, এস্থলে লুপ্তোপমা, একাদশটি রত্ন হইলেও ক্রমে মালার ন্যায় বর্তমান. 'তথা' শব্দের অর্থ—সাদৃশ্য ইহা শ্রীধরকোষকার কথিত; রাজি, লেখা ততি বীথী, মালা, আলি, আবলি, পংক্তি এই সকল মালার পর্যায় শব্দ হেমচন্দ্র কোষাকার বলিয়াছেন ॥৬॥

প্রশ্নক্রমেণোত্তরমাহ— স্থিত্যুদ্ভব-প্রলয়হেতুরহেতুরস্য, যৎস্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ। দেহেন্দ্রিয়াসু-হৃদয়ানি চরন্তি যেন, সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥" (ভা ১১।৩।৩৫) ইতি।

প্রশ্নানন্তরং—"স্থিত্যুদ্ভব প্রলয় হেতু" বিত্যনেন শ্রীপিপ্পলায়নেনোত্তরং দত্তং। তথৈব ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।" ইতি প্রথমে চ (১।২।১১) দৃশ্যতে। তত্র 'পর'ত্বেন অদ্বয়ত্বেন চ লব্ধেঽপি ত্রিবিধতত্ত্বে "তত্র তত্র কো বিশেষঃ" ইতি নির্দ্ধারণায় প্রথমং তাবৎ ত্রিবিধ তত্ত্বং নিরূপ্যতে। তত্র স্বয়ং ভগবত এব সর্ব্বাতোঽপ্যাধিক্যং দর্শয়ন্নাহ—

টীকা

তত্র ক্ষণিক জ্ঞানপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি—অদ্বয়মিতি। তস্যাখণ্ডত্বং নির্দিশ্যান্যস্য জীবাদেস্তদনন্যত্ব-বিবক্ষয়া তচ্ছক্তিত্বমেবাঙ্গীকরোতি। অদ্বয়ত্বং চাস্য—স্বয়ং-সিদ্ধ তাদৃশাতাদৃশ তত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যেক সহায়ত্বাৎ, পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চেতি তৈঃ (শ্রীজীব চরণৈঃ) ব্যাখ্যাতম্।

তত্র শক্তিবর্গলক্ষণতদ্ধর্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি। অন্তর্যামিত্বময়-

অনুবাদ

আমাদের নিকট নারায়ণ নামক ব্রহ্মের ও পরমাত্মার স্বরূপ বলিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীনারায়ণাদি ত্রিবিধতত্ত্বের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ জ্ঞানের জন্য নিমি মহারাজ কৃত প্রশ্নের পর—এই বিশ্বের স্থিতি উদ্ভব ও প্রলয়ের যিনি কারণ হইয়াও সাক্ষাৎ কারণ নহেন, তিনি নারায়ণ। যিনি জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সাক্ষি হইয়াও বাহিরে সর্বত্র সত্তারূপে বিরাজিত তিনি ব্রহ্ম। যিনি প্রাণি সমূহের দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণমন প্রভৃতিকে সঞ্জীবিত

টীকানুবাদ—'অথ' শব্দ মঙ্গলার্থে বা অনন্তর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনন্তর প্রকরণ সমূহের আরম্ভ করা হইতেছে। গ্রন্থের আরম্ভে—'নারায়ণ' ইত্যাদি নিমি মহারাজের প্রশ্নদ্বারা, নিষ্ঠা—স্বরূপ, নঃ—'আমাদেরকে' রাজা পরিকর সহ নিজকে বুঝাইবার জন্য বহুবচন ব্যবহার করিয়াছেন, অথবা নিজপরিকর সহ ঐরূপ নবযোগেন্দ্রের নিকট প্রশ্ন করার সৌভাগ্য হওয়ায় নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন।

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং স শ্রীকৃষ্ণঃ স্বরূপস্ফুরদুরু ভগবান্ প্রেম-দৃষ্টং ... । *

টীকা

মায়াশক্তি প্রচুর—চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি, পূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট ভগবানিতি শব্দ্যত ইতি। যদধিকং তৎ তত্র তত্র মুখ্যতয়া শব্দ এব প্রমাণমিতি জ্ঞাপনায় স্বশক্ত্যেক সহায়েঽপি অদ্বয়পদং প্রযুক্তাত্ত ... ... ।
অত্র তু 'অদ্বয়'ত্বেন চেতার্থঃ।

অনুবাদ

রাখিয়া নিজ নিজ কার্যে প্রেরণা দান করেন তিনি পরমাত্মা। একই পরতত্ত্বকে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে জানিবে।—এই ভাবে শ্রীপিপ্পলায়ন উত্তর দিলেন। সেইরূপ প্রথম স্কন্ধেও (১।২।১১) তত্ত্ববিদগণ বলেন—একই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন শব্দ দ্বারা বলা হয়।

'ব্রহ্মবিত্তমা' ইহা নবজনেরই সম্বোধন। প্রশ্নের ক্রম অনুসারে উত্তর বলিতেছেন—এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের যিনি কারণ, কিন্তু সাক্ষাৎ কারণ নহেন, যিনি জীবের স্বপ্ন জাগর ও সুষুপ্তির সাক্ষী এবং বাহিরেও বিদ্যমান, প্রাণীসমূহের দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন প্রভৃতি যাঁহার প্রভাবে সঞ্জীবিত আছে এবং কার্যে রত হয়—হে মহারাজ! তাঁহাকেই পরতত্ত্ব বলিয়া জানুন॥ (১১ ৩ ৩৫) ইতি।

* পাদটীকা এতাদৃশ পাঠো দৃশ্যতে—
ক) শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরস্থিত শ্রীবিশ্বম্ভর লাইব্রেরীস্থ করলিপিঃ।
খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালাস্থিতা ২৩৯৬ এ সংখ্যক পুঁথি।
গ) শ্রীগৌড়মণ্ডলতঃ প্রাপ্তা করলিপি। শ্রীল হরিদাস বাবাজী, নবদ্বীপ
ঘ) ১২৮৯তম বঙ্গাব্দে বহরমপুরস্ত শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত গ্রন্থ।

(তত্ত্ব সঃ ৮) ইতি সন্দর্ভারম্ভে লিখিতম্, যথা শ্রীগোস্বামিচরণৈস্তথৈব শ্রুতি স্মৃতি বাক্যানি দর্শয়িষ্যামঃ ।। ৭ ।।

টীকা

তত্র যস্যেতি, যস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চিন্মাত্রসত্তা তু কচ্চিদপি নিগমে উপনিষদাদৌ ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং যাতি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। অপি শব্দঃ তু অর্থে। যস্যাংশঃ পুমান্ পরমাত্মা স্বৈরংশকৈরপ্যংশৈর্জীবলক্ষণৈঃ কৃত্বা অল্পার্থে কন্। মায়াং বশয়ন্ স্ববশে স্থাপয়ন্ এব বিভবতি – সর্বব্যাপকতয়াবভাষতে ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ

এই রূপে পরতত্ত্ব ও অদ্বয়-তত্ত্ব রূপে পাওয়া গেলেও ত্রিবিধ বলায় ঐ ঐ শব্দে বিশেষ কি? এই নির্ধারণের জন্য প্রথমত তিন প্রকার তত্ত্ব নিরূপণ করা হইতেছে। তন্মধ্যে স্বয়ং ভগবানেরই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য বলা হইতেছে—যাহার চিন্মাত্র সত্তাকে কোন কোন উপনিষদে 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, যাঁহার অংশবিশেষ নিজ নিজ অংশের সহিত মায়াকে ও জীবকে বশে রাখিয়া বৈভব বিস্তার করিতেছেন—তাহাকে পরমাত্মা সংজ্ঞা, যাঁহার একটি বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমে নারায়ণ নামে বিরাজিত, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ভজনকারীগণকে প্রেমদান করিবেন॥ ইহা তত্ত্বসন্দর্ভের আরম্ভে শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি চরণ লিখিয়াছেন - সেই প্রকারই শ্রুতি স্মৃতি বাক্যসমূহ প্রদর্শিত হইবে ॥ ৭ ॥

প্রথম স্কন্ধে – (১।২।১১) তত্ত্ব বিদ্গণ তাহাকেই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বলেন, তাহা কি? 'জ্ঞানম্' বিশুদ্ধ চিৎ স্বরূপ, তাহাতে বৌদ্ধ মতে 'ক্ষণিক জ্ঞান' পক্ষ নিষেধ করিতেছেন—'অদ্বয়ম্' ঐ জ্ঞানের অখণ্ডতা নির্দেশ করিয়া জীবাদি তাহা হইতে ভিন্ন নয় বলিবার জন্য ঐ সকলের শক্তিত্বই স্বীকার করিতেছেন—'অদ্বয়' কিরূপে? ইহা হইতে অন্য স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশ চিৎ জীব বা স্বয়ংসিদ্ধ অতাদৃশ অচিৎ জড় পৃথক অন্য তত্ত্ব না থাকায়, বিশ্বসৃষ্টি আদি কার্য্যে একমাত্র নিজশক্তির সহায়, এবং পরমাশ্রয় পরতত্ত্ব ব্যতীত চিৎ ও অচিৎ শক্তি সমূহের অস্তিত্ব না থাকায় তত্ত্বের অদ্বয়তা— ইহা শ্রীজীবপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

টীকা

যস্য পূর্বোক্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব নারায়ণাখ্য মেকং রূপং পরমব্যোম্নি শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যে বিলসতি বিশেষেণ তাদৃশৈশ্বর্য্য প্রকাশনেন চকাস্তীত্যর্থঃ।

অত্র যস্যেতি ত্রিরাবৃত্তি নির্দ্ধারণায়। স তত্তদ্রূপাদিনা বিরাজমানঃ শ্রীকৃষ্ণো ভজৎসু সেবাত্মস্বরক্তেষু প্রেম দদ্যাৎ – প্রার্থনায়াং লিঙ্। কীদৃশঃ স্বরূপেণ স্ফুরন্ উরুঃ উরুধা যো ভগঃ স বিদ্যতে যস্য সঃ। অত্র নিত্যযোগে

অনুবাদ

তন্মধ্যে শক্তি বর্গরূপ ধর্মাতীত অর্থাৎ নির্ধর্মক কেবল জ্ঞানই 'ব্রহ্ম' অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তি প্রচুর এবং চিৎশক্তির অংশ জীবশক্তি বিশিষ্ট 'পরমাত্মা'। পূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট 'ভগবান্' ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। যাহাতে যে বস্তু অধিক পরিমাণ থাকে, সেই সেই স্থলে মুখ্যরূপে শব্দই প্রমাণ ইহা জানাইবার জন্য একমাত্র স্বশক্তির সাহায্য লইলেও 'অদ্বয়' পদ প্রযুক্ত হয়, যেমন—পাণ্ডুর ধনুকই দ্বিতীয় ছিল অর্থাৎ তিনি নিজ বাহুবলেরই সাহায্য লইতেন, অতএব অদ্বিতীয় যোদ্ধা ছিলেন। এস্থলে 'অদ্বয়ত্বেন চ' অর্থাৎ 'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ' শ্লোকে 'পরতত্ত্ব'কে 'অদ্বয় জ্ঞান' পদেও নির্দেশ করা হইয়াছে ॥

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে পরতত্ত্ব নির্ণয়ে যে মূল কারিকা দিয়াছেন তাহার অর্থ – যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্মাত্র সত্তাকে কোনও নিগমে অর্থাৎ উপনিষদাদিতে 'ব্রহ্ম' এই নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, 'অপি' শব্দে তু-অর্থে। যাঁহার অংশ 'পুরুষ' পরমাত্মা নিজ অল্পাংশ জীবসমূহের সহিত মায়াকে নিজ বশে স্থাপন করিয়াই সর্বব্যাপকরূপে বিরাজিত আছেন এবং যে পূর্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসমূর্ত্তি 'নারায়ণ' নামে একটি রূপ পরমব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে বিলসতি অর্থাৎ বিশেষভাবে ঐরূপ ষড়ৈশ্বর্য প্রকাশ দ্বারা বিরাজ করিতেছেন ॥

এই শ্লোকে 'যস্য' পদটি তিনবার আবৃত্তি করা হইয়াছে—অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই এই ত্রিবিধ প্রকাশ—এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার। অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।

তত্র নির্বিশেষ-স্বরূপমাহুঃ—

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য ৬৷২৷১) ॥ ইতি ॥ ১ ॥

টীকা

মতুপ্। স্বরূপেতি—সুষ্ঠু অরূপং যদ্ ব্রহ্মাখ্যং, স্বস্য যদ্রূপং পরমাত্মাখ্যং স্বাংশ-রূপং, স্বরূপং নারায়ণাখ্যঞ্চ তেনেতি—ত্রিষ্টম। তদুক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫/১

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্ ॥ ইত্যাদীনি।

অন্যানি বহূনি তত্র তত্র সন্তি ॥ ৭ ॥ ইতি প্রস্তাবনা টীকা ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—(তত্র নির্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপমাহুঃ। —) ব্রহ্মের নির্বিশেষ স্বরূপের পরিচয় বলিতেছেন— ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬৷২ ১) একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। হে সৌম্য এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে সৎই ছিল—একই অদ্বিতীয়। তাহাতে কেহ কেহ বলেন —'এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে অসৎই ছিল, একই অদ্বিতীয়, সেই অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি ইহার পর আরও বলিলেন - কিন্তু হে সৌম্য! কেমন করিয়া ইহা হইতে পারে? কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে? এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎরূপেই ছিল। সেই সৎস্বরূপ আলোচনা করিলেন —'আমি বহু হইব, আমি জন্মগ্রহণ করিব' ॥ ১ ॥

'নন্দসুত' বলি যাঁরে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি ॥ প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর পূর্ণ ভগবান্ ॥ (চৈ চ ১৷২৷১০) ঐ ঐ রূপে বিরাজিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনকারীতে অর্থাৎ সেবাদি অনুরক্তজন সমূহে প্রেম দান করুন ॥ ইহা প্রার্থনা, কোন স্বরূপে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ ঐশ্বর্য্য যাঁহাতে বিদ্যমান। এস্থলে ভগবৎ শব্দে নিত্য-যোগে মতুপ্, (ক) 'স্বরূপ'—সুষ্ঠু অরূপ যাঁহার, সেই ব্রহ্ম সংজ্ঞক, (খ) নিজের যে রূপ পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ উহা স্বাংশরূপ, (গ) স্বরূপ—নিজ রূপ স্বীয়রূপ নারায়ণ নামেও একটি বিলাসরূপ আছেন।

এই সিদ্ধান্তই ব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছে—পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ

পূর্বং হ্যেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ। তস্মাদব্যক্তং ব্যক্তমেবা-ক্ষরম্। তস্মাদক্ষরাৎ মহান্, মহতো বা অহঙ্কারঃ। তস্মাদহং-কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানি, তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি (শ্রীগোপাল তাঃ ২৷৬৫) ॥ ২ ॥

টীকা

একমিতি ছান্দোগ্যে (৬৷২৷১) ॥ ১ ॥

পূর্বমিতি—শ্রীগোপালোপনিষদি (২৷৬৫) অদ্বিতীয়ং-সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্যং তদিত্যর্থঃ। পূর্বং সৃষ্টেঃ প্রাক্ একং সজাতীয় ভেদশূন্যং, এব শব্দেন স্বগত ভেদশূন্যম্, অদ্বিতীয়ং বিজাতীয় ভেদশূন্যং, [illegible] ব্রহ্মাসীৎ, তস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽব্যক্তং ত্রৈগুণ্য শরীরকং, অক্ষরং জীব চৈতন্যং, ব্যক্তং ব্যক্ত্যাম্ মুখমাসীৎ, তস্মাদক্ষরাৎ তৎশরীরাৎ ত্রৈগুণ্যাৎ ত্রিবিধঃ মহান্, মহতোঽহংকারঃ ত্রিবিধঃ, তস্মাৎ সাত্ত্বিকাৎ দেবতা মনশ্চ, রাজসাৎ ইন্দ্রিয়াণি,

অনুবাদ

মূলানুবাদ — শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে—পূর্বে নিশ্চয় একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন। সেই ব্রহ্ম হইতে অব্যক্ত, ব্যক্তই অক্ষর, সেই অক্ষর হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রসমূহ, তাহা হইতে পঞ্চ ভূত, ঐ সকল দ্বারা অক্ষর আবৃত হয় ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অনাদিরও আদি। সর্বকারণ কারণ গোবিন্দ আছেন ॥ অন্য সকল প্রমাণ বহু বহু মূল গ্রন্থে আছে ॥ ৭ ॥ ইতি প্রস্তাবনা ॥

টীকানুবাদ – একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে ॥ ১ ॥

পূর্বং ইত্যাদি শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে (২৷৬৫) সৃষ্টির পূর্বে এক সজাতীয়-ভেদশূন্য, এব শব্দদ্বারা স্বগতভেদশূন্য, অদ্বিতীয়ং—বিজাতীয় ভেদশূন্য [illegible] তমঃ অর্থাৎ মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম ছিলেন, সেই ব্রহ্ম হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ ত্রিগুণময় শরীর, অক্ষর—জীবচৈতন্য ব্যক্ত—সূক্ষ্ম শরীর যুক্ত জীবতত্ত্ব [illegible] হইতে পৃথক হইলেন। সেই অক্ষর হইতে অব্যক্ত শরীর জীবতত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ মহৎ হইলেন। মহৎ হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার; তন্মধ্যে তামস অহঙ্কার

নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি (কঠ ২।১।১১ বৃহ ৪।৪।১৯) ॥ ৩ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইতি (তৈত্তিরীয় ২।১।১) ॥ ৪ ॥

টীকা

তামসাত্তু তন্মাত্র দ্বারকানি খাদীনি ইতি প্রাগ্বৎ, তৈঃ পঞ্চীকৃতভূতৈঃ অক্ষরং জীবচৈতন্যং আবৃতম্ তল্লব্ধশরীরকং ভবতীতি ॥ ২ ॥

নেহেতি – ইহ ব্রহ্মণি নানা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি বিকল্পনা নাস্তীত্যর্থঃ (কঠ ২।১।১১) শ্রুতিখণ্ডস্তু অত্র অস্য অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞাপনায় নিযুক্ত ইতি জ্ঞেয়ম্। পূর্ণাং তু অগ্রে দর্শয়িষ্যামঃ ॥ ৩ ॥

সত্যমিতি – তৈত্তিরীয়কে। যদ্রূপেণ যদ্রূপং নিশ্চিতং সৎ কদাচিৎ ন ব্যভিচরতি তৎ সত্যম্। অসত্য নিবৃত্ত্যর্থং বিশেষণমিদম্, অনেন বিকার নিবৃত্তি-শ্চাপি দর্শিতা। তন্নিবৃত্ত্যা কারণতা প্রাপ্তা, তয়া চ কারণস্য কারকবস্তুত্বাৎ

অনুবাদ

মূলানুবাদ—কঠোপনিষদে (২।১।১১) এই ব্রহ্মে নানা কিছু নাই ॥ ৩ ॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১।২) ব্রহ্মবিদ পরতত্ত্বকে প্রাপ্ত হন—সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

হইতে পঞ্চ শব্দাদি তন্মাত্র, তাহা হইতে ক্রমে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত উদ্ভূত হইল, রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সমূহ, সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতাসমূহ ও মন উদ্গত হইল। উহাদের দ্বারা গঠিত স্থূল শরীর ভাবে স্থিত অক্ষর জীবতত্ত্ব তাহা দ্বারা আবৃত হয় অর্থাৎ ঐ সকল পঞ্চীকৃতভূত দ্বারা নির্মিত শরীরবান্ জীব কর্মফলসমূহ ভোগ করে ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—'এই ব্রহ্মে নানা—জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়াদি বিকল্পনা কিছুই নাই।' শ্রুতিখণ্ড এস্থলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব জানাইবার জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। পূর্ণ শ্রুতিবাক্যের অর্থ পরে দেখান হইবে ॥ ৩ ॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।১।১) বলা হইয়াছে – সত্যং—যে রূপে যে বস্তুর নিশ্চয় জ্ঞান হইলে পর কখনও ব্যতিক্রম হয় না তাহাই 'সত্য'। ব্রহ্ম অসত্য নয়—ইহা জানাইবার জন্য এই বিশেষণ, ইহা দ্বারা ব্রহ্মের কোনপ্রকার

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাদিতি (তৈঃ ৩।৬।১) ॥ ৫ ॥

টীকা

মৃত্তিকাবৎ অচিদ্রূপতা প্রাপ্তা, তন্নিবৃত্ত্যর্থং জ্ঞানমিতি বিশেষণম্। লৌকিক-জ্ঞানস্যান্তবত্ত্বাদিদর্শনাৎ প্রাপ্তঃ জ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণোঽপ্যন্তবত্ত্বং তন্নিবৃত্ত্যর্থম্ অনন্ত-মিতি বিশেষণম্ এতেন সচ্চিদানন্দরূপত্বং ব্রহ্মণঃ স্পষ্টমেব জ্ঞায়তেঽনেনৈব জ্ঞায়তে কারণতয়াঽনুমীয়তে ইতি। তথা জানাতীতি চ নিরুক্তেরগ্ন্যুষ্ণতা-বদনুমিতায়া অপি শক্তেঃ পৃথঙ্ নিরূপণাভাবেন অদ্বিতীয়ত্বম্। শক্তেঃ সদ্ভাবা-দনন্তত্বমিতি যুক্তিবলাৎ লভ্যতে। অন্যথা সান্তত্বমেব স্যাদিতি চিন্ত্যম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

মূলানুবাদ—তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভৃগুবল্লী অধ্যায়ে ষষ্ঠ অনুবাকে বলা হইয়াছে—'আনন্দই ব্রহ্ম' ইহা জানিবেন। কারণ আনন্দ হইতেই এই ভূতবর্গজাত হয়, জাত হইয়া আনন্দের দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবশেষে আনন্দাভিমুখে প্রতিগমন করে ও আনন্দে বিলীন হয়। ভৃগু কর্তৃক জ্ঞাত ও বরুণ কর্তৃক প্রোক্ত এই বিদ্যা অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়াকাশে অবস্থিত পরমানন্দে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

বিকার নাই, ইহাও দেখান হইল। বিকার বারণ দ্বারা ব্রহ্মের বিশ্বকারণতা স্থির হইল, উহা দ্বারা কারণ যেহেতু কারক বস্তু, অতএব মৃত্তিকা দৃষ্টান্তে মৃত্তিকা যেমন ঘটের কারণ, ব্রহ্মও তদ্রূপ বিশ্বকারণ সুতরাং জড় হইয়া পড়েন, তাহার বারণ জন্য 'জ্ঞানম্' এই বিশেষণ। লৌকিক জ্ঞান যেমন সান্ত ঐরূপ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও সান্ত হন, তাহার বারণ জন্য 'অনন্তম্' এই বিশেষণ। ইহা দ্বারা 'সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম'—ইহা স্পষ্টরূপে জানা গেল এবং বিশ্বের কারণ-রূপে অনুমান করা যায়, সেইরূপ জানাও যায়। অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রহ্মেরও শক্তির অনুমান হইলেও পৃথগ্রূপে শক্তির নির্দেশ না থাকায় অদ্বিতীয়ত্ব ব্রহ্মের স্বরূপ, এবং শক্তির সদ্ভাব হেতু 'অনন্তত্ব' ইহা যুক্তিবলে পাওয়া যায়। নতুবা ব্রহ্ম সান্তই হইতেন, ইহা চিন্তার বিষয় ॥ ৪ ॥

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্ (বৃহদা ৩।৯।২৮) স বা এষ মহানজ আত্মা, অন্নাদো বসুদান ইতি (বৃহ ৪'৪।২৪) ॥৬॥

টীকা

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ (তৈঃ ২'৪, ২।৯) আনন্দমিতি তত্রৈব। আনন্দ শব্দস্য ক্লীবত্বং ছান্দসং। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৫ ॥

বিজ্ঞানমিতি বাজসনেয়িনঃ। বিজ্ঞানানন্দরূপং বিজ্ঞানানন্দীতি মন্তব্যম্। যথা কুণ্ডসাস্যনোঽহেঃ কুণ্ডলং বিশেষণং তদ্বৎ, অন্যথা গন্ধাদিবৎ জ্ঞানহীনতৈব স্যাদিতি ভাবঃ। রাতিরিত্যত্র রাদানে ইত্যস্মাৎ ধাতোঃ ক্তিন্ প্রত্যয়ঃ সকর্ত্তরি। ন কিন্তু ভাবে ভবতি, তেন দাতৃত্বং লক্ষণীয়মিতি ব্যাখ্যাতারঃ। দাতুর্যজমানস্য রাতি ফলপ্রদমিত্যর্থঃ। পরায়ণঞ্চ অন্নাদ ইতি অন্নানি আ সম্যক্ দদাতি প্রাণিভ্য ইতি। তথা বসুদানো ধনপ্রদ ইত্যর্থঃ। অত্র "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং

অনুবাদ

মূলানুবাদ – বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে – বিজ্ঞানানন্দী স্বরূপ ব্রহ্ম যজমানের ফলপ্রদ ও পরম আশ্রয়। ইনিই মহান্ অজ আত্মা এবং অন্নদাতা ও ধনদাতা—যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি ধনলাভ করেন॥ ইনিই মহান্ অজ আত্মা অজর, অমর, অমৃত অভয় ব্রহ্ম, ব্রহ্মই অভয়—যিনি এইরূপ জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন ॥ ৬॥

টীকানুবাদ—তৈত্তিরীয় শ্রুতির অন্যত্র আনন্দং ব্রহ্মণো ইত্যাদি বাক্যে আনন্দ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বৈদিক প্রয়োগ। অন্য সকল স্পষ্ট ॥ ৫ ॥

যজুর্বেদের বাজসনেয়ী শাখার বৃহদারণ্যকে—বিজ্ঞানানন্দরূপ অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দী ব্রহ্ম জানিতে হইবে। যেমন কুণ্ডলী সর্পের কুণ্ডল বিশেষণ, সেইরূপ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মের বিশেষণ। নতুবা গন্ধাদির ন্যায় জ্ঞানহীনতাই ব্রহ্মের প্রকাশ পাইবে। 'রাতি' এস্থলে রা-ধাতু দান অর্থ ক্তিন্ প্রত্যয় কর্তরি বাচ্যে। না, কিন্তু ভাববাচ্যে হয়, ফলে দাতৃত্ব ব্রহ্মে লক্ষণা করিতে হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা কর্তাগণ বলেন। দাতা যজমানের রাতি—ফলপ্রদ ও পরম আশ্রয়। অন্নাদ—অর্থাৎ অন্নসমূহ আ—সর্বপ্রকারে দান করেন প্রাণিগণকে। সেইরূপ

আনন্দং ব্রহ্মণো রূপমিতি ॥ ৭ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন (তৈঃ ২।৯।১) ॥ ৮ ॥

টীকা

জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ" ইত্যাদ্যা শ্রুতয়োঽপি অনুসন্ধেয়া। অত্রাত্ম-শব্দানুরোধেনাগ্রে পুংস্ত্বনির্দেশঃ ॥ ৬ ॥

আনন্দমিতি শ্রুতিখণ্ডঃ স্পষ্টঃ। ৭ ॥

যত ইতি তৈত্তিরীয়কে, ব্রহ্ম প্রকাশনায় সর্বথা প্রয়োক্তৃভিঃ প্রযুজ্যমানা অপি বাচঃ মনসা সহ যদপ্রাপ্য নিবর্তন্তে—যতো যস্মাদানন্দস্বরূপাৎ দুর্জ্ঞেয়ান ব্রহ্মণঃ কিঞ্চিৎ তৎস্বরূপং জ্ঞাত্বা নিবর্তন্ত ইত্যর্থঃ। অত্র অল্পার্থে নঞ্, প্রাপ্ত্যর্থধাতূনাং জ্ঞানার্থত্বং চ। তদ্‌ব্রহ্মণ আনন্দং বিদ্বান্ জানন্ কুতশ্চন নিমিত্তাৎ ন

অনুবাদ

আনন্দ ব্রহ্মের রূপ ( ) ॥ ৭ ॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে - যে ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া মনের সহিত বাক্য সকল তাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধী আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি সর্বভয়ের কারণ হইতে মুক্ত হন ॥ (২।৯।১) ॥ ৮ ॥

বসুদানঃ—ধনপ্রদ। এস্থলে এই অক্ষরকেই জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহার তাহাই প্রাপ্তি হয়। ইত্যাদি শ্রুতিও আলোচ্য। এস্থলে আত্মশব্দের অনুরোধে পরে পুংলিঙ্গ নির্দেশ আছে ॥ ৬ ॥

আনন্দ ব্রহ্মের রূপ অর্থাৎ স্বরূপ এই শ্রুতি স্পষ্টার্থ ॥ ৭ ॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে—'যতো বাচো নিবর্তন্তে' যাহা হইতে অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার জন্য সর্বপ্রকারে বক্তাগণ বাক্য প্রয়োগ করিলেও বাক্য মনের সহিত যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে অর্থাৎ যে আনন্দ স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ তাঁহার স্বরূপ জানিয়া ফিরিয়া আসে – ইহাই অর্থ। 'অপ্রাপ্য' এস্থলে অল্পার্থে নঞ্, প্রাপ্তি অর্থবোধক ধাতুসকল জ্ঞানার্থকও হয়। 'সেই ব্রহ্মের আনন্দকে বিদ্বান্ জানিয়া ভয়ের কোন কারণ হইতেও ভয় পায় না।

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি (কেনঃ ১।৩),
অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাদ্‌ভব্যাচ্চ যৎপশ্যসি তদ্বদেতি (কঠ ১।২।১৪) ॥৯॥

টীকা

বিভেতীতি। অত্র পরমাবধিভূতং তৎপ্রাপ্যৈব নিবর্ত্তন্তে। ব্রাহ্মণোঽয়ং গঙ্গাতো নিবৃত্ত ইতিবৎ, অন্যথা অপাদানোক্তিঃ বিরুধ্যতে। তেন বেদ-বেদ্যত্বং ব্রহ্মণঃ স্যাদেবেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—কেনোপনিষদে—(১।৪) উক্ত ব্রহ্ম জ্ঞাত বস্তু হইতে অবশ্যই পৃথক্ অপ্রাকৃত, আবার অজ্ঞাত বস্তু হইতেও পৃথক্—মায়াতীত যে সকল পূর্বাচার্য আমাদের নিকট ঐ ব্রহ্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের এই বাণীই শুনিয়াছি। গুরুপরম্পরা লভ্য ব্রহ্মজ্ঞান। বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যিনি উচ্চারিত হন না, যাহা দ্বারা বাক্ ইন্দ্রিয় ও শব্দ প্রকাশিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান॥ "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"

কঠোপনিষদে—(১।২।১৪) নচিকেতা ধর্মরাজকে বলিলেন—লৌকিক ধর্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন অর্থাৎ বিধিনিষেধের অতীত, কার্য ও কারণ হইতে পৃথক্ সর্ব্বকারণ কারণ, এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান হইতে পৃথক্ কালাতীত বলিয়া যে বস্তুকে আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই আমায় বলুন। [যমরাজ বলিলেন—বেদসমূহ যাহাকে প্রতিপাদন করেন, অখিল তপস্যাদি যাহাকে বলে, যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য ব্রত আচরণ করে তোমায় আমি সেই বস্তু সংক্ষেপে বলিতেছি—ইহা ওঁ এই নাম ও নামী ব্রহ্ম] ॥ ৯ ॥

এস্থলে পরম শেষসীমারূপ তাঁহাকে পাইয়াই ফিরিয়া আসে। যেমন 'এই ব্রাহ্মণ গঙ্গা হইতে ফিরিলেন'—এইরূপ অর্থ। নতুবা 'যতঃ' পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা অপাদান প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। সুতরাং ব্রহ্মের বেদ-বেদ্যত্ব সম্পাদিতই হইল" ইহা ভাবার্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকা

অন্যদেবেতি—বিদিতাৎ জ্ঞাতবস্তুনোঽন্যৎ পৃথগেব তদ্ ভবতি। তর্হি অজ্ঞাতত্বেন শশবিষাণবৎ কিং? তত্রাহ—অথোঽবিদিতাদধি ইতি—অথোঽপ্যর্থেঽবিদিতাৎ অজ্ঞাতাৎ বস্তুনো অধি উপরি তদ্ বর্ত্ততে। উপর্য্যর্থেঽন্যৎ শব্দঃ যদ্ধি যস্মাদ্ উপরি বর্ততে, তত্তু তস্মাদ্ অন্যদুচ্যতে বিজ্ঞৈরিতি জ্ঞেয়ম্। তথাঽধি-শব্দোঽপি।

ধর্ম্মাৎ শাস্ত্রীয়াৎ যথা তদন্যত্র তথা ধর্ম্মাচ্চান্যত্র বর্তে। কৃতং কার্যাং অকৃতং কারণম্ তস্মাদন্যত্র ভূতাৎ অতিক্রান্তকালাৎ, ভব্যাৎ ভবিষ্যতশ্চ কালাদ বর্তমানাচ্চ যদন্যত্র বস্তু পশ্যসি তদ্বদ্ ইতি যমং প্রতি নচিকেতসঃ প্রশ্নঃ তস্মান্ন প্রাকৃত বস্তুবৎ তজ্জ্ঞেয়ম্। কিন্তু প্রাকৃত তৎতৎ নিষেধেন অবধিত্বেন চানুমিতং সচ্চিদানন্দরূপং তৎ। তৎকৃপালব্ধচক্ষুরাদিভিঃ দ্রষ্টব্যম্। অন্যথা পশ্যসি ইতি বিরুদ্ধেত। ততশ্চ তদেকপ্রতিপাদনপর-বেদবিষয়ত্বং স্যাদেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

টীকানুবাদ—কেনোপনিষদে 'অন্যদেব'—বিদিত অর্থাৎ জ্ঞাতবস্তু হইতে অন্য পৃথকই তাহা হয়, তাহা হইলে অজ্ঞেয় হেতু শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক বস্তু কি? তাহার উত্তরে বলিতেছে—'অবিদিত' অজ্ঞাত বস্তুর উপরে তাহা বিদ্যমান উপরে অর্থে অন্যৎ শব্দ। যাহা যাহার উপরে থাকে, তাহা তাহা হইতে অন্য ইহা বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, সেইরূপ অধিশব্দ ও কঠ উপনিষদে—(১।২।১৪) শাস্ত্রীয় ধর্ম হইতে যেরূপ উহা পৃথক্ সেইরূপ অধর্ম্ম হইতেও পৃথক্ থাকেন। কৃত—কার্য, অকৃত—কারণ, তাহা হইতেও অন্য, অতীত কাল ভবিষ্যৎ কাল ও বর্তমান কাল হইতে ভিন্ন যে বস্তু দেখিতেছেন তাহাই বলুন।—ইহা নচিকেতা যমরাজকে প্রশ্ন করিলেন। অতএব ব্রহ্ম প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় জ্ঞেয় নয়, কিন্তু প্রাকৃত সেই সেই বস্তুকে নিষেধ করিয়া তাহার অবধি চরমসীমা প্রাপ্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত চক্ষুবাদি দ্বারা দ্রষ্টব্য। তাহা না হইলে 'পশ্যসি'-দেখিতেছেন এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগের সহিত বিরোধ হয়। অতএব একমাত্র ব্রহ্ম প্রতিপাদন পরায়ণ বেদবাক্য সমূহের বিষয় ব্রহ্ম হইতেছেন—ইহাই জানিতে হইবে ॥ ৯ ॥

ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি (ছা ৭।২৩।১) যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি। অন্যৎ শৃণোতি, অন্যদ্‌বিজানাতি তদল্পমিতি। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্, অথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্। (৭।২৪।১) ॥১০॥

টীকা

ছান্দোগ্যে (৭।২৩-২৪) নারদেন পৃষ্টঃ সনৎকুমারস্তং প্রত্যাহ—ভূমানমিতি স্পষ্টার্থা। ১০ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—সনৎকুমার নারদ সংবাদ ছান্দোগ্য উপনিষদে—

সনৎকুমার নারদকে বলিলেন—যদি মানুষ সুখ লাভ করে তবেই কর্ম করে, সুখলাভ না করিলে কর্ম্ম করে না, সুখলাভ করিলেই কর্ম্ম করে, এই সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত।' নারদ বলিলেন হে ভগবন্! এই সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। সনৎকুমার বলিলেন- যাহা ভূমা, তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই। ভূমাই সুখ, এই ভূমাকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিবে।

নারদ বলিলেন—হে ভগবন্ এই ভূমাকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। ইহার উত্তরে সনৎকুমার ভূমার লক্ষণ বলিতেছেন—যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য কিছু দৃষ্ট হয়, অন্য কিছু শ্রুত হয়, অন্য কিছু বিজ্ঞাত হয়—তাহাই অল্প। (ছাঃ ৭২৪১) [বহু+ইমন্ (পাণিনি সূ ৬।৪।১৫৮) ভূমন্ অর্থাৎ মহান্] যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত, আর যাহা অল্প, তাহাই মরণশীল। শ্রীনারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? সনৎকুমার বলিলেন—'তিনি নিজ মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত।' তিনি নিজ স্বরূপশক্তি প্রকটিত ধামে গোলোকে এব নিবসতি' গোলোকেই বাস করেন। আর অংশে অখিল জীবের অন্তরে বাস করেন। এস্থলে 'ভূমাই' ব্রহ্ম। ১০ ॥

অসন্নেব স ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥ (তৈঃ ২।৬) ইতি ১১।

টীকা

তৈত্তিরীয়কে (২৬) প্রতিষ্ঠান্তেন আনন্দময়ং নিরূপ্য অসন্নিতি অসৎ নিন্দ্যঃ স ভবতি, যো ব্রহ্ম অসৎ নাস্তি ইতি চেদ্ যদি বেদ। যোঽস্তি ব্রহ্মেতি বেদ ততো ব্রহ্মাস্তিত্ব বেদনাদ্ হেতোরেনং জনাঃ সন্তং বিদুঃ জানন্তীত্যর্থঃ।

নন্বু যদ্বচা (কেন ১।৪) ইত্যাদৌ শব্দনির্দেশ্যত্বং নিষিধ্যতে ইতি চেৎ? উচ্যতে - যথা সাক্ষান্নির্দেশ্যত্বে দোষঃ, তথা লক্ষ্যত্বেঽপি কথং ন স্যাৎ, উভয়ত্রাপি শব্দবৃত্তিবিষয়ত্বেন অবিশেষাৎ। কিঞ্চ, ন তস্য প্রাকৃতবৎ সাক্ষাৎ নির্দেশ্যত্বং,

অনুবাদ

মূলানুবাদ—তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্ম-বল্লী অধ্যায়ে- (২৬) সেই ব্যক্তি নাস্তিক অসৎই হয়, যদি কেহ আনন্দময় ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মনে করে। আর যদি কেহ 'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপ জানেন, তাহা হইলে ব্রহ্মবিদগণ ইঁহাকে সাধু আস্তিক বলিয়া জানেন। এই আনন্দময় ব্রহ্মই পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময় জীবাত্মার অন্তর্যামী পরমাত্মা। [এই আনন্দময় দ্বারা বিজ্ঞানময়পূর্ণ। আনন্দময়ও পুরুষাকার। প্রিয়ই তাঁহার মস্তক, মোদ দক্ষিণবাহু, প্রমোদ বামবাহু, আনন্দ আত্মা—মধ্যদেহ। নির্বিশেষ ব্রহ্ম আনন্দময়ের পুচ্ছ সদৃশ নাভির নিম্নভাগ অর্থাৎ পাদদেশ। (২।৫)] ॥১১॥

টীকানুবাদ—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে শ্রীনারদের প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার তাঁহার প্রতি বলিতেছেন—শ্রুতির অর্থ মূলের অনুবাদে স্পষ্ট আছে ॥ ১০।

টীকানুবাদ—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ব্রহ্মবল্লী অধ্যায়ে (২৬) 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' এই পর্যন্ত আনন্দময়কে নিরূপণ করিয়া 'অসৎ' ইত্যাদি মন্ত্র, এস্থলে অসৎ অর্থে সেই ব্যক্তি নিন্দনীয় হয়, যে ব্যক্তি 'ব্রহ্ম' অসৎ-নাই এইরূপ যদি জানে যে ব্যক্তি 'ব্রহ্ম আছে' এইরূপ জানেন, তাহা হইলে এই ব্রহ্মের অস্তিত্ব জ্ঞান হেতু ইহাকে জনগণ 'সাধু' বলিয়া জানেন। প্রশ্ন—কেনোপনিষদে (১।৪)-'যাহাকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না' ইত্যাদি স্থলে

টীকা

কিন্তু অনির্দেশ্যত্বেনৈব তথা নির্দেশ্যত্বমিতি সিদ্ধান্ত্যতে। তথৈব শ্রুতিস্তু-ত্যন্তে—(ভা১০।৮৭।৪১) দ্রুপতয় ইতি। যত্তু 'সত্যং জ্ঞানমি'ত্যাদৌ স্বরূপ-সাক্ষান্নির্দেশঃ, 'স্বাভাবিকী জ্ঞানে'ত্যাদৌ গুণস্য চ শ্রূয়তে, তদপি তথৈব জ্ঞেয়ম্ ।১১।।

অনুবাদ

ব্রহ্মকে শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না এইরূপ বলা হইয়াছে ? ইহার উত্তরে বলা যায়—যদি ব্রহ্মকে সাক্ষাদ্‌ভাবে নির্দেশ করিলে দোষ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলিলে কেন দোষ হইবে না ? দুইটিই শব্দের বৃত্তি অভিধা ও লক্ষণা, ইহাতে কোন বিশেষ নাই, তবে অভিধা বৃত্তিতে 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দেশ করিলে দোষ, আর লক্ষণা বৃত্তিতে ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলিলে দোষ হইবে না কেন ? পরন্তু প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্রহ্মকে নির্দেশ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু অনির্দেশ্যরূপেই ব্রহ্মশব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হয় ইহাই সিদ্ধান্ত। সেইরূপই শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৪১) শ্রুতিগণ স্তব করিতেছেন - হে ভগবন্! আপনি অনন্ত! অতএব ব্রহ্মাদি লোকপালগণও আপনার সীমা অবগত হন না। আর আমরা শ্রুতিগণ কোথায় ? আপনিও আপনার সীমা অবগত নহেন অন্যের কথা কি ? অতএব আমরা শ্রুতিগণ কেবলমাত্র অস্থূল অনণু ইত্যাদি নিষেধক্রমে কীর্তন করিয়া সফল হই। 'তৎ' বস্তু ব্রহ্ম, 'অতৎ' বস্তু—ব্রহ্মাণ্ডগত মায়িক প্রাকৃত পদার্থ। সুতরাং তৎ-বস্তু নির্দেশ করিতে হইলে প্রথমতঃ অতৎ বস্তু নিরসন করিতে হয়। যেমন মণির আকরে মাটি, পাষাণ, জলাদি সরাইয়া মণি আহরণ করিতে হয়, তদ্রূপ অতৎ মায়িক বস্তু নিরসন দ্বারা তদ্বস্তু ব্রহ্ম-লাভ। পরমাত্মতত্ত্ব-ভগবৎতত্ত্ব ইহা হইতেও দুর্গম। অতএব তাহার নির্ণয় ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষ। তবে যে 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং' ইত্যাদি স্থলে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ নির্দেশ এবং 'স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ' এস্থলে গুণের নির্দেশ শুনা যায় তাহাও অতৎ-নিরসন দ্বারা ।। ১১ ।।

স হোবাচ এতদ্‌বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। অস্থূ-লম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্, অলোহিতম্ অস্নেহম্, অচ্ছায়ম্ অতমো অবায়ু অনাকাশং অসঙ্গম্, অরসম্ অগন্ধম্, অচক্ষুষ্কম্, অশ্রোত্রম্, অবাগ্ অমনো অতেজস্কম্, অপ্রাণম্, অমুখম্, অমাত্রম্, অনন্তরম্, অবাহ্যং ন তদ্‌ অশ্নাতি কিঞ্চন, ন তদশ্নাতি কশ্চনেতি।

টীকা

বৃহদারণ্যকে (৩।৮।৭) যস্মিন্নাকাশে সর্বমোতং প্রোতং স কস্মিন্ নু খলু আকাশ ওতঃ প্রোতশ্চেতি গার্গী-প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্যো বদতীত্যনুসন্ধেনাহ—স হো বাচেতি হে গার্গী! যদেতং কথিতং তদক্ষরং পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিদোঽভি-বদন্তি। কথং বদন্তি ? তত্রাহ—অস্থূলম্ ইত্যাদি। অলোহিতং অগ্নের্গুণো লোহিতঃ, অপাং গুণঃ স্নেহঃ, তাভ্যামন্যৎ সর্বথাপি অনির্দেশ্যং, ছায়া কালিমা তদ্রহিতম্, তর্হি তমঃ ? ন, অতমঃ। অমুখম অদ্বারম্। মীয়তে যেন তন্মাত্রং

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বৃহদারণ্যকে [গার্গীর প্রশ্ন - কোন্ বস্তুতে এই আকাশ ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে ?] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ বলেন—ইনি সেই অক্ষর। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন, স্নেহবস্তু নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, তিনি অসঙ্গ, অরস, অচক্ষু, অশ্রোত্র, তিনি বাগিন্দ্রিয় ও মনো বিহীন, তেজ

টীকানুবাদ বৃহদারণ্যকে (৩।৮) গার্গীর প্রশ্ন যে আকাশে সকল বস্তু ওতপ্রোতভাবে আছে, সেই আকাশ কোন্ বস্তুতে ওতপ্রোত ভাবে আছে ? যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—হে গার্গি যাহা আমি বলিলাম তাহা 'অক্ষর পরব্রহ্ম' ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণ বলেন। কিরূপে বলেন, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অস্থূল ইত্যাদি মূলে দ্রষ্টব্য। অগ্নির গুণ লোহিত, অতএব ব্রহ্ম অগ্নিভিন্ন, জলের গুণ স্নেহ, ব্রহ্ম জল হইতে ভিন্ন, সুতরাং সর্বপ্রকারে অনির্দেশ্য। ছায়া - কালিমা রহিত ব্রহ্ম। তাহা হইলে কি তমঃ অন্ধকার ? না অতমঃ। অমুখ অর্থাৎ ছিদ্রহীন, মাত্রা—প্রাকৃত রূপ যাহার নাই—

যো বা এতদ্‌ অক্ষরং গার্গী অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণো, অথ য এতদ্‌ অক্ষরং বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণ ইতি (বৃহ ৩।৮।৮,১০)॥ ১২।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥
(কঠ ১।৩।১৫)॥ ১৩ ॥

টীকা

মাত্রা রূপং তদস্য নাস্তি অমাত্রম্, ছিদ্রবৎ অন্তরং নাস্তি অনন্তরং। তর্হি বাহ্যং, ন, অবাহ্যমিতি অতন্নিরসনেন ব্রাহ্মণাস্তদক্ষরং বদন্তি। তদক্ষরং কিঞ্চন বস্তু নাশ্নাতি নোপভুংক্তে, কশ্চন কোঽপি পুমান্‌ তন্নাশ্নাতি নানুভবতি। সুগমমন্যৎ যুক্তিস্তু অত্র পূর্বং দর্শিতৈব ॥ ১২ ॥

অনুবাদ

রহিত, প্রাণ রহিত, মুখ বিহীন, অপরিমেয়, অন্তর ও বাহ্য রহিত। তিনি কিছুই ভোজন করেন না, তাঁহাকে কেহ ভোজন করে না। হে গার্গি! এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে কৃপণ। আর যে এই অক্ষরকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে সে ব্রাহ্মণ (৩।৮।১০) ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ—কঠোপনিষদে—(১।৩।১৫) যম নচিকেতা সংবাদে বর্ণিত আছে যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ-বিহীন, যিনি অক্ষয়, শাশ্বত অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ ও কূটস্থ নিত্য, তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যু মুখ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ১৩ ॥

অমাত্রম্, ছিদ্রের ন্যায় যাহার অন্তর নাই, তাহা হইলে বাহ্য আছে? না অবাহ্যম্। এই রূপে অতৎ বস্তুর নিষেধ দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সেই অক্ষরকে বলিয়া থাকেন। ঐ অক্ষর কোন বস্তু ভোজন করেন না, কোন ব্যক্তি তাহাকে ভোজন করেন না অর্থাৎ অনুভব করিতে সক্ষম নহে। অন্য সকল অর্থ সুগম মূলে দ্রষ্টব্য, যুক্তি সমূহ পূর্বে দেখান হইয়াছে ॥ ১২ ॥

যদিদং কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্‌ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ [কঠ ২।৩।২] ॥১৪॥

টীকা

অশব্দম্ ইতি কঠবল্ল্যাং। প্রাকৃত শব্দাদি যোগশূন্যং নিত্যং সদৈকরসং মহতো জীবাৎ হিরণ্যগর্ভাদপি পরং ব্রহ্ম নিচায্য জ্ঞাত্বা উপাস্য চ মৃত্যুমুখাৎ কালানলাৎ প্রমুচ্যতে বিমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যদিতি কঠবল্ল্যাম্। বর্জয়তি নিয়মানি জনানিতি বজ্রং ব্রহ্ম, কীদৃশং তৎ প্রাণো রক্ষকং প্রাণিতীতি ব্যুৎপত্তেঃ, মহৎ বিভু. ভয়ং দণ্ডধরং বিভেত্যস্মাদিতি ব্যুৎপত্তেঃ, উদ্যতং প্রকাশশালি, কীদৃক্‌ জগৎ নিসৃতম্ উৎপন্নং তথা চ যদিদং কিঞ্চিদ্‌ বজ্রং কর্তৃ উৎপন্নং সর্বং জগৎ এজতি কম্পয়তি, এতৎ যে

অনুবাদ

মূলানুবাদ—কঠোপনিষদে অন্যত্র (২।৩।২)—এই পরিদৃশ্যমান চরাচর-বস্তু, পরব্রহ্ম আছেন বলিয়াই তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে। সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্র সদৃশ অতি ভয়ানক, যাঁহারা এই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হন ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—'অশব্দম্' ইত্যাদি বাক্য কঠবল্লীতে। প্রাকৃত শব্দাদির যোগ শূন্য নিত্য সর্ব্বদা একরূপ, সমষ্টি জীব হিরণ্য গর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ। সেই পর-ব্রহ্মকে জানিয়া ও উপাসনা করিয়া মৃত্যুর মুখ হইতে অর্থাৎ কালের গ্রাস হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—'যদ্' ইত্যাদিও কঠবল্লীতে। বজ্রং—যিনি জনগণকে বর্জয়তি অর্থাৎ নিয়মিত করেন তিনি বজ্র ব্রহ্ম, তিনি কী রূপ? প্রাণ অর্থাৎ রক্ষক মহৎ অর্থাৎ বিভু ভয় অর্থাৎ দণ্ডধর, ইহা হইতে ভয় পায়, উদ্যতং অর্থাৎ প্রকাশশালি, কিরূপ? যাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমগ্র জগৎ বজ্র অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অতএব কম্পিত। ইহা যাহারা জানেন তাহারা মুমুক্ষু হয়। পুরাণে উক্ত আছে—ইনি ভ্রমণ করেন বলিয়া, চক্র, কম্পিত করেন বলিয়া বজ্র, খণ্ডন করেন এই হেতু খড়্গ,

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে॥ যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং ভবতি, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসত ইতি ॥১৫॥

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গী অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ শ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্র-বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তীতি (বৃহ ৩।৮।১১) ॥ ১৬ ॥

টীকা—

বিদ্বৎসংগৃহীতা সোঽর্ক্যো ভবতীত্যর্থঃ। "চক্রং চংক্রমণাদেষ বর্জনাদ্বজ্রমুচ্যতে। খণ্ডনাৎ খড়্গ এবৈষ হেতির্নাম হরিঃ স্বয়ম্॥" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১৪ ॥

যদিতি কেনোপনিষদি (১।৪)। যদ্ ব্রহ্ম বাচানভ্যুদিতং ন প্রকাশ্যতে ৽য়া প্রোক্তং ন ভবতীত্যর্থঃ। নেদমিতি—ইদং মনঃ প্রভৃতি ব্রহ্মণেত্যর্থঃ। যদিতি (১।৭) ন শৃণোতি—ন শৃয়ত ইত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তিতং প্রাগেতৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—কেনোপনিষদ বলিতেছেন (১ ৪-৯)—যে সকল পূর্বাচার্য আমাদের নিকট ঐ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের এই বাণীই শুনিয়াছি—বাক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যিনি উচ্চারিত হন না, যাহা দ্বারা বাক্ ইন্দ্রিয় এবং শব্দ প্রকাশিত হয়, তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, কিন্তু যাহাকে দেবতারূপে লোকে উপাসনা করে, তাহা নহে। এইরূপে যাহাকে লোকে মন দ্বারা চিন্তা করিতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখে না, কর্ণ দ্বারা কেহ শুনে না, শ্রবণেন্দ্রিয় যাহা দ্বারা সামর্থ্য লাভ করে, তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ—বৃহদারণ্যকে (৩।৮।১১) হে গার্গি এই অক্ষরকে দেখা যায় না

এবং ইনিই হাতিয়ার অস্ত্রশস্ত্র (হেতি), সুতরাং হরি স্বয়ং এই সকল নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—'যদ্' ইত্যাদি কেনোপনিষদে—(১।৪-৭) যে ব্রহ্ম বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন না। এই মন প্রভৃতি ব্রহ্ম নয়। 'যদ্' ইত্যাদি (১.৭) পূর্বে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

বৃহচ্চ তৎ দিব্যমচিন্ত্যরূপমিতি। মুণ্ডক ৩।১।৭ ॥১৭॥

টীকা

তদিতি—বৃহদারণ্যকে (৩।৮ ১১) হে গার্গি! এতদক্ষরং ব্রহ্ম অন্যৈঃ অদৃষ্টং, স্বয়ং সর্বেষাং দ্রষ্টৃ তথা, অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মননাবিষয়ং স্বয়ং মন্তৃ, অবিজ্ঞাতং স্বয়ং বিজ্ঞাতৃ। [illegible] তস্মিন্নেব কারণভূতে জীবাদীনাং অন্তর্ভাবং এতদেব [illegible] ॥ ১৬ ॥

বৃহচ্চেতি মুণ্ডকে। বৃহদ্ ব্রহ্ম। বৃহি বৃংহি বৃদ্ধৌ, বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি শ্রুতেঃ, বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। ইতি [illegible] ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ

কিন্তু তিনি দর্শন করেন, তাঁহাকে শ্রবণ করা যায় না, তিনি শ্রবণ করেন, তাঁহাকে মনন করা যায় না, তিনি মনন করেন, তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি জানেন। ইহা হইতে অন্য কেহ দ্রষ্টা শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত আছে ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ—মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।৭) সেই ব্রহ্ম বৃহৎ এবং দিব্য, অচিন্ত্য স্বরূপ এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, বহুরূপে প্রকাশিত আছেন। তিনি দূর হইতেও সুদূরে, অথচ এই দেহেই অতি নিকটে—এই জগতে চেতন জীবগণের হৃদয় গুহাতেই তিনি অবস্থিত ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—'তদ্' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে—হে গার্গি। এই অক্ষর ব্রহ্ম অন্যের দ্বারা দৃষ্ট হন না, যেহেতু স্বয়ং সকলের দ্রষ্টা, অন্যের শ্রবণযোগ্য নহেন, স্বয়ং শ্রোতা, অন্যের মননের অবিষয়, স্বয়ং মনন কর্তা, অন্যের জ্ঞানের অবিষয়, স্বয়ং বিজ্ঞাতা। ইহাঁ হইতে অন্য কোন বস্তুই দ্রষ্টা বা শ্রোতা প্রভৃতি নাই তিনিই জগতের কারণ স্বরূপ, জীবাদি তাঁহার অন্তর্ভুক্ত ইহাই ধ্যানের বিষয় ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—'বৃহচ্চ' ইত্যাদি মুণ্ডক উপনিষদে—বৃহদ্ ব্রহ্ম। বৃহ ও বৃংহ ধাতু বৃদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শ্রুতিতে—বৃংহতি বৃংহয়তি চ' অর্থাৎ যিনি নিজে বৃহৎ এবং অন্যকে বৃহৎ করেন, তিনি ব্রহ্ম। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—তিনি বৃহৎ এবং

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ (শ্বে ৬।১৯) ইতি ॥ ১৮ ॥

যদি মন্যসে সুবেদেতি দহরমেবাপি, নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্। যদস্য ত্বং যদস্য বেদেষ্বথ নু, মীমাংস্যমেব তে মন্যে

টীকা

নিষ্কলমিতি শ্বেতাশ্বতরে (৬।১৯) শ্রুতিখণ্ডঃ স্পষ্টঃ ॥ ১৮ ॥

যদীতি কেনোপনিষদি (২।১) শিষ্যে জ্ঞানাভিমানমালক্ষ্য গুরুরাহ— হে শিষ্য! অহং ব্রহ্ম সুবেদ সুষ্ঠু বেদ্মীতি যদি মন্যসে তর্হি তব তজ্জ্ঞানং নূনং দরহমল্পমেব। তদেবাক্ষিপন্ গুরুরাহ—হে শিষ্য! অস্য ব্রহ্মণো যদ্রূপং তত্ত্বং

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।১৯)—নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য নিরঞ্জন, মুক্তির পরম সেতু এবং নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় জ্যোতির্ময় ব্রহ্মকে না জানিয়া দুঃখের অবসান হয় না ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ—কেনোপনিষদে (২।১-৩)—যদি মনে কর, তুমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছ, তবে নিশ্চয়ই তুমি এই ব্রহ্মের অতি ক্ষুদ্র রূপকে মাত্র জানিয়াছ। ইহার যে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক রূপ বেদসমূহে আছে তাহাই জানিয়াছ, সুতরাং অদ্যাপি তোমার নিকট ব্রহ্ম বিচার্যই। আচার্যের এই বাক্য শুনিয়া

বৃহৎ করেন, এই হেতু তাঁহাকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। বিশেষ চিন্তার বিষয় ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—'নিষ্কলম্' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে (৬।১৯) শ্রুতি অর্থ মূলে স্পষ্ট ॥১৮॥

টীকানুবাদ—'যদ্' ইহা কেন উপনিষদে—(২।১-৩) শিষ্যকে জ্ঞানাভিমানী লক্ষ্য করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিতেছেন—হে শিষ্য! আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানি—ইহা যদি মনে কর, তাহা হইলে তোমার ঐ জ্ঞান নিশ্চয়ই অল্পই। তাহাই আক্ষেপ করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিতেছেন—হে শিষ্য! এই ব্রহ্মের যেরূপ তত্ত্ব জানিয়াছ, এবং বেদসমূহে যে নিয়ন্তারূপে বর্ণিত তত্ত্ব জানিয়াছ। আর যদি 'না জান' মনে কর। তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মস্বরূপ তোমার সতীর্থগণের

বিদিতম্ ॥ (কেনোপ ২।১২)। নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ (২) যো নস্তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং

টীকা

বেত্থ জানাসি। যদস্য বেদেষু নিয়ন্তৃতয়া স্থিতং রূপং তত্ত্বং বেত্থেতি ন বেদ্মীতি চেৎ তত্রাহ তদ্রূপং তে মীমাংস্যমেব সতীর্থৈঃ সহ বিচার্যমেবেত্যর্থঃ। গুরোরাশয়মালক্ষ্য শিষ্য আহ—মন্যে ইতি। হে গুরো! তদ্ব্রহ্ম অহমধুনা বিদিতং জ্ঞাতং মন্যে, কথমিত্যত্রাহ—তদ্ব্রহ্ম অহং সুবেদ সম্যগ্ বেদ্মীতি ন মন্যে, ন বেদ, ন বেদ্মীতি চ নো মন্যে, কিন্তু কথংচিৎ তৎ বেদ বেদ্মি এবেত্যর্থঃ। এবং স্বজ্ঞানেন দর্শিতাং বিধামন্যেষামাহ—য ইতি, নোঽস্মাকং সতীর্থানাং মধ্যে যস্তদ্ব্রহ্ম বেদ স এব বেদ তাং বিধাং দর্শয়তি—নো নেতি, ন বেদেতি বেদেতি

অনুবাদ

শিষ্য বিচার করিয়া বলিলেন—আমার মনে হয় ব্রহ্ম আমার নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন ॥ (১) (শিষ্যের উক্তি) আমি এইরূপ মনে করি না যে, ব্রহ্মকে জানিয়াছি বা উত্তমরূপে জানিয়াছি, আর 'জানি না' ইহাও মনে করি না। এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। জানি না যে তাহাও নহে, এবং জানি যে তাহাও নহে—আমাদের মধ্যে যিনি এই বাক্যটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন ॥ (২) (শ্রুতির উক্তি) ব্রহ্ম যাহার নিকট অবিদিত বলিয়া নিশ্চিত

সহিত বিচার করা প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেবের আশয় জানিয়া শিষ্য বলিতেছেন—

হে শ্রীগুরুদেব! সেই ব্রহ্মকে আমি এখন জানিয়াছি মনে করি; কিরূপে? সেই ব্রহ্মকে আমি 'সম্পূর্ণভাবে জানি' ইহা মনে করি না, জানি না —ইহাও মনে করি না, কিন্তু কথঞ্চিৎ তাহাকে জানিই। এইরূপে নিজ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মদর্শন প্রকার জানাইয়া অন্যসমূহের কথা বলিতেছেন—আমাদের সতীর্থগণের মধ্যে যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই জানেন। তাহার প্রকার দেখাইতেছেন—জানেন না বা জানেন, তাহা নহে, কিন্তু কথঞ্চিৎ জানেন।

বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥ (৩) অবচনে নৈব প্রোবাচ (নৃঃ উঃ ১১।৬) সতূষ্ণীং বভূব ॥ ইতি ॥ ১৯ ॥

টীকা

চ নো নাস্তি। কিন্তু কথংচিৎ বেদেত্যর্থঃ। এতদেব পুনর্দ্রঢ়য়তি—যস্যেতি যস্য ব্রহ্মবিদোঽমতমবিজ্ঞাতমবিদিতং ব্রহ্মেতি মতং তস্য মতং ব্রহ্ম সম্যক্ জ্ঞাতমিতি। যস্য পুনর্মতং ময়া ব্রহ্মজ্ঞাতমিতি স ন বেদৈব। অতএব বিজানতাং জানীম ইতি। বদতাং বিজ্ঞানাভিমানিনাম্ অবিজ্ঞাতম্ অজ্ঞাতমেব। অবিজানতাং ন জানীম ইতি বদতাং বিজ্ঞানাভিমানশূন্যানাং বিজ্ঞাতমিতি নিদর্শনম্। অবচনেনেতি - যস্য কার্ৎস্ন্যেনাধিগমো ন স্যাৎ তদবিজ্ঞাতমিত্যুচ্যতে ন তদীদৃগিতি জ্ঞেয়ম্। ন বাচ্যং ন চ তর্ক্যতে। 'পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি

অনুবাদ

তাঁহারই নিকট তিনি বিদিত। যাঁহার নিকট বিদিত বলিয়া নিশ্চিত, তিনি জানেন না। যাঁহারা সম্যগ্ জ্ঞানবান্ তাঁহারা ব্রহ্মকে জ্ঞাত বলিয়া মনে করেন না, আর যাঁহারা সম্যক্ জ্ঞানবান্ নহেন, তাঁহারাই মনে করেন যে, ব্রহ্ম জ্ঞাত হইয়াছেন ॥ (৩)

তিনি মৌনভাবেই সম্পূর্ণ বলিলেন (নৃসিংহ উঃ ১১।৬) তিনি মৌন অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

ইহাই পুনরায় দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন—যে ব্রহ্মবিদের ধারণা আমি জানিতে পারি নাই ব্রহ্ম কে, তিনিই ব্রহ্মকে সম্যক জানিয়াছেন। আর যাঁহার মনে ধারণা আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি জানেনই নাই। অতএব 'জানি' এইরূপ যাঁহারা বলেন অর্থাৎ বিজ্ঞানী অভিমানীগণের ব্রহ্ম অজ্ঞাতই। আর জানি না—এইরূপ যাঁহারা বলেন সেই অভিমানশূন্যগণের ব্রহ্ম বিজ্ঞাত—ইহাই নিদর্শন। "অবচনেন" ইত্যাদি - যে বস্তুর সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না, তাহাকে অবিজ্ঞাত বলা হয়—তাহা এই পর্যন্তই নহে, এইরূপ জানিবে। এ বিষয়ে তর্ক করা উচিত নয়। যেমন - বিদ্বান্গণ সুমেরু পর্বতের রূপ দেখিয়াও বলেন - সম্পূর্ণ দেখি নাই। অতএব সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মের বেদবাচ্যতা নিষেধ

অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চ একমেব বহুধাবভাতং চ, নিরংশমপি সাংশং চামিতং চ, সর্বকর্তৃ নির্বিকারং চ ব্রহ্মেতি দিক্॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণং নাম প্রথমং প্রকরণম্ ॥১॥ × ॥ × ॥ × ॥

টীকা

মেবো রূপং বিপশ্চিতঃ।' ইতি। তস্মাৎ কার্ৎস্ন্যেন বাচ্যত্বং নিষিধ্যতে, "কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ" (১২।৪।৩৯) ইতি শ্রীভাগবতাৎ ॥ ১৯ ॥

অলৌকিকমিতি। তমেকমিত্যাদৌ জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চ, একমেব বহুধাবভাতঞ্চৈতৎ। ক্রমাৎ তত্র তত্র বোধ্যং। আহ চৈবং ভগবান্ সূত্রকারঃ—শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি দিক্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালা টীকায়াং ব্রহ্ম নিরূপণং নাম প্রথমং রত্নম।

—:০:—

অনুবাদ

অলৌকিক অচিন্ত্য জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও মূর্তিমান্ এবং জ্ঞানবান্, এক হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত। অখণ্ড হইয়াও অংশ সমন্বিতও, অসীমও, সর্বকর্তা হইয়াও নির্বিকার ব্রহ্ম। ইহা দিক্দর্শন মাত্র ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালাতে ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণ নামক প্রথম প্রকরণ ॥১॥

—:০:—

করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৪।৩৯) ব্রহ্মাও সম্পূর্ণরূপে কীর্তন করিতে সমর্থ নহেন ॥ ১৯ ॥

'অলৌকিকম্' ইত্যাদি—ব্রহ্ম জ্ঞানাত্মক হইয়াও মূর্ত ও জ্ঞানবান্, এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত এই ব্রহ্ম। ক্রমে সেই সেই প্রকরণে জানিবেন। শ্রীভগবান্ ব্যাসদেব সূত্রকার এই বলিয়াছেন—শ্রুতিগণ শব্দমূলক হেতু যাহা শব্দদ্বারা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণীয় ॥ ইহা দিক্দর্শন মাত্র ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালা ব্যাখ্যাতে ব্রহ্ম নিরূপণ নামক প্রথম প্রকরণ ॥ ১ ॥

সুবিজ্ঞান রত্নমালা

দ্বিতীয়-রত্নম্,

পরমাত্মপ্রকরণম্,

অথ সপরিকরং সপ্রকারং পরমাত্মানং দর্শয়ন্ আহঃ।

তথা চ শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে, শ্রীনারদ উবাচ। —

শুদ্ধসর্গমহং দেব জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।

সর্গ-দ্বয়স্য চৈবাস্য যঃ পরত্বেন বর্ততে ॥

অত্রৈতৎ পূর্ব্বোক্তঃ প্রাধানিকঃ শাক্তশ্চেত্যেতৎ সর্গ-দ্বয়স্য ইতি জ্ঞেয়ম্॥ ১ ॥

টীকা

অথেতি—প্রকারোঽত্র স্বরূপভেদ বিশেষস্তৎ সহিতমিত্যর্থঃ। তত্র পুরুষস্য কর্ত্তৃত্বং নিয়ামকত্বং চ, পরমাত্মনস্তু সাক্ষিত্বমেব তৎ তৎ স্বরূপানুসারেণ জ্ঞেয়ম্। অন্তর্যামিত্বেঽপি স্থূলান্তর্যামি অনিরুদ্ধঃ, সূক্ষ্মান্তর্যামী প্রদ্যুম্নশ্চ। যথা প্রদ্যুম্নস্তথানিরুদ্ধোঽপি সমষ্টিব্যষ্ট্যন্তর্যামিত্বেন রাজত ইতি জ্ঞেয়ম্।

তথেতি।—'যঃ সর্ব্বব্যাপক' ইত্যাদি—শতপ্রভমিত্যন্তেন। ব্রহ্ম

অনুবাদ

মূলানুবাদ – অনন্তর পরমাত্মার প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ ভেদ বিশেষ বর্ণনের সহিত পরমাত্মতত্ত্ব প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীনারদ বলিতেছেন—হে দেব! আমি তত্ত্বত শুদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি এবং এই সর্গদ্বয়ের অর্থাৎ দ্বিবিধ সৃষ্টির পরপারে কারণরূপে যিনি বর্তমান আছেন, তাঁহার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। এস্থলে পূর্ব্বে প্রাধানিক ও শাক্ত—এই দ্বিবিধ সৃষ্টির কথা বর্ণিত আছে। ১ ॥

টীকানুবাদ – 'অথ' ইত্যাদি—এস্থলে 'প্রকার' শব্দে স্বরূপ ভেদ বিশেষ, তাহার সহিত। তন্মধ্যে যিনি পুরুষ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও নিয়ামকত্ব আছে। পরমাত্মা

শ্রীভগবানুবাচ—

যঃ সর্ব্বব্যাপকো দেবঃ পরং ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্।

চিৎসামান্যং জগত্যস্মিন পরমানন্দলক্ষণম্ ॥

বাসুদেবাদভিন্নং তু বহ্ন্যর্কেন্দু শতপ্রভম্ ॥২॥

বাসুদেবোঽপি ভগবান্ তদ্ধর্ম্মা পরমেশ্বরঃ ॥৩॥

স্বাং দীপ্তিং ক্ষোভয়ত্যেব তেজসা তেন বৈ যুতম্।

প্রকাশরূপো ভগবানচ্যুতং চাসৃজৎ দ্বিজ ॥৪॥

টীকা

ততোঽসৃজৎ ইত্যন্তেন। ভগবান্ অজন ইত্যন্তেন। সংকর্ষণঃ মহৎ ইত্যন্তেন, প্রদ্যুম্নোঽত্রাস্ত ইতি শেষঃ। বিমুক্তয় ইত্যন্তেন অনিরুদ্ধশ্চ জ্ঞেয়ঃ।

তত্র যঃ শ্রীবসুদেবনন্দন তয়া শ্রীমন্নন্দনন্দন তয়া চ বিরাজমানঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, স সর্ববাপকো দেবো ন ততঃ পরং কারণান্তরমস্তীত্যর্থঃ।

অনুবাদ

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে নারদ! যিনি সর্ব্বব্যাপক বিভু, অথচ আরাধ্যদেব শাশ্বত নিত্য পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় এই জগতে পরমানন্দ স্বরূপ এবং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন চতুর্ব্যূহের বাসুদেব এককালীন শত অগ্নি সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় তেজ বিশিষ্ট, অখিল জীবের অন্তর্যামী হইয়াও ভগবান ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমেশ্বর নিজ তেজকে ক্ষোভিত করিয়াই ঐরূপ তেজ যুক্ত নিজ প্রকাশ রূপ ভগবান সংকর্ষণরূপী অচ্যুতাকে সৃজন করিলেন। ২-৪ ॥

কিন্তু কেবল সাক্ষী। সেই সেই স্বরূপের প্রকাশ অনুসারে জানিতে হইবে। অন্তর্যামিত্বের মধ্যেও স্থূলের অন্তর্যামী অনিরুদ্ধ, সূক্ষ্মের অন্তর্যামী প্রদ্যুম্ন, যেমন প্রদ্যুম্ন, তেমনই অনিরুদ্ধও সমষ্টি এবং ব্যষ্টির অন্তর্যামী রূপে বিরাজিত আছেন।

"তথা" ইত্যাদি, তন্মধ্যে যিনি শ্রীবসুদেবনন্দন রূপে এবং শ্রীনন্দ নন্দন রূপে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ তিনি সর্বব্যাপক আরাধ্যদেব সর্বকারণ কারণ, তাঁহার আর কারণ নাই, অনাদির আদি।

টীকা

নন্থ পরম কারণতয়া নির্বিবশেষ তত্ত্বং শ্রূয়তে ? তত্রাহ—অস্মিন্ জগতি পরমানন্দলক্ষণং চিৎসামান্যং শাশ্বতং যৎ পরংব্রহ্ম শ্রূয়তে, তচ্চ বাসুদেবাৎ তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাদভিন্নং, পৃথক্ ন ভবতি। তৎপ্রভাদিরূপত্বাৎ তস্যেত্যর্থঃ। তচ্চাগ্রে তস্যৈব অনাবিষ্কৃত শক্তিবৈচিত্র্যাদি নির্বিশেষ রূপং তদিতি কেচিৎ। তচ্চাগ্রে দর্শয়িষ্যামঃ। অত এবাদাবন্তে চ পুংস্ত্বেনৈব নির্দেশঃ। অন্যথা চকারো-পন্যাসো বিরুদ্ধেত ॥ ২ ॥

নন্থ মূর্তিমতি কথং সর্বব্যাপকত্বাদিলক্ষণো ধর্মঃ সম্ভবতি ? তত্রাহ—বাসুদেবোঽপীতি। তথাত্বেন বর্তমানোঽপি তদ্ধর্মা সর্বব্যাপকত্বাদিলক্ষণ ব্রহ্মধর্মা বিরাজত ইতার্থঃ। "ন চান্তর্ন বহির্যস্য" ইত্যাদ্যুক্তেঃ। তেন সর্ব-ব্যাপকত্বাদি-লক্ষণেন তেজসাযুতমচ্যুতং সংকর্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ

প্রশ্ন—পরম কারণরূপে যে নির্বিশেষ তত্ত্ব শুনা যায় ? তাহার উত্তরে—এই জগতে পরমানন্দস্বরূপ চিৎসামান্য নিত্য যে পরব্রহ্মের কথা শুনা যায়, তাহাও বাসুদেব সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন—পৃথক্ নন। তাঁহারই 'প্রভা' অঙ্গকান্তিরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম। তাঁহারই যেস্থলে অনাবিষ্কৃত শক্তি বৈচিত্র্যাদি—নির্বিশেষরূপ, তাহাই ব্রহ্ম, ইহা কেহ কেহ বলেন। তাহাও পরে প্রদর্শিত হইবে॥ এই কারণে প্রথমে ও শেষে পুংলিঙ্গরূপেই (পুরুষো-ত্তমরূপেই) নির্দেশ আছে তাহা না হইলে চ-কার প্রয়োগ বিরুদ্ধ হইত।

প্রশ্নঃ—মূর্তিমান শ্রীকৃষ্ণে কিরূপে সর্বব্যাপকতাদি-রূপ ধর্ম্ম সম্ভব হয় ? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—বাসুদেবও। মূর্তিমান্ রূপে বর্তমান থাকিলেও সর্বব্যাপকতাদি ব্রহ্ম ধর্ম্ম সমূহ তাঁহাতে বিরাজিত। নির্গুণ পরব্রহ্মে চরম নিষ্ঠা প্রাপ্ত শ্রীশুকদেবও দামবন্ধন লীলাতে শ্রীকৃষ্ণে সর্বব্যাপকতাদি ব্রহ্ম-ধর্ম্ম সমূহ - 'ন চান্তর্ন বহির্যস্য' ইত্যাদিরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

পরব্যূহ বাসুদেব সর্বব্যাপকতাদিরূপ তেজ যুক্ত অচ্যুত শ্রীসঙ্কর্ষণকে প্রকাশ করিলেন ॥ ৪ ॥

সোঽচ্যুতোঽচ্যুততেজাশ্চ স্বরূপং বিতনোতি বৈ।
আশ্রিত্য বাসুদেবংচ খস্থো মেঘো দলং যথা ॥৫॥
ক্ষোভয়িত্বা স্বমাত্মানং সত্য ভাস্বর বিগ্রহম্।
উৎপাদয়ামাস তদা সমুদ্রোর্মি জলং যথা ॥৬॥

টীকা

দলং দ্বিতীয়ং মেঘ-খণ্ডমিত্যর্থঃ। স্বরূপশক্ত্যাদিভিঃ অন্তশূন্যং মহৎ সর্বতঃ পূজ্যমনিরুদ্ধাখ্যং মহান্তমিত্যর্থঃ। তত্ত্বমিত্যর্থো বা জ্ঞেয়ঃ। অত্র পুরুষ-পরমাত্মনোরল্পভেদত্বাদেকত্বেনৈবোদাহরণং, ক্বচিচ্চ ভেদেনাপি দৃশ্যতে। তথৈব প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধয়োরিতি জ্ঞেয়ং।

তথা চ মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়ে গর্ভোদকে শয়ানস্য রূপান্তরেণ শ্বেত দ্বীপ-পতের্বাক্যং—'অস্মন্মূর্তিশ্চতুর্থী যা সাঽসৃজচ্ছেষমব্যয়ং। স হি সংকর্ষণঃ প্রোক্তঃ

অনুবাদ

মূলানুবাদ—সেই সঙ্কর্ষণরূপী অচ্যুত, অচ্যুত তেজবান্ স্বরূপ প্রদ্যুম্নকে বিস্তার করিলেন,—বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া, যেমন আকাশস্থ মেঘ নিজ সদৃশ দ্বিতীয় মেঘ খণ্ডকে বিস্তার করে। তিনি নিজ আত্মাকে ক্ষোভিত করিয়া সেই কালে সত্য তেজোময় বিগ্রহকে অর্থাৎ অনিরুদ্ধকে প্রকাশ করিলেন, যেমন সমুদ্র ঢেউ ও জলকে উৎপাদন করে। সেই চিন্ময় প্রকাশ-

টীকানুবাদ—পঞ্চরাত্র বাক্যে 'দল' অর্থে দ্বিতীয় মেঘ খণ্ড। স্বরূপশক্তি প্রভৃতির সহিত অনন্ত অর্থাৎ অন্তশূন্য, মহৎ—সকলের পূজ্য অনিরুদ্ধ নামক মহা[illegible]কে বা মহাতত্ত্বকে। এস্থলে পুরুষ ও পরমাত্মার মধ্যে অল্পভেদ থাকা-হেতু একই সঙ্গে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। কোথাও ভেদ দৃষ্ট হয়। সেইরূপ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের মধ্যে অল্প পার্থক্য। মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণীতে গর্ভোদকে শায়ীত এবং রূপান্তরে শ্বেতদ্বীপপতির বাক্য—আমাদের মধ্যে যিনি চতুর্থ তিনি শেষ অব্যয়কে সৃজন করিলেন। তিনিই সঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ। তিনিও প্রদ্যুম্নকে সৃজন করিলেন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ আমি, আমার সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ হয়। অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা, তাঁহার নাভি কমল

স চিন্ময়ঃ প্রকাশাত্মা উৎপাদ্যাত্মানমাত্মনা ।
পুরুষাখ্যমনন্তং চ প্রকাশ-প্রসরং মহৎ ॥৭॥
স চ বৈ সর্বজীবানামাশ্রয়ঃ পরমেশ্বরঃ ।
অন্তর্যামী স তেষাং বৈ তারকাণামিবাম্বরম্ ॥৮॥
সেন্ধনঃ পাবকো যদ্বৎ স্ফুলিঙ্গ-নিচয়ং দ্বিজ ॥
অনিচ্ছাতঃ প্রেরয়তি তদ্বদেষ পরঃ প্রভুঃ ॥৯॥

টীকা

প্রদ্যুম্নঃ সোঽপ্যজীজনং । প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ॥ অনিরুদ্ধাৎ তথা ব্রহ্মা তন্নাভি কমলোদ্ভবঃ। ব্রহ্মণ: সর্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ। তত্রৈব বেদব্যাসঃ "পরমাত্মেতি যং প্রাহুঃ সাংখ্যযোগবিদো জনাঃ। মহাপুরুষ সংজ্ঞাং স লভতে স্বেন কর্মণা। তস্মাৎ প্রসূতমব্যক্তং প্রধানং তদ্বিদুর্বুধাঃ। অব্যক্তাদ্ব্যক্তমুৎপন্নং লোকসৃষ্ট্যর্থমীশ্বরাৎ॥ অনিরুদ্ধোহি লোকেষু

অনুবাদ

স্বরূপ অনিরুদ্ধ নিজেই নিজ হইতে পুরুষকে ও শয্যারূপী শেষ অনন্ত নাগ মূর্তিকে উৎপাদন করিলেন, যাঁহাকে মহাপুরুষ বলা হয়। তিনি কারণার্ণবশায়ী প্রথম মহাপুরুষ, সর্বজীবের আশ্রয় পরমেশ্বর। তিনিই জীবসমূহের অন্তর্যামী যেমন তারকাসমূহের আশ্রয় আকাশ। হে নারদ প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন অনিচ্ছাবশতঃ স্ফুলিঙ্গসমূহকে প্রেরণ করে, সেইরূপ এই পরমেশ্বর নিজ শরীর হইতে জীবসমূহকে অনিচ্ছাবশতঃ প্রেরণ করেন।

জাত। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর জঙ্গম সর্বপ্রাণি জাত হইয়াছে। (মহাভারত) সেইস্থলে বেদব্যাস বলিতেছেন—সাংখ্য ও যোগবিদগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি নিজ কর্মদ্বারা মহাপুরুষ সংজ্ঞা লাভ করেন। তাঁহা হইতে অব্যক্ত প্রসূত হয়। পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রধান বলিয়া জানেন। অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত উৎপন্ন হয়, লোক সৃষ্টির জন্য পরমেশ্বর হইতে। অনিরুদ্ধই মহাত্মা নামে লোকে প্রসিদ্ধ, যিনি এই ব্যক্ত রূপে প্রকাশিত এবং পিতামহ ব্রহ্মাকে নির্ম্মাণ কবিলেন।

প্রাগ্বাসনা নিবদ্ধানাং বদ্ধানাঞ্চ বিমুক্তয়ে ।
তস্মাদ্‌বিদ্ধি তদংশাংস্তান্‌ সর্বাংশং তমজং প্রভুমিতি ॥১০॥
তস্যৈব যোঽনুগুণ ভুয়হধেক এব,
শুদ্ধোপ্যঽশুদ্ধ ইব মূর্তি বিভাগ ভেদৈঃ।

টীকা—

মহাত্মেতি চ কথ্যতে। যোঽসৌ ব্যক্তত্বমাপন্নো নির্মমে চ পিতামহম॥ ইতি। ভীষ্ম পর্বণি ব্রহ্মবচনেন চ—সৃষ্ট্বা সংকর্ষণং দেবং স্বয়মাত্মানমাত্মনা। কৃষ্ণ-মাত্মনাস্রাক্ষীঃ প্রদ্যুম্নং হ্যাত্ম-সংভবম॥ প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধং তু যং বিদুর্বিষ্ণুমব্যয়ং। অনিরুদ্ধোঽসৃজন্মাং বৈ ব্রহ্মাণং লোকধারিণং। বাসুদেবময়ঃ সোঽহং ত্বয়ৈবাস্মি বিনির্মিতঃ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

তস্যৈবেতি বৈষ্ণবে। তস্যৈবানুপূর্বোক্তাৎ পরমেশ্বরাৎ সমনন্তরং বহুধা ব্রহ্মাদিরূপেণাশুদ্ধ ইব সৃষ্ট্যাদিষ্বাসক্ত ইব মূর্ত্তিবিভাগ ভেদৈঃ মূর্তিবিভাগানা·

অনুবাদ

প্রাচীন বাসনা যুক্ত বদ্ধজীবকুলের বিমুক্তির জন্য। অতএব বদ্ধ জীবসমূহকে প্রথম পুরুষের অংশ বলিয়া জান। ঐ মহাপুরুষকে অজ ষোড়শ কলা পূর্ণ পরমেশ্বর রূপে জান। ৫-১০॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৮।৫৯)—পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বর এক হইয়াও জীবসমূহ শুদ্ধ হইলেও, অতঃপর ব্রহ্মাদি বহুরূপে অশুদ্ধবৎ বিষয়াসক্তের ন্যায়

ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মার বাক্যেও—সৃষ্টি কার্যের জন্য সঙ্কর্ষণ দেবকে নিজে নিজেই কৃষ্ণ সৃজন করিলেন এবং প্রদ্যুম্নকে পুত্ররূপে সৃজন কবিলেন, আর প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধকে সৃজন করিলেন, যাহাকে তত্ত্বজ্ঞগণ বিষ্ণু ও অব্যয় রূপে জানেন। অনিরুদ্ধ আমাকে অর্থাৎ লোকধারী ব্রহ্মাকে সৃজন করিলেন। বাসুদেবময় সেই আমি আপনা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছি। ৫-১০॥

'তস্যৈব' ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণে—প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বর হইতে, অতঃপর বহুধা—ব্রহ্মাদিরূপে, অশুদ্ধবৎ—সৃষ্টিআদি বিষয়ে আসক্ত, মূর্তিভেদে অর্থাৎ দক্ষাদি ও মন্বাদি ভেদে সর্ব্বপ্রাণির বিভূতি কর্তা-বিস্তার

জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ব বিভূতি কর্তা,
তস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাব্যয়ায়' ॥১১॥ [বিপুঃ ৬।৮।৫৯]
যত্তৎ সূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়মব্যক্তমচলং ধ্রুবম্ ।
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈশ্চ সর্বভূতৈশ্চ বর্জিতম্ ॥১২॥
স হ্যন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে ॥১৩॥

টীকা

দক্ষাদি মন্বাদি রূপাণাং ভেদৈঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং বিভূতি কর্তা বিস্তারকৃদিতি—স্বামী, তত্র গুণভুগিতি ষাড়্গুণ্যানন্দ ভোক্তেত্যর্থঃ। অনেন স্বরূপতঃ শুদ্ধ এবেতি জ্ঞাপিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥১১॥

যত্তদিতি মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে পদ্যদ্বয়ং স্পষ্টম্। তত্র প্রদ্যুম্না-নিরুদ্ধয়োরেকত্বেনোদাহরণে। 'অজামেকামি'ত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়োঃ জ্ঞেয়াঃ ॥১২-১৩॥

অনুবাদ

দক্ষাদিভেদে ও মন্বাদিভেদে বিরাজমান, সর্ব্বভূতের বিভূতি কর্তা জ্ঞানময় সেই অব্যয় পুরুষকে আমি সর্বদা প্রণাম করি ॥১১॥

মূলানুবাদ—যাহা সেই সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অচল ধ্রুব। যিনি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপরসাদির এবং সর্বভূতের সঙ্গবর্জিত। তিনিই প্রাণিগণের অন্তর্যামি ও ক্ষেত্রজ্ঞ ॥১২-১৩।

নারদীয় সাত্বততন্ত্রে—

কর্তা—(শ্রীধর স্বামীর টীকা), সে স্থলে গুনভুক্—ষাড়্গুণ্য আনন্দ ভোক্তা। ইহাদ্বারা 'পরমাত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধই ইহা জানান হইল ॥১১॥

টীকানুবাদ—'যত্তদ্' ইত্যাদি মহাভারতের মোক্ষধর্ম পর্বে নারায়ণীয় উপাখ্যানে দুইটি পদ্য মূলে অর্থ স্পষ্ট। তন্মধ্যে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের একই সঙ্গে দুইটি উদাহরণ। এস্থলে অজামেকাং (শ্বেতা ৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ। উহার অর্থ আপনার অনুরূপ বহুসন্তান-প্রসবকারিণী রক্ত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণা রজঃ সত্ত্ব তমোগুণা একটি অজা অর্থাৎ মায়া শক্তির প্রতি অনুরক্ত হইয়া কোনও অজ অর্থাৎ জীব ঐপ্রকৃতিকে ভোগ করে, বদ্ধ হয়। অপর কোন

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ ।
প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্ ॥
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥১৪॥ (নারদীয় তন্ত্রে)
তত্র প্রথমো যথা—যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাবিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি ॥
[বৃ ১।৫] স ঐক্ষতেত্যাদ্যুক্তঃ ॥১৫॥

টীকা

বিষ্ণোরিতি নারদীয় তন্ত্রে। অত্র প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োরভেদোক্তির্জ্ঞেয়া। তত্র তত্র চ যাঽভেদোক্তিঃ শ্রূয়তে, সা চ সর্বাংশমাদায়াবতীর্ণস্য সর্ব্বান্তর্যামি-পুরুষস্য তত্তদ্রূপত্বেন পৃথক্ পৃথগবস্থানত্বাৎ ন বিরুদ্ধ্যতে। তথা চ শ্রূয়তে —(বিপুঃ ৫।১৮।৫০) ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্। আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেব পঞ্চধা স্থিতঃ ॥ ইতি। অত্র জীবানাং ভূত-শব্দেন গ্রহণং, আত্ম-শব্দেন পুরুষস্য গ্রহণং চ জ্ঞেয়ম্। অন্যৎ স্ফুটার্থঃ ॥১৪।

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুর পুরুষ নামে তিনটি রূপ—প্রথম-পুরুষ মহৎ স্রষ্টা, দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, তৃতীয় পুরুষ সর্ব্বপ্রাণির হৃদয়াস্থিত পরমাত্মা, ইহাদের জানিয়া বিমুক্তি লাভ করে ॥১৪॥

তন্মধ্যে প্রথম পুরুষ (বৃহ ২।১।২০) যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র

জীব-অজ ভোগ সমাপনান্তে তাহাকে ত্যাগ করে, মুক্ত হয়। অজা = জন্ম রহিত অনাদি প্রকৃতি, অজ—জীব ও জন্মরহিত অনাদি অনন্ত ॥১২-১৩॥

'বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি নারদীয় সাত্বততন্ত্রে। এস্থলে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অভেদ কথন জানিতে হইবে। সেই সেই স্থলে যে অভেদ কথন শুনা যায়, তাহা সকল অংশ সম্মিলিত হইয়া অবতীর্ণ সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষের ঐ ঐ রূপে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান হেতু কোন বিরোধ নাই। শাস্ত্রেও ঐরূপ শুনা যায়—হে প্রভু আপনিই ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা, প্রধানাত্মা আত্মা ও পরমাত্মা এই পঞ্চ-ভাবে অবস্থান করেন। এস্থলে জীবগণকে ভূত শব্দে বলা হইয়াছে এবং আত্মা শব্দে পুরুষকে ধরা হইয়াছে অন্য সকল স্পষ্টার্থঃ ॥১৪॥

তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভু র্জ্যোতিরূপ সনাতনঃ। (৮, ১০-১৩)
তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণু র্জগৎপতিঃ ॥ ১৬ ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যারভ্য
নারায়ণঃ স ভগবান্ আপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ।
আবিরাসীৎ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ ॥১৭-১৮॥

টীকা

প্রথমঃ পুরুষঃ ইতি শেষঃ। মহাসমষ্টি জীবপ্রকৃত্যোরেকতাপন্নয়োর্দ্রষ্টা ইত্যেক এবায়ং সঙ্কর্ষণ ইতি মহাবিষ্ণুরিতি চ খ্যাত ইতি জ্ঞেয়ম ।। ১৫ ।।

তল্লিঙ্গমিতি—ব্রহ্মসংহিতায়াং, (বিপুঃ ১।৯।৫২) যস্যাযুতযুতাংশাংশে বিশ্ব-শক্তিরিয়ং স্থিতেত্যনুসারেণ তস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দস্য পুরুষোৎপাদকত্বাৎ

অনুবাদ

স্ফুলিঙ্গ সমূহ বহির্গত হয় সেইরূপ প্রথম পুরুষ হইতে বদ্ধ জীব সমূহ বহির্গত হয়। তিনি আলোচনা করিলেন এবং স্বয়ংই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু সৃজন করিলেন (ঐতরেয় ১।১) ॥১৫॥

মূলানুবাদ—বিশ্বাত্মা মহাভগবানের নিজাংশ জ্যোতিদ্বারা আচ্ছন্ন হেতু যে অংশ অপ্রকাশিত থাকে তাহাই পুরুষের লিঙ্গ, লিঙ্গস্থানীয় বিশ্বের উৎপাদক তিনিই শম্ভু জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন। সেই লিঙ্গে জগৎপতি মহাবিষ্ণুর আবির্ভাব ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ—তিনি সহস্র শীর্ষা পুরুষ, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ, সহস্র বাহু, বিশ্বের কারণ, যাঁহা হইতে সহস্র অবতার প্রকাশ হয় এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা হইতে প্রকাশিত হয়। তিনি কারণার্ণবশায়ী ভগবান্ নারায়ণ, ইহা হইতে কারণসমুদ্র জল আবির্ভূত হইয়া ছিল। ইনি সঙ্কর্ষণের অংশ। সেই কারণসমুদ্রে যোগ-

টীকানুবাদ - প্রথম পুরুষ—মহাসমষ্টি জীব ও প্রকৃতির মিলিত অবস্থার দ্রষ্টা একই পুরুষ সঙ্কর্ষণ মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী ইত্যাদি নামে খ্যাত ।। ১৫ ।।

টীকানুবাদ—'তল্লিঙ্গং' ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাতে। বিষ্ণুপুরাণোক্ত (১।৯।৫২) যাঁহার অযুত অংশের অযুত অংশের অংশে এই বিশ্বশক্তি অবস্থিত। এই অনুসারে স্বয়ং

যোগনিদ্রাংগত স্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্।
তদ্রোমবিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ ॥ ১৯ ॥
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়ো যথা - তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ (তৈত্তিঃ ২।৬) ইত্যাদ্যুক্তঃ ॥ ২১ ॥

তৃতীয়ো যথা - "দ্বা সুপর্ণা" (শ্ব ৪।৬) ইত্যাদ্যুক্তঃ ॥ ২২ ॥

টীকা

লিঙ্গমিবলিঙ্গং, যঃ খলু অস্য অংশবিশেষঃ তদেব শম্ভুঃ। শম্ভু-শব্দস্য মুখ্যায়া বৃত্তেরাশ্রয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৬-২০ ॥

দ্বিতীয় ইতি সমষ্টি জীবান্তর্যামী। ব্রহ্মাণ্ডাত্মকানাং তেষাং বহুভেদাদস্য-ভেদঃ। তমেবাহুঃ—তদিতি। তৈত্তিরীয়কে (২।৬) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ

নিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ স্বরূপানন্দ সমাধি লাভ করিলেন। তাঁহার লোম-সমূহ হইতে পূর্বোক্ত সঙ্কর্ষণ প্রদত্ত বীজগুলি স্বর্ণ বর্ণ ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হইল ॥ ১৭-২০ ॥

মূলানুবাদ—দ্বিতীয় পুরুষ - ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ইনিই। গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ - তৃতীয় পুরুষ —একই দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি স্বর্ণবর্ণ পক্ষি সখাভাবে আলিঙ্গিত হইয়া আছে। তন্মধ্যে একটি পক্ষী জীবাত্মা দেহরূপ বৃক্ষের পাপ-

ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের যে অঙ্গ হইতে পুরুষের উৎপত্তি হয় তাহাকে 'লিঙ্গ' বলা হয়। আর যিনি এই লিঙ্গের অংশবিশেষ তিনিই শম্ভু। শম্ভু শব্দের মুখ্যার্থ—আশ্রয় ॥ ১৬-২০ ॥

টীকানুবাদ—দ্বিতীয় পুরুষ—সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্ত্তি অবস্থান করেন এই হেতু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত মূর্ত্তি বিদ্যমান। তাহাকেই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।৬) 'তৎসৃষ্ট্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২১ ॥

আকাশাদ্বায়ুঃ
তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। ওষধিভ্যো
বায়োরগ্নিরগ্নেরাপো অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ,
অন্নমন্নাৎ পুরুষঃ। ইতি (তৈ ২।১।৩) ॥ ২৩ ॥

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ। যস্য
আদিত্যঃ শরীরম্। য আদিত্যমন্তরো যময়তি। এষ ত আত্মা
অন্তর্যাম্যমৃতঃ। ইতি (বৃ ৩।৭।৯) ॥ ২৪ ॥

টীকা

তৃতীয় ইতি বাষ্ট্যন্তর্যামী। তেষাং বহুভেদাদ্ অয়মপি বহুভেদঃ ॥ ২২ ॥

তস্মাদিতি তৈত্তিরীয়কে। 'পুরুষঃ' শরীরং পুরুষমধিকৃত্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিত্বাৎ পুরুষ ইত্যুক্তম্, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ

পুণ্যরূপ ফল ভোগ করে এবং মলিনতা প্রাপ্ত হয়। অন্য পক্ষী পরমাত্মা তৃতীয় পুরুষ পাপপুণ্য ভোগ না করিয়াও জ্যোতির্ময়রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ—তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১।৩) সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ুঃ, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, তাহা হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে শস্যসমূহ, শস্য হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ—বৃহদারণ্যকে (৩।৭।৯) যিনি সূর্যে থাকিয়াও আদিত্য হইতে পৃথক, যাঁহাকে আদিত্য জানেন না। আদিত্য যাঁহার শরীর। তিনি আদিত্যের অন্তরে প্রেরণা জাগাইতেছেন, ইনি তোমার আত্মা, ইনি অন্তর্যামী ও অমৃত ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ—তৃতীয় পুরুষ ব্যষ্টি জীবান্তর্যামী। জীব অসংখ্য সুতরাং এই তৃতীয় পুরুষ পরমাত্মাও অসংখ্য। যোগীগণ হৃদয় মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে দর্শন লাভ করেন ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ—'তস্মাদ্' ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষদে—অন্ন হইতে 'পুরুষ' উৎপন্ন হয় এস্থলে 'পুরুষ' অর্থে পুরুষ শরীর ; কারণ : পুরুষকে উদ্দেশ্য করিয়া শাস্ত্রসমূহ প্রবর্তিত হইয়াছে। অন্য সকল স্পষ্টার্থ ॥ ২৩ ॥

যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ।
পূর্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে ॥ ২৫ ॥

টীকা

য ইতি বৃহদারণ্যকে। এষ তেঽন্তর্যামী ইত্যন্বয়ঃ এবং চাত্ম-শব্দেনাভেদো ন শঙ্ক্যঃ। অমৃত ইত্যনেন নিত্যান্তর্যামিত্বমুচ্যতে। আত্মেতি—বিভু বিজ্ঞানানন্দ ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ—ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসংনিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটী, হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ ॥ ইতি। আহ চৈবং ভগবান্ সূত্রকারঃ (১।১।২১) অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাদিতি ॥ ২৪ ॥

য ইতি পুরুষসূক্তো। যঃ পুরুষোঽন্তর্যামী সন্ দেবেভ্যো দেবকার্যসিদ্ধার্থং আতপতি প্রকাশতে। দেবানামুভয় বিধানাং পুরোহিতঃ তদ্বদ্ উপদেষ্টৃত্বেন সহকারী। দেবেভ্যো যঃ পূর্বো জাতোঽনাদি রিত্যর্থঃ। রুচায়

অনুবাদ

মূলানুবাদ—যিনি দেবগণের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, যিনি দেবগণের পুরোহিত, যিনি দেবগণের পূর্বে উৎপন্ন, সেই রুচি ব্রহ্মাকে প্রণাম ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—'য' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে—ইনি তোমার অন্তর্যামী—এইভাবে অন্বয় হইবে। এস্থলে 'আত্ম' শব্দে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ আশঙ্কা কর্তব্য নহে। 'অমৃত' শব্দদ্বারা নিত্য অন্তর্যামী বলা হইতেছে। আত্ম-শব্দে বিভু ও বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ পরমাত্মাই অর্থ। স্মৃতিপুরাণাদি তাহাই বলিতেছেন—সূর্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী কমলাসনে উপবিষ্ট নারায়ণই সর্বদা ধ্যানের বিষয়। অঙ্গদ, মকর কুণ্ডলযুক্ত মুকুট ও হার শোভিত স্বর্ণময় শরীর শঙ্খচক্রধারী দ্বিভুজ। ব্রহ্মসূত্র রচয়িতা ভগবান্ ব্যাসদেবও এইরূপ বলিয়াছেন—সূর্যের অন্তর্যামী নারায়ণ, কারণ নারায়ণের ধর্মই উপদেশ করা হইয়াছে শ্রুতিতে। ২৪

টীকানুবাদ—'য' ইত্যাদি (পুরুষসূক্তে) যিনি অন্তর্যামী পুরুষ হইয়া দেবগণের মধ্য হইতে দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য প্রকাশিত আছেন। উভয়বিধ দেবগণের পুরোহিত অর্থাৎ সেইরূপ উপদেষ্টারূপে সহকারী। যিনি দেবগণের

যঃ সর্বেষু ভুতেষু তিষ্ঠন, সর্ব্বেভ্যোভুতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভুতানি ন বিদুঃ। যস্য সর্ব্বাণি ভুতানি শরীরম.। যঃ সর্ব্বাণি ভুতানি অন্তরো
ইতি (বৃ৩।৭।১৫) ।।২৬।।
যময়তি এষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ।

টীকা

তাদৃশস্থ তব কিমন্যদসমর্থা প্রকাশ রূপায়, ব্রাহ্মায়ে সূর্যান্তর্যামিণে নমঃ ইতি। বয়ং করবাম ইতিভাবঃ॥ ২৫ ॥

কাণ্বা মাধ্যন্দিনাশ্চ মুক্তজীবঃ অন্তর্যামিতো ভেদেন অধীয়তে। য ইতি অন্তরো হৃন্মধ্যস্থঃ নিযম্য নিয়ন্তৃভাবেন তয়োরপি ভেদং পঠন্তি। কিমুত বদ্ধজীব-পরমাত্মনোরিতি। ভেদস্তু বাস্তবঃ। তত্র যঃ সর্বেষু ভুতেষু তিষ্ঠন্ ইত্যস্মিন্ বাক্যে ব্যষ্টান্তর্যামিত্বেনানিরুদ্ধাংশাংশাংশো জ্ঞেয়ঃ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—যিনি প্রাণিসকলের মধ্যে থাকিয়াও সর্ব প্রাণি হইতে পৃথক্, প্রাণিগণ যাঁহাকে জানে না, কিন্তু প্রাণিগণ যাঁহার শরীর এবং সর্বপ্রাণির অন্তরে থাকিয়া যিনি প্রাণিগণকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনি তোমার আত্মা ইনি অন্তর্যামী ও অমৃত ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বজাত অনাদি পুরুষ। 'রুচয়ে' অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ 'ব্রাহ্ময়ে' সূর্যের অন্তর্যামীকে প্রণাম। ঐরূপ তোমার জ্ঞানে অসমর্থ আমরা অন্য আর কি সেবা করিব ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—শুক্লযজুর্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় শাখার উপনিষদে মুক্তজীবকে অন্তর্যামী পুরুষ হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 'য' ইত্যাদি শ্রুতি 'অন্তরঃ' হৃদয় মধ্যে থাকিয়া নিযম্য মুক্ত জীব, নিয়ন্তা পরমাত্মা এইভাবে উভয়ের ভেদ দেখাইয়াছেন। বদ্ধজীব ও পরমাত্মার মধ্যে যে ভেদ আছে ইহা আর কি বলিব। এই ভেদ বাস্তব। 'তন্মধ্যে যিনি সর্বভূতমধ্যে থাকিয়া' এই বাক্যে ব্যষ্টির অন্তর্যামীরূপে অনিরুদ্ধের অংশের অংশের অংশকে জানিতে হইবে॥ ২৬ ॥

যঃ প্রাণে বৈ তিষ্ঠন, প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ, যস্য প্রাণ শরীরং, যঃ প্রাণমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। ইতি (ঐ ১৬) ।।২৭।।

যো মনসি তিষ্ঠন, মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ। যস্য মনঃ শরীরং, যো মনোঽন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ (বৃহদ ৩। ৭।২০) ।।২৮।।

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো, যং বিজ্ঞানং ন বেদ, যস্য

টীকা

'যঃ প্রাণ 'ইত্যত্র' যো মনসি' ইত্যত্র চ প্রদ্যুম্নাংশাংশাংশ ইতি ॥২৭॥

যো বিজ্ঞানে ইত্যত্র, য আত্মনি ইত্যত্র চ সংকর্ষণাংশাংশাংশ ইতি। মনঃশব্দেন মনশ্চ বুদ্ধিশ্চোভে গৃহ্যেতে ॥ ২৮ ॥

যো বিজ্ঞানেতি (বৃহ ৩ ৭ ২২)। যো বিজ্ঞান শব্দেন উচ্যতে, স জীব

অনুবাদ

যিনি প্রাণে থাকিয়া প্রাণ হইতে ভিন্ন, প্রাণ যাঁহাকে জানে না, প্রাণ যাঁহার শরীর, যিনি প্রাণের অন্তরে থাকিয়া নিয়মিত করিতেছেন। ইনি তোমার আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত ॥ (ঐ ১৬) ॥ ২৭ ॥

যিনি মনে থাকিয়া মন হইতে ভিন্ন, যাঁহাকে মন জানে না, মন যাঁহার শরীর, যিনি মনের অন্তরে নিয়মিত করিতেছেন, ইনি তোমার আত্মা অন্তর্যামী ও 'অমৃত'॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ—যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়াও বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন, যাঁহাকে বিজ্ঞান জানে না, যাঁহার বিজ্ঞান শরীর, যিনি বিজ্ঞানকে অন্তরে নিয়মিত

যিনি প্রাণের অন্তর্যামী এবং মনের অন্তর্যামী তিনি প্রদ্যুম্নের অংশের অংশের অংশ ॥ ২৭ ॥

যিনি বিজ্ঞানের ও আত্মার অন্তর্যামী তিনি সংকর্ষণের অংশের অংশের অংশ। 'মনঃ' শব্দে এস্থলে মন ও বুদ্ধি উভয়কে ধরা হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ—'যো বিজ্ঞানে' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে (৩।৭।২২) যিনি বিজ্ঞান-

বিজ্ঞানং শরীরং, যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্য-
মৃতঃ (বৃঃ ৩।৭।২২) ইতি ॥২৯॥

য আত্মনি তিষ্ঠন্। আত্মনোঽন্তরো, যং আত্মা ন বেদ. যস্য আত্মা শরীরং. যো আত্মানমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্ত-

টীকা

এবাত্মশব্দেন উচ্যতে। নাত্র বুদ্ধিরিতি শঙ্কনীয়ম্। 'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ, তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে। ইতি (২।৫ ২) তৈত্তিরীয়কাৎ। অন্যথা "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" (তৈ ২·৫ ১) ইত্যাদি শ্রুতীনাং বিরোধাপত্তেঃ। তচ্চাগ্রে দর্শয়িষ্যামঃ। এবমেবান্যেঽপি বদন্তি। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং (বৃঃ হঃ ৩।৭ ২) অন্তর্যামিণং ব্রূহি ইত্যুদ্দালকেন মুনিনা পৃষ্টো যাজ্ঞবল্ক্য আহ—য ইতি সর্বত্র জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ

করেন ইনি তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত ॥ (বৃহঃ ৩ ৭।২২) ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ—যিনি আত্মাতে থাকিয়া আত্মা হইতে পৃথক্, যাঁহাকে আত্মা জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি আত্মাকে অন্তরে নিয়মিত করেন, ইনি

শব্দদ্বারা বর্ণিত হইতেছেন. সেই জীবই আত্ম শব্দ দ্বারা কথিত হইতেছেন। এস্থলে বিজ্ঞান-শব্দে বুদ্ধি এইরূপ আশঙ্কা করা উচিত হইবে না। বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া যদি জান। তাহা হইলে প্রমাদগ্রস্ত হইবে না। এই শরীরেই পাপসমূহ ত্যাগ করিয়া সর্বপ্রকার ভোগ লাভ হয়। ইহা (২।৫।২) তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত আছে। অন্য অর্থ করিলে—বিজ্ঞানই যজ্ঞের বিস্তার করে। (২।৫ ১ তৈত্তি) ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ আসিয়া পড়ে তাহাও আগে দেখান হইবে। এইরূপ অন্য কেহ কেহও বলেন। অতএব উত্তম রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—উদ্দালক মুনি প্রশ্ন করিলেন—অন্তর্যামীকে বলুন' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'যিনি' ইত্যাদি সর্বত্র জানিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

র্যামী অমৃতঃ। ইতি (মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাঃ ১৪।৬।৭ ৩০) ॥৩০॥

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং। যঃ পৃথিবীং অন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ। ইতি (বৃ ৩।৭।৩) ॥৩১॥

টীকা

আত্মপদেন জীবাত্মা গৃহ্যতে। য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনঃ সকাশাদন্তরঃ দূরস্থঃ, আত্মা যং নবেদ ন জানাতি, তত্র হেতুঃ যস্যাত্মা শরীরমিতি ন হি শরীরং শরীরিণং জানাতীতি হি বিজ্ঞৈর্জ্ঞাপ্যতেঽনুভূয়তে চ। আত্মানমন্তরঃ আভ্যন্তরঃ সন্ যময়তি এষ ময়োক্তস্বরূপঃ ধ্যানেন প্রত্যক্ষো বা তবাত্মান্তর্যাম্যমৃত ইত্যন্বয়ার্থঃ ॥ ৩০ ॥

য ইতি বৃহদারণ্যকে (৩।৭।৩) পৃথিব্যাং তিষ্ঠন অন্তর্যামী ইত্যুক্তে স্থাবরাদিঃ স ইতি শঙ্কা স্যাৎ তদ্বারণায় পৃথিব্যা অন্তর ইত্যুক্তং। পৃথিবী-

অনুবাদ

তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাঃ ১৪। ৬ ৭।:৪ ॥৩০॥

মূলানুবাদ—যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন। যাহাকে পৃথিবী জানে না, যাঁহার পৃথিবী শরীর, যিনি পৃথিবীকে অন্তরে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। (বৃহ ৩।৭।৩) ॥৩১॥

টীকানুবাদ আত্ম-পদদ্বারা জীবাত্মাই গৃহীত হইয়াছে—যিনি জীবাত্মাতে থাকিয়া জীবাত্মা হইতে 'অন্তরঃ' দূরস্থ, আত্মা যাহাকে জানে না। তাহার কারণ, যাঁহার শরীর এই জীবাত্মা অতএব শরীর কখনও শরীরীকে জানিতে পারে না—ইহা বিজ্ঞগণ জানাইয়াছেন এবং অনুভবও করেন। আত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া নিয়মিত করেন এই আমার কথিত স্বরূপ ধ্যানদ্বারা বা সাক্ষাদ্ভাবে প্রত্যক্ষ কর—তোমার অন্তর্যামী আত্মা অমৃত—এইরূপ-অন্বয়মুখী অর্থঃ ॥৩০

টীকানুবাদ—'যিনি ইত্যাদি (বৃহঃ ৩ ৭ ৩) যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া অন্তর্যামী বলিলে—স্থাবরাদি তিনি—এই আশঙ্কা হইতে

প্রাণমভ্যুজ্জি
সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি
হত (ছা ১।১১।৫) ॥ ৩২ ॥
অস্য লোকস্য কা গতিরিতি আকাশ ইতি হোবাচ, সর্বাণি হ বা
ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি,
আকাশঃ পরায়ণমিতি (ছা ১।৯।১) ॥ ৩৩ ॥

টীকা

দেবতাং বারয়িতুং যং পৃথিবী ন বেদেতি। তস্যা নিয়ামকোঽসৌ ইত্যাহ
—যস্য পৃথিবীত্যাদি এষ আত্মা বিভুবিজ্ঞানানন্দো হরিস্তেঽন্তর্যামী অমৃতো
নিত্যঃ সর্বদেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সর্বাণি ইতি (১।১১।৪) ছান্দোগ্যে। প্রাণোঽয়ং পরমাত্মৈব, নতু বায়ু-
বিকারত্বেন খ্যাতো যঃ স ইত্যর্থঃ। প্রাণিতি পরোক্ষং জীবয়তীতি ব্যুৎপত্তেঃ
তস্য সর্বত্রাবস্থানাৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—এই সকল ভূত প্রাণেই বিলীন হয় এবং প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়,
ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উষস্তির বাক্য ॥ ৩২ ॥
মূলানুবাদ - শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন— এই লোকের অর্থাৎ পৃথিবীর কি
গতি? প্রবাহণ বলিলেন—আকাশ। কারণ এই সমুদয় ভূত আকাশ

পারে, তাহা বারণ করিবার জন্য পৃথিবী হইতে দূরস্থ ইহা বলিলেন।
পৃথিবী দেবতাকে বারণের জন্য –'যাহাকে পৃথিবী জানে না'-বলিলেন
পৃথিবীর নিয়ামক ইনি –ইহাই বলিতেছেন—পৃথিবী যাঁহার শরীর যিনি
পৃথিবীর অন্তরে নিয়ামক, এই 'আত্মা' বিভু বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ হরি তোমার
অন্তর্যামী অমৃত নিত্য— সর্বদা ॥ ৩১ ॥
টীকানুবাদ –'সর্বাণি' ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।১১।৪) এই 'প্রাণ'
পরমাত্মাই, বায়ু বিকাররূপ প্রসিদ্ধ যে প্রাণ তিনি নহেন। এই প্রাণ শব্দের
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যিনি পরোক্ষভাবে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—তিনি প্রাণ
'পরমাত্মা' – তাঁহার সর্বত্র অবস্থান হেতু ॥ ৩২ ॥

এবং "এষ প্রাণ স এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃত"—এষ
লোকাধিপতিরেষ সর্বেশ্বর ইতি (কৌষী ৩।৯) ॥ ৩৪ ॥

টীকা

ছান্দোগ্যে (১ ৯ ১)—শালাবত্যাভিধান ঋষি জৈবলিং নৃপং পৃচ্ছতি—
অস্যেতি। নিখিল প্রপঞ্চাধারঃ ক ইতি প্রশ্নার্থঃ। জৈবলিরাহ আকাশ ইতি।
কথং তদাধারস্তত্রাহ – সর্বাণীতি। ভূতাকাশ-ব্যাবৃত্ত্যৈ হেত্বন্তরং আকাশং
প্রতীতি। তত্রৈব হেত্বন্তরং আকাশঃ পরায়ণমিতি। অয়মাকাশঃ পরমাত্মেতি
সিদ্ধান্তার্থঃ। আ-সম্যক্ কাশতে তাদৃশতয়া দিব্যতীতি ব্যুৎপত্তেঃ ॥ ৩৩ ॥

এবমিতি কৌষীতকি ব্রাহ্মণে (৩।৯)। আনন্দাত্মকাদি যদেতদ্ধর্মজ্ঞানং
তৎপরমাত্মন্যেব সম্ভবতি নান্যত্রেতি জ্ঞেয়ম্। তত্রাজরস্তদ্ ধর্মরহিত ইত্যনেন

অনুবাদ

হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়। সুতরাং আকাশ এই
সমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ। আকাশই পরমাগতি ॥ (ছান্দোগ্য ১।৯।১) ॥ ৩৩ ॥
মূলানুবাদ—এইরূপে কৌষীতকী উপনিষদেও পরমাত্মাকে 'প্রাণ' শব্দে বলা
হইয়াছে—সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ অজর অমৃত, ইনি সর্বলোকের
অধিপতি, ইনি সর্বেশ্বর ॥ ৩৪ ॥

টীকানুবাদ – ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।৯।১) শালাবত্য নামক ঋষি জৈবলি
রাজাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই লোকের গতি কি? অর্থাৎ নিখিল
প্রপঞ্চের আধার কে? জৈবলি বলিলেন—'আকাশ'। কিরূপে ঐ আকাশ
আধার? উত্তরে—এই সকল ভূত আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয় এবং ভূতাকাশ
বারণের জন্য বলিলেন—আকাশেই বিলীন হয়। পুনরায় বলিলেন—আকাশ
পরমাশ্রয় – এই আকাশ 'পরমাত্মা' ইহাই সিদ্ধান্ত। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—
আ-সম্যক্ কাশতে – ঐরূপে দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ৩৩ ॥
টীকানুবাদ—এবং স ইত্যাদি। কৌষীতকী উপনিষদে ইন্দ্র-প্রতর্দন সংবাদে—
প্রাণকে যে আনন্দ স্বরূপ প্রভৃতি ধর্মযুক্ত বলা হইয়াছে, তাহা পরমাত্মাতেই
ঐ গুণগুলি সম্ভব, অন্যত্র নহে – ইহা জানিবে। তন্মধ্যে 'অজর' অর্থাৎ

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবমেবাস্মাদ্‌, আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি সর্ব এক আত্মনো ব্যুচ্চরন্তীতি (বৃহঃ ২।১।২০) ।। ৩৫ ॥

টীকা—

যং লব্ধা তদ্ধ্যায়ী ষড়্‌বিকারাভাবো দর্শিতঃ। যদ্বা—নাস্তি জরা যস্মাৎ সঃ। অমৃতঃ পরমানন্দৈকরসমূর্তিঃ। যদ্বা মৃতং মরণং জনস্তদ্‌ধর্মরহিতো ভবতীত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ববৎ। লোকপতীনাং ব্রহ্মাদীনাং পালকত্বাদিনা তন্নাস্তি যস্মাৎ সঃ। যদ্বা—লোকা আ সম্যক্ ধীয়ন্তে যস্মিন্ স বিরাজমান এব লোকাধিপাতিঃ। ইতি লোকাধিলোকাশ্রয়ঃ স চাসৌ পতিস্তেষাং পালকশ্চ সঃ, যতঃ সর্বেশ্বরঃ। সর্বত্র হেতু জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

যথেতি (বৃহঃ ২।১।২০) যথা একরূপাদ্ একস্মাদ্ অগ্নেঃ সকাশাৎ ক্ষুদ্রা অল্প প্রমাণা বিস্ফুলিঙ্গা অগ্নিকণা বিবিধা উচ্চরন্তি উত্তিষ্ঠন্তি।

অনুবাদ

মূলানুবাদ- বৃহদারণ্যকে (২।১।২০) যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গগুলি চতুর্দিকে বহির্গত হয়, সেইরূপই এই আত্মা হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেব, ভূতসমূহ সকলই আত্মা (পরমাত্মা) হইতে বহির্গত হয় ।। ৩৫ ।।

জরাধর্ম রহিত ইহা দ্বারা ষড়্‌বিকার অভাব—জন্ম অস্তিত্ব বৃদ্ধি পরিণাম অপক্ষয় ও নাশ—এই ছয় অবস্থা পরমাত্মাতে নাই ইহা দেখান হইল। অথবা—জরা নাই যাহা হইতে তিনি অজর অর্থাৎ যাঁহাকে লাভ করিয়া ধ্যানকারী জন সেই ধর্ম রহিত হয়। অমৃত—পরমানন্দৈক-রসমূর্তি। অথবা, 'মৃত' - মরণ নাই যাহা হইতে তিনি। অন্য সমূহ পূর্ববৎ। 'লোকাধিপতি'—লোকপতি ব্রহ্মাদির পালকরূপে বিরাজমান ইনি লোকাধিপতি। অথবা—লোকগণ আ-সম্যক্ আশ্রিত যাহাতে তিনি লোকাশ্রয় তিনি এই 'পতি' তাহাদের পালক যেহেতু সর্বেশ্বর। ইহাই সর্বত্র হেতু জানিতে হইবে ॥ ৩৪ ।।

টীকানুবাদ—'যথা' ইহা (বৃহদারণ্যকে ২।১।২০)—যেমন এক অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র

অদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা, নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা, নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা

টীকা

এবমেকস্মাদ্ আত্মনঃ পরমাত্মন এতে আত্মানো জীবা ব্যুচ্চরন্তীতি উপাধিবিশেষ প্রতিবুদ্ধ্যমান সংস্কারেণেতি জ্ঞেয়ম। সংকল্প মাত্রেণ সৃষ্টাৎ মায়াজবনিকায়াং স্থাপিতাস্ত এব। তস্মাৎ সিসৃক্ষোঃ প্রাদুর্ভবন্তি ন তু প্রতিসর্গে জীবানাং নবা-সৃষ্টিস্তস্য সত্য-সংকল্পত্ব শ্রবণাৎ. অত্র প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি, লোকাঃ কর্মফলানি. দেবা ইন্দ্রিয়াণাং লোকানাং চাধিষ্ঠাতারোঽগ্ন্যাদয়ঃ, ভূতানি ব্রহ্মাদি—স্থাবরান্ত-শরীরাণি. আত্মনাং পৃথগ্ গ্রহণাৎ ॥ ৩৫ ॥

অদৃষ্ট ইতি বৃহদারণ্যকে! বাক্য শেষ শ্রুতানাং দ্রষ্টৃত্বাদীনাং চ প্রধানেঽ-সম্ভবাৎ নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেতি। অদৃষ্টত্বে সতি দ্রষ্টাঽতোঽন্তর্যামিতোঽন্যো

অনুবাদ

মূলানুবাদ—তিনি অদৃষ্ট কিন্তু সকলের দ্রষ্টা, অশ্রুত, কিন্তু সকলের শ্রোতা, তাঁহাকে মনন করা যায় না, তিনি সকলের মনন কর্তা, তিনি অবিজ্ঞাত, কিন্তু বিজ্ঞাতা। ইনি ভিন্ন কেহ দ্রষ্টা নাই, ইনি ভিন্ন কেহ শ্রোতা নাই। ইনি

ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিকণা সমূহ নানা প্রকার উঠিতে থাকে। সেইরূপ এক আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে এই জীবাত্মা সমূহ বিবিধ বাসনা দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া সংস্কার সহ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বরের সংকল্প মাত্র দ্বারাই সৃষ্ট মায়া যবনিকা মধ্যে স্থাপিত হইয়া থাকে। সেই সৃষ্টি বাসনাযুক্ত পরমাত্মা হইতে জীবসকল প্রাদুর্ভূত হয়, পরন্তু প্রতি সৃষ্টিতে জীবগণের নূতন সৃষ্টি হয় না, যেহেতু সেই পরমাত্মার সত্য সঙ্কল্পতা শ্রুত হয়। এস্থলে 'প্রাণ' শব্দে ইন্দ্রিয় সমূহ। লোকাঃ—কর্মফল সমূহ, দেবাঃ—ইন্দ্রিয় সমূহের ও লোকসমূহের অধিষ্ঠাতাগণ অগ্নি প্রভৃতি, ভূতানি—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত শরীর সমূহ, যেহেতু আত্মাকে পৃথক্ ধরা হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

টীকানুবাদ—'অদৃষ্ট' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে (৩।৭।২৩) উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে—বাক্য শেষে বর্ণিত 'দ্রষ্টৃত্বাদি' ধর্ম সমূহ জড়-প্রধানে অসম্ভব হেতু

নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা এষ আত্মাঽন্তর্যামী অমৃত ইতোঽন্যদার্ত্তমিতি (বৃহঃ ৩।৭।২৩)।। ৩৬ ।।

টীকা

নাস্তি ইত্যর্থঃ। ইত্থং চ যোগী জীবোঽপি নিবারিতঃ, তস্য পরমাত্মনঃ দ্রষ্টৃত্বাৎ। তস্মাদন্যঃ স্বতন্ত্রো দ্রষ্টা নাস্তি। কিন্তু তদাত্মক এব, তথৈবাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ (১।১।৫)–"ঈক্ষতে র্নাশব্দমিতি"। (ব্র সূ ১।২।২০) ন চ স্মার্তমতদ্ধর্মাভিলাপাদিতি" চ। নাস্তি শব্দপ্রমাণং যত্র তদশব্দং প্রধানং তজ্জগৎ কারণং ন ভবতি। কুতঃ? ঈক্ষতেঃ—"স ঐক্ষত" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ঈক্ষণ ধর্মস্য চৈতন্যে এব সম্ভবাৎ। নতু জড়ে প্রধানে। ইতি পূর্ব সূত্রার্থঃ। উক্ত হেতুভ্যঃ স্মার্ত প্রধানম্ অন্তর্যামীতি ন বাচ্যং, কুতঃ? অতদিতি অদৃষ্টো দ্রষ্টেত্যাদি বাক্য শেষ শ্রুতানাং দ্রষ্টৃত্বাদীনাং প্রধানেঽসম্ভবাদিতি দ্বিতীয় সূত্রার্থশ্চ। শ্রুতিব্যাখ্যানে দর্শিত এব ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ

ভিন্ন কেহ মনন কর্তা নাই, ইনি ভিন্ন কেহ বিজ্ঞাতা নাই, ইনি আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। ইনি ভিন্ন আর সকলই আর্ত। (বৃহ ৩।৭।২৩) ইহার পর উদ্দালক আরুণি বিরত হইলেন। উদ্দালক আরুণি গৌতম নামে পরিচিত, যাজ্ঞবল্ক্য ইহার একজন শিষ্য ॥ ৩৬ ॥

ইহা হইতে অন্য দ্রষ্টা নাই। অন্য কর্তৃক দৃষ্ট না হইয়াও তিনি সকলের দ্রষ্টা, অতএব এই ধর্ম অন্তর্যামী পরমাত্মা ব্যতীত অন্যত্র নাই। এইরূপে যোগী জীবকেও নিবারণ করা হইয়াছে, যেহেতু তাহাকে পরমাত্মা দেখিতেছেন। তাঁহা হইতে অন্য স্বতন্ত্র দ্রষ্টা নাই, কিন্তু তদ্রূপ আছেন সেইরূপই ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন—(১।১।৫) ঈক্ষতের্নাশব্দম্, (১।২।২০) 'ন চ স্মার্তমতদ্ধর্মাভিলাপাৎ' সূত্রদ্বয়ে (১) যাহাতে শব্দপ্রমাণ নাই তাহাই অশব্দ—প্রধান, তাহা জগৎ কারণ নহে। কি হেতু? তিনি আলোচনা করিলেন' ইত্যাদি শ্রুতিকথিত আলোচনারূপ ঈক্ষণ ধর্ম চেতন বস্তুতেই সম্ভব, অচেতন জড় প্রধানে সম্ভব নহে। (২) ঐ সকল কারণে সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত প্রধানকে অন্তর্যামী বলা যাইবে না; কারণ, অন্তর্যামী প্রকরণের বাক্য শেষে বর্ণিত

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। (মুণ্ডক ১।১।৯) তস্মাদ্ এতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে। (মুণ্ডক ১।১।৯) ইতি ॥৩৭॥

টীকা

য ইতি মুণ্ডকে (১।১।৯) সর্বজ্ঞ সামান্যেন সর্ব্ববিষয়ক-জ্ঞানবান্। সর্ববিন্ বিশেষেণ তাদৃশঃ। তস্মাদিতি। তস্মাৎ তমঃশক্তিকাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ জ্ঞানতপস্কাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মা ত্রিগুণাবস্থং প্রধানং জায়তে। প্রলয়ে তমাশ্রিত্যস্থিতং সৃষ্টি সময়ে ততস্তদিচ্ছয়ৈব পৃথগ্ ভবতীত্যর্থঃ। "মম যোনির্ম্মহদ্ ব্রহ্ম" (গী ১৪।৩) ইতি প্রকৃতৌ ব্রহ্মশব্দ স্মরণাৎ। অন্নং কর্ম্মফলং জীবানামিতি শেষঃ। তদপি প্রধানবৎ প্রাদুর্ভবতি। জীবানাং তস্মিন্নেবাবস্থানাদিতি কেচিৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—যিনি সামান্য ও বিশেষভাবে সর্ববিধ জ্ঞানবান্ এবং যাঁহার জ্ঞানময় সেই তপস্যা (তমঃ) মায়া শক্তিযুক্ত সর্বজ্ঞ হইতে ব্রহ্ম – ত্রিগুণাবস্থ প্রধান নাম রূপ ও অন্ন জাত হয়। (মুণ্ডক ১।১।৯) ॥ ৩৭ ॥

'অদৃষ্টঃ দ্রষ্টা' ইত্যাদি দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম জড় প্রধানে অসম্ভব। ইহা দ্বিতীয় সূত্রার্থ ॥ ৩৬ ॥

টীকানুবাদ—'যঃ" ইত্যাদি মুণ্ডক উপনিষদে—যিনি সর্ব্বজ্ঞ-সামান্যভাবে সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান, সর্ববিদ্—বিশেষভাবে সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান্ তাঁহা হইতে তমঃশক্তিযুক্ত সর্বজ্ঞ হইতে এবং জ্ঞানময় তপস্যা যুক্ত পুরুষ হইতে ব্রহ্ম—ত্রিগুণাবস্থ প্রধান উৎপন্ন হয়। প্রলয়ে ঐ সর্বজ্ঞ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত এবং সৃষ্টি সময়ে তাঁহা হইতে তাঁহার ইচ্ছা দ্বারাই পৃথক হয়। এস্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতিকে উদ্দেশ করা হইয়াছে, শ্রীগীতাতেও (১৪।৩) সৃষ্টির বীজ আধান স্থানীয় আমার যোনি মহৎ 'ব্রহ্ম' নামে উক্ত ।। 'অন্ন' অর্থাৎ জীবগণের কর্মফল, তাহাও প্রকৃতির ন্যায় প্রাদুর্ভূত হয়। জীবগণ প্রলয়কালে কর্মফলকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে' ইহা কাহারও মত ॥ ৩৭ ॥

অন্তঃ শরীরে নিহিতো গুহায়াং অজএকো নিত্যো যস্য পৃথিবী শরীরমিত্যাদি (সুবালো ৭।১) ॥৩৮॥

টীকা

অন্তরিতি সুবালোপনিষদি। অত্রাব্যক্তাক্ষরয়োঃ প্রধান-জীবয়োরন্তর্যামী নারায়ণ ইতি স্ফুটমেব দৃশ্যতে ॥৩৮॥

অথেত্যাদি মুণ্ডকে। অস্যার্থঃ—পূর্বং ঋক্‌বেদাদিরূপা অপরা বিদ্যা উপাদিষ্টা তদানন্তর্যামথ-শব্দার্থঃ। যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে সা পরা উৎকৃষ্ট-ফলেত্যর্থঃ। বর্ণসমুদায়ং নিরস্যতি। যত্তদিতি, অদ্রেশ্যং অদৃশ্যং জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈরলভ্যমিত্যর্থঃ। অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ, অগোত্রং বংশ শূন্যং, অবর্ণং জাতিহীনং, অচক্ষুঃ-শ্রোত্রং—চক্ষুঃ-শ্রোত্ররহিতং জ্ঞানেন্দ্রিয়োপলক্ষণমেতৎ। অপানি-পাদং পাণিপাদরহিতং কর্মেন্দ্রিয়োপলক্ষণমেতৎ। সংযোগসম্বন্ধেন করণ প্রতিষেধোঽয়ম্। অতঃ স্মর্য্যতে—"পাণিপাদাদ্যসং যুতম্ ইতি

অনুবাদ

মূলানুবাদ সুবালোপনিষদে (শ্রীভাষ্যে ধৃত) শরীর মধ্যে হৃদয় গুহায় অবস্থিত অজ এক নিত্য. যাঁহার শরীর পৃথিবী' ইত্যাদি ॥৩৮॥

বিদ্যা দ্বিবিধা অপরা ও পরা, অপরা—ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রসমূহ। অনন্তর পরাবিদ্যা—যাহাদ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় (মুণ্ডক ১।১।৫)। সেই

টীকানুবাদ—'অন্তঃ শরীরে' ইত্যাদি সুবাল উপনিষদে—এ স্থলে 'অব্যক্ত ও অক্ষর অর্থাৎ প্রধান ও জীবের অন্তর্যামী নারায়ণ' ইহা স্পষ্টই বর্ণিত আছে ॥৩৮।

'অথ' ইত্যাদি মুণ্ডক উপনিষদে (১।১।৫,৬) ইহার অর্থ পূর্বে ঋগ্‌বেদাদি-রূপা অপরা বিদ্যা উপদেশ করা হইয়াছে, অথ—তাহার পর যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহা পরা—উৎকৃষ্ট ফলযুক্তা বিদ্যা। বর্ণসমষ্টিকে বিদ্যা বলা হয় না, তাহাই বলিতেছেন যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা অলভ্য কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা অগ্রাহ্য, বংশশূন্য, জাতিহীন, চক্ষু কর্ণ রহিত অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় হীন। পাণিপাদরহিত কর্ম্মেন্দ্রিয়হীন—ইহার তাৎপর্যার্থ সংযোগ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় নাই। অতএব শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের হস্তপদাদি আছে

অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ (৫)

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ-শ্রোত্রং তদপাণিপাদং। নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং, তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ইতি (মুণ্ডক ১।১।৫-৬) ॥৩৯॥

টীকা

স্বরূপানুবন্ধি-করণবত্ত্বং তু অস্তি ইতি বক্ষ্যতি। "সমান এবং চাভেদাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।২০) ইত্যাদিনা নিত্যং সদৈকরসং. বিভুং প্রভুং সর্ব্ব-গতং ব্যাপকং সুসূক্ষ্মং দুর্জ্ঞেয়ং, অব্যয়ম্ অবিনাশি, তদযথোক্তম্—"অক্ষরং ভূতযোনিং ধীরা যয়া পরিপশ্যন্তি সা পরাবিদ্যা' ইতি অত্র ত্রিবিধতত্ত্ব নিরূপণ দর্শনাৎ লিখিতেয়ম ॥৩৯॥ [ভাষ্যম্—অপ্যর্থে চ শব্দঃ। এবমপি চক্ষুরাদীনাং বৈলক্ষণ্যেন ভানেঽপি সমান একরসঃ স এব হিরণ্য-প্রতিমাদিবৎ ভগবান্ কুতোঽভেদাৎ। চক্ষুরাদীনামাত্মানতিরেকাদিত্যর্থঃ। তস্মাদ্ বিগ্রহাত্মো-

অনুবাদ

অদৃশ্য অগ্রাহ্য নিষ্কারণ অরূপ ও চক্ষু-কর্ণাদি শূন্য হস্তপাদহীন অবিনাশী বিভু সর্বব্যাপী ও সুসূক্ষ্মকে, সেই অব্যয় ভূতবর্গের কারণকে যে বিদ্যাদ্বারা বিবেকী-গণ সর্বতোভাবে দর্শন করেন (তাহাই পরাবিদ্যা) (মুণ্ডক ১।১।১৬)॥৩৯॥

কিন্তু অসংযুতম্—সংযোগ সম্বন্ধে নাই, কিন্তু স্বরূপানুবন্ধি নিত্য সম্বন্ধে আছে। 'সংযোগ' সম্বন্ধ অনিত্য। ইহা বলিবেন (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।২০)—

'সমানে এবং চ অভেদাৎ' শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের চক্ষুরাদি বিলক্ষণ মনে হইলেও 'সমান' একরস অর্থাৎ সুবর্ণ প্রতিমাদির ন্যায় সকলই সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ বিগ্রহকে জানিতে হইবে। কারণ অভেদ হেতু, শ্রীভগবানের চক্ষু প্রভৃতি তাঁহার আত্মা হইতে ভিন্ন নয়। সুতরাং শ্রীবিগ্রহ উপাসনা দ্বারাই মোক্ষ। অন্যথা—"চিত্তদ্বারা কৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হয় (১।১০) ইত্যাদি শ্রীগোপাল তাপনি শ্রুতি বাক্যের বিরোধ হয় (ভাষ্যার্থ) নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা একরস, বিভু—প্রভু, সর্বগত ব্যাপক, সুসূক্ষ্ম-দুর্জ্ঞেয়, অব্যয়—অবিনাশি যাহা সেই অক্ষর ভূতযোনিকে ধীরগণ যে বিদ্যা দ্বারা

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ, স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোঃ অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ (মুণ্ডক ২।১।২)
ইতি চ ॥৪০॥

যস্মিন্‌ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষম্‌ ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ ।
তমেবৈকং বিজানথ আত্মানমন্যো বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুরিতি
(মুণ্ডক ২।২৫)॥৪১॥

টীকা

পাসনয়ৈব মোক্ষঃ। এবঞ্চ অন্যথা 'চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ (১।১০) —শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিবাক্য বাকোপঃ স্যাৎ ॥৩৯॥

উত্তরত্র 'দিব্য' ইতি। দিব্যো দ্যোতমানঃ, অমূর্ত্তঃ সংযোগ সম্বন্ধেন মূর্ত্তিরহিতঃ, পুরুষঃ পুরুষাকারঃ, বাহ্যাভ্যন্তরো বিভুঃ অপ্রাণ ইত্যাদ্যুক্তার্থং। অক্ষরাৎ প্রকৃতেঃ পরাৎ অক্ষরাৎ জীবাৎ চ পরঃ। ইতি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—মুণ্ডক উপনিষদে (২।১।২) পরবর্ত্তি দ্বিতীয় মুণ্ডকে পরাবিদ্যার বিষয় বর্ণিত হইতেছে—দিব্য জ্যোতির্ম্ময় অমূর্ত্ত 'পুরুষ' অন্তর ও বাহিরে বর্তমান অতএব অজ অপ্রাণ অমনা শুদ্ধ 'অক্ষর' হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥৪০॥

মূলানুবাদ—যাঁহাতে স্বর্গলোক পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবং ইন্দ্রিয় বর্গ সহ মন সমর্পিত আছে, সেই অদ্বিতীয় আত্মাকেই অবগত হও, অতঃপর অপর সকল বাক্য ত্যাগ কর। এই আত্মজ্ঞানই অমৃতের সেতু অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় (মুণ্ডক ২।২৫) ।৪১॥

দর্শন করেন তাহা পরাবিদ্যা। এস্থলে ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ তত্ত্ব নিরূপণ দেখিয়া ইহা লিখিত হইল। ৩৯॥

টীকানুবাদ—মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত শ্রুতি—দিব্য—জ্যোতির্ম্ময়, অমূর্ত—সংযোগ সম্বন্ধে মূর্তিহীন পুরুষাকার, তিনি বাহিরে আছেন ভিতরেও আছেন, সর্বব্যাপি অপ্রাণ। অক্ষর প্রকৃতির 'পর'শ্রেষ্ঠ, পরা প্রকৃতির জীব হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ৪০ ॥

জীবাদ ভবন্তি ভূতানি জীবে তিষ্ঠন্ত্যচঞ্চলাঃ ।
জীবে তু লয়মিচ্ছন্তি ন জীবাৎ কারণং পরম্‌ ॥ (শ্বেতাশ্ব)৪২ ॥

টীকা

টীকা—মাতেব হিতকারিণী মুণ্ডকশ্রুতি (২।২।৫) মুমুক্ষূন উপদিশতি—যস্মিন্নিতি। দিবাদি প্রাণান্তং যস্মিন্ ওতং তং আত্মানং বিভুবিজ্ঞানানন্দং হরিং বিজানথ-বিজানীথ জ্ঞাত্বা উপাস্যধ্বং যূয়ম্ ইতি শেষঃ। দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবীতি চতুর্দশভুবনানি চকারাৎ তন্মাত্রা অহংকার মহৎ অব্যক্তানি চাভিমতানি মনঃ প্রাণৈঃ সহেতি—প্রাণেন্দ্রিয়বন্তো জীবা বোধ্যন্তে। কীদৃশমাত্মানং একং সর্ব্বেশ্বরং বিশুদ্ধং বা "একে মুখ্যান্য কেবলা" ইত্যমরঃ। এবকার ব্যাবৃত্তমাহ অন্যাবাচো হরীতরবিষয়াঃ কর্ম্মকাণ্ডপর্য্যন্তা ইত্যর্থঃ। বিমুঞ্চথ সংত্যজত। নমু কিমর্থং তদুপাসনং তত্রাহ—অমৃতস্যেতি মুক্তিদত্বাৎ অসৌ উপাস্য ইত্যর্থঃ ॥৪১॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ভূত সমূহ জীব হইতে চউৎপন্ন হয়, অচঞ্চল ভাবে জীবে অবস্থান করে এবং জীবে লয় ইচ্ছা করে, জীব হইতে শ্রেষ্ঠ কারণ নাই ॥ শ্বেতাশ্ব। ৪২॥

টীকানুবাদ—মাতার ন্যায় হিতকারিণী মুণ্ডকশ্রুতি (২।২।৫) মুমুক্ষুদিগকে উপদেশ করিতেছেন—স্বর্গ হইতে প্রাণ পর্যন্ত পদার্থ সমূহ যাঁহাতে ওতপ্রোত ভাবে আছে, সেই আত্মাকে বিভু বিজ্ঞানানন্দ শ্রীহরিকে জানিয়া তোমরা উপাসনা কর ॥

স্বর্গ অন্তরীক্ষ পৃথিবী চতুর্দশ ভুবন, তন্মাত্রা, অহংকার, মহৎ, অব্যক্ত সমূহ এবং অভিমত বস্তু সমূহ মনঃ প্রাণ সহ অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বন্ত জীবসমূহ। কীরূপ আত্মাকে? এক সর্বেশ্বর বা বিশুদ্ধ আত্মাকে। শ্রীহরি হইতে ভিন্ন বিষয়—কর্ম্মকাণ্ড পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। বিমুঞ্চথ—সম্যক্ ত্যাগ কর। প্রশ্ন কি জন্য তাহার উপাসনা? তদুত্তরে—অমৃতত্ব লাভের জন্য মুক্তিপ্রদহেতু শ্রীহরি উপাস্য ॥৪১॥

স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে, স একঃ (তৈ ৮।৯।৫)। অরে অয়মাত্মাঽনন্তরো ঽবাহ্যোঽকৃৎস্নঃ প্রজ্ঞান ঘন ইতি (বৃহ ৪।৫।১৩) ॥৪৩॥

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ। সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ [শ্বে৬।১১] ॥৪৪॥

টীকা

জীবাদিতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। জীবয়তি সর্ব্বান্ ইতি বুৎ পত্তেঃ জীবঃ পরেশঃ। স্ফুট মন্যৎ ॥৪২॥

স ইতি যঃ স্বধাম্নি তিষ্ঠন্ আকাশাদি অন্নময়ান্তং সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রবিষ্টঃ সোঽয়ং পুরুষঃ। অয়ং কঃ তত্রাহ—যশ্চাসাবাদিত্যে বর্ততে অন্তর্যামিতযেতি শেষঃ ॥৪৩॥

এক ইতি (শ্বেতাশ্ব ৬।১১) সর্বভূতেষু সর্বপ্রাণভৃৎসু গূঢ়ঃ সংবৃতো

অনুবাদ

মূলানুবাদ—সেই যিনি এই পুরুষে এবং যিনি আদিত্যে অবস্থান করেন তিনি এক। এই প্রসিদ্ধ আত্মা অন্তর নহে, বাহ্য নহে, সম্পূর্ণ প্রজ্ঞান ঘন ॥৪৩॥

মূলানুবাদ—এক জ্যোতির্ময়দেব সর্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থান করেন, সর্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা. কর্ম্মের অধ্যক্ষ সর্ব ভূতের আশ্রয়। সাক্ষী চেতা অদ্বিতীয় ও নির্গুণ। (শ্বে ৬।১১] ॥৪৪॥

টীকানুবাদ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে—'জীবাৎ' ইত্যাদি, যিনি সকলকে জীবিত রাখেন সেই পরমাত্মা জীব শব্দে এখানে উক্ত হইয়াছেন। অন্য স্পষ্টার্থ ॥৪২॥

টীকানুবাদ – 'স' ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২ ৮।৫)- যিনি নিজ-ধামে থাকিয়া আকাশাদি হইতে অন্নময় স্থূলদেহ পর্যন্ত সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন সেই এই পুরুষ। ইনি কে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যিনি এই পুরুষের হৃদয় গুহায় এবং আদিত্য মধ্যে অন্তর্যামি-রূপে বিরাজ করিতেছেন, এই উভয় স্থলেই তিনি এক অভিন্ন ॥৪৩॥

টীকানুবাদ—'এক' ইতি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।১১) সর্ব্বপ্রাণিগণের অন্তরে

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃপ্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ইত্যুপক্রম্য—ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং

টীকা

অন্তর্যামিতয়া তানি নিয়ময়ন্ স্থিত ইতি জীবানামনেকত্বং জ্ঞাপিতং। স্ফুট-মন্যৎ ॥৪৪॥

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যো মৈত্রেয়ীং স্বভার্যামুপদিশতি—ন বা ইতি অরে মৈত্রেয়ি! মিত্রপুত্রি! পত্যুঃ কামায় অভিলাষায় তং পূরয়িতুং পতিঃ প্রিয়ো ভবতীতি নৈব ত্বয়া বোধ্যং। অপি তু আত্মনো জীবস্য কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতীতি এবমগ্রিমেষু পর্যায়েষু ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্ ভোগায় পত্যাদি প্রপঞ্চঃ

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে (২।৪।৫) [যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিয়া মৈত্রেয়ীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—আমি যাওয়ার পূর্বে তোমার এবং কাত্যায়নীর সঙ্গে আশ্রমের সম্পদ্ বিভাগ করিয়া দিতেছি। মৈত্রেয়ী বলিলেন—হে ভগবন্, এই সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ্ দ্বারা যদি পূর্ণ হয়, তদ্দ্বারা আমি কি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব? ঋষি বলিলেন—না, এই সম্পদ কেবল জীবিত থাকার জন্য, বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই। মৈত্রেয়ী—যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব না,

গূঢ়ভাবে অন্তর্যামিরূপে তাহাদিগকে নিয়মিত করিয়া অবস্থান করেন। ইহা দ্বারা জীবের বহুত্ব জানান হইল। অন্য সমূহ স্পষ্ট ॥৪৪॥

টীকানুবাদ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (২।৪।৫) যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী নাম্নী নিজ ভার্যাকে উপদেশ করিতেছেন—অরে মিত্র-পুত্রি, পতির 'কামনায়'—অভিলাষ পূরণের জন্য পতিপ্রিয় হয়—এইরূপ তুমি মনে করিও না, পরন্তু জীবাত্মার অভিলাষ পূরণের জন্য পতিপ্রিয় হয়—এইভাবে পরবর্তী বাক্যগুলিরও অর্থ হইবে। যাহার ভোগের নিমিত্ত পতি প্রভৃতি সংসার প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, সেইই আত্মা জীবকে প্রকৃতি ও প্রাকৃত দেহাদি হইতে পৃথক্ ভাবে তুমি দর্শন—সাক্ষাৎ করিবে। ইহা পূর্বপক্ষের অর্থ।

ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ী আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতমিতি (বৃহঃ ২।৪।৫) ॥৪৫॥

টীকা

প্রকৃত্যা সৃষ্টঃ, স এব আত্মা জীবঃ প্রকৃতেঃ প্রাকৃতাচ্চ দেহাদের্বিবিচ্য দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্তব্যঃ" ইতি **পূর্বপক্ষার্থঃ। সিদ্ধান্তার্থস্তু**—পরমাত্মপর এবেতি বিবেচনীয়ম তথাহি—পত্যুঃ কামায় মৎপ্রয়োজনায় অহমস্য প্রিয়া স্বামিত্যেবং রূপায় পতিঃ প্রিয়ো ন ভবতি, কিন্তু আত্মনঃ পরমাত্মনঃ কামায় স্বারাধক-প্রতিলম্ভন রূপায় এবেতার্থঃ। সর্বং বস্তু মদ্ভক্তস্যানুকূলমস্তু, মদ্ভক্তশ্চ

অনুবাদ

তাহা কি করিব? হে ভগবন্ আপনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন]—তিনি বলিতেছেন—অয়ি! পতির প্রতি প্রীতিবশত পতি প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি প্রীতির জন্যই পতিপ্রিয় হয়। এইরূপে জায়া, পুত্র, বিত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেবগণ, প্রাণিগণ, ইত্যাদি এই সকলের কাহারও প্রীতির জন্য কেহ প্রিয় হয় না, কেবল আত্মার প্রতি প্রীতির জন্য সকলে প্রিয় হয়। এই বলিয়া পরিশেষে বলিলেন—অয়ি মৈত্রেয়ি আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে এবং নিদিধ্যাসন ধ্যান বা উপাসনা করিতে হইবে। হে মৈত্রেয়ি আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা এই বিশ্বের সকলই জানা যায় ॥ ৪৫ ॥

সিদ্ধান্তপক্ষের অর্থ—'পরমাত্মাপরই শ্রুতি' ইহা বিবেচনা কর্তব্য। তাহাই বলিতেছেন—পতির কামনায় অর্থাৎ আমার প্রয়োজনে আমি ইহার প্রিয়া হইয়াছি—এইরূপে পতিপ্রিয় হয় না। কিন্তু আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার 'কামায়'—নিজের আরাধক প্রীতিলাভের জন্যই। সকল বস্তু আমার ভক্তের অনুকূল হউক, আমার ভক্তও আমার অধিষ্ঠানহেতু সকল বস্তুতে অনুকূল হউক—ইহাই শ্রীভগবানের 'কাম' অভিলাষ তাহা সফল করিবার জন্য 'পতি' প্রভৃতি বস্তু ভক্তের প্রিয়রূপে প্রতিভাত হয়। ভক্তও পতি প্রভৃতি বস্তুতে

**পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ৪৬ ॥**

টীকা

মদধিষ্ঠানতয়া সর্বস্মিন্ বস্তুন্যনুকূলোঽস্তু—ইতি ভগবতোঽভিলাষস্তং সফলং কর্তুং পত্যাদিবস্তু ভক্তস্য প্রিয়ং ভাসতে। ভক্তশ্চ পত্যাদি বস্তুনি ভগবদধিষ্ঠানত্ব—সম্বন্ধং বিজ্ঞায় তদীয়ত্বধিয়া সর্বং তদনুকূলয়তীতি মুনেরভিপ্রায়ঃ। তত্রোভয়পক্ষেঽপি বিশেষং বিনৈব চ সাধকানি আহ—শ্রোতব্য ইতি। শ্রীমদ্‌গুরোঃ সকাশাৎ উপক্রমাদিভিস্তাৎপর্য্যেণ অবধারয়িতব্যঃ। মন্তব্যঃ—তদনুকূলতর্কেণ অসম্ভাবনা-নিবারণায় স্বয়ং পুনঃ বিচারণীয়ঃ। নিদিধ্যাসিতব্যঃ নিশ্চয়েন ধ্যাতব্য ইতি। অত্রাদ্বয়বাদিমতে—তেষাং সবিশেষ-নির্বিশেষ ভেদেঽপি নির্বিশেষ এব তাৎপর্য্যং। শ্রীমদ্বৈষ্ণবানাং তু অপ্রাকৃত বিশেষবত্যেব স্বরূপ ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—কঠ উপনিষদে (২।১।১) স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন (ভাঃ ৩।১।২)। সুতরাং জীব বহির্জগতের বিষয় সমূহকেই দর্শন করে। অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। কোন ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক অন্তরাত্মাকে দর্শন করেন ॥ ৪৬ ॥

ভগবদধিষ্ঠান সম্বন্ধ জানিয়া তদীয় দাস বুদ্ধিতে সকল বস্তুকে ভগবৎ সেবার অনুকূলে নিয়োগ করে—ইহাই মুনির অভিপ্রায়। অতঃপর জীবপক্ষে ও পরমাত্মপক্ষে উভয়পক্ষেই কোন পার্থক্য না রাখিয়া সাধনসমূহ বলিতেছেন, শ্রোতব্য ইত্যাদি। শ্রোতব্য—শ্রীমদ্ গুরুদেবের নিকট হইতে শাস্ত্রের উপক্রমাদি ষড়্‌বিধ তাৎপর্য অবধারণ করিবে, মন্তব্য—শাস্ত্রোক্ত শ্রীগুরুদেবের উপদেশের অনুকূল বিচার দ্বারা অসম্ভাবনা নিবারণের জন্য স্বয়ং পুনঃ পুনঃ বিচার করিবে। নিদিধ্যাসিতব্য দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া ঐ বিষয় ধ্যান করিবে।" এস্থলে অদ্বয়বাদিমতে—সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের ভেদ থাকিলেও নির্বিশেষ ব্রহ্মেই শাস্ত্রতাৎপর্য স্বীকৃত। শ্রীমদ্ বৈষ্ণবগণের মতে কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষযুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপেই শাস্ত্রতাৎপর্য স্বীকৃত ইহাই জানিতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

(ঋক. ১০।১২৯।৬ কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ, কুত আজাতা কুত ইয়ং) কুতো জাতা কুত আয়াতা ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জনেনাঽথা কো বেদ যত আবভূবেতি ॥৪৭॥

টীকা

পরাঞ্চীতি—কাঠকে। স্বয়ম্ভুরীশ্বরঃ জীবানাং খানি ইন্দ্রিয়াণি পরাঞ্চি বিষয়াভিমুখানি ব্যতৃণৎ বিহিংসিতবান্ বিষয়-প্রাবণ্যেন সৃষ্টিরেব তেষাং হিংসা ইত্যর্থঃ। তথা সর্জনে গমকমাহ—তস্মাদিতি ইন্দ্রিয়াণাং পরাক্ত্বাদেব পরাঙ্ বিষয়াসক্তো জীবো অন্তরাত্মানং ঈশ্বরং ন পশ্যতি। সুপাংসুলুক্ ইতি অমোলুক্। তর্হি অনির্মুক্তি-প্রসঙ্গঃ তত্রাহ - ধীরঃ সৎপ্রসঙ্গলব্ধয়া হরিভক্তি-রূপয়া বিশিষ্টঃ, ধিয়ম্ ঈরয়তি রাতি বেতি ব্যুৎপত্তেঃ। আবৃত-চক্ষুঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্ কাময়মানঃ প্রত্যাগাত্মানং শ্রীহরিম্ ঐক্ষত পশ্যতি স্মেত্যর্থঃ ॥৪৬॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ঋক্‌বেদে (১০।১২৯।৬) সেই পরমাত্মাকে কোন ব্যক্তি সাক্ষাৎ ভাবে জানে? এই জগতে কে তাহার কথা বলেন. এই সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল, যদি বল হিরণ্যগর্ভাদি হইতে এই সৃষ্টি উৎপন্ন হয়? উত্তরে আধুনিক ব্রহ্মাদি ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ এই জগতের সৃষ্টি বিষয়ে সমর্থ নহেন। তাঁহাকে কে জানে, যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে ॥৪৭॥

টীকানুবাদ—কঠোপনিষদে (২।১।১)—পরাঞ্চি' ইত্যাদি। স্বয়ম্ভু ঈশ্বর জীবগণের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়াভিমুখে ব্যতৃণোৎ—বিশেষভাবে হিংসা করিয়াছেন অর্থাৎ বিষয় প্রবণতা দ্বারা সৃষ্টি করাই তাহাদিগকে হিংসা করা বা মারিয়া ফেলা। ঐরূপ সৃষ্টি কিরূপে বুঝা যায়—তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ঐরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ বলিয়াই বহির্বিষয়ে আসক্ত জীব অন্তরাত্মা ঈশ্বরকে দর্শন করেতেছে না। তাহা হইলে কাহারও মুক্তি হইতে পারিবে না? তাহার উত্তরে—কোন 'ধীরঃ' সৎ-প্রসঙ্গলব্ধ হরিভক্তি বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি, যিনি হরিভক্তি বিশিষ্ট বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী করিয়া রাখিতে পারেন, ঐ সংযত ইন্দ্রিয় জীব অমৃতত্ব প্রার্থী হইয়া অন্তরাত্মা শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥৪৬॥

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বমিতি(১) ॥৪৮॥

টীকা

ক ইতি (ঋগ্‌বেদ ১০।১২৯।৬)। তং পরমাত্মানং অদ্ধা সাক্ষাৎ কো বেদ জানাতি, ইহ কঃ প্রবোচৎ বদতিস্ম। প্রাবোচৎ ইত্যর্থঃ। ইয়ং বিসৃষ্টিঃ বিবিধা সৃষ্টিঃ কুতো জাতা কুতঃ কস্মাদায়াতা, নম্বু হিরণ্যগর্ভাদেঃ সৈয়ং সৃষ্টিরুৎপদ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অর্ব্বাগ্‌দেবা ব্রহ্মাদয়ো বহ্ন্যাদয়শ্চ দেবা অস্য জগতো বিসর্জনে ন সমর্থা ইত্যর্থঃ। 'অথা' ইত্যাকারান্তো 'অথ' ইত্যর্থে নিপাতঃ। অথা তং কো বেদ যত এতৎ সর্ব্বমাবভূবেতি।

ঈশেতি ঈশাবাস্যোপনিষদি। ঈশা ঈশেন স্বসত্তা-চৈতন্যাভ্যাং সংব্যাপ্য সর্ব্বমিদং মহদাদি—"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্ব মহদাদি জগৎ হরিঃ। সর্ব্বৈস্তৈঃ ক্রীড়তে দেবো যো হংস পুরুষঃ প্রভুঃ॥" ইত্যাগ্নেয়ে। অত্রাহংগ্রহোপাসনা

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ঈশাবাস্য উপনিষদে (১) এই সমগ্র জগৎতে যাহা কিছু তৎ সমস্তই অনিত্য। নিয়ন্তা ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত ব্যাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

টীকানুবাদ—'ক' ইত্যাদি ঋগবেদে (১০।১২৯।৬) সেই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎভাবে কে জানিতে পারে? এই জগতে কে প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছেন? এই বিচিত্র সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল, যদিবল হিরণ্যগর্ভাদি হইতে সেই এই সৃষ্টি উৎপন্ন হয়। এইরূপ শঙ্কা করিও না, অর্বাচীন ব্রহ্মাদি দেবগণ বা অগ্নি আদি দেবগণ এই জগতের সৃষ্টিতে সমর্থ নহেন। এস্থলে আকারান্ত 'অথা' শব্দ অথ অর্থে নিপাতন সিদ্ধ। অনন্তর তাঁহাকে কে জানে, যাঁহা হইতে এই সকল আবির্ভূত হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

টীকানুবাদ—'ঈশ' ইত্যাদি ঈশোপনিষদে (১) ঈশ্বর নিজসত্তা ও চৈতন্য দ্বারা মহদাদি সকল বস্তুকে সম্যক্ ব্যাপিয়া আছেন। অগ্নিপুরাণেও ঐরূপ উক্তি আছে—"শ্রীহরি নিজ সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা মহদাদি সর্ব্বজগৎ ব্যাপিয়া আছেন অর্থাৎ নিজবাস-গৃহ করিয়াছেন। সৃষ্টিলীলাদ্বারা লীলাময় হংস পুরুষ প্রভু—ভগবান সর্ব্বত্র লীলা করিতেছেন॥ এস্থলে অহং-গ্রহোপাসনা

অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামিতি (মৈত্রী ৬।৮) ॥৪৯॥
কেনেষিতং নিপততি প্রেষিতং মনঃ (কেন ১) ইত্যাত্মাঃ ॥৫০॥
অনেজদেকং মনসো জবীয়ো, নৈতদ্দেবা অপ্নুবন্ পূর্বমর্শাৎ।

টীকা

ন্তু—"নাদেবো দেবমর্চয়েৎ" ইতি বৈদিক-ন্যায়রীত্যা শুদ্ধস্বরূপধ্যানায় নিযুক্তেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্তরিতি তৈত্তীয়রীয়কে। স্পষ্টার্থা ॥ ৪৯ ॥

কেনেতি কেনোপনিষদি ॥৫০॥

অনেজদিতি গোপালোপনিষদি অপি। তৎ পরমাত্ম তত্ত্বং অনেজৎ স্বরূপতশ্চলনরহিতং একমদ্বিতীয়ং মনসোঽপি বেগবত্তমং যত্র মনো ধাবতি। তত্র তৎস্থং পূর্ব্বমেব তদ্বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। এতৎ – পরমাত্ম তত্ত্বং দেবশ্চক্ষুবাদী-

অনুবাদ

মূলানুবাদ—মৈত্রায়ণী উপনিষদে (৬।৮) প্রাণিগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন করেন ॥৪৯॥

মূলানুবাদ—কোন্ কর্তার ইচ্ছা দ্বারা প্রেরিত হইয়া মন ইত্যাদি। কেনোপনিষদে (১) ॥৫০॥

মূলানুবাদ—ঈশোপনিষদে (৪) পরমাত্মার স্বরূপ বলিতেছেন—অচল এক মন হইতেও অধিকতর বেগবান্। অগ্রগামী এই পরমাত্মাকে দেবগণ বা বস্তু

কিন্তু—যিনি দেবতা নয় তিনি দেবতা অর্চন করিতে পারেন না – এই বৈদিক ন্যায় রীতিতে শুদ্ধস্বরূপ ধ্যানের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাই জানিতে হইবে ॥৪৮॥

'অন্তঃ' ইত্যাদি মৈত্রেয়ী উপষিদে—স্পষ্টার্থ ॥৪৯॥

টীকানুবাদ—"কেন" ইত্যাদি কেনোপনিষদে (১) ॥৫০॥ 'অনেজৎ' ইত্যাদি শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদেও। সেই পরমাত্ম তত্ত্ব—অনেজৎ—স্বরূপতঃ চলন রহিত, এক, অদ্বিতীয়, মন হইতেও বেগবত্তম যেস্থলে মন দৌড়াইয়া যায়, সেই স্থলে পূর্ব হইতেই পরমাত্মা রহিয়াছেন। এই পর-

তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ, তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতীতি (ঈশঃ) ॥৫১॥

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমানিতি ॥৫২॥

টীকা

ন্দ্রিয়াণি তদধিষ্ঠাতারো বা নাপ্নুবন্ ন প্রাপুঃ। তত্র হেতুঃ যস্মাৎ মনসোঽপি পূর্ব—মর্শাৎ পূর্ব্বমেব গচ্ছৎ তদতিষ্ঠৎ স্থিরতরমপি ধাবতোঽন্যান্ বাগিন্দ্রিয়াদীন্ অত্যেতি অতিক্রম্য গচ্ছতি মাতরিশ্বা বায়ুস্তস্মিন্ অপঃ প্রাণিনাং চেষ্টা লক্ষণানি কর্ম্মাণি দধাতি ধারয়তি। যঃ সর্ব্বপ্রাণভৃৎ ক্রিয়াত্মকঃ যদাশ্রয়াণি কার্যকারণ জ্ঞানানি যস্মিন্ ওতানি প্রোতানি চ। যঃ সূত্র—সংজ্ঞো বায়ুর্বৈ গৌতম সূত্র মিত্যাদিভিরুক্তঃ। সর্ব্বস্য জগতো বিধারয়িতা স মাতরিশ্বা বায়ুরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ

প্রকাশক ইন্দ্রিয়গণ প্রাপ্ত হন না, সেই পরমাত্মা স্থির থাকিয়া দ্রুতগামী মন প্রভৃতি অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। সেই পরমাত্মা আছেন বলিয়াই সূত্রাত্মা বায়ু, জল বা কর্মসমূহকে আপনাতে ধারণ করেন ॥ ৫১ ॥

মূলানুবাদ – আকাশ এক হইয়াও যেমন ঘটাদি অবচ্ছেদ সমূহে পৃথক্ পৃথক্ হয়, সেই রূপ পরমাত্মা এক হইয়াও প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আর যেমন সূর্য আকাশে এক হইয়াও বিভিন্ন জলপাত্রে বহু প্রতিবিম্ব প্রকাশ করে, সেই রূপ পরমাত্মা ॥৫২॥

মাত্মতত্ত্বকে দেব—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বা তদধিষ্ঠাতা দেবগণ পায় না। তাহার কারণ মন হইতে পূর্বেই (অগ্রে) গমন করিয়া তিনি থাকেন। অন্যের অপেক্ষা স্থির হইয়াও ধাবিত অন্য বাক্ ইন্দ্রিয়াদিকে অতিক্রম করিয়া যায়। বায়ু তাহাতে জল প্রাণিগণের চেষ্টারূপ কর্ম সমূহ ধারণ করে। যিনি সর্ব প্রাণধারী ক্রিয়ারূপ, যাহার আশ্রয় সমূহ কার্য কারণ জ্ঞান সমূহ যাঁহাতে ওত প্রোত। যিনি সূত্র নামক বায়ু, হে গৌতম! সূত্র-সকল জগতের বিশেষভাবে ধারণ কর্তা সেই বায়ু ॥ ৫১ ॥

টীকা

আকাশমিতি। আত্মা তু অত্র পরমাত্মৈব জ্ঞেয়ঃ। তস্মিন্নেব তাদৃশ ধর্ম্মাদেঃ সম্ভবাৎ. নাল্পশক্তৌ জীবে সম্ভবতি। স। অত্রায়মর্থ এক এব বিভুরাত্মা. তস্যাবিদ্যয়া পরিছিন্নস্য. তস্যাং প্রতিবিম্বিতস্য বা নানাত্বং স্যাৎ। যথা ঘটাদিষু আকাশাদেঃ ততশ্চ বিশুদ্ধাত্মানুভবেন অবিদ্যা বিনাশে সতি তন্নানাত্ব-নিবৃত্ত্যা তদৈক্যং সিদ্ধতীতি যদ্বদন্তি, তন্মন্দং, জড়য়া তয়া চৈতন্যরাশে শ্ছেদাসম্ভবাৎ কেবলাদ্বৈতিভিরপি তদ্ বিষয়ত্বানঙ্গীকারাচ্চ। বাস্তব পরিচ্ছেদে বিকারিত্বাপত্তিঃ টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণবৎ স্যাৎ। নীরূপস্য বিভোঃ প্রতিবিম্বাসম্ভাবাচ্চ। অন্যথা আকাশ-দিগাদীনাং প্রতিবিম্বাপত্তিঃ স্যাৎ। ন চ প্রতীত্যন্যথানুপপত্তিরেবাকাশস্য প্রতিবিম্বে মানং। তদ্বর্ত্তি-

অনুবাদ

টীকানুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে (৩।১৪৩, ১৪৪)—শ্রীভাষ্যে ধৃত (৩।২।১৮ সূ) 'আকাশম্' ইত্যাদি। এস্থলে আত্মা-শব্দে পরমাত্মাকেই জানিতে হইবে। পরমাত্মাতেই ঐরূপ ধর্মসমূহ সম্ভব। অল্পশক্তি জীবে সম্ভব নহে। এস্থলে আলোচ্য বিষয়—এক বিভু আত্মা, তাহার অবিদ্যাদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অথবা অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপ হয়। যেমন ঘটাদিতে পরিচ্ছিন্ন আকাশাদি। অনন্তর বিশুদ্ধ আত্মার অনুভব দ্বারা অবিদ্যা বিনাশ হইলে পর তাহার নানাত্ব চলিয়া গিয়া তাহার ঐক্য সিদ্ধ হয়—ইহা যাহারা বলেন, তাহা অশোভন মন্দ। কারণ, জড়া অবিদ্যা দ্বারা চৈতন্যরাশির ছেদ অসম্ভব। কেবলাদ্বৈতবাদি গণও ব্রহ্মকে কোন কিছুর বিষয় স্বীকার করেন না। সত্য সত্য পরিচ্ছেদবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মে বিকারিত্ব দোষ পড়ে. ব্রহ্ম টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণ খণ্ডবৎ বিকারী হইয়া পড়েন। আর নীরূপ বিভু ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। নীরূপ বিভুর প্রতিবিম্ব স্বীকার করিলে আকাশ দিক প্রভৃতিরও প্রতিবিম্ব স্বীকার করিতে হয়, ঐরূপ প্রতীতি হয় না। যদি বল আকাশের যখন প্রতীতি আছে তখন কল্পিত যুক্তি বলে আকাশের প্রতিবিম্ব স্বীকৃত? তাহা নহে. আকাশস্থিত গ্রহ নক্ষত্র-প্রভামণ্ডলেরই জলে প্রতিবিম্বকে আকাশের প্রতিবিম্বরূপে ভ্রম হয়। অতএব অচিন্ত্যশক্তি পর-

একএব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ৩।১৪৩-৪৪) ॥৫৩॥

টীকা

গ্রহনক্ষত্র প্রভামণ্ডলস্যৈব অম্ভসি ভাসমানস্য আকাশ প্রতিবিম্বত্বেন প্রতীতেঃ। তস্মাদচিন্ত্য শক্তি-পরমাত্মধর্ম প্রতিপাদনপরৈবেয়ম্। এবমন্যা অপি যথাযথং তৎপরত্বেনোন্নেয়াঃ। ন তু স্বল্পশক্তি জীব পরত্বেনেতি বৃদ্ধাঃ। "সিত-নীলাদি ভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ। ভ্রান্ত দৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্। ইতি বৈষ্ণবাদি (বিপু ২।১৬।২২) বাক্যান্যপি পরমাত্মপরত্বেনৈব জ্ঞেয়ানি ॥৫২॥

এক ইতি ভূতাত্মা ব্যষ্ট্যন্তর্যামিতয়া বিরাজমানঃ পরমাত্মা। স্পষ্টমন্যৎ ॥৫৩॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—একই ভূতাত্মা বিভিন্নভূতে অবস্থিত। চন্দ্র যেমন এক হইয়াও বিভিন্ন জলাধারে বহুধা দৃশ্য হয় ॥ ৫৩ ॥

মাত্মার ধর্ম্ম প্রতিপাদনের জন্য শাস্ত্রে কোথাও কোথাও প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত রাখা হইয়াছে। এইরূপ অন্য যুক্তি ও শ্রুতিগুলিও যথাযথভাবে পরমাত্মা বিষয়েই লইতে হইবে। এই সকল শ্রুতিবাক্য অল্পশক্তি জীব বিষয়ক নহে—ইহা প্রাচীন অভিজ্ঞদিগের মত। যেমন একই আকাশ শ্বেত নীলাদি বিভিন্ন রূপে দেখায়। সেইরূপ এক পরমাত্মাও ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিকট পৃথক্ পৃথক্ মনে হয়। (বিঃ পুঃ ২।১৬।২২) ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণাদি বচন গুলিও পরমাত্মবিষয়েই জানিতে হইবে ॥৫২॥

টীকানুবাদ—এক সকল শাস্ত্রীয় উপমা পরমাত্মা জীব হৃদয়ে অবস্থান করিয়াও নির্দোষ এই অর্থে।

'এক' ইত্যাদি। 'ভূতাত্মা' অর্থাৎ ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান পরমাত্মা। অন্যান্য অর্থ স্পষ্ট। ৫৩॥

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্. অপো ভিত্বা বহুধৈকোনুগচ্ছন্ ।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো, দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেব মজোঽয়মাত্মা ॥
ইতি ॥৫৪॥

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো,
রূপং রূপং প্রতিরূপো বিভূব ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা,
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৫৫ ॥ (কঠ ২।২।১০)

টীকা

যথেতি কাঠকে। ইয়মপি পূর্ববজ্জ্ঞেয়া। কিন্তু ন সূর্যবৎ পরমাত্মা পরতন্ত্রঃ। স্বাতন্ত্র্যেণৈব তং শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ প্রতিপাদয়ন্তীতি দর্শিতমেব, দর্শয়িষ্যামশ্চ ॥৫৪॥

বায়ুরতি কাঠকে। রূপং রূপং প্রতি প্রতিরূপস্তৎসদৃশরূপো বভূবেত্যার্থঃ। তন্নিয়মনায় তথৈব পরমাত্মাপীতি জ্ঞেয়ম্ স্ফুটমন্যৎ ॥৫৫॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—যেমন এই জ্যোতি স্বরূপ এক সূর্য বিভিন্ন জলপাত্রে বহুধা দৃশ্য হয়। সেইরূপ এই অজ-পরমাত্মা লীলাময় বিভিন্ন দেহরূপ ক্ষেত্র সমূহে উপাধিদ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করেন ॥৫৪॥

মূলানুবাদ—কঠ উপনিষদে—(২।২।১০) যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন দেহের প্রতি রূপ হয়। সেই রূপ এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা বিভিন্ন জীবদেবের প্রতিরূপ ধারণ করেন এবং অবিকৃত স্বরূপে বাহিরেও থাকেন ॥৫৫॥

টীকানুবাদ -'যথা' ইত্যাদি কাঠকে ( ) এই শ্রুতিও পূর্ববৎ অর্থে জানিবেন। কিন্তু পরমাত্মা সূর্যবৎ পরাধীন নহেন। পরমাত্মার স্বাতন্ত্র্যই শ্রুতি ও স্মৃতি সকল প্রতিপাদন করিতেছেন ইহা দেখান হইয়াছে এবং দেখান হইবে বায়ু. ইত্যাদি বাক্য কঠোপনিষদে (২।২।১০) রূপং রূপং—॥৫৪॥

টীকানুবাদ—তৎ সদৃশ রূপ হইয়াছেন। ঐ বায়ুকে নিয়মিত করিবার জন্য পরমাত্মাও ঐরূপ হইয়াছেন, ইহা জানিতে হইবে। অন্যার্থ স্পষ্ট ॥৫৫॥

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র স ইতি (কঠ ১।২।২৫) ॥৫৬॥

টীকা

যস্যেতি কঠবল্ল্যাম্। উভে জাতী প্রসিদ্ধে ব্রহ্মক্ষত্রে, তদুপলক্ষিতং সর্বং জগৎ যস্যেশ্বরস্যোদনোদনোঽন্নং ভবতঃ সর্বমারকো মৃত্যুর্যস্যোপসেচনমোদন ভোজনোপযোগি ঘৃতাদি ভবতি, তং পরেশং নাবিরতো দুশ্চরিতাদিশ্রুত্যুপদিষ্টোপায়বান্ যথা বেদ ইত্থা ইত্থম অন্যস্তদুপায়শূন্যো ন বেদেতি কাক্কার্থঃ। উপসেচনং খলু স্বয়মদ্যমানং সদিতরাদনে নিমিত্তং। মৃত্যোপসেক্ত নিখিল জগদত্তৃত্বং নাম তৎসংহর্ত্তৃত্বমেব। তচ্চ পরমাত্মৈকাশ্রয়মেব সিদ্ধং, ন চানশ্নন্নিতি শ্রুত্যা তস্য প্রতিষেধঃ, স্বাভাবিকত্বাদিতি জ্ঞেয়ম ॥৫৬।

অনুবাদ

মূলানুবাদ—কঠ উপনিষদে (১।২।২৫) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাঁহার অন্ন স্থানীয় এবং মৃত্যু যাঁহার অন্ন মাখিবার ডাল স্বরূপ, কে ইহা জানে, তিনি যেখানে থাকেন ॥৫৬॥

টীকানুবাদ—যস্য' ইত্যাদি কঠবল্লীতে—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতিতে প্রসিদ্ধ উল্লেখ দ্বারা সেই উপলক্ষে সমগ্র জগৎ যে ঈশ্বরের অন্ন হইতেছে। সর্বমারক-মৃত্যু যাহার অন্নভোজনের উপযোগী ঘৃতাদি হয়। সেই পরমেশ্বরকে শ্রুতি উপদিষ্ট সাধন পরায়ণ যেমন জানেন, এইরূপ অন্যে সাধন শূন্য ব্যক্তি জানেন না ইহা আর কি বলিব। উপসেচন—যাহা নিজে ভক্ষিত হইয়া অন্য বস্তু ভোজনের সহায়ক—নিমিত্ত হয়। মৃত্যু মাখাইয়া নিখিল জগৎ ভোজন করেন, অর্থাৎ সংহার করেন ঐ সংহার কার্য একমাত্র পরমাত্মাতেই সিদ্ধ যদি বলি 'অনশ্নন্' এই শ্রুতি দ্বারা পরমাত্মার ভোজন নিষিদ্ধ আছে ঐ শ্রুতির অর্থ দেহরূপ বৃক্ষের সুখ দুঃখ রূপ কর্ম ফলভোগ পরমাত্মার নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিশ্ব সংহার পরমেশ্বরে স্বাভাবিক, জীবের কর্ম্মফল ভোগ স্বাভাবিক জানিতে হইবে ॥৫৬॥

[ছা ৮।৭।১,৩] য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ। সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ॥৫৭॥

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ। যে তদ্-বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি, অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তীতি
[বৃ ৪।৪।১৪] ॥৫৮॥

টীকা

য ইতি (ছা ৮।৭।১) দহরবিদ্যায়াং আত্ম-পরমাত্মলক্ষণ ইত্যর্থঃ। এষ ইতি উপদেশ—সময়ে তস্য প্রত্যক্ষবৎ ধ্যানে দৃশ্যমানত্বাৎ। বিজিঘৎসঃ—বিগতা জিঘৎসা বুভুক্ষা যস্য সঃ। ভক্ত-প্রীত্যা তু সর্বং স্বয়মেব প্রীত্যা গৃহ্লাতীতি জ্ঞেয়ম্। ৫৭।

ইহেতি বয়ং ইহৈব সন্তস্তং পরমাত্ম তত্ত্বং বিদ্মো জানীমঃ ত্বং চেদ্যদি

অনুবাদ

মূলানুবাদ—এই পরমাত্মা অপাপবিদ্ধ জরাহীন, মৃত্যুহীন, বিশেষ ক্ষুধা তৃষ্ণা হীন, সত্যকাম সত্যসংকল্প। তিনিই অনুসন্ধানের বিষয়, তিনি জিজ্ঞাসার বিষয় ॥৫৭॥

মূলানুবাদ—বৃহদারণ্যকে—(৪।৪।১৪)—এই পৃথিবীতে থাকিয়াই আমরা পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারি। যদি না পারি তবে অজ্ঞান এবং আমাদিগের মহান্ বিনাশ। যাঁহারা সেই পরমাত্মাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন, এবং অপর সকলে দুঃখ পায় ॥৫৮॥

টীকানুবাদ—'এষ', ইত্যাদি দহরবিদ্যাতে আত্মা ও পরমাত্মা লক্ষণে 'এষ' ইনি · এই উপদেশ কালে তাঁর ধ্যানে প্রত্যক্ষরূপে দৃশ্যমান আত্মা—যাঁহার ভোজন করিবার ইচ্ছা নাই, তিনি ভক্তের প্রীতির জন্য কিন্তু সকলই স্বয়ংই প্রীতিসহ গ্রহণ করেন ইহা জানিবেন ॥৫৭॥

টীকানুবাদ—'ইহ' ইতি আমরা ইহলোকেই থাকিয়া সেই পরমাত্ম তত্ত্ব জানিব, তুমি যদি না জানিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার মহতী ক্ষতি অর্থাৎ সংসার

টীকা

নাবেদীর্ন বিদিতবানসি তর্হি তব মহতী বিনষ্টি হানিঃ সংসারসম্বন্ধঃ স্যাৎ, কুতঃ? তত্রাহ—যে তদ্বিদুঃ তেঽমৃতা জন্মমরণাদিপ্রবাহরহিতা ভবন্তি। অত্রাপি জীবন্মুক্তাস্তে জ্ঞেয়াঃ। অথেতরে স্বাংশি-পরমাত্মানমবজ্ঞায় অন্যান্ যে ভজন্তি, তে দুঃখমেবাভিযন্তি। অবধারণ সহিত পাঠেন, ন তেষাং কদাচিৎ জন্মমরণাদিজন্য ক্লেশ নিবৃত্তির্ভবতীতি জ্ঞাপিতম্।

অথ কেচিত্তু জীবেশৌ আভাসেন করোতি, মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতীতি শ্রুতেস্তাৎপর্যাজ্ঞানেন অজ্ঞানবৃত্তি-মায়া প্রতিবিম্বং পরমাত্মনি আরোপ্য তং প্রতাড়য়ন্তি। তত্র শ্রুতিরিয়ং তর্কসময়-কল্পিতৌ জীবেশৌ আদায় সঙ্গচ্ছতে। ন তু 'নিত্যো নিত্যানাং (শ্বে ৬।১৩) ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিতৌ স্বতঃসিদ্ধৌ তাবপীতি জ্ঞেয়ম্। তর্কশাস্ত্রে খলু জীব-ঈশশ্চ আকাশবদ্ বিভুর্জড়ো জ্ঞানাধিকরণমিতি স্বীক্রিয়তে। তদিদং শ্রুতিবিরুদ্ধং ভগবন্মায়ামোহিতৈঃ তার্কিকৈঃ কল্পিতং—"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ, স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। দংদ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া, অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

অনুবাদ

দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। কারণ কি? উত্তর যাঁহারা তাঁহাকে জানে তাহারা অমর জন্মমরণাদি প্রবাহ রহিত হন। এস্থলে থাকিয়াও তাঁহারা জীবন্মুক্ত জানিবে। অনন্তর অন্যে যাহারা নিজ অংশী পরমাত্মাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যকে যাহারা ভজন করে, তাহারা দুঃখই প্রাপ্ত হয়। নিশ্চয়ার্থ এব-কার থাকায় তাঁহাদের কখনও জন্মমরণাদির জন্য ক্লেশ নিবৃত্তি হয় না ইহা জানাইলেন। অতঃপর কেহ কেহ—জীব ও ঈশ্বরকে মায়া আভাস দ্বারা সৃষ্টি করে এবং নিজেই অবিদ্যা হয়"—এই শ্রুতির তাৎপর্য না জানিয়া অজ্ঞান বৃত্তি মায়া প্রতিবিম্বকে পরমাত্মাতে আরোপ করিয়া তাঁহাকে তাড়না করে। সে স্থলে এই শ্রুতি তর্কের খাতিরে কল্পিত জীব ও ঈশ্বরকে লইয়া সঙ্গত হয়। কিন্তু 'নিত্যো নিত্যানাং' ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিত স্বতঃসিদ্ধ জীব ও ঈশ্বর পক্ষে নহে জানিবে। তর্কশাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বর আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপি, জড় ও জ্ঞানের অধিকরণ এইভাবে স্বীকৃত হয়। এই সকল মত শ্রুতিবিরুদ্ধ ভগবানের মায়া-

টীকা

(মুণ্ডক ১।২।৮) (১।২।৫) ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুত্যাদিভিস্তু নিত্যজ্ঞানাদি গুণক-মণুচৈতন্যং জীব ইতি, নিত্য জ্ঞানাদি গুণকং বিভু-চিংসুখবিগ্রহ-স্বরূপস্তু ঈশ্বর ইতি চ প্রতিপাদ্যতে। নিন্দিতং চ তন্মতং ভাগবতা সূত্রকারেণ "তর্কাপ্রতিষ্ঠা-নাদিত্যাদিনা (২।১।১১)। কিঞ্চ, অজ্ঞানকার্য্যরূপা মায়েতি তৈরপি বক্তুং ন শক্যতে—"বিদ্যা-বিদ্যে মম তনু বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে॥ (ভা ১১।১১।৩) ইতি ভগবতা তিসৃণামপ্যনাদিত্ব-মুক্তম্। "তন্যতে মোক্ষবন্ধৌ আভ্যামিতি-তনুশক্তী। আদ্যে অনাদী, বন্ধ-মোক্ষকরীতি একবচনং দ্বিবচনার্থে" ইতি টীকা খণ্ডঃ। ততশ্চ বিনির্মিতত্বং নাম তনন্তবৃত্তিকয়া মায়য়া প্রকাশমত্বং এবোচ্যতে। অতো মায়া প্রকাশিতে মায়া-বৃত্তিভূতে এব তে। তদনাদিত্বেনৈব তয়োরনাদিত্বমিত্যর্থঃ। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। (ভাঃ ২।৫।১৩) ইতি ব্রহ্মোক্তানুসারেণ তস্যা-স্তদ্দৃষ্টিপথে তিরোধানেন অবস্থানাৎ, দূরতঃ স্থিতায়াস্তৎসান্নিধ্যে ন বিশ্বসৃষ্টিং কুর্ব্বাণায়াঃ তস্যাঃ, তস্মিন্ প্রতিবিম্বত্বং দূরত এব পরাস্তম্।

অনুবাদ

দ্বারা মোহিত তার্কিকগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে। শ্রুতি প্রমাণ যথা—অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া নিজেকে নিজেই জ্ঞানী ও পণ্ডিত মনেকারিগণ মূঢ় অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় অতিশয় কুটিল গতি সহ সংসার মার্গে পরিভ্রমণ করে॥ (কঠ ১।২।৫। বেদাদি শাস্ত্রে কিন্তু নিত্য জ্ঞানাদিগুণক অণুচৈতন্য জীব স্বীকৃত হয়। আর নিত্যজ্ঞানাদি গুণক বিভুচিৎসুখ বিগ্রহ স্বরূপ ঈশ্বর—ইহা প্রতিপাদিত আছে ঐ তার্কিত মতকে ভগবান্ ব্রহ্মসূত্রকার নিন্দা করিয়াছেন—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি সূত্রে (২।১।১১) আরও—"অজ্ঞানের কার্যরূপা মায়া"—ইহা মায়াবাদিগণও বলিতে পারেন না—'হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা আমার দুইটি শক্তি জানিও, জীবগণের বন্ধ ও মোক্ষদাত্রী অনাদি মায়া শক্তির বৃত্তিরূপা আমার নির্মিতা (ভা ১১।১১।৩)॥ এইভাবে শ্রীভগবান্ তিনেরই অনাদিত্ব বলিলেন। "এই দুই দ্বারা বন্ধ ও

টীকা

কিঞ্চ, তন্মতে—স্বরূপ এবাজ্ঞানস্য সত্যতা নাস্তি। অস্তিঃ চেৎ দ্বৈতাপত্তিঃ স্যাৎ। নাপি অসত্যতা, তথা সতি প্রতীতি বৈপরীত্যং স্যাৎ, নাপি চ সদ-সত্ত্বং তাদৃশোক্তৌ প্রমাণাভাবেন বিরোধ এব স্যাৎ। যস্তু অনির্বচনীয় রূপ-শ্চতুর্থঃ তন্নিবৃত্তিরূপঃ পঞ্চমশ্চ প্রকারঃ স্থাপিতঃ শ্রূয়তে। সোঽপি সোঽপি চ কপোলকল্পিত এবোক্তরীত্যাঽজ্ঞানস্যৈব অসম্ভবাৎ, কুতঃ তস্যা অনির্বচনীয়তা, তন্নাশকরূপপঞ্চমপ্রকারতা চ স্যাৎ। তন্মতে চিন্মাত্রং অনির্বচনীয়ঞ্চ ব্রহ্ম স্থাপিতং দৃশ্যতে। অজ্ঞানমপি অনির্বচনীয়ত্বেন স্থাপ্যতে চোভয়োরনির্বচনীয়-ত্বেন বলবত্ত্বান্ন ব্রহ্মজ্ঞানতোঽজ্ঞাননিবৃত্তিঃ স্যাৎ। ততোঽনির্মোক্ষত্বং তু ব্যক্তমেব তস্মাৎ তুচ্ছমেব তদিতি ভাব্যম্॥৩৮॥

অনুবাদ

মোক্ষ বিস্তার করা হয়—এই কারণে ইহারা শক্তি, উভয়েই অনাদি এবং বন্ধ ও মোক্ষ দাত্রী।" ইহা স্বামিপাদের টীকার অংশ। অতএব বিনির্মিত অর্থাৎ অনন্ত বৃত্তি মায়া দ্বারা প্রকাশিত। অতএব মায়া প্রকাশিতা, মায়াবৃত্তি স্বরূপা বিদ্যা ও অবিদ্যা। মায়ার অনাদিত্ব হেতু বিদ্যা ও অবিদ্যা অনাদি। ব্রহ্মার বাক্যানুসারে (ভা ২।৫।১৩) শ্রীভগবানের দৃষ্টি পথে লজ্জিত হইয়া মায়া তিরোহিত থাকেন। অতএব যে মায়া দূরে থাকে, শ্রীভগবৎ সান্নিধ্যে বিশ্বসৃষ্টি করিতে পারে না, সেই মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সুদূর পরাহত। আরও অদ্বৈতমতে-স্বরূপতই অজ্ঞানের সত্যতা নাই। যদি থাকে, দ্বৈত আসিয়া পড়ে। অজ্ঞানের অসত্যতা নাই, যদি থাকে? অনুভবের অপলাপ হয়, সদসত্ত্বও নাই—ঐরূপ উক্তিতে প্রমাণের অভাবহেতু স্বমতের বিরোধই হয়। আর, অনির্বচনীয় রূপ চতুর্থ পক্ষ এবং তাহার নিবৃত্তি রূপ পঞ্চম পক্ষও স্থাপিত হইয়াছে শুনা যায়। তাহা তাহাও স্বকপোল কল্পিতই। ঐরূপে অজ্ঞানেরই অসম্ভবহেতু তাহার অনির্বচনীয়তা কোথা হইতে আসিবে। আর তার নাশক রূপ পঞ্চম পক্ষও কোথা হইতে হইবে। মায়াবাদি মতে চিন্মাত্র ও অনির্বচনীয় ব্রহ্ম স্থাপিত দৃষ্ট হয়, এবং অজ্ঞানকেও অনির্বচনীয় রূপ স্থাপন

বিজ্ঞাতারম্‌ অরে কেন বিজানীয়াৎ (বৃ ২।৪।১৪) ইতি ॥৫৭॥

টীকা

বিজ্ঞাতারম্ ইতি বৃহদারণ্যকে (২।৪।১৪)। তত্র এবং শ্রূয়তে—(২।৪।৩) যেনাহং নামৃতং স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং ? ইতি মোক্ষোপায়ং পৃষ্টো মুনিঃ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ ?" (২।৪।৫) ইত্যাদিনা পরমাত্মোপাসনং চ তদুপায়ম্ উক্তা "আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে" (বৃহঃ ৪।৫।৬) ইত্যাদিনোপাস্য লক্ষণং চ—(২।৪।৭) স যথা দুন্দুভেরিত্যাদিনোপাসনোপকরণং করণ নিয়মনং চ সামান্যাৎ উপদিশ্য—স যথার্দ্রৈধাগ্নেঃ (২।৪।১০) ইত্যাদিনা, স যথা সর্বাসামপাম্ ইত্যাদিনা চ সবিস্তরং তদুভয়ং পুনরুক্ত্বা, অথ মোক্ষোপায় প্রবৃত্তি প্রোৎসাহনীয়—(২।৪।১১) "স যথা সৈন্ধবে" ত্যাদিনা সদৈবোপাস্য সান্নিধ্যমুপপাদ্য—"এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" ইত্যনুপাসকস্য দেহোৎপত্তি বিনাশানুকারিতয়া সংসরতো দেহাত্মভ্রান্তিং প্রদর্শ্য—'ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি' ইত্যুপাক-

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।১৪) মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে—অয়ি বিজ্ঞাতাকে কিপ্রকারে জানিবে ॥৫৭॥

করেন। উভয়ের অনির্বচনীয়তা হেতু উভয়ে সমবল ; সুতরাং ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। তাহা হইলে জীবের মুক্তিও হইবেনা, ইহা স্পষ্ট। অতএব ঐমত অতি তুচ্ছ' ইহা ভাবিবেন ॥৫৮॥

টীকানুবাদ—'বিজ্ঞাতারং' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।১৪) সেস্থলে এইরূপ শুনা যায়—মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে বলিতেছেন—যে সম্পদ দ্বারা আমি অমৃতা হইতে পারিব না, ঐ বিত্ত দ্বারা আমি কি করিব—এইভাবে মোক্ষের উপায় জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনি বলিলেন—অয়ি মৈত্রেয়ি তুমি আত্ম-দর্শন চাও ? ইত্যাদি দ্বারা পরমাত্ম-উপাসনা ও তাহার উপায় বলিয়া—'আত্মনি খলু' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উপাস্য লক্ষণ, স যথা দুন্দুভেঃ ইত্যাদি বাক্যে উপাসনার উপকরণ এবং ইন্দ্রিয় সংযম সামান্য ভাবে উপদেশ করিয়া 'স যথা আর্দ্র', 'স যথা সর্বাসামপাং' ইত্যাদি দ্বারা সবিস্তরে পুনরায় বলিয়া,

টীকা

কস্য তু পরমং দেহবিয়োগং প্রাপ্য বিমুক্তস্য তদানীং স্বাভাবিক স্বজ্ঞানোদয়াদ ভূত সংঘাতৈনৈকীকৃত্য আত্মনি দেবমনুষ্যাদি ধীর্নাস্তি ইত্যভিপ্রায়—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি' ইত্যাদিনা মুক্তস্যাপি তস্য পরমাত্মাননাশ্রয়মুপদিশ্য—যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদিতি তস্য দুর্জ্ঞেয়ত্ব মাপাদ্য যস্য এতাদৃশম্ ঐশ্বর্য্যং "তং বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি" প্রক্রমোক্তাৎ তৎপ্রসাদ রূপাত্তুপাসনাদ্ বিনা তং সর্ব্বজ্ঞম্ ঈশ্বরং কেনোপায়েন জানীয়াৎ ন কেন অন্যোপায়েনেত্যর্থঃ।

অত্র কিঞ্চিৎ সুগমার্থং ব্যাখ্যায়তে—যেন বিত্তাদিনা, তত্রাত্মনি খল্বিত্যাদৌ যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ স পরমাত্মা ইত্যর্থাদ উপাস্য লক্ষণ মুক্তং ভবতি। স যথেতি সদৃষ্টান্তো যথেত্যর্থঃ। যথা বাদ্যমানস্য দুন্দুভি শব্দাদেধ্বর্নৌ নিহিতমনাঃ তং ধ্বনিং গৃহ্ণাতি নান্যমেবং শ্রীহরিনিহিতমনা হরিমেব গৃহ্ণীয়াৎ ন ততোঽন্যদিতি করণসংযমঃ—তদুপাসনোপযোগী ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ

অনন্তর মোক্ষের উপায় প্রবৃত্তি উৎসাহ দানের জন্য 'স যথা সৈন্ধব' ইত্যাদি দ্বারা সর্বদাই উপাস্যের সান্নিধ্য স্থাপন করিয়া 'এতেভ্যো ভূতেভ্য' ইত্যাদি দ্বারা উপাসনাহীন ব্যক্তির দেহোৎপত্তি বিনাশরূপ সংসার, সংসার ভ্রমণকারীর দেহে আত্মভ্রান্তি দেখাইয়া 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা' ইত্যাদি দ্বারা উপাসকের চরমদেহ বিয়োগ লাভ করিয়া বিমুক্ত ব্যক্তির তৎকালে স্বাভাবিক নিজ জ্ঞানের উদয়ে ভূত সমূহের সহিত এক করিয়া আত্মাতে দেব মনুষ্যাদি বুদ্ধি থাকে না—এই বলিয়া 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি' ইত্যাদি দ্বারা মুক্ত পুরুষের পরমাত্মার আশ্রয় উপদেশ করিয়া 'যেনেদং সর্বং' ইত্যাদি দ্বারা পরমাত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্ব উপপাদন করিয়া যাঁহার ঐরূপ ঐশ্বর্য, সেই বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে, তাঁহার প্রসাদরূপ উপাসনা ব্যতীত সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বরকে কোন্ উপায়ে জানিবে, অন্য কোন উপায় দ্বারা নহে।

এস্থলে কিঞ্চিৎ সরল করিবার জন্য ব্যাখ্যা করা হইতেছে—যেন—যে বিত্তাদির দ্বারা, তত্র—আত্মাতে, যাঁহাকে জানিলে সকল কিছু জানা যায়,

টীকা

'যথা আর্দ্রৈন্ধনাগ্নেরি'ত্যাদিনা পুনরূপাস্যলক্ষণং—'যথা আর্দ্রকাষ্ঠ যুক্তাদগ্নে-র্ধূম-বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবং যস্মাদ্ বেদাদয়ো নিঃশ্বসিতরূপাণি নিত্যশব্দাঃ প্রাদুর্ভবন্তি স পরমাত্মা' ইত্যর্থঃ। 'স যথা সর্বাসামি'ত্যাদিনা পুনঃ করণ-নিয়মনমুক্তং, যথা সর্বাসামপাং সমুদ্রো মুখ্যাশ্রয়ো, যথা চ সর্বেষাং স্পর্শাদীনাং ত্বগাদয়োগ্রাহকাঃ তথা হরিরেব সর্বেন্দ্রিয় ব্যাপারাশ্রয়স্তদ্ গ্রাহী চ বিধেয় ইতি তদর্থঃ। অবশিষ্টং স্ফুটার্থং। স্বজ্ঞানোদয়াদিতি নিজ স্বরূপ নিজজ্ঞানো-দয়াদিত্যর্থঃ। যত্র দ্বৈতমিবেত্যাদৌ পরমাত্ম সংকল্প সিদ্ধ-দিব্যদেহ-যোগো মুক্তস্যেতি জীব প্রকরণে দর্শয়িষ্যামঃ। তস্মাদ্ যে তং তথা বদন্তি, তে তু তন্মায়া-মোহিতা এব জ্ঞেয়াঃ ॥৫৯॥

অনুবাদ

তাহাই পরমাত্মা' ইহাদ্বারা উপাস্যের লক্ষণ বলা হইল। 'স যথা' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত। যেমন বাদ্যমান দুন্দুভি শঙ্খাদি ধ্বনিতে মন সংযোগকারী সেই ধ্বনিকে গ্রহণ করে, অন্য কিছুকে গ্রহণ করে না, সেইরূপ শ্রীহরিতে মন অর্পণ-কারী শ্রীহরিকেই গ্রহণ করে, তাহা ছাড়া অন্যকে নহে।

ইন্দ্রিয় সংযম—পরমাত্মার উপাসনার উপযোগী। পুনরায় উপাস্য লক্ষণ বলিতেছেন—যেমন কাঁচা কাঠে অগ্নিসংযোগে ধূম ও স্ফুলিঙ্গ সমূহ উঠিতে থাকে, সেইরূপ যাঁহা হইতে বেদাদি নিঃশ্বাসরূপে নিত্য শব্দ সমূহ প্রাদুর্ভূত হয় তিনি পরমাত্মা। 'স যথা সর্বাসাম্' ইত্যাদি দ্বারা পুনরায় ইন্দ্রিয় সংযম বলা হইল যথা জলসমূহের সমুদ্রই মুখ্য আশ্রয়, যেমন সকল স্পর্শাদির ত্বগ্ আদি ইন্দ্রিয় গ্রাহক, সেই রূপ শ্রীহরিই সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপারের আশ্রয় ও গ্রাহক-ইহাই কর্তব্য। অবশিষ্ট স্পষ্টার্থ। স্বজ্ঞানোদয়-নিজ-স্বরূপের জ্ঞানো-দয়। যত্র দ্বৈতমিব - পরমাত্মার সংকল্পসিদ্ধ দিব্যদেহ যোগ মুক্তজীবের—ইহা জীব প্রকরণে দেখান হইবে। অতএব যাহারা পরমাত্মাকে জীবাত্মা বলেন, তাঁহারা কিন্তু বিষ্ণু মায়া মোহিত—ইহাই জানিতে হইবে ॥৫৯॥

জ্ঞাতারং পুরুষং পুরাণম্ অভয়ং জীবাংশিনং নির্মলং
ব্রহ্মেশাদি সমস্তমূলমজিতং নানৈক রূপং বিভুম্।
সর্বারাধ্যমতন্দ্রিতং সুশরণং দেবাদিদেবং পরং,
কো জানাতি কথং চ কেন তমহো যস্য প্রভুত্বং মহৎ ॥৬০॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥৬১॥ কঠ ২।১।১২

টীকা

তথৈব প্রাচীন শ্লোকঃ শ্রূয়তে—

জ্ঞাতারমিতি যস্য প্রভুত্বং মহদ্গরিষ্ঠং বাগাদ্যতীতং তমহো কেন করণাদিনা কথং কেন প্রকার-বিশেষাদিনা চ, কো জানাতি, ন কোঽপ্যত্যন্বয়ঃ ॥৬০॥

অঙ্গুষ্ঠেতি কঠবল্ল্যাং আত্মনি দেহে, মধ্যে হৃদীত্যর্থঃ। ততঃ তং উপাস্য ন বিজুগুপ্সতেঽশ্লাঘ্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥৬১॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—জ্ঞাতা, পুরাণ, পুরুষ, অভয়, জীবের অংশী, নির্মল, ব্রহ্মাদি দেবের মূল, অজিত, বহুবিধরূপ, বিভু, সর্বারাধ্য, অনলস, উত্তম আশ্রয়, দেবগণের আদিদেব, সেই পরমাত্মাকে কে কিভাবে জানিতে পারে, অহো আশ্চর্য যাহার প্রভুত্ব মহান্ ॥৬০।

কঠবল্লী উপনিষদে (২।১।১২.১৩) যিনি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ দেহ-মধ্যে হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, তিনিই ১৩ ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, ঐরূপ দর্শন হইলে লোক আপনাকে রক্ষার জন্য আকুল হয় না। ইনিই সেই পরমাত্মা ॥৬১॥

টীকানুবাদ—ঐরূপই প্রাচীন শ্লোক শুনা যায়—

জ্ঞাতারং—যাহার প্রভুত্ব মহান্ গরিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়াতীত, অহো তাহাকে কোন্ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কি প্রকারে কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে, কেহই পারে না, তাঁহার কৃপা ব্যতীত ॥ ৬০ ॥

কঠবল্লী উপনিষদে (২।১।১২. ১৩) অঙ্গুষ্ঠ ইত্যাদি। আত্মাতে

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিব অধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এব অদ্য স উ শ্বঃ ॥৬২॥ (ঐ ১৩)

টীকা—

অঙ্গুষ্ঠেতি (কঠ ২।২।১৩)। অধূমক ইতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ, নির্ধূমং জ্যোতিরিবেত্যর্থঃ। নিত্যতামাহ—স এবাদ্যেতি, অদ্য বর্তমানকালে স এবাস্তি শ্বো ভবিষ্যৎকালে স এব ভবিতা. ভূতেঽপি স এবাভূৎ ইত্যস্যোপলক্ষণমেতৎ। অত্র এতদ্বৈতদিতি, তত্রৈব যন্নচিকেতাঃ পপ্রচ্ছ 'অন্যত্র ধর্মাদ্ (কঠ ১।২।১৪) ইত্যাদিনা তদ্বস্তুতদেবেতি জ্ঞাপিতম্। অত্র বিভোরপি তস্য বিভুতা অত্যাগপূর্বকমচিন্ত্য শক্ত্যা তথা অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বেন হৃদি স্ফুরণং জ্ঞেয়ং। যত্তু জীবস্যাপি তথাত্ব শ্রবণং তত্তু হৃদিস্থিতেরেব, ন তু তাবৎস্বরূপতয়া—'বালাগ্র' ইত্যাদ্যুত্তরবাক্যেন তস্যাণুত্ব নিশ্চয এব ॥৬২॥

অনুবাদ

অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ, নির্ধূম জ্যোতি স্বরূপ, ত্রিকালের নিয়ন্তা, তিনিই ইদানীং বর্তমান আছেন এবং আগামী দিনেও তিনি বর্তমান থাকিবেন। ইনিই সেই পরমাত্মা ॥৬২॥

—দেহে, মধ্যে হৃদয়ে। অনন্তর তাঁহাকে উপাসনা করিয়া নিন্দনীয় হয় না॥ ৬১ ॥

টীকানুবাদ—'অঙ্গুষ্ঠ' ইত্যাদি (১৩) অধূমক এই পুংলিঙ্গ শব্দকে ক্লীবলিঙ্গে ফিরাইয়া অধূমকং—নির্ধূম জ্যোতির ন্যায়। পরমাত্মার নিত্যতা বলিতেছেন—তিনিই অদ্য বর্তমান কালে আছেন, আগামী ভবিষ্যৎ কালে তিনিই থাকিবেন, অতীতেও তিনিই ছিলেন। এস্থলে 'এতদ্ বৈতৎ' এই বাক্যদ্বারা প্রথমে যাহা নচিকেতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—অন্যত্র ধর্মাৎ ইত্যাদি দ্বারা, সেই বস্তু ইহাই—এই বাক্যে যমরাজ জানাইলেন। এস্থলে পরমাত্মা বিভু হইয়াও বিভুত্ব ধর্ম ত্যাগ না করিয়াই অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা ঐরূপ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ রূপে হৃদয় পদ্মে উপাসকের দর্শন হয়। পরন্তু জীবস্বরূপেরও ঐরূপ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ শুনা যায়, তাহা হৃদয়ে অবস্থানমাত্র, ঐ পরিমাণ নহে। কারণ

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ইতি দিক্ ॥৬৩॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং পরমাত্মতত্ত্ব নিরূপণং নাম দ্বিতীয় প্রকরণম্ ॥২॥

—:০:—

টীকা

'ঈশ্বর' ইতি গীতায়াম্।৬৩।

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালাটীকায়াং দ্বিতীয়প্রকরণম্ ॥২॥ ×॥

—:০:—

অনুবাদ

মূলানুবাদ— হে অর্জুন! পরমেশ্বর সর্বপ্রাণিকে মায়াদ্বারা দেহ যন্ত্রে চড়াইয়া ভ্রমণ করাইতে করাইতে সর্বপ্রাণির হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

ইহা দিক্ দর্শন মাত্র পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে।

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালাতে পরমাত্ম-তত্ত্ব নিরূপণ নামক দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

—:০:—

পরবর্তী বাক্যে—বালাগ্র ইত্যাদিতে জীবের অণু পরিমাণ নিশ্চয় করা হইয়াছে ॥৬২॥

টীকানুবাদ—'ঈশ্বর' ইত্যাদি—শ্রীভগবদ্গীতাতে (১৮।৬১) ॥৬৩॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালা টীকানুবাদে দ্বিতীয় প্রকরণ ॥২॥

—:০:—

শ্রীভগবৎ তত্ত্ব-প্রকরণম্

অথ বহুধা শ্রীভগবন্তং দর্শয়ন্ত্য আহুঃ।

শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে।
মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব-কারণ-কারণে ॥১॥ ইতি। বিপু ৬।৫।৭২
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্বণী শ্রুতিঃ।
পরয়া ত্বক্ষর-প্রাপ্তি ঋগ্‌বেদাদিময়াঽপরা ॥২॥

টীকা

অথেতি। অথানন্তর্য্যে মাঙ্গল্যে বা। 'শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চাহুঃ' ইতি পূর্বত্র চাপি জ্ঞেয়ম্। শুদ্ধ ইতি বৈষ্ণবে। অত্র প্রাকৃত তত্ত্বং নিষেধেন পরমব্রহ্ম-স্বরূপে শ্রীমদ্‌ভগবৎ তত্ত্ব এব তাৎপর্যাং, তচ্চাগ্রে দর্শয়িষ্যামঃ ॥১॥

তৃতীয়ং রত্নম্

শ্রীশ্রীভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণম্

মূলানুবাদ—অনন্তর বহু প্রকারে শ্রীভগবৎ তত্ত্ব প্রদর্শন করাইবার জন্য শ্রুতি ও স্মৃতিগণ বলিতেছেন—বিষ্ণুপুরাণে (৬.৫.৭২)—

হে মৈত্রেয়! বিশুদ্ধ ও সর্বকারণের কারণ মহাবিভূতিশালী সেই পরম ব্রহ্মেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥১।

আথর্বণী শ্রুতি মুণ্ডক উপনিষদ (১।১।৪) বলিতেছেন—দুইটি বিদ্যা জ্ঞাতব্য, একটি পরাবিদ্যা ও অন্যটি অপরা বিদ্যা, পরাবিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্তি, ঋক্‌বেদাদিময়ী বিদ্যা অপরা ॥২॥

টীকানুবাদ—'অথ' শব্দ অনন্তর অর্থে বা মঙ্গলার্থে। 'আহু' অর্থাৎ 'শ্রুতি সমূহ ও স্মৃতিসমূহ বর্ণন করিতেছেন' এইরূপ পূর্বে ও পরে জানিবেন। 'শুদ্ধে' ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৭২) এস্থলে প্রাকৃত গুণসমূহ নিষেধ পূর্বক পরম ব্রহ্মস্বরূপে শ্রীমদ্‌ভগবৎ তত্ত্বেই শাস্ত্রের তাৎপর্য, তাহা অগ্রে দেখান হইবে ॥১॥

যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্।
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্ ॥৩॥
বিভুং সর্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্।
ব্যাপ্যব্যাপ্যং যতঃ সর্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥৪॥
তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্‌ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্।
শ্রুতি বাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫॥
তদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দঃ তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ ॥৬॥

টীকা

তত্র দ্বে ইতি তত্রৈব। ব্যাপি স্বেতরেষাং, অব্যাপং স্বেতরৈঃ। ভগবৎ-ষড়্‌ভগবিশিষ্টং বাচ্যং ভগবচ্ছব্দেন, ন তু তেন লক্ষ্যং। পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি চৈতন্যং ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিতি বৎ। সতত্ত্বং যাথাত্ম্যং তজ্‌জ্ঞানং পরাবিদ্যেত্যর্থঃ।

অনুবাদ

মূলানুবাদ—যিনি অব্যক্ত, অক্ষর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দেশ্য, অরূপ, হস্তপদাদি সংযোগ সম্বন্ধে নহে, নিত্যসম্বন্ধ, বিভু সর্বগত নিত্য ভূত সমূহের উৎপত্তির বীজ, অথচ অকারণ। অন্য সকলের ব্যাপি, নিজ ভিন্ন সকলের দ্বারা অব্যাপ্য, যাহা হইতে সর্বজগৎ উৎপন্ন, তাঁহাকেই সূরিগণ দর্শন করিয়া থাকেন ॥৩॥ ৪ ॥

তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধাম, মোক্ষ লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ কর্তৃক তিনিই ধ্যেয়। বেদ প্রতিপাদ্য সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ ॥৫॥

তাহাই পরমাত্মার স্বরূপ ভগবৎ শব্দের বাচ্য, বাচক ভগবৎ শব্দ, সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মার বাচক ॥৬॥

টীকানুবাদ - বিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৬৮-৭০) 'দ্বে' ইত্যাদি। ব্যাপি—নিজ ভিন্ন সকলকে ব্যাপিয়া আছেন, অব্যাপ্যং - নিজ ভিন্ন অন্য সমূহের দ্বারা অব্যাপ্য। ভগবৎ-শব্দ যিনি ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য বিশিষ্ট, ভগবৎ শব্দের দ্বারা তিনিই বাচ্য প্রতিপাদ্য, ভগবৎ-শব্দের দ্বারা লক্ষ্য নহে। (৬) পরমাত্মার স্বরূপ—যিনি

এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ ।
জ্ঞায়তে যেন তজ্ জ্ঞানং পরমন্যত্রয়ীময়ম্ ॥৭॥ ইতি । (বিপু ৬।৫ ৬৫-৭০)

তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ ।
যত্তৎ শান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং পরায়ণঞ্চেতি (প্রশ্ন ৫।৭) ॥৮॥
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিবী বিধৃতে তিষ্ঠতঃ ।
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ।
(বৃঃ ৩।৮।৯) ইতি ॥৯॥

টীকা

অথ আথর্বণ শ্রুতিঃ (১।১।৪) মুণ্ডকমিতি জ্ঞেয়ম্ । ঋগ বেদাদিময়ীতি বক্তব্যে ঋগ্ বেদাদিময়েত্যার্ষম্ ॥ ২-৭ ॥

তমিতি প্রশ্নোপনিষদি । আয়তনেন ধ্যানায়তনেন ধ্যাতেনেত্যর্থঃ । স্ফুটমন্যৎ ॥৮॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—এইরূপ কথিত অর্থের তত্ত্বের সহিত তাহার যথার্থজ্ঞান যাহা দ্বারা জানা যায় সেই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তাহাই পরাবিদ্যা। অন্য অপরা বিদ্যা ঋগ্ বেদাদি অক্ষরময়ী ॥ ৭ ॥

ঋক্ সমূহের দ্বারা প্রাপ্য মনুষ্যলোক, যজু সমূহের দ্বারা প্রাপ্য চন্দ্রলোক এবং সাম সমূহ দ্বারা প্রাপ্য ব্রহ্মলোক, উপাসক একমাত্র ওঁঙ্কার অবলম্বনেই ঐলোক সমূহ প্রাপ্ত হয় এবং যাহা শান্ত, অজর, অমৃত অভয়, সর্বোত্তম ও পরমাশ্রয় তাহাও এই ওঁঙ্কার অবলম্বনেই প্রাপ্ত হন, (প্রশ্ন উঃ ৫।৭) ॥৮॥

ভগবৎ পদের বাচ্য। যেমন চৈতন্য ব্রহ্মের স্বরূপ। 'স-তত্ত্বং' যথার্থ স্বরূপ, তদ্জ্ঞানং অর্থাৎ পরাবিদ্যা, এস্থলে আথর্বণী-শ্রুতি মুণ্ডক উপনিষদ্। ঋগ্-বেদাদিময়ী। অপরা বিদ্যা ॥২-৭॥

টীকানুবাদ—'তম' ইত্যাদি প্রশ্নোপনিষদে—(৫।৭) এস্থলে আয়তন শব্দে ধ্যানের আয়তন, অর্থাৎ ধ্যানের বিষয় হইয়া ॥৮॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা, অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥১০॥

টীকা

এতস্যেতি বৃহদারণ্যকে। দ্যাবা পৃথিব্যৌ ইতি বক্তব্যে দ্যাবা-পৃথিবীতি ছান্দসং। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্য ইতি কঠবল্ল্যাং। অর্থাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাস্তদাকর্ষকত্বেন প্রধানভূতা ইত্যর্থঃ। অতএব ইন্দ্রিয়াণি গ্রহাঃ, শব্দাদয়স্তু অতিগ্রহাশ্চ শ্রূয়তে। গৃহ্ণাতি বিষয়াসক্তং পশুমিতি পূর্বেষাং গ্রহত্বং, তদাকর্ষকত্বাৎ উত্তরেষামতি-গ্রহত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। ইন্দ্রিয়ার্থ-ব্যবহার-মনোমূলত্বাৎ অর্থেভ্যঃ মনঃ প্রধানং নিশ্চিত্য বিষয়ান্ ভুংক্তে ইতি, সংশয়াত্মকাৎ মনসোনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা, ভোগোপকরণাৎ বুদ্ধের্ভোক্তা আত্মা পরঃ। কীদৃশো মহান্ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃ-করণানাং স্বামীত্যর্থঃ মহত আত্মনো জীবাৎ অব্যক্তং সূক্ষ্মং লিঙ্গশরীরং,

অনুবাদ

বৃহদারণ্যক (৩।৮।৯) হে গার্গি এই অক্ষরের প্রশাসনে দ্যাবা পৃথিবী বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, হে গার্গি এই অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্রমা বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। ৯।

মূলানুবাদ—কঠউপনিষদে (১।৩।১০, ১১) ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে অর্থসমূহ – শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সমূহ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ, এবং ঐ অর্থ (বিষয়) সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মন হইতেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা অর্থাৎ

টীকানুবাদ—'এতস্য' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে (৩।৮।৯)—দ্যাবা পৃথিব্যৌ স্বর্গও পৃথিবী ॥৯॥

'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ' ইত্যাদিকঠবল্লীতে। এস্থলে অর্থাঃ—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় পাঁচটি ইন্দ্রিয় সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ—বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে, সুতরাং তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। এই হেতু ইন্দ্রিয়গণ গ্রহ, শব্দাদি বিষয় সমূহ 'অতিগ্রহ' ইহা শ্রুতিতে বিষয়াসক্ত পশুকে গ্রহণ করে, এজন্য ইন্দ্রিয়গুলি গ্রহ এবং ঐ ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ স কাষ্ঠা স পরাগতিঃ ॥ ইতি (কঠ ১৷৩৷ ১০-১১) ॥১১॥

টীকা

তেনৈব জীবস্য নানাযোনিষু সমাকর্ষণাৎ। তস্মাৎ প্রধানমিত্যর্থঃ। তস্মাদ-ব্যক্তাৎ সূক্ষ্মাৎ লিঙ্গশরীরাৎ পুরুষঃ পরমাত্মা পরঃ। দেহেন্দ্রিয়াদি সর্বনিয়ন্তৃত্বাৎ তৎ তৎ সর্ব-প্রবর্তকত্বাচ্চ, তস্মাদপি প্রধানমিত্যর্থঃ। স কাষ্ঠা স পরাগতিরিত্যত্র তত্ত্ব ত্রয়াভেদত্বাৎ একত্বেন শ্রীভগবত্যেব তাৎপর্যমিতি জ্ঞেয়ম্। যে তু জীব-পরত্বেন ব্যাখ্যাং কুর্বন্তি, তে তু অনীশ্বরবাদিনো ন কেনাপি শিক্ষিতাঃ পাপা এব জ্ঞেয়াঃ ॥১১॥

অনুবাদ

সমষ্টি জীব হিরণ্য-গর্ভ শ্রেষ্ঠ। (১০) মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। পুরুষই সকলের পরাকাষ্ঠা, তিনিই পরম গতি ॥ ১১ ॥

করে বিষয়গুলি, এজন্য ইহারা অতি-গ্রহ' ইহা জানিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের ব্যবহার মনোমূলক হেতু, অর্থসমূহ হইতে মন প্রধান, মন বিষয়গুলিকে উত্তম বোধ নিশ্চয় করিয়া ভোগ করে। সংশয়াত্মক মন হইতে নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, ভোগের উপকরণ বুদ্ধি হইতে ভোক্তা 'আত্মা' শ্রেষ্ঠ। কীরূপ, মহান্ - দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের স্বামী, মহৎ অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে অব্যক্ত সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীর, লিঙ্গ শরীর দ্বারাই জীবের নানা যোনিতে আকর্ষণ হেতু প্রধান। সেই অব্যক্ত সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীর হইতে পুরুষ 'পরমাত্মা' শ্রেষ্ঠ, দেহ ইন্দ্রিয়াদি সকলের নিয়ন্তা ও সকলের প্রবর্তক হেতু শ্রেষ্ঠ। তিনি সীমা, তিনি পরাগতি। এস্থলে তত্ত্বত্রয় 'ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্'—এই তত্ত্বত্রয়ের অভেদহেতু এক শ্রীভগবৎ স্বরূপেই তাৎপর্য জানিতে হইবে।

কিন্তু যাহারা এই পুরুষকে জীব পর ব্যাখ্যা করেন, তাহারা নিরীশ্বরবাদি, কোথা হইতেও শিক্ষা লাভ করে নাই, পাপী বলিয়া জানিবেন ॥১১॥

—:০:—

অথ সর্বাদি কারণত্বম্ ॥

একঃ স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো, যোনিস্বভাবান্ অধিতিষ্ঠত্যেকঃ।
যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ, পাচ্যাংশ্চ সর্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ ॥১২॥

টীকা

অথেতি। সর্বাদি-কারণত্বং ভগবত্যোবাস্তুরিতি যোজ্যম্। এক ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। যোনীনাং প্রধান-মহদাদীনাং কারণতত্ত্বানাং স্বভাবান্ স্বরূপাণি অধিতিষ্ঠতি স্ববশে সংস্থাপয়তি। যচ্চেতি—যো দেবঃ স্বভাবং তেষাং প্রধানাদীনাং স্বরূপাণি পচতি – মহদাদি কার্যাবির্ভাবকতাভিমুখ্যং নয়তীত্যর্থঃ। পাচ্যাংস্তদাভিমুখ্যযোগ্যান্ সর্বান্ প্রধানাদীন্ অর্থান্ যো দেবঃ পরিণাময়েৎ মহদাদ্যবস্থাং নয়েদিত্যর্থঃ ॥১২॥

অনুবাদ

অনন্তর শ্রীভগবানের সর্বাদি কারণত্ব—

মূলানুবাদ—সেই অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ লীলাময় ভগবান্ সর্বোত্তম বরণীয় (পরমাত্মা) কারণশক্তি যুক্ত প্রধান ও মহদাদি পদার্থ সমূহকে একাই পরিচালিত করেন এবং যিনি প্রধানাদির স্বভাবকে মহদাদি কার্য রূপে উদ্বুদ্ধ করেন ও পরিণাম প্রাপ্ত করান ॥১২॥

টীকানুবাদ—'অথ' ইত্যাদি, সর্বাদিকারণতা শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র সমূহ ভগবানেই বলিতেছেন—'এক' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫।৪,৫)—যোনি অর্থাৎ প্রধান ও মহদাদি কারণ তত্ত্ব সমূহের স্বভাবসমূহকে নিজবশে সংস্থাপন করেন এবং যিনি সেই প্রধানাদির স্বরূপ সমূহকে পাকদ্বারা পরিণাম ঘটান। ঐ সকল হইতে কার্য আবির্ভাবে উন্মুখ করিয়া তুলেন। পাক যোগ্য প্রধানাদি সকল পদার্থকে যিনি পরিণাম ঘটাইয়া মহদাদি কার্যরূপ দান করেন ॥১২॥

একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা, নেশানো, নাপো, নাগ্নী-ষোমৌ, নেমে দ্যাবা-পৃথিবী, ন নক্ষত্রাণি, ন সূর্য্যঃ। স একাকী ন রমতে, তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য যজ্ঞ-স্তোমমুচ্যতে—ইত্যাদ্যুপক্রম্য প্রধানাদি সৃষ্টিমভিধায়

টীকা

"একো" ইতি মহোপনিষদি, স্তোমং স্তুত্যর্থ ঋক্ সমুদায়ং, সামাধার-ভূতানামৃচাং সমুদায়:' ইত্যর্থঃ। অত্র নারায়ণাদীনি নামানি তৎস্বরূপভূতা-ন্যেব জ্ঞেয়ানি। প্রাকৃতানামেব নিষেধাৎ। 'এতাস্ত্রিস্রো দেবতা' ইত্যাদিভিঃ জীবানামেব তাদৃশ নামাদিনির্মিতত্বং শ্রবণাৎ। শ্রুতাবস্যাম্ আত্ম-শব্দেন পর-মাত্মনো জীবাখ্য শক্তিরূপোঽংশ উচ্যতে। অনেনেতি পৃথক্ত্বনির্দ্দেশাৎ তদ্রূপেণ চ প্রবেশো নাম দেবতা শব্দ বাচ্যতে। তেজো বারিমৃৎলক্ষণোপাধ্য-ভিনিবেশঃ। স চ তস্য জীবস্য তত্রাহংতাধ্যাসাদেব ভবতি। ততোঽন্ত-র্যামিরূপেণ স্বয়ং তত্র স্থিতস্যাপি তদধ্যাসাভাবাদুপাধিকৃত নামরূপরাহিত্যং

অনুবাদ

মূলানুবাদ – মহোপনিষদে—(১) সৃষ্টির প্রাক্কালে একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ঈশান ছিলেন না, জল, অগ্নি, চন্দ্র ছিলেন না, স্বর্গ পৃথিবী নক্ষত্র সমূহ সূর্য ইহারা কেহই ছিলেন না। তিনি একাকী আনন্দিত ছিলেন না, তাহার ধ্যান মধ্যে যজ্ঞস্তোম বলিতেছে"—ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া প্রধানাদি

টীকানুবাদ—'এক' ইতি মহোপনিষদে (১) স্তোম—শব্দের অর্থ স্তুতির জন্য ঋক্ মন্ত্রসমুদায়, সামের আধার স্বরূপ ঋক্ মন্ত্র সমুদায়। এস্থলে নারায়ণাদি নামসমূহ ব্রহ্মের স্বরূপভূতই জানিতে হইবে। প্রাকৃত নাম রূপ গুণাদি তাঁহাতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহারা তিন জন দেবতা ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জীবগণেরই প্রাকৃত নামাদি নির্মিত হইয়াছে শুনা যায়। এই শ্রুতিতে আত্ম-শব্দে পরমাত্মার জীবনামক শক্তিরূপ অংশকে বলা হইয়াছে। 'অনেন'-এই পদ দ্বারা জীবকে পৃথক্ নির্দেশ হেতু পরমাত্মরূপেও দেহে প্রবেশ, দেবতা-শব্দ বলিয়া দিতেছে। তেজ জল মাটি রূপ উপাধিতে অভিনিবেশ। ঐ অভিনিবেশও জীবের ঐ স্থানে অংশতা অধ্যাস হেতুই হয়। অনন্তর

অথ পুনরেব—নারায়ণঃ সোঽন্যৎকামো মনসা ধ্যায়ত্তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষো জায়তে, বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যমিতি ॥১৩॥

একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ। স মুনির্ভূত্বা সম-চিন্তয়ৎ। তত এতে ব্যজায়ন্ত, বিশ্বে হিরণ্যগর্ভাগ্নি-যম-বরুণরুদ্রেন্দ্রা ইতি ॥১৪॥

টীকা

তস্যং যুজ্যতে। অতএব কুত্র কুত্র চানামরূপিত্বাদিকং চ শ্রূয়তে, তদপি প্রাকৃত নিষেধপরত্বাদ্যুক্তমেব। অনেন স্বরূপভূতাহংকারোঽপি ব্যক্তোঽস্তি। সর্বথা তদ্রাহিত্যে সতি ব্যাকরবাণীতি প্রয়োগস্যানর্হত্বাৎ। স্ফুটমন্যৎ ॥১৩॥

এক-ইতি মহোপনিষদাদৌ স্পষ্টার্থা ॥১৪॥

অনুবাদ

সৃষ্টি কথা বলিয়া—'অনন্তর পুনরায়—সেই নারায়ণ অন্য কামনা করিয়া মন-দ্বারা ধ্যান করিলে তাঁহার ধ্যানমধ্যে ললাট দেশ হইতে ত্রিনয়ন শূলহস্ত পুরুষ জন্মিলেন। তিনি শ্রী সত্য ব্রহ্মচর্য তপঃ ও বৈরাগ্য ধারণ করিলেন ॥১৩॥ পুনরায়—

একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না। তিনি মুনি হইয়া সম্যক চিন্তা করিলেন। তাহা হইতে এই সকল জন্মিল—বিশ্বে হিরণ্যগর্ভ অগ্নি যম বরুণ রুদ্র ইন্দ্র ইত্যাদি ॥১৪॥

অন্তর্যামিরূপে স্বয়ং জীবদেহে থাকিলেও এস্থলে অধ্যাস থাকায় উপাধি জন্য নামরূপ পরমাত্মার নাই—ইহাই যুক্তি যুক্ত, অতএব কোথাও কোথাও অনাম অরূপ ইত্যাদিও শুনা যায়; তাহাও 'প্রাকৃত নামরূপ নাই' এই অর্থেই সঙ্গতই। ইহাদ্বারা স্বরূপভূত অহংকার ঈশ্বরে ও জীবে পরিস্ফুট আছে সর্ব্বপ্রকারে অহংকার না থাকিলে শ্রুতিতে বিবিধরূপে সৃষ্টি করিব এইরূপ প্রয়োগ অসঙ্গত হয়। অন্য সকল অর্থ স্পষ্ট ॥১৩॥

'এক' এই মহোপনিষদ্ বাক্য সরলার্থ ॥১৪॥

অন্তঃ শরীরে নিহতো গুহায়ামজ একো নিত্যো যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাত্মা শরীরং যস্যাব্যক্তং শরীরং যস্যাক্ষরং শরীমেয সর্বভূতান্তরাত্মাঽপহত পাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ ইতি ॥১৫॥
(সুবালোপনিষদি ৭)

অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ স্বজেয়েতি। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে, নারায়ণাদ্ ইন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদ্ একাদশরুদ্রা জায়ন্তে, নারায়ণাৎ দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্ত ইতি (১) ॥১৬॥

টীকা

অন্তরিতি সুবালোপনিষদি (৭)। গুহায়াং হৃৎপুণ্ডরীকে, অত্রাপহতপাপ্মত্বাদিনা পরমমঙ্গলতয়া নারায়ণ এবাভিহিতঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥১৫॥

অথেতি নারায়ণোপনিষদি। অনয়া ব্যক্তমেব নারায়ণ-শব্দিতাৎ দেবকীপুত্রাৎ বিষ্ণোর্ব্রহ্মরুদ্রাদি সৃষ্টিঃ শ্রূযতে। ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্র ইতি তত্রৈবোক্তেঃ ॥১৬॥

অনুবাদ

সুবালোপনিষদে (৭) শরীর মধ্যে হৃদয় গুহায় অজ এক নিত্য আছেন যাঁহার পৃথিবী শরীর যাহার আত্মা শরীর, যাহার অব্যক্ত শরীর, যাঁহার অক্ষর শরীর, ইনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা অপাপবিদ্ধ দিব্য দেব এক নারায়ণ ইতি ॥১৫॥

মূলানুবাদ—নারায়ণ উপনিষদে (১) অথ পুরুষ নারায়ণ কামনা করিলেন

'অন্তঃ' এই সুবালোপনিষদে – (৭)— গুহাতে অর্থাৎ হৃদয় পদ্মে এস্থলে 'অপাপবিদ্ধ ত্বাদি পদ দ্বারা পরমমঙ্গল রূপে নারায়ণই কথিত হইয়াছেন॥ অন্য সরলার্থ ॥১৫॥

টীকানুবাদ—অথ ইত্যাদি নারায়ণ উপনিষদে (১)। এই শ্রুতিদ্বারা স্পষ্টভাবে নারায়ন শব্দের প্রতিপাদ্য দেবকী পুত্র হইতে গুণাবতার ত্রয় বিষ্ণু

অথ নিত্যো নিষ্কলঙ্কো নিরাখ্যাতো নির্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ। য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতীতি (২) ॥১৭॥

টীকা

অথেতি তত্রৈব। অত্র পরমমঙ্গল স্বরূপঃ শ্রীনারায়ণ এব তদুপাসনয়ৈব মুক্তির্ভবতি। নান্যথেতি। স বিষ্ণুরেব ভবতীত্যাদিনোক্তং। অত্র এব-কারঃ সাদৃশ্যে বিষ্ণু সদৃশ ইত্যর্থঃ। কচিদ্ দ্বিরুক্ত পাঠঃ শ্রূয়তে। নিষ্কলঙ্কো নিরাখ্যাতঃ সর্ববেদবাচ্যঃ নির্বিকল্পো দ্বৈরূপাশূন্যঃ, নিরঞ্জনঃ প্রকৃতি লেপরহিতঃ, অতএব শুদ্ধঃ ঈদৃশো দ্বিতীয়ঃ কোঽপি নাস্তি অদ্বিতীয়স্তস্মাদ অয়মেব সেবণীয় ইতি ভাবঃ ॥১৭॥

অনুবাদ

প্রজা সৃজন করিব। নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মিলেন, নারায়ণ হইতে রুদ্র জন্মিলেন, নারায়ণ হইতে প্রজাপতি, ইন্দ্র, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্রগণ এবং দ্বাদশ আদিত্য জন্মিলেন ॥১৬॥

অথ নিত্য নিষ্কলঙ্ক, নিরাখ্যাত নির্বিকল্প নিরঞ্জন শুদ্ধ দেব এক নারায়ণ, দ্বিতীয় আর কেহই নাই। যিনি এইরূপ জানে, তিনি বিষ্ণুপার্ষদই হন ॥১৭॥

ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি সৃষ্টি শুনা যায়। ব্রহ্মণ্য দেবকী পুত্র ইত্যাদি মন্ত্র ঐস্থানে বর্ণিত আছে ॥১৬॥

'অথ' ইত্যাদিও ঐ উপনিষদে (২) এস্থলে পরম-মঙ্গল স্বরূপ শ্রীনারায়ণই শিবাদি নামে উক্ত। শ্রীনারায়ণের উপাসনা দ্বারাই মুক্তি হয় - মুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দনাৎ। অন্যের উপাসনার দ্বারা নহে। সেই বিষ্ণুই ঐ ঐরূপ ধারণ করিয়াছেন + ইহাদ্বারা বলা হইল। বিষ্ণুই হয় অর্থাৎ বিষ্ণুসদৃশ হয় (এব-সাদৃশ্য কোন কোন গ্রন্থে দ্বিরুক্তি পাঠ শ্রুত হয়। নিষ্কলঙ্ক নিরাখ্যাত, সর্ববেদ বাচ্য, নির্বিকল্প দ্বিরূপ হীন। নিরঞ্জন প্রকৃতি লেপ রহিত, অতএব শুদ্ধ, ঈদৃশ দ্বিতীয় কেহই নাই – অদ্বিতীয়, সুতরাং ইনিই সেবণীয় ॥১৭।

সহস্রশিরষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশংভবম্।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদম্ (প্রভুম্) ॥১৮॥
(না উঃ ১৩।১)

বিশ্বতঃ পরমং নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্।
বিশ্বং পুরুষ এবেদং তদ্‌বিশ্বমুপজীবতি ॥১৯॥

টীকা

তৈত্তিরীয়কে তদ্‌গত বৃহন্নারায়ণোপনিষদি (১৩।১)। শিব-শব্দো নারায়ণ শব্দ সামানাধিকরণ্যেন পঠ্যত ইত্যাহ সহস্রশিরসমিতি। বিশ্বমক্ষ্ণোতি ব্যাপ্নোতীতি বিশ্বাক্ষং. বিশ্বস্য শং কল্যাণং ভাবয়তি উৎপাদয়তীতি বিশ্বশংভবং, স্বশক্ত্যা বিশ্বং জগদাকারম্। এবমগ্রেঽপি পুনঃ পুনরুক্তির্দৃঢ়তার্থা। পুরুষ এবেদং বিশ্বমিত্যন্বয়ঃ। বিশ্বকর্ত্তৃ তৎপুরুষরূপং বস্তূপজীবতি সমাশ্রয়তি। যতো বিশ্বস্য পতিং পালকং, আত্মনাং ব্রহ্মাদিজীবানামীশ্বরং নিয়ামকং শিবং সুখাত্মকং, জ্ঞেয়েষু তত্ত্বেষু মধ্যে মহানিতি মহাজ্ঞেয়ঃ, তং

অনুবাদ

তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুর্বেদীয় বৃহন্নারায়ণোপনিষদে—সহস্রশীর্ষা দেব বিশ্বাক্ষ, বিশ্বসম্ভব. বিশ্ব নারায়ণ দেব অক্ষর পরম পদ ॥১৮

বিশ্ব হইতে পরম নিত্য, বিশ্ব নারায়ণ হরি। এই বিশ্ব পুরুষ-রূপেই ছিল। তিনিই বিশ্বকে পালন করেন ॥১৯॥

কৃষ্ণয়জুর্বেদীয় বৃহন্নারায়ণোপনিষদে (১৩।) 'শিব' শব্দ ও 'নারায়ণ'-শব্দ সমান বিভক্তি যুক্তভাবে পঠিত হইতেছে—'সহস্র শিরসং' ইত্যাদি। যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন তিনি বিশ্বাক্ষ, যিনি বিশ্বের কল্যাণ উৎপাদন তিনি বিশ্বসম্ভব,—নিজশক্তিদ্বারা বিশ্বকে জগৎ আকারে পরিণত করেন। এইরূপ অগ্রেও পুনঃ পুনঃ উক্তি দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য। পুরুষই এই বিশ্ব। বিশ্বকর্তা সেই পুরুষরূপ বস্তুকে সমাশ্রয় করেন। যেহেতু বিশ্বের পতিপালক, আত্মা—ব্রহ্মাদি জীবগণের ঈশ্বর নিয়ামক। শিব—সুখস্বরূপ। জ্ঞেয়তত্ত্বগণ মধ্যে মহান্ মহাজ্ঞেয়। সেই মুমুক্ষু ধ্যেয়। ধ্যাতা তাঁর উপাসকগণ

পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতং।
নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥২০॥
নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরম।
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণঃ পরো ধ্যাতা ধ্যানং নারায়ণং পরম্ ॥২১॥

টীকা

মুমুক্ষুধ্যেয়মিত্যর্থঃ। ধ্যাতা তদুপাসকগণো, ধ্যানং তদুভয়ং নারায়ণ এব অয়ম অভেদ ব্যপদেশো ব্যাপ্যং ব্যাপকাদনতিরিক্তমিতি ভাবেনৈব। নতু স্বরূপং ইত্যেতৎ স্ফুটয়তি যচ্চেতি। যৎ কিঞ্চিৎ দৃশ্যতে রাজাদি, শ্রূয়তে চেন্দ্রাদি তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতোঽস্তীতি, ব্যাপকাদ্বৈত ভাবনয়া ধ্যাতৃ-ধ্যানয়ো ধ্যেয়াদ ভেদ ইত্যর্থঃ। ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তয়োঃ শব্দয়োরেকস্মিন অর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্। অত্র বর্তমানে ক্ত-প্রত্যয় ইতি জ্ঞেয়ম।

রুজং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দনঃ। ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥ পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসার-সাগরাৎ। তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পীনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥ শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্বসংরোধনাৎ হরঃ।

অনুবাদ

বিশ্বপতি আত্মা সর্বব্যাপি, ঈশ্বর, নিত্য শিব অচ্যুত নারায়ণ, মহাজ্ঞেয়, বিশ্বাত্মা পরমাশ্রয় ॥২০॥

নারায়ণ পরমজ্যোতি নারায়ণ—পরমাত্মা, নারায়ণ পরব্রহ্ম, নারায়ণ পরতত্ত্ব, নারায়ণ পরম ধ্যাতা, নারায়ণ পরম ধ্যান ॥২১॥

এবং ধ্যান সেই উভয় নারায়ণই। এই অভেদ উপদেশ 'ব্যাপ্য ব্যাপক হইতে অতিরিক্ত নহে' এইভাবেই। 'স্বরূপে অভেদ নয়' ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—যৎ কিঞ্চিৎ দৃশ্য হইতেছে—রাজাদি, শুনা যাইতেছে—ইন্দ্রাদি, সেই সকলকে ব্যাপিয়া নারায়ণ আছেন। ব্যাপকরূপে অদ্বৈত ভাবনাদ্বারা ধ্যাতৃ ও ধ্যান উভয়ের ধ্যেয় বস্তু নারায়ণ হইতে অভেদ। সামানাধিকরণ্যের অর্থ—ভিন্ন কার্যের জন্য প্রবৃত্তি দুইটি শব্দকে একই অর্থে স্থাপন। অতএব বর্তমান কালে 'ক্ত' প্রত্যয়।

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥২২॥ ইতি।

অন্ত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি,
নিরুদ্ধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য।
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং,
বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্ ॥২৩॥

টীকা

কৃত্ত্যাত্মকমিদং বিশ্বং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্। কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ। বৃহণাদ্ ব্রহ্ম নামাসৌ ঐশ্বর্য্যাৎ ইন্দ্র উচ্যতে। এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ। বেদেষু সপুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তম ইতি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণাৎ। এবং বিধানি অন্যানি বহূনি তত্র তত্র চ সন্তি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ

এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায় ও শুনা যায়, ঐ সকলকে অন্তরে ও বাহিরে নারায়ণ ব্যাপিয়া আছেন॥ ১৮-২২ ॥

মূলানুবাদ—কৈবল্য উপনিষদে (১।৫-৯) প্রশংসনীয় আশ্রমে বা চরম আশ্রমে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্বিষয়দেশে গমন হইতে নিরোধ করিয়া

টীকানুবাদ—যেহেতু রোগকে দমন করেন, সেই হেতু জনার্দনের একনাম 'রুদ্র' ঐশ্বর্য প্রকাশ হেতু 'ঈশান'। মহত্ত্বহেতু মহাদেব, সংসার সাগর হইতে মুক্ত যে সকল মনুষ্য দিব্য 'নাক' অর্থাৎ স্বর্গকে ভোগ করেন, তাহার আধার বিষ্ণু, সুতরাং 'পিনাকী', সুখস্বরূপহেতু 'শিব', সকলকে নিজের মধ্যে অবরোধ করেন, অতএব 'হর', বস্ত্রের ন্যায় এই বিশ্বকে প্রবর্তিত করিয়া পরিধান করেন সেহেতু 'কৃত্তিবাস', নিজ শরীর হইতে বিশ্বকে পৃথক করেন এই হেতু বিরিঞ্চি। নিজ শক্তি দ্বারা অন্যকে বড় করেন—ব্রহ্ম, ঐশ্বর্য প্রকাশ দ্বারা ইন্দ্র। এই প্রকার নানাবিধ শব্দ দ্বারা কার্যভেদে এক ত্রিবিক্রম বিষ্ণুই বেদে ও পুরাণ সমূহে শ্রীপুরুষোত্তম নানা নামে গীত হন। ইহা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইল। এইরূপ বহু নাম সেই সেই বেদে ও পুরাণে দৃষ্ট হয়॥ ১৮-২২ ॥

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং,
শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিং।
তমাদি মধ্যান্ত বিহীন মেকং,
বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্ ॥২৪॥
উমা সহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং,
সমস্ত-সাক্ষী তমসঃ পরস্তাৎ ॥২৫॥

টীকা

অন্ত্যীতি—কৈবল্যোপনিষদি (১।৫-৯)। অন্তি—শব্দঃ প্রশংসায়াম্ ইতি বিশ্বঃ। হৃৎ পুণ্ডরীকং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য—বিষয় স্পৃহামলাপকরণেন নির্মলং বিধায়েত্যর্থঃ। তন্মধ্যে শিবং সুখাত্মকং নারায়ণং ধ্যায়েত্যর্থঃ। বিশদং শুভ্রং মায়া-গন্ধাস্পৃষ্টমিত্যর্থঃ। ২৩-২৪ ॥

উমা—কীর্ত্তির্বিশ্বসর্গাদৌ সহায়া যস্য তং "উমা সতী হৈমবতী হরিদ্রা কান্তি কীর্ত্তিষ্বিতি বিশ্বঃ। ত্রীণি—ভূতবর্তমান ভবিষ্যদ্ বিষয়াণি নেত্রাণি

অনুবাদ

ভক্তিসহ নিজ গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া হৃদয়পদ্মকে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ চিন্তা করিয়া হৃদয় কমল মধ্যে শুভ্র শোক হীন অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্তরূপ মঙ্গলময়

টীকানুবাদ—'অন্তি' ইত্যাদি কৈবল্য উপনিষদে (১।৫-৯) অন্তি-শব্দ প্রশংসা অর্থে—ইহা বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে উক্ত। হৃদয় পদ্মকে বিশুদ্ধ চিন্তা করিয়া অর্থাৎ বিষয় লালসা রূপ মল দূরীকরণ দ্বারা নির্মল করিয়া। তন্মধ্যে শিব—সুখস্বরূপ নারায়ণকে ধ্যান করিয়া। বিশদ—শুভ্র, মায়া-গন্ধ অস্পৃষ্ট।২৩-২৪।

উমা—কীর্তি, বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্যে যাঁহার সহায় সেই নারায়ণকে। বিশ্ব প্রকাশে উমা শব্দের মানে—উমা সতী হৈমবতী হরিদ্রা কান্তি কীর্তি, ত্রিনেত্র—ভূত, বর্তমান, ও ভবিষ্যৎ বিষয় সমূহে জ্ঞান যাহার সেই ত্রিকালজ্ঞকে।

টীকা

জ্ঞানানি যস্য তং ত্রিকালজ্ঞমিত্যর্থঃ। "বেদাহং সমতীতানি" ইতি স্মৃতেঃ। নীলো মণি বিশেষঃ। স্ববর্ণ সাদৃশ্যাতিপ্রিয়ত্বাৎ কণ্ঠে যস্য তং ইন্দ্রনীলমণি ধারিণমিত্যর্থঃ। নিধিবিশেষো বা নীলঃ কণ্ঠে যস্য স তং চ তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ পরং মুনির্গচ্ছতি, কথং? ইত্যপেক্ষ-য়ামাহ—সমস্ত সাক্ষী যঃ সদাশিবঃ সোঽহমিত্যাভেদচিন্তয়া, লব্ধঃ তদাত্মভাবনয়েত্যর্থঃ। পরোক্ষবাদেন বিদ্যাপদেশ-প্রবৃত্তেরত্র ন শব্দ-ধারস্যভঙ্গো দোষঃ॥ ২৫ ॥

স্বশক্ত্যা স এব সর্বাত্মেত্যাহ—স ব্রহ্মেতি, সর্বাত্মকত্বেঽপি স্বাবস্থাতো ন চাবত ইত্যাহ—সোঽক্ষর ইতি। স নারায়ণ এব বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণেন বিশ্বপালক ইত্যর্থঃ। অন্যথার্থেন তু স শিব ইতি বিরুদ্ধেত। বিষ্ণোরপি কারণং সদা-

অনুবাদ

প্রশান্ত অমৃত ব্রহ্মের আশ্রয় অনাদি অনন্ত এক বিভু চিদানন্দ অরূপ অদ্ভুত ॥২৪॥ উমা সহায় পরমেশ্বর প্রভু ত্রিলোচন নীলকণ্ঠ প্রশান্ত মূর্তিকে ধ্যান করিয়া মুনি

শ্রীকৃষ্ণ গীতা উপনিষদে বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! আমি অতীত ও বর্তমান সকল বস্তুকে জানি, আমাকে কেহ জানে না। নীলকণ্ঠ—নীলমণিবিশেষ, নিজ বর্ণ সাদৃশ্যে অতিপ্রিয়হেতু কণ্ঠে যাঁহার সেই ইন্দ্রনীলমণিধারীকে। অথবা নীল—নিধি-বিশেষ নীল কণ্ঠে যাঁহার তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তমের অর্থাৎ প্রকৃতির পরপারে পরম ধামে মুনি গমন করেন। কি প্রকারে? ইহার উত্তরে সর্ব্বসাক্ষী যিনি সদাশিব 'আমি' এই অভেদ চিন্তা দ্বারা লব্ধ তাদাত্ম্য ভাবনা দ্বারা বেদ শাস্ত্র পরোক্ষবাদ অবলম্বনে বিদ্যা উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব এস্থলে শব্দধারস্য ভঙ্গদোষ হয় না ॥ ২৫ ॥

নিজ শক্তি প্রভাবে তিনিই সর্বস্বরূপ—তিমি ব্রহ্মা ইত্যাদি। সর্বাত্মক হইয়াও নিজস্বরূপ হইতে চ্যুত হন না যেহেতু তিমি অক্ষর। সেই নারায়ণই বিষ্ণু সত্ত্ব গুণের দ্বারা বিশ্বপালক। অন্য প্রকার অর্থ করিলে তিনি শিব হইলেন' ইহার বিরোধ হয়। বিষ্ণুরও কারণ সদাশিব অন্য একজন আছেন—

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ ॥২৬॥

টীকা

শিবোঽন্যোঽস্তীতি স্বীকারেণ, তথা চ সতি সর্বশ্রুতি স্মৃতি আদি বিরোধোঽপি ভবিষ্যতি ইতি শাস্ত্যাশ্রয়েণ বিবাদং পরিত্যজত ॥২৬॥

সর্ব্বং বর্তমানং ব্রহ্মাদি, ভূতং পুরা যদভূৎ, ভাব্যং যদাগামিসৃষ্টৌ ভবিষ্যৎ তৎসর্ব্বং স্ব-মায়য়া স এবেত্যর্থঃ। তং সনাতনং জ্ঞাত্বা ইত্যন্বয়ঃ।

উপরিষ্টাচ্চ (১৮।১) "ত্রিষু ধামসু যদ্‌ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্‌ভবেৎ। তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ" ইতি। মাণ্ডুক্যোপনিষদি চ (৭)— "শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে।" ইতি চৈবমেব ব্যাখ্যেয়ং। চতুর্থং তুরীয়ং বিশ্বতৈজস-প্রাজ্ঞভিন্নং, সদাশিবং সুখাত্মকং চিদেকরসং শ্রীনারায়নমিতি তদর্থঃ।

অনুবাদ

সর্বভূতকারণ সর্ব্বসাক্ষী মায়াতীত স্থানে গমন করেন, তিনি ব্রহ্মা' তিনি শিব। তিনি ইন্দ্র, তিনি অক্ষর, পরম স্বরাট্, তিনিই বিষ্ণু, তিনি প্রাণ, তিনি কাল,

ইহা স্বীকার করিলে - সর্ব শ্রুতি স্মৃতি আদি শাস্ত্র বিরোধও হইবে। যেস্থানে শান্তির আশ্রয় সেই বিষ্ণুতেই বিবাদের নিষ্পত্তি ॥২৬॥

বর্তমান সকলই ব্রহ্মাদি, ভূত-পূর্ব যাহা হইয়াছিল, ভাবী—আগামী সৃষ্টিতে যাহা হইবে সেই সকল স্বমায়া দ্বারা তিনিই হইয়াছেন ও হইবেন। তাঁহাকে সনাতন নিত্য জানিয়া মুনি পরম ধাম প্রাপ্ত হন। কৈবল্য উপ-নিষদের পরবর্তী মন্ত্রে (১।১৮) উর্দ্ধ অধঃ ও মধ্য এই তিন লোকে যাহা ভোগ্য ভোক্তা ও ভোগ যাহা হইবে, তাহা হইতে বিলক্ষণ সাক্ষী চিন্মাত্র আমি সদাশিব। মাণ্ডুক্য উপনিষদে—শিব অদ্বৈত চতুর্থ মনে করে তিনি আত্মা তিনি বিজ্ঞেয়। (৭) ইহাদের ব্যাখ্যা – চতুর্থ তুরীয় – বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ ভিন্ন, সদাশিব—সুখস্বরূপ চিদেকরস চিন্ময় শ্রীনারায়ণ তিনি পরমাত্মা তিনি বিজ্ঞেয় ॥

স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং সনাতনং। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥ ২৭ ॥ ইতি। কৈবল্যোপনিষৎ ১।৫-৯)

টীকা

নমু শিবস্য নারায়ণেতি সংজ্ঞা চেদস্মাকমেব ইষ্টাপত্তিঃ স্যাদিতি ন শঙ্কনীয়ম্। (বিপু ১।৪।৬) আপ নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর-সূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ইতি, তথা—"নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তা অয়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ। ইতি চ মনুস্মৃতেঃ। পুরুষাজ্জাতানাং কারণাম্ভসাং তত্ত্বানাং বা সমাশ্রয়তালক্ষণেন যোগেন যৎ সর্বং কারণং শ্রীপতিঃ শ্রূয়তে, নারায়ণেতি তস্যৈব সংজ্ঞা। তস্যামেব ণত্ব-বিধানাৎ। যদাহ ভগবান্ পাণিনিঃ—"পূর্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ" ইতি (৮।৪।৩)

অনুবাদ

অগ্নি, তিনি চন্দ্রমা॥ তিনিই সকল, যাহা কিছু অতীত ও যাহা ভবিষ্যৎ, তিনি সনাতন তাহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, বিমুক্তির জন্য অন্য পথ নাই ॥ ২৩-২৭ ॥

প্রশ্ন—শিবের যদি নারায়ণ নাম হয়, তাহা হইলে শৈবদের মতই হইল? এইরূপ আশঙ্কা করিবে না। নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিষ্ণুপুরাণ মনুস্মৃতি আদিতে উক্ত হইয়াছে—(বিপু ১।৪।৬) জলকেই 'নারা' বলা হয়, কারণ-জল পুরুষোত্তম নর হইতেই উৎপন্ন। পুনঃ ঐ পুরুষের পূর্ব-প্রথম আশ্রয় কারণ সমুদ্রের জল, সুতরাং 'নারা' যাঁহার অয়ন--আশ্রয় তিনি 'নারায়ণ'॥ সেইরূপ "নর হইতে তত্ত্ব সমূহ জাত হইয়াছে, অতএব পণ্ডিতগণ তত্ত্বসমূহকে 'নার' বলিয়া জানেন। সেই পুরুষের নরের অয়ন (আশ্রয়) ঐ তত্ত্ব সমূহ, পুরুষ তৎ পূর্ববর্তী, এই কারণে ঐ পুরুষকে 'নারায়ণ' বলিয়া জানিবে॥ (মনুস্মৃতি) প্রথম পুরুষ হইতে জাত 'কারণজল' ও 'তত্ত্বসমূহ'। সেই জল ও তত্ত্বসমূহ যাঁহার আশ্রয় বা আশ্রিত এই যোগবৃত্তিদ্বারা যিনি সর্ব-কারণ তিনিই নারায়ণ—শ্রীপতি, শাস্ত্র সমূহে শুনা যায়—নারায়ণ তাঁহারই নাম।

তদাহুঃ কিং তদাসীৎ তস্মৈ স হোবাচ ন সন্নাসন্ন সদসদিতি। তস্মাৎ তমঃ সঞ্জায়তে তমসো ভূতাদি র্ভূতাদেরাকাশমাকাশাদ-

টীকা

ইতি। পূর্ব্বপদস্থান্নিমিত্তাৎ পরস্য নস্য ণঃ স্যাৎ সংজ্ঞায়াং, নতু গকারব্যবধান ইতি তদর্থঃ।—নারায়ণঃ। অগঃ কিং ঋগয়নমিতি। তস্মাদ্বিষ্ণুরেব সদাশিব-শব্দিত ইত্যর্থঃ। ইতরথা সর্বশ্রুতিস্মৃতিব্যাকোপঃ। তত্রৈব ব্রহ্মবিদ্যাব্যপদেশঃ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-শব্দাবিরুদ্ধেরন্। তৌ শব্দৌ কিল বিষ্ণোরেবাভিধায়কৌ প্রসিদ্ধৌ। শিবাদি শব্দাস্তু তত্র অসঙ্কোচেনৈব প্রবর্ত্তন্তে ইতি ন ভ্রমিতব্যম্ ॥ ২৭ ॥

তদেতি সুবালোপনিষদি। তমঃ শব্দিত সূক্ষ্ম শক্তিকাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মাণ্ডং জাতং। তস্মিন্ সহস্রশীর্ষাখ্যপুরুষবপুষা স এবাভির্ভূতঃ। তস্মাদ্ব্রহ্ম রুদ্রাদি সৃষ্টিরভূদিতি শ্রূয়তে। প্রথমং কিমাসীদিতি সংশয়ো যদা জাতস্তদাহু,—তং

অনুবাদ

মূলানুবাদ—সুবালোপনিষদে (১) তাহাই বলিতেছেন, তখন কি ছিল? তাহার উত্তরে বলিলেন—সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না, সদসৎ ছিল না, তাহা হইতে তমঃ

টীকানুবাদ—ঐ সংজ্ঞা (নাম) অর্থেই ণত্ব বিধান পাণিনি মুনির সূত্র (৮।৪।৩) পূর্বপদে (নার+অয়নঃ) র থাকিয়া পর পদের অন্তে ন স্থানে ণ' হইবে সংজ্ঞা বুঝাইলে, যেমন নারায়ণঃ। সংজ্ঞা না বুঝাইলে হইবে না যেমন (ঋগ্ + অয়নম্) ঋগয়নম্। গ কার ব্যবধান থাকার জন্যও 'ণ' হইবে না। অতএব বিষ্ণুই সদাশিব নামে বৈকুণ্ঠে পরিচিত। তাহা না হইলে শ্রুতি স্মৃতি সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয়। বিষ্ণুতেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ ও ব্রহ্ম-পরমাত্ম শব্দদ্বয়ের অবিরোধ। ঐ শব্দদ্বয় নিত্যকাল বিষ্ণুরই পরিচায়করূপে প্রসিদ্ধ। শিবাদি শব্দ মঙ্গলময় অর্থে অসঙ্কোচেই বিষ্ণুতে প্রবর্তিত হয়—এ বিষয়ে কাহারও ভ্রম থাকা উচিত নহে ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ—সুবালোপনিষদে—(১) তমঃ—শব্দে সূক্ষ্ম শক্তিযুক্ত পুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড জাত হইল। ঐ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সহস্রশীর্ষা নামক পুরুষমূর্তিতে তিনিই

বায়ুর্বায়োঃ অগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী। তদণ্ডং সমভবৎ। তৎ সংবৎসরমুষিত্বা দ্বিধা অকরোৎ। অধস্তাদ্‌ ভূমিরুপরিষ্টাদাকাশং মধ্যে পুরুষো দিব্যঃ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ সহস্রবাহুরিতি সুবালোপনিষৎ (১)॥২৮॥

টীকা

গুরুং শিষ্যাঃ পৃচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ। দ্রষ্টব্যমাহ কিমিতি। সৃষ্টেঃ পূর্বং বিনাশি-বস্তু কিং তদাসীদিতি। এবং পৃষ্টঃ স গুরুস্তস্মৈ শিষ্যবৃন্দায় হোবাচ—ন সদিত্যাদি। সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং যদ্বস্তু আসীৎ তৎ ন সৎ তেজোঽবন্নরূপং স্থূলং নেত্যর্থঃ। নাপ্যসৎ প্রধান মহদাদি রূপং সূক্ষ্মং নেত্যর্থঃ। ন চ সদ-সৎ বিয়দ্বায়ুরূপং স্থূল-সূক্ষ্মং চ নাসীদিত্যর্থঃ। তর্হি কিমাসিদিতি চেৎ তত্তৎ বিলক্ষণং তমঃ শক্তিকং ব্রহ্মৈবাসীদিত্যুক্তং বোধ্যম্। তস্মাৎ স্ববিলীনক্ষেত্রজ্ঞগণ

অনুবাদ

জাত হইল, তম হইতে ভূতাদি—আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, ঐসকল মিলিয়া ব্রহ্মাণ্ড হইল। তাহা এক সংবৎসর বাস করিয়া দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। নিম্নভাগ ভূমি, উপরি ভাগ আকাশ, মধ্যে দিব্য পুরুষ, সহস্রশীর্ষা পুরুষ সহস্রনয়ন, সহস্র চরণ সহস্রবাহু ॥২৮॥

আবির্ভূত হইলেন। তাঁহা হইতে ব্রহ্মরুদ্রাদি সৃষ্টি হইল। প্রথমে কি—ছিল? এই সংশয় যখন জাত হইল। তাহাই বলিতেছেন—সেই শ্রীগুরু-দেবকে শিষ্যগণ প্রশ্ন করিতেছেন। প্রশ্নের বিষয় বলিতেছেন—কি ছিল। সৃষ্টির পূর্বে বিনাশিবস্তু কি তাহা ছিল? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই গুরুদেব শিষ্যবৃন্দকে বলিলেন—সৎ ছিল না ইত্যাদি।

সৃষ্টির পূর্ব্বে যে বস্তু ছিল, তাহা 'সৎ' নয়—তেজ জল পৃথিবী—এই স্থূল বস্তু নয়, (সৎ-স্থূল)। অসৎ ও নয়, (অসৎ-সূক্ষ্ম) প্রধান ও মহদাদি রূপ সূক্ষ্ম বস্তুও ছিল না' সদসৎও ছিল না—আকাশ ও বায়ুরূপ স্থূলসূক্ষ্মও ছিল না তাহা হইলে কি ছিল? এই যদি বল—স্থূল সূক্ষ্ম ব্যতীত তমঃ শক্তিযুক্ত ব্রহ্মই ছিলেন। ইহাই জানিবে। অতএব নিজ মধ্যে বিলীন ক্ষেত্রজ্ঞ

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি" ইত্যাদ্যাঃ ॥২৯॥

"অহমেব স্বয়মিদং বদামি, জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং কাময়ে, তং তমুগ্রং কৃণোমি, তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম

টীকা

বুভুক্ষাভুদিতানুকম্পাদীক্ষিত-তমসো ব্রহ্মণ স্তমঃ সঞ্জাতে প্রধান শরীরকাক্ষর-ব্যঞ্জনাভিমুখমভবৎ। তমসোঽক্ষর-শব্দিতোঽব্যক্ত শরীরকঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ। তস্মাদ-ব্যক্ত ত্রিগুণমব্যক্তং, ততস্ত্রিবিধো মহান্, ততস্তাদৃশোঽহংকারঃ, তস্মাৎ সাত্ত্বিকাদ দ্বয়ং দেবতা মনশ্চ. রাজসাদিন্দ্রিয়াণি দশ, তামসাদ্ ভূতাদি সংজ্ঞাৎ তন্মাত্র দ্বারা খাদীনি পঞ্চ ইত্যগ্রিম প্রলয়শ্রুত্যনুসারেণেদং ব্যাখ্যানং বোধ্যম ॥২৮॥

যথেতি অর্থস্তুপূর্ববদেব ॥২৮॥

অহমিতি। আশ্বলায়ন শাখায়াম্ (ঋক্‌বেদ ১০।১২৫ ৫,৬) অহং পর-মেশ্বরস্য শক্তিঃ। অহমেব স্বয়মিদং বদামি কিমিদং তত্রাহ—দেবৈরুত মনুষ্যৈর্জুষ্টঃ যং জনং কাময়ে ইচ্ছামি তং তমুগ্রং রুদ্রং করোমি ইতি শ্রীভগবদ

অনুবাদ

জীবগণের ভোগবাঞ্ছা উদিত হইলে অনুকম্পাবশতঃ তমঃশক্তির প্রতি ঈক্ষণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম হইতে 'তমঃ' উৎপন্ন হইল—প্রধান শরীর যুক্ত অক্ষর প্রকাশে উন্মুখ হইল। তমঃ হইতে 'অক্ষর' শব্দের বাচ্য অব্যক্ত শরীর যুক্ত 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। তাহা হইতে অব্যক্ত ত্রিগুণ অব্যক্ত, তাহা হইতে ত্রিবিধ মহান্. তাহা হইতে ঐরূপ ত্রিবিধ অহংকার, সেই সাত্ত্বিক অহং হইতে দ্বয় দেবতা ও মন। রাজস অহং হইতে দশ ইন্দ্রিয়, তামস অহং হইতে ভূতাদিনামে পঞ্চ তন্মাত্র ও তাহা হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত—ইহা অগ্রে বর্ণিত প্রলয় শ্রুতি অনুসারে ব্যাখ্যা জানিতে হইবে ॥২৮॥

'যথা অগ্রে' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥২০॥

টীকানুবাদ—'অহম্' ইত্যাদি আশ্বলায়ন শাখাতে বর্ণিত মন্ত্র ঋক্‌বেদ ১০।১২৫। ৫, ৬) আমি পরমেশ্বরের শক্তি। আমিই স্বয়ং ইহা বলিতেছি—ইহা কি? তাহার উত্তরে—দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যে ব্যক্তিকে ইচ্ছা

রুদ্রায় অহং ধনুরাতনোমি, ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ। অহং জনায় সমদং কৃণোমি অহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ (১০।১২৫।৫-৬)।।৩০।।

অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণ ইত্যুপক্রম্য নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়ত ইত্যাদি।।৩১।।

টীকা

বাক্যমিদমিতি কেচিৎ। সুমেধসমিতি বক্তব্যে সুমেধামিতি ছান্দসং। শরুর্না-কোপ-বজ্রয়োরিতি মেদিনী। ক্রোধাধিষ্ঠাত্রে। যতো ব্রহ্মদ্বিষে সম্যক্ অৎ অদনং যস্মাৎ তং সমাশ্রয়মিত্যর্থঃ। সংপদাদিত্বাৎ ক্বিপ্। স্ফুটমন্যৎ। অত্রাপি যমিচ্ছামি তং রুদ্রং ব্রহ্মাণং বা করোমি ইতি তৎ কার্যত্বং রুদ্রাদীনামুক্তম্।।৩০।।

অনুবাদ

যথা অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সমূহ উঠিতে থাকে ইত্যাদি।।২৯।।

মূলানুবাদ—আশ্বলায়ন শাখাতে (মাধ্বভাষ্য ধৃত ২।২।৩৭) ঋক্ ১০।১২৫।৫-৬ গোবিন্দভাষ্যে সূক্ষ্মা টীকা) আমিই স্বয়ং ইহা বলিতেছি—পরমেশ্বরের শক্তি আমি দেবগণের সঙ্গে বা মনুষ্যগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাহাকে ইচ্ছা করি সেই সেই ব্যক্তিকে উগ্র—রুদ্র করি তাহাকে ব্রহ্মা তাহাকে ঋষি, তাহাকে সুমেধা করি বা করিতেছি। আমি রুদ্রকে ধনু প্রদান করি, ব্রহ্ম-দ্বেষিকে শরবে—ক্রোধের অধিষ্ঠাতাকে অহংকারী ব্যক্তিকে সমদং—সম্যক্ সংহার যাহা হইতে হয় তাহাকে আশ্রয় করি। আমি স্বর্গ ও পৃথিবীকে আবিষ্ট হই।।৩০।।

নারায়ণোপনিষদে—অথ পুরুষই প্রসিদ্ধ নারায়ণ এইরূপ আরম্ভ করিয়া নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।।৩১।।

করি সেই সেই ব্যক্তিকে উগ্র-রুদ্র করি—ইহা শ্রীভগবদ্‌বাক্য—এইরূপ কেহ বলেন। সুমেধা করি। সাধারণ ব্যাকরণের নিয়মে সুমেধসম্ এইরূপ হয়, কিন্তু বৈদিক প্রয়োগ সুমেধাম্। শরবে—শরুকে—ক্রোধের অধিষ্ঠাতাকে যেহেতু ব্রহ্মদ্বেষিকে সমদং—সম্যক ভক্ষণ যাহা হইতে সেই সমাশ্রয়কে। এস্থলেও যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে রুদ্র বা ব্রহ্মা করি। ইহাতে জানা-যায় রুদ্রাদি পরমেশ্বরের শক্তি কার্য।।৩০।।

পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত, অথ নারায়ণাৎ অজো জায়ত, যতঃ প্রজাঃ সর্ব্বাণি ভূতানীতি।।৩২।।

"সোঽকাময়ত—বহুস্যাং প্রজায়েয় (তৈত্তিরী ২।৬।৩)।"

স ঈক্ষত (ঐ ১।১।১) তৎতেজো ঽসৃজত (ছা ৬।২।৩) ইতি।।৩৩।

টীকা

অথেতি নারায়ণোপনিষদি। স্ফুটার্থা।।৩১।।

পুরুষ ইতি তত্রৈব স্ফুটার্থা।।৩২।।

স ইতি তৈত্তিরীয়কে (২।৬২)। যত আকাশঃ সম্ভূতঃ সোঽকাময়ত কামিতবান্। কথং বহুস্যাং বহুতরং যথা স্যাত্তথা ভবেয়ং। স পরমেশ্বরঃ সর্বজ্ঞস্বভাবত্বাদেকঃ সন্ ঐক্ষৎ আদ্রাক্ষীৎ। ঈক্ষতেত্যত্রাড়াগমাভাবশ্ছান্দসঃ স তৎ প্রসিদ্ধং তেজোঽসৃজৎ সৃষ্টবান্। তত্তেজঃ কর্তৃ বিশ্বমসৃজদিতি বা।

অনুবাদ

ঐ শ্রুতিতে—পুরুষই প্রসিদ্ধ নারায়ণ কামনা করিলেন। অনন্তর নারায়ণ হইতে অজ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। যাহা হইতে প্রজাসমূহ সর্ব প্রাণি জাত হইল।।৩২।।

মূলানুবাদ—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।৬।২) তিনি (পুরুষ) কামনা করিলেন, বহু হইব প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।। ঐতরেয় উপনিষদে (১।৩।১১) সেই পর-মেশ্বর আলোচনা করিলেন।। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।২।৩) সেই সৎস্বরূপ আলোচনা সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব, আমি জন্ম গ্রহণ করিব, অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।।৩৩।।

অথেতি—নারায়ণ উপনিষদে, স্ফুটার্থ।।৩১।।

পুরুষ—ইহাও ঐ শ্রুতিতে, স্ফুটার্থ।।৩২।।

টীকানুবাদ—'স' ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৬।২) যাহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, তিনি কামনা করিলেন। কি প্রকার কামনা করিলেন—বহু হইব-বহুতর যে রূপে হওয়া যায় সেইরূপ হইব। সেই পরমেশ্বর সর্বজ্ঞস্বভাব হেতু এক হইয়া দেখিয়াছিলেন। বৈদিক প্রয়োগ হেতু ঐক্ষত স্থলে 'ঈক্ষত'।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশং, মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥৩৪॥
(শ্বে ৬।১৮)

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বিদ্যাস্তস্মৈ গায়য়তি (স্ম) কৃষ্ণঃ।
তং হ দেবমাত্ম বুদ্ধি প্রকাশং, মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং ব্রজেত ॥৩৫॥
(গো তাঃ পূ ২৩)

টীকা

ঈশ্বরস্য কামনাদীনাং লোকোপকারার্থত্বেনেত্থং। সকল কল্যাণগুণনিলয়ত্বং দর্শয়তি – সর্বাশ্রয়ত্বেন কথনাৎ॥৩৩॥

য ইতি শ্বেতাশ্বতরে (৬।১৮) যঃ পরমেশ্বরঃ পূর্ব্বং সর্গাদৌ ব্রহ্মাণং বিদধাতি সসর্জ। তস্মৈ ব্রহ্মণে বেদাংশ্চ প্রহিণোতি প্রদদৌ। তং দেবং দ্যোতমানং, স্ববিষয়াং বুদ্ধিং প্রকাশয়ন্তং মুমুক্ষুঃ প্রপঞ্চং ত্যক্তুমিচ্ছুরহং শরণং প্রপদ্যে তদেকলিপ্সয়া তমেব আশ্রয়ামি ॥৩৪॥

অনুবাদ

যিনি সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে উৎপাদন করিলেন এবং তিনিই ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে বেদসমূহ উপদেশ করিয়াছিলেন ; আত্ম বুদ্ধি (তত্ত্ব) প্রকাশক সেই জ্যোতির্ময়কে আমি মুক্তি মাত্র কামনা করিয়া শরণ গ্রহণ করিতেছি॥ (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৮)॥৩৪॥ গোপাল তাপনি (পূ ২৩)

সেই প্রসিদ্ধ তেজকে সৃজন করিলেন, অথবা—সেই তেজ কর্তৃক বিশ্বকে সৃজন করিলেন। ঈশ্বরের কামনাদি লোক হিতার্থ এই সৃষ্টি। সকল কল্যাণ গুণাশ্রয় ভগবান ইহা দেখাইতেছেন—তিনি সর্বাশ্রয়।৩৩॥

'য' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে (৬ ১৮) যিনি পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃজন করিলেন। সেই ব্রহ্মাকে বেদসমূহ উপদেশ করিলেন। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে এবং নিজ বিষয়ে জ্ঞান প্রকাশকারীকে মুমুক্ষু—এই প্রপঞ্চকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছু আমি শরণাগত হই, একমাত্র তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকেই আশ্রয় করি॥৩৪॥

সোঽগ্রে ভূতানাং মৃত্যুমসৃজৎ ত্র্যক্ষং ত্রিশিরস্কং ত্রিপাদং খণ্ড-পরশুং, তস্য ব্রহ্মা বিভেৎ, সোঽয়ং ব্রহ্মাণমাবিবেশ, স মানসান সহ পুত্রান্ অসৃজৎ, তে হ বিরাজঃ, সপ্ত মানসান্ অসৃজৎ তে হ প্রজাপতয় ইত্যাদি ॥৩৬॥

টীকা

য ইতি অথর্বশিরঃসু (গোপালতাঃ পূঃ ২৩) অর্থস্তু পূর্ব্ববদেব॥৩৫॥

স ইতি সুবালোপনিষদি (১) অগ্রে প্রথমং সহস্রশীর্ষা বিষ্ণুর্ভূতানাং মৃত্যুং সংহারকং রুদ্রমসৃজদিতি। বিষ্ণুপুত্রো রুদ্রঃ তস্যেতি—তস্মাদ্রুদ্রাৎ, সোঽয়ং রুদ্রো ব্রহ্মাণমাবিবেশেতি, পুনর্ব্রহ্মণশ্চ তদুৎপত্তিঃ, স বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতো

অনুবাদ

যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনিই কৃষ্ণ, সেই ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে গোপাল বিদ্যা গান করিয়াছিলেন। সেই আত্ম তত্ত্ব প্রকাশক লীলাময়কে মুমুক্ষু ব্যক্তি শরণ গ্রহণ করিবেন।৩৫॥

সুবালোপনিষদে (১) তিনি সহস্র শীর্ষা বিষ্ণু প্রথমে প্রাণিগণের মৃত্যুকে সৃষ্টি করিলেন সেই মৃত্যু ত্রিনয়ন, ত্রিশির, ত্রিপাদ, খণ্ড পরশু। সেই মৃত্যু হইতে ব্রহ্মা ভীত হইলেন। সেই মৃত্যু ব্রহ্মার শরীরে আবিষ্ট হইল। ব্রহ্মা একই সঙ্গে মানস পুত্রগণকে সৃজন করিলেন, তাহারা চারিজন বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। পুনঃ ব্রহ্মা সপ্তর্ষিকে মন হইতে সৃজন করিলেন। তাহারাই প্রজাপতি হইলেন ইত্যাদি॥ ৩৬॥

'য' ইত্যাদি অথর্ব শির গোপালতাপনি শ্রুতিতে (পূ ২৩) ইহার অর্থ মূলে। ৩৫॥

'স' ইত্যাদি সুবালোপনিষদে (১) সৃষ্টির প্রথমে সহস্রশীর্ষা বিষ্ণু প্রাণিগণের মৃত্যু-সংহারকারী রুদ্রকে সৃজন করিলেন। বিষ্ণুপুত্র রুদ্র, সেই রুদ্র হইতে ব্রহ্মা ভীত হইলেন। সেই রুদ্র ব্রহ্মাতে আবিষ্ট হইলেন। পুনরায় ব্রহ্মা হইতে তাহার উৎপত্তি। বিষ্ণুদ্বারা অধিষ্ঠিত ব্রহ্মা যুগপৎ একই সঙ্গে সনকাদি পুত্রচতুষ্টয়কে মন হইতে সৃজন করিলেন। তাহারা বিশেষ তেজঃ-

স ব্রহ্মণা সৃজতি, স রুদ্রেণ বিলাপয়তি, সোঽনুৎপত্তিরলয় এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দঃ। ইতি ॥৩৭॥ (মহোপনিষদি)

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি, তদ্ ব্রহ্ম তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব (তৈঃ ৩।১) ॥৩৮॥

টীকা

ব্রহ্মা সহ যুগপদেব সনকাদীংশ্চতুরঃ পুত্রানসৃজৎ। তে হি বিরাজো বিশিষ্ট-দীপ্তয়ো বভূবুঃ। সপ্তমরীচ্যাদীন্ মানসান্ স ব্রহ্মাঽসৃজদীতি ।৩৬॥

স ব্রহ্মণেতি মহোপনিষদি চ। অনুৎপত্তিঃ উৎপত্তিশূন্যঃ, অলয়ো লয়শূন্যঃ হরিঃ পরঃ সর্বকারণম্ ॥৩৭।

তৈত্তিরীয়কে (৩।১) ভৃগুর্বৈ বারুণি র্বরুণং পিতরং উপসসার অধীমহি ভগবো ব্রহ্ম—ইত্যারভ্য যত ইতি। যতঃ প্রকৃতি-জীব-শক্তিকাৎ ব্রহ্মণো হেতোঃ ভূতানি প্রাণিনঃ জাতানি যেন ব্রহ্মণা জীবন্তি, স্থিতিং বিন্দন্তি।

অনুবাদ

মহোপনিষদে (   ) সেই বিষ্ণু ব্রহ্মাদ্বারা সৃষ্টি করেন, তিনি রুদ্রের দ্বারা সংহার করেন, তাহার উৎপত্তি ও লয় নাই। তিনিই হরি পরতত্ত্ব পরমানন্দ স্বরূপ ॥৩৭।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১) যাঁহা হইতেই এই সমুদয় প্রাণি জাত হয়। জাত হইয়া যাহা দ্বারা জীবন ধারণ করে ও বর্ধিত হয় এবং প্রলয় কালে যাহাতে বিলীন হয় সেই ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর ॥৩৮॥

সম্পন্ন অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গে গেলেন। পুনরায় ব্রহ্মা মরীচি আদি সপ্ত মানস-পুত্রকে সৃজন করিলেন, তাহারই সংসার ধর্মে রত হইলেন ।৩৬॥

'স' ইত্যাদি মহোপনিষদে (   ) অনুৎপত্তি উৎপত্তি শূন্য, অলয় লয়শূন্য হরি পর-সর্বকারণ ॥৩৭॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১) ভৃগুই বারুণি নামে পরিচিত, পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে ভগবন্ আমায় ব্রহ্ম উপদেশ করুন এইভাবে আরম্ভ করিয়া বরুণ উত্তর দিতেছেন—যতঃ—প্রকৃতি ও জীবশক্তি

(তৈঃ ৩।৬।১) আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ইতি ॥৩৯॥

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হি এবানন্দয়াতীতি (তৈঃ ২।৭।১) ॥৪০॥

টীকা—

প্রয়ন্তি প্রলয়াভিমুখানি তানি যৎ প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ—যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদি যুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে। ইতি ॥৩৮॥

আনন্দাদিতি (তৈঃ ৩।৬।১) আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাদিত্যাদিনা উক্তা-দানন্দাৎ শ্রীভগবতঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥৩৯।

কো হি ইতি তৈত্তিরীয়কে (২।৭।১)। অন্যাদপানচেষ্টাং কঃ কুর্যাৎ, প্রাণ্যাৎ

অনুবাদ

(তৈঃ ৩।৬।১) আনন্দ হইতেই নিশ্চয় এই সকল ভূতবর্গ জাত হয়। জাত হইয়া আনন্দ দ্বারা জীবিত থাকে, অবশেষে আনন্দাভিমুখে গমন করে ও লীন হয় ।৩৯॥

(তৈ ২।৭।১) হৃদয়গুহাতে যদি এই অপরোক্ষ আনন্দ না থাকিতেন, তবে কেই বা প্রাণ ধারণ করিত, কেই বা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিত। ইনি পর-মাত্মাই আনন্দিত করিয়া থাকেন ॥৪০॥

যুক্ত ব্রহ্ম রূপ কারণ হইতে ভূতানি—প্রাণি সমূহ জাত হইয়াছে। এবং যে ব্রহ্ম দ্বারা জীবন্তি—স্থিতিলাভ করিতেছে, প্রয়ন্তি—প্রলয় অভিমুখে সেই প্রাণি-সমূহ যাঁহাতে প্রবেশ করে তিনিই ব্রহ্ম। স্মৃতিতেও—সৃষ্টির আদিযুগ আগত হইলে প্রাণিবর্গ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, পুনরায় যুগক্ষয়ে যাঁহাতে লীন হয় তিনি ব্রহ্ম ॥৩৮॥

টীকানুবাদ—[৩।৬।১] আনন্দ হইতে ইত্যাদি। আনন্দই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। উক্ত আনন্দ হইতে অর্থাৎ শ্রীভগবান হইতে ॥৩৯॥

'কো হি' ইত্যাদি (তৈঃ ২।৭।১) অন্যাৎ—অপান চেষ্টা কে করিত, প্রাণ্যাৎ

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্, যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিদিতি (শ্বেতা ৩।৯) ॥৪১॥

যথাশয়ো মনুষ্যানাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি। অন্যেষামধিপতিঃ সর্বৈর্মানুষ্যৈকের্ভোগ্যঃ সম্পন্নতমঃ মনুষ্যাণাং পরমানন্দো ইথ যে

টীকা—

প্রাণচেষ্টাং চ কঃ কুর্যাৎ যদ্যেষ আকাশঃ পরমানন্দ স্বভাবো হরির্ন স্যাৎ। তস্মাৎ সর্বোৎপাদকঃ সর্বপ্রাণিনাং প্রাণাদিচেষ্টাশ্রয়ো নির্বিকারঃ স্বানন্দ স্বরূপো হরিরস্তীতি নাস্তিকবাদো মূলতএব পরাস্ত ইতি ভাবঃ। আনন্দয়াতি ইতি দৈর্ঘ্যং ছান্দসং। স্ফুটমন্যৎ ॥৪০॥

যস্মাদিতি শ্বেতাশ্বতরে—পরং শ্রেষ্ঠম্। ৪১।

যথেতি। "আশয়ঃ স্যাদভিপ্রায়ে মানসাধারয়োরপীতি" মেদিনী। আশয়রাদ্ধ ইত্যাদীনি পদানি পরমানন্দ-বিশেষণানি। রাদ্ধঃ সংসিদ্ধ উন্নত

অনুবাদ

শ্বেতাশ্বতরে (৩।৯) যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট অন্য কিছুই নাই, যাঁহা হইতে অণুতর বা মহত্তর কেহই নাই ॥৪১॥

মূলানুবাদ—অভিপ্রায়ানুসারে মনুষ্যগণের উন্নত ধরণের সমৃদ্ধি লাভ হয়। অন্যসকলের অধিপতি সকলমনুষ্য কর্তৃক ভোগ্য সম্পত্তিশালী মনুষ্যগণের পরমানন্দ। অনন্তর শতমানুষের যে আনন্দ, তাহা এক পিতৃলোকের আনন্দ।

—প্রাণচেষ্টাও কে করিত? যদি এই আকাশ—পরমানন্দ স্বভাব হরি না থাকিত। অতএব সকলের উৎপাদক, সর্বপ্রাণির প্রাণচেষ্টার আশ্রয় নির্বিকার স্বানন্দ স্বরূপ হরি আছেন। ইহাদ্বারা নাস্তিকবাদ মূল হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল, ইহাই ভাবার্থ ॥৪০॥

'যস্মাদিতি' শ্বেতাশ্বতরে (৩।৯) পরং—শ্রেষ্ঠ নাই ॥৪১॥

টীকানুবাদ—যথা ইত্যাদি । আশয়-শব্দের বিবিধ অর্থ—অভিপ্রায়, মানস আধার, ইহা মেদিনী কোষে। আশয় রাদ্ধ ইত্যাদি পদসমূহ পর-

শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃলোক আনন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্বলোক আনন্দ অথ যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্মদেবানামানন্দ। অথ যে কর্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তে। অথ যে শতং কর্ম দেবানামানন্দাঃ স এক আজানজ দেবানামানন্দো, অথ যে শত মাজানজ দেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো, অথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মণ আনন্দো অথ এষ এব পরমানন্দঃ এষোঽস্য পরমানন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্য ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ইতি (তৈ ২।৮।১) ॥৪২॥

টীকা

ইত্যর্থঃ, সমৃদ্ধঃ সম্যক্ বৃদ্ধঃ। অন্যেষাং মনুষ্যব্যতিরিক্ত পরমানন্দানামাধিপতিরুপরিচরঃ পশ্বাদিস্বপি তজ্জাতীয় পরমানন্দস্য বিদ্যমানত্বাদ্ দৃশ্যমানত্বাচ্চ, অজায়া মনজাৎ পুরুষাজ্জাতাঃ তস্যাঃ তদীক্ষণেনোদ্ভুতা যে তে অজানজাতা মহদাদয়ঃ ইত্যর্থঃ। অন্যৎ স্ফূটার্থঃ। ৪২।

অনুবাদ

শতপিতৃলোকের আনন্দ, তাহা এক গন্ধর্বলোকের আনন্দ। শত গন্ধর্বলোকের আনন্দ, তাহা এক কর্মদেবগণের আনন্দ। যাহারা কর্মের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারা কর্মদেব। শতকর্মদেবের আনন্দ, তাহা এক আজানজ দেবগণের আনন্দ। শত আজানজ দেবগণের আনন্দ তাহা এক ব্রহ্মার আনন্দ। ইহাই পরমানন্দ। ইহা ব্রহ্মার পরমানন্দ: এই আনন্দের বিন্দু দ্বারা অন্য প্রাণিগণ বাঁচিয়া আছে ॥৪২॥

মানন্দের বিশেষণ। রাদ্ধ—সংসিদ্ধ উন্নত। সমৃদ্ধ সর্বপ্রকারে বৃদ্ধ অন্যমনুষ্যব্যতিরিক্ত পরমানন্দসমূহের অধিপতি উর্দ্ধতন পশু আদিতেও তজ্জাতীয় পরমানন্দের বিদ্যমানতা ও দৃশ্যমানতা আছে। অজা হইতে মনজাত পুরুষ হইতে জাত দেবগণ অর্থাৎ মায়াতে পুরুষের ঈক্ষণ প্রভাবে জাত যাহারা তাহারা অজান জাত মহদাদি। অন্য সকল স্পষ্ট অর্থঃ ॥৪২॥

ইতি বিদ্যা তপো যোনিরযোনি বিষ্ণুরীড়িতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞস্তপতে দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দন ॥৪৩॥

৩। অথ বিভুত্বঞ্চ

বেদাহমেতমজরং পুরাণম্ সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ (শ্বে ৩।২১ ॥ ইতি ॥৪৪॥

তুরীয়মতুরীয় মাত্মানমনাত্মানমুগ্রমনুগ্রং বীরমবীরং মহান্তমমহান্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং জ্বলন্তমজ্বলন্তং সর্বতোমুখমসর্বতোমুখমিতি ॥৪৫॥

টীকা

ইতীতি বেদান্তর্পণ মন্ত্রে। অনেন সর্বকারণ সমাশ্রয়ণীয়ত্বং দর্শিতম্ ॥ ৪৩ ॥

—০—

অথ বিভুত্বঞ্চেতি দর্শয়ন্ত্য আহুরিতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ। এবং পরত্রাপি ॥ বেদাহ মিতি স্ফুটার্থ। ৪৪॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ইহাই বিদ্যা ও তপস্যার কারণ, অজ বা অনাদি বিষ্ণুই কীর্তিত। ব্রহ্মজ্ঞ তপস্যা করিতেছেন, হে দেব জনার্দন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৪৩॥

অথ বিভুত্বঞ্চ

অজর পুরাণ পুরুষকে আমি জানি, তিনি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বগত যেহেতু বিভু ।।৪৪।

"তুরীয় অতুরীয়, আত্মা অনাত্মা, উগ্র অনুগ্র, বীর অবীর, মহান্ত অমহান্ত, বিষ্ণু অবিষ্ণু, জলন্ত অজ্বলন্ত, সর্বতো মুখ অসর্ব্বতো মুখ নৃসিংহকে প্রণাম করি ॥৪৫॥

টীকানুবাদ—ইতি—ইহা বেদাদি অর্পণ মন্ত্রে। এই আলোচনা দ্বারা সর্ব্বকারণতা ও সর্ব্বসমাশ্রয়ণীয়তা ভগবানের প্রদর্শিত হইল ॥৪৩॥

—০—

অথ—শ্রীভগবানের বিভুত্ব শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সমূহ দেখাইতেছেন, এইরূপ সর্ব্বত্র। এই অজর পুরাণ পুরুষকে আমি জানি। ইত্যাদি সহজার্থ। ৪৪॥

অস্থূলোঽনণুরমধ্যমো মধ্যমোঽ ব্যাপকো ব্যাপকো হরিরাদিরনাদিরবিশ্বো বিশ্বঃ সগুণো নির্গুণ ইতি ॥৪৬॥

টীকা

তুরীয়মিতি নৃসিংহতাপন্যাং (উত্তর ৬)। অতুরীয়ম নাস্তি তুরীয়ো যস্মাচ্চেতি বা, এবং পরত্রাপি। সর্বকারণ কারণত্বেন কথনাৎ, অতো ভগবান্ বিভুর্নাস্তীত্যর্থঃ। ৪৫॥

অন্যত্র চ—অস্থূল ইতি আভ্যামচিন্ত্যত্বং দর্শিতং। তত্র মধ্যমো মনুষ্যাকারঃ। বিশ্বস্মাৎ পৃথক্ বিরাজ মানঃ। স্বশক্ত্যা তু বিশ্বরূপঃ। সগুণে নিত্যকল্যাণগুণ বিশিষ্টো মায়াগুণাতীতশ্চেতি বাস্তবোঽর্থঃ। তথৈব ব্রহ্মপুরাণে—অস্থূলোঽনণুরূপোঽসাববিশ্বো বিশ্ব এব চ। বিরুদ্ধধর্মরূপোঽসাবৈশ্বর্য্যাৎপুরুষোত্তম ইতি। শ্রীবিষ্ণুধর্মে চ—পরমাণ্বন্ত পর্যন্ত-সহস্রাংশাণুমূর্ত্তয়ে। জঠরান্তাযুতাংশান্তস্থিত ব্রহ্মাণ্ডধারিণঃ। ইতি ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ

নৃসিংহ উত্তর তাপিনি ৬) অন্যত্রও—অস্থূল অনণু, অমধ্যম, মধ্যম, অব্যাপক ব্যাপক, হরি আদি অনাদি, অবিশ্ব বিশ্ব, সগুণ নির্গুণ ইত্যাদি ॥৪৬

তুরীয়ম্ ইত্যাদি নৃসিংহ উত্তর তাপিণী (৬) অতুরীয়—যাহার বা যাহা হইতে চতুর্থ কেহ নাই। এইরূপ পর পর সর্বকারণ কারণ রূপে বর্ণন হেতু শ্রীভগবান্ হইতে বৃহৎ কিছু নাই।৪৫॥

অন্যত্রও—এই দুই প্রমাণ দ্বারা ভগবানে অচিন্ত্যত্ব দেখান হইল। তন্মধ্যে মধ্যম মনুষ্যাকার বিশ্ব হইতে পৃথক্ বিরাজমান আছেন। স্বশক্তি দ্বারা বিশ্বরূপ। সগুণ—নিত্যকল্যাণ গুণ বিশিষ্ট ও মায়াগুণাতীত ইহাই বাস্তব অর্থ। সেইরূপই ব্রহ্মপুরাণে—অস্থূল অনণুরূপ ইনি অবিশ্ব বিশ্ব হইতে পৃথক্ থাকিয়াও তিনিই বিশ্বরূপ হইয়াছেন। ইনি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম স্বরূপ ঐশ্বর্য বলে পুরুষোত্তম। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মেও পরমাণুর অন্ত পর্যন্ত সহস্রাংশ অণু মূর্ত্তিধারী, জঠরান্ত অযুতাংশ অন্তস্থিত ব্রহ্মাণ্ডধারী তোমাকে নমঃ ।৪৬।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥৪৭॥ [গী ৯।৪,৫]

টীকা

ময়া ততমিতি শ্রীগীতোপনিষদি। অব্যক্তা ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যা মূর্তিঃ স্বরূপং যস্য তেন ময়া সর্বমিদং জগৎ ততং ধর্তুং নিয়ন্তুং চ ব্যাপ্তং। অতএব সর্বাণি চরাচরাণি ভূতানি ব্যাপকে ধারকে নিয়ামকে চ ময়ি স্থিতানি ভবন্তীতি তেষাং স্থিতির্মদধীনেত্যর্থঃ। ইহ নিখিল জগদন্তর্যামিনা স্বাংশেনান্তঃপ্রবিশ্য নিযচ্ছামি দধামি চেত্যর্থঃ। ন চেতি ঘটাদৌ উদকাদীনীব ভারভূতানি সংস্পৃষ্টানি চ ভূতানি ময়ি ন সন্তি। তর্হি "মৎস্থানি সর্বভূতানি" ইত্যুক্তির্বিরুদ্ধেত ইতি চেৎ তত্রাহ—পশ্যেতি মে ঐশ্বরং মদসাধারণং যোগং পশ্য জানীহি। যুজ্যতেঽনেন দুর্ঘটেষু কার্যেষু ইতি নিরুক্তে র্যোগোঽবিচিন্ত্যশক্তিঃ বপুঃ সত্যসঙ্কল্পলক্ষণো ধর্মস্তমিত্যর্থঃ ॥৪৭।

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীগীতা উপনিষদে—আমি অব্যক্ত মূর্তি দ্বারা এই সর্বজগৎ ব্যপ্ত আছি। সর্বভূত আমাতে আছে, আমি তাহাদিগতে থাকিনা। আমার স্বরূপে ভূত সমূহ থাকে না, আমার ঐশ্বরিক যোগ প্রভাব অর্থাৎ অচিন্ত্য শক্তি দেখ ॥৪৭॥

টীকানুবাদ—'ময়া ততমিদং' শ্রীগীতা উপনিষদে—অব্যক্ত ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য মূর্তি স্বরূপ যাহার সেই আমাকর্তৃক সমগ্র এই জগৎ ধারণ ও নিয়মন করিবার জন্য ব্যাপিয়া আছি। অতএব চরাচর ভূতসমূহ ব্যাপক ধারক ও নিয়ামক আমাতে অবস্থিত আছে। তাহাদের স্থিতি আমার অধীন। এই নিখিল জগতে অন্তর্যামি স্বাংশকর্তৃক অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নিয়মন ও ধারণ করি। ঘটাদিতে জলাদির ন্যায় ভার স্বরূপ হইয়াও মিলিত হইয়া ভূতসমূহ আমাতে থাকে না। তাহা হইলে পূর্বোক্ত মৎস্থানি সর্বভূতানি' বাক্যের বিরোধ হয়—তাহার উত্তরে বলি—দেখ আমার অসাধারণ ঐশ্বর্য যোগবল জান। যোগ—দুর্ঘট ঘটন

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষি-শিরোমুখম্‌ ॥
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ইতি ॥৪৮॥ গী ১৩।১৪
যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥৪৯॥ (না ১৩।১)
পন্থাস্তু কোটী শত বৎসর সম্প্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্‌।
সোঽপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্নি অবিচিন্ত্যতত্ত্বে,
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥৫০॥

টীকা

সর্বত ইতি তত্রৈব চ বিস্ফুটার্থঃ ॥৪৮॥

যচ্চ কিঞ্চিদিতি তৈত্তিরীয়কে (শ্রীভাষ্য ধৃত ১।১।১২) স্থিতঃ' ইতি বর্তমানে ক্তঃ ॥৪৯॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—তাহার শ্রীবিগ্রহে স্বগতভেদ নাই, সর্বত্র হস্তপদ সর্বত্র নয়ন মস্তক মুখ, সর্বত্র শ্রবণ ইন্দ্রিয়, সর্ব বস্তুকে আবরণ করিয়া থাকেন (গী ১৩ ১৪) ॥৪৮॥

তৈত্তিরীয়কে (শ্রীভাষ্যে ১।১।১২ ধৃত না ১৩।১) যাহা কিছু দৃশ্য বা শ্রুত নিখিল জগৎ অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত ॥৪৯॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৩৪) দ্রুতগামী বায়ু, তাহা হইতেও মুনিশ্রেষ্ঠগণের মন দ্রুতগামী, তাহার কোটি শত বৎসর গম্য যে পথ, তাহাও অবিচিন্ত্য তত্ত্ব শ্রীগোবিন্দের চরণাগ্রে আছে। সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥৫০॥

কার্য সমূহে ইহা সংযুক্ত কার্য সমাধান করে, অবিচিন্ত্যশক্তি বিগ্রহ সত্যসঙ্কল্প রূপ ধর্ম্মই যোগ ॥৪৭॥

টীকানুবাদ – সর্বতঃ ইত্যাদি শ্রীগীতাতে সরলার্থঃ ॥৪৮॥

'যচ্চ' ইত্যাদি (শ্রীভাষ্যধৃত ১।১।১২ না ১৩।১) স্থিতঃ বর্তমানকালে ক্ত ॥৪৯॥

মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি। ইতি (কঠ ১।২।২২) ॥৫১॥

টীকা

'পন্থাস্তু' ইতি ব্রহ্ম সংহিতায়াম্। প্রপদসীম্নি শ্রীকৃষ্ণচরণাগ্রে "চিত্রং বতৈতদেকেনেতি" শ্রীদশমাৎ। "একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি তাপনীভ্যশ্চ তত্র সিদ্ধান্তমাহ—'অবিচিন্ত্যতত্ত্বে' ইতি—"আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য সহস্রশক্তিরিতি' তৃতীয়াৎ। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা" ইত্যাদি স্কান্দে ভারতাচ্চ। শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাদিতি ব্রহ্ম সূত্রাচ্চ। অচিন্ত্যা হি মণিমন্ত্রৌষধীনাং প্রভাব ইতি শঙ্কর ভাষ্যোক্তেশ্চ ॥৫০॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—কঠোপনিষদে (১।২।২২) মহান্ত ও বিভু ভগবানকে জানিয়া ও উপাসনা করিয়া ধীর মুক্ত ব্যক্তিগণ শোক করেন না ॥৫১॥

টীকানুবাদ—'পন্থা' ইত্যাদি ব্রহ্ম সংহিতায় (৩৪) প্রপদসীম্নি—শ্রীকৃষ্ণচরণাগ্রে। শ্রীদশমে—চিত্রং আশ্চর্য একই বিগ্রহে যুগপৎ ষোল হাজার মহিষীকে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে বিবাহ করিতেছেন—শ্রীনারদের উক্তি। তাপনীতে—এক বশয়িতা সর্বগ কৃষ্ণ স্তবনীয়। ইত্যাদি। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—অবিচিন্ত্য-তত্ত্বে-অচিন্ত্যশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে সকল অসম্ভব সম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে (৩।৩৩।৩) দেবহুতিদেবী শ্রীকপিল ভগবান্‌কে স্তব করিতেছেন—আপনি জীবাত্মা সমূহের ঈশ্বর। আপনার অপরিমিত অনন্তশক্তি অতর্ক্য-তর্কের অগোচর। মহাভারতে ও স্কন্দপুরাণে - এই জগতে যে সকল ভাবপদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যেও অচিন্ত্যপ্রভাবযুক্ত বহুবস্তু আছে। তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোজনা করিবে না। অর্থাৎ সে বিষয়ে বিতর্ক অবিশ্বাস আনিবে না. প্রকৃতির পরপারের বস্তু সমূহই অচিন্ত্য-লক্ষণ যুক্ত প্রাকৃত মানব-চিন্তার অতীত, তর্কের অগোচর। ব্রহ্মসূত্রে [২।১।২৭] শ্রুতি সমূহ শব্দ মূলক হেতু সর্বদা নিরপেক্ষ বলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে—এই জগতের মণি মন্ত্র ও মহৌষধ সমূহের প্রভাব যখন অচিন্ত্য, তখন ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিতে অবিশ্বাস কেন? ॥৫০॥

৪। বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ শক্তি মত্ত্বঞ্চ—

বিচিত্র শক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো
ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ ॥ ইতি ॥ ৫২ ॥

আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্বতঃ (কঠ ১।২।২১) ॥৫৩॥
অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তা, তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

টীকা

মহান্তমিতি কাঠকে। মত্বা জ্ঞাত্বা উপাস্য চেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥
বিচিত্রেতি মাধ্বভাষ্যে শ্বেতাশ্বতরে। স্পষ্টার্থা ॥ ৫২ ॥
আসীন ইতি কাঠকে ১।২।২১ স্ফুটার্থা ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীভগবানের বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ শক্তিমত্তাও দেখাইতেছেন। শ্বেতাশ্বতরে—পুরাণ পুরুষ শ্রীভগবান বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ বিচিত্র শক্তিমান্। নিত্য স্বরূপানুবন্ধি তাঁহার শক্তি বিশেষণরূপে অবিচ্ছেদ্য। অন্যদের শক্তিসমূহ ঐরূপ নয় ॥ ৫২।

কঠউপনিষদে—শ্রীভগবান্ একত্র উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, শয়নকালেও সর্বত্র গমন করেন ॥ (১।২।২১) ৫৩ ॥

—শ্বেতাশ্বতরে (৩।১৯) শ্রীভগবানের (শ্রীশালগ্রামাদির) প্রাকৃত হস্তপদাদি না থাকিলেও দ্রুত গমন করেন এবং সর্ববস্তু গ্রহণ করেন, প্রাকৃত চক্ষু কর্ণ না থাকিলেও সর্ববস্তু দর্শন করেন এবং শ্রবণ করেন, তিনি সকল কিছুই জানেন, তাঁহাকে জানিবার কেহ নাই। ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে সকলের

'মহান্তং' কঠ উপনিষদে—(১।২।২২) সেই সুবিশাল ও সর্বব্যাপি পরমাত্মাকে জানিয়া ও উপাসনা করিয়া ধীমান্ ব্যক্তি শোকরহিত হয় ॥ ৫১ ॥

'বিচিত্র শক্তি' এই মন্ত্রটি শ্বেতাশ্বতরে অধুনা অপ্রাপ্ত, শ্রীমধ্বাচার্য দৃষ্ট। মূলে সরলার্থ দ্রঃ ॥ ৫২ ॥

আসীন ইত্যাদি কঠোপনিষদে মূলে সরলার্থ ॥ ৫৩ ॥

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥
ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

টীকা

অপাণীত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে (৩।১৯)। অপাণীত্যাদিনা পাণ্যাদি বর্জিতোঽপ্যসৌ মহাপুরুষো গ্রহণাদি কার্য্যভাগ্ ভবতীত্যুক্তং প্রাক্ তত্র সন্দিহানান্ প্রতি পুনরাহ—তমিতি পুরুষমাত্রনিয়ন্তৃত্বাৎ মহাপুরুষত্বং সিদ্ধং। কার্য্যং প্রাকৃতং করণং চ। চ শব্দাৎ প্রাকৃতং বপুস্তস্য নাস্তি। পরশক্তিময়ং তু তত্তদস্ত্যেব। সা চ শক্তিঃ স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিনী এব। তেনাস্য জ্ঞানবলক্রিয়া চ তথা ঈদৃগ্ গুণবিরহান্ন কোঽপি তস্য সমঃ। অধিকস্তু নাস্ত্যেব

অনুবাদ

অগ্রণী পুরুষ (আদি) এবং মহান্ বলিয়া থাকেন॥ (শ্বে ৬।৭, ৮, ৯) লোকপালরূপ ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর সেই পরমেশ্বর, দেবগণেরও পরম দেব, প্রজাপতিদিগেরও অধিপতি, অক্ষর পুরুষ হইতেও উত্তম পুরুষ লীলাময় ত্রিভুবনেশ্বর স্তবনীয় ভগবান্‌কে আমরা জানি। তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কাহাকেও দেখা যায় না। তাঁহার বিচিত্র স্বরূপশক্তির কথা শুনা যায়, সেই সকল শক্তি স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধী এবং জ্ঞান, বল ও

'অপাণি' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে (৩ ৯) ইহা দ্বারা 'এই মহাপুরুষ হস্তপদাদি বর্জিত হইলেও গ্রহণাদি কার্য করেন। ইহা পূর্বে বলা হইলেও এ বিষয়ে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য পুনরায় বলা হইতেছে - ভগবান পুরুষমাত্রকে নিয়মন করেন অতএব মহাপুরুষ। কার্যং – প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি তাহাব নাই এবং প্রাকৃত শরীরও নাই। অপ্রাকৃত পরাশক্তিময় ইন্দ্রিয়াদি ও দেহাদি ভগবানের আছে। সেই শক্তিও স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিনী, তাহার বৃত্তিত্রয় জ্ঞান বল ও ক্রিয়া। এইরূপ গুণ অন্যে না থাকায় তাঁহার সমান কেহ নাই। অধিক ত নাইই। তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয় না থাকিলেও স্বরূপানুবন্ধি ইন্দ্রিয়

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে, ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং কারণাধিপাধিপো, ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥৫৪॥

টীকা

ইত্যাহ – ন তস্য কশ্চিদিতি তয়া চ প্রাকৃত করণবিরহেঽপি স্বরূপানুবন্ধিকরণসত্ত্বাদ্ অনুপপন্নং চিদিতি। অন্যে তু আহুঃ—অপাণীত্যাদিনা পাণ্যাদেঃ প্রতিষেধো ন, গ্রহণাদ্যভিধানাৎ। কিন্তু তত্তৎ করণৈস্তত্তদ্ বৃত্তীনাং নিয়মঃ প্রতিষিধ্যতে। তত্রৈবান্যত্র (গীতা ১৩।১৪) সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ইতি। অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তীতি স্মরণাৎ। দৃষ্টং চেত্থং বন্য ভোজনাবসরে। এতৎপক্ষে তস্য ন কিঞ্চিৎ কার্য্যমসাধ্যমস্তি, পূর্ণত্বাৎ। অতঃ করণং বিধানঞ্চ ন। সমানমন্যৎ॥ ৫৪॥

অনুবাদ

ক্রিয়ারূপ বৃত্তিত্রয় বিশিষ্টা। জগতে তাঁহার কোন প্রভু নাই এবং নিয়ামকও নাই। তাঁহার এমন কোন চিহ্ন নাই যাহা দ্বারা তাঁহাকে অনুমান করা যায়। তিনি সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি জীবাত্মারও অধিপতি। তাঁহার কোন জন্মদাতা বা অধ্যক্ষ নাই॥ ৫৪॥ (শ্বে ৬।৭-৯)

থাকায় প্রাকৃত চক্ষুতে ধরা পড়ে না। অন্যে কিন্তু বলেন—'অপাণি' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা হস্তপদাদির নিষেধ করা হয় নাই, কারণ গ্রহণ করেন বলা আছে। কিন্তু আমাদের ন্যায় সেই সেই ইন্দ্রিয়ে সেই সেই বিষয় গ্রহণ, এই নিয়ম নিষেধ করা হইয়াছে। ঐ গীতাতেই অন্যত্র আছে—শ্রীভগবানের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বত্র সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বিরাজমান। ব্রহ্মসংহিতায়—যে গোবিন্দের অঙ্গসমূহ সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিযুক্ত। এইরূপ দর্শন বন ভোজন লীলায় করাইয়াছেন, সর্ব্বদিকেই তাহার মুখমণ্ডল সখাগণ দর্শন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার কোন কার্য অসাধ্য নাই। সর্ব্বথা পরিপূর্ণহেতু। অতএব প্রাকৃত ইন্দ্রিয় বা তাহার নিয়ম শ্রীগোবিন্দে নাই॥ ৫৪॥

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥
(শ্বে ৬।৭-৬।১১) ৫৫ ॥

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ।
তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥
(কঠ ২।২।১২) ৫৬ ॥

টীকা

একো দেব ইতি শ্বেতাশ্বতরে (৬।১১) । মৎস্যকূর্মাদ্যাত্মনা ভেদং নিরাকুর্বন্নাহ এক ইতি দেবো বিবিধাশ্চর্যা ক্রীড়ঃ, সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বপ্রাণী হৃদ্‌বর্ত্তী, তত্তং হৃদবর্ত্তিত্বেন পরিচ্ছেদো নেত্যাহ—সর্বব্যাপীতি, আকাশবৎ তাটস্থ্যং বারয়তি । সর্বভূতান্তরাত্মেতি নিখিলান্তর্যামীত্যর্থঃ । সর্বেভ্যঃ কর্মফলদাতা চেত্যাহ কর্মাধ্যক্ষ ইতি । দয়ালুত্বমাহ—সর্বভূতাধিবাস ইতি সর্বাশ্রয় ইত্যর্থঃ । সর্বান্তর্বর্ত্যাপি তৎকৃত-কর্মাস্পৃষ্ট ইত্যাহ—সাক্ষীতি, সাক্ষিত্বে হেতুঃ চেতা ইতি চিৎস্বভাব ইত্যর্থঃ । অথবা—চেতাশ্চেতয়িতা প্রাণিনাং জ্ঞানপ্রদ ইত্যর্থঃ কেবলঃ শুদ্ধঃ, শুদ্ধত্বং কুতঃ ? ইত্যাহ—নির্গুণ ইতি মায়াগন্ধাস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ

শ্বেতাশ্বতরে (৬।১১) এক অদ্বিতীয় লীলাময় ভগবান সর্বপ্রাণির হৃদয়ে পরমাত্মারূপে থাকিয়াও ব্রহ্মরূপে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মফলদাতা সর্ব্বভূতের নিবাসস্থান সর্ব্বসাক্ষী চেতয়িতা বিশুদ্ধ ও ত্রিগুণাতীত ॥ ৫৫ ॥

'এক দেব' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে (৬।১১) মৎস্য কূর্মাদিরূপে ভগবানের ভেদ নিষেধ করিতে গিয়া বলিতেছেন—দেব—বিবিধ আশ্চর্য ক্রীড়াশীল । সর্বপ্রাণীর হৃদয়স্থিত তথাপি পরিচ্ছিন্ন নয়—সর্ব্বব্যাপি । আকাশবৎ নিরপেক্ষতা বারণ করিতেছেন—নিখিল জীবের অন্তর্যামী । সকলকে কর্ম্মফলও দান করেন—কর্মাধ্যক্ষ । দয়ালু—সর্ব্বাশ্রয় । সর্ব্বান্তর্যামী হইয়াও জীবকৃত কর্মফলদ্বারা অস্পৃষ্ট—সাক্ষী, সাক্ষী কেন—চেতা চিৎস্বভাব । অথবা—প্রাণিগণের জ্ঞানপ্রদ, কেবল—শুদ্ধ কারণ নির্গুণ—মায়াগন্ধ অস্পৃষ্ট ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বভূতেষু তমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষ্যতে । ইতি ॥ ৫৭ ॥
নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ বীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতাভিমতং প্রভুম্ ॥ ৫৮ ॥

টীকা

একো বশীতি (কঠ ২।২।১২) স্ফুটার্থা, ঐশ্বর্য্য যোগাদ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থৈরভিধীয়তে । তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন ॥ গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ ॥ ইতি স্মৃতেঃ । এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্বত্রাপি ন সংশয়ঃ । ঐশ্বর্য্যাদ্ রূপমেকং চ সূর্যবদ্‌বহুধেয়তে ॥ ইতি মাৎস্যাচ্চ ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বভূতেম্বিতি স্ফুটার্থা ॥ ৫৭ ॥

নারায়ণাধ্যাত্মো নিত্যেতি স্ফুটার্থা ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ

কঠোপনিষদে (২।২।১২) শ্রীভগবান্ এক অদ্বিতীয় সর্ব্ববশয়িতা । সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও যিনি মৎস্য কূর্ম্মাদি বহুরূপ ধারণ করেন ; সেই ভগবান্‌কে যে ধীর যোগীগণ হৃদয়ে পরমাত্মরূপে দর্শন করেন, তাহাদের নিত্য শাশ্বত সুখ লাভ হয় অন্যের হয় না ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বভূতে তুমিই ব্রহ্ম নামে খ্যাত হও ॥ ৫৭ ॥

নারায়ণাধ্যাত্মে—নিত্য অব্যক্ত হইয়াও ভগবান্ নিজশক্তিতে দর্শন প্রদান করেন । কৃপাশক্তি ব্যতীত পরমাত্মাকে কে দর্শন পায় নিজ ইষ্টদেবকে ॥ ৫৮ ॥

'একো বশী' কঠ (২।২।১২) সরলার্থ মূলে । স্মৃতিতে—ঐশ্বর্যাপূর্ণ হেতু ভগবান্ সর্ববিরুদ্ধ শক্তিযুক্ত বলিয়া বর্ণিত । তথাপি পরমেশ্বরে কোনপ্রকার দোষ আহরণ কর্ত্তব্য নহে । গুণসকল বিরুদ্ধ হইলেও চতুর্দিক হইতে সংগ্রহ করিবে । মৎস্যপুরাণেও—

পরতত্ত্ব বিষ্ণু একই, যেহেতু বিষ্ণু সেই হেতু সর্ব্বত্রও থাকিতে পারেন এ বিষয়ে সংশয় নাই । ঐশ্বর্যাপূর্ণ হেতু একরূপ হইয়া সূর্যবৎ বহুধা দৃশ্য হন ॥ ৫৬ ॥

'সর্ব্বভূতে' ইত্যাদি সরলার্থ ॥ ৫৭ ॥

নারায়ণাধ্যাত্মে সরলার্থ ॥ ৫৮ ॥

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম,
ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম. ॥ ৫৯ ॥

টীকা

নারায়ণ ইতি—নারায়ণোপনিষদি। ব্রহ্মশব্দস্তু নিঃসীমাতিশয় গুণ-যোগাদ্ ভগবত্যেব বর্ত্ততে। ঋতং সত্যরূপং, সত্যং সর্ব্বসত্তাদত্রাব্যভিচারী সত্তাকমিত্যর্থঃ। কৃষ্ণশ্চাসৌ পিঙ্গলঃ পরমনিধিরূপশ্চ, তদিতি ব্রহ্মবিশেষণং পুরুষ রূপঞ্চ, "পিঙ্গলো নাগভিদ্রুদ্রচণ্ডাংশু-পারিপার্শ্বকে নিধিভেদে কপৌ বহ্নৌ পুংসি স্যাৎ কপিলে ত্ববদিতি—মেদিনী। অত্র পুরুষমিতি কৃষ্ণপিঙ্গলমিতি চ ব্রহ্মবিশেষণত্বেঽপি ছান্দসং জ্ঞেয়ম। স্ফুটার্থ মন্যৎ। বিষ্ণুপুরাণে (১।২১ ৫৯. ৬১. ৬২) চ—সর্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণঃ পরম্। মূর্তং তদ্‌যোগিভিঃ পূর্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে॥ স পরঃ সর্বশক্তীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ। মূর্ত্তব্রহ্ম মহাভাগ সর্ব্বব্রহ্মময়ো হরিঃ॥ (বিপু ১।২২.৬১) তত্র সর্বমিদং প্রোতমোতঞ্চৈবাখিলং জগৎ ইতি। অন্যত্র চ—ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমা চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা। ইতি ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ

নারায়ণ উপনিষদে (   ) নারায়ণ পরব্রহ্ম, নারায়ণ পরতত্ত্ব, ঋত সত্য পরং ব্রহ্ম পুরুষ কৃষ্ণপিঙ্গল ॥ ৫৯ ॥

'নারায়ণ' ইতি নারায়ণ উপনিষদে। 'ব্রহ্ম'-শব্দ কিন্তু নিঃসীমাতিশয় গুণযোগ হেতু ভগবানেই বর্তে। ঋতং—সত্যরূপ। সত্যং—সর্ব্বসত্তা দাতা হইয়াও নিজ সত্তায় অটল। কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ—কৃষ্ণ ও পীত মিশ্রিত বর্ণ পরম নিধি স্বরূপ তত্ত্ব, ইহা ব্রহ্মের বিশেষণ এবং পুরুষ রূপেরও বিশেষণ। মেদিনীকোষে—পিঙ্গল শব্দের অর্থ—নাগ বিশেষ, রুদ্র ও সূর্যের পার্ষদ, নিধি ভেদ, বানর, অগ্নি ও কপিশ বর্ণকে বুঝায়। এস্থলে পুরুষং ও কৃষ্ণপিঙ্গলং এই দুইটি পদ ব্রহ্মের বিশেষণ হইলেও বৈদিক প্রয়োগ। অন্য সরলার্থ। বিষ্ণু-পুরাণেও (১।২২ ৫৯, ৬১. ৬২) সর্ব্বশক্তিময় বিষ্ণু ব্রহ্মের পরম স্বরূপ। তাহা মূর্ত ব্রহ্ম. যোগিগণ কর্তৃক যোগের প্রারম্ভে চিন্তিত হন। তিনি সর্ব্বশক্তির

৫। অথ দুর্লভত্বম্।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম ॥ ৬০ ॥

টীকা

নায়মিতি মুণ্ডকে (৩।২।৩) কাঠকে (১।২।২৩) অপৌরুষেবমেব বর্ত্ততে প্রবচনেন ভক্তিহীনেন বেদাধ্যয়নেন ইত্যর্থঃ। মেধয়া তদ্বিহীনয়া, বহুধা শ্রুতেন বহু ব্যাখাতৃ মুখতঃ শাস্ত্রশ্রবণেন চ তদ্বিহীনেনেত্যর্থঃ। তর্হি কথং লভ্যস্তত্রাহ—যমিতি যং জীবং এষ হরির্বৃণুতে তদ্ভক্তি পরিতুষ্টঃ স্বকীয়ত্বেন স্বীকরোতি তেনৈব বৃতেন লভ্যঃ সন্ স্বাং তনুং মূর্ত্তিং তস্য বিবৃণুতে তাদৃশ গুণকর্ম্মবিশিষ্টাং তাং দর্শয়তীতি ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ

অনন্তর শ্রীবিষ্ণুর দুর্লভত্ব প্রদর্শিত হইবেন—এই পরমাত্মা বেদার্থ জ্ঞান দ্বারা লভ্য নহেন বোধশক্তি বা স্মৃতিশক্তি দ্বারা নহেন, বহু শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও লভ্য নহেন. অন্তর্যামিরূপে বা আচার্যরূপে ইনি যে সাধককে অনুগ্রহ করেন, সেই সাধক কর্তৃক লভ্য হন ভগবান্, ঐ সাধকের নিকট এই পরমাত্মা নিজ শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ প্রকাশ করেন (মুণ্ডক ৩।২।৩ কঠ ১।২।২৩) ॥ ৬০ ॥

শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মের সমান. হে মহাভাগ, মূর্ত ব্রহ্ম সর্ব্বব্রহ্মময় হরি॥ এই সমগ্র বিশ্ব শ্রীবিষ্ণুতে ওত-প্রোত-ভাবে রহিয়াছে॥" অন্যত্রও ব্রহ্মা, শম্ভু ঐরূপ সূর্য. চন্দ্র ইন্দ্র প্রভৃতি এবং অন্য সকলেই বিষ্ণুতেজ দ্বারা যুক্ত রহিয়াছেন ॥৫৯॥

'নায়ম্' ইত্যাদি মুণ্ডকে (৩।২।৩) ও কাঠকে (১।২।২৩) একই শ্রুতি একরূপেই আছেন। প্রবচন—ভক্তিহীন বেদাধ্যয়ন দ্বারা, মেধা—ভক্তিহীন মেধা দ্বারা এবং বহুব্যাখ্যাতার মুখ হইতে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও ভক্তিবিহীন ব্যক্তির শ্রীহরিদর্শন লাভ হয় না। তাহা হইলে কি প্রকারে লাভ হয়? তাহাই বলিতেছেন—যে জীবকে এই শ্রীহরি সাধকের ভক্তিদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া নিজজনরূপে স্বীকার করেন সেই স্বীকৃত ব্যক্তি দ্বারা লভ্য হন এবং নিজ মূর্তিকে তাহার নিকট অপ্রাকৃত গুণলীলাবিশিষ্টরূপে দর্শন করান ॥ ৬০ ॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৬১॥
নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্ত মনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈন মাপ্নুয়াৎ ॥৬২॥ (কঠ ১।২।২৪)

টীকা

নায়মিতি মুণ্ডকে (৩।২৪) চ—বলং ভক্তিস্তদ্ধীনেন জনেন ন লভ্যঃ, কিন্তু বলেনৈব তেন লভ্য ইত্যর্থঃ। প্রমাদান্ন লভ্যঃ, কিংতু অপ্রমাদেন জিতেন্দ্রিয়ত্বেনৈব লভ্য ইত্যর্থঃ। অলিঙ্গাৎ তপসো ন লভ্যোঽপিতু শাস্ত্রীয় বিধি চিহ্নিতেন তপসা লভ্য ইত্যর্থঃ। এতৈর্বলাদিভিরুপায়ৈঃ যো বিদ্বান্ যততে তল্লাভার্থং প্রবর্ততে তস্যৈষ আত্মা হরির্বিশতে মিলতীত্যর্থঃ। 'যুধিষ্ঠিরং প্রবিষ্টোঽয়ং ব্রাহ্মণো ভগবৎ প্রিয়ঃ' ইতি বৎ। স কীদৃগিত্যাহ—ব্রহ্মধামেতি বৃহদ্গুণকঃ সর্বাশ্রয়শ্চেত্যর্থঃ ॥৬১॥

অনুবাদ

মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।৪) এই শ্রীহরি বলহীন (সাধননিষ্ঠাজনিত ধৈর্য্যহীন) ব্যক্তিদ্বারা লভ্য হন না, প্রমাদ হেতু (আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগ বৈরাগ্যহীন তপস্যা দ্বারা শ্রীহরি লভ্য নহেন। কিন্তু এই সকল সাধন দ্বারা যে বিদ্বান্ যত্ন করেন, তাঁহার এই আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন। ৬১॥

মূলানুবাদ—কঠোপনিষদে (১।২।২৪) যে ব্যক্তি দুশ্চরিত হইতে বিরত হয় নাই। অশান্ত—ইন্দ্রিয় জয় হয় নাই। একাগ্রচিত্ত নহে, অশান্ত মন ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা এই শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারে না ॥৬২॥

'নায়মিতি' মুণ্ডক (৩।২।৪) বল – ভক্তি, ভক্তিহীন ব্যক্তিদ্বারা লভ্য নন, কিন্তু ভক্তিবলে ভক্ত কর্ত্তৃক লভ্য। প্রমাদ দ্বারা লভ্য নন, কিন্তু অপ্রমাদ দ্বারা জিতেন্দ্রিয় সাধক কর্তৃক লভ্য। অলিঙ্গ—ভক্তি সংস্কার হীন তপস্যা দ্বারা লভ্য নন। পরন্তু শাস্ত্রীয় বিধানে ভক্তিসংস্কার যুক্ত তপস্যা দ্বারা লভ্য হন। এই সকল ভক্তি সাধন দ্বারা যে বিদ্বান্ শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম লাভের জন্য প্রবৃত্ত হন, তাহার নিকট এই আত্মা—শ্রীহরি মিলিত হন, দর্শন দেন—এই ভগবৎ প্রিয় ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রবিষ্ট হইলেন—এইরূপ। সেই কিরূপ – ব্রহ্মধাম – বৃহদ্গুণ যুক্ত সর্বাশ্রয় বৈকুণ্ঠ ॥৬১॥

মনোময়ঃ প্রাণ শরীরো ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর ইতি। (ছা ৩।১৪।২) ॥৬৩॥

টীকা

নাবিরত ইতি কাঠকে। দুশ্চরিতাদবিরতো দুরাচারী এনং হরিং নাপ্নুয়াৎ। অশান্তোঽজিত বহিরিন্দ্রিয়ঃ। অসমাহিতোঽকৃত সমাধিঃ অশান্তমনসোঽজিতান্তরিন্দ্রিয়শ্চ নাপ্নুয়াৎ, কিন্তু সদাচারবান্ শমাদ্যুপেতো ধ্যাননিষ্ঠঃ প্রজ্ঞানেন প্রেম্না প্রাপ্নুয়াদ্দেবমিতি। ৬২॥

মনোময় ইতি ছান্দোগ্যে (৩।১৪।২) মনোময়ঃ শুদ্ধমনো গ্রাহ্যঃ প্রাণ শরীরঃ প্রাণনিয়ন্তা প্রেষ্ঠমূর্তিরিতি বা, ভারূপঃ প্রকাশস্বরূপঃ চৈতন্যঘন ইতি যাবৎ। সত্যসংকল্পঃ সফলমানসক্রিয়ঃ, আকাশাত্মা সর্বগতঃ, সর্ব্বকর্ম্মা বিচিত্র

অনুবাদ

ছান্দোগ্যে (৩।১৪।২) যিনি মনোময়, প্রাণশরীর, জ্যোতির্ময়, সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা – সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্ব-জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন। অবাকী—মৌনাবলম্বী অনাদর – অনপেক্ষ বা অসঙ্গ—শ্রীহরি ॥৬৩॥

টীকানুবাদ –নাবিরত ইত্যাদি কাঠকে (১।২।২৪) যে ব্যক্তি দুরাচারী সেই ব্যক্তি শ্রীহরিকে পায় না। অশান্ত – অজিত-বহিরিন্দ্রিয়; অসমাহিত—অসমাধিস্থ অশান্তমনা – অজিত অন্তরিন্দ্রিয় ব্যক্তিও শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারে না। কিন্তু সদাচারবান্ শমাদিগুণ যুক্ত ধ্যান নিষ্ঠ প্রেমভক্তি দ্বারা (প্রজ্ঞান দ্বারা) শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয় ॥৬২॥

"মনোময়" ইত্যাদি ছান্দোগ্যে (৩।১৪।২) মনোময়—শুদ্ধমনোগ্রাহ্য, প্রাণনিয়ন্তা প্রেষ্ঠমূর্ত্তি, ভারূপ—প্রকাশস্বরূপ চৈতন্য ঘন,—সত্যসঙ্কল্প সফল মানসক্রিয়, আকাশাত্মা—সর্ব্বগত, সর্বকর্মা – বিচিত্র নানালীল, সর্বকাম—

অপরে তু (মুণ্ডক ২।২।৮) "মনোময়ঃ প্রাণশরীর নেতা"। স এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্, অয়ং পুরুষো মনোময়ো হ্যমৃতময়ো

টীকা

নানা লীলঃ সর্ব্বকামো নিখিল ভোগ্য সম্পন্নঃ। তদেবাহ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইতি। অশব্দমস্পর্শ ইত্যাদৌ প্রাকৃতগন্ধাদিনিষেধাৎ অপ্রাকৃত-স্বাসাধারণ গন্ধাদি সম্পন্ন ইতি যাবৎ। শব্দস্পর্শরূপোপলক্ষণার্থমাহ—সর্বমিতি। ইদং গন্ধাদি ভোগ্যং সর্ব্বমভ্যাত্তোঽভিতো গৃহ্নন্ বিভাতি, ইত্যর্থঃ। ভাবক্তান্তাদর্শ-আত্ত চিপদসিদ্ধিঃ 'ভুক্তো ব্রাহ্মণ' ইতিবৎ। অবাক্যশ্চাসৌ নাদরশ্চেতি বিগ্রহঃ। অবাক্যঃ সিদ্ধ সর্বার্থত্বেন যাচনাবাক্শূন্যঃ, নাদরঃ ব্রহ্মাদি জগৎ তৃণীকৃত্যা-সুখমাসীন ইত্যর্থঃ। যদ্বা—অবাক্যঃ কার্ৎস্নেন বাচামগোচরঃ, নাদরঃ নাস্ত্যা-দরঃ স্বেতরেষু যস্য সঃ, সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বৈরাদ্রিয়মাণোঽসৌ নাস্য কশ্চিদ-প্যাদরণীয় ইত্যর্থঃ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক ইতি (শ্বে ৩।৯) শ্রুত্য-ন্তরাৎ। নাদর আত্ম সম্ভাবনা শূন্য ইতি বা, বিভক্তিবিপরিণামেনৈবংভূতং হরিং উপাসীতেতি শেষঃ ॥৬৩॥

অনুবাদ

মুণ্ডকে (২।২।৮) "মনোময় প্রাণ শরীর নায়ক।" সেই ইনি হৃদয়া-কাশে পুরুষ মনোময়, অমৃতময়, হিরন্ময়। শ্বেতাশ্বতরে (৩।১৩)—হৃদয়দ্বারা

নিখিলভোগসম্পন্ন, তাহাই বলিতেছেন—সর্বগন্ধ সর্বরস। অশব্দমস্পর্শ ইত্যাদি স্থলে প্রাকৃত গন্ধাদিনিষেধ অপ্রাকৃত স্ব অসাধারণ গন্ধাদি সম্পন্ন। শব্দস্পর্শ ও রূপ উপলক্ষণে বলিতেছেন সর্বমিদং—এই গন্ধাদিভোগ্য সর্বভাবে গ্রহণ করিয়া বিরাজিত আছেন। অবাক্যনাদর—কর্মধারয় সমাস, সর্বার্থ সিদ্ধ বলিয়া যাচ্ঞা বাক্য শূন্য, নাদর—ব্রহ্মাদি জগৎকে তৃণতুল্যজ্ঞান করিয়া সুখে অবস্থিত অথবা—অবাক্য—সম্পূর্ণরূপে বাক্যের অগোচর, নাদর—নিজভিন্ন অন্যেতে আদরহীন সর্বেশ্বর হেতু সকল কর্তৃক আদ্রিয়মান শ্রীহরি, ইহার কেহই আদরণীয় নাই। "বৃক্ষের ন্যায় উন্নতশির স্বর্গে একমাত্র অদ্বিতীয় অবস্থিত আছেন" ইহা (শ্বেতা ৩।৯)। এইরূপ শ্রীহরিকে উপাসনা করিবে ॥৬৩॥

হিরন্ময়ঃ হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তীতি ॥৬৪॥ (শ্বেতা ৩।১৩)

টীকা

অপ্রাণো হ্যমনা ইতি শ্রুতিস্তু প্রাকৃতে প্রাণমনসী তত্র নিষেধয়তি, ন তু স্বরূপানুবন্ধিনী প্রাণমনসী। ইতরথা—(ঋক্ ১০।১২৯।২) ন মৃত্যুরাসীদ-মৃতং ন তর্হি, রাত্র্যাহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং, তস্মা-দ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাসেতি॥ যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মকো ব্যক্তিঃ। কিমা-ত্মকো ভগবান্, জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকশ্চেতি বুদ্ধিমনোঽঙ্গ প্রত্যঙ্গবত্ত্বাং ভগ-বতো লক্ষয়ামহে। বুদ্ধিবান্ মনোবান্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্ ইতি শ্রুত্যোর্ব্যাকোপঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

অর্থশ্চ—তর্হি মহাপ্রলয়ে মৃত্যুর্নাসীৎ, অমৃতং সুধা চ নাসীৎ রাত্রে রহ্নশ্চ প্রকেতশ্চিহ্নভূতশ্চন্দ্রো রবিশ্চামৃতভোক্তা নাসীৎ, স্বধয়া পিতৃভাগেন সহেতি যোজ্যং। নমু এবং শূন্যবাদাপত্তিরিতি চেৎ তত্রাহ—তদেকমবাতং বায়ুবিকার প্রাণরহিতং ব্রহ্মানীৎ, স্বরূপানুবন্ধিনা ঋগাদ্যাত্মকেন প্রাণেন অশ্বসীদিত্যর্থঃ। অন-প্রাণন ইত্যস্য রূপম্। তস্মাৎ অন্যৎ পরঞ্চ ন, না স হ স্ফুটং—মনোবান্

অনুবাদ

মনীষা দ্বারা, মনের দ্বারা সমর্থিত শ্রীহরি, ইহা জানেন তাঁহারা অমর হন ॥৬৪॥

টীকানুবাদ—'অপ্রাণ অমনা' ইত্যাদি শ্রুতি—শ্রীহরিতে প্রাকৃত প্রাণমন নিষেধ করিতেছেন। ভগবানের স্বরূপানুবন্ধী প্রাণমন নিষেধ করেন না। তাহা না হইলে—(ঋক্ ১০।১২৯।২) মহাপ্রলয়ে মৃত্যু ছিল না। অমৃত সুধাও ছিলনা। তাহা হইলে দিবারাত্রির প্রকেত চিহ্নস্বরূপ সূর্যচন্দ্রও ছিল না, স্বধয়া—পিতৃ ভাগের সহিত অমৃতভোক্তা ছিলনা, বায়ু ব্যতীতই ব্রহ্ম বাঁচিয়া ছিল একমাত্র বায়ু বিকার প্রাণ ছিল না, কিন্তু স্বরূপানুবন্ধি বেদাত্মক প্রাণদ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিতেন। অতএব অন্যপর কিছুই ছিলনা (তৈঃ ব্রাঃ ২।৮।৯।৪, নিরুক্ত ৭।৩।) শ্রীভগবানের স্বরূপ ও বিগ্রহ একই। কি স্বরূপ? জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মক

৬। অথ সর্ব্ববশীকারিত্বম্ ।—

যো দেবানামধিপো যস্মিল্লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশো দ্বিপদশ্চতুষ্পদস্তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৬৫॥

(বৃহ ৪।৪।২২, ৫।৬।১) স বা এষ মহান্ অজ, আত্মা সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ, সর্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চন।

টীকা

সমনা ইত্যর্থঃ। অপরেতু ইতি হৃদেতি হৃৎপদ্মে মনীষয়া নিশ্চিত্য মনসা যোঽভিক্লৃপ্তোধ্যাতো ভবতীত্যর্থঃ ॥৬৪।

যো দেবানামিতি। দ্বিপদশ্চতুষ্পদ ইত্যনেন তস্য স্বশক্ত্যা সর্বস্বরূপত্বং দর্শিতম্। হবিষা বিধেম তদর্থং হবিস্তদুপলক্ষিতং যজনং করিষ্যাম ইত্যর্থঃ ॥৬৫॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ – অথ শ্রীভগবানের সর্ব্ববশীকারিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—যিনি দেবগণের অধিপতি, যাঁহাতে লোক সমূহ আশ্রিত। যিনি ঈশ্বর দ্বিপদ চতুষ্পদ সেই দেবকে হবিদ্বারা উপাসনা করিব ॥৬৫॥

মূলানুবাদ—(বৃহদারণ্যকে ৪।৪।২২) সেই এই শ্রীহরি সকলের নিয়ন্তা, সকলের উপাস্য। সকলের অধিপতি, পরিদৃশ্যমান সকলের প্রশাসক, সর্ব্বকর্ম্মফল দাতা তিনি সাধুকর্ম্মদ্বারা শ্রেষ্ঠ হন না, অসাধু কর্ম্মদ্বারা হীন হন না, ইনিই সর্ব্বেশ্বর,

বুদ্ধি মন অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্ ভগবানের লক্ষণ, বুদ্ধিমান, মনোবান্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্ এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়, অপ্রাণ হ্যমনা শ্রুতির। এবং শূন্যবাদ আসিয়া পড়ে। অপর কেহ বলেন—হৃৎপদ্মে মনীষা দ্বারা নিশ্চয় করিয়া মন দ্বারা যিনি ধ্যাত হন ॥ ৬৪॥

টীকানুবাদ—'যো দেবানাম্' ইত্যাদি। দ্বিপদ চতুষ্পদ ইহা দ্বারা শ্রীভগবান্ নিজ শক্তিদ্বারা সর্বস্বরূপ হইতে পারেন—ইহা দেখান হইল। হবিষা বিধেন-ইহার অর্থ ঘৃত উপলক্ষণে সর্ব উপচার দ্বারা যজন করিব ॥৬৫॥

স ণ সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ ভূতাধিপতিরেষ লোকেশ্বর এষ লোকপালঃ স সেতুর্বিধরণএষাং লোকনামসংভেদায় ইতি ॥৬৬॥

যস্মাদ, ভীষণং যস্য রূপং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবা সর্ব্বাণি ভূতানি ভীত্যা পলায়ন্তে। স্বয়ং যতঃ কুতশ্চিন্ন বিভেতীতি ৬৭

টীকা

স বা ইতি। পরিষ্বঙ্গকে সর্বস্য বশী সর্ব্বনিয়ন্তা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বোপাস্যঃ, সর্ব্বকর্মফলদাতা চেত্যর্থঃ। সেতু বর্ণাশ্রমাদ্যসংকরতাহেতুঃ। যদ্বা—সিনোতের্ব্বন্ধনার্থত্বাৎ সেতুরমৃতস্য প্রাপকঃ। সেতুরিব সেতুরিতি বা, স যথা নদ্যাদিষু কূলস্যোপলম্ভকঃ, তথা অয়ং সংসারপারভূতস্য মোক্ষস্য সেতু ইত্যর্থঃ। বিধরণোঽঞ্জসা কার্যেণ চ নিখিলধারক ইত্যর্থঃ। অসংভেদায় অসাঙ্কর্য্যায় ইত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥৬৬॥

যস্মাদিতি—নৃসিংহোপনিষদি নৃসিংহ মন্ত্রস্থ ভীষণ পদব্যাখ্যানে অথ

অনুবাদ

ইনিই ভূতসমূহের অধিপতি। ইনি লোকেশ্বর, ইনি লোকপাল তিনি সেতু, ধারণ কর্তা। এই লোক সমূহের বিভেদ না হইয়া যায় এই জন্য ॥৬৬॥

মূলানুবাদ—নৃসিংহ তাপনীতে [পূর্ব ২।৪] যেহেতু শ্রীনৃসিংহদেবের রূপ দর্শনে সকল লোক, দেবগণ, সকল ভূত ভয়ে পলায়ন করে, স্বয়ং কোথাও হইতে ভয় পান না। অতএব তিনি 'ভীষণ' ॥৬৭॥

টীকানুবাদ—স বা ইত্যাদি সর্ব্বস্য বশী – সর্বনিয়ন্তা, সর্বস্য ঈশান—সর্ব্ব উপাস্য ও সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা। সেতু – বর্ণাশ্রমাদি বিভাগের মিশ্রণ না হয় মর্যাদা রক্ষণ। অথবা—সেতু [সি + তুন্ সি ধাতু বন্ধন অর্থে] অমৃতের প্রাপক। অথবা – সেতুর মত, সেতু যেমন নদী প্রভৃতির অপর পারে যাওয়ার সাধন, সেইরূপ ইনি সংসারের পরপার মোক্ষের সেতু। বিধরণ—সহজেও কার্যদ্বারা নিখিল বস্তুর ধারক। অসংভেদায়—অসাঙ্কর্যার্থে। অন্য সহজার্থ ॥৬৬॥

টীকানুবাদ—'যস্মাদ,' ইত্যাদি শ্রীনৃসিংহ তাপনী (পূর্ব্ব ২।৪) নৃসিংহ মন্ত্র মধ্যে

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥৬৮॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥৬৯॥

টীকা

কস্মাদুচ্যতে ভীষণমিতি যস্মাদিতি। যস্য নৃসিংহস্য রূপং দৃষ্ট্বা ইত্যর্থঃ। স্বয়মিতি নৃসিংহ ইত্যর্থঃ ॥৬৭॥

তত্রৈব ভীষেতি। অস্মাচ্চিরাদ্ ভীষা ভীত্যা বাতো বায়ু পবতে বাতীত্যর্থঃ। তথা সূর্যঃ উদেতি, অগ্নির্জ্বলতি, ইন্দ্রো বৃষ্ট্যাদিনা পালয়তি। মৃত্যুঃ স্বকালবশং প্রাপ্তানেব প্রাণিনো নয়ন্ সর্ব্বত্র ধাবতি। যদ্যপি পঞ্চানাং অত্র গ্রহণং, তথাপি তদাদিন্যায়েন ব্রহ্মাদীনামপি গ্রহণং জ্ঞেয়ম্ ॥৬৮॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—আরও, ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, ভয়ে সূর্য উদিত হয়, ইহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, ইন্দ্রও যথা সময়ে বর্ষণ করেন, স্বয়ং মৃত্যু ভয়ে পলায়ন করে ॥৬৮।

মূলানুবাদ—কঠোপনিষদে (২।৩।৩) শ্রীহরির ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছেন। সূর্য ভয়ে তাপ দিতেছেন। ভয়ে ইন্দ্র ও বায়ু বর্ষণ ও প্রবহণ করিতেছেন। মৃত্যু কালের বশীভূত প্রাণিগণকে লইয়া ধাবিত হইতেছেন ।৬৯॥

ভীষণ পদ ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে—অথ কিহেতু ভগবান্‌কে ভীষণ বলা হয়—যে নৃসিংহ ভগবানের রূপ দর্শন করিয়া সকল লোক ভয়ে পলায়ণ করে, কিন্তু স্বয়ং শ্রীনৃসিংহ কোথাও হইতে ভয় পান না। অতএব তিনি ভীষণ ॥ ৬৭ ॥

টীকানুবাদ—সেই তাপনীতেই 'ভীষা' ইত্যাদি। ইঁহা হইতে চিরকাল ভয় পাইয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন। সেইরূপ সূর্য উদিত হইতেছেন। অগ্নি জ্বলিতেছেন। ইন্দ্র বৃষ্টি দান দ্বারা পালন করিতেছেন। মৃত্যু স্ব-কালের বশীভূত প্রাণিগণকেই লইয়া সর্ব্বত্র ধাবিত হইতেছেন। যদিও এই মন্ত্রে মাত্র পঞ্চজনের নাম উল্লেখ আছে, তথাপি ইহাঁদেরকে আদি করিয়া ব্রহ্মাদিকেও গ্রহণ করিতে হইবে ॥৬৮॥

সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃদ্ (শ্বে ৩।১৭) ইতি ॥৭০॥
তস্য বাক্ তন্তি র্নামানি দামানি তস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সর্ব্বং সিতমিতি ॥৭১॥

টীকা

ভয়াদিতি কঠবল্ল্যাম্ (২।৩।৩) ॥৬৯॥

সর্বস্যেতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। প্রভাবশালিত্বং প্রভুত্বং নিয়ন্তৃত্বমীশানত্বং দুঃখহরত্বং শরণত্বং সৌহার্দাং নির্নিমিত্তহিত কৃত্বং চানেন দর্শিতং জ্ঞেয়ম্। 'সসুরাসুরগন্ধর্ব-সযক্ষোরগরাক্ষসং। জগদ্বশে বর্ততেদং কৃষ্ণস্য স চরাচরম্ ॥' ইতি ভারতোক্তেঃ। বর্তত ইত্যত্র সন্ধিস্তার্ষঃ। অবর্ত্তত ইতি পদচ্ছেদেঽপি বর্তমান এব তাৎপর্যাং, তেন সদৈব বর্তত ইত্যর্থোঽবগত ইত্যর্থঃ ॥৭০॥

তস্যেতি। তন্তী রজ্জুঃ বাগেব তন্তিরিব তন্তি। তৎ সংযুক্তানি নামানি দামানীব। অমুকস্ত্বমেবং করিষ্যসীত্যাজ্ঞয়া বদ্ধমিত্যর্থঃ ॥৭১॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্বেতাশ্বতরে (৩।১৭) সকলের প্রভু ও নিয়ন্তা, সকলের আশ্রয় ও সুহৃদ্ শ্রীহরি ॥৭০॥

মূলানুবাদ—শ্রীহরির বাক্য রজ্জু স্বরূপ, নাম সমূহ দাম স্বরূপ, শ্রীহরির বাক্যরূপ রজ্জুর সহিত এবং নামরূপ দাম দ্বারা বিশ্বের সকল বস্তুই গ্রথিত আছে ॥৭১॥

টীকানুবাদ—'ভয়াদ্' ইত্যাদি কঠবল্লীতে (২।৩।৩) ॥৬৯।

'সর্ব্বস্য' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে (৩।১৭) প্রভাবশালিতা—প্রভুত্ব, ঈশান—নিয়ন্তা, শরণ—দুঃখহারী, সুহৃৎ—নির্নিমিত্ত হিতকারী শ্রীহরি। দেব অসুর গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস সর্প চরাচর সহিত এই জগৎ শ্রীকৃষ্ণের বশে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে—ইহা মহাভারতে বর্ণিত। 'বর্ততেদং' এ স্থলে সন্ধি আর্ষ-প্রয়োগ ॥৭০॥

টীকানুবাদ—'তস্য' ইত্যাদি। তন্তী—রজ্জু শ্রীহরিবাক্যই রজ্জুর ন্যায়, তাহার সহিত সংযুক্ত নাম সমূহ 'দাম'বৎ। অমুক তুমি এইরূপ করিবে—এই আজ্ঞা দ্বারা বদ্ধ—সিত ॥৭১॥

স বা এষ মহানজ আত্মা সর্বস্য বশী, সর্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিরিতি (বৃহ ৪।৪।২২) ॥৭২ ॥

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দৈবতানাং পরমংচ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥৭৩ ॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥৭৪॥

টীকা

স বা ইতি স্ফুটার্থা ॥৭২॥

তমিতি শ্বেতাশ্বতরে (৬।৭) ঈশ্বরাণাং চতুর্মুখশিবাদীনাং যদ্বা—ঈশ্বরাণামীশ্বরয়োর্ব্রহ্মশিবয়োরীশ্বরো নিয়ামকঃ বহুত্বেন ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতা ব্রহ্মাদয়ো গৃহ্যন্তে। এবং পরত্রাপি। দৈবতানামিন্দ্রাদীনাং পতীনাং দক্ষাদীনামিত্যর্থঃ ॥৭৩॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—এই শ্রীহরি সকলের নিয়ন্তা, সকলের উপাস্য, সকলের শাসন কর্তা অধিপতি (বৃহঃ ৪।৪।২২) ॥৭২॥

৭। অথ সর্বারাধ্য শ্রীভগবান

শ্বেতাশ্বতরে (৬ ৭,৩ ৮) ব্রহ্মা ও শিবাদির পরম নিয়ামক অধি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা শিবাদিরও নিরঙ্কুশ মহেশ্বরকে, সেই ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরমদেবকে, প্রজাপতি দক্ষাদিরও পরম পতিকে, জগৎপতিকে স্তবনীয় দেবকে আমরা জানি ॥৭৩॥

'স বা এষ' ইত্যাদি। সেই এই মহান্ অজ আত্মা শ্রীহরি সকলের নিয়ন্তা উপাস্য শাসনকর্তা অধিপতি (বৃহ ৪।৪।২২) ॥৭২॥

টীকানুবাদ—'তমিতি' শ্বেতাশ্বতরে (৬।৭) চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও শিবাদি ঈশ্বরগণের অথবা—ঈশ্বরগণের ঈশ্বরদ্বয় ব্রহ্মা ও শিবের ঈশ্বর নিয়ামক পরম মহেশ্বর। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে ব্রহ্মাদি তাহাদের গ্রহণ করিয়া বহুবচনে শ্রুতি বলিতেছেন। পরবর্তী ব্যাখ্যাও এইরূপ হইবে। ইন্দ্রাদি দেবগণের পরম দৈবত। দক্ষাদি পতিগণের পরম পতি ॥৭৩॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণং তমসস্তু পারে।
তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥৭৫॥
যং সর্ব্বে দেবা আনমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ (নৃসিংহ তা ৫।১৬) ॥ইতি ॥৭৬॥

টীকা

বেদাহমিতি (শ্বে ৩।৮) তমীশ্বরমহং বেদ প্রত্যক্ষতঃ পশ্যামি নমামি চেত্যর্থঃ। আদিত্যবর্ণং স্বপ্রকাশস্বরূপং, তমসঃ প্রকৃতেঃ। অয়নায় অঘ-নাশনায় মোক্ষায়েত্যর্থঃ ॥৭৪॥

বেদাহমিতি পুরুষসূক্তৌ অর্থাস্তু পূর্ববৎ ॥৭৫॥

অনুবাদ

এই স্বপ্রকাশ মায়াতীত সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিলেই লোক মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে আত্যন্তিক ভাবে। কারণ ইহা ব্যতীত পরমার্থ লাভের অন্য কোন উপায় নাই ॥৭৪॥

এই পুরুষ সূক্তে (   ) এই স্বপ্রকাশ গৌরবর্ণ মায়াতীত মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিয়াই বিদ্বান্ ইহলোকে অমৃত-অভয় লাভ করে। ইহা ব্যতীত পরমার্থ লাভের অন্য পথ নাই ॥৭৫॥

মূলানুবাদ—নৃসিংহ তাপনীতে (পূ ৫।১৬) দেবগণ প্রজাপতির নিকট প্রশ্ন করিলেন ব্রহ্মন্ কি কারণে শ্রীনৃসিংহ দেবকে 'নমামি' বলা যায়? উত্তরে —যেহেতু স্বীয় মহিমা প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত গুণ বিশিষ্ট মূল নৃসিংহ ব্যূহকে পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক নিবাসী দেবতাগণ নমস্কার করিয়া থাকেন, অতএব তিনিই সর্বনমস্য গুণবিশিষ্ট উপাস্য এবং মুমুক্ষু ও ব্রহ্মবাদীরাও

"বেদাহম্" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে (৩ ৮) সেই মহাপুরুষ ঈশ্বরকে আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ও প্রণাম করিতেছি। তিনি আদিত্যবর্ণ স্বপ্রকাশ স্বরূপ। তিনি তমঃ—প্রকৃতির পরপারে। অয়নায়—অঘনাশ জন্য মোক্ষের জন্য ॥৭৪॥

'বেদাহম্' ইত্যাদি পুরুষ সূক্তিতে অর্থ পূর্ববৎ ॥৭৫॥

টীকা

যমিতি—শ্রীনৃসিংহ তাপন্যাং। দেবা ইতি পৃথিব্যন্তরীক্ষ-নাক-ব্রহ্মলোক নিবাসিনো যে ভগবদ্ ভক্তাস্তে সবে দেবা। ইত্যর্থঃ। সংসার বিজিগীষু-ত্বান্মোক্ষ শালিত্বাচ্চ। স্ফুটমন্যৎ। যদ্বা—দেবাবিষয়িনঃ, ততশ্চ মুমুক্ষব ইত্যত উত্তর পাঠাদ্ ব্রহ্মবাদি শব্দেন ক্রমোৎকর্ষ দৃষ্ট্যা তদুপদেষ্টারো মুক্তা এব ভবন্তে। ব্রহ্মণি বদন্তে প্রকাশন্তে ইতি ব্রহ্মণা বদিতুং স্থিরীভবিতুং শীল-মেষাস্তে ব্রহ্মবাদিনো মুক্তা ইতি বা, বদস্থৈর্যে। ইতি স্মরণাৎ। অত্র শ্রীমধ্বা-চার্য্য ধৃতা শ্রুতিঃ—মুক্তা হ্যেনমুপাসতে ইতি। এবমাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাদিতি (১।৩।২) মুক্তানামুপসৃপ্যা উপসৃপ্যত্বং সেবনেন লভ্যত্বং ভাবপ্রধান নির্দেশোঽয়ং। তস্য ব্যপদেশাৎ কথনাৎ। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণমিত্যাদৌ তথোক্তেঃ ॥৭৬॥

অনুবাদ

তাঁহাকে নমস্কার করেন। অথবা মুমুক্ষু ও মুক্ত ইহারাও শ্রীনৃসিংহকে নমস্কার করেন ॥৭৬॥

টীকানুবাদ—'যম্' ইত্যাদি শ্রীনৃসিংহ তাপনিতে (৫।১৬) দেবগণ অর্থাৎ পৃথিবী, আকাশ, দেবলোক ও ব্রহ্মলোক নিবাসী যে ভগবদ্ ভক্তগণ তাহারা সকলেই, দেবগণ, সংসার জয় করিতে ইচ্ছুক অতএব মুমুক্ষু এবং যাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্মবাদী॥ অন্য সমূহ সরলার্থ। অথবা—দেবগণ অর্থে বিষয়িগণ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ মুমুক্ষুগণ, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাবাদিগণ। পর পর ক্রমে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিতে তাহাদের উপদেষ্টাগণ অতএব মুক্ত। ব্রহ্মকে প্রকাশ করেন—এই অর্থে, অথবা—ব্রহ্মসহ স্থির হইতে চেষ্টাশীল, অতএব ব্রহ্মবাদি শব্দের অর্থ মুক্তগণ। বদ্ ধাতুর অর্থ স্থৈর্য। শ্রীশঙ্করাচার্য পাদ অর্থ করিয়াছেন—মুক্তগণও শ্রীভগবানের লীলা-সঙ্গী হইয়া শ্রীভগবানকে ভজন করেন। এস্থলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য উদ্ধৃত শ্রুতি—মুক্তগণই এই শ্রীভগবানকে উপাসনা করেন। শ্রী ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান ব্যাসদেব এইরূপ বলিয়াছেন (১।৩।২) মুক্তগণের উপসৃপ্য অর্থাৎ সেবাদ্বারা

মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দস্বরূপিণীতি ॥৭৭॥

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশনি (বৃহ ৪।৪।১২) ইত্যাদ্যাঃ ॥৭৮॥

মধ্যে বা মনসাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে (কঠ ২।২।৩) ইতি ॥৭৯॥

তং দুর্দর্শং গূঢ় মনু প্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি (কঠ ১।২।১২) ॥৮০॥

টীকা

মুক্তানামিতি শ্রীভগবদুপনিষৎসু। নিত্যেতি তৎস্বরূপ লক্ষণমেব। ৭৭॥

স বা ইত্যাদ্যাসু সর্ব্বোপাস্যত্বং দর্শিতমেব ॥৭৮॥

মধ্য ইতি মন্ত্রবর্ণঃ স্ফুটার্থঃ ॥৭৯॥

অনুবাদ

মুক্তগণেরও ভক্তি নিশ্চয়ই নিত্য আনন্দস্বরূপিণী। ৭৭॥

সেই এই শ্রীহরি সকলের বশয়িতা ও সকলের প্রভু ইত্যাদি ॥৭৮॥

হৃদয় পদ্মে অবস্থিত বামন—অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ শ্রীহরিকে সকল দেবগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) উপাসনা করেন। (কঠ ২।২।৩) ॥৭৯॥

যম নচিকেতাকে বলিতেছেন—দুর্লভদর্শন সেই হৃদয় গুহামধ্যে গূঢ়ভাবে জীবাত্মার সহিত অনুপ্রবিষ্ট এবং হৃদয়ের মঙ্গলকারী হৃদয়ে উপাস্য, সনাতন লভ্য শ্রীভগবান্। শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে—(মুণ্ডক ৩।১।৩) যখন উপাসক সুবর্ণবর্ণ গৌরহরিকে, সর্ব জগতের কর্তা পরমেশ্বর, পরিপূর্ণ স্বরূপ, ব্রহ্মের আশ্রয় পরব্রহ্মকে দর্শন করেন, সেইকালে সেই সাক্ষাৎকারী পুণ্য ও পাপকে সমূলে নীরাস করিয়া নির্মল পরম শুদ্ধ হইয়া নিরতিশয় সমতা মঞ্জরী ভাব প্রাপ্ত হয় ॥৭৬॥

মুক্তগণেরও ইত্যাদি শ্রীভগবৎ উপনিষদে, ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ—নিত্যানন্দ স্বরূপিণী ॥৭৭॥

'স বা' ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রীভগবানের সর্বোপাস্যত্বই দেখান হইল ॥৭৮॥

কঠ উপনিষদের 'মধ্য' ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণ সরলার্থ ॥৭৯॥

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা-ঽনাশকেন (বৃহ ৪।৪।২২) ইতি ॥৮১॥

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্‌ ইতি (মুণ্ডক ৩।১।৫) ॥৮২॥

টীকা

তমিতি দুর্দর্শং দুর্জ্ঞানং অতএব গূঢ়মনু প্রবিষ্টং গুপ্ততয়াস্থিতং 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ' ইতি স্মৃতেঃ। কেত্যাহ—গুহেতি গুহায়াং সর্বাদৃশ্যস্থানে শ্রীবৈকুণ্ঠেঽনাদিতঃ স্থিতং গহ্বরং তাদৃশং বৈকুণ্ঠোদ্যানমিষ্টং। যস্য পুরাপি নবং। অধ্যাত্মেতি ধ্যান লাভেনেত্যর্থঃ। মত্বা জ্ঞাত্বা উপাস্য চেত্যর্থঃ। ৮০॥

তমিতি বৃহদারণ্যকে। তং এতং ভগবন্তং বেদানুবচনেন ব্রহ্মচারিণঃ, দান-যজ্ঞাভ্যাং গৃহিণঃ, তপোঽনাশকাভ্যাং বনস্থ-যতী। অনাশকং ভোজন-সংকোচঃ। অত্র বেদানুবচনানি কর্ম্মাণি বিবিদিষূণামনুষ্ঠেয়ানি ভবন্তীতি ॥৮১॥

অনুবাদ

স্বপ্রকাশ লীলাময় পুরুষকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ শোক ত্যাগ করেন ॥৮০॥ (কঠ ১।২।১২)। মূলানুবাদ—সেই এই ভগবানকে বেদ অধ্যয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণ-গণ জানিতে ইচ্ছা করেন – যজ্ঞ দান তপস্যা ও উপবাস দ্বারা। (বৃহদারণ্যকে ৪ ৪।২২) ॥৮১॥

টীকানুবাদ—(কঠ) 'তম্‌' ইত্যাদি—দুর্লভ দর্শন অতএব গূঢ়, অনুপ্রবিষ্ট-গুপ্তরূপে স্থিত—আমি সকলের নিকট প্রকাশ হই না. কারণ যোগমায়া দ্বারা আবৃত থাকি—ইহা শ্রীগীতাতে। কোথায় থাকেন—গুহাতে সর্ব্বসাধারণের অদৃশ্য স্থানে শ্রীবৈকুণ্ঠে অনাদি কাল হইতে অবস্থিত। গহ্বর—ঐরূপ বন-বৈকুণ্ঠে—শ্রীবৃন্দাবন আমার অভিলষিত স্থান। যাহা অতি প্রাচীন হইয়াও নিত্য নবীন, ধ্যানগম্য। ঐ লীলাময়কে শ্রবণ মনন উপলব্ধি ও উপাসনা করিয়া ধীর ব্যক্তি প্রাকৃত হর্ষ শোক ত্যাগ করেন ॥৮০॥

"তম্‌" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে সেই এই শ্রীভগবানকে বেদ অধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মচারিগণ, দান ও যজ্ঞদ্বারা গৃহস্থগণ, তপস্যাদ্বারা বনবাসীগণ, ভোজন

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ ॥

টীকা

সত্যেনেতি মুণ্ডকে। সত্যেন সত্যভাষণেনেত্যর্থঃ। এষ আত্মা পরমেশ্বরঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥৮২॥

জ্ঞাত্বেতি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। দেবং সর্বেশ্বরং শ্রীহরিং বেদাদ্ জ্ঞাত্বা স্থিতস্য মুমুক্ষোঃ সর্বেষাং দেহ দৈহিক মমতাপাশানাং হানি চ্ছেদো

অনুবাদ

মুণ্ডক উপনিষদে—(৩।১।৫) এই পরমাত্মা শ্রীহরিই হৃদয়াকাশে নিত্য অসত্য ত্যাগ দ্বারা বা সত্য ব্যবহার দ্বারা, তপস্যা দ্বারা সম্যক্ তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা এবং ব্রহ্মচর্য দ্বারাই লভ্য হন, যাঁহাকে নির্ম্মল চিত্ত যতিগণ হৃদয়ে শুদ্ধ জ্যোতি-র্ম্ময়রূপে দর্শন করেন ॥৮২॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১।১১,১২) লীলাময় পরমেশ্বরকে জানিয়া অবি-দ্যাদি সর্ব্ববিধ বন্ধন ক্ষীণ হয়. অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ (অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ) ক্ষীণ হইলে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের কারণ বিনষ্ট হয়। সেই পরমেশ্বরের একাগ্রচিত্তে ধ্যানের ফলে দেহ পাতের পর তৃতীয় পার্ষদ দেহে অণিমাদি সর্ব্ব ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং অবশেষে ঐশ্বর্যাতীত হইয়া শুদ্ধ রাগমার্গে পূর্ণানন্দ স্বরূপে অবস্থান হয়। ইহাই জানিবার বিষয়. এই পরব্রহ্মই পরমাত্ম-রূপে সর্বজীবের অন্তরে, গোপীগণের অন্তরে এবং তৎ পতিগণের অন্তরে এবং

সঙ্কোচ দ্বারা যতিগণ শ্রীভগবানকে জানিতে ইচ্ছা করেন। এস্থলে উক্ত সাধন সমূহ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুগণের অনুষ্ঠেয় ॥৮১॥

'সত্যেন' ইত্যাদি মুণ্ডক শ্রুতিতে—সত্য দ্বারা অর্থাৎ সত্য ভাষণাদি দ্বারা এই আত্মা পরমেশ্বর লভ্য হন ॥৮২॥

টীকানুবাদ—'জ্ঞাত্বা ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে (১।১১,১২) লীলাময় সর্বেশ্বর শ্রীহরিকে বেদ হইতে জানিলে মুমুক্ষুব্যক্তির সর্ববিধ দেহ দৈহিক মমতা পাশ ছেদন হয়। উক্ত বন্ধন জন্য ক্লেশ সমূহ সহ সাধকের অপ্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ পূরণ হইলে

এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্ম সংস্থং, নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ
(শ্বে ১।১১,১২) ॥৮৩॥

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥
(শ্বে ২।১৫) ॥৮৪॥

টীকা—

ভবতি। তৎপাশ জন্যৈঃ ক্লেশৈর্বিশিষ্টস্য তস্যাপ্রারব্ধভোগে পূর্ত্তেঃ পুনঃ পুনঃ জায়মানস্য জন্ম মৃত্যু প্রহাণির্ভবতি বিড়ালীদন্তস্পর্শেন তদর্ভকস্যেব জন্মাদিনা তস্য ক্লেশো ন ভবতীত্যর্থঃ অথোত্তরোত্তরত্র তস্য দেবস্যাভিধ্যানাদ্দেহস্য লিঙ্গ-শরীরস্য ভেদে প্রধ্বংসে সতি চান্দ্র-ব্রাহ্মাপেক্ষয়া তৃতীয়ং ভাগবতং পদং, স দেবধ্যায়ী বিন্দতীতি শেষঃ। তৃতীয়ং তৎ কীদৃক্ বিশ্বৈশ্বর্য্যং কৃৎস্নবিভুতিকং কেবলং প্রকৃতিগন্ধেনাপ্যস্পৃষ্টং, ততঃ স দেবধ্যায়ী আপ্তকামো ভবতি এত-দেবাত্মকং বস্তু জ্ঞেয়ং। অতঃ পরমন্যদ্ বেদিতব্যং কিঞ্চিন্নাস্তি তস্যৈব পারতম্যাৎ ॥৮৩।

অনুবাদ

বাহিরে শ্রীরাসলীলার অধ্যক্ষ রূপে নিত্য লীলায়িত হইতেছেন। অতঃপর জানিবার আর কিছুই নাই ॥৮৩॥

(শ্বেতাশ্ব ২।১৫) যে অবস্থায় ভক্ত যোগী এই হৃদয় গুহাতে দীপ স্থানীয় স্বীয় আত্মজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বকে দর্শন করেন এবং অজ ধ্রুব সর্ব্বতত্ত্ব হইতে

পুনঃপুন জায়মান জন্মমৃত্যু প্রবাহ বন্ধ হয়। বিড়ালী দন্ত স্পর্শদ্বারা তাহার শাবকের যে রূপ কোন কষ্ট হয় না। সেইরূপ সাধকের কোন ক্লেশ হয় না। অনন্তর পর পর সেই শ্রীহরির ধ্যান ফলে সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ হইলে চান্দ্র ব্রাহ্ম দেহ অপেক্ষা তৃতীয় ভাগবত পদ সেই দেবধ্যান কারী লাভ করে। তৃতীয় পদটি কিরূপ সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্যযুক্ত, সর্ববিভূতি যুক্ত কেবল—প্রকৃতি গন্ধ স্পর্শশূন্য। অতঃপর সেই দেবধ্যানকারী আপ্তকাম হয়। এই রূপ নিজস্বরূপ বস্তু জানিবে। অতঃপর অন্য জ্ঞাতব্য কিছুই, নাই। সাধকের ইহাই পরম অবস্থা।৮৩।

সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবন্বিমুক্তিঃ, মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসতে ইতি ॥৮৫॥
আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্. (ব্রঃ সূ ৪।১।১২) ইতি ॥৮৬॥

টীকা

যদেতি তত্রৈব, দীপোপমেন আত্মতত্ত্বেন স্বজ্ঞানেন যুক্তো সংযতচিত্তো 'যুক্তসমাধৌ' মুমুক্ষুর্যদা ব্রহ্মতত্ত্বং প্রপশ্যেদ বিচিন্তয়েৎ তদা দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে ইত্যনুসঙ্গঃ। দেবং কীদৃশং অজং জন্মাদি বিকার-শূন্যম্। ধ্রুবং অচলং পূর্ণং সর্বতত্ত্বৈঃ প্রধানাদ্যৈঃ বিশিষ্টং বিশুদ্ধং তৈরস্পৃষ্টম্ ।৮৪।

সর্বদেতি সৌপর্ণ শ্রুতিঃ। ননু যাবন্মুক্তিরিত্যুক্তত্বাৎ অতঃ পরং উপা-সনায়া নিষেধঃ কিং? তত্রাহ—মুক্তা ইতি। অন্যৎ স্ফুটার্থং ॥৮৫॥

এবমাহ ভগবান্। সূত্রকারঃ—আপ্রায়ণাৎ ইতি। আপ্রায়ণাৎ মোক্ষ-

অনুবাদ

বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর জানিয়া সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥৮৪॥

সৌপর্ণ শ্রুতিতে—সর্ব্বদা এই পরমেশ্বরকে উপাসনা করিবে, যে পর্যন্ত মুক্তি না হয়, মুক্তগণই এই শ্রীভগবানকে উপাসনা করেন ॥৮৫॥

ব্রহ্মসূত্রে (৪।১।১২) মোক্ষ পর্যন্ত উপাসনা কর্তব্য এবং মোক্ষের পরেও শ্রুতিতে উপাসনার কথা দেখান হইল।৮৬।

টীকানুবাদ—'যদা' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে (২।১৫) প্রদীপের ন্যায় আত্মস্বরূপের জ্ঞানযুক্ত সংযতচিত্ত মুমুক্ষু যখন ব্রহ্মতত্ত্বকে বিশেষভাবে চিন্তা করে, তখন ইষ্ট-দেবকে জানিয়া সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ইষ্টদেব কিরূপ?—জন্মাদি বিকারশূন্য, অচল, প্রধানাদি সর্বতত্ত্বযুক্ত হইয়াও বিশুদ্ধ উহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট ।৮৪।

'সর্বদা' ইত্যাদি সৌপর্ণ শ্রুতি। প্রশ্ন—মুক্তি পর্যন্ত উপাসনার কথা বলা থাকায়, মুক্তির পর কি উপাসনার নিষেধ আছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মুক্তগণও ইহাকে উপাসনা করেন। আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ। (১।৭।১০ ভাঃ) ॥ ৮৫ ॥

এই রূপই ভগবান ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—আপ্রায়ণাৎ-মোক্ষপর্যন্ত

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে ঽনিরুক্তে ঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে ঽথ সো ঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ উদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতীতি (তৈ ২।৭) ॥৮৭॥

টীকা

পর্যন্তং তদুপাসনং কার্যাং, তত্রাপি মোক্ষে চ। কুত? হি যতঃ শ্রুতৌ তথা দৃষ্টমিতি সূত্রার্থঃ। শ্রুতিশ্চ দর্শিতৈব। অতএব শ্রীভগবদ্‌ভজনৈকানুরক্ত-শ্রীপ্রহ্লাদ-বলি প্রভৃতি মহাভাগবতসম্বন্ধমভিপ্রেত্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপ্যুক্তং— পাতালে কস্য ন প্রীতির্বিমুক্তস্যাপি জায়তে ইতি ॥৮৬।

যদেতি-তৈত্তিরীয়কে (২।৭)। এষঃ প্রমাতা জীবঃ এতস্মিন্ ভগবতি অদৃশ্যে দৃশ্যভিন্নে দ্রষ্টরি, অনাত্ম্যে আত্ম্যং স্বর্গাদি ভোগ্যং বস্তু তদ্‌ভিন্নে ভোক্তরি, অনিরুক্তে গুণানন্ত্যাৎ কার্ৎস্নেন নির্বচনাগোচরে, অনিলয়নে নিলয়নমপ্রকাশস্তদ্‌রহিতে স্বয়ং প্রকাশমানে, অন্তর্ধানং বা তদ্‌রহিতে স্বেষু

অনুবাদ

মূলানুবাদ— ব্রহ্ম আছেন অভয় ও ভয় রূপে — যখনই সাধক এই দর্শনাতীত, অশরীর অনির্বাচ্য নিরাধার বস্তুতে নির্ভীক রূপে স্থিতি লাভ করে, তখনই সে অভয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম আছেন কারণ যখনই অবিদ্বান্ সাধক এই ব্রহ্মে উদর ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার ভয় হয় (তৈত্তিরীয় ২।৭) ॥৮৭॥

শ্রীহরিকে উপাসনা করিবে। তত্রাপি—মোক্ষেও, কারণ—শ্রুতিতে ঐরূপ দৃষ্ট হয়। শ্রুতি দেখান হইয়াছে। অতএব শ্রীভগবদ্ভজনে একান্ত অনুরক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ, বলি মহারাজ প্রভৃতি মহা মহা ভাগবতগণের সম্বন্ধ একান্ত অভি-প্রেত — শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বলা হইয়াছে — পাতালে কাহার না প্রীতি? বিমুক্ত ব্যক্তিরও প্রীতি হয় ॥৮৬॥

টীকানুবাদ— 'যদা' ইত্যাদি তৈত্তিরীয়কে (২।৭) এই সাধক জীব এই শ্রীভগবানে অদৃশ্যে — দৃশ্যভিন্ন দ্রষ্টাতে, অনাত্ম্যে — আত্ম্য অর্থ — স্বর্গাদি ভোগ্য বস্তু, তদ্ভিন্নে ভোক্তাতে, অনিরুক্তে—শ্রীভগবানের গুণ অনন্তহেতু সম্পূর্ণ-রূপে বর্ণনের অযোগ্যে, অনিলয়নে—নিলয়ন-অর্থ অপ্রকাশ, তদ্‌রহিতে

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেন অনাশকেন চেতি (বৃহ ৪।৪।২২) ॥৮৮॥

এতমেব জ্ঞাত্বা মুনি র্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোক-মিচ্ছন্তিঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধৈব পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে।

টীকা

প্রত্যক্ষতো বিরাজমানে ইত্যর্থঃ। প্রতিষ্ঠাং প্রকৃষ্টাং স্থিতিমৈকান্তিকীং ভক্তি-মিত্যর্থঃ। অভয়ং তদ্ধেতুত্বাং অভয়ং গতো ভবতি। বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। উদরং অল্পং অন্তরং বিচ্ছেদং কপট-লক্ষণম্ ॥৮৭।

তমিত্যাদি বৃহদারণ্যকে। তং পরমাত্মানং বেদানু বচনাদিভির্বিবিদিষ-ন্তীতি বিবিদিষাঙ্গত্বং তেষাং বিস্ফুটম্ ।৮৮॥

আত্মা মনো লোকে সর্বাশ্রয়ে পরমাত্মনি ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণজাতিশিষ্টঃ সন্ বাল্যেন বালস্বভাবেন তিষ্ঠাসেৎ স্থাতুমিচ্ছেৎ। তর্হি বাল্যেন সদা তিষ্ঠাসেৎ।

অনুবাদ

বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২২)—সেই এই শ্রীহরিকে ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যয়ন যজ্ঞ দান তপস্যা ও অনশন ব্রত দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন ॥৮৮॥

ইহাকে জানিয়াই মানব মুনি হয়, এই ব্রহ্মলোক কামনা করিয়া যতি-গণ সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, এজন্যই প্রাচীনকালের বিদ্বান্ লোকগণ সন্তান কামনা করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন—আমরা যখন ব্রহ্মলোক লাভ

স্বয়ং প্রকাশ্যমানে, অথবা—নিলয়ন অর্থে অন্তর্ধান তদ্‌রহিতে নিজপরিকর মধ্যে প্রত্যক্ষতঃ বিরাজমানে শ্রীভগবানে প্রতিষ্ঠা—ঐকান্তিকী ভক্তি। অভয়ং— অভয়ের কারণ বলিয়া শ্রীভগবানে শরণ লইলে সাধক বিমুক্ত হয়। উদর— অল্প, অন্তর — বিচ্ছেদ অর্থ কপটতা করে, তখনই তাহার ভয় হয় ৮৭.

'তম' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে সেই পরমাত্মাকে বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করে, সুতরাং বেদাধ্যয়নাদি জ্ঞানাঙ্গ ॥ ৮৮ ॥

আত্মা — মন, লোকে— সর্ব্বাশ্রয় পরমাত্মাতে। ব্রাহ্মণ জাতি পাণ্ডিত্য ত্যাগ করিয়া শিষ্ট হইয়া বাল্যস্বভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন। তাহা হইলে

কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মা ঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি। যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণা। উভে হ্যেষণে এব ভবতঃ॥ "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিতিষ্ঠাসেত। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথো মুনির-মৌনং মৌনঞ্চ নির্বিদ্যাথো ব্রাহ্মণঃ। স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ যেন স্যাত্তেন ঈদৃশ এবাতোঽন্যদার্তমিতি ॥৮৯॥ (বৃহ ৩।৫।১)

টীকা

নেত্যাহুঃ—বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্য হিত্বা মুনির্যতবাক্ ভবেৎ, তর্হি কিং মৌনেন সদা তিষ্ঠেৎ ? নেত্যাহুঃ—মৌনমিতি পূর্ববৎ। অথ তদনন্তরং কেন স্যাদিত্যাদিকং বিমৃষ্য যেনানির্বচনীয়েন পরমাত্ম জ্ঞানে, ন তল্লাভে, ন চ স্যাৎ তেনেদৃশ উক্তপ্রকারেণ ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ। অতঃপরং আত্মজ্ঞানাদেরন্যৎ

অনুবাদ

করিয়াছি, তখন আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব ? আমাদের ইনিই আত্মা ইনিই লোক।" এই কারণে তাঁহারা পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহা পুত্রৈষণা তাহাই বিত্তৈষণা তাহাই লোকৈষণা, এই উভয়ই এষণা কামনা"। "সেইজন্য ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া বাল্যভাবে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন, ইহার পর বাল্যভাব এবং পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া মুনি হইবেন। তৎপরে অমৌন এবং মৌনভাব পরিত্যাগ করিয়া 'ব্রাহ্মণ' হইবেন। তিনি ব্রাহ্মণ কি প্রকার হন ? যে প্রকারেই হউন, তাহাকে তিনি ব্রাহ্মণই হন। ইহা ভিন্ন অন্য সমুদায়ই দুঃখজনক (বৃহ ৩।৫।১) ॥৮৯॥

কি সর্ব্বদা বাল্যভাবে থাকিবেন ;—না পরে বাল্যভাব ও পাণ্ডিত্য ত্যাগ করিয়া মুনি—বাক্‌সংযম করিবেন। তাহা হইলে কি সর্বদা মৌন থাকিবেন ? —না, ব্রাহ্মণ অমৌন ও মৌন ত্যাগ করিয়া পরে কিভাবে থাকিবেন ? ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তাহা অবর্ণনীয়। পরমাত্মজ্ঞানে নয়, বা তাহার লাভে নয়,

তস্মাদেবংবিৎ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষু শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেদিতি (বৃ ৪।৪।২৩) ॥৯০॥

টীকা

পূর্বোক্ত মনুক্তং চার্তং। যদ্বা—অতো অসতঃ পাণ্ডিত্যাদেরন্যৎ পরমাত্ম তত্ত্বমেবার্ত্তং সত্যং স্বার্থেঽণ্ ॥৮৯॥

তস্মাদিতি তত্রৈব। যস্মাৎ পরমাত্মানং বিদিত্বা পাপেন কর্মণা ন লিপ্যতে। তস্মাদেবং বিজ্ঞজনঃ শ্রদ্ধাবিত্তঃ শান্ত্যাদিশ্চ সন্ আত্মনি চিত্তে তমাত্মানং শ্রীভগবন্তং পশ্যেৎ ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। শ্রদ্ধাবিত্তঃ সুদৃঢ়শাস্ত্র বিশ্বাসঃ মুখ্যং লক্ষণমেতৎ। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানমিতি" স্মরণাৎ। শান্তো দান্ত ইতি নির্জিত বহিরন্তঃকরণঃ শান্তো হরিনিষ্ঠবুদ্ধিকঃ, দান্তো নির্জিত দ্বিবিধকরণ ইত্যপরে। উপরতো নিবৃত্ত-বিষয়রাগঃ, আত্মন্যেবেত্যেব-কারেণ মনসঃ প্রাধান্যং সূচয়তি। ৯০॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—অতএব এই প্রকার জ্ঞান সম্পন্ন শান্ত দান্ত অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত, উপরত—সমুদায় উদ্যম হইতে বিরত, তিতিক্ষু—সুখ দুঃখাদি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধালু হইয়া আপনাতে নিজ আত্মাতে বা হৃদয়েই আত্মাকে দর্শন করিবে। (বৃহ ৪।৪।২৩) ॥৯০॥

উক্ত প্রকারে ব্রাহ্মণই হয়। অতঃপর আত্মজ্ঞানাদি হইতে ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত ও অনুক্ত বিষয় আর্ত। অথবা—এই অসৎ পাণ্ডিত্যাদি হইতে ভিন্ন পরমাত্মতত্ত্বই আর্ত—সত্য, স্বার্থে অন্ প্রত্যয়।৮৯।

টীকানুবাদ—'তস্মাৎ' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২৩) যেহেতু পরমাত্মাকে জানিয়া পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, সেইহেতু বিজ্ঞজন শ্রদ্ধালু এবং শান্ত্যাদিগুণ যুক্ত হইয়া আত্মনি—চিত্তে, সেই আত্মাকে-শ্রীভগবান্‌কে ধ্যান করিবে। শ্রদ্ধাবিত্ত—সুদৃঢ় শাস্ত্র বিশ্বাস—ইহাই সাধকের মুখ্য লক্ষণ—শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞান লাভ করেন—ইহা শাস্ত্র বাণী। শান্ত দান্ত ইত্যাদি অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের জয়। কেহ বলেন—শান্ত—হরিনিষ্ঠবুদ্ধি, দান্ত—নির্জিত বহিরন্তঃ করণ। উপরত—বিষয়রাগ শূন্য, আত্মাতেই এস্থলে 'এব'কার দ্বারা মনের প্রাধান্য সূচিত হইতেছে।৯০॥

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানুধ্যায়েদ্‌ বহূন্‌
শব্দান্‌ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ (বৃ ৪।৪।২১) ॥ ৯১ ॥

৮। অথ সর্ব্বাশ্রয়ত্বম্‌

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী মন্তরো যময়তি। এষ তে আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইতি (বৃ ৩।৭।৩) ॥৯২॥

টীকা

তমেবেতি বাজসনেয়কে। শ্রীভগবন্তমেবেত্যর্থঃ। বিজ্ঞায় বেদাদ্‌-বিদিত্বা প্রজ্ঞাম্‌ উপাসনাং, বাচো বিগ্লাপনং বাচঃ শোষণমিত্যর্থঃ ॥৯১॥

য ইতি বৃহদারণ্যকে (৩।৭।৩)। পৃথিব্যাঃ পৃথিবীতঃ অন্তরো ভবতি, অন্তরো অভ্যন্তরো ভূত্বা পৃথিবীং যময়তি নিয়ময়তি অনেন সর্ব্বাশ্রয়ত্বং সর্ব-নিয়ন্তৃত্বং সর্ব্বোপাস্যত্বং সর্বকর্ম্মফলদাতৃত্বং চোক্তঃ। ইয়মপি অন্তর্যামি প্রকরণে লিখিতৈবাস্তি ॥৯২॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ - বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২১) শ্রীভগবানকে জানিয়া ধীর ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা সাধন করিবেন, বহু বাক্যের সাধন করিবেন না, কারণ ইহা কেবল বাক্‌ ইন্দ্রিয়ের শ্রমমাত্র ॥৯১॥

৮। অথ - শ্রীভগবানের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব—

বৃহদারণ্যকে (৩।৭।৩) যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবী হইতে ভিন্ন.

'তমেব' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২১) শ্রীভগবানকেই জানিয়া বেদাদি শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা - উপাসনা করিবে বাচোবিগ্লাপনং— বাক্যের শোষণ ॥৯১॥

টীকানুবাদ -- 'য' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে (৩।৭।৩) পৃথিবী হইতে পৃথক্‌ হয়। যিনি পৃথিবীর অন্তর—অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন। ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের সর্বাশ্রয়ত্ব সর্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্বোপাস্যত্ব ও সর্ব্বকর্মফল দাতৃত্ব বলা হইল, ইহাও অন্তর্যামী প্রকরণে লিখিত হইয়াছে ॥৯২॥

সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধীতি ॥৯৩॥
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ [শ্বে ৩।১৭]
ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যমিতি (শ্বে ৫।১৪) ॥৯৪॥
যস্মিন্‌ দ্যৌ পৃথিবী চান্তরীক্ষমিতি [মুণ্ডক ২।২।৫] ॥৯৫॥

টীকা—

সর্ব ইতি সর্বে নিমেষ কালাবয়বাঃ। বিশেষেণ দ্যোতন্তে বিদ্যুৎ, পুরুষঃ পরমাত্মা ইত্যর্থঃ। অত্র জনকত্বেন সর্বাশ্রয়ত্বাদিকং স্পষ্টমেব ॥৯৩॥

সর্বস্যেতি শ্বেতাশ্বতরে (৩।১৭)। শরণত্বসৌহার্দ-ভক্তিবশ্যতাঃ সেব্যত্ব-হেতবো ধর্মাঃ প্রোক্তাঃ। অনীড়াখ্যং বিভুমপীত্যর্থঃ ॥৯৪॥

যস্মিন্নিতি মুণ্ডকে (২।২।৫) পরমাত্মনি ইত্যর্থঃ। ৯৫।

অনুবাদ

যাহাকে পৃথিবী জানে না, যাঁহার পৃথিবী শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া নিয়মিত করেন, ইনি তোমার আত্মা অন্তর্যামী অমৃত ॥৯২॥

কালের অবয়ব নিমেষ সমূহ জাত হয়। জ্যোতির্ময় পুরুষ পরমাত্মার অধীনে ॥৯৩॥

সকলের প্রভু নিয়ন্তা, সকলের আশ্রয় ও সুহৃৎ (শ্বে ৩।১৭)। শ্বেতাশ্বতরে (৫।১৪) বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারা উপলব্ধব্য ॥৯৪॥

মুণ্ডকে (২।২।৫) যাঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ বিধৃত আছে ॥৯৫।

'সর্ব' ইত্যাদি নিমেষ কালের অবয়ব নিমেষ সমূহ। বিশেষভাবে যিনি জ্যোতির্ময়, তিনি বিদ্যুৎ পুরুষ পরমাত্মা এস্থলে সর্ববস্তুর জনক রূপে সর্বাশ্রয়ত্বাদি শ্রীভগবানে স্পষ্ট ॥৯৩॥

'সর্বস্য' শ্বেতাশ্বতরে (৩।১৭) শরণত্ব সৌহার্দ ভক্তি-বশ্যতা, সেব্যত্ব প্রভৃতির কারণ ধর্ম সমূহ শ্রীভগবানে কথিত হইল। অনীড়াখ্য— বিভুত্ব ॥৯৪॥

'যস্মিন্‌' ইত্যাদি মুণ্ডকে (২।২।৫) পরমাত্মাতে স্বর্গ পৃথিবী অন্তরীক্ষ বিধৃত আছে ॥৯৫॥

স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্বাক্ পৃথিব্যাঃ, যদন্তরং দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইত্যাচক্ষতে। সূত্রমাকাশে তদোতং প্রোতং চেতি (বৃ ৩।৮।৪) ॥৯৬॥

দ্যৌঃ সচন্দ্রার্ক নক্ষত্রা খং দিশো ভূর্মহোদধিঃ। বাসুদেবস্য
বীর্য্যেণ বিধৃতানি মহাত্মনঃ (শ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্র ১৩৪) ॥৯৭॥

টীকা

স হোবাচেতি (বৃহ ৩।৮।৪) যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হে গার্গি ত্বয়োক্তং যদূর্দ্ধমুপরি দিবঃ অণ্ডকপালাৎ যচ্চাবাক্ অধঃ পৃথিব্যা, তচ্চ যৎসূত্রমাচক্ষতে তৎসূত্রমাকাশে ওতঃ প্রোতঃ চ যদ্বৈ ব্যাকৃতং সূত্রাত্মকং জগৎ তদব্যাকৃতাকাশে ব্রহ্মরূপে বস্তুমাত্রং ত্রিষপি কালেষু বর্ত্তত ইত্যনেন জগৎমিথ্যাবাদিনাং বিবর্ত্তবাদঃ পরাস্তঃ। জগতঃ কারণাভিন্নত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥৯৬॥

অনুবাদ

বৃহদারণ্যকে (৩৮৪) যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন হে গার্গি যাহা দ্যুলোকের উর্দ্ধে যাহা পৃথিবীর নীচে, যাহা এই দ্যাবা পৃথিবীর অন্তরে, যাহা অতীত ও যাহা বর্ত্তমান এবং যাহা ভবিষ্যৎ—এইরূপ লোকে যাহা বলে—এ সমুদায় সূত্ররূপ আকাশে ওত প্রোতভাবে রহিয়াছে ॥৯৬॥

শ্রীবিষ্ণু সহস্র নামস্তোত্রে (১৩৪) মহাত্মা শ্রীবাসুদেবের প্রভাবে স্বর্গ, চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রগণ সমেত আকাশ, পূর্বাদি দিক সমূহ, পৃথিবী, মহাসাগর প্রভৃতি নিজ নিজ কক্ষে ধৃত রহিয়াছে ॥৯৭॥

'স হোবাচ' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে (৩৮।৪) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, তুমি যে বলিয়াছ—যাহা ব্রহ্মাণ্ড কপালের উর্দ্ধে এবং যাহা পৃথিবীর নীচে, তাহাও যাহাকে সূত্র বলা হয়, সেই সূত্র আকাশে ওতপ্রোতভাবে আছে। আর যাহা বিকার প্রাপ্ত সূত্রাত্মক জগৎ, তাহা অব্যাকৃত আকাশে ব্রহ্মরূপে, বস্তুমাত্র তিনকালেই বর্ত্তমান। ইহাদ্বারা জগৎ মিথ্যাবাদীগণের বিবর্ত্তবাদ পরাস্ত হইল। জগৎ কার্য তাহার কারণ হইতে অভিন্নহেতু জানিতে হইবে ॥৯৬॥

অন্তঃ শরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্য ইত্যাদৌ (সুবালোপনিষদি ৭) যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাপঃ শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং যস্যাকাশঃ শরীরং, যস্য মনঃ শরীরং, যস্য বুদ্ধিঃ শরীরং, যস্যাহংকারঃ শরীরং, যস্য চিত্তং শরীরং, যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরং, যস্য মৃত্যুঃ শরীরমেষ সর্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ ইতি ॥৯৮॥

৯। অথ সর্বপ্রকাশত্বম্।

কেনেষিতং নিপততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমমুপৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১)

টীকা

দ্যৌরিতি ভগবৎ সহস্র নাম স্তোত্রে (১৩৪) স চন্দ্রার্কনক্ষত্রা দ্যৌরিত্যন্বয়ঃ ॥৯৭॥

অন্তরিতি সুবালোপনিষদি স্ফুটার্থা ॥৯৮॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—সুবালোপনিষদে (৭) অন্তঃশরীরে ইত্যাদি। শরীর মধ্যে হৃদয় গুহাতে অজ এক নিত্য শ্রীনারায়ণ আছেন। যাঁহার শরীর—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, অব্যক্ত, অক্ষর ও মৃত্যু। ইনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা অপাপবিদ্ধ, দিব্য অপ্রাকৃত লীলাময় এক অদ্বিতীয় নারায়ণ ॥৯৮॥

অথ শ্রীভগবানের সর্বপ্রকাশত্ব

কেনোপনিষদে (১।১) শিষ্যের প্রশ্ন—কাহার অভিপ্রায়ানুসারে প্রেরিত হইয়া মন নিজ বিষয়ে ধাবিত হয়? কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া সর্ব্বপ্রধান

'দ্যৌঃ' ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে (১৩৪) চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রাদি সহ আকাশ এইরূপ অন্বয় হইবে ॥৯৭॥

টীকানুবাদ—"অন্তঃ" ইত্যাদি সুবালোপনিষদে (৭) সরলার্থ ॥৯৮॥

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্, বাচো হ বাক্. স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥(২)
॥ ইতি ॥৯৯॥

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুরিতি ॥১০০॥ (বৃহ ৪।৪।১৮ শতপথ ব্রা)

টীকা

কেনেতি কেনোপনিষদি। ইষিতং নিয়মিতং, প্রেষিতং প্রেরিতং, নিপততি প্রচলতি. কেন যুক্তো মুক্ত ইতি পাঠে প্রবর্ত্তিত ইত্যর্থঃ। উ অহো উত্তরয়তি। শ্রোত্রস্যেতি—অতিমুচ্য ইদং জ্ঞাত্বা অন্যত্রাসক্তিং ত্যক্ত্বেতি, প্রেত্য শরীরং ত্যক্ত্বা ॥৯৯॥

অনুবাদ

প্রাণ স্বকার্যে গমন করে। কাহার অভিপ্রায়ানুসারে লোক এই বাক্য উচ্চারণ করে। কোন্ জ্যোতিষ্মান্ই বা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন॥

শ্রীগুরুদেবের উত্তর—যেহেতু তিনিই কর্ণেরও কর্ণ অর্থাৎ শব্দ প্রকাশের সামর্থ্য সম্পাদক, মনেরও মন—উপলব্ধির প্রযোজক। বাক্যেও বাক্য, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু. সুতরাং বিবেকিগণ ইন্দ্রিয়াদিতে আত্ম বুদ্ধি ত্যাগ করতঃ এই সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। অথবা—দেহত্যাগান্তে পুনর্বার দেহ ধারণ করেন না (২)॥৯৯॥

বৃহদারণ্যকে (৪।৪।১৮) যাঁহারা শ্রীহরিকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, অন্নের অন্ন ও মনের মন বলিয়া জানেন তাঁহারাই সেই পুরাতন এবং আদিকারণ শ্রীহরিকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন॥১০০॥

'কেনেতি' কেনোপনিষদে (১।১।২) ইষিত—নিয়মিত, প্রেষিত প্রেরিত, নিপততি—প্রচলিত হয়, কাহা কর্ত্তৃক যুক্ত বা মুক্ত—এইরূপ পাঠ ধরিলে 'প্রবর্ত্তিত' এই অর্থ হয়। উ-অহো, শ্রীগুরুদেব উত্তর দিতেছেন—তিনিই কর্ণের কর্ণ, ইত্যাদি। অতিমুচ্য—ইহা জানিয়া বিষয়াদিতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া। প্রেত্য—শরীর ত্যাগ করিয়া॥৯৯॥

যজ্জ্যোতি রবিচন্দ্র বহ্নি জগতাং প্রাণস্য সংপ্রাণকং,
চক্ষুঃ শ্রোত্রবলাদি দেবমনসাং শক্ত্যাদি চিত্রীকরম্।
যদ্ব্রহ্মাদি বলিষ্ঠ দীপ্তিকরণং মুন্যাদি-ধীপূরকং,
তত্ত্বং শরণং বিশোকমভয়ং যচ্ছক্তিলেশাদিদম্ ॥১০১॥

অথ স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানত্বং স্বয়ং প্রকাশত্বং চ

সম্রাড়িতি হোবাচেতি (বৃহ ৪।১।১) ॥১০২॥

টীকা

প্রাণস্যেতি—কাণ্বেষু শ্রুতিরিয়ং মাধ্যন্দিনেঽপি দৃশ্যতে। যে বিদুস্তে অমৃতা ভবন্তীতি শেষঃ ॥১০০।

তথৈব প্রাচাং পদ্যং—যজ্জ্যোতিরিতি ॥১০১॥

সম্রাড়িতি সম্যগ্ ইন্দ্রিয়াদ্যপরতন্ত্রেণ রাজত ইতি সম্রাট্ ॥১০২॥

অনুবাদ

রবি চন্দ্র ও অগ্নির যিনি জ্যোতিঃ, জগতের প্রাণের যিনি প্রাণ, চক্ষু কর্ণ বলাদি দেব ও মনের যিনি শক্তি, যিনি ব্রহ্মাদির বিচিত্র বর্ণ সম্পাদক, বলিষ্ঠ ব্যক্তির বলের উদ্দীপক, মুনি আদির বুদ্ধির পূরক, সেই বিশোক অভয় তত্ত্বকে শরণ গ্রহণ করি, যাঁহার শক্তিলেশ হইতে এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে ॥১০১

১০। অথ শ্রীভগবানের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব

শ্রীহরি সম্রাট্—ইহা বলিলেন ঋষি। (বৃ ৪।১।১) ॥১০২॥

প্রাণের প্রাণ ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে কাণ্ব শাখার এই শ্রুতি মাধ্যন্দিন শাখাতেও দৃষ্ট হয়। যাহারা জানেন তাহারা অমৃত হন ।১০০।

এরূপই প্রাচীন শ্লোক—'যজ্জ্যোতিঃ' ইত্যাদি দৃষ্ট হয় ।১০১।

সম্রাট্ অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়াদির পরবশ না হইয়া স্বয়ং সম্যক্‌রূপে বিরাজিত তিনি সম্রাট ॥১০২॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতীত্যাদ্যা ॥১০৩॥

১১। অথ দুর্জ্জ্ঞেয়ত্বম.—

অর্ব্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা· কো বেদ যত আবভূব ॥
ইত্যাদ্যা (ঋক্‌ ১০।১২৯।৬) ॥১০৪॥

ন তে মহিত্বা মন্বশ্নুবন্তি, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
ইত্যাদাঃ ॥১০৫॥

টীকা

ন তত্রেতি কঠবল্ল্যাম্ (২।২।১৫) অত্রস্থা ন স্থানিনোরভেদোক্তিরিয়ম্। তস্য তৎস্বরূপভূতত্বাৎ ।।১০৩।×।×॥

অথ দুর্জ্জ্ঞেয়ত্বম্—অর্বাগিতি ব্যাখ্যানং পূর্ব্ববৎ ॥১০৪॥

অনুবাদ

শ্রীহরির ধামে সূর্য চন্দ্র তারকা প্রকাশ পায় না, এই বিদ্যুৎ সকল প্রকাশ পায় না, এই অগ্নি আবার কিরূপে প্রকাশ পাইবে। শ্রীহরি স্বয়ং প্রকাশমান বলিয়াই তাহার প্রকাশের পরে সর্ব্ববস্তু প্রকাশ পায়। তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমুদায় বিশ্ব প্রকাশ পায়। ইত্যাদি কঠোপনিষদে (২।২ ১৫)।

এই শ্লোক অথর্ব বেদীয় (মু ২।২ ১০) উপনিষদে দৃষ্ট হয় (ছা ৮।৫।৪) [৮ ১২।৩,] [ছা ৩।১৩৭] [বৃ ৪ ৪।১৬]। ইহার অনুরূপ শ্রুতি সমূহ ॥১০৩।

মূলানুবাদ – (ঋক্‌বেদ ১০।১২৯।৬) এই দেবগণ শ্রীভগবানের পরবর্তী কে জানে কোথা হইতে আবির্ভাব ॥১০৪॥

'ন তত্র' ইত্যাদি কঠোপনিষদে (২।২।১৫) শ্রীভগবানের স্বয়ং প্রকাশত্ব তাঁহার স্বরূপভূত গুণ ।১০৩॥

৮। অথ দুর্জ্জ্ঞেয়ত্ব—

'অর্বাগ্‌' এই ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যা পূর্বে (২।৪৭) গিয়াছে ॥১০৪।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে ইতি (কেন ৪ ।।১০৬।।
বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধা উরুগায় ইতি ।১০৭॥

টীকা

ন তে ইতি—তে দেবগণা মহি মহিমানো বিভূতিরূপা ইত্যর্থঃ। অতএব ত্বাং নাশ্নুবন্তি ন জানন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা—ত্বামনু ত্বদনুবর্ত্তিনোঽপি যে শেষাদয়স্তে তে তব মহিমানং নাশ্নুবন্তি, কুতোঽন্যে বয়ং চেত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ। যদুক্তং নারায়ণীয়ে ন শক্যং সত্ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে। যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতীতি ।।১০৫॥

যদিতি—কেনোপনিষদি। ব্যাখ্যানং তু পূর্ব্ববৎ।১০৬॥

অনুবাদ

তোমার মহিমা তাহারা জানেনা, শ্রীহরির সমান বা অধিক নাই ।।১০৫॥

যাঁহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, যাঁহা কর্তৃক বাক্ উদিত হয় ।।১০৬॥

ঋক্‌বেদে (১।১৫৪।১) শ্রীবিষ্ণুর ঐশ্বর্য কে সম্পূর্ণ রূপে বলিতে পারে। যিনি পৃথিবীর ধূলিকণাও গণিতে পারেন, তিনিও পারেন না। যিনি বিষ্ণু ত্রিবিক্রম লীলা প্রকাশ দ্বারা উর্দ্ধলোক সমূহকে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তাহা দ্বারা তাঁহার যশ সর্ব্বোপরি বিরাজমান ।।১০৭॥

'ন তে' ইতি সেই দেবগণ মহি অর্থাৎ মহিমা শ্রীভগবানের বিভূতিরূপ অতএব হে ভগবন্ তোমাকে জানে না। অথবা, তোমার অনুবর্তিগণও যে শেষ অনন্তদেব, তাহারাও তোমার মহিমা জানে না, অন্য আমরা কিরূপে জানিব। অন্য সরলার্থ। মহাভারতের নারায়ণীয়ে—হে বৃহস্পতি, আমরাও সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিতে পারি না। যাহার প্রতি তিনি প্রসন্ন হন, তিনিই শ্রীহরিকে দর্শন করিতে পারেন ।।১০৫॥

'যদ্' ইত্যাদি কেনোপনিষদে। ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ ॥১০৬॥

। ঋক্ ১০।৮২।৭) ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব ॥" "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ (তৈ ২।৯।১)॥ ঋক্ ১০।১২৯।৬) কো অদ্ধা বেদ কইহ প্রবোচৎ কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ॥ (ঈশ।৪) অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নু-বন্ পূর্ব্বমর্শৎ ॥ তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা

টীকা

বিষ্ণোর্নু কমিতি মন্ত্রবর্ণঃ (ঋক্ ১।১৫৪।১, অথর্ব ৭।২৬।১, বাজ ৫।১৮, তৈঃ সং ১।২।১৩।১) বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি কং প্রবোচং কঃ প্রাবোচদিত্যর্থঃ। অড়াগমাভাব উত্তম পুরুষশ্চ ছান্দসঃ। ক ইতি বক্তব্যে কমিতি চ ছান্দসং। সুপাং সুলুগ্' ইতি সূত্রাৎ। যঃ পার্থিবানি রজাংসি অপি বিমমে সোঽপি। যো বিষ্ণুস্ত্রেধা বিচক্রমাণঃ ত্রিবিক্রমং কুর্বন উত্তরং লোকমস্কম্ভায়ৎ অবষ্টব্ধবান্ কথম্ভূতং সধস্থং সহস্থ সধাদেশঃ। তিষ্ঠন্তীতিস্থাঃ তত্রস্থৈঃ দেবৈঃ সহ বর্ত-মানমিত্যর্থঃ ॥১০৭॥

অনুবাদ

মাধ্যন্দিন শ্রুতিতে (ঋক্ ১০।৮২।৭) তোমরা তাঁহাকে জান না, এই ভূত সমূহকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কারণে তোমাদের সহিত তাঁহার মহান্ পার্থক্য। যাঁহাকে সম্পূর্ণ জানিতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য ফিরিয়া আসে (তৈঃ ২।৯)। ঋক্‌বেদে (১০।১২৯।৬) কে সাক্ষাদ্‌ভাবে বিষ্ণুকে জানে, কেই বা এই জগতে বলিবে, কোথা হইতে আসিল এই বিচিত্র সৃষ্টি। ঈশোপনিষদে (৪) — এক অদ্বিতীয় শ্রীভগবান বিশ্বম্ভর অচল হইয়াও মন হইতেও অধিকতর বেগবান্। "আপন ইচ্ছায় চলে না চলে কারো বলে" পূর্বগামী ইহাঁকে ইন্দ্রিয়েরা বা দেবগণ প্রাপ্ত হয় না। ইনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী, অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। ইনি

'বিষ্ণো র্নু কং' ইত্যাদি ঋক্‌বেদোক্ত মন্ত্র (১।১৫৪।১) অথর্ব ৭।২৬।১, শুক্ল যজুঃ ৫।১৮, তৈঃ সং ১।২।১৩।১) শ্রীবিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যকে বলিতে পারে ? ইত্যাদি অর্থ মূলানুবাদে দ্রষ্টব্য ॥১০৭॥

দধাতি ॥ (মাধ্বভাষ্য ২।১।৩ ধৃতা শ্রুতি) ন চক্ষু ন শ্রোত্রং ন তর্কো ন স্মৃতি র্বেদো হ্যেবৈনং বেদয়তি ইত্যাদ্যাঃ ॥ ১০৮ ॥

(বৃহ ২।৪।১৪) বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি ॥১০৯॥

১২। অথেন্দ্রিয়াদ্যতীতত্বমপ্রাকৃতরূপত্বঞ্চ।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥১১০॥

টীকা

ন তং ইত্যাদি মাধ্যন্দিন শ্রুতৌ, বিদাথ জানীথ যূয়ং ইমা ইমানি ভূতানি জজান জনয়ামাস। অতঃ কারণাৎ যুষ্মাকং তস্য চ মহদন্তরং বভূবেত্যর্থঃ। অন্যৎ স্পষ্টার্থং ॥১০৮॥

বিজ্ঞাতারমিতি বৃহদারণ্যকে ॥১০৯॥

অনুবাদ

আছেন বলিয়াই বায়ু সর্বপ্রকার কর্ম আপনাতে ধারণ করেন। অথবা সূত্রাত্মা সর্বপ্রকার কর্ম্ম যথাযথ বিভাগ করিয়া দেন॥ মাধ্বভাষ্য (২।১।৩) ধৃত শ্রুতি, চক্ষু কর্ণ তর্ক স্মৃতি বেদ ইহারা কেহই শ্রীহরিকে জানাইতে পারেন না ॥১০৮॥

অয়ি বিজ্ঞাতাকে কিপ্রকারে জানিতে পারিবে (বৃহ ২।৪।১৪) ॥১০৯॥

১২। অথ শ্রীভগবান্ ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানের অতীত এবং তাঁহার রূপ অপ্রাকৃত

মূলানুবাদ—কঠোপনিষদে (১।২।২৪) যে ব্যক্তি পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, ইন্দ্রিয়লোলুপতা হইতে বিরত হয় নাই, একাগ্রচিত্ত হয় নাই, অথবা অণিমাদি যোগজ সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাকুল হয়, সে ব্যক্তি শ্রীভগবান্‌কে প্রজ্ঞান—সহায়ে লাভ করিতে পারে না। ১১০।

ঋক্‌বেদে (১০।৮২।৬) অর্থ মূলানুবাদে ॥১০৮॥

বৃহদারণ্যকে (২।৪।১৪) অয়ি মৈত্রেয়ি বিজ্ঞাতাকে কিপ্রকারে জানিতে পারিবে ? যাঁহাদ্বারা এই সমুদায় বিশ্বকে জানিতে পারে ॥১০৯।

ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্যেতি কশ্চিদেনম্, (কঠ ২।৩।৯) ॥১১১॥

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি ॥১১২॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনমিতি ॥১১৩॥

টীকা

নাবিরত ইতি কাঠকে (১ ২ ২৪) দুশ্চরিতাদবিরতো দুরাচারী এনং হরিং নাপ্নুয়াৎ। আশান্তো অজিতবহিরিন্দ্রিয়ঃ অসমাহিতো অকৃতসমাধিঃ, অশান্তমানসো অজিতান্তরিন্দ্রিয়শ্চ নাপ্নুয়াৎ। কিন্তু সদাচারবান্ শমাদ্যুপেতো ধ্যাননিষ্ঠঃ প্রজ্ঞানেন প্রেম্না প্রাপ্নুয়াদিতি ॥১১০॥

ন চক্ষুষেতি (কাঠকে ২।৩।৯) স্ফুটার্থা ॥১১১॥

যমিতি মুণ্ডকে (৩।২।৩) ব্যাখ্যানন্তু পূর্ববৎ ॥১১২

অনুবাদ

কঠোপনিষদে (২।৩।৯) প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা শ্রীভগবানের রূপ দর্শন হয় না।১১১।

মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।৩)—যে সাধককে এই শ্রীভগবান্ বরণ করেন তৎকর্তৃক শ্রীভগবান্ লভ্য হন, তাহার নিকট শ্রীহরি নিজ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন ॥১১২॥

(শ্বেতাশ্বতরে ৪।২০) এই পরমেশ্বরের রূপ ইন্দ্রিয়গণের গোচর হয় না ইহাকে কেহই প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করে না ।১১৩॥

টীকানুবাদ—'নাবিরত' ইত্যাদি কঠোপনিষদে (১।২।২৪) অবিরত দুরাচারী এই শ্রীহরিকে পায় না। অজিত বহিরিন্দ্রিয়, অকৃত সমাধি, অজিত অন্তরিন্দ্রিয় ব্যক্তিও পায় না। কিন্তু সদাচারবান্ শমাদিগুণ যুক্ত ধ্যাননিষ্ঠ : প্রজ্ঞান—প্রেমভক্তিদ্বারা শ্রীহরিকে দর্শন পায় ॥১১০॥

'ন চক্ষুষা' ইত্যাদি কঠোপনিষদে (২।৩।৯) অর্থ স্পষ্ট ॥১১১॥

'যমিতি' মুণ্ডকে (৩।২।৩) ব্যাখ্যা পূর্ববৎ মূলানুবাদে ॥১১২॥

অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে ইতি (বৃঃ ৩।৯।২৬) ॥১১৪॥

নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজ শক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥১১৫॥

প্রকৃতিশ্চ প্রাকৃতঞ্চ যন্ন জিঘ্রন্তি জিঘ্রন্তি যন্ন পশ্যন্তি পশ্যন্তি, যন্ন শৃণ্বন্তি শৃণ্বন্তি, যন্ন জানন্তি জানন্তি চেতি ॥১১৬॥

টীকা

ন সংদৃশে ইতি শ্বেতাশ্বতরে (৪।২০) সম্যগ্ দর্শনে ইত্যর্থঃ। বিবেকবত্যাং বুদ্ধৌ বা। স্ফুটার্থ মন্যৎ ॥১১৩॥

অগৃহ্য ইতি বৃহদারণ্যকে (৩ ৯।২৬) ॥১১৪।

নিত্যেতি নারায়ণাধ্যাত্মে ( ) স্ফুটার্থা ॥১১৫॥

প্রকৃতিশ্চেতি সৌপর্ণশ্রুতৌ। প্রকৃতি প্রাকৃতে যদা ভগবচ্ছক্ত্যানুগৃহীতে ভবতস্তদা জিঘ্রতো অন্যথা ন জিঘ্রতঃ, বহুত্বং তু অন্যেষাং তচ্ছক্ত্যাননুগৃহীতানাং বারণায়, তচ্ছক্ত্যানুগৃহীতানাং চ তাদৃশত্বে বিধানায়েতি জ্ঞেয়ম্ ॥১১৬॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বৃহদারণ্যকে (৩।৯।২৬) ইহাকে গ্রহণ করা যায় না, ইনি অগৃহ্য ।।১১৪।

নারায়ণাধ্যাত্মে—শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও তাহার স্বরূপ শক্তি ভক্তির বশে দৃশ্য হন। ভক্তি ব্যতীত পরমাত্মাকে কোন্ ব্যক্তি দর্শন পায়, অমিত প্রভুকে ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষ ইতি মাঠর শ্রুতি ।।১১৫।

মূলানুবাদ—সৌপর্ণ শ্রুতিতে ( ) প্রকৃতি - বহিরঙ্গা জড়শক্তি ত্রিগুণসাম্যাবস্থা, প্রাকৃতে—প্রকৃতি জাত বস্তুসমূহে যখন শ্রীভগবৎ শক্তির অনুগ্রহ বর্ষিত হয় পূর্ব্বে তাহার জড়তা ধর্ম্মবশে ঘ্রাণ লইতে না পারিলেও পরে চিৎশক্তিযোগে ঘ্রাণ লইতে পারে। ঐরূপ দর্শন শক্তি না থাকিলেও দর্শন করে, শ্রবণ শক্তি না থাকিলেও শ্রবণ করে, জ্ঞান শক্তি না থাকিলেও জানিতে পারে ॥১১৬॥

"অগৃহ্য" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে (৩।৯।২৬) ॥১১৪॥

নিত্যেতি নারায়ণাধ্যাত্মে। মূলে অর্থ স্পষ্ট ।।১১৫॥

এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে। ইচ্ছন্‌ মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়মী-

টীকা

এতত্ত্বয়েত মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে নারদং প্রতি শ্রীশ্বেতদ্বীপ-পতিনোক্তম্। যথাঽন্যো রূপবানিতি হেতোদৃ‍শ্যতে, তথাঽয়মপি ইত্যতস্ত্বয়া ন জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ স্বস্য রূপিত্বেঽপ্যদৃশ্যত্বমুক্ত্বা নিজরূপস্যাপ্রাকৃতত্বমেব দর্শিতম্। তদ্দর্শনে চ পরমকৃপামপ্যকুণ্ঠাং মম ইচ্ছৈব কারণমিত্যাহ—ইচ্ছন্নিতি। নশ্যেয়ম্ অদৃশ্যতামাপদ্যেয়। তত্র ইচ্ছামাত্রেণ দর্শনগমনে ঈশস্যৈব স্বাতন্ত্র্যং সম্ভবতি জগতি তাদৃশত্বং ন সম্ভবতি। কিন্তু তদ্ বিলক্ষণ এব। তচ্চ বিলক্ষণত্বং জগদ্-

অনুবাদ

মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়ে—শ্রীশ্বেতদ্বীপপতি শ্রীনারদকে বলিতেছেন— ইহা তুমি জানিতেছ না, ইনি রূপবান্ এবং দৃশ্য হইতেছেন। আমি ঈশ্বর জগতের গুরু, অতএব ইচ্ছা করিলে মুহূর্তমধ্যে মায়াকে বা সৃষ্টিকে নাশ করিতে

টীকানুবাদ—'প্রকৃতিশ্চ' ইত্যাদি সৌপর্ণ শ্রুতিতে, অর্থ মূলানুবাদে স্পষ্ট ॥১১৬॥

'এতৎ ত্বয়া' ইত্যাদি মোক্ষধর্মে নারায়নীয় উপাখ্যানে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীশ্বেতদ্বীপপতির উক্তি। মূলানুবাদে অর্থ স্পষ্ট। যেমন অন্য পদার্থ রূপবান্ বলিয়া দৃশ্য হইতেছে, সেইরূপ ইনিও রূপবান্ হইলেও অপ্রাকৃত রূপী এই কারণে তুমি জানিতে পারিতেছ না। অতএব শ্রীশ্বেতদ্বীপপতি নিজে রূপী হইয়াও 'অদৃশ্য' ইহা বলিয়া নিজ রূপের অপ্রাকৃতত্বই দর্শন করাইলেন, ঐ শ্রীরূপ দর্শনেও তাঁহার পরম কৃপাও অকুণ্ঠা—'আমার ইচ্ছাই কারণ' ইহাই বলিতেছেন। আবার ইচ্ছা করিলে এই মায়াকে অদৃশ্য করিতেও পারি। এই বিষয়ে ইচ্ছা মাত্র দর্শন ও অদর্শনে ঈশ্বরেরই স্বাতন্ত্র সম্ভব। এই জগতে ঐরূপ সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহা বিলক্ষণই। ঐ বিলক্ষণতা ঈশ্বরের জগৎগুরুত্ব-হেতু—ইহা স্বয়ং বলিয়াছেন—জানিতে হইবে। ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য ও জগদ বিলক্ষণতাই কারণ বলিতেছেন—আমি ঈশ্বর, আমি জগদগুরু। তথাপি হে নারদ আমাকে যে সর্ব্বভূত গুণসমূহ দ্বারা যুক্ত দেখিতেছ—অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ যুক্তরূপে যাহা মনে করিতেছ—ইহা মায়া আমাকর্তৃকই সৃষ্টা, অর্থাৎ আমার

সোঽহং জগতো গুরুঃ॥ মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূত গুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥১১৭॥

১৩। অথ ক্ষরাতীতত্বম্‌

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে (১৫।১৬) ॥১১৮॥

টীকা

গুরুত্বেন স্বয়মুক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। স্বাতন্ত্র্যং জগদ্বিলক্ষণত্বঞ্চ হেতুমাহ—ঈশ ইত্যাদি। তথাপি মাং সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং যৎ পশ্যসি তৎযুক্তত্বেন যৎ প্রতীতিঃ এষা মায়া ময়ৈব সৃষ্টা, মম মায়য়ৈব তথা ভান মিত্যর্থঃ তস্মান্নৈবমিত্যাদি। মায়াত্র প্রতারণা শক্তিরেব জ্ঞেয়া ॥১১৭॥

অনুবাদ

পারি। এই মায়া আমাকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। হে নারদ যে আমাকে দর্শন করিতেছ—সর্ব্বভূতের গুণ সমূহ যুক্ত, তুমি জানিতে পারিতেছ না ॥১১৭॥

১৩। অথ শ্রীভগবান্‌ ক্ষরাতীত—

শ্রীগীতোপনিষদে—(১৫।১৬) যেহেতু ভগবান্ আমিই বেদবিদ্ সেই-হেতু সর্ব্ববেদের সারার্থ সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর চতুর্দশভুবনাত্মক এই জড় জগতে এই দুই চেতন পুরুষ আছেন, তাঁহারা কে তাহাই বলিতেছি (১) ক্ষর পুরুষ যিনি নিজ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয়—ক্ষর=জীব, [২] যিনি নিজ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না, তিনি অচ্যুত 'অক্ষর পুরুষ' বিষ্ণুই ব্রহ্ম। ক্ষর ও অক্ষর—এর অর্থ পুনরায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন—এক সমষ্টি জীবই অনাদি অবিদ্যা দ্বারা স্বরূপ বিচ্যুত হইয়া কর্মপরতন্ত্র সমষ্টি রূপ ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যন্ত ভূত সমূহ হয়। (২) দ্বিতীয় 'অক্ষর পুরুষ'

মায়া দ্বারাই ঐরূপ ভান হয়, অতএব বস্তুত শ্রীভগবানের রূপ অপ্রাকৃত, অনন্ত কল্যাণ গুণ যুক্ত, প্রাকৃত গুণ হীন, প্রাকৃত দৃষ্টির অগোচর। এস্থলে মায়া—শব্দের অর্থ প্রতারণাশক্তিই জানিতে হইবে—নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ॥ ইত্যাদি ॥ ১১৭ ॥

অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা বেত্যাদ্যাঃ ॥১১৯॥

নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো. নিশ্চেতনাত্মক-শরীর-গুণৈশ্চ হীনঃ।

টীকা

দ্বাবিতি শ্রীগীতোপনিষদি। ব্যাখ্যানং তু তত্রৈব দ্রষ্টব্যম ॥১১৮।

অদৃষ্ট ইত্যাদ্যাঃ পূর্ব্বদর্শিতা এব। অত তাৎপর্যবৃত্ত্যা ক্ষরাতীতত্বং বিস্পষ্ট-মেবেতি বৃদ্ধাঃ ॥১১৯॥

নির্দোষেতি নারদপঞ্চরাত্রে। মৌগ্ধ্যাদি দোষ শূন্যঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণ পূর্ণো

অনুবাদ

কিন্তু 'কুটস্থ' একই স্বরূপে অচ্যুত থাকিয়া সর্ব্বকাল ব্যাপি কুটস্থ থাকেন। অমরকোষ ॥১১৮।

মূলানুবাদ—শ্রীভগবান্ প্রাকৃত দৃষ্টির অগোচর হইয়াও সকলের দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা, প্রাকৃত মনের মননাগোচর হইয়াও মন্তা, অবিজ্ঞাতা হইয়াও বিজ্ঞাতা ॥১১৯॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—শ্রীভগবান্ মুগ্ধতাদি দোষ শূন্য, সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণপূর্ণ বিগ্রহ। তবে কি মায়াবাদিগণের মত সত্ত্বগুণময় তাহার বিগ্রহ? না—আত্মতন্ত্র স্বেচ্ছাময় বিগ্রহ। চেতনহীন জড় শরীর ও জড়গুণ বর্জিত, চিদ্-বিগ্রহ, চিদ্গুণ বিশেষ যুক্ত রূপে বিরাজিত। তবে কি সাংখ্যবাদিগণের ন্যায় নিরীহ চিন্মাত্র? না, আনন্দ মাত্র শ্রীভগবানের কর চরণ মুখ উদরাদি চিদা-

টীকানুবাদ—দ্বাবিতি শ্রীগীতোপনিষদে (১৫·১৬) ব্যাখ্যা মূলানুবাদে দ্রষ্টব্য ॥১১৮।

'অদৃষ্টো' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এস্থলে তাৎপর্য বৃত্তিতে শ্রীভগবানের ক্ষরাতীতত্ব বিশেষ ভাবে স্পষ্ট। প্রাচীন আচার্যগণ দেখাই-য়াছেন ॥১১৯।

'নির্দোষ' ইত্যাদি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে। অর্থ মূলানুবাদে দ্রষ্টব্য। ভেদ ত্রিবিধ সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। তন্মধ্যে আম্র বৃক্ষ নিম্ববৃক্ষ নয়—

আনন্দমাত্র করপাদ মুখোদরাদিঃ, সর্ব্বত্র চ স্বগত ভেদ বিবর্জিতাত্মা ॥১২০॥

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ। তস্যাভি ধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ, ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ (শ্বেতাশ্বতর ১।১০) ॥১২১॥

টীকা

বিগ্রহো যস্য স ভগবান্। কিং মায়িনামিব বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপস্তস্য বিগ্রহস্তত্রাহ—নিশ্চেতনেতি। চিদ্বিগ্রহশ্চিদ্গুণকত্বেন বিশেষাদ্বিভাতীত্যর্থঃ। কিং সাংখ্যা-নামিব চিদেকধাতুঃ? তত্রাহ—আনন্দেতি। চিদানন্দবিগ্রহ ইত্যর্থঃ। কিং ত্রিদণ্ডিনামিব দেহদেহি ভেদবান্? তত্রাহ—সর্বত্রেতি। দেহদেহি-ভাবে গুণ গুণিভাবেঽপি সতি স্বগতভেদেনাপি শূন্য ইত্যর্থঃ। আম্রো নিম্বো নেতি সজাতীয়ঃ, আম্রোঽশ্বো নেতি বিজাতীয়ঃ, আম্রমুকুলমাম্রো নেতি স্বগতশ্চ ভেদঃ যদ্যপ্যেবং তথাপি সদ্রূপাৎ তস্মাদ্ বিজ্ঞানানন্দৌ সার্ব্বজ্ঞ্যাদয়ো গুণাশ্চ ভিন্না এব, ভেদেন ব্যবহ্রিয়ন্তে বিশেষ বলাৎ। যথা বৈদুর্যাৎ নীলপীতাদয়ো গুণা অভিন্না এব মিথো ভিন্না অপি ব্যবহ্রিয়ন্তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥১২০॥

অনুবাদ

নন্দ বিগ্রহ। তবে কি ত্রিদণ্ডি ভাস্করাচার্য মতের ন্যায় দেহদেহিভেদ যুক্ত? না—সর্বত্র দেহদেহিভাব এবং গুণগুণীভাব থাকিলেও স্বগতভেদ শূন্য ॥১২০॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১।১০) সাংখ্যোক্ত প্রধান বিনাশী, আর অবিদ্যা-হারী পরমেশ্বর অমর ও অবিনাশী। সেই অদ্বিতীয় ভগবানই প্রধান ও জীবাত্মাকে নিয়মিত করেন। পুনঃ পুনঃ একাগ্রচিত্তে শ্রীভগবানের ধ্যান

সজাতীয়ভেদ, আম্র অশ্ব নয়—বিজাতীয়ভেদ, আম্রমুকুল আম্র নয়—স্বগত ভেদ। যদিও এইরূপ, তথাপি সদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে বিজ্ঞানানন্দ ও সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণ সমূহ ভিন্নই, ভেদ ব্যবহার আছে; বিশেষ বলে। যেমন বৈদুর্য হইতে নীল পীতাদি গুণসমূহ অভিন্নই তথাপি পরস্পর ভিন্নও ব্যবহার হয় সেই রূপ ॥১২০॥

অক্ষরং ব্রহ্মপরমমিতি (গীতা ৮।৩) ॥১২২॥

১৪। অথ সর্ববেদবেদ্যত্বম্ ।

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে ।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥১২৩॥

টীকা

ক্ষরমিতি শ্বেতাশ্বতরে (১।১০) প্রধানং পরিণামিত্বাৎ ক্ষরমুচ্যতে, হরঃ পরমাত্মা ক্ষরাত্মানৌ প্রধান-জীবৌ এব । একো দেবঃ পরমাত্মা হর ঈশতে নিয়-ময়তি । অথ তস্য দেবস্যাভিধ্যানাৎ যোজনাৎ অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতঃ তত্ত্ব ভাবাৎ স্বরূপদ্বয় স্ফুরণাচ্চ অন্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ জীবস্য ভবতি। বিমুক্তিং স লভতে ইত্যর্থঃ ॥১২১।

অক্ষরমিতি শ্রীগীতোপনিষদি ॥১২২॥

অনুবাদ

করিলে, তাত্ত্বিক ভাবে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ হইলে পুনরায় সংসাররূপ মায়ার নিবৃত্তি হয় ॥১২১॥

শ্রীগীতাতে (৮।৩) অক্ষর পুরুষ শ্রীভগবানই পরম ব্রহ্ম ॥১২২।

১৪। শ্রীভগবানের সর্ববেদবেদ্যত্ব—

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে (১) সচ্চিদানন্দস্বরূপ অক্লেশে বিশ্ব-নির্মাতা, বেদান্তবেদ্য সর্ববুদ্ধি সাক্ষী জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ।১২৩।

'ক্ষরম্' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে (১।১০) প্রধান পরিণাম প্রাপ্ত হয় এইজন্য 'ক্ষর' বলা হয়। হর—অবিদ্যাহারী পরমাত্মা, ক্ষরাত্মাদ্বয়—প্রধান ও জীব। অদ্বিতীয় পুরুষ পরমেশ্বর হর—ঈশতে নিয়মন করেন। অথ সেই পরমেশ্বরের অভিধান ফলে যোজন—অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি হইতেও তত্ত্বভাব—স্বরূপদ্বয়ের স্ফুরণহেতু অন্তে—পরিশেষে জীবের বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয়। তিনি বিমুক্তি লাভ করেন ॥১২১॥

'ক্ষর' ইত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদে (৮।৩) ॥১২২॥

তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি (বৃহ ৩।৯।২৬) ॥১২৪॥

ঔপনিষদঃ পুরুষ ইতি (পা ৪।২।৯২) ॥১২৫॥

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি ইতি ...

টীকা

সদিতি শ্রীগোপালোপনিষদি। অক্লিষ্টং অশ্রমং, যথাস্যাৎ তথা বহু-স্যামিতি সংকল্পমাত্রেণ করোতি জগৎ ইত্যক্লিষ্টকারী, অথবা—স্বভক্তান্ অক্লি-ষ্টান্ করোতীতি তথাভূতায় ইত্যর্থঃ। অত্র সর্বথা সেব্যত্বমুক্তম্ ॥১২৩॥

তমিতি বৃহদারণ্যকে (৩।৯।২৬) উপনিষদা প্রতিপাদ্যত্বে ঔপনিষদঃ শৈষিকোঽন্ প্রত্যয়ঃ (পাঃ ৪।২।৯২) ১২৪॥

ঔপনিষদ ইতি উপনিষদ্বেদ্য ইত্যর্থঃ ॥১২৫॥

অনুবাদ

প্রসিদ্ধ উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি (বৃহ ৩।৯।২৬) ॥১২৪॥

শ্রীভগবান্ ঔপনিষদ্ পুরুষ—উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষ ॥১২৫।

কঠোপনিষদে (১।২।১৫) বেদ সকল যাঁহার প্রতিপাদন করেন, অখিল তপস্যাদি কর্মরাশিও যাঁহার প্রাপ্তির সহায়—যম নচিকেতাকে বলিতেছেন—আমি তোমায় সেই প্রাপ্য বস্তুর সম্বন্ধেই উপদেশ করিতেছি—শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন "প্রণব যে মহাবাক্য বেদের নিদান। ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ব-বিশ্বধাম ॥১২৬॥

টীকানুবাদ —'সচ্চিদানন্দ' ইত্যাদি শ্রীগোপাল তাপনীতে—যিনি অক্লিষ্টকারী—বিনাশ্রমে সঙ্কল্পমাত্রে বিশ্বসৃষ্টিকারী, অথবা—নিজভক্তগণকে ক্লেশরহিত করেন, সেই সর্ব্বসেব্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রণত হই। অন্য সকল মূলানুবাদে দ্রষ্টব্য ॥১২৩॥

'তম্' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে (৩।৯।২৬) উপনিষদদ্বারা প্রতিপাদন করা হয় যাঁহাকে, তিনি ঔপনিষদ্ পুরুষ (পাঃ ৪।২।৯২) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি ॥১২৪ ॥

ঔপনিষদঃ অর্থাৎ উপনিষদ্বেদ্য পুরুষ ॥১২৫॥

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ, বেদবিদেব চাহম্ ॥১২৭॥
নতাঃ স্ম সর্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতীতি (বি পুঃ ১।১৪।২৩) ॥১২৮॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহমিতি (শ্রীভাঃ ১১।২১।৪৩) ॥১২৯॥

সর্ববেদান্ সেতিহাসান্ সপুরাণান্ সযুক্তিকান্।
সপঞ্চরাত্রান্ বিজ্ঞায় বিষ্ণুর্জ্ঞেয়ো ন চান্যথা (ইতি ব্রহ্মতর্কে) ॥১৩০॥

টীকা

সর্ব্বে ইতি কাঠকে (১ ২ ২৫) যৎপদং যদ্বস্তু শ্রীমদ্ভগবত্তত্ত্বমিত্যর্থঃ। ১২৬॥

বেদৈরিতি শ্রীগীতোপনিষদি ।১২৭॥

ন তা ইতি শ্রীবৈষ্ণবে ॥১২৮।

মামিতি শ্রীএকাদশে ॥১২৯॥

অনুবাদ

শ্রীগীতোপনিষদে (১৫।১৫) বেদসমূহদ্বারা আমি কৃষ্ণই বেদ্য এবং বেদান্ত সূত্র কর্তা আমিই বেদ বেত্তা ।১২৭।

বিষ্ণুপুরাণে (১।১৪।২৩) যেস্থানে সকল প্রমাণ বাক্যের শাশ্বতী নিত্য প্রতিষ্ঠা—আশ্রয় তাঁহাকেই আমরা প্রণাম করি ॥১২৮॥

শ্রীভাগবতে ১১।২১।৪৩) যজ্ঞ পুরুষ আমাকেই বেদের কর্মকাণ্ডে প্রতিপাদন করে, জ্ঞানকাণ্ডে শ্রুতিতে ব্রহ্মরূপে এবং দেবতাকাণ্ডে সেই সেই দেবতানামে আমাকেই কীর্তন করে, আর যে আকাশাদি বিশ্বকে নানাভাবে কল্পনা করিয়া পরে নেতি নেতি বাক্যে ত্যাগ করিয়া চরমে আমাকেই প্রতিপাদন করে, আমা হইতে পৃথক্ তত্ত্ব আর কিছুই নাই ॥১২৯॥

'সর্ব্বে' ইত্যাদি কঠোপনিষদে (১।২।২৫) যে পদ—যে বস্তু—শ্রীমদ্ভগবত্তত্ত্ব ।১২৬।

'বেদৈঃ' ইত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদে (১৫।১৫) মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য ॥১২৭॥

'নতা' ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১৪।২৩) মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য ॥১২৮॥

'মাম্' ইত্যাদি শ্রীএকাদশস্কন্ধে (১১।২১।৪৩ ॥১২৯॥

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ১৩১ ॥
শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ১৩২ ॥

টীকা

সর্ববেদানিতি ব্রহ্মতর্কে স্পষ্টম্ ॥১৩০॥

শাস্ত্রযোনিত্বাদিত্যাদিত্রয়ং ব্রহ্মসূত্রম্ (১।১।৩, ২।১।২৭, ২।১।১১) শাস্ত্রেতি। ঈক্ষতের্ন ইত্যতো নেত্যাকৃষ্য মুমুক্ষুভিরসৌ পরেশো নানুমেয়ঃ, কুতঃ? শাস্ত্রেতি শাস্ত্রমুপনিষদ্ যোনির্বোধহেতুর্যস্য তত্ত্বাদ্। উপনিষদ্ বোধ্যত্ব শ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ। অন্যথা ঔপনিষদ সমাখ্যাবিরোধঃ স্যাৎ। মন্তব্য ইতি শ্রুত্যা তু স্বানুসারী তর্কোঽভ্যুপগতো, ন শুষ্কতর্কঃ। "পূর্বাপর বিরোধেন কোঽত্রার্থোঽভিমতো ভবেৎ। ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কং তু বর্জয়েৎ ॥" ইত্যাদি স্মৃতেঃ ॥ ১৩১ ॥

শ্রুতিরিতি। শঙ্কাচ্ছেদায় তু শব্দঃ। উপসংহার সূত্রাৎ নেত্যনুবর্ততে।

অনুবাদ

ব্রহ্মতর্কে—সকল বেদ, ইতিহাস-সহ পুরাণ সমূহ, যুক্তিসহ দর্শন শাস্ত্র সমূহ এবং পঞ্চরাত্র সমূহ জানিয়া বিষ্ণুকে জানিবে, অন্য প্রকারে নহে ॥১৩০॥

মূলানুবাদ—ব্রহ্মসূত্রে (১।১।৩) শাস্ত্রই যাঁহার জ্ঞানকারণ ॥ ১৩১ ॥

মূলানুবাদ—শ্রুতি কিন্তু শব্দমূলক হেতু স্বতঃপ্রমাণ ॥ ১৩২ ॥

টীকানুবাদ—'সর্ব্ববেদান্' ইত্যাদি ব্রহ্মতর্কে সরলার্থ মূলানুবাদে দ্রষ্টব্য ১৩০॥

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ইত্যাদি তিনটি ব্রহ্মসূত্র (১।১।৩, ২।১।২৭, ২।১।১১) শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ইত্যাদি সূত্র ব্যাখ্যাকালে পরবর্তী 'ঈক্ষতের্ন' এই সূত্র হইতে ন আকর্ষণ করিয়া লইয়া মুমুক্ষুগণ কর্তৃক এই পরমেশ্বর অনুমেয় নহে। কারণ, শাস্ত্র উপনিষদাদি যোনি—জ্ঞানের কারণ যাঁহার, অর্থাৎ পরমেশ্বর উপনিষদাদি শাস্ত্রগম্য—ইহা শুনা যায়, তাহা না হইলে ঔপনিষদ—এই নামের সহিত বিরোধ হয়। 'মন্তব্য' এই শ্রুতিদ্বারা শাস্ত্রানুগত যুক্তি স্বীকৃত হয়। শুষ্কতর্ক স্বীকৃত নহে। শ্রুতিবাক্যে পূর্বাপর বিরোধ উপস্থিত হইলে কোন অর্থটি গ্রহণীয় হইবে—ইত্যাদি ভাবে বিচার্য্য। শুষ্কতর্ক বর্জনীয় ॥ ১৩১ ॥

'শ্রুতেস্তু' এই সূত্রে তু-শব্দ শঙ্কা নিরাসজন্য, উপসংহার সূত্র হইতে 'ন'

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ইতি ॥ ১৩৩ ॥

নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং, সর্বানুভূতমাত্মানং, সাম্পরায়ে ইতি ॥ ১৩৪ ॥

টীকা

ব্রহ্মণঃ শ্রুতং বেদবেদ্যত্বং দোষায় ন ভবতি। কুতঃ? শ্রুতেঃ। উপনিষদঃ পুরুষ ইত্যাদি শ্রবণাৎ। নন্ম শ্রুত্যাপ্যন্যমত বিরোধেন বাধিতার্থকত্বং কথং বোধ্যতে? তত্রাহ—শব্দেতি। অবিচিন্ত্যরূপস্য তস্য স্বরূপ জ্ঞানে শব্দৈক প্রমাণত্বাৎ ইত্যর্থঃ। সূত্রমিদং পারিভাষিকং যথাযথমন্যত্রাপি যোজ্যম্ ॥১৩২॥

তর্কেতি। পূর্বং তু দর্শিতমেব প্রাক্ ব্যাখ্যা তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যা ॥ ১৩৩ ॥

নেতি। অবেদ-বিদুষাং বেদজ্ঞানরহিতানাং তার্কিকাদীনাং ব্রহ্মধীর্নোপজায়তে। তস্মাদ্ অবেদবিত্তং ন মনুতে—ন জানাতি। সাম্পরায়ে পরলোকার্থম্ ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ

শুষ্কতর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, শাস্ত্রানুকূল যুক্তিই গ্রাহ্য ব্রহ্মবিচারে ॥ ১৩৩ ॥

অবেদজ্ঞ ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে মনন করিতে পারে না। সকলের অনুভূত আত্মাকে পরলোকের জন্য মনন করিবে ॥ ১৩৪ ॥

আনিয়া অন্বয় করিবেন 'ব্রহ্মের বেদবেদ্যত্ব শুনা যায় উহা দোষের নহে, কারণ শ্রুতিতে 'ঔপনিষদঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি শ্রুত হয়। প্রশ্ন—শ্রুতির সহিত অন্য মতের বিরোধ হইলে বিরুদ্ধ বিষয়ের সমাধান কিরূপে জানিবে? উত্তর—শব্দমূলত্বাৎ—অবিচিন্ত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞান করিতে হইলে একমাত্র শব্দই প্রমাণ। এই সূত্রটি পরিভাষাস্বরূপ যথাযথভাবে অন্যত্রও প্রয়োগ হইবেন ॥ ১৩২ ॥

'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' এই সূত্রটির ব্যাখ্যা পূর্বে দেখান হইয়াছে, মূলানুবাদে ও গোবিন্দ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৩ ॥

'নেতি' ইত্যাদি অবেদজ্ঞ অর্থাৎ বেদজ্ঞানরহিত তার্কিক প্রভৃতির ব্রহ্মজ্ঞান

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ইতি ॥ ১৩৫ ॥

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ইতি ॥ ১৩৬ ॥

যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে ইত্যাদি ॥ ১৩৭ ॥

যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি। যোঽসৌ সর্বৈর্ব্বেদৈর্গীয়তে ইতি ॥ ১৩৮ ॥

ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং, ন তর্কো, ন স্মৃতির্ব্বেদো হ্যেবৈনং বেদয়তি ইত্যাদি ॥ ১৩৯ ॥

টীকা

যত ইতি। তমেতমিতি। যদ্বাচেতি ব্যাখ্যানং পূর্ব্ববৎ ॥ ১৩৫-১৩৭ ॥

যোঽসাবিতি শ্রীগোপালোপনিষদি ॥ ১৩৮ ॥

ন চক্ষুরিতি সুগমার্থা ॥ ১৩৯ ॥

অনুবাদ

সম্পূর্ণরূপে জানিতে না পারিয়া বেদবাক্যসমূহ মনের সহিত ফিরিয়া আসে ॥ ১৩৫ ॥

প্রসিদ্ধ এই ব্রহ্মকে ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যয়ন দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন ॥ ১৩৬ ॥

বাক্যদ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় না, যাহা হইতে বাক্য উদিত হয় ॥১৩৭॥

যে এই কৃষ্ণ সকল বেদমধ্যে অবস্থিত, যিনি সর্ববেদদ্বারা কীর্তিত হন ॥ ১৩৮ ॥

চক্ষু, কর্ণ, তর্ক, স্মৃতি ইহাঁকে জানাইতে পারে না, বেদই ইহাঁকে জানায় ॥ ১৩৯ ॥

উৎপন্ন হয় না। অতএব অবেদজ্ঞ শ্রীভগবান্‌কে জানিতে পারে না। সাম্পরায়ে—পরলোকের জন্য ॥ ১৩৪ ॥

'যত' ইতি, তমেতমিতি, যদ্বাচা ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ ॥ ১৩৫-১৩৭ ॥

'যোঽসৌ' ইত্যাদি শ্রীগোপাল উপনিষদে ॥ ১৩৮ ॥

'ন চক্ষু' ইত্যাদি সরলার্থ মূলানুবাদে ॥ ১৩৯ ॥

সর্ব্বৈশ্চ বেদৈঃ পরমো হি দেবো, জিজ্ঞাস্যো নান্যো বেদাদৌ প্রসিদ্ধেৎ তস্মাদেনং সর্ববেদানধীত্য বিচার্য্য চ জ্ঞাতুমিচ্ছেন্মুমুক্ষুঃ ॥ ১৪০ ॥

অপ্রসিদ্ধেরবাচ্যং তদ্ বাচ্যং সর্ব্বাগমোক্তিতঃ।
অতর্ক্যং তর্ক্যমজ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেব পরং স্মৃতম্ ॥ ১৪১ ॥

টীকা

সর্ব্বৈরিতি, চতুর্বেদশিখায়াং। অতএব মোক্ষ ধর্ম্মে শ্রীনারায়ণীয়োপাখ্যানেঽপ্যুক্তং — তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিঃ সর্বতোমুখৈঃ। তত্ত্বমেকো মহাযোগী হরির্নারায়ণঃ প্রভুরিতি। সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু বিবেচন ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥ ইতি পাদ্মাৎ। সর্ব্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ববেদেড়ীতশ্চ স। ইতি স্কান্দাচ্চ ॥ ১৪০ ॥

অনুবাদ

এই পরমদেব বেদসমূহ দ্বারা জিজ্ঞাস্য, অন্য কেহ বেদাদিতে প্রসিদ্ধ নহে। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্ববেদ অধ্যয়ন ও বিচার করিয়া ইহাঁকে জানিতে ইচ্ছা করিবে ॥ ১৪০ ॥

গরুড় পুরাণে, বেদে যে কোথাও কোথাও শ্রীভগবান্‌কে অবাচ্য বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য সাধারণের দৃষ্টিতে ভগবান অপ্রসিদ্ধ হেতু। পরন্তু আগমাদি সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ বাচ্য — 'চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ এক বস্তু বুঝাইতে। বস্তু না বুঝিয়া জীব যায় অধঃপাতে ॥ শ্রীভগবান্ অতর্ক্য অর্থাৎ তর্কের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না, পরন্তু তিনিই পরম জানিবার বস্তু ॥১৪১॥

'সর্বৈ' ইত্যাদি চতুর্ব্বেদ শিখাতে। অতএব মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারায়ণীয়েও বলা হইয়াছে — সর্বতোমুখী যুক্তিসমূহ দ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের পক্ষে একমাত্র তত্ত্ব, হে মহাযোগি শ্রীনারদ জানিবে — প্রভু নারায়ণ শ্রীহরি ॥ পদ্মপুরাণে — সিদ্ধান্তে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই সমস্ত আগম, সকল সাধন, বিচার বিবেচনা ও নীতিশাস্ত্র সমূহে নিশ্চিত হইয়াছে ॥ স্কন্দপুরাণেও — সকল নাম, সকল সাধন এবং সর্ব্ববেদাদি শাস্ত্রদ্বারা স্তুত সেই শ্রীভগবান্ বিষ্ণু ॥ ১৪০ ॥

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥১৪২॥

ওঁকারস্তু সাক্ষাত্তং বোধয়তি ॥ ততোঽভূৎ ত্রিবৃদোঙ্কারোযোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্। যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্ বাচকঃ পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্ বেদবীজং সনাতনম্ ॥১৪৩॥

টীকা

অপ্রসিদ্ধেরিতি গারুড়ে। অপ্রসিদ্ধিঃ কার্ৎস্নেনাবাচ্যাৎ ইত্যর্থঃ। যদ্বা — অপ্রসিদ্ধেরখ্যাতেরিত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ শ্রীপরাশরেণাপি — যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্বশক্তি নিলয়ে মানানি নো মানিনাং, নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি হন্তি কলুষং শ্রোত্রং স যাতো হরিঃ। ইতি। নিষ্ঠায়ৈ নির্ধারণায় নো প্রভবন্তীত্যর্থঃ। স্ফুটনন্যৎ ॥১৪১॥

বেদে ইতি হরিবংশে স্ফুটার্থঃ ॥১৪২॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ — শ্রীহরিবংশে ( ) বেদে, রামায়ণে পুরাণে ও মহাভারতে আদিতে, অন্তে ও মধ্যে শ্রীহরি সর্ব্বত্র গীত হইতেছেন ॥১৪২॥

মূলানুবাদ — প্রণব তাঁহার সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীভগবানকে জানাইতেছেন — শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৬।৩৯) হে মুনিবর, সমাধিস্থ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে প্রথমতঃ নাদ-উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর উক্ত নাদ হইতে অব্যক্ত — অস্ফুট প্রভব স্বরাট — স্বতঃ প্রকাশমান ত্রিমাত্রাত্মক (অ উ ম) ওঁঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ ওঁঙ্কারই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর — যাহা ভগবান ব্রহ্ম ও পরমাত্মার

অপ্রসিদ্ধ ইত্যাদি গরুড় পুরাণে — অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে অপ্রকাশ, অথবা — সম্পূর্ণরূপে অপ্রচার। শ্রীপরাশর ঋষিও বলিয়াছেন — সর্বশক্তির আশ্রয় যে ব্রহ্মে প্রমাণবিদ্‌গণের প্রমাণসমূহ সর্ব্বথা প্রকাশ করিতে অসমর্থ, সেই হরির নাম কর্ণে প্রবেশ মাত্রই পাপরাশি বিনাশ পায় ॥১৪১॥

'বেদে' ইত্যাদি হরিবংশে ॥১৪২॥

১৫। অথ ভুক্তি মুক্তি প্রদত্বঞ্চ

বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ।
কৈবল্যদঃ পরংব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ ॥১৪৪॥
মুক্তিং প্রার্থয়মানং মাং পুনরাহ ত্রিলোচনঃ।
মুক্তি প্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ ॥১৪৫॥

টীকা

তত্র ইতি পদ্যে শ্রীদ্বাদশে (ভা১ ২।৬।৩৯,৪১) ॥১৪৩॥

বন্ধক ইতি স্কান্দে ॥১৪৪॥

মুক্তিমিতি হরিবংশে। কৈলাস যাত্রায়াং স্বপূজকং ঘন্টাকর্ণং প্রতি শ্রীশিব বাক্যং

অনুবাদ

বোধক মূর্ত্তি, ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগি গণের উপাস্য। এই ওঁঙ্কারই নিজ আশ্রয় যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানে তাঁহার বাচক অতি নিকটস্থ নাম। সেই প্রণব, সর্বমন্ত্র ও উপনিষদ যাহাতে আছেন সেই বেদের বীজ অর্থাৎ কারণ হইয়াও অবিকারী সুতরাং সনাতন সর্ব্বদাই একরূপ, প্রণবও ব্রহ্মস্বরূপ নাম—নামী অভিন্ন। নাম বিগ্রহ স্বরূপ—তিন এক রূপ। তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দ রূপ ॥—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩১ ॥১৪৩॥

১৫। অথ শ্রীভগবানের ভুক্তি মুক্তি প্রদত্ব—

স্কন্দ পুরাণে—পরং ব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুই ভবপাশদ্বারা জীবের বন্ধক হইয়াও ভবপাশ হইতে মোচক কৈবল্য মুক্তিপ্রদ ॥১৪৪।

হরিবংশে ত্রিলোচন শিবের নিকট মুক্তি প্রার্থনাকারী আমাকে ত্রিলোচন বলিলেন—সকলের মুক্তি প্রদাতা শ্রীবিষ্ণুই ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥১৪৫

'তত' ইত্যাদি পদ্যদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে (১২।৬।৩৯, ৪১) ॥১৪৩॥

টীকানুবাদ—'বন্ধক' ইত্যাদি স্কন্দপুরাণে সরলার্থ মূলানুবাদে ॥১৪৪॥

'মুক্তিং' ইত্যাদি হরিবংশে। কৈলাস যাত্রাতে নিজ পূজক ঘন্টাকর্ণের

বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥১৪৬॥

সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ ॥ ইতি ॥ ১৪৭ ॥

প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণীতি ॥১৪৮॥

টীকা

বাক্যম্—বহুনাত্র কিমুক্তেন যাবদ্ বিষ্ণুং ন গচ্ছতি। যোগী তাবন্ন মুক্তঃ স্যাদেষ শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥ ইত্যাদি পুরাণ বচনাৎ ॥১৪৫॥

বরমিতি শ্রীভাগবতে (১০।৫১।১০) মুচুকুন্দং প্রতি দেবানামুক্তিঃ ॥১৪৬॥

সর্বস্যেত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে ॥১৪৭॥

প্রজ্ঞা চেতি (শ্বে ৪।১৮) তস্মাদীশ্বরাৎ জীবানাং পুরাণী সনাতনী প্রজ্ঞা ধর্মভূতা সংবিৎ প্রসৃতা ভবতি প্রকটতীত্যর্থঃ ॥১৪৮॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে—দেবগণ বলিতেছেন—হে মুচুকুন্দ তোমার কল্যাণ হউক, অদ্য আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর—মুক্তিবর ব্যতীত। কারণ ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণু মুক্তিদানের একমাত্র ঈশ্বর ॥১৪৬॥

শ্বেতাশ্বতরে—সকলের প্রভু ঈশান—বশয়িতা এবং সকলের আশ্রয় ও নিরুপাধি হিতকারী শ্রীভগবান্ ॥১৪৭॥

শ্বেতাশ্বতরে—নিত্য প্রকৃষ্ট প্রাচীন জ্ঞানও শ্রীভগবান্ হইতে বিস্তার লাভ করে ॥১৪৮॥

প্রতি শিববাক্য—আমার নিকট বহু কথা বলার কি প্রয়োজন, যে কাল পর্যন্ত যোগী বিষ্ণুর নিকট না যাইতে পারে, সে পর্যন্ত যোগী মুক্ত হইতে পারে না, ইহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ইহা আদি পুরাণবাক্য ॥১৪৫॥

টীকানুবাদ—বরং ইত্যাদি শ্রীভাগবতে (১০।৫১।১০) মুচুকুন্দের প্রতি দেবগণের উক্তি ॥১৪৬॥

শ্বেতাশ্বতরে 'সর্বস্য' ইত্যাদি ॥১৪৭॥

'প্রজ্ঞা' চেতি শ্বেতাশ্বতরে (৪।১৮) পরমেশ্বর হইতে জীবগণের সনাতনী প্রজ্ঞা—ধর্ম্মভূতা সংবিৎ প্রকটিত হয় ॥১৪৮॥

সংসার বন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুরিতি চ ॥১৪৯॥

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিরিত্যাদ্যাঃ ॥১৫০॥

(নৃসিংহ পূর্ব ১।৭) য ইহৈব স্থাতুমপেক্ষতে সর্ব্বৈশ্বর্য্যং দদাতি, যত্র কুত্রাপি ম্রিয়েত, দেহান্তে দেবঃ পরমং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে, যেনামৃতী ভূত্বাঽসৌ অমৃতত্বং গচ্ছতীতি ॥১৫১॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং তৃতীয়ং শ্রীভগবৎ তত্ত্ব প্রকরণম্ ॥৩॥ ×॥ ×॥

—:০:

টীকা—

সংসারেতি ॥১৪৯॥

জ্ঞাত্বেতি চ (শ্বে ১।১১) স্ফুটার্থা ॥১৫০॥

য ইতি শ্রীনৃসিংহ তাপন্যাং (পুর্ব্ব ১।৭) য উপাসকঃ, ইহ লোকে, দেবঃ শ্রীনৃসিংহঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যং দদাতি তস্মৈ ইতি শেষঃ। যত্র কুত্রাপি কীটক-ম্লেচ্ছ

অনুবাদ

সংসারের বন্ধ স্থিতি মোক্ষ ইহাদের কারণ শ্রীহরি ॥১৪৯॥

স্বপ্রকাশ বিষ্ণুকে জানিয়া সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥১৫০॥

শ্রীনৃসিংহ তাপনীতে (পূ ১।৭) যে ভক্ত এই জগতে থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে শ্রীনৃসিংহদেব সর্ববিধ ঐশ্বর্য প্রদান করেন, যে কোন স্থানে মৃত্যুযোগ আসিলে দেহান্তে শ্রীভগবান্ তারক ব্রহ্ম নাম তাহার কর্ণে প্রদান করেন। যাহা দ্বারা ঐ ভক্ত মুক্ত হইয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হন ॥১৫১॥

ইতি শ্রীসুবিজ্ঞান রত্ন মালায় তৃতীয় শ্রীভগবৎ তত্ত্ব প্রকরণে মূলানুবাদ সমাপ্ত ॥৩॥ ×॥ ×। ×।

সংসারেতি ॥১৪৯॥

জ্ঞাত্বেতি শ্বেতাশ্ব (১।১১) সরলার্থ ॥১৫০॥

'য' ইত্যাদি শ্রীনৃসিংহ তাপনীতে (পূ ১।৭) যে উপাসক ইহলোকে থাকিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীনৃসিংহদেব তাহাকে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য দান করেন। যে কোন

সর্ব্ব শ্রীভগবৎ তত্ত্ব-প্রকরণ সারার্থ সংগ্রহঃ।

তদেবং সচ্চিদানন্দৈকরূপঃ স্বরূপভূত-অচিন্ত্য-বিচিত্র-অনন্ত শক্তিযুক্তো ধর্মত্বে এব ধর্মিত্বম্, নির্ভেদত্বে এব নানাভেদবত্ত্বম্, অরূপিত্বে এব রূপিত্বম্, ব্যাপকত্বে এব মধ্যমত্বম্, সত্যমেবেত্যাদি-পরস্পর বিরুদ্ধানন্ত গুণনিধিঃ স্থূল সূক্ষ্ম বিলক্ষণ'-স্বপ্রকাশ-অখণ্ড স্বস্বরূপভূত-শ্রীবিগ্রহঃ, তথাভূত ভগবদাখ্য মুখ্যৈক-বিগ্রহ-ব্যঞ্জিত তাদৃশানন্তবিগ্রহস্তাদৃশস্বান্ রূপস্বরূপ-শক্ত্যাবির্ভাবলক্ষণ-লক্ষ্মীরঞ্জিত বামাংশঃ, স্বপ্রভা বিশেষাকার-পরিচ্ছদ-

টীকা

দেশাদাবপি ম্রিয়েত তস্য দেহান্তে তু তারকং পরমং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে তারঃ প্রণবঃ তত্রস্থং তারকং সামাঙ্গপ্রণবেন ব্যাখ্যাতং পরমং ব্রহ্ম কথয়তীত্যর্থঃ। যেন কথিতেন শ্রীনৃসিংহ দেবোপদিষ্টেন তারকাখ্য-ব্রহ্মণা ইত্যর্থঃ। অমৃতী অত্রাপি মরণধর্ম্মরহিতো ভূত্বা স শ্রোতাঽমৃতত্বং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি ॥১৫১॥

শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালা টীকায়াং তৃতীয়ং প্রকরণম্।

অনুবাদ

কীটক-ম্লেচ্ছ দেশাদিতেও মৃত্যু হইলে, তাহার দেহান্তে তারক পরমব্রহ্ম নাম তাহার কর্ণে বলেন। যাহার ফলে শ্রীনৃসিংহদেব উপদিষ্ট তারক ব্রহ্ম নামের ফলে অমৃতী হইয়া—এইস্থানে মরণ ধর্ম রহিত হইয়া সেই শ্রোতা অমৃতত্ব লাভ করেন ॥১৫১॥

শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালা টীকায় তৃতীয় শ্রীভগবৎ-প্রকরণ ॥৩॥

—:০:—

অথ সর্ব ভগবৎ-প্রকরণ সারার্থ সংগ্রহ—

এই প্রকরণে সচ্চিদানন্দৈকরূপ স্বরূপভূত অচিন্ত্য বিচিত্র অনন্ত শক্তিযুক্ত, ধর্ম্ম ও ধর্মীভাব প্রাপ্ত, নির্ভেদ হইয়াও নানা ভেদবান্, অরূপী হইয়া রূপী, ব্যাপক হইয়াও মধ্যমাকার, সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ অনন্তগুণ নিধি, স্থূল-সূক্ষ্ম বিলক্ষণ, স্বপ্রকাশ, অখণ্ড, স্বস্বরূপভূত শ্রীবিগ্রহ, ঐরূপ ভগবৎ নামক মুখ্য এক বিগ্রহ, তাহা হইতে প্রকাশিত

পরিকর নিজধামস্থ বিরাজমানাকারঃ স্বরূপ-শক্তি বিলাস লক্ষণাদ্ভুত গুণলীলাদি চমৎকারিতাত্মারামাদি-গণো নিজসামান্য প্রকাশাকার—ব্রহ্মতত্ত্বো নিজাশ্রয়ৈক জীবন-জীবাখ্য-তটস্থশক্তি-রনন্ত প্রপঞ্চ-ব্যঞ্জিতস্বাভাসশক্তিগুণো (গণো) ভগবানিতি বিদ্বদনু-পলব্ধার্থ শব্দৈর্ব্যঞ্জিতম্ ॥

তস্যাবিদুষাং জ্ঞানাগোচরত্বম্, কিন্তু বৈদৈকবেদ্যত্বমেব। বেদ-বিদুষাং ভক্ত্যৈব সাক্ষাদনুভবনীয়ত্বম্ ॥ × ॥৩॥ × ॥

ইতি তৃতীয় রত্নং সমাপ্তম্

—:০:—

তাদৃশ অনন্ত বিগ্রহ, তাদৃশ স্বানুরূপ স্বরূপ শক্তির আবির্ভাবরূপ লক্ষ্মী রঞ্জিত বামাংশ, স্বপ্রভা বিশেষাকার পরিচ্ছদ, পরিকর সহ নিজধাম সমূহে বিরাজমান মূর্তি, স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ অদ্ভুত গুণ- লীলাদি দ্বারা চমৎকারিত আত্মা-রামাদিগণ, নিজ সামান্য প্রকাশাকার-ব্রহ্মতত্ত্ব নিজাশ্রিত জীবন জীব-নামক তটস্থ শক্তি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত স্বাভাস শক্তিগুণ গণ ভগবান্— ইহা বিদ্বদনুভবার্থ শব্দরাশি বেদসমূহ দ্বারা প্রকাশিত হইল ॥

শ্রীভগবান্ অবিদ্বদ্গণের জ্ঞানের অগোচর, কিন্তু বেদৈকবেদ্য, বেদবিদ্গণের ভক্তিদ্বারাই সাক্ষাৎ অনুভবনীয় ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয় রত্নে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

॥— × — × — × —॥

চতুর্থ রত্নম্

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রকরণম্

অথ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সর্বাংশিত্বং সর্বকারণত্বং সর্বপরত্বং স্বয়ং ভগবত্ত্বঞ্চ বদন্ত্যস্তাবদ্ ব্রহ্ম পরমাত্মনোঃ পরত্বমাহুঃ—

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্ট-কারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥ ১ ॥
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥ ২ ॥
সর্ব্বে বেদাঃ সর্ব্ববিদ্যাঃ স-শাস্ত্রাঃ,
সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সর্ব্ব ঈজ্যশ্চ কৃষ্ণঃ।

টীকা

সচ্চিদানন্দরূপায়েতি—শ্রীগোপালোপনিষদি। ব্যাখ্যানং তু পূর্ববৎ ॥ ১ ॥
ঈশ্বর ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং স্পষ্টম্ ॥ ২ ॥

চতুর্থ রত্ন

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রকরণ

মূলানুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণই সর্বাংশী সর্বকারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও স্বয়ং ভগবান্। এই সকল বিষয় শ্রুতিসমূহ বলিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বলিতেছেন— শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি— সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, ভক্তবর্গের ক্লেশহারী বেদান্তবেদ্য জগদ্গুরু সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মসংহিতা—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ ব্রজবিলাসী অনাদি আদি ও সর্ব্বকারণের কারণ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—‘সচ্চিদানন্দরূপায়’ ইত্যাদি শ্রীগোপালোপনিষদে (১) ব্যাখ্যা- পূর্ববৎ। ১ ॥

‘ঈশ্বর’ ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতাতে (১) ॥ ২ ॥

বিদুঃ কৃষ্ণং ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বতো যে,
তেষাং রাজন. সর্ব্বযজ্ঞাঃ সমাপ্তাঃ ॥ ৩ ॥
একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য,
একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি। ইতি ॥ ৪ ॥

সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণো ভূম্যাং হি বৈ ইতি ॥ ৫ ॥

টীকা

সর্বে ইতি মহাভারতে সর্বে বেদাদয়ঃ কৃষ্ণ এব, যতঃ সর্বঃ সর্বস্বরূপঃ, ঈজ্যঃ সর্বপূজ্যশ্চ, তত্ত্বতঃ স্বরূপতঃ ॥ ৩ ।

এক ইতি শ্রীগোপালোপনিষদি। একঃ সর্বমুখ্যঃ পরতম ইত্যর্থঃ। বশী নিয়ন্তা সর্বগো বিভুঃ ইড্যো অনন্তগুণত্বাৎ স্তবণীয়ঃ। একোঽপি সন্ একত্বমজহদেব বহুধা পুরুষাবতার-লীলাবতারাদিরূপেণাবভাতি বিদুষাং প্রতীতি গোচরো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ

মহাভারতে—বেদসকল, সর্ব্ববিদ্যা, শাস্ত্রসমূহের সহিত যজ্ঞসমূহ শ্রীকৃষ্ণই এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্বপূজ্য। যে ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে জানেন, হে রাজন্ তাঁহাদের সর্ব্বযজ্ঞ পরিপূর্ণ হয় ॥ ৩ ॥

শ্রীগোপালতাপনী—এক অদ্বিতীয়, সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বত্র গমনশীল, সর্ব্ব-ব্যাপি শ্রীকৃষ্ণ স্তবনীয়। এক হইয়াও যিনি বহুপ্রকারে প্রকাশিত হন ॥ ৪ ॥

এই পরমপ্রিয় গোপাল সাক্ষাৎ নিত্যসিদ্ধ প্রকৃতিপর—স্বরূপ শক্তির বশ, তিনি কিরূপে এই ভূ-বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৫ ॥

'সর্ব্বে' ইত্যাদি মহাভারতে সর্ব্ববেদাদি কৃষ্ণই, যেহেতু তিনি সর্বস্বরূপ, ঈজ্য—'সর্ব্বপূজ্য, তত্ত্বতঃ স্বরূপতঃ ॥ ৩ ॥

এক ইতি শ্রীগোপাল উপনিষদে। এক—সর্ব্বমুখ্য পরতম। বশী নিয়ন্তা সর্ব্বগ—বিভু, ঈড্য অনন্তগুণহেতু স্তবনীয়। এক হইয়াও একত্ব ত্যাগ না করিয়া বহুধা পুরুষাবতার লীলাবতারাদি রূপে প্রকাশিত, অভিজ্ঞগণের অনুভব গোচর হন ॥ ৪ ॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে, ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং কারণাধিপাধিপো, ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৬॥
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক, স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥ ইতি ॥ ৭ ॥

টীকা

সাক্ষাদিতি তত্রৈব প্রকৃতিপরত্বমস্য সাক্ষান্নিত্যসিদ্ধমেব, ন তু সাধন কৃত-মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ন তস্যেতি শ্বেতাশ্বতরে। অর্থস্তু প্রাগ্‌বৎ ॥ ৬ ॥

বৃক্ষ ইবেতি মুণ্ডকে (শ্বেতা ৩।৯) একঃ সর্ব্বাধ্যক্ষঃ পুরুষো হরির্দিবি পরমব্যোম্নি তিষ্ঠতি। স খলু স্বেতর-সর্ব্বনমস্যত্বাৎ বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ কিঞ্চিৎ প্রতিনম্রো নেত্যর্থঃ। তেনৈকেন পুরুষেণ ইদং সর্ব্বং জগৎ পূর্ণং ব্যাপ্ত-মিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ

শ্বেতাশ্বতরে (৬।৯) জগতে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) কেহ প্রভু নাই, এবং নিয়ন্তাও নাই। তাঁহার এমন কোন চিহ্ন নাই যাহা দ্বারা তাঁহাকে অনুমান করা যায়। তিনি সকলের কারণ এবং হৃষীকেশ, জীবেরও অধিপতি। ইহার কেহ জন্মদাতা বা অধ্যক্ষ নাই ॥ ৬ ॥

মুণ্ডকোপনিষদে (?)—(শ্বেতাশ্ব ৩।৯) এক সর্বাধ্যক্ষ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে অবস্থান করেন, তিনি সর্বনমস্য হেতু তাহার নমস্য কেহ নাই। সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এই সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ ॥ ৭ ॥

'সাক্ষাৎ' ইত্যাদি শ্রীগোপাল উপনিষদে—প্রকৃতি পরতা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ নিত্যসিদ্ধই, সাধনকৃত নহে ॥ ৫ ॥

'ন তস্য' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে। অর্থ পূর্ব্ববৎ মূলানুবাদে ॥ ৬ ॥

'বৃক্ষ ইব' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে (৩।৯) এক সর্বাধ্যক্ষ পুরুষ হরি পরব্যোমে অবস্থিত। তিনি স্বভিন্ন সর্বনমস্যহেতু বৃক্ষের ন্যায় উন্নত শির, তাহার নমস্য কেহ নাই। সেই একমাত্র পুরুষ দ্বারা সবজগৎ পূর্ণ ॥ ৭ ॥

নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধিবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥৮॥

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ, তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ, তং যজেৎ তং ভজেদিতি ॥৯॥

টীকা

নিষ্কলায়েতি—শ্রীগোপালোপনিষদি। নিষ্কলায় কলাশূন্যায়। নির্নিশ্চিতং কলা মৎস্যাদ্যবতারাঃ সন্তি যস্যেতি চ সর্ব্বাংশিনেঽত্যর্থঃ। মাধুর্য্যে তু নিষ্কলায় পদক ধারিণে। বিমোহায় অজ্ঞাননিবর্তকায় জ্ঞানপ্রদায়েত্যর্থঃ। অশুদ্ধি-বৈরিণেঽবিদ্যানিবর্ত্তকায় দৈত্যভাবহরণেন অসুরেভ্যো মোক্ষপ্রদায়েত্যর্থঃ। অদ্বিতীয়ায় স্বতুল্য দ্বিতীয় রহিতায় সর্ব্বকারণকারণায়েত্যর্থঃ। অতো মহতে বৃহত্তমায় ॥৮॥

তস্মাদিতি তত্রৈব সুগমার্থঃ। এষঃ প্রকৃতিরব্যক্তঃ কর্তা চৈব সনাতনঃ। পরশ্চ সর্ব্বভূতেভ্যস্তস্মাদ্ বৃদ্ধতমোঽচ্যুতঃ॥ ইতি শ্রীভারতোক্তেঃ ॥৯॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীগোপাল উপনিষদে (৪৭) অখণ্ড অজ্ঞাননিবর্তক শুদ্ধ, অশুদ্ধ-বৈরী, অদ্বিতীয় মহান্ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥৮॥

(পূর্ব্ব ৫৪) অতএব কৃষ্ণই ব্রহ্ম হইতে পরম দেব, তাঁহাকে ধ্যান কর, কীর্তন কর, তাঁহার মাধুর্য আস্বাদন কর, তাঁহাকে ব্যজনাদি দ্বারা পরিচর্যা কর, পাদ্যাদি দ্বারা পূজন কর ॥৯॥

'নিষ্কলায়' ইত্যাদি শ্রীগোপাল উপনিষদে (১।৪৭) ঐশ্বর্যপক্ষে—নিষ্কলায়—মৎস্যাদি অবতার সমূহ যাঁহার কলারূপে নিশ্চিত সেই সর্বাংশী শ্রীগোবিন্দ, মাধুর্য পক্ষে—নিষ্কল—কণ্ঠে পদকধারী, বিমোহায়—ভক্তগণের অজ্ঞানমোহনিবর্তক ও জ্ঞানপ্রদ, অশুদ্ধবৈরী—অবিদ্যানিবর্তক, দৈত্যভাব হরণদ্বারা অসুরগণকে মোক্ষপ্রদ, অদ্বিতীয়—স্বতুল্য দ্বিতীয় রহিত সর্বকারণ কারণ, অতএব মহান্ বৃহত্তম শ্রীকৃষ্ণ ॥৮॥

'তস্মাৎ' শ্রীগোপাল তাপনীতে (১।৫৪) মূলানুবাদ দ্রঃ॥ শ্রীমহা—ভারতে—'ইনি প্রকৃতি, অব্যক্ত এবং সনাতন কর্তা, সর্বভূতের অতীত, অতএব অচ্যুত বৃদ্ধতম ॥৯॥

নান্তোঽস্তি যস্য ন চ যস্য সমুদ্ভবোঽস্তি
বৃদ্ধির্ন যস্য পরিণামবিবর্জিতস্য।
নাপক্ষয়ং চ সমুপৈত্যবিকল্পবস্তু,
যস্তং নতোঽস্মি পুরুষোত্তমাদ্যমীড্যম্ ॥১০॥

মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে,
ত্রৈগুণ্য তদ্বিষয়বেদবিতায়মানা।

টীকা—

নান্ত ইতি শ্রীবৈষ্ণবে (৬।৮।৫৮)। অত্র প্রাকৃতবৎ সম্ভবাদি-নিষেধপর-বাক্যমিদং। অন্যথা "অজায়মানো বহুধা ব্যজায়ত" ইত্যাদীনি, জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমিত্যাদীনি চ বাক্যানি বিরুদ্ধেরন্ ॥১০॥

মায়েত্যাদীনি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং (৪১) মায়য়া তু যস্য স্পর্শো নাস্তি ইত্যাহ

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৮।৫৮) যাঁহার অন্ত নাই, জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, পরিণাম নাই, অপক্ষয় নাই, বিকল্প নাই, অদ্বিতীয় বস্তু সেই পুরুষোত্তম আদ্য স্তবনীয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥১০॥

ব্রহ্মসংহিতায় যাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ত্রিগুণময়ী ত্রিগুণময় বেদ কর্তৃক বিস্তারিত যশা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন, সত্ত্বাবলম্বী ক্ষীরোদশায়ী,

'নান্ত.' ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬ ৮ ৫৮) এস্থলে প্রাকৃত জীববৎ জন্মাদি ষড়্ভাব বিকাররহিত, অন্যথা জন্মরহিত হইয়াও বহুধা প্রকাশিক হইতেছেন'—এই সকল শ্রুতি। আমার জন্ম ও কর্ম্ম অপ্রাকৃত' ইত্যাদি গীতা বাক্য বিরুদ্ধ হয় ॥১০॥

টীকানুবাদ—'মায়া হি' ইতাদি ব্রহ্ম সংহিতা। মায়ার সহিত যাহার স্পর্শ নাই—সত্ত্বাবলম্বী—রজস্তমোমিশ্র সত্ত্বের আশ্রয়ী ক্ষীরোদশায়ী, যাহা পরসত্ত্ব

সত্ত্বাবলম্বি পরসত্ত্ব বিশুদ্ধ সত্ত্বং,
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি (ব্রঃ সং৪১)॥১১॥
আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়ামনঃসু,
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং,
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১২॥
গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবী মহেশ হরিধামসু তেষু তেষু।

টীকা

–সত্ত্বেতি। সত্ত্বস্য রজস্তমো মিশ্রস্যাশ্রয়ি—যৎ পরা তদমিশ্রং শুদ্ধং সত্ত্বং, তস্মাদপি বিশুদ্ধং চিচ্ছক্তি বৃত্তিরূপং যস্য তম্ ॥১১॥

আনন্দেতি (৪২)। আনন্দচিন্ময়রস- উজ্জলাখ্য প্রেমরসঃ তদাত্মতয়া প্রাণিনাং মনঃসু প্রতিফলন্ সর্বমোহন স্বাংশ চ্ছবিপরমাণুবিম্বতয়া যৎ কিঞ্চিং উদয়ন্ অপি স্মরতাং উপেত্য ইত্যাদি যোজ্যম ॥১২।

অনুবাদ

পরসত্ত্ব বাসুদেব যাহার বিলাস সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজন করি ॥১১॥

যিনি আনন্দচিন্ময় রসের বিষয় রূপে প্রাণিগণের মনোমধ্যে স্মর-কামদের রূপে প্রতি ফলিত হইয়া অবলীলাক্রমে চতুর্দশভুবনকে নিরন্তর জয় করিতেছেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥১২॥

তাহা অমিশ্র সত্ত্ব, শুদ্ধ সত্ত্ব, তাহা হইলেও বিশুদ্ধ সত্ত্ব চিচ্ছক্তির বৃত্তিরূপ যাঁহার সেই গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥১১॥

আনন্দচিন্ময় রস – উজ্জলাখ্য প্রেমরসের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া প্রাণিগণের মনোমধ্যে প্রতিফলিত হইয়া সর্বমোহন নিজ অংশচ্ছবির পরমাণু বিম্বরূপে কিঞ্চিদ্ উদিত হইয়াও স্মর – কামদেব ভাব প্রাপ্ত হইয়া সর্ববিশ্বকে জয় করিতেছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দ ইত্যাদি ॥১২॥

তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমিত্যাদি ॥ ১৩ ॥ (ব্র সং ৪৩)
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন শক্তিরেকা,
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা,
গোবিন্দমিত্যাদি ॥১৪॥ (ব্রঃ সং ৪৪)
যস্যৈক নিঃশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।

টীকা

গোলোকেতি (৪৩)। দেবীমহেশ-ইত্যাদি গণনং ব্যুৎক্রমেণ জ্ঞেয়ম্ দেব্যাদীনাং যথোত্তর মূর্দ্ধোর্দ্ধ প্রভাবত্বাৎ। বিশেষস্তু তট্টিকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥১৩॥

সৃষ্টীত্যাদি স্পষ্টম্ ॥১৪॥

অনুবাদ

(ঐ) সর্বোপরি গোলোক নামে নিজধামের সর্ব নিম্নে দেবীধাম ব্রহ্মাণ্ড, তদুপরি মহেশধাম সিদ্ধলোক, তদুপরি হরিধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ সেই সেই ধামের প্রভাব ঐশ্বর্য সমূহ যিনি বিহিত করিয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥১৩॥

যাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া দুর্গা, ছায়ার ন্যায় আদেশানুবর্তী হইয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধন করিতেছেন এবং শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছানুসারে যোগমায়া হইয়া লীলা বিস্তার করিতেছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ১৪॥

শ্রীগোবিন্দের ষোড়শভাগের এক ভাগ কলা স্বরূপ মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী—যাঁহার একনিঃশ্বাসের কালকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারাই লোমকূপজাত

'গোলোকেতি' ইত্যাদি দেবীধাম মহেশধাম হরিধাম ইত্যাদির গণনা নিম্নদিক হইতে করিতে হইবে, ইহাদের পরপর উর্দ্ধদিকে প্রভাব অধিক ॥১৩॥

সৃষ্টি ইত্যাদি মূলানুবাদে ॥১৪॥

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমিত্যাদি ॥ ১৫ ॥
ভাস্বান্ যথাশ্ম সকলেষু নিজেষু তেজঃ,
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্তা,
গোবিন্দমিত্যাদি ॥ (৪৯) ১৬ ॥

টীকা

যস্যেতি (৪৪) অথেতি পূর্বোক্তং তাবদস্তু। কিন্তু অন্যো মহা প্রভাবো মন হৃদি স্ফুরতি ইত্যভিপ্রায়েণ বিন্যস্তং জগদণ্ডনাথা বিষ্ণ্বাদয়ো জীবস্তি তত্তদধিকারিতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি ॥ ১৫ ॥

ভাস্বানিতি (৪৯)। ভাস্বান্ সূর্যো যথা নিজেষু নিত্য স্বীয়ত্বেন বিখ্যাতেষু সূর্যকান্তাখ্যেষু স্বীয়ং কিয়ৎ তেজঃ প্রকটয়তি, অপি-শব্দাৎ তেন

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডপতি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সকল অবস্থান করেন। সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ—ব্রহ্মসংহিতা (৪৯) সূর্য যেমন নিজ সূর্যকান্ত মণিসকলে স্বকীয় কিঞ্চিৎ তেজ প্রকট করিয়া আংশিক শক্তিদ্বারা দাহাদি কার্য সম্পাদন করেন, স্বয়ং দাহাদি কার্য করেন না। সেইরূপ গোবিন্দও যোগ্যতম জীবে কিঞ্চিৎ নিজ সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার পূর্বক ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিকার্য বিধান করেন। স্বয়ং ঐ কার্যে লিপ্ত হন না, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ১৬ ॥

'যস্যৈক' ইত্যাদি পূর্ববৎ। অন্য মহাপ্রভাব আমার হৃদয়ে স্ফূর্তি হইতেছে এই অভিপ্রায়ে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপতি বিষ্ণু প্রভৃতি জীবন্তি—সেই সেই অধিকারে থাকিয়া জগতে প্রকট থাকেন ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—'ভাস্বান্' ইত্যাদি। সূর্য যেমন সূর্যকান্ত মণিদ্বারা দাহাদি কার্য করেন, স্বয়ং করে না, শ্রীগোবিন্দও যোগতম জীবে নিজ শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক ব্যষ্টি সৃষ্টি কার্য ব্রহ্মারূপে সমাধান করেন স্বয়ং জগৎ সৃজন কার্য করেন না। অথবা

ক্ষীরং যথা দধি বিকার-বিশেষ যোগাৎ,
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাৎ,
গোবিন্দমিত্যাদি ॥ (৪৫) ১৭ ॥

টীকা

তদুপাধিকাংশে, ন দাহাদিকার্য্যং স্বয়মেব চ করোতি। তথা য এব জীববিশেষে কিঞ্চিৎ তেজঃ প্রকটয়তি তেন তদুপাধিকাংশে, ন স্বয়মেব ব্রহ্মা সন্ জগদণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে বিধানকর্তা ব্যষ্টি সৃষ্টিকর্তা ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা, মহাব্রহ্মৈবায়ং বর্ণ্যতে। তদুপলক্ষিতো মহাশিবশ্চ জ্ঞেয়ঃ। ততশ্চ জগদণ্ডবিধানকর্তৃত্বং যুক্তমেব। যদ্যপি দুর্গাখ্যা মায়া কারণার্ণবশায়িন এব কর্ম্মকরী, যদ্যপি বিষ্ণ্বাদয়ো গর্ভোদ-শায়িন এবাবতারাস্তথাপি তস্য সর্বাশ্রয়াশ্রয়িত্বাত্তেঽপি তদাশ্রয়তয়া গণিতা এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৬ ॥

ক্ষীরমিতি (৩৫) কারণকার্য্যভাবমাত্রাংশে দৃষ্টান্তোঽয়ম্। দার্ষ্টান্তিকস্তু

অনুবাদ

ঐ (৪৫) দুগ্ধ যেমন বিকারবিশেষ অম্ল সংযোগে দধিরূপে পরিণত হয়। সেস্থলে দুগ্ধ হইতে অন্য পৃথক কোন উপাদান কারণ নাই, সেইরূপ যিনি গোবিন্দ সংহারকার্য হেতু শম্ভুতা-শিবরূপতাও প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ১৭ ॥

মহাব্রহ্মা এস্থলে বর্ণিত হইতেছেন। তদুপলক্ষণে মহাশিবও ঐরূপ জানিতে হইবে। মহাব্রহ্মার পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন কার্য যুক্তিযুক্ত। যদিও দুর্গানাম্নী মায়াশক্তি কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর কার্যকরী এবং পালন কর্তা বিষ্ণু প্রভৃতি গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষের অবতার, তথাপি যেহেতু শ্রীগোবিন্দ সর্ব্বাশ্রয়ী অতএব মহামায়া বা বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু প্রভৃতিও শ্রীগোবিন্দেই আশ্রিতরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পরবর্তী শ্লোক ব্যাখ্যাও ঐরূপ জানিবেন ॥ ১৬ ॥

ক্ষীরমিতি—কারণ কার্য ভাবমাত্রাংশে এই দৃষ্টান্ত।—দার্ষ্টান্তিক কারণের

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য,
দীপায়তে বিবৃত হেতু সমানধর্ম্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমিত্যাদি ॥ (৪৬) ১৮ ॥

টীকা

কারণস্য নিবিকারত্বাৎ চিন্তামণ্যাদিবদচিন্ত্যশক্ত্যৈব তদাদিকার্যতয়াপি স্থিতত্বাচ্চ ॥ ১৭ ॥

দীপার্চিরিতি (৪৬) তাদৃক্ হেতু সমান ধর্ম্মেতি। যদ্যপি গোবিন্দস্যাংশাংশঃ কারণার্ণবশায়ী তস্য গর্ভোদকশায়ী তস্যাবেশাবতারোহয়ং বিষ্ণুরিতি লভ্যতে। তথাপি দীপাৎ ক্রমপরম্পরয়া সূক্ষ্ম নির্ম্মল দীপস্যোদিতস্য জ্যোতিরূপত্বাংশে যথা তেন সহ সাম্যং, তথা গোবিন্দেন বিষ্ণুর্গম্যতে। শম্ভোস্তু তমোহধিষ্ঠানত্বাৎ কজ্জলময় শিখা স্থানীয়স্য ন তথা সাম্যমিতি বোধনায় তদিদমুচ্যতে। অগ্রে মহাবিষ্ণোরপি কলাবিশেষত্বেন দর্শয়িষ্যমানত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ

ঐ (৪৬) প্রদীপজ্যোতিঃই অন্য সলিতাকে (পলিতাকে) প্রাপ্ত হইয়া সমান ধর্ম্ম প্রকাশপূর্বক প্রদীপান্তরের কার্য করে। সেইরূপই গোবিন্দ পালন-কর্তা বিষ্ণুরূপে নিজকে পৃথক প্রকাশ করিয়া বিরাজিত আছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ১৮ ॥

নির্বিকারতাহেতু চিন্তামণি প্রভৃতির ন্যায় অচিন্ত্য শক্তিদ্বারাই ঐরূপ কার্যরূপেও অবস্থান করেন ॥ ১৭ ॥

দীপার্চি ইত্যাদি· তাদৃশ কারণের সমান ধর্ম্মা ক্ষীরাব্ধিশায়ী এই উক্তির তাৎপর্য্য – যদিও গোবিন্দের অংশাংশ কারণার্ণবশায়ী, তাহার অংশ গর্ভোদ-শায়ী, তাঁহার আবেশাবতার এই পালন কর্তা বিষ্ণু ইহাই পাওয়া যাইতেছে। তথাপি মূলদীপ হইতে পরম্পরাক্রমে সূক্ষ্ম নির্ম্মল দীপের উদয়, তাহার জ্যোতিরূপ অংশে যেমন মূলদীপের সাম্য, সেইরূপ গোবিন্দের সহিত বিষ্ণুর সাম্য জানা যায়। শম্ভু কিন্তু তমোগুণের অধিষ্ঠাতাহেতু কজ্জলময় শিখা

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্ত জগদণ্ড সরোমকূপঃ ।
আধার শক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং,
গোবিন্দমাদি পুরুষ মিত্যাদি ॥ ১৯ ॥
যৎ পাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণাম (সময়ে) মকরোৎ সগণাধিরাজঃ ।

টীকা

য ইতি (৪৭) অনন্তজগদণ্ডৈঃ সহরোমকূপা যস্য, সহসস্য পূর্বনিপাতাভাব আর্ষঃ। আধারশক্তিময়ীং পরাং স্বমূর্তিং শেষাখ্যাম্ ॥ ১৯ ॥

সর্ব্ববিঘ্ননিরাকরণার্থং প্রথমং গণপতিং স্তুবন্তীতি তস্যৈব স্তুতিযোগ্যত্ব-মিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যাচষ্টে—যদিতি (৫০)। স বিঘ্ননিবারকতয়া প্রসিদ্ধো গণাধি-

অনুবাদ

ঐ (৫৫) যিনি কারণ সমুদ্রের জলে প্রলয়কালে যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করেন, সেই কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার লোমকূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। আর তিনি নিজ মূর্তিবিশেষ আধার শক্তি শেষদেবকে শয্যারূপে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন. সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ১৯ ॥

ঐ (৫০) যে শ্রীগোবিন্দের চরণকমল যুগলকে নিজ মস্তকোপরি কুম্ভদ্বয়ে বিশেষভাবে ধারণ পূর্বক প্রণাম করেন এবং রুদ্রগণের অধিপতি হইয়া গণেশ

স্থানীয়. অতএব বিষ্ণুর ন্যায় জ্যোতি অংশে সাম্য নাই, ইহা জানাইবার জন্য বলা হইল। পরে মহাবিষ্ণুও গোবিন্দের কলা বিশেষরূপ ইহা দেখান হইবে ॥ ১৮ ॥

'য' ইত্যাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রোমকূপে বিদ্যমান এবং আধার শক্তিময়ী পরা নিজমূর্ত্তি শেষদেব যাঁহার শয্যা ॥ ১৯ ॥

সর্বকার্যারম্ভে সর্ববিঘ্ন নিবারণের জন্য প্রথমে গণপতির স্তব করা হয়, অতএব তিনিই স্তুতিযোগ্য পরমেশ্বর ইহা কেহ মনে করিতে পারেন—এই আশঙ্কার

বিঘ্নান্‌ বিহন্তু মলমস্তি জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি ॥ ২০ ॥
অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ,
কালস্তথাত্মমনসীতি জগত্রয়াণি ।
যস্মাদ্ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ,
গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি (৫১ ॥ ২১ ॥

টীকা

রাজা গণেশো যৎপাদপল্লবযুগং স্বস্য কুম্ভদ্বন্দ্বে বিনিধায় বিশেষেণ পরম প্রেম্না ধৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তচ্চ যুক্তমিত্যাহ—অগ্নিরিতি (৫১)। কাল ইত্যহংকারাদি গর্ভত্বেন জ্ঞেয়ং। তদ্‌গ্রাসকত্বাৎ তস্যেত্যর্থঃ। আত্মশব্দেন বুদ্ধ্যাদীনাং গ্রহণম্‌, অন্যৎ স্পষ্টম্‌ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ

ত্রিজগতের বিঘ্নসমূহকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫১) অগ্নি, পৃথিবী, গগন, জল, বায়ু দিকসমূহ, কাল, জীবাত্মা মন—এই সকল ন্যায় শাস্ত্রোক্ত নবপদার্থ এবং ইহা দ্বারা গঠিত ত্রিজগৎ যে গোবিন্দ হইতে উদ্ভব হইতেছে, যাঁহার প্রভাবে স্থিতিলাভ করিতেছে এবং প্রলয়ে যাঁহাতে প্রবেশ করিতেছে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২১ ॥

উত্তরে - 'যৎপাদ' ইত্যাদি — বিঘ্ননিবারকরূপে প্রসিদ্ধ গণপতি গণেশ যাঁহার চরণকমল যুগল নিজ মস্তকে বিনিধায়—বিশেষরূপে পরম প্রীতির সহিত ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

শ্রীগোবিন্দ সম্বন্ধে ব্রহ্মার উক্তি যুক্তিসঙ্গত। 'অগ্নি' ইত্যাদি 'কাল' শব্দে এস্থলে অহংকারের অন্তর্গত জানিতে হইবে। আত্ম শব্দে বুদ্ধি প্রভৃতিও গ্রহণীয় ॥ ২১ ॥

যচ্চক্ষুরেব সবিতা সকল গ্রহাণাং,
রাজা সমস্ত সুরমূর্তিরশেষ-তেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃত কালচক্রো,
গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি (৫২) ॥ ২২ ॥
ধর্ম্মাহর্থপাপনিচয়া শ্রুতয়স্তপাংসি,
ব্রহ্মাদি কীটপতগাবধয়শ্চ জীবাঃ ।
যদ্দত্তমাত্রবিভব প্রকটপ্রভাবা,
গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি (৫৩) ॥ ২৩ ॥
যস্তিন্দ্র গোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপ ফলভাজনমাতনোতি ।

টীকা

কেচিৎ সবিতারং বিশ্বেশ্বরং বদন্তি তত্রাহ—যচ্চেতি (৫২)। য এব চক্ষুঃ প্রকাশকো যস্য সঃ সবিতা, সংভৃতং যচ্ছক্ত্যা সংধৃতং যংকালচক্রং তত্র সংভৃতং কালচক্রং যত্র তত্র তচ্ছক্তি কার্য্যাকাশে বা ॥ ২২ ॥

কিং বহুনা ধর্মার্থেতি (৫৩) স্পষ্টম্‌ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ

ঐ (৫২) শ্রীগোবিন্দ যাঁহার চক্ষু অর্থাৎ প্রকাশক সেই সূর্যদেব গ্রহগণের রাজা, সকল দেবমূর্তি, অশেষ তেজস্বী যে গোবিন্দের আজ্ঞায় কালচক্রে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণরত সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২২ ॥

ঐ (৫৩) ধর্ম, অর্থ, পাপসমূহ, বেদসমূহ, তপস্যা সমূহ, ব্রহ্মাদি কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত জীবসমূহ—যে গোবিন্দের প্রদত্ত বৈভবমাত্র দ্বারা নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন—সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি ॥ ২৩ ॥

কেহ কেহ সূর্যকে বিশ্বেশ্বর বলেন, তদুত্তরে শ্রীগোবিন্দই সূর্যের প্রকাশক চক্ষু এবং গোবিন্দের আজ্ঞায় সূর্য কালচক্রে গোবিন্দের শক্তিকার্য আকাশে শিশুমারচক্রে ভ্রমণ করেন ॥ ২২ ॥

অধিক কি ধর্ম্ম অর্থ সকলেই গোবিন্দদত্ত প্রভাবে প্রভাবান্বিত ॥ ২৩ ॥

কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং,
গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি (৫৪) ॥ ২৪ ॥
যং কাম-ক্রোধ-সহজ-প্রণয়াদি ভীতি-
বাৎসল্য-মোহ গুরুগৌরব সেব্যভাবৈঃ ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনু মাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি (৫৫) ॥ ২৫ ॥

টীকা

তত্র তত্র 'সর্বেশ্বরস্তু পর্যান্যবদ্ দ্রষ্টব্য' ইতি ন্যায়েন কর্ম্মানুরূপং ফলদাতৃত্বেন সাম্যেঽপি ভক্তে তু পক্ষপাত বিশেষং করোতীত্যাহ—যস্ত্বিতি (৫৪)। ইন্দ্রগোপঃ কীটবিশেষস্তমহো ইতি আশ্চর্যবিশেষে, অন্যত্ত্ স্পষ্টম্ ॥ ২৪ ॥

যমিতি (৫৫)। সহজ প্রণয়ঃ সখ্যং, বাৎসল্যং পিত্রাদ্যাচিতভাবঃ। মোহঃ সর্ব্ববিস্মরণময়ো ভাবঃ ব্রহ্মপরতয়া স্ফূর্ত্তিঃ। গুরুগৌরবং স্বস্মিন্ পিতৃত্বাদি ভাবনময়ং, সেব্যভাবঃ সেব্যোঽয়ং মমেতি ভাবনা দাস্যমিত্যর্থঃ। তস্য সদৃশীং ক্রোধাবেশিনো স্বাকৃতিত্বমাত্রাংশে নান্যেন তত্তদ্ভাবযোগ্য রূপগুণাংশ লাভ তারতম্যেন তুল্যামিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ

ঐ (৫৪) যে গোবিন্দ ইন্দ্রগোপ নামক ক্ষুদ্র কীট হইতে ত্রিলোকের অধিপতি ইন্দ্রদেবকে পর্যন্ত নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করাইতেছেন। কিন্তু একমাত্র ভক্তিমানদিগের কর্ম্মসমূহ নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া দিতেছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মসংহিতা (৫৫) যাঁহাকে কাম ক্রোধ সহজ প্রণয় (সখ্য) ভীতি, বাৎসল্য, মোহ (সর্ব্ব বিস্মরণময় ব্রহ্মভাব, গুরু-গৌরব সেব্য (দাস্য) এই সকল ভাবসমূহ দ্বারা যাঁহার চিন্তা করিয়া সকলে যথাযোগ্য ভাবসদৃশ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২৫ ॥

সর্বেশ্বর মেঘের ন্যায় কর্ম্মানুরূপ ফলদাতৃস্বরূপে সাম্য হইলেও ভক্তগণে পক্ষপাতবিশেষ করেন ॥ ২৪ ॥

যমিতি (৫৫) সাধকের ভাবসদৃশী রূপ গুণ ভূষণাদি প্রাপ্তি ॥ ২৫ ॥

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্,
নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো,
গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি ॥২৬॥
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি-
কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদি পুরুষ মিত্যাদীতি ॥২৭॥

টীকা

রামাদি (৩৯) ইতি, কৃষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্ কলাদিনিয়মেন তত্র তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদি মূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্ মূর্ত্তীঃ প্রকাশয়ন্ নানাবতারমকরোৎ। য এব স্বয়ং সমভবৎ অবততার। তং লীলাবিশেষেণ গোবিন্দমহং সততং ভজামীত্যর্থঃ ॥২৬॥

তদেবং তস্য সর্বাবতার কর্তৃত্বেন পূর্ণত্বমুক্তা স্বরূপেণাপ্যাহ—যস্যেতি

অনুবাদ

ঐ (৩৯) যিনি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে রামাদি মূর্ত্তি সমূহে শক্তি প্রকাশ তারতম্য দ্বারা নানা অবতার প্রকট করেন, কিন্তু যিনি পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকট হন, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি ॥২৬।

মূলানুবাদ — ঐ (৪০) প্রভাশালী গোবিন্দের অঙ্গকান্তি যে প্রভা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বসুধাদি বিভূতিরূপে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত। ঐ প্রভা নিষ্কল অনন্ত অশেষস্বরূপ ব্রহ্ম। সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।২৭

রামাদি মূর্ত্তিতে পরিমিত শক্তি প্রকাশ দ্বারা সেই মূর্ত্তি প্রকাশদ্বারা নানা অবতার করেন। কিন্তু যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকট হন। সেই লীলাবিলাসী শ্রীগোবিন্দকে আমি সতত ভজন করি ॥২৬॥

টীকানুবাদ —পূর্ব্বোক্তরূপে সর্ব্বাবতার কর্তা গোবিন্দের পূর্ণতা বলিয়া স্বরূপেও পূর্ণতা বলিতেছেন—ব্রহ্ম ও গোবিন্দ একরূপ হইয়াও জাতিবিশিষ্টরূপে

টীকা

(৪০) দ্বয়োরেকরূপত্বেঽপি বিশিষ্টতয়া আবির্ভাবাৎ শ্রীগোবিন্দস্য ধর্মিরূপত্বম্ অবিশিষ্টতয়া আবির্ভাবাৎ ব্রহ্মণো ধর্মরূপত্বং চ। ততঃ পূর্বস্য মণ্ডল-স্থানীয়ত্বমিতি ভাবঃ। যদণ্ডমণ্ডান্তর গোচরঞ্চ যৎ, দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ। গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ॥ শ্রীমদ্ভিরালমন্দরাচার্যমহানুভাব চরণৈরপ্যুক্তম্। শ্রীহরিবংশেঽপি (বিষ্ণুঃ পর্ব ১১৪।৯) মহাকাল পুরাখ্যানে শ্রীমদর্জুনং প্রত্যুক্তং স্বয়ং ভগবতা—"ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্ যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎসনাতনং (৯) প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তাযোগবিদুত্তমাঃ ১০ সা সাংখ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম। তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত॥১১ ইতি। অত্রাপি প্রকৃতিরিতি তৎ প্রভাত্বেন স্বরূপশক্তিত্বমেব তস্য নির্দ্দিষ্টমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥২৭॥

—:০:—

অনুবাদ

আবির্ভাবহেতু গোবিন্দ ধর্মী, ব্রহ্ম জ্যোতিরূপ ধর্ম্ম। অতএব গোবিন্দ ব্রহ্ম জ্যোতির্মণ্ডল। এই কারণে মহানুভাব শ্রীমৎ আলমন্দারু আচার্য্য বলিয়াছেন – যাহা ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যগত পদার্থ সমূহ যাহা, ব্রহ্মাণ্ডের যে সকল আবরণ দশ দশগুণে ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত তাহা, গুণত্রয়, প্রধান মহৎতত্ত্ব পুরুষ, পরং পদ পরাৎপর তত্ত্ব ব্রহ্মও, হে ভগবন্ তোমার বিভূতি সমূহ॥ শ্রীহরিবংশেও (বিষ্ণু পর্ব্ব ১১৪ ৯) মহাকালপুর বর্ণনে – শ্রীঅর্জুনের প্রতি স্বয়ং ভগবানের উক্তি— ব্রহ্মতেজোময় দিব্য মহান্ যাহা তুমি দেখিতেছ আমি সেই, ব্রহ্ম আমার সনাতন তেজ। সেই প্রকৃতি আমার অধীনা ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে সনাতনী। ঐ চিৎ প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া উত্তম যোগবিদগণ মুক্ত হন। সেই প্রকৃতি সাংখ্যবিদ্‌গণের গতি, হে পার্থ ঐ তপস্বি যোগীগণেরও গতি। পরম ব্রহ্ম তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বজগৎ তাহা হইতে বিভক্ত। আমারই ঐ

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং,
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং,
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥২৮॥
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চেতি ॥২৯।
(গীতা ১৪।২৭)

টীকা

নন্বু "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদিভির্নির্বিশেষস্যৈব সর্বপরত্বং শ্রূয়তে কথং সবিশেষস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বপরত্বমুচ্যতে ? তত্রাহ—যা যা শ্রুতিরিতি স্পষ্টার্থম্ ॥২৮॥

(তৈত্তি ২।১।৩) স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময় ইত্যাদাবন্তরঙ্গান্তরঙ্গৈকৈ-

অনুবাদ

মূলানুবাদ – নির্বিশেষ শ্রুতির অপেক্ষায় সবিশেষ শ্রুতি বলবান্। যে যে শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্বিশেষ রূপে বর্ণন করেন, সেই সেই শ্রুতি পুনরায় সবিশেষ রূপেই ব্রহ্মকে বর্ণন করিয়াছেন। উভয় শ্রুতির বলাবল বিচার করিলে তাহাদের মধ্যে প্রায়শ সবিশেষ শ্রুতিই বলবতী হয় ॥২৮॥

শ্রীগীতা—অমৃত অব্যয় নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আশ্রয় আমি শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ ব্রহ্ম এবং শাশ্বত নিত্য ধর্মের ও ঐকান্তিক সুখের আমিই আশ্রয় ॥২৯॥

ঘনতেজ, হে ভারত জানিতে পার। এস্থলে 'প্রকৃতি' শব্দে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাব বিশেষ স্বরূপশক্তি ॥২৭॥

টীকানুবাদ—প্রশ্নঃ—'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুনাযায়। সবিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ কিরূপে বলিতেছেন ? ইহার উত্তরে—'যা যা শ্রুতি' ইত্যাদি হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বচন, অর্থ মূলানুবাদে ॥২৮॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে – (২।১ ৩) সেই এই পুরুষ 'অন্নরসময়' এই হইতে

টীকা

কাত্মকথনান্তে ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, মহঃপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (তৈঃ ২।৫) ইতি শ্রুত্যুক্তায়াঃ পঞ্চম্যা অপি প্রতিষ্ঠায়া উপরি শ্রীগীতোপনিষদো যথা 'ব্রহ্মণো হীতি (১৪।২৭) অত্র ব্রহ্ম শব্দ-সন্নিহিত প্রতিষ্ঠা শব্দেন সা শ্রুতিস্তু স্মার্যাতে, ব্যাখ্যাতঞ্চ স্বামিচরণৈঃ "ব্রহ্মণো হ্যহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূত ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূত প্রকাশ এব সূর্যামণ্ডলম্ তদ্বদিত্যর্থঃ ইত্যেষা। অত্র চ্বীপ্রত্যয়স্তু তত্তদুপাসকহৃদি তৎপ্রকাশস্যাভূতত্বং ব্রহ্মণ উপচর্য্যতে ইতি। ইত্থমেব জ্ঞেয়ম্। অত্রৈব প্রতিষ্ঠা প্রতিমেতি টীকা মৎসর কল্পিতা। ন তু তৎকৃতা - অসংবদ্ধত্বাৎ। নহি নিরাকারস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সম্ভবতি। ন চ তৎ প্রকাশস্য প্রতিমা সূর্যঃ, ন চামৃতস্যাব্যয়স্যেত্যাদানন্তর-পাদত্রয়োক্তানাং মোক্ষাদীনাং প্রতিমাত্বং ঘটতে, ন বা শ্রুতিশৈলী-বিষ্ণুপুরাণয়োঃ সংবাদিতাস্তি। তস্মান্ন সাঽঽদরণীয়া, যদি

অনুবাদ

আরম্ভ করিয়া অন্তরঙ্গ তাহা হইতে অন্তরঙ্গ এইরূপ বলিতে বলিতে অন্নরসময় পুরুষের পুচ্ছ ইদং, তৎপরে পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (২।৫) এই শ্রুতি কথিত পঞ্চমী প্রতিষ্ঠার উপরে শ্রীগীতোপনিষদুক্ত ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ—এস্থলে ব্রহ্ম শব্দের নিকট প্রতিষ্ঠা শব্দদ্বারা তৈত্তিরীয় শ্রুতির স্মরণ হয়—শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যাও আলোচ্য—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা—ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি, যেমন—ঘনীভূত প্রকাশই সূর্যমণ্ডল, সেইরূপ। এস্থলে চ্বীপ্রত্যয়ের তাৎপর্য - সেই সেই উপাসকের হৃদয়ে সেই প্রকাশই অদ্ভুত ইহা ব্রহ্মে উপচরিত হইতেছে। এস্থলে শ্রীস্বামিপাদের টীকাতে প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ প্রতিমা—ইহা কোন মৎসর ব্যক্তিকল্পিত। স্বামিপাদ কৃতা নহে – কারণ অসংবদ্ধ, নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিমা সম্ভব নহে। সূর্যালোকের প্রতিমা সূর্য হয় না। আরও অমৃত ও অব্যয়ের এবং পরবর্তী লাইনোক্ত মোক্ষাদিরও প্রতিমা সম্ভব নহে। অথবা শ্রুতি অনুসারী বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ সংবাদ নাই। অতএব ঐ টীকা আদরণীয়া নহে। যদি ও

তস্মাদ্বা এতস্মাদ্‌ বিজ্ঞানময়াদ্‌ অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরো মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ইতি ॥৩০॥

টীকা

বা আদরণীয়া তদা তচ্ছব্দেনাপ্যাশ্রয় এব বাচনীয়ঃ, প্রতি লক্ষীকৃত্য মাতি পরিমিতং ভবতি যত্রেতি ব্যুৎপত্তেঃ ॥২৯।

তস্মাদিতি তৈত্তিরীয়কে (২।৫।১) তস্মাদ্‌বিজ্ঞানময়াদন্য আনন্দময় আত্মাঽন্তরঃ, আনন্দময়ং বিনা স নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ। এষ বিজ্ঞানময়স্তেনানন্দময়েন পূর্ণো বায়ুনা দৃতিরিব। স চানন্দময়ঃ পুরুষবিধঃ পুরুষাকারঃ কথং তত্রাহ—তস্য পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়স্য পুরুষ বিধতা মনু লক্ষীকৃত্য বিশেষং বোধয়িতুং অয়মানন্দময়োঽপি রূপক কল্পিতৈঃ শিরঃ পক্ষাদ্যৈঃ পুরুষাকার এব নিরূপ্যতে

অনুবাদ

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৫) সেই এই বিজ্ঞানময় হইতে অন্য অন্তরে আনন্দময় আত্মা আছেন। উক্ত আনন্দময় দ্বারা এই বিজ্ঞানময় পূর্ণ। আনন্দময়ও পুরুষাকার। বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকৃতির ন্যায় ইহার পুরুষাকৃতি। আনন্দময়ের প্রিয়ই শির, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা ॥৩০॥

আদরণীয় হয়, তবে ঐ প্রতিমা শব্দের অর্থ হইবে আশ্রয়। প্রতি-মা ধাতু-পরিমিত হয় যেখানে তাহাই প্রতিমা—আশ্রয় ॥২৯॥

'তস্মাদ্' ইত্যাদি তৈত্তিরীয়কে (২।৫।১) সেই বিজ্ঞানময় হইতে অন্য আনন্দময় আত্মা অন্তর্বর্তী, আনন্দময় ব্যতীত বিজ্ঞানময় থাকিতে পারেন না। এই বিজ্ঞানময় আনন্দময়দ্বারা পূর্ণ, যেমন বায়ুদ্বারা কর্মকারের যাঁতা পূর্ণ, সেই আনন্দময়ও পুরুষাকার। কিরূপে ?—পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকারতা লক্ষ্য করিয়া। আনন্দময়ের বিশেষত্ব জানাইবার জন্য আনন্দময়-রূপক কল্পিত শির-পক্ষাদি পুরুষাকারেই নিরূপিত হইতেছেন—তাহাই

টীকা

তদেব রূপকং দর্শয়তি—তস্যেত্যাদি। তত্রানন্দময়স্য সর্বান্তরত্বং সর্বান্তর্বর্ত্তিত্বাৎ। ইহ পূর্ব্বপূর্ব্বত্র শাস্ত্রীয় পরমার্থ প্রক্রিয়ৈব লব্ধা, নতু ব্যাবহারিকী। ততঃ প্রিয়াদিশব্দৈরিষ্ট পুত্রদর্শনাদিজমানন্দাদিকং ন ব্যাখ্যেয়ং। কিন্তু একস্যৈব পরমানন্দরূপস্য হরেরুত্তরোত্তরোদয় বিশেষাৎ প্রিয়াদিশব্দৈর্ব্যপদেশস্তথাহি—এক এব পরমাত্মা ব্যূহিত্বেন ব্যূহত্বেন চ দ্বিধাবভাতি। তত্রানন্দময়স্য তস্য প্রিয়রূপো নারায়ণঃ শিরো ভবতি, মোদরূপঃ প্রদ্যুম্নো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ-রূপোঽনিরুদ্ধ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দরূপো বাসুদেব আত্মা মধ্যকায়ঃ। যদ্বা—নারায়ণো মধ্যকায়ো, বাসুদেবঃ শির ইতি। ব্রহ্মরূপঃ সংকর্ষণঃ তু পুচ্ছং ভবতি। এবং হি স্মরন্তি যথা বৃহৎ সংহিতায়াং—শিরো নারায়ণঃ প্রোক্তো দক্ষিণঃ সব্য এব চ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ সংদেহো বাসুদেবকঃ॥ নারায়ণোঽথ সংদেহো বাসুদেবঃ শিরোঽপি বা। পুচ্ছং সংকর্ষণঃ প্রোক্তঃ এক এব তু পঞ্চধা॥ অঙ্গাঙ্গিত্বেন ভগবান্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ। ঐশ্বর্যান্ন বিরোধশ্চ চিন্ত্যস্তস্মিন্ জনার্দনে। ইতি॥ সন্দেহো মধ্যকায়ঃ॥ সংকর্ষণস্য ব্রহ্মত্বং আধাররূপস্য

অনুবাদ

দেখাইতেছেন—ঐ আনন্দময়ের সর্ব্বান্তর্বর্তিতাহেতু। এই প্রসঙ্গে পূর্ব পূর্ব অন্নরসময়াদি বর্ণনে শাস্ত্রীয় পরমার্থ প্রক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, ব্যবহারিকী নহে। অতএব প্রিয়াদি শব্দদ্বারা ইষ্টপুত্র দর্শনাদিজাত আনন্দাদি ব্যাখ্যা করা উচিত হইবে না। কিন্তু একই পরমানন্দরূপ শ্রীহরির পর পর উদয়বিশেষহেতু প্রিয়াদি শব্দেন কথন। তাহাই বলিতেছেন—একই পরমাত্মা ব্যূহিরূপে ও ব্যূহরূপে দ্বিবিধভাবে প্রকাশিত। সেই আনন্দময়ের প্রিয়রূপ নারায়ণ শির, মোদরূপ প্রদ্যুম্ন দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদরূপ অনিরুদ্ধ উত্তর পক্ষ। আনন্দরূপ বাসুদেব আত্মা মধ্য শরীর। অথবা—নারায়ণ মধ্য শরীর, বাসুদেব শির। ব্রহ্মরূপ সংকর্ষণ পুচ্ছ। এইরূপই স্মরণ করেন—বৃহৎসংহিতাতে—একই পরতত্ত্ব এই পঞ্চরূপে অঙ্গাঙ্গীভাবে ভগবান পুরুষোত্তম ক্রীড়া করেন। ঐশ্বর্য্যহেতু জনার্দন ভগবানে কোন বিরুদ্ধ চিন্তা করা উচিত নহে। সন্দেহ—মধ্য শরীর, সংকর্ষণ ব্রহ্ম—কারণ আধাররূপ, তাঁর আধেয় পুরুষোত্তমের বিগ্রহ অপেক্ষা

স শিরঃ, স দক্ষিণঃ পক্ষঃ, স উত্তরঃ পক্ষঃ, স আত্মা, স পুচ্ছমিতি ॥ ৩১ ॥

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥ ৩২ ॥
শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ ইতি ॥ ৩৩ ॥

টীকা

তস্যাধেয়-পুরুষোত্তম বিগ্রহাপেক্ষয়া বৃহদ্রূপত্বাৎ, তদ্ধারকত্বরূপবৃহদ্গুণযোগাচ্চ বদন্তি। অতএব তদাধারত্বরূপং প্রতিষ্ঠাত্বং চ তস্যোক্তং, পুচ্ছত্বং তু সর্বোত্তরোদিতত্বাদিতি ॥ ৩০ ॥

স শির ইতি চতুর্ব্বেদ শিখায়াম্ ॥ ৩১ ॥

মদীয় মিত্যষ্টমে শ্রীমৎস্য দেববাক্যম্ (ভা ৮।২৪।৩৮) মহিমানমৈশ্বর্য্যম বিভূতি নির্বিশেষমিতি যাবৎ ॥ ৩২ ॥

শব্দব্রহ্মেতি ষষ্ঠে শ্রীসঙ্কর্ষণ বাক্যম্ (ভা ৬।১৬।৫১) তনূ শক্তী। তথৈ-

অনুবাদ

তিনি শির, তিনি দক্ষিণ পক্ষ, তিনি উত্তর পক্ষ, তিনি আত্মা, তিনি পুচ্ছ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভাঃ (৮।২৪।৩৮) মৎস্যদেব বলিতেছেন—আমার মহিমাও পরব্রহ্ম নামে উক্ত। আমার অনুগ্রহে পরিপ্রশ্ন দ্বারা হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে জানিবে ॥ ৩২ ॥

শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম উভয়ই আমার শাশ্বতী মূর্ত্তিদ্বয় (ভা ৬।১৬।৫১) ॥৩৩॥

বৃহদ্রূপ, তাঁর ধারকত্বরূপ বৃহদ গুণবিশিষ্ট হেতু বলা হয়—ব্রহ্ম অতএব সংকর্ষণ পুরুষোত্তমের আধার ও প্রতিষ্ঠা, 'পুচ্ছ' বলা হয় সর্ব্বশেষ উদয় হেতু ॥ ৩০ ॥

'স শিরঃ' ইত্যাদি চতুর্ব্বেদ শিখাতে বর্ণিত ॥ ৩১ ॥

'মদীয়ং' ইত্যাদি অষ্টম স্কন্ধে শ্রীমৎস্যদেব বাক্য (৮।২৪।৩৮) মহিমা ঐশ্বর্য বিভূতি নির্বিশেষ ॥ ৩২ ॥

শব্দব্রহ্ম ইত্যাদি ষষ্ঠ স্কন্ধে শ্রীসংকর্ষণবাক্য (৬।১৬।৫১) তনূ-শক্তিদ্বয়।

শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মন ইতি (বিঃ ৬।৭।৭৫) ॥৩৪॥
স ব্রহ্মপারঃ পরপারভূত ইতি ॥ ৩৫ ॥

টীকা

বোক্তম্ একাদশে (১১।৩) শ্রীভগবতা – "বিদ্যা বিদ্যে মম তনূ" ইতি অত্র শব্দব্রহ্ম সাহচর্যেণ পরব্রহ্মণোঽপ্যংশত্বং শক্তিত্বং বা লভ্যতে ॥ ৩৩ ॥

শুভাশ্রয় ইতি শ্রীবৈষ্ণবে (৬।৭।৭৫) ব্যাখ্যানঞ্চ স্বামিভিঃ – সর্ব্বগস্য আত্মনঃ পরব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা ॥ ৩৪ ॥

স ইতি তত্রৈব (১।১৫।৫৫) সমগ্র পদ্যং তু—

"পারং পরং বিষ্ণুরপার-পারঃ, পরঃ পরেভ্যঃ পরমার্থরূপী।
স ব্রহ্ম পারঃ পরপারভূতঃ, পরঃ পরাণামপি পারপারঃ ॥" ইতি।

অনুবাদ

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৭৫) হে রাজন্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মেরও আশ্রয় ॥ ৩৪ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (১।১৫।৫৫) পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থিত কণ্ডু ঋষিকৃত 'ব্রহ্মপার'-স্তোত্র – "পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পরপার, তিনি অপার পার, সমস্ত পরবস্তু হইতেও পর, তিনি পরমার্থরূপী, তিনি সব্রহ্মপার, পরপারভূত, সকল পরবস্তুরও পর এবং তিনি পারপার ॥ ৩৫ ॥

ঐ রূপই বলা হইয়াছে একাদশে (১১।৩) শ্রীকৃষ্ণবাক্য বিদ্যা ও অবিদ্যা আমার তনূ - শক্তিদ্বয়। এস্থলে শব্দব্রহ্ম সহ উক্তি থাকায় পরব্রহ্মও অংশ বা শক্তি ইহাই পাওয়া যায়। ৩৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৭৫) শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা – সর্বগ বিভু আত্মার পরব্রহ্মেরও আশ্রয় প্রতিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩৪ ॥

'স ব্রহ্মপার' ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণ (১।১৫।৫৫) তত্ত্বসংখ্যা পরম্পরার নিবাস পরপার। অথবা – পরমতত্ত্ব জ্ঞানের নিমিত্ত শাস্ত্রাদিতে দেখা যায় এবং উপদেশও করেন, যাহা সেই সর্বঅবধি স্বরূপ তত্ত্ব তিনি বিষ্ণু। অপর সংসারসিন্ধুর ও অবিদ্যাদির পার যাহা হইতে হয়। অথবা – দেশকালাদি

টীকা

অর্থশ্চ পরম্পরায়াস্তত্ত্ব সংখ্যা পরম্পরায়া নিবাসঃ পারং পরং। যদ্বা – তয়া পরম তত্ত্ব জ্ঞানার্থং প্রতিপাদ্যতে, তয়া শাস্ত্রাদৌ দৃশ্যতে, উপদিশ্যতে চ যৎ সর্ব্বাবধিভূতং তত্ত্বং স বিষ্ণুরিত্যর্থঃ। শৈষিকোঽণ্। অপারস্য সংসার-সিন্ধোরবিদ্যাদীনাং চ পারো যস্মাৎ। যদ্বা – নাস্তি পারো দেশকালাদিভ্যো যস্য স চাসৌ পারশ্চ। সঃ পার শূন্য সর্ব্বনিস্তারক ইত্যর্থঃ। পারয়তি জীবান্ নিস্তারয়তীতি ব্যুৎপত্তেঃ পরেভ্যঃ সর্ব্বফলদাতৃতয়া খ্যাতেভ্যো ব্রহ্মাদি দেবেভ্যঃ পরেষামপি পরমফলব্রহ্মাদি পদ প্রদাতা উত্তমোত্তমঃ সেব্যশ্চেত্যর্থঃ। স্বয়ং তু পরমার্থরূপী সচ্চিদানন্দ রূপেণ নিত্যমেব বিরাজমান ইত্যর্থঃ। যদ্বা— পরমা মহালক্ষ্মী তস্যা অপার্থঃ। পরমানন্দ লাভো যস্মাৎ স চাসৌ রূপী মূর্তিমান্ বিভুশ্চ স ইত্যর্থঃ। যতঃ স বিষ্ণুর্ব্রহ্ম অনাদি সর্বমর্যাদা সংস্থাপকঃ বেদং পিপর্ত্তি প্রতিযুগং পালয়তি। কর্ম্মণ্যণ্। যদ্বা – ব্রহ্মণা বেদেন সহ বর্তমানা ব্রহ্মাদয়ো বিপ্রাদয়শ্চ তান্ পিপর্ত্তি পালয়তি। পরমসুখাদিনা পূরয়তি চ স ইত্যর্থঃ।

সর্ব্বং পূর্বোক্তং দৃঢ়ী কুর্বন্ পুনর্বিশিনষ্টি পরেতি। পরস্মাৎ নির্বিশেষ

অনুবাদ

হইতে যাহার পার নাই, সেই পারশূন্য সর্ব্বনিস্তারক। যিনি জীবসমূহকে নিস্তার করেন তিনি পার। অন্যকে সর্ব্বফলদাতারূপে বিখ্যাত ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাদিগকেও পরম ফল ব্রহ্মাদি পদ প্রদাতা এবং উত্তম হইতেও উত্তম সেব্য স্বয়ং কিন্তু পরমার্থরূপী সচ্চিদানন্দরূপে নিত্যই বিরাজমান। অথবা—পরমা-মহালক্ষ্মী তাঁহারও পরমানন্দ-লাভ যাঁহা হইতে তিনি এই মূর্তিমান ও বিভুই তিনি। যেহেতু সেই বিষ্ণু ব্রহ্ম, অনাদি সর্ব-মর্যাদা সংস্থাপক বেদকে প্রতি যুগে পালন করেন। অথবা – ব্রহ্ম বেদের সহিত বর্তমান ব্রহ্মাদি ও বিপ্রাদি তাহাদিগকে পালন করেন এবং পরম সুখাদি দ্বারা পূরণ করেন তিনি।

পূর্বোক্ত সকল তত্ত্ব দৃঢ় করিতে গিয়া পুনরায় বিশেষণ যুক্ত করিতেছেন – পর নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেও পারভূত – পরম অবধি স্বরূপ, যাঁহাকে দেখিয়া অপার

টীকা

ব্রহ্মণোঽপি পারভূতঃ পরমাবধিভূতো যং বিলোক্য অন্যত্র মহত্ত্বং নাস্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমিত্যাদেঃ।

অত্র ব্রহ্মণঃ প্রভাস্থানীয়ত্বাৎ বিষ্ণোশ্চ সূর্যস্থানীয়ত্বাৎ সাধ্বেব ব্যাখ্যাতং—"ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্ যদ্ দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনং॥ প্রকৃতি সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ॥" —ইতি হরিবংশেঽর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যাৎ। অত্র প্রকৃতিঃ স্বরূপভূতান্তরঙ্গচিচ্ছক্তিরিত্যর্থঃ। অনেন সূর্যস্য তেজো যথা সূর্যাদ-ভিন্নং তথৈব শ্রীকৃষ্ণাদ্ ব্রহ্মাপ্যভিন্নমিতি স্পষ্টং জ্ঞায়তে। পরঃ সর্ব্বকারণাতীত ইত্যর্থঃ। অথ মুক্তজীব সাদৃশ্যং বারয়ন্ তেষামপি স এবাশ্রয় ইত্যাহ—পরাণামপীতি। পরাণাং মুক্তজীবানামপি পারঃ সালোক্যাদি পূরকঃ পালক-স্তীরবদাশ্রয়শ্চ। পৃ পালন-পূরণয়োঃ। পারঃ তীরসমাপ্তাবিতি চ ধাতুগণ-পাঠাচ্চ॥ ৩৫॥

অনুবাদ

মহত্ত্ব নাই। কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ, এস্থলে ব্রহ্ম প্রভা-স্থানীয়, শ্রীকৃষ্ণ সূর্যস্থানীয়। উত্তম ব্যাখ্যাই করিয়াছেন—হরিবংশে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে—দিব্য তেজোময় মহদ্বস্তু ব্রহ্ম যাহা তুমি দেখিতেছ, সেই আমি, হে ভরত শ্রেষ্ঠ। সেই সনাতন আমার তেজ। তাহা আমার পরা প্রকৃতি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপা সনাতনী, উত্তম যোগবিদ্‌গণ তাহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্ত হন। এস্থলে 'প্রকৃতি' শব্দে স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি। ইহা দ্বারা সূর্যের তেজ যেমন সূর্য হইতে অভিন্ন সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মও অভিন্ন—ইহা স্পষ্টরূপে জানা যায়। পরঃ—সর্ব্বকারণাতীত।

অনন্তর মুক্ত জীব সাদৃশ্য বারণ করিতে মুক্ত জীবগণেরও তিনিই আশ্রয়—পরাণাং—মুক্ত জীবগণেরও তিনিই আশ্রয়, পরাণাং মুক্ত জীবগণেরও পার-সালোক্যাদি পূরক, পালক ও তীরবদ্ আশ্রয়। পৃ—ধাতুর অর্থ পালন ও পূরণ। পার—তীর ও সমাপ্তি অর্থে ধাতুগণ পাঠে॥ ৩৫॥

অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। ইতি॥ ৩৬॥

সর্ব্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণঃ পরম্। মূর্তং তদ্‌যোগিভিঃ পূর্ব্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে (১।২২।৫৯)॥ স পরঃ সর্বশক্তীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ। মূর্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্বং ব্রহ্মময়ো হরিঃ॥ তত্র সর্ব্বমিদং প্রোতং ওতং চৈবাখিলং জগৎ॥ ৩৭॥

টীকা

অক্ষরাদিতি তত্রৈব॥ ৩৬॥

সর্বেত্যাদি তত্রৈব (বিপুঃ ১।২২।৫৯, ৬১, ৬২) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারাৎ পূর্বং যোগিভিঃ চিন্ত্যতে। তথা ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ, উপাসনানুক্রমেণ যথৈব ক্ষরাদ-নন্তরং তদুক্তং—তথা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা (গী ১৮।৫৪) ইত্যাদ্যনুসারেণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারানন্তরাবির্ভাবী স ইত্যর্থঃ। যতঃ সর্বশক্তীনাং স্বরূপভূতাদীনাং পরমাশ্রয়ঃ। অতএব সর্ব্বব্রহ্মময়োঽখণ্ডং ব্রহ্মস্বরূপশ্চ অক্ষরাখ্যস্য পূর্ব্বস্য

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ অক্ষর জীবাত্মার পর পরমাত্মা হইতেও পরম শ্রেষ্ঠ॥ ৩৬॥

বিষ্ণুপুরাণে (১।২২ ৫৯, ৬১, ৬২) সর্ব্বশক্তিময় বিষ্ণু ব্রহ্মের পরম স্বরূপ, মূর্তব্রহ্ম। যোগিগণ সমাধির পূর্ব্বে যোগের আরম্ভে যাঁহাকে চিন্তা করেন। তিনি সর্বশক্তির পরমাশ্রয় এবং ব্রহ্মের অতি নিকট মূর্ত ব্রহ্ম। হে মহাভাগ শ্রীহরি সর্বব্রহ্মময়। তাঁহাতে এই অখিল জগৎ ওতপ্রোতঃভাবে অবস্থিত॥ ৩৭॥

'অক্ষরাৎ' ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণেই॥ ৩৬॥

সর্ব্বেত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৯, ৬১-৬২) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পূর্বে যোগিগণ চিন্তা করেন। সেইরূপ ব্রহ্মের 'সমনন্তর'—উপাসনার অনুক্রম দ্বারা যেমন ক্ষরের পর অক্ষর, সেইরূপ (গীতা ১৮।৫৪) ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ইত্যাদি অনুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার। যেহেতু স্বরূপভূত সর্বশক্তির পরম আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ অতএব সর্ব্বব্রহ্মময় অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। অক্ষর-নামক পূর্ব্বব্রহ্ম শক্তিহীনহেতু খণ্ড। অথবা—সেই হেতু সর্ববেদ্য এবং সর্বশক্তিময় ইত্যাদি। সেইরূপ "যেহেতু আমি ক্ষরকে

আকাশাদিষু শব্দাদৌ শ্রোত্রাদৌ মহদাদিষু। প্রকৃতৌ পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপি চ স প্রভুঃ ॥ যথৈক এব সর্ব্বাত্মা বাসুদেব ব্যবস্থিতঃ। তেন সত্যেন মে পাপং নরকার্তিপ্রদং ক্ষয়ম্॥ প্রয়াতু সুকৃতস্যাস্তু মমানুদিবসং জয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

যথাঽচ্যুতস্ত্বং পরতঃ পরস্মাৎ, স ব্রহ্মভূতাৎ পরতঃ পরাত্মা।
তথাচ্যুতস্ত্বং কুরু বাঞ্ছিতং চ, তন্মমাপদং চাপহরাপ্রমেয় ॥৩৯॥

টীকা

শক্তিহীনত্বেন খণ্ডনাৎ। যদ্বা—তত্রএব সর্ববেদ্য ইত্যর্থঃ। তত্রএব তত্র সর্বমিত্যাদীনি। এবং "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তম" ইত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদ অপি যোজ্যা। যদ্যপি অক্ষর শব্দেন শুদ্ধ জীব এব প্রস্তূয়তে, তথাপি পরব্রহ্ম এব লক্ষ্যং, "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" ইত্যাদৌ তদ্দর্শনাৎ॥ ৩৭ ॥

আকাশাদিষ্বিত্যাদি বিষ্ণুধর্ম্মে নরক দ্বাদশী ব্রতে শ্রীবিষ্ণুস্তবে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতে শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গে মহদাদিতে প্রকৃতিতে পুরুষে এবং ব্রহ্মেও শ্রীকৃষ্ণ প্রভু। যেমন এক অদ্বিতীয় বাসুদেব সর্ব্বাত্মারূপে অবস্থিত। সেই সত্য দ্বারা আমার নরকার্তিপ্রদ পাপ ক্ষয় যাউক এবং আমার সুকৃতির প্রতিদিন বৃদ্ধি হউক ॥ ৩৮ ॥

হে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ তুমি যেমন পরতত্ত্ব হইতেও পরতম। ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পরশ্রেষ্ঠ পরমাত্মা। সেইরূপ হে অচ্যুত তুমি আমার বাঞ্ছিত বস্তুর পূরণ কর। সেই আমার আপদ হরণ কর—হে অপ্রমেয় ॥ ৩৯ ॥

অতিক্রম করিয়া অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও উত্তম" ইত্যাদি শ্রীগীতা উপনিষদও এস্থলে যোজনীয়। যদিও অক্ষর শব্দদ্বারা শুদ্ধ জীবই অনেক স্থলে বলা হইয়াছে, তথাপি এস্থলে পরব্রহ্মই লক্ষ্য, কারণ "অক্ষরই পরম ব্রহ্ম" (গীতা ৮।৩১) ইত্যাদি নির্দেশ দেখা যায় ॥ ৩৭ ॥

"আকাশাদিষু" ইত্যাদি বিষ্ণুধর্ম্মে নরক দ্বাদশীব্রতে শ্রীবিষ্ণু স্তবে ॥ ৩৮ ॥

যন্ময়ং ব্রহ্ম পরমং তদব্যক্তং চ যন্ময়ম্।
যন্ময়ং ব্যক্তমপ্যেতৎ ভবিষ্যামি হি তন্ময়ঃ ॥৪০॥

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্। বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্ ॥৪১॥

এষস্ত্র্যেষ পুরুষ এষ প্রকৃতিরেষ আত্মা এষ ব্রহ্ম এষ লোক এষ অলোকো যোঽসৌ হরিরাদিরনাদিরনন্তোঽন্তঃ পরমঃ পরাৎ বিশ্বরূপ ইতি ॥৪২॥

টীকা

যথেতি তত্রৈব মাসর্ক্ষ পূজা প্রসঙ্গে ॥৩৯॥

যন্ময় মিতি তত্রৈবোত্তরে ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে ॥৪০॥

পৃথিবীতি শ্রীএকাদশে (ভাঃ ১১।১৬।৩৭) বিভূতি কথন প্রসঙ্গে, টীকা চ—পরং ব্রহ্মচেত্যেষা ॥৪১॥

এষ ইতি পৈঙ্গ্য শ্রুতি স্ফুটার্থা। তথাহি—অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি

অনুবাদ

পরব্রহ্ম যে আনন্দময়, সেই অব্যক্ত যে আনন্দময়, এই ব্যক্তও যে আনন্দময় আমিও সেই আনন্দময় হইব ॥৪০॥

পৃথিবী আদি পঞ্চমহাভূত অহঙ্কার মহৎ বিকার, পুরুষ অব্যক্ত ত্রিগুণ এবং ব্রহ্ম ইহারা আমার বিভূতি ॥৪১॥

এই স্ত্রী পুরুষ প্রকৃতি আত্মা, এই ব্রহ্ম, এই লোক অলোক যিনি, সেই হরি আদি অনাদি অনন্ত অন্ত পরম পরাৎপর বিশ্বরূপ ॥৪২॥

'যথা' ইত্যাদি ঐ মাস নক্ষত্র পূজা প্রসঙ্গে ॥৩৯॥

'যন্ময়ম্' ইত্যাদি ঐ ক্ষত্র বন্ধু উপাখ্যানে ॥৪০॥

'পৃথিবী' ইত্যাদি শ্রীএকাদশে বিভূতিকথন প্রসঙ্গে। শ্রীস্বামিপাদের টীকাও পরং ব্রহ্ম বিভূতি ॥৪১॥

এষ ইত্যাদি পৈঙ্গ্য শ্রুতি সরলার্থা। সেইরূপ "অথ কি কারণ ব্রহ্ম বলা হয়? উ.—যেহেতু তিনি বৃহৎ এবং অন্যকে বৃহৎ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য।

যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাত্মা শরীরং যস্যাব্যক্তং শরীরং যস্যাক্ষরং শরীরং এষ সর্বভূতান্তরাত্মাঽপহতপাপ্‌মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ ইতি ॥৪৩॥

য পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাৎ জীবসংজ্ঞিতাৎ ।
ভগবতং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥৪৪॥ (ভাঃ ৪।২৪।২৮)

টীকা—

বৃংহয়তিচেতি শ্রুতেঃ। বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুরিতি শ্রীবৈষ্ণবে (৩৩।২১) বৃহিবৃংহিবৃদ্ধাবিতি ধাতুগণ পাঠাৎ চ। বৃহত্বং শক্ত্যাদিবিশিষ্টে এব সম্ভবতি নানাত্র ॥৪২॥

যস্যেতি শ্রুতিরিয়ং অত্রাক্ষর—শব্দোক্তস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাত্মত্বেন নারায়ণং বোধয়তি ॥৪৩॥

য ইতি শ্রীভাগবতচতুর্থে (৪।২৪ ২৮) "পিত্রানুবর্ণিতরহো ভবদ্ভস্তবেনেতি"

অনুবাদ

যাঁহার পৃথিবী শরীর, আত্মা, অব্যক্ত, অক্ষর শরীর, ইনিই সর্বপ্রাণির অন্তরাত্মা নিষ্পাপ দিব্য দেব এক নারায়ণ ॥৪৩॥

মূলানুবাদ—'যঃ পরং' ইত্যাদি শ্রীভাগবতে (৪।২৪।২৮), সনকাদির উক্তি অনুসারে রহঃ শব্দে ব্রহ্ম, তাহা হইতেও পর—শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ত্রিগুণ প্রধান হইতে, জীব নামক আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানকে যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ শ্রবণাদি ভক্তি যোগদ্বারাই—কর্মার্পণাদি দ্বারা নহে—শরণাপন্ন হয়, সেই ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥৪৪॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৩।৩ ২১) যেহেতু তিনি বৃহৎ এবং অন্যকে বৃহৎ করেন, সেই হেতু তিনি পরম ব্রহ্ম জানিবে। ধাতুগণ পাঠে বৃহি ও বৃংহি ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি অর্থে প্রযুক্ত। 'বৃহত্ব' শক্তি সমন্বিত হইয়াই সম্ভব হয়, নিঃশক্তিকে 'ব্রহ্ম' শব্দ অসম্ভব ॥৪২॥

'যস্য পৃথিবী' ইত্যাদি শ্রুতিতে অক্ষর-ব্রহ্মেরও আত্মা নারায়ণ' ইহাই জানাইতেছেন ॥৪৩॥

অথ ব্রহ্মপরত্বেঽপি ব্রহ্মত্বম্‌।

শ্রীগোপাল উপনিষদি—(২।৩৪) কথং বাস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতীতি ? পরমাত্মনোঽপি অংশীত্বং "অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪৫॥
(গী ১০।৪২), স্বশক্তিলেশাবৃত ভূতসর্গ ইতি (৬।৫।৮৩) ॥৪৬॥

টীকা

(ভাঃ ৩।১৫।৪৬) সনকাদ্যুক্ত্যা রহো ব্রহ্ম তস্মাদপি পরং ততঃ সুতরাং ত্রিগুণাৎ প্রধানাৎ জীবসংজ্ঞিতাৎ জীবাত্মনশ্চ পরং ভগবন্তং যঃ সাক্ষাৎ শ্রবণাদিনৈব, ন তু কর্মার্পণাদিনা প্রপন্ন ইত্যন্বয়ঃ ॥৪৪॥

অথ ব্রহ্মপরত্বেঽপি ব্রহ্মত্বম্‌

কথমিতি শ্রীগোপালোপনিষদি। তত্রৈব গোপীঃ প্রতি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মতোপদেশঃ ॥ অথবেতি শ্রীগীতোপনিষদি (১০।৪২) ॥৪৫॥

স্ব শক্তীতি শ্রীবৈষ্ণবে (৬।৫।৮৩) ॥৪৬॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—অথ শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম হইয়াও ব্রহ্ম। —(গোপাল উঃ ২।৩৪) কিরূপে এই অবতারের ব্রহ্মতা সম্ভব হয় ? যেহেতু পরমাত্মারও অংশী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও ব্রহ্ম ॥ শ্রীগীতা (১০ ৪২) অথবা হে অর্জুন! আমার বিভূতির এই বিস্তৃত জ্ঞানে তোমার কি প্রয়োজন ? আমি প্রকৃতির অন্তর্যামী কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ রূপ আমার এক অংশ দ্বারা এই চিদচিৎ সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি ॥৪৫॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৫ ৮৩) অনন্ত কল্যাণগুণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজশক্তির কণাদ্বারা বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন ॥৪৬॥

টীকানুবাদ—শ্রীভাগবতে (৩।১৫।৪৬) সনকাদির উক্তি অনুসারে রহঃ—ব্রহ্ম। রহের শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্‌ ॥৪৪॥

টীকানুবাদ—কথম্‌ ইত্যাদি শ্রীগোপাল উপনিষদে (২।৩৪) গোপীগণের প্রতি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মতা উপদেশ ॥৪৫॥

'স্ব শক্তি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৮৩) ॥৪৬॥

যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা। পরব্রহ্ম স্বরূপস্য প্রণমামস্তমব্যয়ম্.(বিপু ১।৯।৫২) ॥৪৭॥

যত্তদব্যক্তমজর মচিন্ত্য মজমক্ষয়ম্.। অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণি-পাদাদ্যসংযুতম্.। বিভুং সর্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্.॥ ব্যাপ্যব্যাপ্যং যতঃ সর্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ (৬।৫।৬৬-৬৭ বিপুঃ) ॥৪৮॥

টীকা

যস্তেতি তত্রৈব (১।৯।৫২) ॥৪৭॥

অতএব তত্রৈব (৬।৫।৬৬) ভগবত এব সর্বাংশিত্বং ব্যক্তী কুর্বন্তি বাক্যানি—'যত্তদ্' ইত্যাদিনা। অত্র বিশেষ্য-বিশেষণ-বিশিষ্টতা বিবেচনীয়া। বিশেষণস্যাপি অহেয়ত্বং কুত্র কুত্র ব্যক্তী কৃতং চ ব্যক্তী করীষ্যামঃ।—(৬৬) 'অরূপং পাণিপাদাদ্য সংযুতমিতীদং ব্রহ্মাখ্য-কেবল বিশেষ্যাবির্ভাবনিষ্ঠং। (৭৪) 'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য' ইত্যাদিকং কেবল বিশেষণ নিষ্ঠং (৬৭) বিভু-ভগবদিত্যাদিকং তু বিশিষ্টনিষ্ঠং। অথবা—অরূপমিত্যাদিকং প্রাকৃত রূপাদিনিষেধনিষ্ঠং।

অনুবাদ

যাঁহার অযুত অযুত অংশের অংশে এই বিশ্বশক্তি এবং যাহা পরম ব্রহ্ম স্বরূপ সেই অব্যয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। (১।৯।৫২) ॥৪৭॥

(বি পু ৬।৫।৬৬,৬৭) যিনি অব্যক্ত অজর অচিন্ত্য অজ অব্যয়, অনি-র্দেশ্য, অরূপ হস্ত পদাদি অসংযুত, বিভু সর্ব্বগত, নিত্য, ভূত সমূহের উৎ-পত্তির বীজ, অথচ অকারণ ব্যাপ্য ব্যাপক. যাহা হইতে সর্ববিশ্ব তাঁহাকেই মুনিগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন ॥৪৮॥

যস্য ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণে (১।৯ ৫২) ॥৪৭॥

ঐ (৬ ৫ ৬৬, ৬৭) ভগবানেরই সর্বাংশিত্ব প্রকাশ করিতেছেন—এস্থলে বিশেষ্য বিশেষণ-বিশিষ্টতা বিচার্য—বিশেষণেরও অহেয়তা কোথাও কোথাও প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং প্রকাশ করা হইবে। অরূপ হস্তপদাদি অসংযুত ইহা ব্রহ্ম নামক কেবল বিশেষ্য আবির্ভাবনিষ্ঠ। 'ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য' ইত্যাদি কেবল বিশেষণ নিষ্ঠ; বিভু-ভগবৎ ইত্যাদি বিশিষ্টনিষ্ঠ। অথবা—'অরূপ' ইত্যাদি প্রাকৃত রূপাদি নিষেধ নিষ্ঠ। অতএব পাণিপাদাদি অসংযুত

তদ্ ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্.।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
তদেতদ্ ভগবদ্. বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ। ইত্যাদ্যুক্ত।

টীকা

অতএব পাণিপাদাদ্য সংযুত মিতি সংযোগ সম্বন্ধ এব পরিহীয়তে। ন তু সমবায় সম্বন্ধ ইতি জ্ঞেয়ম্ (৬৭) বিভুমিতি সর্ববৈভব যুক্ত মিত্যর্থঃ। ব্যাপীতি সর্ব-ব্যাপকং অব্যাপ্যমন্যেন তু ব্যাপ্তুমশক্যং ॥৪৮॥

তদেতদ্ ব্রহ্মস্বরূপম্ ভগবচ্ছব্দেন বাচ্যং ন তু লক্ষ্যং। তদেব নির্দ্ধারয়তি—(৬৯) ভগবচ্ছব্দোঽয়ং তস্য নদীবিশেষস্য গঙ্গাশব্দবদ্‌বাচক এব। নতু তট-শব্দবৎ লক্ষকঃ।

এবং সত্যক্ষরসাম্যান্নির্ব্রূয়াদিতি নিরুক্ত মতমাশ্রিত্য ভগাদি শব্দানামর্থ-মাহ—(৭৩) সংভর্তা ইতি, সংভর্ত্তা—স্বভক্তানাং পোষকঃ। অত্র সমা ভজন-

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে (৬ ৫।৬৮) শ্রুতিবাক্যে কথিত প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণুর পরমধাম, মোক্ষ অভিলাষীগণের তাহাই ধ্যেয়, সূক্ষ্ম শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ। তাহা এই ভগবৎ শব্দের বাচ্য, পরমাত্মার স্বরূপ, বাচক ভগবৎ শব্দ সেই আদ্য অক্ষরাত্মার। (৬৯) ইত্যাদি বলিয়া ভগবান্—এই শব্দের প্রতিবর্ণের

ইত্যাদি সংযোগ সম্বন্ধই নিষেধ করা হইয়াছে। সমবায় সম্বন্ধ নিষেধ করা হয় নাই। 'বিভু' ইত্যাদি সর্ব্ববৈভব যুক্ত। 'ব্যাপী' সর্বব্যাপক। 'অব্যাপ্তং' অন্য দ্বারা ব্যাপ্ত করিতে অসমর্থ ॥৪৮॥

টীকানুবাদ—সেই এই ব্রহ্মস্বরূপ ভগবৎ শব্দদ্বারা বাচ্য, লক্ষ্য নহে। তাহাই নির্দ্ধারণ করিতেছেন—(৬৯ বিপু) এই ভগবৎ শব্দ, সেই নদী বিশেষের গঙ্গা-শব্দবদ্ বাচকই, তট শব্দবৎ লক্ষক নহে। এইরূপ হইলে পর অক্ষর সাম্য হইতে ব্যাখ্যা করুন—এই নিরুক্তমত অবলম্বনে ভগআদি শব্দের অর্থ বলিতেছেন—'ভ'কারের অর্থ সংভর্তা নিজভক্তগণের পোষক, এস্থলে 'সম্'

সংভর্তেতি তথা ভর্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গমন্বিতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে ॥
ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

টীকা

অপূর্ণত্বেঽপি অপরাধবাহুল্যেঽপি তাদৃশত্বং সূচ্যতে। ভর্ত্তা ধারকঃ স্থাপকশ্চেতার্থঃ। নেতা-স্বভক্তিফলস্য প্রেম্নঃ প্রাপকঃ, গময়িতা স্বলোকপ্রাপকঃ, স্রষ্টা স্বভক্তেষু তত্তদ্‌গুণস্যোদ্‌গময়িতা জগৎ পোষকত্বাদিকং তু তস্য পরম্পরয়ৈব, ন তু সাক্ষাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্।

ঐশ্বর্য্যং—সর্ব্ববশীকারিত্বং, সমগ্রং তু সর্ব্বত্রান্বিতং, বীর্য্যং—মণিমন্ত্রাদেরিব প্রভাবঃ, যতো বাঙ্মনঃ শরীরাণাং পোষকত্বং, যশঃ—সাদ্‌গুণ্যখ্যাতিঃ শ্রীঃ—সর্বপ্রকারা সম্পৎ, জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং, বৈরাগ্যং প্রপঞ্চ বস্তু অনাসক্তিঃ,

অনুবাদ

অর্থ বলিতেছে—হে মুনিবর। ভকারের দুইটি অর্থ—তিনিই সকলের ভরণ কর্তা এবং আধার, আর গকারের অর্থ—গময়িতা অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলদাতা ও সৃষ্টিকর্তা (৭৩)॥ ঐ দুই অক্ষর মিলিয়া ‘ভগ’ শব্দের অর্থ—সমগ্র ঐশ্বর্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয় অর্থ। (৭৪) ‘ব’কারের

সম্—অব্যয় দ্বারা বুঝাইতেছেন—ভজন অপূর্ণ থাকিলেও, অপরাধ—বাহুল্য থাকিলেও নিজভক্তগণকে পোষণ করেন এবং ভর্তা—ধারক ও স্থাপক। গকারের অর্থ—নেতা নিজভক্তি ফল প্রেমের প্রাপক, গময়িতা—নিজলোক প্রাপক, স্রষ্টা—নিজভক্তগণে সদ্‌গুণসমূহের উদ্গমকারক। জগৎপোষকতাদি স্বয়ং না করিয়া পরম্পরাক্রমেই ক্ষীরাব্ধি শায়ীদ্বারা, সাক্ষাৎ নহে—ইহা জানিতে হইবে॥ ঐশ্বর্য—সর্ববশীকারিত্ব, সমগ্র-পদ সকলের সঙ্গে অন্বয় হইবে। বীর্য—মণিমন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাব, যাহা হইতে বাক্য মন ও শরীরের পোষণ হয়। যশঃ—সদ্‌গুণের প্রসার, শ্রী—সর্বপ্রকার সম্পদ্, জ্ঞান—সর্বজ্ঞতা, বৈরাগ্য—জাগতিক বস্তুতে অনাসক্তি, ঈঙ্গনা—সংজ্ঞা। অক্ষর সাম্যপক্ষে—

বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥ ইতি চোক্ত্বা—
জ্ঞানশক্তি বলৈশ্বর্য্য বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥৪৯॥
(বিপুঃ ৬।৫।৬৮,৬৯,৭৩-৭৫, ৭৯)

টীকা

ঈঙ্গনা সংজ্ঞা। অক্ষর সাম্যপক্ষে—ভগববানিতি বক্তব্যে তু যো বলোপশ্ছান্দসঃ সংভর্ত্তেত্যাদিষু সংভর্তৃত্বাদিষ্বেব তাৎপর্য্যং যথা “সুপ্‌তিঙন্তচয়ো বাক্যমিত্যত্র পচতি ভবতীত্যস্য বাক্যস্য পাকো ভবতীত্যর্থঃ ক্রিয়তে, যথা বা সত্তায়ামস্তি ভবতি ইত্যত্র ধাত্বর্থ এব বিবক্ষিতঃ। তদেব মেব ভগবানিত্যত্র মতুবর্থং যোজয়িতুং শক্যতে। বস্তুতস্তু ভগেত্যস্যানন্তরং লোপো ব্যোর্বলীতি (পাঃ ৬।১।৬৬) সূত্রেণৈব লুপ্তং বকারান্তরং জ্ঞেয়ম্।

প্রকারান্তরেণ ষড়্‌ ভগান্ দর্শয়তি—(৭৯) জ্ঞানশক্তীতি। জ্ঞানং অন্তঃকরণস্য, শক্তিরিন্দ্রিয়াণাং, বলং শরীরস্য, ঐশ্বর্য্যবীর্য্যে ব্যাখ্যাতে। তেজঃ

অনুবাদ

অর্থ—যাঁহাতে ভূতগণ অবস্থান করে, তিনি ভূতাত্মা ও অখিলাত্মা এবং ভূতসমূহে তিনিও পরমাত্মারূপে বাস করেন—অতএব তিনি অব্যয় (৭৫)॥ ইহাও বলিয়া—অশেষ জ্ঞান শক্তি বল ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজঃ—ভগবৎ শব্দের অর্থ এই সকল কল্যাণ গুণ, হেয় গুণ ব্যতীত (৭৯)॥ ৪৯ ॥

ভগব-বান্ এই বলা উচিত, কিন্তু ব-লোপ বৈদিক প্রয়োগ। সংভর্তা—ইত্যাদির তাৎপর্য সংভর্তৃত্বাদি। যেমন—‘সুপ্‌তিঙন্তচয়োবাক্যম্’ এই স্থলে ‘পচতি ভবতি’ এই বাক্যের ‘পাক হইতেছে’ এইরূপ অর্থ করা হয়। অথবা ‘সত্তায়াং অস্তি ভবতি’ এস্থলে ধাতুর অর্থই বিবক্ষিত। সেই প্রকারই ভগবান্—এইস্থলে মতুপ্‌এর অর্থ যোজনা করা যায়। বস্তুতস্তু ভগবান্ ইহার পর “লোপো ব্যোর্বলীতি (পাঃ ৬।১।৬৬) সূত্রদ্বারাই অন্য ‘ব’ এর লোপ হইয়াছে ॥

অজায়মানো বহুধা ব্যজায়তে ইতি ॥ ৫০ ॥ (তৈঃ আঃ ৩/১২)
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামবস্থায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া (গী ৪/৬) ॥ ৫১ ॥
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৫২ ॥
(গী ৪/৯)

টীকা

কান্তিঃ অশেষতঃ সামগ্র্যেণেত্যর্থঃ। ভগবৎ-শব্দবাচ্যানি ইতি ভগবতো বিশেষণানি এবৈতানি। ন তু উপলক্ষণানীত্যর্থঃ। অত্র ভগবান্ ইতি নিত্যযোগে মতুপ্ ॥৪৯॥

অজায়মান ইতি পুরুষ সূক্তৌ। তৈঃ আঃ ৩/১২) ॥ ৫০ ॥

অজ ইতি শ্রীগীতোপনিষদি, টীকা তু তত্রৈব দৃশ্যা ॥ (গী ৪/৬) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—অথ শ্রীকৃষ্ণের অজত্ব শ্রবণেও জন্ম শ্রবণ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৩।১২) জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে মৎস্যকূর্মাদি রূপে আবির্ভূত হন ॥ ৫০ ॥

শ্রীগীতা উপনিষদে (৪।৬) আমি অব্যয়াত্মা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অতএব জন্মরহিত হইয়াও এবং জীবসমূহের নিয়ামক হইয়াও স্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বেচ্ছায় যোগমায়া বিস্তারপূর্ব্বক জগতে আবির্ভূত হই ॥ ৫১ ॥

প্রকারান্তরে ষড় ঐশ্বর্য দেখান হইতেছে (৭৯)—জ্ঞানশক্তী ইত্যাদিতে। জ্ঞান—অন্তঃকরণের, শক্তি—ইন্দ্রিয়গণের সামর্থ্য, বল—শরীরের, ঐশ্বর্য ও বীর্য পূর্বে ব্যাখ্যা হইয়াছে। তেজঃ—কান্তি। অশেষভাবে—সমগ্রভাবে। ভগবৎ শব্দবাচ্য—ভগবানের বিশেষণ সমূহ এই গুলি। উপলক্ষণ নহে। এ স্থলে ভগবান্ নিত্যযোগে মতুপ্ প্রত্যয় ॥৪৯ ॥

'অজায়মানো' ইত্যাদি পুরুষ সূক্তিতে (তৈঃ আঃ ৩।১২) ॥ ৫০ ॥

'অজ' ইতি শ্রীগীতোপনিষদে (৪।৬) মূলানুবাদে দ্রষ্টব্য ॥ ৫১ ॥

সাকারেঽপি সর্ব্বদোষ রাহিত্যম্।
মায়া কার্য জড়াদি দোষরহিতে পূর্ণে পরেশে হরৌ,
সর্বাদৌ পরিপূর্ণ শক্তিনিলয়ে বেদাদিবোধ্যেঽমলে।
যে মূঢ়াঃ প্রবদন্তি দোষমনিশমব্যাপ্তি জন্মং হঠাৎ,
তে দৈত্যাঃ প্রপতন্তি ঘোর নিরয়ে যাবন্মহাসংপ্লবম্ ॥ ৫৩ ॥

টীকা

নমু 'সম্ভবামি' ইতি কথনাৎ জন্ম তু প্রথম বিকারস্ততশ্চ জন্মবাৎ তস্যাপি বিকারিত্বমায়াতমিতি চেন্ন, তজ্জন্মনো দিব্যত্ব শ্রবণাৎ ইত্যাহ—জন্মেতি [illegible] তদুক্তং পাদ্মে—প্রত্যক্ষত্বং হরের্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চনঃ। ইতি ॥ ৫২ ॥

নমু সৃষ্টি সময় এব সাকারস্য প্রশংসনাদিকমবস্থানঞ্চ ভবতু, প্রলয়াদৌ তু

অনুবাদ

হে অর্জুন, যিনি আমার এইরূপ দিব্য—অপ্রাকৃত জন্ম ও কর্ম তত্ত্ব বিচার দ্বারা অবগত হন, তিনি এই দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ (গী ৪/৯ ॥ ৫২ ॥

অথ সাকার শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ হইলেও সর্ব্বদোষ রহিত—প্রাচীনোক্তি—মায়াশক্তির কার্য জড়তাদি দোষহীন পূর্ণ পরমেশ্বর অনাদি অনাদি পরিপূর্ণ শক্তির আশ্রয়, বেদাদিশাস্ত্র বেদ্য বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীহরিতে যে মূঢ় ব্যক্তিগণ নিরন্তর দোষ বলিয়া থাকেন এবং তর্কের ব্যাপ্তি প্রয়োগ করেন—যৎ যৎ জন্যং তত্তৎ অনিত্যং অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে, তাহা সকলই অনিত্য—ইত্যাদি, তাহারা দৈত্য প্রকৃতি, মহাপ্রলয় পর্যন্ত তাহারা ঘোর নরকে পতিত থাকে ॥ ৫৩ ।

প্রশ্ন – 'সম্ভবামি' এই শ্রীভগবৎ উক্তি থাকায় জন্ম-কিন্তু প্রথম বিকার, অতএব জন্ম থাকায় তাহার বিকারিত্ব আসিয়া পড়ে ? না, তাহার জন্ম দিব্য অপ্রাকৃত, প্রাকৃত জীববৎ কর্ম্মফল বাধ্য নহে। তাহাই পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—এই জগতে শ্রীহরির প্রত্যক্ষ জন্মলীলা কোনরূপেই বিকার নহে ॥ ৫২ ॥

প্রশ্ন —সৃষ্টিকালেই সাকার ভগবানের প্রশংসা অবস্থান প্রভৃতি হউক। প্রলয় কালাদিতে কিন্তু বিশেষমাত্র যাহা কিছু সকল বস্তুই লয় শুনা যায়,

ন তস্য প্রাকৃতা মূর্তি-মেদোমজ্জাস্থি সম্ভবা ॥
ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকা

বিশেষ মাত্রস্য সর্ব্বস্যাপি লয় শ্রবণাৎ নির্বিশেষস্যৈবাবস্থানমাসধাতুস্তত্র তত্র প্রবোধয়তি তেন সাকারেষু অব্যাপ্তিরেব স্যাদিতি। স্বয়মুত্থাপিত পূর্বপক্ষিমতং তিরস্কুর্ব্বতঃ। প্রাচীনা আহুঃ—মায়েতি স্পষ্টং॥ তথৈবোক্তং মুক্তাফল টীকাকৃদ্ভিরপি—নাপি সাকারেষ্ব ব্যাপ্তিস্তেষামাকারা তিরোহিত স্যাদিতি। অয়মর্থঃ- সাকারেষু ভগবদ্ বিগ্রহেষু অব্যাপ্তি ভগবত্তাদের্লক্ষণং ন গতমিতি তু ন, তেষাং সাকারাণামাকারা তিরোহিতত্বাৎ নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ। অতএব লক্ষণং প্রাপ্তমেবেত্যর্থঃ। লক্ষ্যৈকদেশে লক্ষণস্যাগমনমব্যাপ্তিরিতি লক্ষণাৎ ॥৫৩॥

অনুবাদ

শ্রীবরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—শ্রীহরির মূর্ত্তি প্রাকৃত মেদ মজ্জা অস্থি দ্বারা গঠিত নহে। শ্রীহরি সাধারণ কায়ব্যূহ বিস্তারকারী যোগি পুরুষ নহেন, পরমেশ্বর ইচ্ছা মাত্র হয়, নয়, নয়কে হয় করিতে পারেন, তিনি সত্য স্বরূপ নিত্য অচ্যুত বিগ্রহ হইয়াও বিভু-সর্বব্যাপি ॥ ৫৪ ॥

সুতরাং নির্বিশেষ তত্ত্বেরই অবস্থান হউক ? সেই সেই স্থলে প্রবোধ দিতেছেন, নির্বিশেষ প্রলয়ে স্বীকার করিলে সাকার বস্তুসমূহে অব্যাপ্তিই হইবে। নিজে পূর্ব্বপক্ষ মত উত্থাপিত করিয়া দোষ দিতেছেন — প্রাচীন আচার্যগণ বলিয়াছেন —'মায়া' ইত্যাদি। অর্থ মূলানুবাদে। সেইরূপই মুক্তাফল টীকাকারও বলিয়াছেন—সাকার বস্তুসমূহে অব্যাপ্তি নাই, তাহাদের আকার প্রলয়ে তিরোহিত হওয়ায়।

সারার্থ—সাকার শ্রীভগবদ্ বিগ্রহ সমূহে অব্যাপ্তি, ভগবত্তাদির লক্ষণ যায় নাই—ইহা যথার্থ নহে। সেই সাকার বস্তুসমূহের আকার প্রলয়কালে তিরোহিত ছিল। সাকার নিত্য। অতএব ভগবত্তার লক্ষণ গিয়াছে। লক্ষ্যের এক দেশে লক্ষন না গেলে তাহাকে অব্যাপ্তি বলা হয় ॥ ৫৩ ॥

সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হেয়োপাদেয় রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ ॥
পরমানন্দ-সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষ বিবর্জিতাঃ ॥
দেহ-দেহি-ভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫৫ ॥
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ৫৬ ॥

টীকা

ন তস্যেতি বারাহে। তচ্চাপ্রাকৃতমূর্তিত্বং তস্য মহাযোগিত্বাদিচ্ছাকৃতমিতি ন। কিন্তু ঈশ্বরত্বান্নিত্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্ব ইতি মহাবারাহে নিত্যাঃ সনাতনাঃ, শাশ্বতা জগতি পুনঃ পুনরাবির্ভাবিনো, দেহাঃ স্বরূপানুবন্ধিনো বিগ্রহাঃ। স্বরূপানুবন্ধিত্বাদেব হেয়োপাদেয়-রহিতাঃ হানেন উপাদানেন চ বর্জিতাঃ। বিকশিতার্থ মন্যৎ। ক্বচিত্তু হানোপাদান রহিতা ইত্যেব পাঠো দৃশ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ

সেই পরমাত্মা শ্রীহরির দেহসমূহ নিত্য ও শাশ্বত, ত্যাগ-গ্রহণ বর্জিত, কখনই জড় প্রকৃতিজাত নহে। পরমানন্দময় সর্ব্বপ্রকারে চিন্ময়। সকল বিগ্রহই সমস্ত কল্যাণগুণপূর্ণ এবং সর্ব্বদোষ বিবর্জিত। এই শ্রীভগবানে দেহ-দেহিভেদ নাই ॥ ৫৫ ॥

'ন তস্য' ইত্যাদি বরাহপুরাণে, সেই শ্রীভগবদ্ বিগ্রহসমূহ অপ্রাকৃত মূর্তি। তাহা মহাযোগিগণের ন্যায় ইচ্ছাকৃত কায়ব্যূহ নহে। কিন্তু ঈশ্বর হেতু নিত্য বিগ্রহ ॥ ৫৪ ॥

টীকানুবাদ—'সর্ব্ব' ইত্যাদি মহাবরাহে – নিত্য সনাতন, শাশ্বত– জগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবশীল। দেহ- স্বরূপানুবন্ধি বিগ্রহ। স্বরূপানুবন্ধি হেতুই হেয়-উপাদেয় বর্জিত, অন্য সকল অর্থ স্পষ্ট। কোথাও 'হানোপাদান রহিতা' এইরূপ পাঠ আছে ॥ ৫৫ ॥

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহেতি (কঠ ২।১।১০) ॥ ৫৭ ॥

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতীতি ॥ ৫৮ ॥

টীকা

পূর্ণমিতি বাজসনেয়কে। অদো অবতারিরূপং ইদমবতার রূপং উভয়ং পূর্ণং সর্ব্বশক্তিমৎ। পূর্ণাৎ অবতারি রূপাৎ পূর্ণমবতাররূপং লীলাবিস্তারায় স্বয়মুদচ্যতে প্রাদুর্ভবতি। তল্লীলাপূর্তৌ পূর্ণস্যাবতার রূপস্য পূর্ণং স্বরূপং আদায় স্বস্মিন্নৈক্যং নীত্বা পূর্ণমবতারিরূপমন্যত্রাবিলীনং সদবশিষ্যতে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥৫৬॥

যদেবেহেতি কাঠকে (২।১।১০) যদেব ভগবদ্রূপমিহ বর্ত্ততে। তদমুত্রাপি অস্তি নাস্তি উভয়োর্ভেদ ইত্যর্থঃ। ইহ শ্রীভগবদ্ বিগ্রহাদৌ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ

যজুর্ব্বেদে—স্বস্তিবাচন—শ্রীভগবানের মূল অবতারি রূপ যেমন পূর্ণ, অবতার রূপও তেমনই পূর্ণ, পূর্ণ অবতারিরূপ হইতে পূর্ণ অবতার রূপ আবির্ভূত হন। পুনরায় অবতাররূপের পূর্ণতা লইয়া পূর্ণ অবতারিরূপ অবস্থান করেন ॥ ৫৬ ॥

কঠোপনিষদে (২।১।১০) যাহাই এখানে তাহাই সেখানে, যাহা সেখানে তাহাই এখানে ॥ ৫৭ ॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২ ৭ ২) ব্রহ্ম আছেন—কারণ, যখনই সাধক এই

'পূর্ণম্' ইত্যাদি যজুর্বেদে—অদঃ—অবতারিরূপ, ইদং অবতাররূপ লীলা বিস্তারের জন্য স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হন। সেই লীলার পূর্তিতে পূর্ণ অবতার রূপের পূর্ণ স্বরূপ নিজ মধ্যে এক করিয়া পূর্ণ অবতারিরূপ অবস্থান করেন, অন্যত্র কোথাও বিলীন হন না ॥ ৫৬ ॥

'যদেব' ইত্যাদি (কঠ উপনিষদে ২।১।১০) যে সকল ভগবদ্ রূপ এই জগতে আছেন। তাহা নিত্যধাম বৈকুণ্ঠেও আছেন। উভয় শ্রীভগবদ্ বিগ্রহের মধ্যে কোন ভেদ নাই ॥ ৫৭ ॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি ॥
যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি ॥
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যন্ তানেবানু বিধাবতি ॥ ৫৯ ॥

টীকা

যদা হ্যেবেতি—তৈত্তিরীয়কে (২।৭।২) এষঃ প্রমাতা জীবঃ এতস্মিন পরমাত্মনি অদৃশ্যে দৃশ্য ভিন্নে দ্রষ্টরি, অনাত্ম্যে আত্ম্যং স্বর্গাদি ভোগ্যং বস্তু তদ্ভিন্নে ভোক্তরি, অনিরুক্তে গুণানন্ত্যাৎ কৃৎস্ননির্ব্বচনাগোচরে, অনিলয়নে নিলয়নং প্রকাশস্তদ্রহিতে স্বয়ং প্রকাশমানে প্রতিষ্ঠাং প্রকৃষ্টাং স্থিতিং ঐকান্তিকীং ভক্তিমিত্যর্থঃ। অভয় তদ্ধেতুত্বাৎ অভয়ং গতো ভবতি বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ। উদরমল্পং অন্তরং বিচ্ছেদং কপটলক্ষণম্ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ

দর্শনাতীত, অশরীর অনির্বাচ্য নিরাধার বস্তুতে নির্ভীকরূপে স্থিতি লাভ করে, তখনই তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। আর যখনই অবিদ্বান সাধক এই ব্রহ্ম উদর ভেদ করে, তখনই তাহার ভয় হয় ॥ ৫৮ ॥

কঠোপনিষদে (২।১।১১) মনের দ্বারাই এই ব্রহ্ম উপলভ্য। এই ব্রহ্মে নানা কিছুই নাই, যে ইহাতে ভেদ সদৃশ বস্তু দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সংসারে পরিভ্রমণ করে ॥ কঠোপনিষৎ (২।১।১৪) দুর্গম পর্বত শিখরে বর্ষিত বৃষ্টিধারা যেরূপ নিম্নতর পার্বত্য দেশসমূহে ধাবিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে তাঁহার গুণসমূহ ভিন্ন জ্ঞানকারী ব্যক্তি প্রসিদ্ধ জন্ম মৃত্যু সমূহকে লাভ করে ॥ ৫৯ ॥

'যদা হি' ইত্যাদি তৈত্তিরীয়কে (২।৭।২) এই সাধক জীব এই পরমাত্মাতে দৃশ্য ভিন্ন দ্রষ্টাতে, অনাত্ম্যে—স্বর্গাদি ভোগ্যবস্তু ভিন্নে ভোক্তাতে, অনিরুক্তে—গুণ অনন্ত হেতু সম্পূর্ণ বর্ণনাতীতে, অনিলয়নে—স্বয়ং প্রকাশমানে, প্রতিষ্ঠাং—প্রকৃষ্ট স্থিতি অর্থাৎ ঐকান্তিকী ভক্তিকে। অভয়ের হেতু ভগবান্ অতএব অভয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিমুক্ত হয়। উদর—অল্প, অন্তর—বিচ্ছেদ, কপটতা ॥ ৫৮ ॥

নির্দোষ পূর্ণ গুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো,
নিশ্চেতনাত্মক শরীর গুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্র করপাদমুখোদরাদিঃ,
সর্বত্র চ স্বগত-ভেদবিবর্জিতাত্মা ॥ ৬০ ॥

টীকা

মনসৈবেত্যাদি কাঠকে (২।১।১১) ইহ ব্রহ্মণি যো নানেব পশ্যতি স্বরূপস্য গুণগণস্য চ মিথো ভেদমেব জানাতি স মৃত্যোরনন্তরং মৃত্যুমাপ্নোতি পুনঃ পুনর্জন্ম মরণ-প্রবাহং বিন্দতি, ন কদাচিদপি বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ। (কঠ ২ ১।১৪) যথোদকমিতি পর্ব্বতেষু বৃষ্টমুদকং যথা দুর্গে নিম্নস্থানে ধাবত্যেবং ধর্মান্ গুণান্ পরমাত্মনঃ পৃথক্ ভিন্নান্ পশ্যন্ জানন্ জনঃস্তান্ প্রসিদ্ধান্ জন্মমৃত্যূন্ বিধাবতি বিন্দতীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

নির্দোষেতি—নারদ পঞ্চরাত্রে। নির্দোষঃ পূর্ণগুণশ্চ বিগ্রহো যস্য সঃ, বিগ্রহ গুণয়োর্জাড্যং ব্যাবর্ত্তয়িতুং নিশ্চেতনেতি শরীরং গুণাশ্চ চেতনাত্মকা ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—নির্দোষ, অনন্ত কল্যাণ গুণ বিগ্রহ, স্বতন্ত্র জড়দেহ গুণাদি হীন, হস্তপদমুখ উদরাদ আনন্দময় এবং সর্বত্র স্বগতভেদ রহিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ॥ ৬০ ॥

'মনসৈব' ইত্যাদি কঠোপনিষদে (২ ১ ১১) এই ব্রহ্মে যে ব্যক্তি নানা দেখে অর্থাৎ স্বরূপ ও গুণের মধ্যে পরস্পর ভেদই জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রবাহ লাভ করে, কোন দিনই বিমুক্ত হয় না। কঠ (২ ১।১৪) 'যথোদকম্' ইত্যাদি। পর্বত সমূহে বৃষ্টি পতিত জল, যেমন নিম্নস্থানে ধাবিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে তাঁহার গুণসমূহকে ভিন্ন জ্ঞানকারী ব্যক্তি প্রসিদ্ধ জন্ম মৃত্যু প্রবাহ সংসারে ধাবিত হয় ॥ ৫৯ ।

'নির্দোষ' ইত্যাদি নারদ পঞ্চরাত্রে—নির্দোষ এবং গুণপূর্ণ বিগ্রহ যাঁহার সেই পরব্রহ্ম। বিগ্রহ ও গুণের জড়তা নিবারণের জন্য নিশ্চেতন বলিয়াছেন

অবিজ্ঞায় পরং দেহমানন্দাত্মানমব্যয়ম্।
আরোপয়ন্তি জনিমৎ পঞ্চভূতাত্মকং জড়ম্ ॥ ৬১ ॥
সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্যং হি গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ ॥৬২॥

টীকা

নম্ন আত্মা বিগ্রহো গুণাশ্চেতি ত্রয়াণাং প্রত্যয়াৎ স্বগতভেদো দুর্নিবার ইতি চেৎ? তত্রাহ—সর্বত্রেতি। দেহদেহিভাবে গুণগুণিভাবে চ বিভাতেঽপি স্বগতভেদ শূন্যঃ পরমাত্মেতি। সজাতীয়াদি ভেদগন্ধোঽপি নেত্যর্থঃ। চিন্মাত্রত্ব প্রাপ্তং নিরস্যন্নাহ—আনন্দমাত্রেতি। তথাচ স্বপ্রকাশ সুখাত্মা হরির্নানাবিশেষ-বিশিষ্টোঽপি ভেদশূন্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

অবিজ্ঞায়েতি স্কান্দে ॥ ৬১ ॥

সত্য ইতি মহাভারতে উদ্যম পর্বণি। সত্যে স্বশক্তি কার্য্যে স্বয়ং স্বরূপা

অনুবাদ

স্কন্দপুরাণে—অজ্ঞব্যক্তি জনগণ আমার দেহকে অপ্রাকৃত আনন্দস্বরূপ অব্যয় না জানিয়া জন্মযুক্ত পঞ্চভূতাত্মক জড়—এইরূপ আরোপ করে ॥ ৬১ ॥

মহাভারতে উদ্যম পর্বে—শ্রীকৃষ্ণ সত্যে স্বধামে প্রতিষ্ঠিত, এই শ্রীভগবানে সত্য প্রতিষ্ঠিত। সত্য হইতেও পরম সত্য শ্রীগোবিন্দ সেই কারণে সত্য নামেও শ্রীগোবিন্দ পরিচিত। ৬২ ॥

পরব্রহ্মের শরীর ও গুণসমূহ চেতন স্বরূপ ॥ প্রশ্ন:—এই প্রমাণে আত্মা বিগ্রহ ও গুণসমূহ—এই তিনের উক্তি থাকায়, স্বগত ভেদ দুর্নিবার? উত্তর—দেহদেহিভাবে ও গুণগুণিভাবে প্রকাশিত হইলেও পরমাত্মা স্বগতভেদ শূন্য। এমনকি সজাতীয়াদি ভেদগন্ধও নাই। তাহা হইলে পরতত্ত্ব কেবল চিন্মাত্র হইয়া পড়েন—এই আপত্তি নিরাসার্থে বলিতেছেন—আনন্দ মাত্র, অতএব স্বপ্রকাশ-সুখস্বরূপ শ্রীহরি নানা বিশেষ বিশিষ্ট হইয়াও ভেদশূন্য ॥ ৬০ ॥

'অবিজ্ঞায়' ইত্যাদি স্কন্দপুরাণে ॥ ৬১ ॥

টীকানুবাদ -'সত্য' ইত্যাদি—মহাভারতে উদ্যম পর্বে সত্যে স্বস্বশক্তির

অৰ্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ ॥৬৩॥

রোহিণীতনয়ো রাম অকারাক্ষরসংভবঃ। তৈজসাত্মকঃ প্রদ্যুম্ন উকারাক্ষর সম্ভবঃ॥ প্রজ্ঞাত্মকোঽনিরুদ্ধো বৈ মকারাক্ষর সম্ভবঃ॥ অৰ্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্‌ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥৬৪॥

টীকা

শক্তি দ্বারা চ নির্মিতে বিশ্বস্মিন্ অন্তর্যামি রূপেণ, সত্যে স্বধাম্নি, শ্রীভগবদ্রূপেণ, সত্যে সত্য-ভাষণে যুগে চান্যত্রাপি সত্যতয়া খ্যাতে, সত্যাখ্য শক্তিদ্বারা, সত্যে ব্রহ্মণি নির্বিশেষ রূপেণ চ প্রতিষ্ঠিত ইত্যর্থঃ। এবং পরত্রাপি যথাযথং ব্যাখ্যেয়ম্ ॥৬২॥

অৰ্দ্ধমাত্রাত্মক ইতি শ্রীরামতাপন্যাম্ ।৬৩॥

রোহিণীতি শ্রীগোপালোপনিষদি। অথ উভয়োর্ম্মায়য়া চতুষ্টয়তাং বাচ্য-বাচক ভাবং চোবাচ—রোহিণীতি ব্যূহান্তর-ভ্রান্তিনির্বর্ত্তিতা। অকারাক্ষরেণ

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীরামতাপনীতে—শ্রীরামচন্দ্র ‘ম্’-কার নামক অর্ধমাত্রারূপ, তাহার বিগ্রহ বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ ॥৬৩॥

শ্রীগোপালতাপনিতে রোহিনীনন্দন বলরাম ‘অ’কার অক্ষর স্বরূপ, প্রদ্যুম্ন তেজঃ স্বরূপ উকারক্ষর সম্ভব। অনিরুদ্ধ প্রজ্ঞা স্বরূপ ‘ম’কারাক্ষর সম্ভব, শ্রীকৃষ্ণ অৰ্দ্ধমাত্রাত্মক যাঁহাতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ॥৬৪॥

কার্যে। স্বয়ং নিজ অধ্যক্ষতায় ও শক্তি দ্বারা নির্মিত এই বিশ্বে অন্তর্যামিরূপে প্রতিষ্ঠিত, সত্যে—স্বধামে শ্রীভগবদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত, সত্যে—সত্য ভাষণে, সত্য-যুগে এবং অন্যত্রও সত্য-নামে বিখ্যাত, সত্যা-নামিকা শক্তিদ্বারা সত্যে ব্রহ্মে নির্বিশেষরূপেও প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে অন্যান্য স্থলেও যথাযথ ব্যাখ্যা জানিবেন ।৬২॥

‘অর্ধমাত্রাত্মক’ ইত্যাদি শ্রীরামতাপনীতে ॥৬৩।

“রোহিণী” ইত্যাদি শ্রীগোপালতাপনীতে—অনন্তর উভয়ের মায়াদ্বারা চারিমূর্ত্তি ও বাচ্য বাচক ভাবও বলিতেছেন। ‘রোহিণীতনয়’ শ্রীবলদেবকে

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা (রামপূর্বতাপিনী ৪।৭) ॥৬৫॥

টীকা

প্রণবাঙ্গেন সম্ভধোঽভিব্যক্তির্যস্য স, এবং পরত্র বোধ্যং। এষ বিশ্বাত্মকো বোধ্যঃ। প্রদ্যুম্নাদ্যাস্তৈজসাদিভ্যাং বক্তব্যত্বাৎ বিশ্বশব্দেনাধিকৈশ্বর্য্য প্রকাশিত্বং। তৈজসাদি শব্দাভ্যাং ততো ন্যূন ন্যূন তৎপ্রকাশিত্বং, জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি দ্রষ্টুর্জীবস্য যদ্বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞত্বং তৎ-তু ইতোঽন্যদবোধ্যং। অৰ্দ্ধমাত্রেতি নাদো নেয়ঃ। তেন অজহল্লক্ষণয়া সর্ব্বোঽপি প্রণবাবয়বো জ্ঞেয়ঃ। এতদেব প্রোবাচ যস্মিন্নিতি। তথা চ—রামাদিসর্বাত্মকত্বেন প্রণবস্য চ তদ্ যুক্তম্ ।৬৪।

চিন্ময়স্যেতি শ্রীরামতাপন্যাং। অত্র নির্বিশেষত্বং ন শ্রদ্ধেয়ং, উত্তরত্র আত্ম-মূর্তয়ে ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহে ইতি সবিশেষত্ব শ্রবণাৎ ।৬৫॥

অনুবাদ

শ্রীরামতাপনীতে (পৃঃ ৪।৭) চিন্ময় অদ্বিতীয় নিষ্কল অশরীরী ব্রহ্মের উপাসকের হিতের জন্য রূপ কল্পনা অষ্টবিধ অর্চামূর্তি প্রকাশ—শৈলী দারুময়ী ইত্যাদি ॥৬৫॥

বলায়—ইহারা দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত ইহা নিষেধ করা হইল। প্রণবের অঙ্গস্বরূপ অকার হইতে অভিব্যক্তি যাঁহার সেই শ্রীবলদেব। ইনি বিশ্বাত্মক, প্রদ্যুম্ন তৈজসরূপ, অনিরুদ্ধ প্রজ্ঞাত্মক। বিশ্ব—অধিক ঐশ্বর্য প্রকাশকারী, তৈজসাদি তাহা হইতে অল্প অল্প ঐশ্বর্য প্রকাশক। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির দ্রষ্টা জীব—বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ ভেদে যে উক্তি তাহারা ইহা হইতে ভিন্ন। অর্ধমাত্রা—নাদ গ্রহণীয়। তাহা দ্বারা অজহল্লক্ষণাদ্বারা সকলেই প্রণবের অবয়ব সেইরূপ শ্রীরামাদি সর্বাত্মকরূপে প্রণবেরও ঐ স্বরূপ ।৬৪॥

‘চিন্ময়স্য’ ইত্যাদি শ্রীরামতাপনী (পূর্ব ৪ ৭) এস্থলে নির্বিশেষ স্বরূপ শ্রদ্ধেয় নহে। পরবর্তী শ্রুতিতে আত্মমূর্ত্তি, ব্রহ্মানন্দৈক বিগ্রহ ইত্যাদিতে সবিশেষ ভাব পরিস্ফুট ॥৬৫॥

অথ তত্র তত্রস্থোপাসকামানন্দ বিশেষ দানায় উপাসনাভেদাদ্ ভেদদর্শনম্ ।

মুণ্ডকে – আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং । (শ্বেঃ ৬'১২, কঠ ২।২'১২) – তমাত্মস্থং যেঽনু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ।।৬৬।।

একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি ইতি ॥৬৭॥

মণির্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুতঃ ॥

রূপভেদমাবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথা বিভুঃ ॥৬৮॥

টীকা

উপাসকেতি। উপাসকেষু এক এবাসৌ বৈদূর্য্যবদভিনেতৃ নটবচ্চ বহুধাবভাতি ॥ আনন্দেতি মুণ্ডকে (শ্বে ৬।১২, কঠ ২।২।১২) স্ফুটার্থা ।।৬৬।।

এক ইতি শ্রীগোপালোপনিষদি ।।৬৭।।

অনুবাদ

উপাসকগণের আনন্দ বিশেষদানের নিমিত্ত মুণ্ডক উপনিষদে—উপাসনাভেদে ভেদদর্শন—আনন্দময় অক্ষয় পুরাণ পুরুষ এক হইয়াও বহু রূপে দৃষ্ট হন। শ্বেতাশ্বতরে (৬।১২) কঠোপনিষদে (২।২।১২) সেই প্রসিদ্ধ পরমাত্মাকে বা পরমেশ্বরকে যে সকল ধীর সাধক আত্মার সহিত হৃদয়ে বর্তমানরূপে নিরন্তর দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অন্যের নহে ।।৬৬।।

শ্রীগোপাল উপনিষদে – এক হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে প্রকাশিত হন ॥৬৭॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে – একই বৈদুর্যমণি যেমন নীল পীত প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণে রূপ ভেদ যুক্ত হয়, সেই বিভু ভগবান্ ধ্যানভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হন। চতুর্বেদ শিখাতে – বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ রূপী আমি শ্রীকৃষ্ণ ।।৬৮।।

একই ভগবান্ উপাসক গণের নিকট বৈদুর্যমণির ন্যায়ও অভিনয়কারী নট—নাট্যকারের ন্যায় বহুপ্রকারে প্রকাশিত হন। 'আনন্দ মাত্রং' ইত্যাদি মুণ্ডকে ।।৬৬।

'এক' ইত্যাদি গোপাল উপনিষদে ।।৬৭।।

বাসুদেবঃ সংকর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ অনিরুদ্ধো অহং মৎস্যঃ কূর্মো বরাহো নরসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহম্। অমিতোঽহম্ অনন্তোঽহং নৈবৈতে জায়ন্তে, নৈতে ম্রিয়ন্তে নৈষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণাঃ অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি ।।৬৯।।

টীকা

মণিরিতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে। মণিরত্র বৈদূর্য্যং নীলপীতাদয়ঃ তদ্গুণাঃ স্ফুটমন্যৎ ।।৬৮।।

বাসুদেব ইতি চতুর্বেদ শিখায়াম্। শ্রুতিরয়ং মধ্বভাষ্যে প্রমাণিতাস্তি। বাসুদেবোঽত্র সঙ্কর্ষণাদি সাহচর্য্যেণ কৃষ্ণ এব। ততশ্চ বাসুদেবোঽহমিত্যন্বয়ঃ। অহমেব সংকর্ষণাদয় ইত্যর্থঃ। চতুর্ব্যূহেঽভেদমুক্ত্বাঽবতারেষ্বপি অতিদিশতি। মৎস্য ইত্যাদিষু কৃষ্ণো বেদব্যাসঃ স্ফুটমন্যৎ ॥৬৯॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ – মৎস্য কূর্ম বরাহ, নরসিংহ বামন পরশুরাম, রঘুপতি রাম, বলরাম বেদব্যাস, বুদ্ধ, কল্কি আমি, শতধা আমি, সহস্রধা আমি, অপরিমিত আমি, অনন্ত আমি ইহারা জন্মে না, মরে না, ইহাদের অজ্ঞান বন্ধন নাই, অতএব মুক্তিও নাই। ইহারা সকলেই পূর্ণ অজর অমৃত পরম পরমানন্দ স্বরূপ ।। ৬৯ ॥

টীকানুবাদ—'মণিঃ' ইত্যাদি নারদ পঞ্চরাত্রে 'মণি' অর্থাৎ বৈদুর্যমণি, নীলপীত প্রভৃতি তাহার গুণসমূহ ॥ ৬৮ ॥

'বাসুদেব' ইত্যাদি চতুর্ব্বেদ-শিখাতে। এই শ্রুতিটি মধ্বাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে—এস্থলে বাসুদেব, সংকর্ষণাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণই। অতএব বাসুদেব আমি, আমিই সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি। চতুর্ব্যূহে অভেদ বলিয়া অবতার সমূহেও অভেদ অতিদেশ করিতেছেন। মৎস্যাদি অবতার মধ্যে কৃষ্ণ —দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ॥ ৬৯ ॥

এক ব্যূহ বিভাগো বা ক্বচিদ্ দ্বিব্যূহ সংজ্ঞিতঃ ।
ত্রিব্যূহশ্চাপি সংখ্যাতশ্চতুর্ব্যূহশ্চ দৃশ্যতে ॥৭০॥
তমেকং বহুধাত্মানং প্রাদুর্ভূত মধোক্ষজম্ ।
নান্য ভক্তাঃ ক্রিয়াবন্তো যজন্তে সর্ব্বকামদম্ ॥৭১॥
এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ ।
ঐশ্বর্য্যাদ্ রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে ॥৭২॥

টীকা

একব্যূহেতি নারায়ণীয়ে স্পষ্টার্থং। তদুক্তং বৃদ্ধৈঃ—একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ তথাংশত্ব মুতাংশিতা। তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তমচিন্ত্যানন্তশক্তিতঃ॥ ইতি ৭০॥

তমেকমিতি মহাভারতে। নান্যভক্তা অনন্যভক্তা একান্তিনঃ ইত্যর্থঃ। ক্রিয়াবন্তো বৈষ্ণবাচার বিশিষ্টাঃ॥৭১॥

এক এবেতি মাৎস্যে স্ফুটার্থং ॥৭২॥

অনুবাদ

মোক্ষধর্মে নারায়ণীতে—কোথাও একব্যূহ কোথাও দ্বিব্যূহ, ত্রিব্যূহ কোথাও চতুর্ব্যূহ দৃষ্ট হন ।।৭০।।

মহাভারতে—সেই একই স্বরূপ অথচ বহুভাবে আবির্ভূত সর্ববরপ্রদ অধোক্ষজকে ক্রিয়াবান্ নানাভক্ত যজনা করেন ।।৭১।।

মৎস্য পুরাণে—একই রূপ পরতত্ত্ব বিষ্ণু সর্ব্বত্রই, ইহাতে কোন সংশয় নাই. ঐশ্বর্যহেতু বহুভাবে প্রকাশিত, যেমন একই সূর্য বহুজনের নিকট বহু রূপে দৃশ্য হন ৭ ।।

'একব্যূহ' ইত্যাদি নারায়ণীয়ে, প্রাচীনাচার্য শ্রীরূপকৃত লঘুভাগবতামৃতে—(১৬৬) অচিন্ত্য অনন্তশক্তিযুক্ত হেতু একই শ্রীকৃষ্ণে যুগপৎ একত্ব ও পৃথক্ত্ব এবং অংশত্ব ও অংশিত্ব সম্ভব ॥৭০॥

তমেকং ইতি মহাভারতে—নান্যভক্ত—অনন্য ভক্ত একান্তিভক্ত ক্রিয়াবন্ত বৈষ্ণবাচার বিশিষ্ট ॥৭১॥

এক এব ইত্যাদি মৎস্যপুরাণে ॥৭২॥

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেত্যয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি চ বহূনি চানন্তানি চ। তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যনুশাসন মিতি ॥ (বৃহদাঃ ২।৫।১৯) ৭৩ ॥

টীকা

ইন্দ্র ইতি বৃহদারণ্যকে (২।৫।১৯) ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ। মায়াভিরিতি হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদ্ ইত্যেতৎ ত্রিবৃত্তিকয়া স্বরূপশক্ত্যা পররূপত্যর্থঃ। যুক্তা হ্যস্য হরয় ইতি, হি যতো অসৌ অচিন্ত্য স্বরূপশক্তিরতোঽস্যৈকস্যৈবেন্দ্রস্য শতা দশ হরয়ঃ সহস্রং বিষ্ণুরূপাঃ প্রকাশা যুজ্যন্তে। শক্ররথস্থাশ্বভ্রান্তিং বারয়িতুং আহ—অয়ং বা ইতি। অয়ং ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরো বৈ প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়ে বা এক এবানেকে হরয়ো বিষ্ণবঃ সঙ্কল্প মাত্রাদেবাবির্ভবন্তি। তদুদাহরণত্বেনাহ—অয়ং বৈ ইতি। অয়মিন্দ্রো দশাবতারাঃ মীনাদিরূপতয়া

অনুবাদ

বৃহদারণ্যকে (২।৫।১৯) ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর পরাশক্তি যোগমায়ার বৃত্তি সমূহ দ্বারা বহুরূপ প্রকাশ করেন। অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি যুক্তহেতু ইহার সহস্র অনন্ত বিষ্ণুরূপ অবতার আবির্ভূত হন। সেই ইনি ব্রহ্ম অপূর্ব্ব কারণ রহিত, অনন্তর ও বাহ্যরহিত এই স্বরূপই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ—ইহাই অনুশাসন ॥৭৩॥

'ইন্দ্র' ইতি বৃহদারণ্যকে (২।৫।১৯)—ইন্দ্র-পরমেশ্বর পুরুষোত্তম, মায়াভিঃ—হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদ্—এই ত্রিবিধবৃত্তি বিশিষ্ট স্বরূপশক্তিদ্বারা। যেহেতু এই পরমেশ্বর অচিন্ত্য শক্তিমান্ অতএব এই এক পরমেশ্বরের সহস্র বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকাশ সম্ভব। এই শ্রুতির ইন্দ্র শব্দে দেবরাজ এবং হরি শব্দে উহার রথের অশ্ব অর্থ এইরূপ কেহ ভ্রম করে, তাহা বারণের জন্য পরে বলিতেছেন—অয়ং বৈ—ইনি পরমেশ্বর প্রসিদ্ধ ও নিশ্চয়, কারণ এক হইয়াও বহু বিষ্ণুমূর্ত্তি সঙ্কল্পমাত্রই প্রকাশ করিতে পারেন, তাহার উদাহরণ—'অয়ং বৈ' এই পরমেশ্বর মীনাদি দশ অবতার হন. ইনিই বহু সহস্ররূপ হন, যেমন দ্বারকায়

অমাত্রোঽনন্ত মাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ। ইতি ॥৭৪॥

টীকা

ভবতি। অয়মেব বহূনি সহস্রাণি রূপাণি ভবতি। দ্বারবত্যাং প্রতিমন্দিরং ঐকরূপ্যেণ সংস্থিতেঃ বিধিমোহনে বা বৎসপ-বৎসরূপ প্রাকট্যাদ্বা, সংখ্যা পরিচ্ছেদং প্রাপ্তং নিবারয়তি—অনন্তানি চেতি রূপাণীতি শেষঃ, বহুত্বেন প্রাপ্তং ভেদং নিবারয়তি—এতদ্ব্রহ্মেতি। তৎসর্বরূপমেকং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। বিভুত্বমাহ—অপূর্বমিত্যাদি। জ্ঞানৈকরূপত্বমাহ—সর্বানুভূতিরিতি। নখর-চিকুরাদিরূপং সর্বং চিদেকধাতুরিত্যর্থঃ। অথবা—সার্ব্বজ্ঞ্যমাহ—সর্বানুভূতিরিতি ॥৭৩॥

"অমাত্রো" ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদি। অমাত্রঃ স্বাংশভেদশূন্যঃ অনন্ত—মাত্রো ঽসংখ্যেয়-স্বাংশঃ, প্রতিবিধেয়ং ননূভয়োর্মধ্যে কোঽনুবাদো বিধেয়শ্চ ক ইতি প্রতিপদং বিধেয়ং নিরসনীয়ং তদেবাহ দ্বৈতস্যেতি অনুবাদ বিধেয় রূপস্য নিরসনীয়ম্ ॥৭৪॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—মাণ্ডুক্য উপনিষদে—পরমেশ্বর অমাত্র—স্বাংশ অবতার সমূহমধ্যে ভেদশূন্য, অনন্তমাত্র—অসংখ্য স্বাংশবিশিষ্ট, ভগবদ্বিগ্রহে দ্বৈতের নিবৃত্তি—অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ও মঙ্গলময় ॥৭৪।

প্রতিমন্দিরে একই রূপে অবস্থান করেন। ব্রহ্মমোহনে বৎসপালক ও বৎস মূর্তি প্রকট করিয়াছেন, উহার সংখ্যা নাই, অনন্তরূপ। বহুরূপ হওয়ায় উহারা ভিন্নবস্তু হইতে পারে? এই ভ্রম নিবারণের জন্য বলিতেছেন—'এতদ্ব্রহ্ম' ঐ সকলরূপই এক ব্রহ্মই। অপূর্ব—ইনি বিভু, সর্ব্বানুভূ—অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ, সর্বানুভূতি—উহাঁর শ্রীচরণের নখ হইতে কেশ পর্যন্ত সকলই চিন্ময়। অথবা 'সর্ব্বানুভূতির' অর্থ—সর্বজ্ঞতা ॥৭৩।

টীকানুবাদ—'অমাত্রঃ' ইত্যাদি মাণ্ডূক্য উপনিষদে কারিকাতে। অমাত্র—স্বাংশভেদশূন্য, অনন্ত মাত্র—অসংখ্য স্বাংশ, প্রতিবিধেয়ং—প্রশ্ন অমাত্র ও অনন্ত মাত্র এই উভয়ের মধ্যে অনুবাদ কোনটি, আর বিধেয় কোনটি?—এই স্থলে প্রতিপদই বিধেয় ও নিরসনীয়, তাহাই বলিতেছেন—দ্বৈতস্য—অনুবাদ ও বিধেয় রূপের, উপশম—নিবৃত্তি। শিব—মঙ্গল। ৭৪॥

স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ।
একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দোষো হরিরাদি কৃৎ ॥৭৫॥
ঐশ্বর্য যোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।
তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন ॥
গুণা বিরুদ্ধা অপি তু সমাহার্য্যাশ্চ সর্বশঃ ॥৭৬॥
প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্ ॥
অনেকত্র প্রকটিতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥৭৭॥

টীকা

স দেব ইতি পাদ্মে ॥৭৫॥

ঐশ্বর্যেতি কৌর্মে। অয়মাত্মা অপহত পাপ্মেত্যাদ্যা শ্রুতিশ্চ (ছা ৮।১।৫) ॥৭৬॥

অনুবাদ

পদ্মপুরাণে—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বহু হইয়াও নির্গুণ প্রাকৃত গুণরহিত, পুনরায় এক হইয়া অবস্থান করেন। নির্দোষ শ্রীহরি আদিকর্তা ॥৭৫॥

কূর্ম্মপুরাণে—ভগবান্ পরমৈশ্বর্যযুক্ত পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম যুক্ত। তথাপি পরমেশ্বরে কোন দোষারোপ কর্তব্য নহে। গুণ সমূহ বিরুদ্ধ হইলেও সর্ববিধগুণ তাঁহাতেই সমন্বয় কর্তব্য ॥৭৬॥

লঘুভাগবতামৃতে (১।১৮) শ্রীকৃষ্ণের 'প্রকাশ'রূপ কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিলাস বা স্বাংশ মধ্যে গণ্য হইবে না, উহাদের অন্তর্ভুক্ত নহে, শ্রীকৃষ্ণই পৃথক্ নহেন। প্রকাশের লক্ষণ—শ্রীকৃষ্ণের একই রূপের একই কালে যুগপৎ বহুস্থলে যে বিরাজমানতা তাহা 'প্রকাশ' এবং আকৃতি প্রকৃতিতে সর্ব্বপ্রকারে তাহার স্বরূপই থাকে তাহাই 'প্রকাশ' বলা হয়। একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারেত ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥ মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥৭৭॥

'স দেবো' ইত্যাদি পদ্মপুরাণে ॥৭৫॥

'ঐশ্বর্য' ইত্যাদি কূর্মপুরাণে। ছান্দোগ্য শ্রুতিও (৮।১।৫) এইরূপ—এই পরমেশ্বর পাপরহিত ইত্যাদি ॥৭৬॥

অথ মাধুর্য্যম্‌

গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহমিত্যাদি ॥৭৮॥

টীকা

প্রকাশ ইতি এক ভিন্নমনেকত্বং তস্মাদ্ দ্বয়োর্ব্বহুষু চেত্যর্থঃ। অতএব "কচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণ রূপতামিত্যত্র নাব্যাপ্তিঃ, একস্য রূপস্য একস্যা মূর্ত্তেঃ, একদা এক ক্ষণত এব, যা প্রকটতা প্রাকট্যং স প্রকাশ উচ্যত ইত্যন্বয়ঃ। নন্থ যুগপদনেকস্থানাদ্যধিষ্ঠানার্থং তস্য বিভো রূপান্তর সৃষ্টি র্ন চিত্রেতি চেৎ, তত্রাহ – সবথা তৎস্বরূপৈ বেতি তস্য স্বয়ং রূপাদি স্বরূপা, নতু জাতি — প্রমাণাভ্যাং বিভিন্ন ত্যর্থঃ এবমেব সর্বেষামপি প্রকাশানাং পূর্ণত্ব-মাহ শ্রুতিঃ—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদমিত্যাদিরূপা ॥৭৭।

অথ মাধুর্য্যমিতি—মনুষ্য ভাবেনৈব পরমৈশ্বর্য্যসাধ্যকার্য্যকারিত্বং তদিত্যর্থঃ। গোবিন্দমিতি তাপন্যাং ॥৭৮॥

অনুবাদ

অথ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য

মূলানুবাদ—শ্রীগোপাল তাপনী (পূর্ব্ব ১৮) শ্রীগোবিন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বৃন্দাবনে কল্পতরুতলে উপবিষ্ট সতত দেবগণের সহিত আমি ব্রহ্মা পরম স্তুতি-দ্বারা সন্তুষ্ট করি ।৭৮।

'প্রকাশস্তু' ইত্যাদি—লঘুভাগবতামৃতে (১।১৮) একভিন্ন অনেক, অতএব দুই ও বহুর মধ্যে যে একই রূপের প্রকটতা একই কালে তাহাই 'প্রকাশ'। সুতরাং কখনও চতুর্ভুজ ধারণ করিলেও কৃষ্ণরূপ ত্যাগ করেন না—এই স্থলেও অব্যাপ্তি হয় না। একই রূপের অর্থাৎ একই মূর্তির একদা এক ক্ষণেই যে প্রাকট্য তাহাকে 'প্রকাশ' বলা হয়।—প্রশ্ন—যুগপদ অনেক স্থানে অধিষ্ঠান জন্য সেই বিভুর রূপান্তর সৃষ্টি বিচিত্র নহে, ইহা যদি বলা হয়? তদুত্তরে—সর্ব্বপ্রকারে মূলের স্বরূপই অর্থাৎ সেই স্বয়ং রূপের স্বরূপ অন্য মূর্তি সমূহ যদি হয়, জাতি ও পরিমাণে বিভিন্ন না হইয়া। এই রূপেই সকল প্রকাশ সম্বন্ধে পূর্ণতা বলিতেছেন শ্রুতি শুক্ল যজুর্বেদ—পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদমিত্যাদি ॥৭৭।

গোবিন্দং মনসা ধ্যায়েদ্‌ গবাং মধ্যে স্থিতং শুভং।
বর্হাপীড়ক-সংযুক্তং বেণুবাদন তৎপরম্‌॥
গোপীজনৈঃ পরিবৃতং রম্যপুষ্পাবতংসকম্‌ ॥ ৭৯ ॥

প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসা জটাধরঃ।
দ্বিভুজঃ কুণ্ডলী রত্নমালী ধীরো ধনুর্ধরঃ ॥ ৮০ ॥
সৎপুণ্ডরীক নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্‌।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্‌॥
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুম তলাশ্রয়ম্‌।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নমণ্ডপমধ্যগং।

টীকা

গোবিন্দমিতি বৌধায়নস্মৃতৌ ॥ ৭৯ ॥

প্রকৃত্যেতি—তৈত্তিরীয়কে স্ফুটার্থা ॥ ৮০ ॥

সৎ পুণ্ডরীক নয়নমিতি শ্রীগোপালোপনিষদি। "এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। পুণ্ডরীক বিশালাক্ষঃ কৃষ্ণচ্ছুরিতমূর্দ্ধজঃ। বৈকুণ্ঠাধিপতি-

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বৌধায়ন স্মৃতিতে (   ) শ্রীগোবিন্দকে মনে মনে ধ্যান করিবে। গাভীগণ মধ্যে সুখে অবস্থিত। শিখিপুচ্ছ মৌলী বেণুবাদন তৎপর, গোপীজন পরিবেষ্টিত মনোরম পুষ্পমুকুটধারী ॥ ৭৯ ॥

শ্রীরাধিকা সহ শ্যামসুন্দর পীতাম্বর জটাধারী দ্বিভুজ মকরকুণ্ডল রত্নমালা-ধারী, ধীর ললিত পুষ্পধনুর্ধর ॥ ৮০ ॥

শ্রীগোপালতাপনী—প্রফুল্ল কমলনয়ন ঘনশ্যাম বর্ণ, বিদ্যুৎবর্ণ বসন, দ্বিভুজ

অথ মাধুর্য বলিতে—মনুষ্য ভাবেই পরম ঐশ্বর্য সাধ্য কার্যকারিতা। 'গোবিন্দ' ইত্যাদি শ্রীগোপাল তাপনীতে ॥ ৭৮ ॥

গোবিন্দমিতি বৌধায়ন স্মৃতিতে ॥ ৭৯ ॥

প্রকৃত্যেতি তৈত্তিরীয়কে ॥ ৮০ ॥

'সৎ পুণ্ডরীক নয়নম্‌' ইত্যাদি শ্রীগোপাল উপনিষদে। "সচ্চিদানন্দ

কালিন্দী জলকল্লোল সঙ্গিমারুতসেবিতম্ ।
চিন্তয়েচ্চেতসা বিষ্ণুং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ ॥ ৮১ ॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে ।
রমামানস হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৮২ ॥
বৃহদ্ বামং বৃহদ্ পার্থিবং বৃহদন্তরীক্ষং বৃহদ্দিবং বৃহদ্বামং বৃহদ্ যো বামং বামেভ্যো বামমিতি ॥ ৮৩ ॥

টীকা

দেব্যা লীলয়া চিৎস্বরূপয়া। স্বর্ণকান্ত্যা বিশালাক্ষ্যা স্বভাবাৎ গাঢ়মাশ্রিতঃ। নিত্যঃ সর্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্ব্বকারণম্। বেদগুহ্যো গভীরাত্মা নানা শক্ত্যুদয়ো নরঃ ॥" ইতি হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বাক্যান্যপি অত্রোদাহর্তব্যানি ॥৮১॥

বর্হাপীড়েতি তত্রৈব। রামায় শ্রীরাধারমণায় "শ্রীরাধাং রময়ামাস রামস্তেন মতো হরিঃ।" ইতি তন্নাম ব্যাখ্যানাৎ ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ

মৌনমুদ্রাযুক্ত, বনমালী ঈশ্বর। গোপগোপী গোগণ বেষ্টিত, কল্পতরু তলে স্থিত। দিব্য ভূষণে ভূষিত, রত্নমণ্ডপ মধ্যস্থ। কালিন্দী জলতরঙ্গ সঙ্গি পবন সেবিত, শ্রীবিষ্ণুকে মনে মনে চিন্তা করিলে সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥ ৮১ ॥

মনোরম শিখিপুচ্ছ মণ্ডিত শ্রীরাধারমণ সর্ব্বজ্ঞ রমামানস হংস গোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ৮২ ॥

বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ একই ঈশ্বর। পুণ্ডরীক বিশালাক্ষ কালচাঁচরকেশ: বৈকুণ্ঠাধিপতি দেবী লীলা যিনি চিৎস্বরূপা স্বর্ণকান্তি বিশালাক্ষী স্বভাবত তাঁহা কর্তৃক গাঢ় আলিঙ্গিত। নিত্য সর্ব্বগত পূর্ণ ব্যাপক সর্ব্বকারণ, বেদগুহ্য গভীরাত্মা নানা শক্তির উৎস নরলীল।" এই সকল হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের বাক্যগুলিও এস্থলে আলোচ্য ॥ ৮১ ॥

'বর্হাপীড়' ইত্যাদিও, এস্থলে 'রাম' শব্দে শ্রীরাধারমণ রাম—'শ্রীহরি শ্রীরাধাকে আনন্দিত করেন, সেই হেতু 'রাম' নামে খ্যাত। ইহা তাঁহার নাম-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে ॥ ৮২ ॥

য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, স এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি, তদ যদ্যপ্যস্মিন সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি ॥ এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে, এতং সর্ব্বাণি

টীকা

বৃহদ্বামমিতি সাম্নি। বৃহদ্ ব্রহ্ম, বামং মনোজ্ঞং, মনোজ্ঞত্বং তু সাকারে এব সংভবতীতি জ্ঞেয়ম্। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৮৩ ॥

য এষ ইতি ছান্দোগ্য (৪।১৫।১, ২) অক্ষিণি যঃ পুরুষো দৃশ্যতে শাস্ত্রতঃ প্রতীয়তেঃ, স এষ আত্মা হরিরিত্যাচার্য্য উপকোশলং প্রত্যুবাচ। প্রতিবিম্বং ব্যাবর্ত্তয়িতুং আহ—এতদিতি। অক্ষিরূপস্য স্থানস্য ব্রহ্মসারূপ্যমাহ—তদিতি। অস্মিন্নক্ষিণি বর্ত্মনী পক্ষ্মস্থানে ইতি দ্বিতীয়া দ্বিবচনান্তং তয়োর্নির্লেপত্বাৎ সারূপ্যং। ব্রহ্মণো বিভূতিমাহ—এতমিতি, তস্য নিকাক্ষোরেতং হীতি সমীচীন

অনুবাদ

সামবেদে—ব্রহ্ম মনোজ্ঞ, ব্রহ্ম পার্থিব, ব্রহ্ম অন্তরীক্ষ, ব্রহ্ম স্বর্গ, ব্রহ্ম সুন্দর, ব্রহ্ম গোবিন্দসুন্দর, সুন্দর হইতেও সুন্দর ॥ ৮৩ ॥

ছান্দোগ্যে (৪/১৫/১-৪) যিনি এই চক্ষুমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই প্রিয়তম আত্মা—আচার্য উপদেশ করিলেন। ইনিই অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম। এইজন্য যদি কেহ ঘৃত বা জল চক্ষুতে নিক্ষেপ করে, তাহা চক্ষুর উভয় প্রান্তে গমন করে ॥ ইহাকে 'সংযদ্বাম' বলা হয়, কারণ সমুদয় বাম—শোভনীয়—ত্রিভুবন কমনীয়, সকল সুন্দর সন্নিবেশ, ত্রৈলোক্য সৌভগ রূপ

'বৃহদ্বামম্' ইত্যাদি সামবেদে বৃহদ্ ব্রহ্ম, বাম মনোজ্ঞ, মনোজ্ঞতা সাকার ব্রহ্মেই সম্ভব হয় ॥ ৮৩ ॥

'য এষ' ইতি ছান্দোগ্য (৪/১৫/১-২) চক্ষু মধ্যে যে পুরুষ দৃশ্য হয়—অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে জানা যায়। তিনি এই আত্মা শ্রীহরি, ইহা উপকোশলের প্রতি আচার্য বলিতেছেন। ইহাকে প্রতিবিম্ব নিষেধ করিয়া বলিতেছেন—এতদ্—ইহা অমৃত অভয়। ইনি ব্রহ্ম। চক্ষুরূপ স্থানটি ব্রহ্ম সদৃশ—কারণ যদি কেহ ঘৃত বা জল চক্ষুতে নিক্ষেপ করে তাহা চক্ষুর উভয় (বর্ত্মনী) প্রান্তে

বামান্যভি সংযন্তি, এষ উ এব বামণীঃ এষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি, এষ উ এব ভামণীঃ এষ সর্ব্বেষু বেদেষু ভাতীতি ॥ ৮৪ ॥ (ছান্দোঃ ৪/১৫/১-৪)

দশহস্তাঙ্গুলয়ো দশপদ্যা দ্বাবূরু দ্বৌ বাহূ আত্মৈব পঞ্চ-বিংশকঃ ॥ ৮৫ ॥

টীকা

মনোহর মিত্যাচক্ষতে বেদা অনুভবিনশ্চেত্যর্থঃ। ইতি যোগাৎ প্রথা সর্বাণি বামানি মনোজ্ঞানি বস্তূনি এতমক্ষস্থং পুরুষমভি সংযন্ত্যাভিমুখ্যেন সামস্ত্যেন আপ্নুবন্তি সর্ব্বসম্পন্নিষেবিতোঽসৌ ইত্যর্থঃ। বামং নয়তীতি সঃ। এবং পরত্রাপি নয়তি স্বোপাসকান্ প্রাপয়তীতি নিখিলাভীষ্টদাতৃত্বং ভাতীতি নিখিল প্রকাশকত্বঞ্চোক্তম্ ॥ ৮৪ ॥

দশহস্তেতি রহস্যাম্নায়ে। হস্তয়োরঙ্গুলয়ো দশ, পদয়োর্ভবাঃ পদ্যাঃ। ৮৫।

অনুবাদ

ইহাকে আশ্রয় করে। সকল শোভনীয় বস্তু তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই অক্ষিপুরুষই 'বামনী' কারণ তিনি সমুদয় বাম – কল্যাণ প্রাপ্ত করান, এই পুরুষই 'ভামনী' কারণ ইঁনিই সর্বলোকে প্রতিভাত হন। ইনিই সকল বেদে দীপ্তি পান ॥ ৮৪ ।

রহস্য আম্নায়ে - উভয় হস্তে দশ অঙ্গুলি, উভয় চরণে দশ অঙ্গুলি, দুই উরু, দুই বাহু, আত্মাই পঞ্চবিংশ তত্ত্ব (পরমাত্মা ষড়বিংশ তত্ত্ব) ॥ ৮৫ ॥

গমন করে, কারণ ব্রহ্মের ন্যায় নির্লেপ। ব্রহ্মের বিভূতি বলিতেছেন— 'এতং'—ইহাকে সমীচীন মনোহর বলেন—বেদসমূহ এবং অনুভবীগণ মনোজ্ঞ বস্তুসমূহ এই চক্ষুস্থিত পুরুষের অভিমুখে আগত হয় অর্থাৎ সর্ব্বসম্পৎ নিষেবিত এই পুরুষ এবং ইনিই নিজ উপাসকগণকে মনোরম বস্তুসমূহ প্রাপ্ত করান— নিখিল অভীষ্ট দাতারূপে বিরাজিত এবং নিখিল বস্তুর প্রকাশক ॥ ৮৪ ॥

'দশহস্ত' ইত্যাদি আম্নায় রহস্যে—উভয় হস্তে দশ অঙ্গুলি, শ্রীচরণদ্বয়ে দশ অঙ্গুলি ॥ ৮৫ ॥

নাদাবসানে গগনে দেবোঽনন্তঃ সনাতনঃ।
শান্তঃ সংবিৎ স্বরূপস্তু ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া।
অনৌপম্যেন বপুষা হ্যমূর্তো মূর্তিতাং গতঃ।
বিশ্বমাপ্যায়নকান্ত্যা পূর্ণেন্দ্বযুততুল্যয়া।
বরদাভয়দেনৈব শঙ্খচক্রাঙ্কিতেন চ।
ত্রৈলোক্য-ধৃতি দক্ষেণ যুক্তঃ পাণিদ্বয়েন সঃ ॥ ৮৬ ॥
পুরুষোত্তমস্য দেবস্য বিশুদ্ধ স্ফটিকত্বিষঃ।
সময়াদস্য তস্যৈব হ্যেকবক্ত্রস্য সংস্থিতিঃ।
বরদাভয়দৌ হস্তৌ দ্বাবপবৃক্তাখ্যকর্ম্মণঃ ॥ ৮৭ ॥

অথ মায়াগুণাতীতত্ত্বম্—

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতুঃ ॥ ৮৮ ॥

টীকা

নাদাবসানে ইতি সাত্বততন্ত্রে ॥ ৮৬ ॥

পুরুষোত্তমস্যেতি সঙ্কর্ষণস্য ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ

সাত্বততন্ত্রে—শব্দের শেষে আকাশে সনাতন অনন্তদেব, শান্ত সংবিৎ-স্বরূপ, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহের ইচ্ছায় অতুলনীয় শ্রীবিগ্রহে অমূর্ত হইয়াও মূর্তি প্রকাশ করিলেন। অযুত পূর্ণেন্দুতুল্য কান্তিদ্বারা বিশ্বকে তুষ্ট করিলেন, বরদ ও অভয়দ শঙ্খচক্রাঙ্কিত, ত্রৈলোক্য ধৃতি দক্ষ করকমলদ্বয় বিশিষ্ট তিনি ॥ ৮৬ ॥

বিশুদ্ধ স্ফটিক কান্তি তাঁহার সেই সময় হইতে একই বদনকমল পুরুষোত্তম-দেব অবস্থান করিতেছেন। বরদ ও অভয়দ হস্তদ্বয় বিশিষ্ট ॥ ৮৭ ॥

'নাদাবসানে' সাত্বততন্ত্রে ॥ ৮৬ ॥

পুরুষোত্তমের ইত্যাদি— সঙ্কর্ষণের ॥ ৮৭ ॥

গুণাঃ সর্ব্বেঽপি যুজ্যন্তে হ্যৈশ্বর্য্যাৎ পুরুষোত্তমে।
দোষাঃ কথঞ্চিন্নৈবাত্র যুজ্যন্তে পরমো হি সঃ॥
গুণদোষৌ মায়য়ৈব কেচিদাহুরপণ্ডিতাঃ।
ন তত্র মায়া মায়ী বা তদীয়ৌ তৌ কুতো হ্যতঃ॥
তস্মান্ন মায়য়া সর্বং সর্বমৈশ্বর্য্য সম্ভবং।
অমায়ো হীশ্বরো যস্মাৎ তস্মাত্তং পরমং বিদুঃ॥ ৮৯॥

টীকা

সত্ত্বাদয় ইতি শ্রীবৈষ্ণবে (১/৯/৪৩) চকারস্ত্বর্থে ॥ ৮৮ ॥

গুণ ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তদীয়ৌ মায়াদি সম্বন্ধিনৌ গুণদোষৌ, অমায়ো নাস্তি নিকটে মায়া যস্য, দূরতঃ স্থিতায়াস্তস্যাস্তদংশাংশস্য পুরুষস্য কর্ম্মকরীত্বাৎ। অতএব পরমো হি স ইত্যুক্তং পরা পরাখ্যাশক্তিঃ সৈব মা লক্ষ্মীরস্যাস্তেত্যর্থঃ। অতএব পুনরপি পরমং বিদুরিত্যুক্তম্ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ

অথ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ মায়াগুণাতীত—

মূলানুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৯।৪৩) পরমেশ্বরে কিন্তু সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ-সমূহ নাই। তিনি সর্বশুদ্ধ বস্তু হইতেও পরম শুদ্ধ সেই আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৮৮ ।

শ্রীবিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে—ঐশ্বর্যহেতু পুরুষোত্তমে সর্ব্ববিধ গুণ তাঁহাতে সম্ভব। ইঁহাতে দোষসমূহ বিন্দুমাত্রও সঙ্গত নহে, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ॥ কোন কোন অল্পজ্ঞ ব্যক্তি মায়া দ্বারাই দোষগুণ বলিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট মায়া বা মায়ী কেহই নাই, অতএব মায়াগুণ কিরূপে থাকিবে। সুতরাং তাঁহার লীলাদি সকলই ঐশ্বর্য বলে, মায়া দ্বারা নহে। তিনি যেহেতু অমায়ী ও পরমেশ্বর, সেই হেতু তাঁহাকে 'পরম' জানিবে ॥ ৮৯ ॥

'সত্ত্বাদয়ঃ' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১/৯/৪৩) 'চ'কার তু অর্থে ॥ ৮৮ ॥

'গুণ' ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। তদীয়—মায়াদি সম্বন্ধিনী গুণ ও দোষ। অমায়ঃ—নাই নিকটে মায়া যাঁহার। দূরে স্থিতা সেই মায়ার, শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ পুরুষ এর কর্মকরী মায়া। অতএব শ্রীকৃষ্ণ পরম। পরা—পরাশক্তি, তিনিই মা—লক্ষ্মী ইহার আছে, অতএব পরম শ্রীকৃষ্ণ, এই কারণে পুনরায় 'পরম জানিবে'—ইহা বলিলেন ॥ ৮৯ ॥

যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।
প্রাকৃতৈর্হেয় সংযুক্তৈঃ গুণৈর্হীনত্ব মুচ্যতে ॥ ৯০ ।
নির্গুণং নিরঞ্জনমিতি ॥ ৯১ ॥

দ্যাবা-ভূমী জনয়ন্ দেব একঃ (৩/৩), এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা (৪/১৭), স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনি (৬/১৬), নিষ্কলং নিষ্ক্রয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ (৬/১৯) ॥ ইতি ॥ ৯২ ॥

টীকা

যোঽসাবিতি শ্রীপাদ্মোত্তর খণ্ডে ॥ ৯০ ॥

নির্গুণমিতি ॥ ৯১ ॥

দ্যাবা ভূমীতি শ্বেতাশ্বতরে ৩/৩—নিষ্কং পদকং লাতীতি নিষ্কলং পদকোরস্কং, নিষ্ক্রিয়ং পরিণাম ক্রিয়া রহিতং জন্মাদি বিকারশূন্যং চেত্যেকে। অতঃ শান্তং নিঃক্ষোভং নিরবদ্যং নির্দোষং যতো নিরঞ্জনং মায়াগন্ধেনাপ্যস্পৃষ্টং স্ফুটমন্যৎ ॥৯২॥

অনুবাদ

পদ্মপুরাণে—শাস্ত্রসমূহে এই জগদীশ্বরকে যে 'নির্গুণ' বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—প্রাকৃত হেয় গুণ-সংযোগ রহিত তিনি ॥ ৯০ ॥

প্রাকৃত গুণ বর্জিত—নির্গুণ, সর্বদোষ বর্জিত—নিরঞ্জন ॥ ৯১ ॥

শ্বেতাশ্বতরে—(৩/৩) দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়া তিনিই তাহার অদ্বিতীয় লীলাময় প্রকাশকরূপে বিরাজিত। (৪/১৭) ইনিই লীলাময় বিশ্বস্রষ্টা ও সর্বব্যাপী মহাত্মা। (৬/১৬) তিনি বিশ্বকর্তা, সর্বজ্ঞ, আত্মভূ স্বয়ংপ্রকাশ, (৬/১৯) নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য নিরঞ্জন ॥ ৯২ ॥

যোঽসৌ ইতি শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে ॥ ৯০ ॥ নির্গুণ ইতি ॥ ৯১ ॥

'দ্যাবাভূমী' ইতি শ্বেতাশ্বতরে। 'নিষ্ক' পদক আছে যার তিনি নিষ্কল—বক্ষে পদক যুক্ত, নিষ্ক্রয়—পরিণাম ক্রিয়া রহিত ও জন্মাদি বিকার শূন্য। অতএব শান্ত বিক্ষোভ, নিরবদ্য—নির্দোষ, যেহেতু নিরঞ্জন - মায়াগন্ধশূন্য ॥৯২॥

হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃক্‌ উপদ্রষ্টা তং ভজন্‌ নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥
অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। ইতি ॥ ৯৪ ॥
সাক্ষাৎ প্রকৃতেঃ পরোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণো ভূম্যাং হি বৈ ইতি (২।২৮ গো৹ তা৹) ॥ ৯৫ ॥
স সর্ব্বভূত প্রকৃতি বিকারাং গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ।

টীকা

হরিহীতি শ্রীভাগবতে (১০।৮৮।৫) ॥ ৯৩ ॥

অক্ষরাদিতি ॥ ৯৪ ॥

সাক্ষাদিতি শ্রীগোপালোপনিষদি। প্রকৃতেঃ পরত্বমস্য সাক্ষান্নিত্যসিদ্ধমেব, নতু সাধনকৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

স সর্বেতি শ্রীবৈষ্ণবে (৬।৫।৮৩) স বাসুদেবঃ সর্বেষাং ভূতানাং প্রকৃতি-

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৮।৫) শ্রীহরি সর্ব্বদর্শী প্রকৃতির অতীত। সাক্ষী ও সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষোত্তম। অতএব তাঁহার আরাধনা করিলে সাধকও তাদৃশ গুণাতীত হইয়া থাকেন ॥ ৯৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে—অক্ষর ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রীনারায়ণ, তাঁহা হইতেও পর-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৯৪ ॥

শ্রীগোপাল উপনিষদে (২।২৮) সাক্ষাৎ প্রকৃতির পর অপ্রাকৃত এই প্রিয়তম গোপাল কিরূপে ভূলোকে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৯৫ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৮৩-৮৭) হে মুনিবর! সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত আবরণ

টীকানুবাদ—'হরি র্হি' শ্রীভাগবতে (১০।৮৮।৫) ॥ ৯৩ ॥

অক্ষরাদিতি বিষ্ণুপুরাণে ॥ ৯৪ ॥

'সাক্ষাৎ' ইতি শ্রীগোপালতাপনী (২।২৮) প্রকৃতির পরত্ব শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ নিত্যসিদ্ধই, সাধন বলে নহে ॥ ৯৫ ॥

স সর্ব্ব ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৮৩-৮৭) শ্রীবাসুদেব ভূত সকলের

অতীত সর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্ভুবনান্তরালে। (৬।৫।৮৩)
সমস্ত কল্যাণ গুণাত্মকোঽসৌ, স্বশক্তিলেশাবৃত ভূতসর্গঃ। ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ, সংসাধিতাশেষ জগদ্ধিতোঽসৌ। তেজো বলৈশ্বর্য মহাববোধ সুবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র,

টীকা

শ্চিদচিচ্ছক্তিদ্বারোপাদানং বিকারঃ গুণাঃ সত্ত্বাদীন্ দোষাংশ্চ ক্রোধা-দীন্ ব্যতীতোঽতিক্রান্তস্তৈঃ শূন্য ইত্যর্থঃ। অতীত সর্ব্বাবরণো মায়াবরণ-রহিতঃ। অখিলাত্মা সর্বপ্রবর্ত্তকঃ ভুবনান্তরালে যৎ কিঞ্চিদস্তি তৎ সর্ব্বং তেনা-স্তৃতং ব্যাপ্তং তস্য বিকারাতিক্রমমিত্যাদয়ো গুণাস্তু তদভিন্না ইত্যাহ—সমস্তেতি স্বরূপানুবন্ধিগুণগণ ইত্যর্থঃ। ভূতো ধৃতঃ বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। ইতি তদ্বাক্যাৎ। নিষ্কামানাং ভক্তানাং তন্মাত্রবিষয়েচ্ছয়া গৃহীতো বশীকৃতস্তৈঃ স্বরূপাভেদেনাভিমত উরুকংকৃষ্টো দেবো বিগ্রহো যস্য সঃ

অনুবাদ

হইতে মুক্ত এবং অখিলের আত্মারূপে সর্ব্বভূতের প্রকৃতিবিকার গুণ ও দোষ সমূহ হইতে বিলক্ষণ। তিনি পৃথিবী ও আকাশের মধ্যভাগে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই ব্যাপিয়া আছেন। সমস্ত কল্যাণ গুণ স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজশক্তির কণামাত্র দ্বারা ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া আপন ইচ্ছায় বহুবিধ শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক জগতের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তিনি তেজ বল ঐশ্বর্য ও মহাজ্ঞানশালী এবং স্বীয় বীর্য্য ও শক্তি প্রভৃতি গুণের একমাত্র

প্রকৃতি অর্থাৎ চিদচিৎ শক্তিদ্বারা উপাদানকারণ, প্রাকৃত গুণ সমূহ সত্ত্বাদি ও ক্রুরতাদি দোষ সমূহ ব্যতীত শূন্য অর্থাৎ অতিক্রমকারী, সর্ব্ব আবরণ অতীত অর্থাৎ মায়া আবরণ শূন্য। অখিলাত্মা—সর্ব্বপ্রবর্ত্তক ভুবনমধ্যে যাহা কিছু আছে, সেই সকলই বাসুদেব দ্বারা ব্যাপ্ত। তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ সমূহ তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিতেছেন—স্বরূপানুবন্ধি গুণ সমূহ ভূত-ধৃত হে অর্জুন! আমার শক্তির একাংশ দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ধৃত ইহা গীতা বাক্য প্রমাণ। নিষ্কাম ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়—এই ইচ্ছা দ্বারা বশীকৃত। স্বরূপ হইতে

ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে। স ঈশ্বরো ব্যষ্টি সমষ্টিরূপো, ব্যক্ত স্বরূপঃ প্রকট স্বরূপঃ। সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বদৃক্, সর্ব্ববেত্তা, সমস্ত শক্তি পরমেশ্বরাখ্যঃ। সংজ্ঞায়তে যেন তদস্ত দোষং, শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেক-

টীকা—

"অহং ভক্তপরাধীনো, বশীকুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা" ইত্যাদি তদ্বাক্যাৎ। সমস্তে-ত্যুক্তং স্ফুটয়তি—তেজো বলেতি। পরাণাং নিত্যমুক্তানামপি পরঃ। যত্র ক্লেশাদয়ঃ সমস্তা অংশতোঽপি ন সন্তি। পতঞ্জলিনাপ্যেব মুক্তং "ক্লেশ কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ ইতি (১২৪) শক্তিদ্বারা সাষ্ট্যাদিরূপস্তদ্বৃত্তি প্রদত্বাদিনা বা তদ্রূপঃ। স্ববিমুখানামব্যক্তরূপঃ স্ব-সন্মুখানাং প্রকট স্বরূপঃ সর্বেশ্বরঃ ইত্যর্থকং স্ফুটার্থং। যেনোক্ত লক্ষণং ভগবৎ স্বরূপং সংজ্ঞায়তে মনসানুভূয়তে সংদৃশ্যতে ভক্তিভাবেন চক্ষুষানুভূয়তে। অথ

অনুবাদ

আশ্রয় ও পরাৎপর এবং যে পরমেশ্বরে ক্লেশাদি নাই॥ তিনিই ঈশ্বর ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপ, তিনিই প্রকট ও অপ্রকট রূপ, তিনিই সকলের প্রভু ও সর্ব্বত্রগামী, তিনিই সর্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং তাঁহারই নাম পরমেশ্বর। যাহা দ্বারা নির্দোষ বিশুদ্ধ নির্ম্মল ও একরূপ সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে ও জানিতে পারা

অভিন্ন উৎকৃষ্ট অবতার বা প্রকাশ বিগ্রহ যাঁহার। শ্রীভাগবতে—'আমি ভক্ত পরাধীন, তাহারা আমাকে ভক্তিদ্বারা বশ করেন' ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বাক্যই প্রমাণ'। সমস্ত কল্যাণ গুণ ব্যক্ত করিতেছেন তেজ বল ইত্যাদি। পরাণাং অর্থাৎ নিত্য মুক্তগণেরও পর শ্রেষ্ঠ। যাঁহাতে ক্লেশাদি দোষ সমূহ লেশমাত্রও নাই। পতঞ্জলি যোগসূত্রেও বলিয়াছেন—ক্লেশ কর্ম্মবিপাক ও আশয় দ্বারা অস্পৃষ্ট পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর (১।২৪)। শক্তিদ্বারা ব্যষ্টিরূপ ও তদ্বৃত্তি-প্রদ। নিজ বিমুখ অভক্তগণের নিকট অব্যক্তরূপ, উন্মুখ ভক্তগণের নিকট প্রকট স্বরূপ সর্বেশ্বর। যে ভক্তিরূপ পরাবিদ্যা দ্বারা উক্ত রূপ ভগবৎ স্বরূপ সম্যক মনদ্বারা অনুভব করা যায় এবং ভক্তিভাবে চক্ষুতে অনুভব করা যায়,

গম্যতে—নিজ স্বামী রূপে পাওয়া যায়, সেই শাস্ত্রদ্বারা নিরূপ্যমাণ জ্ঞান

রূপম্। সংদৃশ্যতে বাপ্যথ গম্যতে বা, তজ জ্ঞান মজ্ঞান মতোঽন্য-দুক্তম্ (৬।৫।৮৩-৮৭)॥ ৯৬॥

—::—

অথ মায়াবশীকারীত্বম্।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্। অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ৯৭॥ (শ্বে ৪।১০)

অথ নিত্যকল্যাণগুণত্বম্।—

অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ, স্বশক্তিলেশাদ্ভৃত-ভূতসর্গঃ।
ইতি॥ ৯৮॥ (বিপু ৬।৫।৮৪)

টীকা

গম্যতে নিজস্বামিত্বেন প্রাপ্যতে, তচ্ছাস্ত্রেণ নিরূপ্যমাণং জ্ঞানং ততোঽন্যৎ তদ-বিপরীতং তদৈক্যানুসন্ধিকরমজ্ঞানমিত্যর্থঃ॥ ৯৬॥

মায়ামিতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি—মীয়তে সর্বং বিচিত্রং নির্মীয়তেঽনয়া সা বিচিত্রসর্বকার্য্যকরী মায়েতি জ্ঞেয়ম্, ন তু প্রতারণাদম্ভাদি-প্রকাশনায় কাপট্যমাত্ররূপেতি স্ফুটমন্যৎ॥ ৯৭॥

অনুবাদ

যায়, তাহারই নাম জ্ঞান এবং তাহাই পরাবিদ্যা, আর ইহার বিপরীত যাহা তাহার নাম অজ্ঞান ও তাহাকেই অপরা বিদ্যা বলা হয়॥ ৯৬॥

মূলানুবাদ—অথ শ্রীকৃষ্ণেরমায়াবশীকারিতা শ্বেতাশ্বতরে (৪।১০) মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, ঐ মায়া পরমেশ্বরের অধীনা আশ্রিতা। এই মায়ার অবয়ব দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত॥ ৯৭।

ভক্তি। তাহা হইতে ভিন্ন তদ্বিপরীত তদৈক্য অনুসন্ধিকর যাহা তাহা অজ্ঞান। ৯৬॥

টীকানুবাদ—'মায়াং' ইতি শ্বেতাশ্বতরে। মীয়তে—এই সকল বিচিত্র জগৎ নির্মিত হয়, ইহা দ্বারা, তাহাই বিচিত্র সর্বকার্যকরী মায়া - ইহা জানিবে। প্রতারণা দম্ভাদি প্রকাশনের নিমিত্ত কাপট্যমাত্র রূপা নহে। ৯৭।

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষআর্জবম্।
শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতি শ্রুতম্॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দমেব চ॥

টীকা

অথ নিত্যকল্যাণগুণে—অনন্তেতি (সমস্তেতি) শ্রীবৈষ্ণবে॥ ৯৮॥

সত্যমিত্যাদি শ্রীভাগবতে (১।১৬।২৭-৩০) সত্যং যথার্থভাষণং, শৌচং শুদ্ধত্বং দয়া পরদুঃখাসহনং, ক্ষান্তিঃ ক্রোধপ্রাপ্তৌ চিত্ত সংযমনং, ত্যাগঃ অর্থিষু মুক্ত হস্ততা, সন্তোষঃ অলংবুদ্ধিঃ, আর্জবং অবক্রতা, শমো মনো নৈশ্চল্যং, দমো বাহ্যেন্দ্রিয় নৈশ্চল্যং তপঃ স্বধর্মঃ, সাম্যম্ অরিমিত্রাদ্যভাবঃ, তিতিক্ষাঽপরাধ সহনে, উপরতিঃ লাভপ্রাপ্তৌ ঔদাসিন্যং, শ্রুতং শাস্ত্রবিচারঃ॥ জ্ঞানং আত্মবিষয়ং বিরক্তির্বৈতৃষ্ণ্যং, ঐশ্বর্য্যং নিয়ন্তৃত্বং শৌর্য্যং সংগ্রামোৎসাহঃ, তেজঃ প্রভাবঃ, বলংদক্ষত্বং, স্মৃতিঃ কর্তব্যার্থানুসন্ধানং, স্বাতন্ত্র্যং অপরাধীনতা, কৌশলং ক্রিয়া-নিপুণতা, কান্তিঃ সৌন্দর্য্যং, ধৈর্য্যং অব্যাকুলতা, মার্দবং চিত্তাকাঠিন্যং॥

অনুবাদ

অথ নিত্য কল্যাণগুণতা

মূলানুবাদ - বিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৮৪) অনন্ত কল্যাণগুণস্বরূপ এই বাসুদেব 'নিজ-শক্তিলেশদ্বারা এই সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া আছেন ।।৯৮।।

শ্রীভাগবতে ১।১৬।২৭) সত্য শৌচ দয়া ক্ষান্তি ত্যাগ সন্তোষ সরলতা। শম দম তপস্যা সাম্য তিতিক্ষা উপরতি শাস্ত্রজ্ঞান, জ্ঞান বিরক্তি ঐশ্বর্য শৌর্য তেজ বল স্মৃতি। স্বাতন্ত্র্য কৌশল কান্তি ধৈর্য্য মৃদুতা, প্রগল্‌ভতা, প্রশ্রয় শীল

টীকানুবাদ—অথ নিত্য কল্যাণগুণগণ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৮৪)। ৯৮।।

শ্রীভাগবতে (১।১৬।২৭-৩০) যথার্থভাষণ, শুদ্ধতা, পরদুঃখ অসহন, ক্রোধের উদ্রেকে চিত্ত সংযম, মুক্ত হস্তে দান, সন্তোষ, সরলতা, মনোনিশ্চল বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, স্বধর্মপালন, শত্রুমিত্রসম, অপরাধ সহন, লাভ প্রাপ্তিতে উদাসীন, শাস্ত্রবিচার আত্মতত্ত্বজ্ঞান, বিতৃষ্ণা, নিয়ন্তা, যুদ্ধে উৎসাহ, প্রভাব,

প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্তির্মানোঽনহংকৃতিঃ॥
ইমে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥ ৯৯॥
অনন্তো ভগবান্ ব্রহ্ম আনন্দেত্যাদিভিঃ পদৈঃ।
প্রোচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ পরেষামুপচারতঃ॥ ১০০॥

টীকা

প্রাগল্‌ভ্যং প্রতিভাতিশয়ঃ, প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ, শীলং সুস্বভাবঃ, সহ [illegible] —মনসঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং পাটবানি, ভগো ভোগাস্পদত্বং গাম্ভীর্য্যং [illegible], স্থৈর্য্যং অচঞ্চলতা, আস্তিক্যং শ্রদ্ধা, কীর্তির্যশঃ, মানঃ পূজার্হত্বম্, অনহংকৃতিঃ গর্বাভাবঃ। এতে একোনচত্বারিংশৎ, অন্যে চ ব্রহ্মণ্যত্ব-শরণ্যত্বাদয়ঃ মহান্তো গুণা যস্মিন্ নিত্যাঃ সংহতাঃ, ন বিযন্তি ন ক্ষীয়ন্তে স্ম, এতে তু অলৌকিকা এবেতি জ্ঞেয়ম্॥ ৯৯॥

অনন্ত ইতি ব্রাহ্মে॥ ১০০॥

অনুবাদ

সহ ওজ বল ভগ, গাম্ভীর্য স্থৈর্য্য আস্তিক্য কীর্তিমান্ অহংকার বর্জিত। এই সকল এবং অন্যান্য ব্রহ্মণ্যতা শরণদ ইত্যাদি মহাগুণ সমূহ নিত্য শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান, ক্ষয় হীন অলৌকিক গুণ সমূহ। ৯৯।।

ব্রহ্মপুরাণে—উপনিষদে উক্ত অনন্ত ভগবান্ ব্রহ্ম আনন্দ ইত্যাদি পদদ্বারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই মুখ্যত প্রকৃষ্টরূপে কথিত হন অন্যত্র ঐসকল শব্দ উপচার বশতঃ ব্যবহার হয়। উপচার অর্থাৎ কিঞ্চিৎ গুণযোগ বশত গৌণভাবে।১০০।।

দক্ষতা, কর্তব্যানুসন্ধান, স্বতন্ত্রতা, ক্রিয়ানিপুণতা, সৌন্দর্য, অব্যাকুলতা, মৃদুতা প্রতিভা, বিনয়, সুস্বভাব, মনের ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পটুতা, ভোগাস্পদতা, অক্ষোভ্য, অচঞ্চলতা, শ্রদ্ধা যশ, পূজার্হ গর্বহীন। এই ৩৯টি গুণ এবং অন্য ব্রহ্মণ্যতা শরণপ্রদ প্রভৃতি মহাগুণ সমূহ যাঁহাতে যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্য মিলিত আছে, অক্ষয়ভাবে। ইহার অলৌকিক গুণ। ৯৯

অনন্ত ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণে।১০০।।

পৃথগ্‌বক্তুং গুণাস্তস্য ন শক্যন্তেঽমিতত্ত্বতঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মশব্দেন সর্বেষাং গ্রহণং ভবেৎ॥
এতস্মাদ্‌ব্রহ্ম-শব্দোঽয়ং বিষ্ণোরেব বিশেষণম্‌।
অমিতো হি গুণো যস্মান্নান্যেষাং তমৃতে বিভুম্‌॥ ১০১॥
গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ।
ন বিষ্ণো র্ন চ মুক্তানাং ক্বাপি ভিন্নো গুণো মতঃ॥ ১০২॥
যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
ন বিবৃণ্বন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে॥

স্ত্রিয়া ময়া তু কিং জ্ঞেয়া নির্গুণস্য গুণাঃ প্রভোঃ।
নৈব জানন্তি যদ্রূপং সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ॥ ১০৩॥

টীকা

পৃথগিতি পাদ্মে। অত্রানন্তগুণযুক্তত্বেনৈব ভগবান্ ব্রহ্মেত্যুচ্যতে॥ ১০১॥
গুণৈরিতি ব্রহ্মতর্কে॥ ১০২॥

অনুবাদ

পদ্মপুরাণে—শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ অপরিমিত হেতু পৃথক পৃথক ভাবে শাস্ত্র বলিতে না পারিয়া যেহেতু ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা সকল গুণের একই সঙ্গে গ্রহণ হয় অতএব ব্রহ্মশব্দ শ্রীকৃষ্ণেরই বিশেষণ। যেহেতু বিভু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অনন্ত গুণ অন্যের নাই॥১০১॥

ব্রহ্মতর্কে—স্বরূপভূত অনন্ত গুণ সমূহের সহিত এই পরমেশ্বর শ্রীহরি গুণী। অন্য অবতারের বা মুক্ত জীবের স্বরূপভূত কোন ভিন্ন গুণ নাই॥১০২॥

কালিকাপুরাণে দেবীকৃত বিষ্ণুস্তুতিতে—যে শ্রীহরির অনন্তরূপ ব্রহ্মাদি দেবগণ মুনিগণ তপস্বিগণ বিশেষরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। তিনি আমা কর্তৃক কিরূপে বর্ণনীয় হইবেন। প্রাকৃতগুণাতীত প্রভুর অপ্রাকৃত গুণ

পৃথগ্‌ ইত্যাদি পদ্মপুরাণে—অনন্তগুণযুক্ত বলিয়াই ভগবান ব্রহ্ম শব্দ-বাচ্য॥১০১॥

'গুণৈঃ' ইত্যাদি ব্রহ্মতর্কে॥১০২॥

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্‌।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণাঃ॥ ১০৪॥

টীকা—

যস্যেতি কালিকাপুরাণে, দেবীকৃত বিষ্ণুস্তুতৌ। ন বিবৃণ্বন্তি ন বিবরণং কুর্বন্তি তেষাং পরমাশ্চর্য্য জনক প্রতিক্ষণ নব নব মাধুর্য্যাদি প্রকাশিত্বেন দর্শনাৎ॥ ১০৩॥

মাং ভজন্তি ইতি শ্রীভাগবতে একাদশে (১১।১৩।৪০) কথম্ভূতাঃ অগুণাঃ গুণপরিণামরূপা ন ভবন্তি, কিন্তু নিত্যা ইতি, যত্তু বদন্তি "বাচং ধেনুমুপাসীত" ইত্যাদিবৎ উপাসনার্থং ব্রহ্মণি গুণাঃ কল্প্যন্তে—যথা বাচি ধেনুকল্পনং, তত্তু তেষাং দুর্বুদ্ধিবিজৃম্ভিতমেব। তথা সতি সর্বশাস্ত্রবিরোধাপত্তি-মহদনুভবাদি বিরোধাপত্তিশ্চ স্যাৎ। তথাহি—"মাৎস্যে"—যথা রত্নানি জলধে-

অনুবাদ

সমূহ আমি স্ত্রীলোক কি জানি। ইন্দ্রাদি দেবগণ অসুরগণও যাঁহার রূপ বর্ণন করিতে জানেন না॥১০৩॥

শ্রীভাগবতে (১১।১৩।৪০) নির্গুণ অর্থাৎ মায়াগুণাতীত, নিরপেক্ষ মায়িক গুণের অপেক্ষা শূন্য, কিন্তু স্বভক্তজনের সুহৃৎ, প্রিয় প্রেমবিষয়ীভূত সর্বান্তর্যামী আমাকে সাম্য অসঙ্গ প্রভৃতি নিত্য অপ্রাকৃত গুণ সমূহ সেবা করে। ১০৪।

'যস্য' ইত্যাদি কালিকাপুরাণে দেবীকৃত বিষ্ণুস্তুতিতে—'ন বিবৃণ্বন্তি' অর্থাৎ শ্রীহরির রূপ-গুণসমূহ পরম আশ্চর্য জনক, প্রতিক্ষণে নব নব মাধুর্যাদি প্রকাশক দেখিয়া ব্রহ্মাদিদেবগণ বর্ণন করিতে অসমর্থ॥১০৩।

'মাং ভজন্তি' শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে অগুণা—যাহা প্রাকৃত গুণপরিণাম রূপা নয়, কিন্তু নিত্য অপ্রাকৃত কল্যাণগুণ সমূহ আমাকে ভজনা করে॥ যাহারা বলেন বাক্যরূপ গাভীকে উপাসনা করিবে—ইত্যাদিবৎ উপাসনার জন্য নির্গুণ ব্রহ্মে গুণ কল্পনা করা হয়—তাহা তাহাদের দুর্বুদ্ধি কল্পিতই, তাহা হইলে সর্ব্বশাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয় এবং মহদনুভবাদির সহিতও বিরোধ

"অয়মাত্মাঽপহতপাপ্মা" ইতি ॥ ১০৫ ॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্বকর্ম্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ (ছা ৩।১৪।২) ইতি ॥ ১০৬ ॥

টীকা

রসংখ্যেয়ানি পুত্রক। তথা গুণা হ্যসংখ্যেয়া অনন্তস্য মহাত্মনঃ॥ ইতি। সভাপর্বণি ভীষ্মশ্চ—জ্ঞানবৃদ্ধা ময়া রাজন্ বহবঃ পর্যুপাসিতাঃ। তেষাং গুণবতাং শৌরে রহং গুণবতো গুণান্। সমাগতানামশ্রৌষং বহূন্ বহুমতান্ সতাং। গুণৈরণ্যানতিক্রম্য হরিরর্চ্যতমো মতঃ॥ ইত্যাদীনি বহূনি তত্র তত্র সন্তি ॥ ১০৪ ॥

অয়মিতি আত্মা শ্রীহরিঃ ॥ ১০৫ ॥

মনোময় ইতি ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্য বিদ্যায়াং (৩।১১।২) অর্থস্তু প্রাগ্বৎ ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ

এই পরমাত্মা শ্রীহরি পাপলিপ্ত নহেন ॥১০৫॥

ছান্দোগ্যে (৩।১৪।২) 'মনোময়' ইত্যাদি যিনি মনোময়—ধ্যানময়, প্রাণই যাঁহার শরীর, যিনি জ্যোতি, স্বরূপ ও সত্যসংকল্প, যিনি সর্বব্যাপী অখণ্ড, যিনি সর্বকর্মা সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস যিনি এই সমুদয় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, যিনি বাক্যের অগোচর, আসক্তিরহিত ॥১০৬॥

হয়। সেইরূপই মৎস্যপুরাণে—হে পুত্র! যেমন সমুদ্রে অসংখ্য রত্ন বিদ্যমান, সেইরূপ অনন্ত পরমেশ্বরে অসংখ্য কল্যাণগুণ বিদ্যমান। সভাপর্বে শ্রীভীষ্মদেব—"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমি বহু জ্ঞান বৃদ্ধের সেবা করিয়াছি, তাহাদের নিকটে গুণবান্ শ্রীহরির সদ্গুণ সমূহ বহুবিধ শ্রবণ করিয়াছি, সকলের গুণকে অতিক্রম করিয়া শ্রীহরি পূজ্যতম হইয়াছেন।" ইত্যাদি বহুপ্রমাণ শাস্ত্রে বিদ্যমান ॥১০৪॥

এই আত্মা শ্রীহরি ॥১০৫॥

মনোময় ইত্যাদি ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে (৩।১৪।২) অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥১০৬॥

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবদিতি (ব্র সূ ৩।২।২৭) ॥ ১০৭ ॥

অথ অঘমর্ষণত্বেন শ্রবণম্

সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েত্যাদ্যাঃ ॥ ১০৮ ॥

টীকা

ননু একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম. নেহ নানাস্তি কিঞ্চন. যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষ্বভিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যন্ তানেবানুবিধাবতি। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি. য ইহ-নানেব পশ্যতীত্যাদিষু ভেদগ্রাহী নিন্দ্যতে ইতি চেৎ তত্রাহ—ভগবান্ সূত্রকারঃ—উভয়েতি। জ্ঞানানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানাদয়ো ধর্মত্বেন মন্তব্যাঃ অহিকুণ্ডলবৎ কুণ্ডলাত্মনোঽপ্যহের্যথা কুণ্ডলং বিশেষণত্বেন নম্যতে তদ্বৎ। কুত এতৎ তত্রাহ—উভয়েতি। উক্ত শ্রুতিস্মৃতিষু উভয়াভিধানাদিত্যর্থঃ। তু-শব্দেন শ্রুত্যেকগম্যতা দর্শিতা অবিচিন্ত্যত্বাদ্ ইত্থংভাতি ইত্যর্থঃ। ন চ দ্বিবিধবাক্যোপলম্ভাৎ পাক্ষিকং স্বরূপং. ন বা স্বগতভেদবদিতি চ বাচ্যং। অত্র জলকল্লোলবদিত্যপি দৃষ্টান্তো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ

ব্রহ্ম সূত্রে (৩।২।২৭) জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানাদি ধর্মরূপে স্বীকার্য্য, যেমন কুণ্ডলাত্মা সর্পের কুণ্ডল বিশেষণরূপে স্বীকৃত হয়। শ্রুতি ও স্মৃতিতে উভয়রূপেই বর্ণিত আছেন ॥১০৭॥

প্রশ্নঃ—একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, ব্রহ্মে নানা কিছু নাই, ব্রহ্মের ধর্ম্মসমূহকে পৃথক দর্শীর অধোগতি, যিনি ব্রহ্মে নানা দেখেন তাহার সংসার প্রাপ্তি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ভেদগ্রাহীকে নিন্দা করা হইয়াছে? ইহার উত্তরে ভগবান ব্রহ্মসূত্রকার বলিতেছেন—উভয় ব্যপদেশাৎ ইত্যাদি অর্থাৎ জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানাদি ধর্মরূপে জানিবে। অহিকুণ্ডলবৎ—কুণ্ডলাকৃতি সর্পের যেমন কুণ্ডলকে বিশেষণ রূপে স্বীকার করা হয় তদ্রূপ। কারণ উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি সমূহে উভয়রূপে বর্ণন আছে, দ্বিবিধ শ্রুতি বাক্য থাকায় একপক্ষ যথার্থ, অন্য পক্ষ অযথার্থ, অথবা স্বগত ভেদ যুক্ত—ইহাও বলা যায় না। এস্থলে জলকল্লোলবৎ ইত্যাদি দৃষ্টান্তও জানিবে ॥১০৭॥

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনো পশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ ততোঽহং নামা ভবৎ, তস্মাদ্ অপ্যেতর্হি আমন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম ব্রুবত্ত ইতি ॥ ১০৯ ॥

টীকা

সোঽকাময়তেতি-শ্রীনারায়ণোপনিষদি। প্রধান-মহদহংকারাদি সৃষ্টেঃ প্রাগেব তৎসত্ত্বপ্রত্যয়াৎ প্রাকৃতত্বং পরাস্তং। বিস্তরভিয়া ন বহুধা ব্যাখ্যায়তে। শ্রুতয়োঽপি চ ন লিখ্যন্তে ॥ ১০৮ ॥

আত্মৈবেতি। সোঽহং সর্বেশ্বরোঽস্মীতি। অগ্রে প্রাকৃতাহংকারসৃষ্টেঃ প্রথমং ব্যাহরৎ উক্তবান্ তত উচ্চারণাৎ অহং নামাঽস্মদর্থোঽভবৎ তস্মাৎ এব

অনুবাদ

অথ অহমর্থরূপে শ্রবণ—

মূলানুবাদ – শ্রীনারায়ণ উপনিষদে—'তিনি কামনা করিলেন, বহু হইব, প্রজা রূপে সৃষ্ট হইব' ইত্যাদি ॥ ১০৮ ॥

এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে আত্মাই ছিলেন, পুরুষাকার, তিনি আত্মা হইতে ভিন্ন কাহাকেও না দেখিয়া 'সেই আমি হই' প্রথমে এইরূপ বলিলেন, অনন্তর 'অহং' নামে হইলেন, সেই হেতুও আমন্ত্রণকালে 'অহম্ অয়ম্' এইরূপই প্রথমে বলিয়া অনন্তর অন্য নাম বলেন ॥ ১০৯ ॥

টীকানুবাদ—'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি শ্রীনারায়ণ উপনিষদে। প্রধান মহৎ অহংকার ইত্যাদি সৃষ্টির পূর্ব্বেই শ্রীনারায়ণের বিদ্যমানতা জ্ঞাত হওয়ায় শ্রীনারায়ণের অহং প্রত্যয় প্রাকৃত অহংকার নহে। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে আর অধিক ব্যাখ্যা করিতেছি না। অন্যান্য শ্রুতিও লিখিত হইতেছে না ॥ ১০৮ ॥

আত্মৈবেতি—'সেই আমি সর্বেশ্বর হই'। অগ্রে—প্রাকৃত অহংকার সৃষ্টির পূর্ব্বে, ব্যাহরৎ—উক্তি করিয়াছিলেন; তত—উচ্চারণ হইতে অহং—নামক 'আমি' এই অর্থ হইয়াছিল, তাহা হইতেই এই হেতু ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া 'আমি এই' এইরূপই প্রথমে বলিলেন, পরে 'রাম আমি, কৃষ্ণ আমি' ইত্যাদি অন্য নাম বলা হয়। অতএব এইরূপ শ্রুতিকে যাহারা

তদাত্মানমেবাবৈৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি ॥ ১১০ ॥

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ইতি (৭।১৪) ॥১১১॥

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি (১৮।৫৫) ॥ ১১২॥

অথ কর্তৃত্বম্—

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদি কর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে।

টীকা

এতর্হি ভক্তাদিভিঃ আমন্ত্রিতঃ-আহূতোঽহং অয়ম ইত্যেবাগ্র উক্ত্বাথ তদনন্তরং রামোঽহং কৃষ্ণোঽহমিত্যাদিকমন্যৎ নাম ব্রুবতে। তস্মাদেতদ্বিধাঃ শ্রুতীর্যে জীবপরত্বেন বদন্তি তে তু অনীশ্বরবাদিন এব জ্ঞেয়াঃ। তদানীং সমষ্টি-জীবানাং পৃথগবস্থানাভাবাৎ ॥ ১০৯ ॥

তদাত্মানমিতি ॥ ১১০ ॥ মামেবেতি শ্রীগীতোপনিষদি ॥ ১১১ ॥

তত ইতি তত্রৈব, বিশতে মৎসমীপং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। অয়ং রাজানং প্রবিষ্ট ইতিবৎ ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ

সেই আত্মাকেই জানিলেন—'আমি ব্রহ্ম হই' ॥ ১১০ ॥

শ্রীগীতাতে (৭।১৪) আমারই যাহারা শরণ গ্রহণ করে, এই মায়া হইতে তাহারাই উত্তীর্ণ হইতে পারে ॥ ১১১ ॥

(১৮।৫৫) অনন্তর আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া আমার নিকট যায় ॥ ১১২ ॥

অথ কর্তৃত্ব—

মূলানুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে (১।৩।১-২) মৈত্রেয় প্রশ্ন করিলেন – নির্গুণ অপ্রমেয়

জীবপর বলেন, তাহারা কিন্তু নিরীশ্বরবাদীই জানিবেন। তৎকালে সমষ্টি জীবসমূহের অবস্থান পৃথক ছিল না ॥ ১০৯ ॥

সেই আত্মাকেই জানিয়াছিলেন 'আমি ব্রহ্ম' ॥ ১১০ ॥

মামেব ইতি গীতা উপনিষদে, (৭।১৪) ॥ ১১১ ॥

তত ইতি গীতাতেই (১৮।৫৫)। বিশতে—'আমার সমীপে উপস্থিত হয়', এই ব্যক্তি রাজার নিকট প্রবেশ করিল এই বাক্যের ন্যায় ॥ ১১২ ॥

শক্তয়ঃ সর্বভাবানাম্, অচিন্ত্য জ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণঃ তাস্তু, সর্গাদ্যা ভাব শক্তয়ঃ।

টীকা

নির্গুণস্যেতি শ্রীবৈষ্ণবে (১।৩।১-২) শ্রীমৈত্রের প্রশ্নঃ। অত্র নির্গুণস্য সত্ত্বাদি গুণরহিতস্য অপ্রমেয়স্য দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নস্য শুদ্ধস্যাদেহস্য সহকারি শূন্যস্য ইতি বা অমলাত্মনঃ পুণ্যপাপসংস্কার শূন্যস্য রাগাদি শূন্যস্যেতি বা এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ কথং কর্তৃত্বাদিত্বমিষ্যতে। এতদ্বিলক্ষণস্যৈব লোকে কুলালাদিষু কর্তৃত্বাদি দর্শনাৎ ইত্যর্থঃ।তত্র শ্রীপরাশরো বিরুদ্ধাংশ পরিহরন্ উত্তরয়তি শক্তয় ইতি। লোকে হি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণি মন্ত্রাদীনাং শক্তয়োঽচিন্ত্যজ্ঞান-গোচরাঃ অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্জ্ঞানং কার্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি।

অনুবাদ

শুদ্ধ ও অমলাত্মা ব্রহ্মের সর্গাদি কর্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায়? পরাশর বলিলেন—যেহেতু সমস্ত ভাব পদার্থের শক্তি সকল অচিন্ত্যজ্ঞান গোচর,

টীকানুবাদ—নির্গুণস্যেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৩।১-২) শ্রীমৈত্রেয় প্রশ্ন—এস্থলে নির্গুণ শব্দে প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণ রহিত, অপ্রমেয়স্য—দেশ ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধস্য অশরীরী, অথবা সহকারী শূন্য, অমলাত্মা—পুণ্যপাপসংস্কার শূন্য অথবা—রাগাদি শূন্য এইরূপ ব্রহ্মের কিরূপে কর্তৃত্বাদি সম্ভব? ইহা হইতে বিলক্ষণ ব্যক্তিকেই এই জগতে ঘটাদির কর্তারূপে কুম্ভকারকে দেখা যায়? ইহার উত্তরে শ্রীপরাশর বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতেছেন—এই জগতে সকল ভাববস্তু মণিমন্ত্র-মহৌষধাদির শক্তি সমূহ অচিন্ত্য তর্কের অনুপযুক্ত যে জ্ঞান অর্থাৎ যদি কারণে ঐরূপ শক্তি স্বীকার না করা যায় তবে কার্য কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না—এইরূপ জ্ঞানের বিষয় হইয়া আছে।

অথবা—অচিন্ত্য—শক্তিমানের সহিত শক্তির ভেদ বা অভেদ এইরূপ চিন্তায় অসমর্থ কেবল অর্থাপত্তি জ্ঞানগোচর শক্তি সমূহ আছে। অতএব ঐরূপ জগৎ কারণ ব্রহ্মেরও ঐরূপ সৃষ্টির কারণ স্বরূপ ভাব শক্তি সমূহ ব্রহ্মের

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥ ১১৩ ॥

টীকা

যদ্বা—অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদি বিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচরা সন্তি। যত এবমতো ব্রহ্মণোঽপি তাঃ তথাবিধাঃ সর্গাদিহেতু-ভূতা-ভাবশক্তয়ঃ স্বরূপভূতাঃ সন্ত্যেব। পাবকস্য দাহকত্বাদি শক্তিবৎ অতো গুণাদিহীনস্যাপি অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সর্গাদি কর্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ—ন তস্য কার্যং করণং চেত্যাদিকা। মায়াং তু প্রকৃতিমিত্যাদিকা চ।

যদ্বা. এবং যোজনা—সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতা শক্তিবদচিন্ত্য জ্ঞান গোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ—পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বে ৬৮) অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্নেরৌ-ষ্ণ্যবন্ন কেচিদ্বিহন্তুং শক্যতে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্যং।

তথা চ শ্রুতিঃ—স বা অয়মস্য সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিরি-

অনুবাদ

অতএব হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মেরও সেই সৃষ্টিশক্তি অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বভাব সিদ্ধ। ১১৩ ॥

স্বরূপেই আছেই। অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়। অতএব ব্রহ্ম প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণহীন হইলেও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিমত্ত্বহেতু সৃষ্টি আদির কর্তৃত্ব তাঁহাতে সম্ভব হয়। শ্রুতিও বলেন—ব্রহ্মের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি না থাকিলেও দ্রুতগমন ও গ্রহণাদি করিতে পারেন। মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া জানিবে ॥

অথবা এইরূপ অন্বয়ার্থ—সকল ভাব পদার্থের অগ্নির উষ্ণতা শক্তির ন্যায় অচিন্ত্য জ্ঞান-গোচরা শক্তি সমূহ আছেই। ব্রহ্মের কিন্তু সেই শক্তিসমূহ স্বভাবরূপা স্বরূপ হইতে অভিন্না। যথা শ্বেতাশ্বতরে (৬৮) ইহার পরাশক্তি—বিবিধই শ্রুত হয়, অতএব মণিমন্ত্রাদি দ্বারা অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারিবে না। অতএব তাঁহার ঐশ্বর্য নিরঙ্কুশ। শ্রুতি যথা—তিনিই এই সকলের প্রভু সকলের প্রেরক, সকলের অধিপতি ইত্যাদি। যেহেতু এইরূপ অতএব সবকারণ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি আদি হইতেছে।

স্রষ্টা পাতা চ সংহর্তা স একো হরিরীশ্বরঃ।
স্রষ্টৃত্বাদিকমন্যেষাং দারুযোষাবদুচ্যতে।।
একদেশক্রিয়াবত্ত্বাৎ ন তু সর্ব্বাত্মনেরিতম্।
সৃষ্ট্যাদিক সমস্তং তু বিষ্ণোরেব পরং ভবেৎ।। ১১৪ ।।

দাব্যা-ভুমী জনয়ন্ দেব একঃ (শ্বে ৩।৩), (৪।১৭) এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা। (৬।১৬) স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ, (৬।১৯) নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নির ঞ্জনম্ ।। ১১৫ ।।

টীকা

ত্যাদি (   ) যত এব অতো ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্গাদ্যা ভবন্তি। নাত্র কাচিদনুপপত্তিরিতি টীকা (শ্রীধর), অত্র প্রশ্নস্তু 'ব্রহ্ম খলু নির্বিশেষমেব' ইতি পক্ষমাশ্রিতা। পরিহারস্তু সবিশেষ মেবেতি পক্ষমাশ্রিত্য কৃত ইতি জ্ঞেয়ম্। অত্র বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ শ্রীভগবদ্‌সন্দর্ভো দৃশ্যঃ।। ১১৩ ।।

স্রষ্টেতি স্কান্দে। স্পৃষ্টার্থং। অস্তু তাবদ্ ইয়ং সৃষ্টিঃ, স্বপ্নাদি বুদ্ধি কর্তা চ তিরস্কর্তা স এব চ। তদিচ্ছয়া, যতো হ্যস্য বন্ধমোক্ষৌ প্রতিষ্ঠিতৌ।। ইতি কৌর্মবাক্যানুসারেণ স্বপ্ন সৃষ্ট্যাদিকর্তাপি স এব।। ১১৪ ।।

অনুবাদ

স্কন্দপুরাণে—সেই একমাত্র পরমেশ্বর শ্রীহরি স্রষ্টা পাতা ও সংহার কর্তা। অন্যের সৃষ্টি কর্তৃত্বাদি কাষ্ঠের পুতুলের মত। এক বিষ্ণুই ক্রিয়াবান ও প্রেরক সর্বনিয়ন্তা। সৃষ্টি আদি সকল কার্যই বিষ্ণুর।। ১১৪ ।।

শ্বেতাশ্বতরে (৩।৩) দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার

এ বিষয়ে কোন অসম্ভব নাই এস্থলে প্রশ্ন ব্রহ্ম নির্বিশেষই এই পক্ষ অবলম্বনে উত্তর ব্রহ্ম সবিশেষই এই পক্ষ আশ্রয়ে। বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীভগবৎ সন্দর্ভঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১১৩ ॥

'স্রষ্টা' ইত্যাদি স্কন্দপুরাণে অর্থস্পষ্ট। জগৎ সৃষ্টির কথা থাক, স্বপ্নাদি কর্তা ও বুদ্ধি কর্তা সংহার কর্তা, তাঁহার ইচ্ছায় জীবের বন্ধ ও মোক্ষ কূর্ম্মপুরাণের বাক্য অনুসারে স্বপ্নসৃষ্টির কর্তাও পরমেশ্বরই। ১১৪ ।।

পাদ্মে—মুহূর্তেনাপি সংহর্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্।
মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
দর্শন ধ্যান সংস্পর্শৈর্ম্মৎস্যকূর্ম্ম বিহঙ্গমাঃ।
স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহম্ অপি পদ্মজ ॥ ১১৬ ॥

টীকা

বিশ্ব কর্তৃত্বাদিকেঽপি নির্বিকারিত্বং শ্রুতির্দর্শয়তি—দ্যাবা ভূমীতি। অর্থস্তু প্রাগবৎ ॥ ১১৫ ॥

নন্থ ঈশ্বরস্য পূর্ণত্বাৎ কর্তৃত্বেন কিং পূর্ণানামন্যেষামপি কর্তৃত্বাদিকে প্রয়োজনং ন দৃশ্যতে। সত্যং কিন্তু ভক্তানামানন্দয়িতুং সর্বং করোতি। ন স্বার্থ-মিত্যাহ। তদুক্তং—মুহূর্তেনাপীতি পাদ্মে ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—অদ্বিতীয় প্রকাশরূপে বিরাজিত ॥ শ্বেতাশ্ব (৪ ১৭) এই শ্রীহরি বিশ্বকর্তা ও মহাত্মা। (৬।১৬) সেই শ্রীহরি বিশ্বকর্তা বিশ্ববেত্তা স্বয়ংপ্রকাশ। (৬।১৯) অখণ্ড, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক ॥ ১১৫ ॥

মূলানুবাদ—পদ্মপুরাণে—আমি যদিও দানবগণকে মুহূর্তমধ্যে সংহার করিতে সমর্থ তথাপি আমার ভক্তগণের আনন্দবর্ধনের জন্য বিবিধ লীলা করিয়া থাকি ॥ হে পদ্মজ ব্রহ্মন্ মৎস্য কূর্ম ও পক্ষিগণ যেরূপ দর্শন ধ্যান ও স্পর্শ দ্বারা নিজ নিজ অপত্যসমূহকে পোষণ করে, সেইরূপ আমিও আপনার ন্যায় ভক্তগণকে দর্শন দ্বারা, লক্ষ্মী প্রভৃতিকে চরণ স্পর্শ সেবা দান দ্বারা, এবং দূরস্থিত ভক্তগণকে বা প্রাণিগণকে ধ্যান দ্বারা পোষণ ও পালন করি ॥ ১১৬ ॥

টীকানুবাদ—বিশ্বকর্তা হইয়াও নির্বিকারী শ্রুতি বলিতেছেন - দ্যাবাভূমী' ইত্যাদি ॥ ১১৫ ॥

টীকানুবাদ—প্রশ্ন, ঈশ্বরে পূর্ণ কর্তৃত্ব দ্বারা কি ফল? পূর্ণ অন্যেরও কর্তৃত্বাদিতে কি প্রয়োজন? কিন্তু ভক্তদিগকে আনন্দ দানের জন্য ভগবান সকল লীলা করেন, নিজের জন্য নহে। তাহাই পদ্মপুরাণে বলিতেছেন।। ১১৬ ।

নিত্যঞ্চ পূর্ণকামস্য জন্মানি বিবিধানি মে।
ভক্ত সর্বেষ্টদানায় তত্তৎ কিং তে প্রিয়ংবদ ॥ ১১৭ ॥
প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্ন জনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥ ১১৮ ॥
সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষতু।
কুরুতে কেবলানন্দাদ্, যথা মত্তস্য নর্তনম্ ॥
পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজন মতিঃ কুতঃ ॥
মুক্তা অপ্যাপ্ত কামাঃ স্যুঃ কিমুতাস্যাখিলাত্মনঃ ॥১১৯॥

টীকা

নিত্যমিতি—শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে ॥ ১১৭ ॥

প্রপঞ্চমিতি শ্রীভাগবতে দশমে শ্রীব্রহ্মবাক্যম্ ॥ ১১৮ ॥

সৃষ্ট্যাদিকমিতি শ্রীনারায়ণ সংহিতায়াম্, ন চোন্মত্তদৃষ্টান্তেন অসর্বজ্ঞত্বমপি প্রসঞ্জয়িতব্যং, স্বরূপানন্দোদ্রেকেণ স্বপ্রয়োজন মননুসন্ধায়ৈব লীলায়ত ইত্যেত

অনুবাদ

শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে—পূর্ণকাম আমার সেই সেই বিবিধ জন্ম কর্ম সমূহ নিত্য, ভক্তগণের সর্ববিধ কল্যাণ দানের জন্য, তোমার কি প্রিয় বল ? ॥১১৭॥

শ্রীভাগবতে (১০/১৪/৩৭) হে প্রভো ! আপনি নিষ্প্রপঞ্চ হইয়াও এই ভূতলে নরলীলাভিনয় করিতেছেন, ভক্তগণের আনন্দ সমূহ বিস্তারের জন্য ॥ ১১৮ ॥

শ্রীনারায়ণ সংহিতাতে—সৃষ্টি আদি কার্য্যে শ্রীহরির প্রয়োজন নাই, কেবল আনন্দ হেতু সৃষ্টি আদি লীলা করিতেছেন, যেমন মত্ত ব্যক্তির নর্তন।

'নিত্যম্' ইত্যাদি শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে ॥ ১১৭ ॥

প্রপঞ্চমিতি শ্রীভাগবতে দশমে শ্রীব্রহ্মবাক্যম ॥ ১১৮ ॥

সৃষ্ট্যাদিকমিতি—শ্রীনারায়ণ সংহিতাতে। এস্থলে ইহাও বলা যায় না যে—মত্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীভগবানে অসর্বজ্ঞতাও আরোপিত হইবে, স্বরূপানন্দের উদ্রেক হেতু স্বপ্রয়োজন অনুসন্ধান ব্যতীতই লীলা করেন—এই অংশেই দৃষ্টান্ত

দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা ॥ ১২০ ॥

টীকা

দংশেনৈব স্বীকারাৎ। উচ্ছ্বাস প্রশ্বাস দৃষ্টান্তেঽপি সুষুপ্ত্যাদৌ [illegible]। তস্মাৎ স্বরূপানন্দ স্বাভাবিক্যেব তৎলীলেতি সিদ্ধম্ ॥ ১১৯ ॥

দেবস্যেতি মাণ্ডুক্যোপনিষদি। যৎ স্বাভাবিক্যাং লীলায়ামীশ্বরস্য প্রবৃত্তিঃ, তয়া নিমিত্তভূতয়া যত্তস্য ভক্তানন্দ বিশেষদানে মুহুঃ প্রবৃত্তিশ্চ ভবতি। সোঽয়ং দেবস্য শ্রীভগবতঃ স্বভাবঃ স্বতঃসিদ্ধ ধর্মবিশেষ এব, নতু আরোপসিদ্ধঃ, ন তু যুক্তিবলান্নিরূপ্যতে চ, শ্রুত্যাদিষু প্রসিদ্ধত্বাৎ, কীদৃশস্য তত্রাহ—আপ্তেতি, তস্য কাদাচিদ্ অপি কথঞ্চিদপি স্বার্থে স্পৃহা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ।

ন চাত্র বক্তব্যং স্বেন তেষাং তৈরপি স্বস্যানন্দনে স্বতস্তৃপ্তিতা হানিঃ স্যাৎ, তথা অন্যান্ পরিত্যজ্য তেষাং এবানন্দনে বৈষম্যান্তরমপি স্যাদিতি। তত্রোচ্য

অনুবাদ

পূর্ণানন্দ ভগবানের ইহাতে প্রয়োজন বুদ্ধি কোথায় ? তাঁহার কৃপায় মুক্ত পুরুষগণও আপ্তকাম, আর যিনি অখিলাত্মা তাঁহার আপ্তকামতা আর কি বলিব ॥ ১১৯ ॥

মাণ্ডুক্য উপনিষদে—লীলাময় আপ্তকাম শ্রীভগবানের স্বভাবসিদ্ধ ধর্মবিশেষই লীলা, যাঁহার কখনও স্বল্পমাত্রও স্বার্থে স্পৃহা নাই, তিনি আপ্তকাম ॥ ১২০ ॥

স্বীকৃত হইয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাস দৃষ্টান্তেও সুষুপ্তি আদিতে ঐ দোষ আসিয়া পড়ে। অতএব স্বরূপানন্দ স্বাভাবিকীই ঐ লীলা - ইহা সিদ্ধ হইল। ১১৯।

'দেবস্য' ইত্যাদি মাণ্ডুক্য উপনিষদে। যে স্বাভাবিকী লীলাতে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি, তাহার কারণরূপে যে তাহার ভক্তগণকে আনন্দ বিশেষ দানে বারবার প্রবৃত্তিও হয়। তাহা এই লীলাময় ভগবানের স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ ধর্মবিশেষই, উহা আরোপ—সিদ্ধা নহে, অথবা—যুক্তিবলে নিরূপন করা হইতেছে—কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ হেতু। সেই ভগবান্ কিরূপ ? তাহার উত্তরে—আপ্তকামের কখনও কিঞ্চিৎমাত্রও স্বার্থ বিষয়ে স্পৃহা নাই-ই।

টীকা

বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বং তমাশ্রিতেঽপি মুনিজনে স্বতস্তৃপ্তি পরাকাষ্ঠাং প্রাপ্তে ভক্ত-বাৎসল্য দর্শনাৎ তদনুচর এবাসৌ গুণো, ন তু তৎ প্রতিঘাতীতি লভ্যতে। যথা সর্বান্ মুনীন্ প্রতি শ্রীপরিক্ষীদ্বাক্যং—(১।১৯।২৩) নেহাথবামুত্র চ কশ্চনার্থঃ ঋতে পরানুগ্রহমাত্মশীলমিতি, তথা জড়ভরতচরিতাদৌ সিন্ধুপতয় (ভা ৫।১০ অ) আত্ম সতত্ত্বং বিগণয়ত পরানুভাবঃ পরম কারুণিকতয়োপদিশ্যে-ত্যাদি, শ্রীনারদ পূর্বজন্মণি—(১৫।২৪ ভা) চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ শুশ্রুষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণীতি চ। তথা চ—শ্রীকুন্তীস্তবে - (১৮।২৭) "নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্ত গুণবৃত্তয়ে। আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নম" ইতি। অকিঞ্চনা ভক্তা এব সর্ব্বস্বং যস্যেতি টীকা চ। ততোঽন্যথা চাকৃতজ্ঞতা দোষশ্চ নির্দোষে ভগবতি আপততি। ততঃ সিদ্ধে তথাবিধস্যাপি

অনুবাদ

এস্থলে ইহাও বলা উচিত নহে যে—শ্রীভগবানের দ্বারা ভক্তগণের এবং ভক্তগণ দ্বারা ভগবানের আনন্দ বিধানে স্বতঃতৃপ্তিতার হানি হইবে সেইরূপ বহির্মুখ জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তগণের আনন্দদানে শ্রীভগবানে বৈষম্যদোষও হইবে। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে—বিশুদ্ধ উচ্ছলিত সত্ত্বগণ বিশিষ্ট শ্রীভগবানকে আশ্রয়কারী স্বতস্তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত মুনিজনে ভগবানের ভক্তবাৎসল্য দর্শন হেতু তদনুগামীই এই গুণ, কিন্তু উহার প্রতিবন্ধক নহে—ইহাই পাওয়া যায়। যেমন মুনিগণের প্রতি শ্রীপরিক্ষীদ্ বাক্য (ভা ১/১৯/২৩) —আপনাদের এই যে পরের প্রতি অনুগ্রহ করা স্বভাব, ইহা এই জগতের বা পরজগতের কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। সেইরূপ জড়ভরতের চরিত্রে সিন্ধুপতি রহূগণের প্রতি যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপদেশ, পরম প্রভাব ও পরম কারুণিকভাবে কৃপা, আর শ্রীনারদের পূর্ব্বজন্মে—(১/৫/২৪) যদিও মুনিগণ তুল্যদর্শী তথাপি সেবারত বালক অল্পভাষী আমাতে কৃপা করিয়াছিলেন। সেইরূপ শ্রীকুন্তীস্তবে (১/৮/২৭) অকিঞ্চন ভক্তগণই যাহার সর্ব্বস্ব, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-রূপ গুণবৃত্তিসমূহ যাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে সেই তোমাকে, আত্মারাম, রাগাদিশূন্য, কৈবল্যদানে সমর্থ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যদি শ্রীভগবান্

টীকা

ভক্তবাৎসল্যে ভক্তানাং দুঃখহান্যা সুখপ্রাপ্ত্যা বা স্বানন্দো ভবত্যেবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপ শক্তেঃ সারভূতা হ্লাদিনী নাম্নী যা বৃত্তিস্তস্যা এব সারভূতো বৃত্তিবিশেষো ভক্তিঃ, সা চ রত্যপরপর্য্যায়া ভক্তির্ভগবতি ভক্তেষু চ নিক্ষিপ্ত নিজোভয়ঃ কোটিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠতি। অতএবোক্তং "ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্" ইতি। তস্মাদ্ ভক্তস্থয়া তয়া ভগবতস্তৃপ্তৌ ন স্বতস্তৃপ্ততাহানিঃ। প্রত্যুতঃ শক্তিত্বেন স্বরূপতো ভিন্নাভিন্নায়া অপি তস্যাঃ—(গীঃ ৪।১১) যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতি ন্যায়েন ভক্ত চিত্ত-স্ফুরিতায়া ভেদ-বৃত্তেরেব স্ফুরণাদ ভগবতো "মাং হ্লাদয়তি অস্য ভক্তিঃ" ইত্যানন্দ চমৎকারাতি-শয়শ্চ ভবতি। বৈষম্যান্তর-নিরাসোঽপ্যনেন দর্শিতঃ। বিশেষতো জীব-প্রকরণে দর্শিতোঽস্তি। নোক্তদোষাবকাশঃ। নন্বু কথং তর্হি পতিতপাবন

অনুবাদ

অকিঞ্চন ভক্তের প্রতি কৃতজ্ঞ না হন, তাহা হইলে নির্দোষ ভগবানেও অকৃতজ্ঞতা দোষ আসিয়া পড়ে। অতএব ঐরূপ ভগবানের ভক্ত বাৎসল্যে ভক্তগণের দুঃখহানি ও সুখপ্রাপ্তি দ্বারা ভগবানের নিজ আনন্দ হয়ই। আরও পরম সাররূপা স্বরূপ শক্তির সারস্বরূপা হ্লাদিনী নাম্নী যে বৃত্তি তাহারই সাররূপা বৃত্তিবিশেষ ভক্তি, তাহাও রতি বা ভাবভক্তি শ্রীভগবানে ও ভক্তগণে নিজের দুই বাহু নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন। এই কারণেই বলিয়াছেন—ভগবান্ ভক্ত ভক্তিমান্ (ভা ১০/৮৬/৫৯)। সুতরাং ভক্তহৃদয়ে অবস্থিতা ভক্তি দ্বারা ভগবানের তৃপ্তিতে তাঁহার স্বতস্তৃপ্ততার হানি হয় না। বস্তুতঃ শক্তি হেতু ভক্তি স্বরূপ হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন হইয়াও তাহার—(গীতা ৪/১১) যে ভক্ত দাস্যাদি যে ভাবে আমাতে শরণাপন্ন হয়, তাহাকে সেই ভাবেই আমি ভজন করি—এই ন্যায়ে ভক্তচিত্তে স্ফুরিত ভক্তির ভেদবৃত্তি স্ফুরণ হেতু ভগবানের হৃদয়ে 'ইহার ভক্তি আমাকে আহ্লাদিত করিতেছে'—এইরূপ অতিশয় আনন্দ চমৎকারিতাও হয়। শ্রীভগবানে বৈষম্য দোষের নিরাসও ইহা দ্বারা দেখান হইল। বিশেষভাবে ইহা জীবপ্রকরণে দেখান হইবে সুতরাং উক্ত দোষের আর অবকাশ নাই। প্রশ্ন—তাহা হইলে কিরূপে

অথ নিত্যলীলত্বম্.—

"যদ্‌গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" ইতি। (বৃহ ৩।৮।৭)॥ ১২১॥

টীকা

ইতি তন্নাম সিধ্যেৎ? তচ্চ বহুশোঽপি শ্রূয়তে। ভক্তাভক্তেষু অনুগ্রহ নিগ্রহ বিধানেন ন তৎসিদ্ধিঃ স্যাৎ, যদি চ তৎ সিদ্ধ্যর্থং তৎপাবনে প্রবর্ত্তেত, তর্হি সাম্য ছেন ভক্তকৃত সেবনাদি প্রযত্নস্য বৈয়র্থং স্যাদিতি চেৎ? সত্যম্—কিন্তু ভক্তানন্দ বিশেষদানায় প্রবৃত্তস্য তস্যাকস্মাদানন্দোদ্রেকাদন্যত্রাপি কদাচিৎ কৃপালেশোঽপি ভবতি। ন সদৈব। তদুক্তং দশমে "গুরুপুত্রমিহানীতম্" ইত্যাদি। শ্রীদেবকীপুত্রানয়নেঽপি চ তথৈবাস্তি। এতাবন্মাত্রেণৈব পতিত-পাবনত্ব সিদ্ধেস্তন্নামাপি সার্থকমতঃ সর্বমবদাতম্। ১২০॥

যদিতি বৃহদারণ্যকে (৩।৮ ৩-৭) যদ্‌গতং ব্রহ্মনিষ্ঠং তত্র তত্র শ্রুতং যদ্বৎ

অনুবাদ

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা

যাহা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে বর্তমান—তাহাই নিত্যলীলা॥১২১॥

শ্রীভগবানের 'পতিতপাবন' এই নাম সিদ্ধ হয়, তাহাত বহুবারই শুনা যায়। ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ ও অভক্তের প্রতি নিগ্রহ দ্বারা 'পতিতপাবন' নাম সিদ্ধ হয় না, যদি ঐ নাম সিদ্ধির জন্য পতিতকে পবিত্র করার জন্য প্রবর্তিত হন, তাহা হইলে সাম্য গুণবশতঃ ভক্তের কৃত সেবনাদি প্রযত্ন ব্যর্থ হয়—এই যদি বলা হয়? উত্তরে—সত্য, কিন্তু ভক্তানন্দ বিশেষ দানের জন্য প্রবৃত্ত ভগবানের অকস্মাৎ আনন্দ উদ্রেকবশত অন্যত্রও কখন কখন কৃপালেশও পতিত হয়, সর্বদা নহে। তাহা বলিয়াছেন দশম স্কন্ধে (১০/৪৫/৪৫) গুরুপুত্রকে হে ধর্ম্মরাজ এখানে আনিয়াছেন, তাহার নিজ কর্মফলে, আমার আদেশে আনিয়া দিন। শ্রীদেবকী পুত্রগণকে আনয়ন কালেও ঐরূপ বিশেষ কৃপা আছে। ইহা দ্বারাই পতিতপাবনত্ব সিদ্ধ হয় এবং তাঁহার নামও সার্থক। অতএব সকলই সুন্দর॥ ১২০॥

'যদিতি' বৃহদারণ্যকে (৩।৮।৩-৭) যদ্‌গতং—ব্রহ্মনিষ্ঠ শাস্ত্রাদিতে শ্রুত

একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদয়ন্তরাত্মা। ইতি॥ ১২২॥

স একধা ভবতি দ্বিধা ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা।
সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকা দশঃ স্মৃতঃ।
শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিরিতি (ছা ৭।২৬।২)॥১২৩॥

টীকা

তৎ সর্ব্বং গুণকর্মাদিকং নিত্যং গত-ভবৎ-ভবিষ্যচ্ছব্দৈস্তস্য ত্রৈকালিক-প্রত্যয়াৎ॥ ১২১॥

'একো দেবো' ইতি—পিপ্পলাদশাখায়াং (   ) অত্র লীলা নিত্যত্বং বাচনিকম্॥ ১২২॥

স একধেতি ভূমবিদ্যায়াং (ছা ৭।২৬।২) ননু মিথো বিলক্ষণাসু দেশকাল ভেদেন জায়মানাসু বহ্বীষু লীলাসু একস্য পরিকরস্য যুগপৎ সান্নিধ্য সম্ভবাৎ

অনুবাদ

মূলানুবাদ—অথর্ববেদীয় পিপ্পলাদ শাখাতে—অদ্বিতীয় লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-লীলাতে অনুরক্ত, ভক্তবৃন্দকে ব্যাপিয়া আছেন এবং ভক্তগণের হৃদয়ের অন্তরাত্মা স্বরূপ॥ ১২২॥

ছান্দোগ্যে (৭।২৬।২) শ্রীকৃষ্ণ পরিকর সমন্বিত হইয়া লীলাকালে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া কখন এক, কখন তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সপ্তপ্রকার, নব প্রকার, একদশ প্রকার, একশত দশ প্রকার, এক সহস্র বিশ প্রকার হত॥ ১২৩॥

যাহা যাহা, তাহা সকলই গুণলীলাদি নিত্য। গত, ভবৎ ও ভবিষ্যৎ শব্দদ্বারা লীলাদির ত্রৈকালিক সত্যতা জ্ঞান হয়॥ ১২১॥

'একো দেবো' ইত্যাদি অথর্ববেদীয় পিপ্পলাদ শাখায় উক্ত হইয়াছে—এই মন্ত্রে লীলার নিত্যত্ব বাচনিক—'নিত্যলীলা' শব্দদ্বারা॥ ১২২॥

'স একধা' ইত্যাদি ছান্দোগ্যে ভূমবিদ্যাতে (৭।২৬।২) প্রশ্ন:—পরস্পর বিলক্ষণ দেশ কাল ভেদে আচরিত বহুলীলাতে এক পরিকরের একই কালে

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ।। ১২৪ ॥

টীকা

কথং সর্ব্বপ্রকারক দর্শন প্রাপ্তী সম্ভবেতাং ? তদসম্ভবে বা কথং তাসাং তদ্-যোগঘটিতানাং নিত্যতা ইত্যাশঙ্কায়াং আহুঃ—স একধেতি। অত্র সিদ্ধিবলাৎ বহূনি রূপাণি তস্য লীলা প্রেয়সোরাবির্ভবন্তি তৈরসৌ তত্র তত্র সন্নিদধ্যাদিতি তস্যা সর্বত্রৈক্যাৎ তদবিচ্ছেদসিদ্ধিরতো ন কাচিদনুপপত্তিঃ। অচিন্ত্যয়েশ-শক্ত্যেব হ্যেকোঽব্যয়ববর্জিতঃ। আত্মানং বহুধা কৃত্বা ক্রীড়তে যোগ সম্পদা।" ইতি পাদ্মাৎ ॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ছান্দোগ্যে (৭।২৬।২) শ্রীকৃষ্ণ পরিকর সমন্বিত হইয়া লীলাকালে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া কখন এক, কখন তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সপ্তপ্রকার, নবপ্রকার, একাদশ প্রকার, একশত দশ প্রকার এক সহস্র বিশ প্রকার হন ॥ ১২৩ ॥

শ্রীগীতাতে (৪।৯) যিনি আমার জন্ম ও কর্ম্ম সমূহ অর্থাৎ লীলাবলীকে দিব্য অপ্রাকৃত নিত্য রূপে তত্ত্বতঃ জানেন। হে অর্জ্জুন তিনি দেহত্যাগের পর আর পুনর্জন্ম লাভ করেন না, আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ১২৪ ॥

সান্নিধ্য অসম্ভবহেতু কিরূপে সর্বপ্রকার লীলা দর্শন সম্ভব হয়? তাহা না হইলেই বা কিরূপে ঐ লীলাসমূহের নিত্যতা? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণ একপ্রকারও থাকিতে পারেন, আবার বহুপ্রকারও হইতে পারেন। এস্থলে ভূমা শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ববিৎ লীলা-প্রবিষ্ট হইয়া সিদ্ধিবলে বহুরূপ ধারণ পূর্বক সেই সেই লীলাস্থলীতে উপস্থিত থাকিতে পারেন। লীলার সর্বত্র একরূপতা হেতু লীলার অবিচ্ছেদ সিদ্ধি। অতএব কখনও অযুক্তিক নহেন। পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই এক অদ্বিতীয় এবং অবয়ব বর্জিত হইয়াও নিজকে বহুপ্রকারে সজ্জিত করিয়া যোগবলে লীলা করিতেছেন"। ইহা পদ্মপুরাণে। ১২৩ ॥

অথ ভোক্তৃত্বম্,—

সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ইতি ॥ ১২৫ ॥
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ (গী ৫।২৯)
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ (গী ৯।২৪) ॥ ১২৬ ॥

টীকা

জন্মেতি শ্রীগীতোপনিষদি। দিব্যমপ্রাকৃতং নিত্যমিতি যাবৎ ইতি ॥ ১২৪ ॥

স ইতি তৈত্তিরীয়কে। স লব্ধ-পার্ষদভাবো মুক্তঃ ব্রহ্মণা হরিণা সহ কামান্ দিব্য গন্ধাদীন্ বিপশ্চিতা বিবিধ ভোগ চতুরেণ। ইত্যর্থঃ। অনেন হরেরপি ভোক্তৃত্বং স্পষ্টমেব ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ

অথ ভোক্তৃত্ব—

মূলানুবাদ—তৈত্তিরীয়কে (২।১।২) ব্রহ্মবিদ্ মুক্ত পুরুষ, সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সর্ববিধ ভোগ প্রাপ্ত হন। ইহা দ্বারা শ্রীহরিও ভোক্তা, স্পষ্ট হইল। ১২৫।

গীতা (৫।২৯) কর্মিগণকৃত যজ্ঞ সমূহের ভোক্তা ও পালয়িতা, অতএব তাহাদের উপাস্য, জ্ঞানিগণকৃত তপস্যার পালয়িতা অতএব উপাস্য এবং সর্ব্ব-লোকের মহেশ্বর মহানিয়ন্তা অন্তর্যামি, অতএব যোগিগণেরও উপাস্য। গীতা (৯।২৪) বিভিন্ন দেবরূপে আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু স্বামী ফলদাতা ॥ ১২৬ ॥

জন্মেতি শ্রীগীতা উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলা দিব্য অপ্রাকৃত নিত্য। ইহা সংক্ষেপে দেখান হইল। ১২৪ ॥

টীকানুবাদ—'স' ইতি তৈত্তিরীয়কে (২।১।২) যিনি পার্ষদ ভাব লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন, তিনি কামান্—দিব্য গন্ধাদি ভোগ, বিবিধ রসজ্ঞ ভোগচতুর শ্রীহরির সহিত উপভোগ করেন ইহা দ্বারা শ্রীহরিরও ভোক্তৃত্ব স্পষ্ট হইল ॥ ১২৫ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ (গী৯।২৬)॥ ১২৭॥
যাঃ ক্রিয়াঃ সংপ্রযুক্তাঃ স্যুরেকান্তগতবুদ্ধিভিঃ।
তাঃ সর্ব্বাঃ শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্লাতি বৈ স্বয়ম্॥১২৮॥

অথ তদ্ভোগ দ্রব্যাণি।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ কল্পতরবো,
দ্রুমাঃ ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।

টীকা

ভোক্তারমিতি শ্রীগীতোপনিষদি॥ ১২৬॥
পত্রমিতি তত্রৈব॥ ১২৭॥
যা ইতি শ্রীনারায়ণীয়ে। একান্তেতি তদেকনিষ্ঠৈরিত্যর্থঃ॥ ১২৮॥

অনুবাদ

গীতা (৯।২৬) যে আমার ভক্ত ভক্তির সহিত পত্র পুষ্প ফল জল যাহা কিছু ভক্তি মাখাইয়া আমাকে দেয়, তাহা আমি যথোচিত ভোজন করি। অপবিত্র শরীরে দিলে গ্রহণ করি না—প্রযতাত্মনঃ—শুদ্ধ শরীরে ভক্তের প্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করি॥ ১২৭॥

শ্রীনারায়ণীয়ে—ঐকান্তিক ভক্তগণ কর্তৃক যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই সকল উত্তম বলিয়া গ্রহণ বা অনুমোদন করেন॥ ১২৮॥

মূলানুবাদ—অথ শ্রীভগবদ্ ভোগ্য দ্রব্য সমূহ—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৫৬) যে স্থানে পরম লক্ষ্মী স্বরূপা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীব্রজসুন্দরীগণই কান্তাবর্গ, পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দই কান্ত। শ্রীবৃন্দাবনের সকলের সমস্ত বস্তুপ্রদান সমর্থ যথার্থ কল্পতরুই বৃক্ষ সমূহ। ভূমি চিন্তামণিগণময়ী অর্থাৎ ভাস্বর ও বাঞ্ছিতার্থ প্রদায়িনী। জল

ভোক্তারং ইত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদে (৫।২৯, ৯।২৪)॥ ১২৬॥
পত্রমিতি শ্রীগীতাতে (৯।২৬)॥ ১২৭॥
যা ইতি শ্রীনারায়ণীয়ে—একান্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠ॥ ১২৮॥

কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী,
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভিভ্যশ্চ সুমহান্,
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।

টীকা

শ্রিয় ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং। শ্রিয়ঃ শ্রীব্রজসুন্দরীরূপাঃ তাসামনন্তানামপ্যেক এব কান্তঃ ইতি পরমনারায়ণাদিভ্যোঽপি তস্য তল্লোকেভ্যোঽপি তদীয় লোকস্যাস্য মাহাত্ম্যং দর্শিতম্। কল্পতরবো দ্রুমা ইতি তেষামেব সর্বপ্রদত্বং ইত্যেব প্রথিতং ভূমিরিত্যাদিবক্ষ্যমাণ ভূমিরপি স্বতঃ [illegible] কিমুত কৌস্তুভাদি। তোয়মপ্যমৃতমিব স্বাদু, কিমুত অমৃতমিত্যাদিরীত্যা। বংশীপ্রিয়সখীতি সর্বতঃ কৃষ্ণস্য সুখস্থিতি শ্রাবকত্বেন জ্ঞেয়ম্। কিং বহুনা চিদানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব তত্র জ্যোতি লোকিকলীলামাধুর্য্যায় মহাপ্রলয়ে হ

অনুবাদ

অমৃততুল্য স্বাদু, কথাই গান, সাধারণ গতিই নৃত্যতুল্য, বংশীই প্রিয় সখীর ন্যায় কার্য সাধিকা। চিদানন্দময় যে জ্যোতিঃ তাহাই চন্দ্রসূর্যাদিস্বরূপ সর্ববস্তু প্রকাশক এবং প্রকাশ্য পরম পদার্থ সকল তথাকার আস্বাদ্য অর্থাৎ ভোগ্য। যে স্থানের ধেনুবৃন্দ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি দ্বারা উচ্ছ্বসিত হইয়া যে দুগ্ধসমূহ ক্ষরিত হয়, তাহা সুমহান্ ক্ষীরসমুদ্র স্বরূপ, যেখানে নিমেষার্ধ সময়ও গমন করে না, অর্থাৎ তত্রত্য পরিকরবর্গ এমনই ভাবাবিষ্ট যে সময় অতিবাহিত

টীকানুবাদ—'শ্রিয়' ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতাতে (৫।৫৬) লক্ষ্মীগণ শ্রীব্রজসুন্দরীরূপা, তাঁহারা অনন্ত হইলেও একমাত্র কান্ত শ্রীগোবিন্দ, মহানারায়ণাদি হইতেও তাঁহার অধিকমাহাত্ম্য এবং মহাবৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রীকৃষ্ণলোক এই গোলোকের মাহাত্ম্য অধিক দেখান হইল। শ্রীবৃন্দাবনের সাধারণ বৃক্ষসমূহই কল্পতরু, তাহারা ব্রজবাসিগণের সর্ববস্তুপ্রদানকারী, সেই রূপই বিখ্যাত আছে। সেইরূপ ভূমিও প্রার্থনা পূরণ করেন 'চিন্তামণি', কৌস্তুভাদি মণির কথা আর কি বলিব। জলও অমৃতের ন্যায় স্বাদু। বংশী প্রিয়সখী-

রুজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ১২৯ ॥

টীকা

পানশ্বরং চন্দ্রাদিরূপং "সমানোদিতচন্দ্রার্কমি"তি বৃন্দাবন বিশেষণং গৌতমীয় তন্ত্রদ্বয়ে। তচ্চ নিত্যপূর্ণ চন্দ্রত্বাৎ। তথাহে পরমপি তৎ প্রাকাশ্যমপীত্যর্থঃ। তথা তদেব তেষামাস্বাদ্যং ভোগ্যমপি যৎ কিমপি তৎ সর্ব্বং চিদানন্দ রূপং পরং পরমতত্ত্বমেব, নতু প্রাকৃতং কিঞ্চিৎ চিচ্ছক্তিময়ত্বাৎ ইতি ভাবঃ॥ স যত্রেতি, সুরভিভ্যঃ সরতীতি তদীয়বংশীবাদ্যাবেশাদিতি ভাবঃ। ব্রজতি নহীতি তদাবেশেন তদ্বাসিনঃ কালমপি ন জানন্তি ইতি ভাবঃ, কালদোষাস্তত্র ন

অনুবাদ

হইতেছে কিনা, তাহা বুঝিতে সমর্থ নহেন। আর লৌকিক কালের কোনও প্রভাব যে স্থানে নাই; যাহাকে শ্বেতদ্বীপ—পরমবিশুদ্ধ দ্বীপ অর্থাৎ অন্যের সহিত অমিশ্র শ্রীগোবিন্দের নিবাস স্থান শ্রীগোলোক - পৃথিবীর মধ্যে অতি-বিরল পরম প্রসিদ্ধ কতিপয় পরম প্রেমাবিষ্ট বৈষ্ণব সজ্জনগণ পরিজ্ঞাত হন। সেই ধামকেও আমি ব্রহ্মা ভজন করি ।।১২৯।।

সর্ব্বপ্রকারে কৃষ্ণের সুখে অবস্থান শ্রবণ করাইতেছেন। অধিক কি চিদানন্দ-স্বরূপ বস্তুই শ্রীবৃন্দাবনে জ্যোতিঃ লৌকিক লীলা মাধুর্যের জন্য মহাপ্রলয়েও অনশ্বর চন্দ্রাদিরূপ ধারণ করিয়া আছেন। গৌতমীয় তন্ত্রদ্বয়ে বৃন্দাবনের বিশেষণে বর্ণিত আছে—সমকালে উদিত চন্দ্রসূর্য এবং নিত্য পূর্ণচন্দ্র। তৎ প্রকাশ্য বস্তুও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সেইরূপ তাহাই তাহাদের আস্বাদ্য ভোগ্য যাহা কিছু তাহাই চিদানন্দরূপ পরতত্ত্বই, প্রাকৃত কিছুই নহে, চিচ্ছক্তিময়॥ যে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদ্য শ্রবণে আবিষ্ট থাকিয়া গাভীগণ ক্ষীর সমুদ্র আবিষ্কার করিয়াছেন। বংশীবাদ্যের আবেশে বৃন্দাবনবাসীজন সময়ের গতি জানিতে পারেন না। কালকৃত পরিণাম ঘটান দোষও শ্রীবৃন্দাবনে নাই অর্থাৎ কালের বিক্রম সেথায় নাই। অতএব শ্বেতদ্বীপ শুদ্ধদ্বীপ, প্রাকৃত সঙ্গ রহিত সর্বশ্রেষ্ঠ মহাযোগপীঠ। তাহাই শ্রুতিতে বলিয়াছেন—যেমন

বীথ্যাং বীথ্যাং নিবাসোঽধরমধু সুবচস্তত্র সন্তানকানাম্
একে রাকেন্দু কোট্যাতপ বিশদকরাস্তেষু চৈকে ক্রমস্তে।
রামে রাত্রেবিরামে সমুদিত তপন দ্যোতি সিন্ধূপমেয়া
রত্নাঙ্গানা সুবর্ণাচিত মুকর রুচস্তেভ্য একেদ্রুমেন্দ্রাঃ ॥১৩০॥

টীকা

সন্তীতি বা। "ন চ কালবিক্রম" ইতি দ্বিতীয়াৎ (ভাঃ). অতএব শ্বেতং শুদ্ধং দ্বীপমন্যাসঙ্গরহিতং সর্ব্বতঃ পরমিত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রুত্যা যথা সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং হি তিষ্ঠতীতি। 'ক্ষিতি' ইতি—যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্ ॥ ইতি ॥ ১২৯ ॥

বীথ্যামিতি যামলে গৌরীং প্রতি রুদ্র বাক্যম্—হে অধরমধুসুবচঃ অধরমধুতুল্যানি সুবচাংসি যস্যাস্তথাভূতে গৌরি। তত্র শ্রীবৃন্দাবনে রত্নাঙ্গানাং সন্তানকানাং কল্পদ্রুমাণাং মধ্যে একে দ্রুমেন্দ্রা রাকেন্দু কোট্যাতপবিশদ-করাঃ। হে রামে তেষু চ সন্তানকেষু চ একে রাত্রে বিরামে সমুদিত তপন জ্যোতিসিন্ধূপমেয়াঃ সমুদিতঃ প্রাতঃ সমুদিতো যস্তপনস্তেন জ্যোতিতুং শীলং

অনুবাদ

মূলানুবাদ—যামলে গৌরীর প্রতি রুদ্রবাক্য—হে গৌরী অধরমধুতুল্য তোমার সুমধুর বাক্যাবলী। শ্রীবৃন্দাবনে পথের ধারে ধারে অবস্থিত রত্নখচিত সন্তান-কল্প বৃক্ষ সমূহের মধ্যে কোন কোন বৃক্ষরাজ কোটি পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কান্তি বিশিষ্ট, হে রামে আর কোন কোন বৃক্ষরাজ প্রভাতে কোটি সূর্যসম উজ্জ্বল জ্যোতিঃ সমুদ্র বিশিষ্ট, তাহা হইতেও একশ্রেণী কল্পবৃক্ষ সুবর্ণ মণ্ডিত দর্পণ বৎ কান্তি বিশিষ্ট বিরাজ করিতেছেন ।।১৩০।।

সরোবরে পদ্ম থাকে, তাহাতে জলের স্পর্শ নাই, সেইরূপ ভূমণ্ডলে শ্রীভগ-বদ্ধাম থাকিলেও তাহার সহিত প্রকৃতির স্পর্শ নাই। এই জগতে অতি অল্প মহানুভবী কেহ কেহ শ্রীবৃন্দাবনের তত্ত্ব জানেন, কারণ শ্রীহরিবংশে ইন্দ্রাদি দেবগণ বলিতেছেন—আমরা সকলে পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই ।।১২৯।।

যৎকুসুমং যদা মৃগ্যং যৎফলং চ বরাননে।
তত্তদৈব প্রসূয়ন্তে বৃন্দাবন সুরদ্রুমাঃ ॥১৩১॥
দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমন্ততঃ।
সর্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ।
গন্ধরূপং স্বাদুরূপং ফল পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ।
হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেচ্চ তৎ।
ত্বগ্ বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তৎসর্ব্বংভৌতিকং বিদ্ধি নহ্যভুতময়ং চ তৎ।

টীকা

যেষাং তে চ সিন্ধবশ্চ তৈরুপমেয়া উপমানার্হা ইত্যর্থঃ। কমন্তে বিরাজন্তে তেভাস্তানপ্যতিক্রম্য একে কমন্তে কথম্ভূতাঃ? সুবর্ণাচিত মুকুররুচ ইতি ॥১৩০॥

যদিতি তত্রৈব যদা যৎ কুসুমং মৃগ্যং ভবতি, যদা চ যৎফলং মৃগ্যং ভবতি তদৈব তদৈব তত্তচ্চ বৃন্দাবন সুরদ্রুমাঃ প্রসূয়ন্ত ইতি ॥১৩১॥

অনুবাদ

হে বরাননে যে পুষ্প আর যে ফল যখন প্রয়োজন বৃন্দাবন স্থিত কল্প-তরুগণ তখনই প্রদান করিতেছেন ॥১৩১॥

হয় শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বৈকুণ্ঠস্থ পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণে—হে ব্রহ্মন্ শ্রীবৃন্দাবনের পদার্থ তত্ত্ব সমূহ বলিব, শ্রবণ করুন—চতুর্দিকে অবস্থিত বৃক্ষসমূহ সর্বভোগ প্রদ কল্পবৃক্ষ। ফল পুষ্পাদি যাহা কিছু গন্ধরূপ ও স্বাদুরূপ এবং হেয়াংশ না থাকায় কেবল রসরূপ ফল সমূহ। ফলের ত্বক্ ও বীজরূপ হেয়াংশ ও কঠিনাংশ যাহা তাহা সকলই ভৌতিক জানিবেন, পরন্তু বৃন্দাবনের বস্তু সকল পঞ্চভূতময় নহে শুদ্ধসত্ত্বময়। ভৌতিক দ্রব্য সমূহ রসবদ্-রসযুক্ত, শ্রীবৃন্দাবনের দ্রব্যসমূহ রসরূপ। হে ব্রহ্মন্ ভৌতিক দ্রব্যসমূহ রসযোগে

টীকানুবাদ—'বীথ্যাম্' ইতি যামলে গৌরীং প্রতি রুদ্রবাক্য ॥১৩০॥

যদিতি যামলে ॥১৩১॥

রসবদ্ ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রস-রূপকম্।
রসস্য যোগতো ব্রহ্মণ্ ভৌতিকং স্বাদবৎ ভবেৎ।
তস্মাৎ সাধ্যো রসো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাদ্ব্যাপকঃ পরঃ ॥১৩২॥

অথ নাম জাত্যাদিকম্

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকল নিগম বল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা,
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ-নাম ॥১৩৩॥

টীকা

দ্রব্যেতি হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বৈকুণ্ঠস্থ পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণে ইহেত্যত্র দ্রব্যেতি ক্বচিৎ পাঠঃ তত্রত্যং তৎসর্ব্বং ভৌতিকং ন বিদ্ধি হি যতস্তচ্চাভূতময়ং শুদ্ধ সত্ত্বময় মিত্যর্থঃ। অন্যৎ বিকসিতার্থং ॥১৩২॥

মধুরেতি স্কান্দে প্রভাস খণ্ডে ॥১৩৩॥

অনুবাদ

স্বাদযুক্ত হয়। তাহা হইতে ভিন্ন ব্রজের বস্তু সকল হে ব্রহ্মন্ সাধ্যরস স্বরূপ। রস পরম ব্যাপক ॥১৩২॥

অথ নাম জাত্যাদি

মূলানুবাদ—প্রভাসখণ্ডে স্কন্দ পুরাণে—(হ ভ বি ১১।৪৫১) এই কৃষ্ণনাম—শ্রীকৃষ্ণের নাম বা 'কৃষ্ণ' এইটি মধুর হইতেও মধুর, মঙ্গল হইতেও সুমঙ্গল, প্রণব বেদবৃক্ষের বীজ, কৃষ্ণনাম সকল বেদলতার উত্তম সুপক্ক ফল, চিৎ ব্রহ্ম তৎস্বরূপ 'নাম ব্রহ্ম'। একবারও পরিগীতং—পরি অর্ধেক অসম্পূর্ণ অস্পষ্ট কীর্তন, তাহাও শ্রদ্ধার সহিত অথবা হেলায়, কীর্তনের আনুষঙ্গিক ফলে হে ভৃগুবর নরমাত্র সকলকেই তারণ করেন—সংসার মোচন করেন ॥১৩৩॥

'দ্রব্য তত্ত্বঃ' ইতি—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বৈকুণ্ঠস্থ পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণে ॥১৩২॥
'মধুরেতি' প্রভাস খণ্ডে স্কন্দপুরাণে ॥১৩৩॥

হন্তৈতমেব পুরুষং সর্ব্বাণি নামান্যভিবদন্তি যথানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রং সমভিবিশন্তি এবমেবৈতানি নামানি সর্ব্বাণি পুরুষমভি সংবিশন্তীতি ॥১৩৪॥

ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
অষ্টাক্ষর-স্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ততে ॥১৩৫॥

ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্। ওমিত্যেতদক্ষরং সর্ব্বম্। প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতম্। অপূর্ব্বোঽন্তরো বাহ্যো ন পরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ। সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদি র্মধ্যমন্তস্তথৈব চ। এবং

টীকা

হন্তেতি স্পষ্টার্থাঃ ॥১৩৪॥ ব্যক্তং হীতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে অষ্টাক্ষর মুদিশ্য ॥১৩৫॥

ওঙ্কার ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদি প্রণব মুদ্দিশ্য, নতু পরমেশ্বরস্যৈব তত্তদ্ যোগ্যতা সম্ভবাদ্ বর্ণমাত্রস্য তথোক্তিঃ স্তুতিরূপৈবেতি মন্তব্যম্। অবতারান্তর-

অনুবাদ

হর্ষে—এই পরম পুরুষকেই নাম সমূহ সর্বভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন, যেমন নদী সমূহ পর্বত চত্বর গ্রাম সমূহ হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রে সর্ব্বভাবে প্রবেশ করে, সেইরূপই এই নাম সমূহ পুরুষোত্তম কৃষ্ণেই সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইতেছেন। ১৩৪।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—স্পষ্টভাবেই ভগবানই সাক্ষাৎ স্বয়ং নারায়ন অষ্টাক্ষর মন্ত্ররূপে সকলের জিহ্বায় পুনঃ পুনঃ কীর্তিত হইতেছেন ॥১৩৫॥

মাণ্ডুক্য উপনিষদে—ওঁকারই পরিদৃশ্যমান সকলই। 'ওঁ' এই অক্ষর সকলই। প্রণবই শব্দব্রহ্ম, প্রণবই শ্রেষ্ঠ, যাহার পূর্ব্বে কেহ নাই, তাহা

হন্তেতি সরলার্থ। ১৩৪॥ 'ব্যক্তং হি' ইতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে অষ্টাক্ষর মন্ত্র প্রসঙ্গে ॥১৩৫॥

'ওঙ্কার' ইতি মাণ্ডুক্য উপনিষদে প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া। শ্রুতি পুরাণাদিতে প্রণব উপলক্ষণে শ্রীনামের যে মহিমা কীর্তিত হইয়াছে, তাহা

হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্। প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্বস্য হৃদয়ে স্থিতং। সর্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ। ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ ॥১৩৬॥

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥১৩৭॥

টীকা

বৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণ অবতারোঽয়ম্ ইত্যস্মিন্ অর্থে তেনৈব শ্রুতিবলেনাঙ্গীকৃতে তদভেদেন তৎসম্ভবাৎ তস্মান্নামনামিনোরভেদ এব ॥১৩৬॥

অনুবাদ

অপূর্ব্ব, যাহার অন্তর বাহির নাই। যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ নাই তাহাই প্রণব অব্যয়। প্রণব সকলের আদি মধ্য ও অন্ত। এইভাবে প্রণবকে জানিয়া বিশেষ ভোগ প্রাপ্ত হয়। প্রণবকেই ঈশ্বর—সকলের হৃদয়ে স্থিত পরমাত্মা জানিবে। ওঙ্কারকে সর্ব্বব্যাপি মনন করিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করে না। অমাত্র এবং অনন্তমাত্র নাম নামী অভিন্ন, মঙ্গলময়। যিনি ওঙ্কারকে জানিয়াছেন, তিনিই মুনি, অন্যে নহে ॥১৩৬॥

মূলানুবাদ—পদ্মপুরাণে—নামচিন্তামণি—শ্রীনামই চিন্তামণি সেবকের চিন্তিত সর্বপ্রয়োজন ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেমফল প্রদ। কেবল তাহাই নহে—পরন্তু চৈতন্যরসবিগ্রহ, যিনি কৃষ্ণ তিনিই সাক্ষাৎ। তাহার কারণ, নাম নামী অভিন্ন—শ্রীকৃষ্ণ যেমন পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, তাহার নামও পূর্ণশক্তিমান্, পরম পবিত্র এবং নিত্যমুক্ত-সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত।

পরমেশ্বরেরই ঐসকল যোগ্যতা সম্ভব হেতু বর্ণ মাত্রের সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি স্তুতি মাত্রই—এইরূপ কিন্তু মনে করা উচিত হইবে না। বিভিন্ন অবতারের ন্যায় পরমেশ্বরই বর্ণরূপে অর্থাৎ নিজ 'নাম'রূপে এই অবতার—নামাবতার গ্রহণ করিয়াছেন এই অর্থে সেই শ্রুতি বলেই পরমেশ্বরের নামনামী অভেদ সম্ভবহেতু নামনামীর অভেদই সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। ১৩৬।

নামানি বিশ্বানি ন সন্তি লোকে, যদাবিরাসীৎ পুরুষস্য সর্বম্।
নামানি সর্বাণি যমাবিশান্তি তং বৈ বিষ্ণুং পরমমুদাহরন্তি ॥১৩৮॥
"অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাম্," ইত্যাদ্যাঃ।
সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধি সাক্ষিণে ॥১৩৯॥

টীকা

তদুক্তং নামচিন্তামণিরিতি পাদ্মে। নামৈব চিন্তামণিঃ সর্বার্থ—দাতৃত্বাৎ। ন কেবলং তাদৃশমেব, অপি তু চৈতন্যেত্যাদি লক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ। তত্র হেতুরভিন্নত্বাদিতি। বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ পদ্যাবলী টীকা দ্রষ্টব্যা ॥১৩৭॥

নামানীতি ভাল্লবেয় শ্রুতিঃ সুগমার্থা ॥১৩৮॥ (অজামেকামিত্যাদিষু অজায়মানত্বলক্ষণজাতেশ্চ শ্রবণাৎ)

অনুবাদ

অথবা—কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহই নামচিন্তামণি—জয় জয় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রকাশ—শ্রীশ্রীগৌরহরি। প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥ ইহা হৈতে সর্ব সিদ্ধি হইবে সবার। সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥১৩৭॥

ভাল্লবেয় শ্রুতি—ইহলোকে শ্রীকৃষ্ণের সকল নাম প্রচারিত ছিল না, যখন তিনি আবির্ভূত হইলেন, তখনই মুক্ত-প্রগ্রহ ন্যায়ে সকল নাম তাঁহাতে মিলিত হইল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই সকলে বিষ্ণুপরতত্ত্ব বলিয়া উচ্চ কীর্তন করিতে লাগিলেন ॥১৩৮॥

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, জনগণকে অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশরহিত কারী এবং সঙ্কল্প মাত্রই সর্বকর্ম করিতে সমর্থ, বেদান্তবেদ্য, জগদ্গুরু স্বভজন উপদেষ্টা এবং সর্ববুদ্ধি সাক্ষী (পরমাত্মা) কৃষ্ণকে প্রণাম ॥১৩৯॥

টীকানুবাদ—'নামচিন্তামণি' ইতি পদ্মপুরাণে। বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে পদ্যাবলী টীকা দ্রঃ ॥১৩৭॥ নামানি' ইতি ভাল্লবেয় শ্রুতি ॥১৩৮॥

নামকর্মস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে।
যস্যাখিল প্রমাণানাং স বিষ্ণুর্গর্ভগস্তবেতি ॥ (বিপু ৫।২।১৯)॥ ১৪০॥
শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং স্বয়ং ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ নিরূপণং নাম চতুর্থং প্রকরণম্ ॥৪॥×॥×॥
ইতি চতুর্থং রত্নম্

—০—

টীকা

আদি শব্দাদ্ রূপ গ্রহণং তচ্চ "সচ্চিদানন্দরূপায়েত্যাদিনা পূর্বদর্শিত মেব ॥১৩৯॥

তথৈব ভগবৎ স্বরূপ সাম্যাদভেদেনৈবোক্তং বৈষ্ণবে (বিপু ৫।২।১৯) নামেতি। বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ "ভগবৎ সন্দর্ভো" দৃশ্যঃ ॥১৪০॥×॥×॥×।
ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায়া টীকায়াং চতুর্থং শ্রীকৃষ্ণ প্রকরণম্ ॥
॥×॥×॥৪॥×॥×॥

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৫।২।১৯) যাহার নাম রূপগুণ লীলা স্বরূপাদি প্রাকৃত-বুদ্ধির অগোচর প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহ যাহার তত্ত্ব নির্ধারণ করিতে অসমর্থ সেই ভগবান বিষ্ণু। হে যশস্বিনি দেবকী তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন, তোমাকে প্রণাম ॥১৪০॥ ইতি শম্॥
ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণ নামক চতুর্থ প্রকরণ অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।৪।×।

আদি শব্দে রূপ গ্রহণ, তাহাই 'সচ্চিদানন্দরূপায়' ইত্যাদি প্রমাণে দর্শিত হইল। ১৩৯॥

শ্রীভগবৎ স্বরূপ সাম্য হেতু বিষ্ণু শব্দদ্বারা দেবকী গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন—'নাম' ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৫ ২।১৯। বিশেষ জানিবার ইচ্ছা থাকিলে শ্রীভগবৎ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ॥১৪০॥
ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালা টীকানুবাদে
চতুর্থ প্রকরণ সমাপ্ত। ৪॥×॥×॥

পঞ্চম রত্নম্

জীবতত্ত্ব-প্রকরণম্

অথাবশিষ্টং পরমাত্ম বৈভবং দর্শয়ন্ত্য আহুঃ তত্র জীবস্বরূপং যথা— (পরমাত্ম-সন্দর্ভে ১৯-৪৭ অনু)

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো,
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশেতি ॥ মু ৩।১।৯ ॥ ১ ॥

টীকা—

অথেতি মাঙ্গল্যে। স বা এষ মহানজ আত্মেতি বৃহদারণ্যকে। (৪।৪।২২) মহতাং চ মহানিতি গীতোপনিষদ্ভাশ্চ শ্রূয়তে। তত্র জীবো মহান্ এব অণুর্বেতি সংশয়স্তত্রাণুরেব জীবঃ ইতি (৩।১।৯) মুণ্ডকাঃ পঠন্তি—এষ ইতি। পঞ্চধা প্রাণাপানেত্যাদিরূপেণ। যস্মিন্ জীবে, একত্বং তু জাত্যা। যমেব প্রতিক্ষেত্র ভিন্নত্বে হেতুর্যোঽণুরিতি, তত্রাণুঃ পরমাণুরিত্যর্থঃ। যস্য দিগ্ভেদেঽপ্যংশো ন কল্পয়িতুং শক্যতে, স এবাংশস্য পরাকাষ্ঠেতি তদ্বাদঃ। তস্মাৎ

অনুবাদ

পঞ্চম রত্ন

জীবতত্ত্ব প্রকরণ

মূলানুবাদ—অনন্তর অবশিষ্ট পরমাত্মবৈভব জীবতত্ত্ব প্রদর্শন করিতে শ্রুতিগণ বলিতেছেন—মুণ্ডক শ্রুতিতে (৩।১।৯)—এই জীবাত্মা অণু পরিমাণ ইহা চিত্তদ্বারা অনুভববেদ্য। যে দেহ মধ্যে প্রাণ পঞ্চপ্রকারে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ প্রাণবন্ত দেহমধ্যে অণুপরিমাণ সূক্ষ্ম জীবাত্মা চিত্তদ্বারা অনুভববেদ্য ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—অথ মঙ্গলার্থে। বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২২) সেই প্রসিদ্ধ এই মহান্ অজ আত্মা শুনা যায়। এই বিষয়ে জীব মহান্ অথবা অণু—এইরূপ সংশয়, উত্তরে মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।৯) জীব 'অণু'ই—'এষ' ইত্যাদি। যে শরীরে প্রাণবায়ু পঞ্চধা প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান—এই পঞ্চপ্রকারে প্রবিষ্ট আছেন। যে জীবে—এস্থলে একবচন জাতিতে। প্রতি শরীরে জীব ভিন্ন তাহার কারণ, জীব 'অণু' পরমাণু, যাহার দিগ্ভেদেও অংশ কল্পনা করা

বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ২ ॥
বালাগ্র শতশো ভাগঃ কল্পিতো যঃ সহস্রধা।
তস্যাপি শতশো ভাগো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩ ॥

টীকা

সূক্ষ্মতা পরাকাষ্ঠাং প্রাপ্তো জীব ইত্যর্থঃ। দুর্জ্ঞেয়ত্বাদ্ যৎসূক্ষ্মত্বং তদত্র ন বিবক্ষিতম্। মহান্ ইতি, অণুরিতি পরস্পর প্রতিযোগিত্বেন বাক্যানামানন্তর্য্যোক্ত শ্রুতানাং স্বারস্য ভঙ্গাৎ। প্রপঞ্চ মধ্যে হি সর্ব্বকারণত্বাৎ মহত্তত্ত্বস্য মহত্ত্বং নাম ব্যাপকত্বং। নতু পৃথিব্যাদ্যপেক্ষয়া সুজ্ঞেয়ত্বং যথা, তদ্বৎ প্রপঞ্চে জীবানামপি সূক্ষ্মত্বং পরমাণুত্বমেবেতি স্বারস্যম্ ॥ ১ ॥

'বালাগ্র' ইতি শ্বেতাশ্বতরে (৫।৯)। অন্তো মরণং তদ্রাহিত্যায় মোক্ষায়েত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ

শ্বেতাশ্বতরে (৫।৯) একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া পুনরায় উহার একভাগকে শতভাগ কল্পনা করিলে উহার একভাগ সম অণু পরিমাণ জীবাত্মা, তাহাই বিশেষভাবে জানিবার বিষয়, তাহাও অনন্ত সংখ্যাতীত ॥২॥

কেশাগ্রের শতভাগের একভাগকে সহস্র ভাগ কল্পনা করিয়া তাহারও শতভাগের একভাগ জীবের পরিমাণ ইহা কথিত হয় ॥ ৩ ॥

যায় না, তাহাই অংশের শেষ সীমা তাহার নাম পরমাণু। অতএব সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত জীব। দুর্জ্ঞেয় হেতু সূক্ষ্ম, তাহা এস্থলে বিবক্ষিত নহে। বৃহদারণ্যকে আত্মাকে 'মহান্' বলা হইল, মুণ্ডকে 'অণু' বলা হইল, এইরূপ পরস্পর বিরোধি বাক্যসমূহের মধ্যে পরবর্তি বাক্যসমূহের স্বারস্য ভঙ্গহেতু, বিশ্বমধ্যেই সর্বকারণ হেতু মহৎ তত্ত্বেরই মহত্ত্ব অর্থাৎ ব্যাপকত্ব। যেমন পৃথিবী আদির অপেক্ষায় সহজবোধ্য নয়, সেইরূপ এই বিশ্বে জীবসমূহেরও সূক্ষ্মত্ব অর্থাৎ পরমাণুত্ব, ইহাই স্বারস্য ॥ ১ ॥

'বালাগ্র' ইতি শ্বেতাশ্বতরে (৫।৯) আনন্ত্যায়—অন্তঃ অর্থাৎ মরণ, তদ্রাহিত্য আনন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষের নিমিত্ত ॥ ২ ॥

আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্ট (শ্বে ৫।৮) ইতি ॥ ৪ ॥

বালাগ্র শতভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ।

জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীব ইতি ॥ ৬ ॥

গুণাদ্বালোকবদিতি (ব্র সূ ২।৩।২৬) ॥ ৭ ॥

টীকা

বালেতি স্ফুটার্থা ॥ ৩ ॥

আরাগ্র ইতি অরম্ভেদমারং তৎসূক্ষ্মপ্রান্ততুল্য ইত্যর্থঃ। হ্যবরো হীতি পাঠান্তরং ॥ ৪ ॥ বালেতি অন্যত্র চ স্ফুটার্থা ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মাণামিতি শ্রীভাগবতে (১১।১৬।১১) একাদশে ॥ ৬ ॥

গুণাদিতি। অণুরপি জীবশ্চেতয়িতৃত্ব-লক্ষণেন চিদ্‌গুণেন নিখিল দেহ-

অনুবাদ

শ্বেতাশ্বতরে (৫।৮) আরার (সূচের) অগ্রভাগের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মাও হৃদয় গুহায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরমাত্মার সহিত দৃষ্ট হন ॥ ৪ ।

কেশাগ্রের শতভাগের একভাগের শতাংশ সদৃশ এই জীবাত্মা সূক্ষ্ম স্বরূপ সংখ্যাতীত চিৎকণ ॥ ৫ ॥

শ্রীভাগবতে (১১।১৬।১১) শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিগণনা প্রসঙ্গে—সূক্ষ্ম বস্তু-সমূহের মধ্যে সূক্ষ্মতম জীব আমি ॥ ৬ ॥

ব্রঃ সূঃ (২।৩।২৬) অণু জীবাত্মা চৈতন্য গুণদ্বারা আলোকের ন্যায় সমগ্র দেহব্যাপি ॥ ৭ ॥

বালেতি সরলার্থ । ৩ ॥

'আরাগ্র' ইতি শ্বেতাশ্বতরে (৫।৮) 'আরাগ্রমাত্র' আরা সূক্ষ্মবেধনাস্ত্র, তাহার অতি সূক্ষ্ম প্রান্তভাগতুল্য ॥ ৪ ॥

'বালাগ্র' ইহা অন্যত্র সরলার্থ ॥ ৫ ॥

'সূক্ষ্মাণাং' ইতি শ্রীভাগবতে (১১।১৬।১১) ॥ ৬ ॥

'গুণাদ্বা' ইতি ব্রহ্মসূত্র (২।৩।২৬)—অণু পরিমাণ হইয়াও জীবাত্মা

অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্মা ইতি ॥ ৮ ॥

টীকা

ব্যাপী, আলোকবৎ, যথা সূর্যাদেরালোক একদেশস্থোঽপি খলোকং ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ। তথৈব শ্রীগীতোপনিষদি – যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ইতি। যথা শির আদৌ ধার্যমানস্য জতুজটিতস্যাপি মহৌষধি-খণ্ডস্যাখণ্ডদেহ পুষ্টিকরণাদি হেতুঃ প্রভাবঃ। যথা বা অয়স্কান্তাদেলৌহ চালনাদিহেতুঃ প্রভাব স্তদ্বদত্রাপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭ ॥

জীব স্বরূপভূতং জ্ঞানং নিত্যমনিত্যং বা ইতি সংশয়ে সতি তত্র বৃহদা-রণ্যকা আহুঃ - অবিনাশীতি। অত্র স্বরূপতো ঽবিনাশী জীবো যথা, তথা উচ্ছেদ রহিতো ধর্ম্মো যস্যেতি ধর্মতোঽপি অবিনাশীত্যর্থঃ। ব্যাখ্যান্তরে পুনরুক্তিরেব স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বৃহদারণ্যকে (৪।৫।১৪) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অরে মৈত্রেয়ি! অবিনাশী এই জীবাত্মা, যাহার ধর্মের উচ্ছেদ নাই ॥ ৮ ॥

চৈতন্য গুণদ্বারা সমগ্র দেহব্যাপী, 'আলোকবৎ' যেমন সূর্যাদির আলোক একদেশে থাকিয়াও সারা আকাশে ব্যাপ্ত হয় সেইরূপ। শ্রীগীতা উপনিষদেও ঐরূপ উক্তি আছে—যেমন এক সূর্য এই সমগ্র লোককে প্রকাশ করিতেছেন, হে ভারত! সেইরূপ ক্ষেত্রী জীবাত্মা এই সমগ্র দেহরূপ ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে ॥ যেমন দেহের যে কোন অঙ্গে ধার্যমান মাদুলির মধ্যস্থিত মহৌষধখণ্ড সমগ্র দেহ পুষ্টি করার প্রভাব ধারণ করে। অথবা—চুম্বক খণ্ড লোহচালন শক্তি ধারণ করে সেইরূপ জীবাত্মাও সমগ্র দেহকে চৈতন্য রাখে ॥ ৭ ॥

জীবের স্বরূপভূত জ্ঞান নিত্য বা অনিত্য এ বিষয়ে সংশয় হইলে পর বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (৪।৫।১৪) অবিনাশী এস্থলে স্বরূপতঃ অবিনাশী আত্মা যেমন, সেইরূপ উচ্ছেদ রহিত ধর্ম্ম যাহার সেই জীবাত্মা অনুচ্ছিত্তি ধর্ম্মা অর্থাৎ ধর্ম্মতও অবিনাশী ॥ ৮ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ, নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
(১।২।১৯ কঠ ২।২০ গীতা) ॥ ৯ ॥

যদ্‌বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্‌ বৈ দ্রষ্টব্যং ন পশ্যতি।
··· ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে র্বিপরিলোপো বিদ্যতে (বৃ ৪।৩।২৩-৩০ ॥ ১০ ॥

টীকা

নন্ন জায়তে ঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে ঽপক্ষীয়তে নশ্যতীতি যাস্কেন পঠিতা ষড়্‌বিকারা জীবেষু সন্তি কথং নিত্যত্বং তত্রাহ—ন জায়তে ইতি কাঠকে (১।২।১৯) স্ফুটার্থঃ। তথৈবাহ ভগবান্ কৃষ্ণেক্ষণঃ গী ২।২০—ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ ইতি পূর্ব্বোক্তা. ষড়্‌বিকারা দেহাদি বিষয়া এব জ্ঞেয়াঃ ॥৯॥

অনুবাদ

কঠোপনিষদে (১।২।১৯)—অবিলুপ্ত চৈতন্য জীবাত্মা জাত হন না, বা বিনষ্ট হন না, এই আত্মা জাগতিক কোন পদার্থ হইতে জন্ম হন নাই, বা ইহা হইতে কেহ হয় নাই। এই আত্মা 'অজ' জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত—ক্ষয়রহিত, পুরাতন হইয়াও নূতন, দেহ নিহত হইলেও নিহত হন না ॥ (গীতা ২।১৫-২০ দ্রঃ) ॥ ৯ ॥

বৃহদারণ্যকে ৪।৩।২৩-৩০) এই অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না। দর্শন করিয়াও দ্রষ্টব্যকে দর্শন করেন না। নিত্য বর্তমান আত্মাই দ্রষ্টা, দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। ঐরূপ নিত্য বর্তমান আত্মাই জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতার জ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না। কারণ ইহা অবিনাশী ॥ ১০ ॥

প্রশ্ন—জন্ম অস্তিত্ব বৃদ্ধি পরিণাম অপক্ষয় নাশ এই যাস্ক পঠিত ষড়্-বিকার জীবসমূহে আছে, নিত্যতা জীবের কিরূপে হয়? তাহার উত্তরে কঠ (১।২।১৯) সরলার্থ। শ্রীগীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—পূর্বোক্ত ষড়্‌বিকার দেহের, আত্মাতে নহে (২।২০) ॥ ৯ ॥

টীকা

যদিতি বৃহদারণ্যকে—(৪।৩।২৩-৩০) যদ্ যদা সুষুপ্তৌ তদ্ ইন্দ্রিয়াদিকং ন পশ্যতি পশ্যন্ তাদৃশ তদ্‌গতমানন্দমনুভবন্ দ্রষ্টব্যং বস্তু ন পশ্যতি, ন চ তদানীং তজ্‌জ্ঞাননাশো বক্তব্য ইত্যাহ নহীতি 'বিজ্ঞাতুর্জীবস্য বিজ্ঞাতেঃ ধর্মভূত জ্ঞানস্য বিপরিলোপো বিনাশো নাস্তি। অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মেত্যাদি প্রাগুক্তানুসারেণ জ্ঞেয়ঃ। (ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৯) 'তদ্‌গুণ সারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ'. অত্র সূত্রে বিজ্ঞাতুরপি জীবস্য জ্ঞান স্বরূপত্বেন ব্যপদেশঃ, কুতঃ? তদ্‌গুণেতি, স জ্ঞানলক্ষণো গুণঃ সারো যত্র তথাত্বাৎ, সারো ব্যভিচার রহিতঃ স্বরূপানুবন্ধীতি যাবৎ প্রাজ্ঞবৎ। যথা 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ববিদিতি' প্রাজ্ঞত্বেনোক্তস্য বিষ্ণোঃ 'সত্যং জ্ঞানমি'তি জ্ঞানস্বরূপেণ ব্যপদেশঃ। তদ্বৎ অত্র জ্ঞাতা জ্ঞান-স্বরূপঃ স্বরূপভূত জ্ঞান-নাশ শূন্যশ্চ জীবো নির্দিষ্টঃ।

তথৈব স্মৃতিশ্চ—'যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষাপণান্মণেঃ ॥ দোষ প্রহাণান্ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা ॥ যথোদপান খননাৎ ক্রিয়তে ন জলাম্বরম্ ॥ সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ ॥ তথা হেয় গুণ ধ্বংসাদব-বোধাদয়ো গুণাঃ। প্রকাশ্যন্তে ন জন্যন্তে নিত্যা এবাত্মনো হি তে ॥ ইতি,

অন্‌ুবাদ

'যদ' ইতি বৃহদারণ্যকে (৪।৩ ২৩-৩০) যে সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়াদিকে দর্শন করেন না, দেখিলেও ঐরূপ তাহার আনন্দকে অনুভব করিয়া দ্রষ্টব্য বস্তুকে দর্শন করেন না। সেইকালে আত্মার জ্ঞাননাশও বলিতে পার না। ইহাই বলিতেছেন—বিজ্ঞাতা জীবের ধর্ম্মভূত জ্ঞানের বিনাশ নাই। 'অবিনাশী এই আত্মা' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যানুসারে। ব্রহ্মসূত্র (২।৩।২৯) 'তদ্‌গুণ সারত্বাৎ' ইত্যাদিতে বিজ্ঞাতা জীবেরও জ্ঞানস্বরূপে উপদেশ কেন? তদ্‌গুণ সারত্বাৎ—জ্ঞানলক্ষণ গুণসার—অব্যভিচাররূপে যাহাতে বিদ্যমান। অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধি. প্রাজ্ঞবৎ—যেমন যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্ বিষ্ণু প্রাজ্ঞরূপে উক্ত, আবার 'সত্যং জ্ঞানং' ইত্যাদিতে জ্ঞানস্বরূপে উপদেশ। সেইরূপ এস্থলে জীবাত্মা জ্ঞাতা হইয়াও জ্ঞানস্বরূপ, স্বরূপভূত জ্ঞান নাশ শূন্য জীব নির্দিষ্ট হইল। সেইরূপ স্মৃতিও—যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না ইত্যাদি এস্থলে হেয়গুণ

হৃদি হ্যেষ আত্মেতি ॥ ১১ ॥ (প্রশ্নোপনিষদি ৩।৬)

টীকা

ইহ হেয়গুণাঃ। পাপ্ম জরাদয়ো জ্ঞেয়াঃ। অববোধো গুণোঽভ্যুদিতঃ সংসৃতি-তিমিরং নাশয়তি। যৎ সূর্য্য-সহস্রেণাপি নাপনেতুং শক্যতে। যস্যানুদয়ে সর্বত্যাগিনোঽপি পশোরিব ন মুক্তিঃ স্যাৎ। যস্মাদ্ যে তু গৃহিণোঽপি জনকাদেরিব মুক্তিরিতি।

এব মুক্তং মোক্ষধর্মে—আকিঞ্চনেঽপি মোক্ষোঽস্তি কিঞ্চনে নাস্তি বন্ধনং। কিঞ্চনে চেতরে চৈব জন্তুর্জ্ঞানেন মুচ্যতে॥ ইতি সুলভাং ভিক্ষুকীং প্রতি জনকেন। স্মৃতিশ্চ অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দন বিপ্রুষঃ। ইতি। কৃৎস্না শ্রুতিস্তু - তদবৈ তন্ন বিজানাতি, বিজানন্ বৈ তদ্বিজ্ঞেয়ং ন বিজানাতি, নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে বিপরিলোপো বিদ্যতে ঽবিনাশিত্বান্নতু তদদ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যদ-বিজানীয়াদিতি বা পাঠঃ ॥ ১০ ॥

নন্বু কোঽসৌ দেশঃ যত্র জীবস্তিষ্ঠতীতি চেৎ তত্রাহ—হৃদীতি ষট্-প্রশ্ন্যাম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ

প্রশ্নোপনিষদে (৩।৬) হৃদয়াকাশেই এই আত্মা বাস করেন ॥ ১১ ॥

সমূহ পাপ, জরা প্রভৃতি। অববোধ – গুণ উদিত হইয়া সংসারতমোকে নাশ করে। যাহা সহস্র সূর্যেও নাশ করিতে পারে না। যে বোধের উদয় না হইলে সর্বত্যাগির পশুর ন্যায় ব্যবহার, মুক্তি হয় না এবং যে জ্ঞানের উদয়ে গৃহী জনকাদিও জীবন্মুক্ত। ইহাই মোক্ষধর্মে বলিয়াছেন – অকিঞ্চনেও মোক্ষ আছে কিঞ্চনেও বন্ধন নাই। কিঞ্চনেও তদ্বিপরীতেও জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ হয়॥ ইহা সুলভা ভিক্ষুকীকে জনক বলিয়াছিলেন।

স্মৃতিতেও—জীব অণুপরিমাণ হইয়াও নিজ দেহকে ব্যাপিয়া থাকে। যেমন হরিচন্দনের বিন্দু ললাটে থাকিয়াই সর্বশরীরকে শীতল করে। সম্পূর্ণ শ্রুতি—বৃহদারণ্যক (৪।৩।৩০) দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১০ ॥

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ,
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো ঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা॥
আশ্চর্য্যোঽস্য জ্ঞাতা কুশলো ঽনুশিষ্টঃ (কঠ ১।২।৭)

টীকা

শ্রবণায়েতি (কঠ ১।২।৭) বিদ্যুঃ বিদুঃ। অত্র স্মৃতয়শ্চ—"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমিতি" শ্রীগীতাসু (২।২৯)। ন তস্য বর্ণং রূপং বা প্রমাণং দৃশ্যতে কচিৎ। ন শক্যঃ কথিতুং বাপি সূক্ষ্মশ্চানন্ত বিগ্রহঃ॥ বালাগ্রশত-ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। তস্মাৎ সূক্ষ্মতরো জীবঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ আদিত্যবর্ণং সূক্ষ্মাম্ভমবিবন্দুমিব পুষ্করে। নক্ষত্রমিব পশ্যন্তি যোগিনো জ্ঞান-চক্ষুষেতি। স্কান্দ প্রভাস খণ্ডে জীবনিরূপণে॥ ১২ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ – কঠ উপনিষদে (১।২।৭) যেহেতু আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকে শ্রবণ পর্যন্ত করিতে পায় না এবং শ্রবণ করিয়াও অনেকে তৎসম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে না। অতএব সেই আত্মার উপদেষ্টা অতি বিরল এবং অনুভবকারীও সুনিপুণ। কারণ নিপুণ আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিরল কেহ কেহ মাত্রই তাঁহাকে জানিতে পারেন ॥ ১২ ॥

প্রশ্ন – জীব কোথায় থাকেন? উত্তরে – প্রশ্নোপনিষদে (৩।৬) এই আত্মা হৃদয়াকাশে থাকেন ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ – শ্রবণায়েতি (কঠ ১।২।৭) ন বিদ্যুঃ=ন বিদুঃ অর্থাৎ জানিতে পারেন না। এ বিষয়ে স্মৃতিসমূহও বলিয়াছেন তন্মধ্যে গীতাতে (২।২৯) এই জীবতত্ত্বকে কেহ কেহ আশ্চর্যবৎ দেখেন॥ জীবাত্মার বর্ণ রূপ বা পরিমাণ কেহ দেখেন না, বলিতেও পারেন না, কারণ সূক্ষ্ম ও অনন্ত বিগ্রহ॥ কেশের অগ্রভাগের শতভাগের একভাগকে শতধা কল্পনা করিয়া তাহা হইতেও সূক্ষ্মতর জীব, তাহা অসংখ্য॥ আদিত্যবর্ণ সূক্ষ্ম সদৃশ, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়, যোগিগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা নক্ষত্রের ন্যায় দর্শন করেন – স্কন্দপুরাণে প্রভাস খণ্ডে জীবনিরূপণে বর্ণিত আছে ॥ ১২ ॥

সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি ॥ ১৩ ॥

টীকা

সুখমিতি বিলীনাহংকারায়াং সুষুপ্তাবহমিতি সুখস্বরূপবিমর্শাৎ অস্মদর্থ এব জীবাত্মা বোধ্যঃ। ননু "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যত্র জ্ঞানমাত্রো জীবঃ প্রতীয়তে। 'সুখম্' ইত্যত্র চ জ্ঞাতেতি বাক্যদ্বয়ে বিরোধঃ প্রতিভাতি। তত্র সমাধানং রবিবিম্বন্যায়েন জ্ঞানমাত্র শ্রুতেরপি জ্ঞাতৃতয়া ব্যাখ্যানাৎ ন বিরোধঃ' ইতি জ্ঞেয়ম্।

অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ - জীবাত্মনোঽস্মদর্থত্বং বিলীনাহমি সুষুপ্তৌ 'সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি' অহংকারত্বেন তস্য পরামর্শাৎ।

তত্তু তস্যাং স্বপ্রকাশ আত্মাস্তে। কিন্তু পশ্চাৎজাতেনান্তঃকরণেন সম্বন্ধাৎ তত্ত্বেন সোঽস্মমীয়তে ইত্যাহ। তন্মন্দম্। অস্বাপ্সমিত্যুত্তম পুরুষ প্রয়োগার্হস্য অস্মদর্থস্যৈব তস্যাং পরামর্শাৎ। ন কিঞ্চিদবেদিষম্ ইতি অজ্ঞানাদ্যংশেপ্য পরামর্শাপত্তেশ্চ।

অনুবাদ

অহঙ্কার পর্যন্ত বিলীনাবস্থায় সুষুপ্তিতে আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। এই জগতের কিছুই জানিতে পারি নাই ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—সুখমিতি - সুষুপ্তিতে অহংকার বিলীনাবস্থায় 'অহম্' আমি—এইরূপ সুখস্বরূপ পরামর্শ হেতু জীবাত্মা অস্মাদর্থ ই জানিতে হইবে। প্রশ্ন :—যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ এই শ্রুতিতে জ্ঞানমাত্র জীব জানা যায়। সুখম্ এস্থলে জ্ঞাতা জীব - সুতরাং বাক্যদ্বয়ে বিরোধ দেখা যায়। এ বিষয়ে সমাধান—রবিবিম্ব ন্যায়ে জ্ঞানমাত্র শ্রুতিরও জ্ঞাতৃরূপে ব্যাখ্যা করিলে বিরোধ থাকে না। এ বিষয়ে নিষ্কর্ষ অর্থ —এই জীবাত্মার অস্মদর্থতা প্রাকৃত অহংকার বিলীনাবস্থায় সুষুপ্তিতে "আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম, এই জগতের কিছুই জানিতে পারি নাই— ইহা জীবের স্বরূপের অহঙ্কাররূপে তাহার পরামর্শ।

আর যাহারা বলেন - ' সুষুপ্তিতে স্বপ্রকাশ আত্মা আছে। কিন্তু জাগরণের পর জাত অন্তঃকরণের সম্বন্ধহেতু অন্তঃকরণরূপে জীব অনুমান করিতেছে"—

টীকা—

ন হি অজ্ঞানাদিকং নিরাশ্রয়ং অন্যাশ্রয়ং বা পরামৃশ্যতে অপি তু অস্মদাশ্রয়মেব ইত্যর্থঃ। যোঽহং শ্রান্তোঽস্মি, সোঽহং সুপ্ত্বা সুখীস্যামিতীচ্ছয়া তস্যাং প্রবৃত্তিঃ। যোঽহং সুপ্তঃ সোঽহং জাগর্মীতি প্রত্যভিজ্ঞা চ ন স্যাৎ। চিৎ অস্বপীন্ন কিঞ্চিদবেদীদিতি বিমর্শশ্চ স্যাৎ।

কিঞ্চ তত্রাস্মদ্ অর্থাপরামর্শে এতাবন্তং কালং সুপ্তোঽহং বা নোবেত্তি সন্দেহাদি স্যাৎ, ন তু নিশ্চয়ঃ ইতি। তস্মাদ্ অস্মদর্থ এব জীবাত্মেতি সাধু-ব্যাখ্যাতম্। অত্র চতুর্বিধস্তর্কোঽপি যথাযথমবগন্তব্যঃ। তত্র প্রথমো 'ন জায়তে' ইত্যাদৌ, দ্বিতীয়ো 'হৃদি হ্যেষ' ইত্যাদৌ, ন জায়তে ইত্যাদাবপি তৃতীয়শ্চ, চতুর্থশ্চ 'যদ্বৈ তদ্বি' ত্যাদৌ সুখমহমিত্যাদৌ চ। তদুক্তং—

অন্বয় ব্যতিরেকাখ্যস্তর্কঃ স্যাচ্চতুরাত্মকঃ। আগমাপায়ি তদবধি ভেদেন প্রথমো মতঃ। দ্রষ্টৃদৃশ্য বিভাগেন দ্বিতীয়োঽপি মতস্তথা। সাক্ষিসাক্ষ্য-

অনুবাদ

এইরূপ, তাহা মন্দ। 'আমি নিদ্রিত ছিলাম' এই উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকায় অস্মদর্থেরই সুষুপ্তিতে পরামর্শ এবং 'আমি কিছুই জানি নাই' এই অজ্ঞানাদি অংশেও পরামর্শ থাকিত না। অজ্ঞানাদি নিরাশ্রয় বা অন্যাশ্রয় হইয়া পরামর্শ করিতেছে, ইহাও নহে, পরন্তু অজ্ঞানাদিও অস্মদাশ্রয়েই। যে আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি, সেই আমি নিদ্রালাভে সুখী হইব' এই ইচ্ছাতে নিদ্রাতে প্রবৃত্তি। যে আমি নিদ্রিত ছিলাম, সেই আমি জাগিতেছি - এই প্রত্যভিজ্ঞাও হইত না। চিৎ জীবাত্মা নিদ্রিত ছিল, সে কিছুই জানে না — এইরূপ বিমর্শ হইত।

আরও সুষুপ্তিতে অস্মদর্থ পরামর্শ না হইলে - এই কাল যাবৎ আমি সুপ্ত ছিলাম বা না - এইরূপ সন্দেহাদি থাকিয়া যাইত নিশ্চয় হইত না। অতএব অস্মদর্থই জীবাত্মা, ইহাই উত্তম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥ এ বিষয়ে চতুর্বিধ তর্কও যথাযথ অবগত হওয়া উচিত। প্রথম তর্ক - 'ন জায়তে', ইত্যাদিতে। দ্বিতীয় - 'হৃদি হ্যেষ' ইত্যাদিতে, 'ন জায়তে' ইত্যাদিতেও তৃতীয় তর্ক, চতুর্থ—'যদবৈতদ্' ইত্যাদিতে, 'সুখমহম্' ইত্যাদিতেও তাহাই প্রাচীন উক্তিতে—

আহ চৈবং ভগবান্ সূত্রকারঃ (২।৩।১৯) জ্ঞোঽতএব ইতি ॥১৪॥

এষ হি দ্রষ্টা প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মণো ঽংশভূতস্তথা ইতরোভোক্তেতি ॥ ১৬ ॥

টীকা

বিভাগেন তৃতীয়: সম্মত: সতাং। দুঃখি প্রেমাস্পদত্বেন চতুর্থঃ সুখবোধকঃ॥ ইতি এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩ ॥

আহেতি। জ্ঞ এবাত্মা জ্ঞানস্বরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃস্বরূপ এব কুতঃ ? ॥ ১৪ ॥

অতএব—ষট্ প্রশ্ন্যাং (৪।৯) এষ হীতি এষঃ জীবঃ। স্ফুটমন্যৎ অত্রাত্মনি তূভয়ং শ্রুতিবলাদেব লভ্যতে। নতু যুক্তিঃ বলাৎ (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ভগবান্ সূত্রকারঃ। 'জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপোঽহমি'তি স্মৃতেশ্চ ॥১৫॥

অথাংশত্বং ব্রহ্মণ ইতি শ্রীগোপালোপনিষদি। যস্মাদ্ব্রহ্মণো ঽংশভূত

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ভগবান্ ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রকার এইরূপ বলিয়াছেন—(২।৩।১৯) অতএব জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা ॥ ১৪ ॥

প্রশ্নোপনিষদ্ (৪।৯) এই পুরুষ জীবাত্মা নিশ্চয়ই দ্রষ্টা, স্পর্শকর্তা শ্রোতা, আঘ্রাতা, আস্বাদকর্তা, মননকর্তা, নিশ্চয়কর্তা, কর্তা ও বিজ্ঞাতা ॥ ১৫ ॥

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তর্ক চারি প্রকার আগমাপায়ি ও তাহার অবধি ভেদে প্রথম, সেইরূপ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভেদে দ্বিতীয়, সাক্ষি সাক্ষ্য বিভাগে তৃতীয়, দুঃখি-প্রেমাস্পদ বিভাগে চতুর্থ সুখবোধক তর্কঃ। এইরূপ অন্যত্রও জানিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—'আহ' ইতি। জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃস্বরূপই কোন প্রমাণে ?॥১৪॥

অতএব প্রশ্ন উপনিষদে (৪ ৯) 'এষ হি' ইত্যাদি। এই জীবাত্মা নিশ্চয়ই দ্রষ্টা ইত্যাদি। এই জীবাত্মাতে শ্রুতি বলেই জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা উভয়ই পাওয়া যায়, যুক্তিবলে নহে। ব্রঃ সূ (২ ১ ২৭) শ্রুতি শব্দ মূলক ইহা ভগবান সূত্রকার বলিয়াছেন। স্মৃতিতেও এই জীবাত্মা জ্ঞাতা ও জ্ঞানস্বরূপ ॥ ১৫ ॥

মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন ইতি ॥ ১৭ ॥

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে ইতি ॥১৮ ॥

এষ হ্যশেষ সত্ত্বানামাত্মাংশ পরমাত্মনঃ ॥

আদ্যোঽবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে ॥১৯॥

টীকা

স্বতন্ত্রমাত্রস্য তস্মিন্নানা সম্বন্ধং সুবালশ্রুতিরাহ—উদ্ভবঃ সম্ভবো দিব্যো দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্গতি নারায়ণ ইতি। সম্ভবঃ প্রলয়করঃ স্ফুটমন্যদিতি ॥ ১৬ ॥

মমেতি শ্রীগীতোপনিষদি (১৫।৭) ॥১৭॥

একস্যেতি শ্রীভাগবতে (২১।১১।৪) একাদশে—একত্বং তু জাত্যৈব সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ বা ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ

শ্রীগোপাল উপনিষদে ব্রহ্মের অংশ স্বরূপভিন্ন ভোক্তা ॥ ১৬ ॥

গীতা (১৫ ৭) আমারই অংশ জীবলোকে জীবস্বরূপ নিত্য ॥ ১৭ ॥

শ্রী ভাঃ (১১।১১।৪) হে মহামতে উদ্ধব ! একই পরমাত্মা আমার (একই তটস্থাজীবশক্তির) বিভিন্নাংশ জীবের বন্ধন ও মোক্ষ হয়, আমার বহিরঙ্গা মায়া শক্তির বৃত্তি অবিদ্যা ও বিদ্যা দ্বারা ॥১৮॥

শ্রীভাগবতে (৩।৬।৮) এই বিরাট পুরুষই অখিল প্রাণির আত্মাংশ সমষ্টি এবং পরমাত্মার আদ্য অবতার, যাঁহাতে প্রাণিবর্গ যোগিগণ কর্তৃক চিহ্নিত হয় ॥ ১৯ ॥

শ্রীগোপাল উপনিষদে—জীব ব্রহ্মের অংশ। যেহেতু জীব ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ, অতএব জীবের ব্রহ্মে নানা সম্বন্ধ সুবাল শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্ম হইতে জীবের প্রকাশ, দিব্যদেব এক নারায়ণ মাতা পিতা ভ্রাতা, নিবাস শরণ, সুহৃৎ, গতি নারায়ণ। সম্ভব অর্থাৎ প্রলয়কর। অন্যান্য সহজার্থ ॥১৬॥

মমেতি গীতা (১৫।৭) ॥ ১৭। 'একস্য' ইতি শ্রীভাগবতে একাদশে (১১।১১।৪) একত্ব জাতিবাচক অথবা সমষ্টি জীব অভিপ্রায়ে ॥ ১৮ ॥

অংশো নানাত্বব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়ন্ত একে (ব্রঃ সূ ২।৩।৪১) ॥ ২০ ॥

টীকা

এষ ইতি তত্রৈব তৃতীয়ে (ভা ৩।৬।৮) টীকা—অশেষ সত্বানাং প্রাণিনাং আত্মা ব্যষ্টীনাং তদংশত্বাৎ অংশো জীবঃ। অবতারোক্তস্তস্মিন্ শ্রীনারায়ণাবির্ভাবাভিপ্রায়েণেত্যেষা। অত্র রশ্মি পরমাণুস্থানীয়ো ব্যষ্টিঃ। তত্র সর্ব্বাভিমানী কশ্চিৎ সমষ্টিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৯ ॥

(ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪১) অংশ ইতি পরেশস্যাংশো জীবঃ। অংশুরিবাংশমতঃ, তদ্ভিন্নং তদনুযায়ী তৎসম্বন্ধাপেক্ষীত্যর্থঃ। কুতঃ? নানেতি। উদ্ভবঃ সম্ভবো, দিব্য ইতি—শ্রুতিস্তু পূর্বং দর্শিতেব। স্মৃতিশ্চ গতির্ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদিতি নানা সম্বন্ধ ব্যপদেশাৎ। অন্যথা অন্যয়া চ বিধয়া তদ্ব্যাপ্যতয়ৈনং জীবমেকে আথর্বণিকা অপ্যধীয়ন্তে। ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা ইতি, দাশাঃ কৈবর্তাঃ, দাসা ভৃত্যাঃ, কিতবাঃ কপটিনঃ দ্যূতবেদিনঃ ইত্যর্থঃ। ন হ্যেতে ব্যপদেশাঃ স্বরূপভেদে সম্ভবেয়ুঃ। নহি স্বয়ং স্বস্য সৃজ্যাদি ব্যাপ্যো বা, ন বা চৈতন্যঘনস্য দাসাদি ভাবঃ। তথা সতি বৈরাগ্যোপদেশ-ব্যাকোপাৎ, ন চেশস্য মায়য়া পরিচ্ছেদঃ। তস্য তদবিষয়ত্বাৎ। ন চ টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণ খণ্ডবৎ তচ্ছিন্নস্তৎ খণ্ডো বা জীবঃ। অচ্ছেদ্যত্ব শাস্ত্রব্যাকোপাৎ বিকারাদ্যাপত্তেশ্চ ॥ ২০ ॥

নন্বংশত্বেন মৎস্যাদেরপি শ্রবণাৎ, তথা সতি কো বিশেষ ইত্যাহ—অংশ শব্দিতেঽপি পরো মৎস্যাদি নৈবং জীববন্ন ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৫)—প্রকাশেতি। যথা তেজোঽংশো রবিঃ খদ্যোতশ্চ তেজঃ

অনুবাদ

মূলানুবাদ—(ব্রঃ সূ, ২।৩।৪৩) জীব ব্রহ্মের অংশ, শ্রুতিতে নানাভাবে বলা হইয়াছে, কোথাও ভেদ কোথাও অভেদ। অংশ স্বীকার করিলে উভয় শ্রুতির সমান মর্যাদা রক্ষা হয়। অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে। ২০ ॥

'এষ' ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে (৩।৬।৮) টীকা—অশেষ প্রাণিগণের আত্মা ব্যষ্টিজীব বিরাট রূপের অংশ। বিরাট রূপে নারায়ণের আবির্ভাব অভিপ্রায়ে উহাকে পরমাত্মার আদ্য অবতার বলা হইয়াছে। এস্থলে রশ্মি-পরমাণু স্থানীয় ব্যষ্টি এবং সর্ব্বাভিমানি কোন সমষ্টি জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ—ব্রহ্মসূত্র [২।৩।৪১] 'অংশ' ইতি। পরমেশ্বরের অংশ জীব। কিরণের ন্যায় অংশ, অতএব তদ্ভিন্ন, তদনুযায়ী, তৎসম্বন্ধাপেক্ষী। কিরূপে? 'নানেতি'। উদ্ভব সম্ভব, দিব্য ইতি শ্রুতি কিন্তু পূর্বে দেখান হইয়াছে। স্মৃতিতে "গতি ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণ সুহৃৎ" এইরূপ নানা সম্বন্ধে উপদেশ। ভেদ না হইলে অন্য প্রকারে ব্রহ্ম-ব্যাপ্যরূপেই এই জীবকে অথর্ব্ববেদীয়গণ একশাখায় পাঠ করেন—ব্রহ্মদাশ-কৈবর্ত, ব্রহ্মদাস—ভৃত্য, ব্রহ্ম-কিতব—কপটি দ্যূতকারী—এই সকল উপদেশ স্বরূপের অভেদ সম্বন্ধে সম্ভব নহে। স্বয়ং নিজের সৃজ্যবস্তুর ব্যাপ্য হয় না, আর চৈতন্যঘন ব্রহ্ম কৈবর্তাদি ভাব প্রাপ্ত হয় না, তাহা হইলে বৈরাগ্যের উপদেশ বিরোধ হয়। মায়া দ্বারা ঈশ্বরের পরিচ্ছেদ সম্ভব নহে, ঈশ্বর মায়াদ্বারা ছেদের বিষয় নহে। টঙ্কছিন্ন পাষাণ খণ্ডের ন্যায়, মায়া দ্বারা ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ড জীব—ইহাও নহে, অচ্ছেদ্য ব্রহ্ম এই সকল শাস্ত্র বিরোধ হেতু এবং ছিন্ন হইলে ব্রহ্মে বিকারাদি দোষ আসিয়া পড়ে ॥ ২০ ॥

প্রশ্ন—মৎস্যাদি অবতারকেও ভগবানের অংশ বলিয়া শুনা যায়, তাহা হইলে বিশেষ কি? উত্তর—অংশ-শব্দ থাকিলেও পরতত্ত্ব মৎস্যাদি জীববৎ অংশ নন। তাহা দৃষ্টান্ত—ব্রহ্মসূত্র (২।৩।৪৫) প্রকাশেতি' যথা তেজের

প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ইতি (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৪) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ

(ব্রঃ সূ ২।৩।৪৬) পরমাত্মা জীবের ন্যায় দোষযুক্ত নহে। সূর্য্যের প্রকাশ যেরূপ সূর্য্যের অংশ, দেহ যেরূপ মনুষ্যের অংশ এবং বিশেষণ যেরূপ বিশেষ্যের অংশ, জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের অংশ ॥ ২১ ॥

স্মরন্তি চ (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৫) ॥ ২২ ॥

টীকা

শব্দিতত্ত্বেঽপি নৈকরূপ্যভাক্। যথা জলাংশঃ সুধা মদ্যাদিশ্চ জল শব্দিতত্ত্বেঽপি ন সাম্যং লভ্যতে তদ্বৎ ॥ ২১ ॥

স্মরন্তি চেতি (ব্রঃ সূত্রং ২।৩।৪৫) স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎ স্বরূপং যথা স্থিতিঃ। তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ কচিৎ ॥ বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্য-মাত্রযুক্ ॥ ইতি। সর্ব্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষবিবর্জিতা ইতি চ। ইতি ন্যায়াভ্যাং জীবস্যাংশত্বেঽপি বিভিন্নাংশত্বমেব জ্ঞেয়ম্ ॥

তত্রাপি সূত্রকারো হেতুং দূষয়তি (২।৩।৪৮)—'আভাস এব চ' ইত্যনেন ন্যায়েন। অস্যার্থঃ—অংশ শব্দিতত্বাবিশেষাদিতি যো হেতু র্মৎস্যাদ্যংশস্য জীবাং-শেন সাম্যং বোধয়িতুমুপন্যস্তঃ, স তু আভাস এব সংপ্রতিপক্ষাখ্যো হেত্বাভাস এব, বৈষম্য সাধকস্য পূর্ত্ত্যা দেহেত্বন্তরস্য সত্ত্বাৎ। চ-কারো দৃষ্টান্ত-সূচনায়। ন হি পৃথিবী-নভসোর্দ্রব্যত্বেন সাম্য-পারম্যং সাধনীয়ং, ন বা

অনুবাদ

(ব্রঃ সূ ২।৩ ৪৭) প্রভা ও প্রভাযুক্ত বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ, জীব ও পরমাত্মার মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ, ইহা স্মৃতিতেও উক্ত আছে—(বিষ্ণু পুঃ ১।২২।৫৪) অগ্নি একস্থানে অবস্থান করিলে তাহার জ্যোতি যেরূপ চারিদিকে বিস্তৃত হয়, সেই-রূপ নিখিল বিশ্ব পরমেশ্বরেরই শক্তি ॥ ২২ ॥

অংশ রবি ও জোনাকি পোকা, উভয়েই তেজঃ শব্দ থাকিলেও একরূপ নহে। জলের অংশ সুধা ও মদ্যাদি জলশব্দে বর্ণিত থাকিলেও সমান নহে, সেইরূপ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মসূত্র (২।৩।৪৫) 'স্মরন্তি চ' অংশ শব্দে দ্বিবিধ অর্থ—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। অংশির যে সামর্থ্য যে স্বরূপ, যথাস্থিতি, তাহাই স্বাংশ মৎস্যাদি অবতারে এবং অংশি অবতারি পরমেশ্বরে অণুমাত্রও কোথাও ভেদ নাই। বিভিন্নাংশ জীব, অল্পশক্তি, কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্র যুক্ত ॥ অবতারগণ সকলেই

স বিশ্বকৃদ্বিশ্বকৃতাত্মযোনি র্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ সংসারবন্ধস্থিতি মোক্ষহেতুঃ ॥ ২৩ ॥

টীকা

পদার্থত্বেন ভাবাভাবয়োস্তৎ। তথা চ মৎস্যাদৌ অসর্বব্যঞ্জকত্বং জীবে তু তদুপসর্জনত্বম্ অংশত্বমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২ ॥

শক্তিত্বঞ্চ স বিশ্বকৃদিতি (শ্বে ৬।১৬)—বিশ্বকৃতাং ব্রহ্মাদীনাং, আত্মনাং জীবানাং যোনিরুপাদানং, স শক্তিকাৎ তস্মাৎ তেষাং উৎপত্তেঃ জ্ঞঃ গুণী প্রশস্ত

অনুবাদ

শ্বেতাশ্বতরে (৬ ১৬) যিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার পতি পালক, সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের অধীশ্বর, সংসারের মোক্ষ স্থিতি ও বন্ধের কারণ, তিনি জগৎকর্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্বাত্মা ও সর্বকারণ চৈতন্য জ্যোতি, কালের কর্তা, কল্যাণ-গুণবান্ এবং সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান্ ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বগুণপূর্ণ সর্বদোষ বিবর্জিত ॥ ইতি এই ন্যায়ে 'জীব' অংশ হইলেও বিভিন্নাংশ। এ বিষয়েও সূত্রকার হেতু দেখাইতেছেন—ব্রঃ সূঃ (২।৩ ৪৮) 'আভাস এব চ' এই সূত্রদ্বারা—অংশ শব্দের উল্লেখ জীব ও মৎস্যাদি অবতারে একরূপ মনে হইলেও, উহা আভাসই। ঐ সাম্য যুক্তির হেতুটি সৎ প্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাসই। বৈষম্য সাধক-পূর্তি শ্রুতি 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' ইত্যাদি থাকায়। চ-কার দ্বারা দৃষ্টান্ত সূচনা করিতেছেন—যেমন পৃথিবী ও আকাশে দ্রব্যত্বহেতু দ্বারা সাম্য পারম্য সাধন করা যায় না। আর পদার্থত্ব হেতু দ্বারা ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থের সাম্য পারম্য সাধন হয় না। সেইরূপ স্বরূপের অংশ মৎস্যাদি অবতারে সম্পূর্ণ শক্তি থাকিলে সম্পূর্ণ প্রকাশ না থাকায় স্বাংশ, জীবে কিন্তু কিঞ্চিৎ শক্তির অংশ প্রকাশ থাকায় অংশ অর্থাৎ বিভিন্নাংশ ইহাই জানিতে হইবে। ॥ ২২ ॥

'জীব' যে শক্তিতত্ত্ব তাহার প্রমাণ শ্রুতি শ্বেতাশ্বতর (৬।১৬)

'স বিশ্বকৃৎ' ইতি—পরমেশ্বর বিশ্বসৃষ্টিকারী ব্রহ্মাদির বিশ্ববিদ্গণের এবং জীবগণের উপাদান। স-শক্তিক পরমেশ্বর হইতে উহাদের উৎপত্তি,

অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ২৪।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ২৫ ॥

(৬।৭।৬১ বিঃ পু)

টীকা

গুণবৃন্দকঃ, সর্ব্ববিদ্যঃ নিখিলকলাকুশলঃ, প্রধানাদি শক্তি-পতিশ্চেত্যর্থঃ ॥২৩॥

অপরেয়মিতি শ্রীগীতোপনিষদি ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণুরিতি শ্রীবৈষ্ণবে (৬।৭।৬১) ক্ষেত্রজ্ঞো জীবস্তন্নামা উভয়-কোটি-গতত্বাদস্যাস্তটস্থেতি সংজ্ঞা। অত্র তিসৃণামেব পৃথক্ পৃথক্ নির্দেশাৎ। ক্ষেত্রজ্ঞস্য অবিদ্যা কর্ম্ম সম্বন্ধেনৈব ক্ষেত্রজ্ঞত্বমিতি পরাস্তং। কিন্তু স্বরূপেণৈব ইত্যায়াত-মিতি জ্ঞেয়ম্। পূর্ব্বোক্তা বিদ্যা কর্মসংজ্ঞয়া অবিদ্যা কর্মবৃত্তির্যস্যাঃ সা বিদ্যা কর্মা তন্নামী মায়েত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ

গীতা (৭।৫) ভূমি আদি অষ্ট প্রকৃতি আমার জড়া অপরা শক্তি, ইহা হইতে পৃথক্ আমার পরা অর্থাৎ চিৎ প্রকৃতি জীবস্বরূপা, হে মহাবাহু যাহাদ্বারা এই বিশ্ব ধৃত হইয়া আছে ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১) বিষ্ণুর ত্রিবিধ শক্তি, স্বরূপশক্তি পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা জীবশক্তি অপরা, অবিদ্যা কর্ম্মশক্তি অন্যা ॥ ২৫ ॥

জ্ঞঃ গুণীপ্রশস্ত কল্যাণ গুণশালী, সর্ববিদ্য নিখিল কলাকুশল ও প্রধানাদি শক্তি পতি ॥ ২৩ ॥ অপরেয়মিতি শ্রীগোপনিষদি ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণুশক্তিরিতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১) ক্ষেত্রজ্ঞ-জীব নামাশক্তি উভয় কোটির মধ্যে প্রবেশহেতু এই শক্তির 'তটস্থা' নাম। এস্থলে ত্রিবিধ শক্তিরই পৃথক্ পৃথক্ নির্দেশ থাকায়। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের অবিদ্যা কর্ম্ম সম্বন্ধেই ক্ষেত্রজ্ঞত্ব লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপেই ক্ষেত্রজ্ঞত্ব বিদ্যমান। অবিদ্যা কর্ম নামদ্বারা অবিদ্যা কর্মবৃত্তি যাহার, তাহা অবিদ্যা কর্ম্মা—তাহা মায়া ইহাই অর্থ ॥ ২৫ ॥

(বিষ্ণু ৬।৭।৬৩) তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা।
সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞঃ শক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ইতি ॥ ২৭ ॥

যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ সজীব ইতি কথ্যতে ॥ ২৮ ॥

টীকা

যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যস্যাস্তটস্থ শক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্য মস্তীত্যাহ—তয়েতি। তত্রৈব (বিপু ৬।৭।৬৩)। তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত দেহেষু লঘুগুরুভাবেন বর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

যয়েতি তত্রৈব (৬।৭।৬২) শক্তিত্রয় কথনানন্তরং পূর্ব্বোক্তয়েত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তটস্থত্বঞ্চ—যত্তটস্থমিতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে। প্রধান সর্গমুক্ত্বা শুদ্ধশক্তি

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭ ৬৩, ৬২) হে রাজন্ সেই অবিদ্যা শক্তিদ্বারা তিরোহিত জ্ঞান বলিয়াই এই ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি সমস্ত ভূতেই তারতম্যভাবে অবস্থিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

হে নৃপ, অবিদ্যা শক্তিদ্বারা আবৃত হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি জীব সর্বপ্রকার সংসারতাপ নিয়ত প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭ ॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—স্বসংবেদ্য হইতে বিনির্গত চিৎস্বরূপ যে তটস্থ শক্তি প্রাকৃত ত্রিগুণের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া তাহা 'জীব' নামে কথিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

যদিও এই মায়াশক্তি বহিরঙ্গা, তথাপি তটস্থা শক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার ইহার সামর্থ্য আছে, ইহাই বলিতেছেন—'তয়া' ইতি সেই বিষ্ণুপুরাণে (৬ ৭।৬৩) অবিদ্যাকৃত আবরণের তারতম্য ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত দেহসমূহে লঘুগুরুভাবে অবস্থিত ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ—'যয়া' ইতি সেই বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬২) শক্তিত্রয় কথনের পর পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা দ্বারা ॥ ২৭ ॥

জীবশক্তির তটস্থতা—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে প্রধান সৃষ্টি বলিয়া শুদ্ধশক্তি

অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥
ইতি (শ্বে ৪/৯) ॥ ২৯ ॥

টীকা

কথনানন্তরং স্বসংবেদ্যাৎ পরমাত্মনো বিনির্গতং তদংশত্বেঽপি তদিচ্ছয়ৈব তস্মান্নিস্ৃত্যানাদিতঃ পৃথগ্ভূতমিত্যর্থঃ। গুণেষু রাগেণ আসক্ত্যা রঞ্জিতমনুরক্তমিত্যর্থঃ। গুনরাগো ন কর্তা রঞ্জিতং সুব্যক্তীকৃতং, রঞ্জনো রাগজনকেষু ব্যক্তীকরণেঽন্যবদিতি কোষজ্ঞাঃ। তটস্থত্বং চ মায়াশক্ত্যতীতত্বাৎ অস্যাবিদ্যা পরাভবাদিরূপেণ দোষেণ পরমাত্মনো লেপাভাবাচ্চ উভয় কোটাবপ্রবিষ্টেস্তস্য তংশক্তিত্বে সত্যপি পরমাত্মনস্তং লেপাভাবশ্চ, যথা ক্বচিদেক দেশস্থে রশ্মৌ ছায়য়া তিরস্কৃতেঽপি সূর্যস্যাতিরস্কার স্তদ্বৎ ॥ ২৮ ॥

অন্যত্বঞ্চ—অস্মাদিতি শ্বেতাশ্বতরে। মায়ী পরেশঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ

শ্বেতাশ্বতরে (৪ ৯) পরমেশ্বর নিজ মায়াশক্তি অবলম্বনে এই জগৎকে সৃজন করেন এবং সেই সৃষ্ট জগতে চিৎকণ স্বরূপ জীব মায়া দ্বারা সম্যক নিরুদ্ধ হয় ॥ ২৯ ॥

কথনের পর স্বসংবেদ্য পরমাত্মা হইতে বিনির্গত পরমাত্মার অংশ হইয়াও তাঁহার ইচ্ছায়ই তাহা হইতে বহির্গত হইয়া অনাদিকাল হইতে পৃথক্ স্বরূপ। ত্রিগুণে রাগ অর্থাৎ আসক্তি দ্বারা রঞ্জিত অনুরক্ত। গুণরাগ কর্তা নহে। রঞ্জিত সুব্যক্তীকৃত, রঞ্জনরাগ জনক বস্তুতে স্পষ্টীকরণ। তটস্থত্ব অর্থাৎ মায়াশক্তির অতীত জীবের অবিদ্যা পরাভবাদিরূপ দোষহেতু এবং পরমাত্মার স্পর্শ অভাব হেতু উভয় কোটিতে অপ্রবিষ্ট জীব পরমাত্মার শক্তি হইয়াও পরমাত্মার জীবে স্পর্শাভাব। যেমন কোন এক দেশস্থিত রশ্মিতে ছায়া দ্বারা আবরণ হইলেও, সূর্যের আবরণ হয় না সেইরূপ ॥ ২৮ ॥

জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন—'অস্মাৎ' ইতি শ্বেতাশ্বতরে (৪।৯) মায়ী পরমেশ্বর ॥ ২৯ ॥

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং,
বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তী স-রূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণো ঽনুশেতে,
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৩০ ॥ (শ্বে ৪।৫)
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্ব অত্তি, অনশ্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৩১ ॥

টীকা

অজামিতি তত্রৈব (শ্বে ৪।৫) লোহিতেতি রজঃ-সত্ত্ব-তম আত্মিকামিত্যর্থঃ। স রূপা রজ আত্মিকাঃ। অনুশেতে নিরন্তরং মুহ্যতি। জহাত্যেনাং অস্যাং ন সজ্জতীত্যর্থঃ। ভুক্ত ভোগাং ভুক্তো ভোগো যস্যাং জীবরূপেণাজেনেতি শেষঃ। অন্যঃ পরঃ পরমাত্মেতি। অত্রাজত্বেনৈব ত্রয়াণাং শ্রবণত্বাৎ অভেদবাদে মূল এব কুঠার উপন্যস্তঃ। প্রলয়ে তু স্বাশ্রয়ং পরমাত্মানমাশ্রিত্য মায়া-জীবৌ তিষ্ঠত ইতি ন কাপি ক্ষতিঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ

ঐ (৪ ৫) নিজ অনুরূপ বহু প্রজা সৃজনকারিণী রক্ত শ্বেত কৃষ্ণবর্ণা—সত্ত্বাদিগুণ ত্রয়াত্মিকা একটি অজার প্রতি অনুরক্ত হইয়া কোন অজ জীবাত্মা তাহাকে ভোগ করে। অপর কোনও অজ মুক্ত জীব ভোগ সমাপনান্তে তাহাকে ত্যাগ করে ॥ ৩০ ॥

একটি বৃক্ষরূপ দেহকে অবলম্বন করিয়া দুইটি সুবর্ণ পক্ষী জীবাত্মা ও

'অজাম্' ইহাও শ্বেতাশ্বতরে (৩ ৫) লোহিত রজোগুণাত্মিকা, শুক্ল—সত্ত্বগুণাত্মিকা, কৃষ্ণ—তমোগুণাত্মিকা মায়া। সরূপা—রজ আত্মিকা। অনুশেতে নিরন্তর মোহাবিষ্ট। জহাতি এনাং—এই মায়াতে যুক্ত হয় না। ভুক্তভোগা—যাহাতে ভোগপ্রাপ্ত হইয়াছে, যে জীবরূপে। অন্য পরমাত্মা। এস্থলে তিনটি পদার্থকেই 'অজ' রূপে শুনা যায়। সুতরাং অভেদবাদের মূলেই কুঠারাঘাত দেওয়া আছে। প্রলয়ে কিন্তু নিজ আশ্রয় পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া মায়া ও জীব উভয়েই থাকে, ইহাতে কোনও ক্ষতি নাই ॥ ৩০ ॥

দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো ব্রহ্মণোঽংশভূতস্তথেতরো ভোক্তা ভবতি। অন্যো হি সাক্ষী ভবতি। ভোক্তাঽভোক্তারৌ বৃক্ষধর্ম্মে তিষ্ঠতঃ। পূর্বো ভোক্তা ভবত্যথেতরোঽভোক্তা ভবতীতি (গোপাল তাঃঃ ২।২৩) ॥৩২॥

টীকা

দ্বা সুপর্ণেতি তত্রৈব। দ্বাবিত্যত্র ঔকার বিভক্তেরা "সুপাং সুলুক্ পূর্বসবর্ণাচ্ছেয়াডাড্যায়া জালঃ" (৭।১।৩৯) ইতি পাণিনি স্মরণাৎ এবং পরত্র। দ্বৌ সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ। এতত্তু নানাধিষ্ঠান স্বীকারপরিত্যাগ সাম্যাৎ, সমান বৃক্ষমেকং দেহলক্ষণং পরিস্বজ্য তিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। কীদৃশৌ সযুজা সহযোগবন্তৌ সংযুক্তৌ ইত্যর্থঃ, মিথো ব্যভিচার শূন্যাৎ। দেহপিপ্পল নিষ্পন্নং পিপ্পলং কর্মফলমিত্যর্থঃ। স্বাদু মধুরং যথা তথাঽত্তি ভুঙ্ক্তে, অন্যঃ পরমাত্মাঽভুঞ্জানোঽপি প্রদীপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাবিতি শ্রীগোপালোপনিষদি (২।২৩) দ্বৌ জীবপরমাত্মানৌ সুপর্ণৌ

অনুবাদ

পরমাত্মা সখ্যভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে একটি জীবাত্মা বৃক্ষের ফল পাপপুণ্য স্বাদু বলিয়া ভোগ করে অন্য পরমাত্মা না খাইয়াই জ্যোতিষ্করূপে দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ৩১ ॥ (শ্বেঃ ৪।৬, মুণ্ডক ৩।১।১)

মূলানুবাদ—শ্রীগোপাল উপনিষদি (২।২৩) দুইটি সুন্দর পক্ষী ব্রহ্মের অংশস্বরূপ, একটি পক্ষী ভোক্তা হয়, অন্যটি সাক্ষী হয়। ভোক্তা ও অভোক্তা বৃক্ষরূপ দেহে অবস্থিত। পূর্বটি ভোক্তা হয়, অন্যটি অভোক্তা হয় ॥ ৩২ ॥

'দ্বা সুপর্ণা'—শ্বেতাশ্বতরে (৪ ৬) মুণ্ডকে (৩।১।১) 'দ্বা'—এস্থলে ঔ স্থানে আ। এস্থলে দুইটি স্বর্ণবর্ণ পক্ষির রূপক আত্মা ও পরমাত্মাকে বলার কারণ—নানা দেহকেও বৃক্ষকে গ্রহণ ও পরিত্যাগ সাম্যহেতু। সমান বৃক্ষ—একদেহ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ে আলিঙ্গিত হইয়া অবস্থিত। কিরূপ? সংযুক্ত হইয়া পরস্পর বিচ্ছেদশূন্য হেতু। দেহবৃক্ষ নিষ্পন্ন কর্মফল স্বাদু মধুর বলিয়া ভোগ করে। অন্য পরমাত্মা অভুক্ত থাকিয়াও উজ্জ্বল আছেন ॥ ৩১ ॥

'দ্বৌ' ইতি শ্রীগোপাল উপনিষদে (২।২৩) জীব ও পরমাত্মা, সুপর্ণৌ—

চেতনস্তু দ্বিধা প্রোক্তো জীব আত্মেতি চ প্রভো।
জীবা ব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তা আত্মৈকস্তু জনার্দনঃ ॥
ইতরেষ্বাত্মশব্দস্তু সোপচারোঽভিধীয়তে ॥ ৩৩ ॥
পাদোঽস্য সর্বা ভূতানীতি ॥৩৪॥

টীকা

এক বৃক্ষ স্থানীয়ে দেহে নিবাসেন পক্ষিণৌ ইব ভবতঃ। ননু তথা তৌ ভবতঃ কৃষ্ণস্য কিমায়তং? তত্রাহঃ—তৌ চ ব্রহ্মণঃ স্বরূপশক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাংশভূতাবিত্যেকস্যাংশভূত নির্দেশেন সাহচর্য্যাৎ দ্বিতীয়স্যাপি তথাত্বং লভ্যতে। তত্র পূর্বস্তু জীবো বিভিন্নাংশঃ, পরমাত্মা তু তস্য স্বাংশশ্চেতি তু প্রাগ্ দর্শিতমেব স্ফুটমন্যৎ ॥ ৩২ ॥

চেতনস্ত্বিতি পাদ্মে ॥ ৩৩ ॥

পাদ ইতি পুরুষসূক্তৌ। সর্বাভূতানি সর্ব্বে জীবাঃ অস্য ব্রহ্মণঃ পাদোঽংশ একত্বং তু জাত্যৈব ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ

পদ্মপুরাণে—চেতন দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ব্রহ্মাদি সকলই জীব, একমাত্র জনার্দনই আত্মা, অন্যেতে আত্মশব্দ উপচার বশত বলা হয় ॥ ৩৩ ॥

পুরুষসূক্তে ঋক্‌বেদে (১০।৯০।৩) ব্রহ্মের একপাদ বিভূতি সকল জীব প্রাণিবর্গ, ত্রিপাদ বিভূতি—বৈকুণ্ঠধাম। ব্রহ্মচতুষ্পাদ ॥ ৩৪ ॥

সুবর্ণ পক্ষীদ্বয় এক বৃক্ষস্থানীয় দেহে নিবাস হেতু পক্ষীদ্বয় সদৃশ। প্রশ্ন :—জীব ও পরমাত্মা ঐরূপ হইলে কৃষ্ণের কি আসিল? উত্তর—তাহারা ব্রহ্মের অর্থাৎ স্বরূপ ও শক্তি আদির সহিত বৃহত্তম শ্রীকৃষ্ণের অংশ স্বরূপ, একের অংশত্ব নির্দেশ দ্বারা তাহার সাহচর্যবশতঃ দ্বিতীয়েরও অংশত্ব পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পূর্বটি জীব বিভিন্নাংশ, পরমাত্মা কিন্তু কৃষ্ণের স্বাংশ, ইহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে ॥৩২॥

'চেতনস্তু' ইতি পদ্মপুরাণে ॥৩৩॥

'পাদ' ইতি পুরুষসূক্তিতে, সর্ব্বভূত সর্ব্বজীব এই ব্রহ্মের পাদ—অংশ, একবচন জাতিতে ॥ ৩৪ ॥

গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি তদ্দর্শনাদিতি ॥ ৩৫ ॥ (ব্রসূঃ ১।২।১১)

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥
(কঠ ১।৩।১) ॥ ৩৬ ॥

টীকা

গুহামিতি—গুহাগতৌ আত্মানৌ এব জীবেশরূপৌ ভবতঃ। ন তু বুদ্ধি-জীবৌ, প্রাণজীবৌ বা, কুতস্তদ্দর্শনাৎ। যা প্রাণেন সম্ভবতি অদিতির্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়তেতি (কঠ ২।১।৭) প্রাণেন সম্ভবতীতি ভূতেভির্ব্যজায়তেতি চোক্তেঃ জীবোঽয়ং প্রতীয়তে ইতি তদর্থঃ। "তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং, গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতীতি চ (কঠ ১।২।১২)। ক্রমেণ তয়োর্গুহাপ্রবেশ-দর্শনাৎ হি-শব্দেন অনাদি প্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। তত্র তং দুর্দর্শমিত্যস্যার্থঃ দুর্দর্শং দুর্জ্ঞেয়ম্। অতএব গূঢ়ঃ অনুপ্রবিষ্টং গুপ্ততয়াস্থিতং। নাহং প্রকাশঃ সর্বস্যে-ত্যুক্তেঃ। গুহেতি হৃৎপুণ্ডরীকস্থমিত্যর্থঃ। গহ্বরেষ্ঠং গহ্বরে অনেক বিধার্থ সঙ্কটে দেহে স্থিতং পুরাণং চিরন্তনং। অধ্যাত্মেতি ধ্যানলাভেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মসূঃ (১।২।১১) কঠ উপনিষদে গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া যে দুইটি বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মা যে হৃদয় গুহায় প্রবেশ করেন শ্রুতিতে তাহার উল্লেখ আছে। 'তং দুর্দ্দর্শং' ইত্যাদি গূঢ় মনু প্রবিষ্টং ॥ ৩৫ ॥

'গুহাম্' ইতি (ব্রঃ সূঃ ১।২।১১) গুহা প্রবিষ্ট আত্মাদ্বয় জীব ও ঈশ্বর। বুদ্ধি ও জীব নহে, বা প্রাণ ও জীব নহে। ঐরূপ শ্রুতিতে উক্তি থাকায়। কঠোপনিষদে (২।১।৭) প্রাণসহ ও পঞ্চভূত সহ - এইরূপ বর্ণিত থাকাহেতু ইহা জীব জানা যাইতেছে। (কঠ ১।২।১২) 'তং' ইত্যাদিতে ক্রমে জীব ও পরমাত্মার গুহা প্রবেশ অনাদি প্রসিদ্ধ। অর্থ—দুর্দর্শ দুর্জ্ঞেয়, অতএব গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট গুপ্তভাবে অবস্থিত। গুহা—হৃদয়পদ্ম, গহ্বরেষ্ঠ— বহুবিধ অর্থ সঙ্কটে দেহে স্থিত, পুরাণ চিরন্তন। ধ্যানলভ্য ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা, বজা হ্যেকাহভোক্তৃ ভোগার্থযুক্তা। (শ্বেতাঃ ১/৯)। ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব

টীকা

ঋতমিতি কঠবল্ল্যাঃ (১।৩।১) ঋতমাবশ্যকং কর্ম্মফলং পিবন্তৌ ভুঞ্জানৌ জীবেশৌ ছত্রিণো গচ্ছন্তীতিবদেকস্য জীবস্য পান কর্তৃত্বেন ঈশস্যাপি তথৈব ব্যপদেশঃ। সুকৃতস্য পুণ্যস্য কার্য্যে দেহরূপে লোকেস্থিতৌ পরার্দ্ধে পরস্য ঈশস্য অর্দ্ধং স্থানমর্হতীতি। তথা হৃদীত্যর্থঃ। কীদৃশে পরমে শ্রেষ্ঠে যা নভো লক্ষণা গুহা তাং প্রবিষ্টৌ ছায়াতপৌ তদ্বদ্বিরুদ্ধ ধর্মিণৌ তৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি। পঞ্চাগ্নয়ঃ কর্মিণশ্চ ত্রিণাচিকেতাশ্চ বদন্তি ইত্যর্থঃ ত্রিণাচিকেতো অগ্নিশ্চিতো যৈস্তেঽপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ

কঠোপনিষদে (১।৩।১) নিজকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলভোগকারী যে দুইজন পুরুষ ভোগায়তন শরীরের মধ্যে পরব্রহ্মের উত্তম উপলব্ধি স্থান হৃদয় গুহায় প্রবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদগণ, অপর যাঁহারা পঞ্চাগ্নিক কিংবা ত্রিণাচিকেত তাহারাও আলোক ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ বলিয়া থাকেন। এস্থলে জীবাত্মাই নিজ কর্ম্মফল ভোগ করেন, পরমাত্মা ভোগ করেন না, তথাপি ছত্রিন্যায়ে একই রূপ উভয়কে বলা হইয়া গিয়াছে। ৩৬ ॥

মূলানুবাদ—শ্বেতাশ্বতরে (১/৯) পরমেশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ এবং সর্ব্বপ্রভু ও অপ্রভু এই উভয়রূপ অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বররূপ ধারণ করিয়াছেন। কেন না যিনি অনাদি প্রকৃতি তিনিই ভোক্তা, ভোগ ও ভোগাবস্তু সম্পাদনে নিযুক্ত

'ঋত' ইতি কঠ (১।৩।১) ঋত—আবশ্যক কর্মফল ভোগকারীদ্বয় জীব ও ঈশ্বর। একমাত্র জীবই কর্মফল ভোক্তা ঈশ্বর ভোগ না করিলেও ছত্রী ন্যায়ে ঐরূপে বলা হইয়া গিয়াছে। সুকৃত পুণ্যের কার্যদেহে বিশ্বের স্থিতিকালে পরমেশ্বরের অর্দ্ধ স্থান প্রাপ্ত হয়। পরমশ্রেষ্ঠ হৃদয়াকাশে গুহায় প্রবিষ্ট ছায়া ও আতপের ন্যায় বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যুক্ত হইয়া আছেন ইহা ব্রহ্মবিদগণ বলেন। পঞ্চাগ্নি আরাধক কর্মিগণ ও ত্রিনাচিকেতগণ বলেন। ৩৬ ॥

একঃ। (১/১০)। ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা, সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ (১/১২)। তস্যাভিধ্যানাদ. যোজনাত্তত্ত্বভাবাদ, ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ (১/১০) ॥ ৩৭ ॥

টীকা

জ্ঞাজ্ঞাবিতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। ভোক্তৃজীবস্য যাবান্ ভোগস্তদর্থং নিযুক্তেত্যর্থঃ। অমৃতাক্ষর মিত্যত্রামৃতাক্ষরঃ হরতি তত্ত্বানি সৃষ্ট্যভিমুখং চ নয়তীতি হরঃ পরমাত্মাঽপরিণামিত্বাৎ, ক্ষরাত্মানৌ প্রধানজীবৌ একো দেবঃ। পরমাত্মা হরঃ ঈশতে ইষ্টেষ্ট নিয়ময়তি বহুত্বং তু ছান্দসং, জীবস্য শরীর সম্বন্ধেন ক্ষরত্বং, ন তু শুদ্ধজীবস্যেত্যর্থঃ। মে ময়া যত্রিবিধং ব্রহ্মপ্রোক্তং তৎ-

অনুবাদ

রহিয়াছেন। (ঐ ১/১০) প্রধান বিনাশী এবং অবিদ্যাদিহারী, পরমেশ্বর অমর ও অবিনাশী, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাই প্রধান ও পুরুষকে নিয়মিত করেন॥ (ঐ ১/১২) ভোক্তা জীব, ভোগ্য নিখিল পদার্থ এবং প্রেরয়িতা অন্তর্যামী ঈশ্বর—জ্ঞানীগণের দ্বারা প্রোক্ত—এই ত্রিবিধ বস্তুকেই ব্রহ্মস্বরূপে জানিয়া সাধক উক্ত ব্রহ্মকে সর্বদা জানিবেন, কারণ এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিক আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই॥ (ঐ ১/১০) পুনঃ পুনঃ একাগ্র চিত্তে তাহার ধ্যান করিলে অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ হইলে এবং তত্ত্ববোধ হইলে তৎক্ষণাৎ সংসাররূপ মায়ার নিবৃত্তি হয়॥ ৩৭॥

'জ্ঞা জ্ঞাবিতি' শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ (১/৯) ভোক্তা জীবের যে পরিমাণ ভোগ, তাহা দর্শনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। 'অমৃতাক্ষর' এস্থলে অমৃত ও অক্ষর হর—পরমেশ্বর তত্ত্বসমূহকে সৃষ্টির দিকে প্রেরণ করিতেছেন—তিনি অপরিণামী। ক্ষর আত্মদ্বয়—প্রধান ও জীব, অদ্বিতীয় দেব পরমাত্মা হর। ঈশতে—অভিলষিত পথে নিয়মন করিতেছেন। এস্থলে বহুবচন ছন্দ অনুরোধে বৈদিক প্রয়োগ। জীবাত্মার শরীর সম্বন্ধেই 'ক্ষরত্ব'। শুদ্ধ জীব অক্ষর। আমি যে ত্রিবিধ ব্রহ্ম বলিয়াছি, তাহা সকলই জানিয়া, তাহারই বিবরণ ভোক্তা ভোগ্য ইত্যাদি। ভোক্তা অর্থাৎ ভোক্তাকে জানিয়া যিনি থাকেন, সেই

এষ হ্যনেন চক্ষুষা দর্শয়তি, শ্রোত্রেণ শ্রাবয়তি, মনসা মনয়তি, বুধ্যা বোধয়তি। তস্মাদেতাবাহুঃ সৃতিরসৃতি রিতি ॥৩৮॥

টীকা

সর্বং মত্বা জ্ঞাত্বা, তস্যৈব ভোক্তা ভোগ্যমিত্যাদি বিবরণং ভোক্তা ভোক্তারমিত্যর্থঃ। মত্বা যো বর্ততে তস্য জীবস্যান্তে বিশ্বমায়া—নিবৃত্তির্ভবতি, স বিমুক্তিং লভতে ইত্যর্থঃ। কুতস্তস্য দেবস্যাভিধ্যানাৎ যোজনাদ অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতঃ তত্ত্বজ্ঞানাৎ স্বরূপদ্বয় স্ফূরণাচ্চেত্যর্থঃ ॥৩৭॥

এষ ইতি ভাল্লবেয়ে। এষঃ পরমাত্মা অনেন জীবেন সহ নিয়ন্তৃত্বেন হৃদি তিষ্ঠন্ এনং চক্ষুষা দর্শয়তি ইতি এবং পরত্রাপি যোজ্যং. সৃতিরিতি বিষয়াত্থর্থং সর্বত্র সরতি গচ্ছতীতি কর্তরি ঔণাদিকোঽয়ং প্রত্যয়ঃ। যদ্বা, বিষয়াত্থর্থং তমেব সরতি গচ্ছতি শ্রয়তে সেবতে বা স জীবস্তদ্ বিপরীতোঽসৃতিঃ পরমাত্মা ইত্যর্থঃ ॥৩৮॥

অনুবাদ

'এষ' ভাল্লবেয় শ্রুতি ( ) এই পরমাত্মা এই জীবের সহিত নিয়ন্তা রূপে হৃদয়ে থাকিয়া জীবকে চক্ষুদ্বারা দর্শন দেন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করান মনদ্বারা মনন করান, বুদ্ধিদ্বারা জানান, অতএব বিষয় ভোগের জন্য পরলোকে প্রেরণ করেন এবং তাহার অনুগমন করেন, কিন্তু পরমাত্মা সংসার দুঃখ ভোগ করেন না ॥৩৮॥

জীবের অন্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয়. অর্থাৎ সে বিমুক্তি লাভ করে। কিরূপে? সেই দেবের অভিধ্যান যোজন হইতে, অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান ফলে ও স্বরূপদ্বয়ের স্ফূরণ হেতু॥ ৩৭॥

টীকানুবাদ—'এষ' ইতি ভাল্লবেয় শ্রুতি—এই পরমাত্মা, এই জীবের সহিত নিয়ন্তারূপে হৃদয়ে থাকিয়া ইহাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন দান করেন ইত্যাদি। সৃতি-বিষয়ভোগের জন্য সর্ব্বত্র গমন করে, অথবা—বিষয়াদির জন্য সেই জীব পরমাত্মার অনুসরণ করে, আশ্রয় করে, সেবা করে। উহার বিপরীত পরমাত্মা ঐসকল নয় ॥৩৮॥

অন্তঃ শরীরে নিহিতো গুহায়া, মজ একো নিত্য ইতি ॥৩৯॥

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন ব্রূতে বেদ নান্তরম্., এবমেবা যং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং বেদ নান্তরমিতি ॥৪০॥

টীকা

'অন্তঃ' ইতি সুবালোপনিষদি। এক ইত্যনেনাত্র প্রতিযোগিতয়া তত্রস্থো দ্বিতীয়োঽপি লভ্যতে। নিহিতঃ স্থিতো নিয়মনলীলার্থমিতি শেষঃ ॥৩৯॥

তৎপ্রাপ্তৌ সত্যাং জীবস্য বাহ্যজ্ঞানাদিকং ন ভবতীতি লৌকিক দৃষ্টান্তেন দর্শয়ন্ত্য আহুঃ। তদ্যথেতি। প্রিয়য়া পরমপ্রেষ্ঠতময়া সুন্দর্য্যা সংপরিষ্বক্তঃ শয়নাদাবালিঙ্গিত এবমেবং ধ্যানে মোক্ষদশায়াং বা প্রকর্ষেণ আ সম্যক্ সমন্তাদ্ বা জানাতীতি স প্রাজ্ঞঃ সর্বজ্ঞোঽন্তর্যামী আত্মা স্বপরমাংশী পরম-প্রেষ্ঠশ্চ তেন "আতশ্চোপসর্গে" ইতি (৩।১।১৩৬) ক প্রত্যয়ঃ। যদ্বা—প্রজ্ঞ

অনুবাদ

'অন্তঃ' ইতি সুবালোপনিষদে—শরীরমধ্যে হৃদয় গুহায় নিত্য এক জীবাত্মা অবস্থান করেন।৩৯॥

যেমন, প্রেয়সী স্ত্রী কর্তৃক সম্যক্ আলিঙ্গিত হইয়া বাহিরে বেদনা কিছুই বলে না, সেইরূপ যে জীবাত্মা পরম পুরুষ প্রাজ্ঞ পরমাত্মা কর্তৃক সম্যক্ আলিঙ্গত হন, তিনি এই জগতের বা অন্তরের কিছুই জানিতে পারেন না ॥৪০॥

'অন্তঃ' ইহা সুবালোপনিষদে—'এক' এই শব্দদ্বারা এস্থলে প্রতিযোগি-রূপে দ্বিতীয় পরমাত্মাও পাওয়া যায়। নিহিত—নিয়মন লীলার জন্য জীব-হৃদয়েস্থিত ॥৩৯॥

পরমাত্মার দর্শন প্রাপ্ত যোগীর তৎকালে বাহ্য জ্ঞানাদি কিছুই হয় না-ইহা লৌকিক দৃষ্টান্তদ্বারা দর্শন করাইতে শ্রুতি বলিতেছেন—তাহা যেমন-পরম—প্রেষ্ঠতমা সুন্দরীদ্বারা শয়নাদিতে আলিঙ্গিত সেইরূপই ধ্যানে বা মোক্ষ দশায় প্রকৃষ্টভাবে সম্যক্ যিনি জ্ঞানেন সেই প্রাজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামী

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ইতি (কঠ ২।৩।১৭) ॥৪১॥

অসমো বা এষ পরো নহি কশ্চিদেবং দৃশ্যতে, সর্বে হ্যেতে নরা জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ, ছিদ্রা হ্যেতে ভবন্তি। অথ পারো ন জায়তে ন ম্রিয়তে, সর্বে হ্যপূর্ণা ভবন্তীতি ॥৪২॥

টীকা

এব প্রাজ্ঞ ইতি "প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ" (৫।৪।৩৮) ইত্যনেন স্বার্থেঽন। বেদনা জ্ঞান-পীড়য়োরিতি কোষজ্ঞাঃ। অত্রাপি ভেদঃ স্ফুটএব ॥৪০॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি শ্রুতাবপি ভেদঃ স্ফুট এব ॥৪১॥

অসমো বেতি চতুর্বেদ-শিখায়াং। পরঃ পরমাত্মা কশ্চিৎ মুক্ত বদ্ধ জীবানাং মধ্যে কশ্চিদেবংভূতো ন দৃশ্যতে। সর্বে হ্যেতে নরা ইতি মনুষ্যা শরীরোদ্দেশেনৈব শাস্ত্র-প্রবৃত্তেঃ। জায়ন্ত ইত্যাদিকং মায়াকার্য-শরীর ভঙ্গেনেতি

অনুবাদ

মূলানুবাদ—কঠোপনিষদে (২।৩।১৭) অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত অন্তরাত্মা পুরুষ সর্ব্বজনের হৃদয়ে সর্বদা অবস্থিত আছেন ॥৪১॥

অসম এই চতুর্বেদ শিখাতে ( ) 'পর' পরমাত্মা মুক্তবদ্ধ জীব-গণের মধ্যে কখনও এইরূপ দৃশ্য হন না, সকলেই ইহারা মনুষ্য শরীর সম্বন্ধে জন্মমৃত্যু লাভ করিতেছে, মনুষ্য শরীরোদ্দেশেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। জন্মমৃত্যু ইত্যাদি মায়াকার্য, শরীর ভঙ্গে মৃত্যু। ইঁহারা ছিদ্রা—বহুদোষ যুক্ত। অনন্তর পর—পরমাত্মার জন্মমৃত্যু নাই ॥৪২॥

আত্মা নিজের পরম অংশী ও পরম প্রেষ্ঠ কর্তৃক আলিঙ্গিত মুক্ত জীব। অন্তর বাহির কিছুই জানিতে পারেন না। অথবা—প্রজ্ঞই প্রাজ্ঞ ইতি। এস্থলেও ভেদ প্রস্ফুট ॥৪০॥

টীকানুবাদ—'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' এই কঠোপনিষদেও জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদ স্পষ্টই ॥৪১॥

পিবন্ত্যেনামবিষমামবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ ।
একস্তু পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোঽত্রবশানুগাম্ ।
ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ প্রসভং বিভুঃ ॥৪৩॥

টীকা

জ্ঞেয়ম্। ছিদ্রাঃ সদোষাঃ 'ছিদ্রং দূষণরন্ধ্রয়োরিতি' কোষজ্ঞাঃ। সর্ব্বে জীবা অনেন পরস্য সর্ব্বতঃ পূর্ণত্বং দর্শিতম্ ॥৪২॥

পিবন্তীতি চূলিকোপনিষদি। বিকারজননীমিত্যুপক্রম্য তত্র পঠন্তি। অবিজ্ঞাতা বিবেকখ্যাতি হীনাঃ তৎকার্যদেহাদিবন্ধনাৎ তদ্বশা জীবা এনাং বলবতীং মায়াং পিবন্ত্যনুভবন্তীত্যর্থঃ। অবিষমাং সর্ব্বেষু কুমারেষু মাতৃবৎ ডাকিনী মাতৃবচ্চ পালনে ভক্ষণে চ বিষমভাব রহিতাং। একো মুখ্যো দেবঃ, ক্রীড়নপরঃ পরমাত্মা, স্বচ্ছন্দঃ স্বতন্ত্রঃ, বশানুগাং স্বায়ত্তামেনাং পিবতে ভুঙ্‌ক্তে তৎপ্রবর্তনাদিনা তামনুভবতীত্যর্থঃ।

এতদেব প্রাহ ধ্যানেতি ধ্যানং 'স ঐক্ষতেতি' কার্যঃ সৃষ্টি সঙ্কল্পঃ ক্রিয়া তস্যাঃ পরিণতিস্তাভ্যাং প্রসভং বলাদেব ভুঙ্‌ক্তে। নন্থ এবং প্রকৃতি অনু-

অনুবাদ

চুলিকোপনিষদে—(   ) প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকহীন মায়াবশ কুমারগণ, অর্থাৎ জীবগণ কখন মাতৃবৎ ও কখন ডাকিনী মাতৃবৎ পালনে ও ভক্ষণে সমভাবাপন্না এই মায়াকে পিবন্তি—ভোগ করে। এক মুখ্য ক্রীড়নপর পরমাত্মা স্বতন্ত্র, অতএব স্বায়ত্তাধীনা অনুগতা এই মায়াকে ধ্যান—আলোচনা ও ক্রিয়া—সৃষ্টি সঙ্কল্প দ্বারা পরিণতি ঘটাইয়া বলপূর্বক ভোগ করেন, যেহেতু ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ ও বিভু ॥৪৩॥

'অসমো বেতি' চতুর্বেদ শিখাতে, সকল জীবই অপূর্ণ হয়, অতএব পরমাত্মা পূর্ণ ॥৪২॥

'পিবন্তীতি' চুলিকোপনিষদে। 'বিকার জননী' এইরূপ উপক্রম করিয়া ঐস্থলে পঠিত হইয়াছে—প্রকৃতি পুরুষ বিবেকহীন অজ্ঞজীবগণ মায়াকার্য দেহে বন্ধন হেতু মায়াবশ জীবগণ এই বলবতী মায়াকে অনুভব করে।

সেয়ং দেবৈতক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা।
অনেন জীবেনাত্মনানু প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।
সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনা-
নুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ,
তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেবৈককামকরোদিতি ॥৪৪॥ ছান্দোগ্যে
(৬।৩।২-৪)

টীকা

ভবে তল্লেপঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—ভগবানিতি তদাপি অপ্রচ্যুত ষড়ৈশ্বর্য্য ইত্যর্থঃ। বিভুর্ব্ব্যাপকশ্চেত্যর্থঃ। 'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হীতি, উপদ্রষ্টানুমন্তা চেতি' 'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্য' ইতি চ শ্রীগীতোপনিষদ্ভ্যঃ ॥৪৩॥

সেয়মিতি ছান্দোগ্যে (৬।৩ ২৩) অনেনেতীদন্তা নির্দেশেন ভেদঃ

অনুবাদ

ছান্দোগ্যে (৬।৩।২,৩) সেই সৎস্বরূপ দেবতা সঙ্কল্প করিলেন—আমি এই জীবাত্মার সহিত এই তিন দেবতাতে অর্থাৎ তেজ জল ও পৃথিবীর মধ্যে অনু প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি। আমি এই তিন দেবতা উপলক্ষণে পঞ্চভূতকে পঞ্চীকরণ করি। অনন্তর পরমাত্মা জীবাত্মার সহিত এই সমুদয় দেবতার পঞ্চভূতের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন। সেই সৎস্বরূপ দেবতা পরমাত্মা ঐ পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চপঞ্চভাগে—প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পরে দ্বিতীয় ভাগকে স্বভিন্ন অন্য চারিভাগের সহিত মিলাইয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উপযোগি করিলেন ॥৪৪॥

পরমাত্মা স্বতন্ত্র স্বায়ত্তাধীনা মায়ার প্রতি ঈক্ষণ ও সঙ্কল্প দ্বারা বিশ্বসৃষ্টির উপযোগী রূপে বলপূর্ব্বক পরিণাম ঘটাইয়া থাকেন। পরমাত্মা যেহেতু ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ও বিভু অতএব তাঁহাতে মায়ার স্পর্শ হয় না। যথা শ্রীগীতাতে—পুরুষ জীব প্রকৃতিতে থাকিয়া প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করে। পরমাত্মা উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা, কারণ উত্তম পুরুষ কিন্তু অন্য প্রকৃতি স্পর্শ রহিত ॥৪৩॥

'সেয়মিতি' ছান্দোগ্যে (৬।৩।২-৪) 'অনেন' এই জীবসহ ইহা দ্বারা

বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তেঽন্যে,
রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র।
তস্যৈব তেঽন্যেন ধৃতে বিযুক্তে,
রূপেণ যত্তদ্‌ দ্বিজ কালসংজ্ঞং ॥৪৫॥

টীকা

তথা 'আত্মনা' ইত্যনেন অভেদশ্চ সখ্যত্বেনৈব নির্দিষ্টস্তদ্‌ ভোগার্থমেবেশ্বরস্য তত্তৎ কর্তুং প্রবৃত্তেঃ। ন তু স্বনিমিত্তং কিঞ্চিৎ করোতীত্যর্থঃ। এবং পরত্রাপি। সা ব্রহ্মদেবতা ইমাস্তিস্রো দেবতা স্তোতমানানি তেজোঽবন্নানি। অনেন জীবেন তচ্ছক্তিমতা তদ্‌ব্যাপিনাত্মনা স্বেনৈব অহমনু প্রবিশ্য নামরূপে বিশেষেণ আ—সম্যক্‌ করবাণীতি বা ত্রিরূপেণ বৃত্তং বর্ত্তনং যস্যাং তাং ইতি এবং বিচার্যাত্মনৈব তাঃ প্রবিশ্য তাসামেকৈকাং তথা কৃতবানিতি শ্রুত্যর্থঃ। অত্রাপি ভেদস্তু স্ফুট এব ॥৪৭॥

বিষ্ণোরিতি শ্রীবৈষ্ণবে (১।২।২৪) 'পরতো নিরুপাধের্বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২।২৪) হে বিপ্র! নিরুপাধি বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে ভিন্ন সেই প্রধান ও পুরুষ—(জীব) দুইটি রূপ। শ্রীবিষ্ণুর অন্য যে রূপদ্বারা এই প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত হয় এবং প্রলয়কালে বিযুক্ত হয়, হে দ্বিজ! তাহার নাম 'কাল' ॥৪৫॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদনির্দেশ এবং 'আত্মনা' ইহাদ্বারা অভেদ নির্দেশও সখাভাবে অবস্থান হেতু। জীবের ভোগ সম্পাদনের নিমিত্ত পরমেশ্বর সৃষ্টি-কার্যে প্রবৃত্ত হন। পরন্তু নিজের জন্য কিছুই করেন না। সেই ব্রহ্ম বা পর-মাত্মা তেজ, জল ও অন্নকে (পৃথিবী) ত্রিবৃৎ উপলক্ষণে পঞ্চমহাভূতকে পঞ্চীকরণ দ্বারা মিশ্রণ করিয়া এই জীবাত্মার সহিত স্বয়ংও অনুপ্রবেশ দ্বারা নাম রূপাত্মক এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেন। এস্থলেও জীবাত্মা ও পর-মাত্মায় ভেদ-স্পষ্টই ॥৪৪॥

টীকানুবাদ—'বিষ্ণোরিতি' শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২।২৪) পরমেশ্বর নিরুপাধি

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্‌।
তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্‌ ॥৪৬॥

টীকা

তে প্রাগুক্তে প্রধানং পুরুষশ্চেতি দ্বে রূপে অন্যে বিলক্ষণে মায়াকৃতে ইতি তত্রত্যা টীকা। অত্র প্রধান সহিত পাঠে ন জীবস্যাপি মায়াকৃতত্ব যুক্তং। বস্তুতস্তু কৃতত্বং তদ্বশবর্তিত্বমেবোচ্যতে, প্রধানং পুরুষশ্চেতি দ্বে রূপে বিষ্ণোঃ স্বরূপাদন্যে, তস্যৈব বিষ্ণোঃ কালসংজ্ঞেন রূপেণ তে দ্বে ধৃতে বিধৃতে নিয়মিতে ভবতঃ। কীদৃশে? বিযুক্তে পৃথক্‌ভূতেঽবিযুক্তে ইতি বা চ্ছেদঃ। পূর্ব-রূপমার্ষং। ক্বচিত্তু অন্যে বিধৃতে ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে ॥৪৫॥

নিত্য ইতি কাঠকে (২।২।১৩) তত্র জীবানাং নিত্যত্বং তু আহ ভগবান্‌ সূত্রকার "নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (২।৩।১৮) ইত্যত্রাত্মা জীবো নোৎ-পদ্যতে কুতঃ শ্রুতে ন জায়তে ইত্যত্র, জ্ঞাজ্ঞাবিত্যত্র চ অজত্ব-শ্রবণাৎ, তথা

অনুবাদ

কঠোপনিষদে (২।২।১৩) বহু নিত্য চেতন জীবগণের মধ্যে যিনি নিত্য ও চৈতন্য স্বরূপ একমুখ্য অদ্বিতীয় হইয়াও বহুজীবের কর্ম ফল বিধান করেন. তাঁহাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি গুরুবাক্যানুযায়ী নিজ অন্তরে দর্শন করেন তাঁহাদের শাশ্বতী শান্তি হয়, অন্যের হয় না ॥৪৬॥

বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে সেই প্রধান ও পুরুষ দুইটি রূপ বিলক্ষণ মায়াকৃত—ইহা শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা. এস্থলে 'প্রধান সহিত' পাঠ ধরিলে জীব মায়া-কৃত হয় না. বস্তুতস্তু কৃত শব্দের অর্থ মায়াবশীকৃত বলিবার উদ্দেশ্য, প্রধান ও পুরুষ দুইটি রূপ বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে অন্য. সেই বিষ্ণুর কাল নামক রূপ দ্বারা ঐ প্রধান ও পুরুষ ধৃত বিধৃত নিয়মিত হইতেছে কিরূপে? বিযুক্ত পৃথক্‌রূপে অথবা অবিযুক্তভাবে। কোথাও বা অন্যভাবে 'বিধৃত এইরূপ পাঠও দেখা যায় ॥৪৫॥

'নিত্য' ইতি কঠোপনিষদে (২।২।১৩) জীবগণের নিত্যত্ব, ভগবান ব্রহ্ম সূত্রকার বলিয়াছেন 'নাত্মা শ্রুতেঃ' আকাশাদির উৎপত্তির কথা থাকিলেও

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।

টীকা

তেভ্যঃ শ্রুতি স্মৃতিভ্যো নিত্যত্ব প্রতীতেঃ। চ-শব্দাৎ চেতনত্বং চ। তাস্তু নিত্যো নিত্যানামিতি, অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয় মিত্যাদ্যাঃ। এবং সতি জাতোঽয়ং দেবদত্তো মৃতশ্চেতি যোঽয়ং লৌকিক ব্যবহারো যশ্চ জাত-কর্ম্মাদি বিধিঃ, স তু দেহাশ্রিত এব ভবেৎ। "স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভি সংপদ্যমানঃ উৎক্রামন্ ম্রিয়মান ইতি (৪ ৩.৮) বৃহদারণ্যকাৎ। 'জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে' ইতি (৬।১১৩) ছান্দোগ্যাচ্চ। যো হরিশ্চেতন একো নিত্যানাং চেতনানাং বহূনাং জীবানাং কামান্ বাঞ্ছিতার্থান্ দদাতি পূরয়তীত্যর্থঃ। আত্মনি মনসি স্থিতং স্ফুটমন্যৎ ॥৪৬॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীগোপাল উপনিষদে (১।২১) যিনি গোবিন্দ নিত্য চেতন এক হইয়াও নিত্য চেতন বহু ব্রহ্মাদি জীবগণের দ্বারা উপাসিত হইয়া বাঞ্ছিত ফল

আত্মার উৎপত্তি শ্রুতিতে নাই, বরং ঐ সকল শ্রুতি হইতে আত্মার নিত্যত্ব পাওয়া যায় (২ ৩।১৮ সূ) ন জায়তে. জাজ্ঞৌ এইসকল শ্রুতিতে আত্মার অজত্ব শ্রুত হয়, সেইরূপ ঐ সকল শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে নিত্যত্ব জ্ঞান হয়। চ'কার দ্বারা চেতনত্বও। সেই সকল শ্রুতি 'নিত্যো নিত্যানাং, অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং' ইত্যাদি। তাহা হইলে 'এই দেবদত্ত জন্মিল এবং মরিল—এই যে লৌকিক ব্যবহার, আর জাতকর্ম্মাদি স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি, তাহা কিন্তু দেহকে আশ্রয় করিয়াই লোক ব্যবহার হয়। বৃহদারণ্যকে (৪।৩।৮) সেই এই পুরুষ জন্ম লাভ করিয়া শরীর লাভ করিল, যখন ইনি উৎক্রমণ করেন তখন মৃত হন। ছান্দোগ্যে (৬।১১।৩) জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এই দেহ মৃত হয়, জীব মরে না। কঠোপনিষদে (২।২।১৩) যিনি শ্রীহরি চেতন এক, বহু নিত্য চেতন জীবের বাঞ্ছিত পদার্থ দান করিয়া বাসনা পূরণ করেন, মনে অন্তরে অবস্থান করিয়া। অন্য সকল স্পষ্টার্থ ॥ ৪৬ ॥

তং পীঠস্থং যেঽনু যজন্তি বিপ্রা-
স্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ৪৭ ॥

অথ হ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কাল ইতি। অথ

টীকা

নিত্য ইতি শ্রীগোপালোপনিষদি। পীঠে সিংহাসনে বিরাজমানং পীঠ-গমিতি পাঠে কারণভূত প্রকৃতে রুপরি গতং তামতিক্রাম্য স্বলোকে বিরাজমান মিত্যর্থঃ। আভ্যাং পরেষাং জীবনভূতো য একজীববাদঃ স তু স্বতঃ পরাস্তঃ অত্র জীবানাং ব্রহ্মোপসর্জনাণুদ্রব্যত্বে তারতম্যং নাস্তি। কিন্তু ফলতারতম্যং তু অস্ত্যেব, তথৈবাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—অদৃষ্টানিয়মাদিতি (২।৩।৫০) অত্র নেত্যনুবর্ত্ততে নৈব তে জীবা সাম্যভাজঃ কুতঃ স্বরূপসাম্যেপি তদদৃষ্টানাং জীবভাগ্যবিশেষাণাং অনিয়মাৎ নানাবিধত্বাৎ। অদৃষ্টং তু জীববদনাদীতি সূত্রার্থঃ ॥ অত্র শ্রীভগবদ্ ভজনমেব তস্যান্যথাত্বং কর্তুং বলবৎ. নান্যৎ কিঞ্চিদিতি ন ভেতব্যম্ ।৪৭॥

অনুবাদ

নিষ্পাদন করেন, উক্ত যোগপীঠস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে সম্প্রতি যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর যজন করেন, তাঁহাদের অন্তে মুক্তিও হয় ॥ ৪৭ ॥

টীকানুবাদ—'নিত্য' ইতি শ্রীগোপালতাপনীতে (২।২১) পীঠে সিংহাসনে বিরাজমান। 'পীঠগং' এইরূপ পাঠ ধরিলে কারণ স্বরূপ প্রকৃতির অতীত স্বধামে বিরাজমান পুরুষকে। এই দুইটি শ্রুতি দ্বারা মায়াবাদিগণের প্রাণ-স্বরূপ যে একজীব বাদ। তাহা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই পরাস্ত হইল। এস্থলে জীবগণের ব্রহ্ম উপাসনা ও অণুত্বে তারতম্য নাই, কিন্তু ফল তারতম্য আছেই। সেইরূপই ব্রঃ সূত্রকার ভগবান ব্যাসদেব বলিতেছেন—(২।৩।৫০) 'অদৃষ্টা-নিয়মাৎ' সেই জীবগণ সাম্যযুক্ত নহে, স্বরূপতঃ সাম্য থাকিলেও জীবভোগ্য অদৃষ্ট বিশেষ সমূহের অনিয়ম হেতু নানাবিধ হওয়ায়। অদৃষ্ট কিন্তু জীববৎ অনাদি—ইহাই সূত্রার্থঃ ॥ এস্থলে শ্রীভগবদ্ ভজনই কর্ম্মফলের অন্যথা করিতে সমর্থ, অন্য কিছুই নহে। অতএব ভক্তিসাধকগণে ভয়ের কিছুই নাই ॥ ৪৭ ॥

যানি অনিত্যানি - প্রাণাঃ শ্রদ্ধা ভূতানি ভৌতিকানি ইতি। যানি হ বা উৎপত্তি মন্তি তানি অনিত্যানি, যানি হ বা অনুৎপত্তি মন্তি তানি নিত্যানি। নহ্যেত্যানি কদাচনোৎপদ্যন্তে ন বিলীয়ন্তে পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কালঃ। ইতি ॥ ৪৮ ॥

নাহো ন রাত্রি র্ন নভো ন ভুমি-,
র্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূচ্চ নান্যৎ ॥
শ্রোত্রাদি বুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং,
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥ ৪৯ ॥

টীকা

অথ হ বাবেত্যাদি কাল ইত্যন্তং ভাল্লবেয়ে। কদাচনেতি—প্রলয়েঽপি আশ্রয়াশ্রয়িভাবেন পৃথক্ স্বরূপত এবাবস্থানং সূচয়তি ॥ ৪৮ ॥

'নাহো' ইতি শ্রীবৈষ্ণবে (১।২।২৩) তদা প্রলয়ে অহো রাত্রিশ্চ নাসীৎ, সূর্য্যাদেরভাবাৎ তমশ্চ নাসীৎ রাত্রেরভাবাৎ জ্যোতিশ্চ নাসীৎ। অহোঽভাবাৎ

অনুবাদ

ভাল্লবেয় শ্রুতি – অনন্তর নিত্য বস্তু সকল বলা হইতেছে, পুরুষাবতার সকল নিত্য, প্রকৃতি নিত্য, জীবাত্মা নিত্য, কাল নিত্য। অথ অনিত্য যাহা বলা হইতেছে —প্রাণসমূহ, শ্রদ্ধা, ভূতসমূহ এবং ভৌতিক দ্রব্যসমূহ। যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা অনিত্য। যাহাদের উৎপত্তি নাই তাহাই নিত্য। পুরুষ প্রকৃতি কাল আত্মা – ইহারা কখনও উৎপন্ন হয় না, বিলীন হয় না ॥৪৮॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২।২৩) প্রলয়কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক বা অন্য কোনও বস্তু ছিল না, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ ও বুদ্ধির দ্বারা অজ্ঞেয় একমাত্র প্রকৃতি পুরুষ ও ব্রহ্ম সেই সময়ে বর্তমান ছিলেন ॥৪৯॥

'অথ হ বাব' ইত্যাদি ভাল্লবেয় শ্রুতি। কদাচন – প্রলয়েও আশ্রয় আশ্রয়িভাবে পৃথক্ স্বরূপেই অবস্থান সূচিত হয় ॥ ৪৮ ॥

'নাহো' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২।২৩) প্রলয়কালে দিন রাত্রি নাই। সূর্য চন্দ্র নাই। অন্ধকার নাই, রাত্রি নাই, জ্যোতি নাই। দিনের অভাবে

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে, অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নাম রূপাদ বিমুক্তঃ, পরাৎপরং পুরুষ মুপৈতি দীব্যমিতি ॥ (মুণ্ডকে ৩।২।৮)

যথা সোম্য ! মধুকৃতো মধূনি নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং

টীকা

অন্যচ্চ নভো ভূম্যাদিকং নাসীৎ, তর্হি কিমাসীৎ তত্রাহ—শ্রোত্রাদি বুদ্ধ্যা শব্দাদি জন্য জ্ঞানেনানুপলভ্যং প্রাধানিকং প্রধানং স্বার্থে ঢক্। ব্রহ্ম পরেশঃ, পুমান্ জীবশ্চ, জীবাদৃষ্টোদ্বোধক কালস্যাপি এতদুপলক্ষণমিতি, প্রলয়েঽপি ভেদস্য সত্যত্ব দৃশ্যতে ॥ ৪৯ ॥

প্রাপ্তাবপি স্বরূপভেদোঽস্তীত্যাহুঃ—যথেতি মুণ্ডকে (৩।২।৮) অস্তং লয়ং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়, নতু স্বরূপমিত্যর্থঃ। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ শুদ্ধস্বরূপঃ সন্ পরাৎপরং পুরুষ মুপৈতি, নতু স্বয়ং স ভবতীত্যর্থঃ। মধুকৃতো মধুমক্ষিকা মধূনি নিস্তিষ্ঠন্তি সংকুর্ব্য নিষ্পাদয়ন্তি, নানাত্যয়ানাং নাম নানা ভাব এব নানা জাতিরেব বোচ্যতে। ততশ্চ নানাত্যয়ং যান্তি যে তেষাং পরাৎপরং

অনুবাদ

মুণ্ডকে (৩।২।৮) প্রবহমান নদীসকল যেরূপ নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া সাগরে অস্ত যায়। তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ছান্দোগ্যে (৬।৯।১-২) হে সোম্য !

অন্য আকাশ ভূমি আদি ছিল না, তাহা হইলে কি ছিল? কর্ণাদি বুদ্ধিদ্বারা শব্দাদি জন্য জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত প্রধান, পরমেশ্বর, জীব ও জীবের অদৃষ্টের উদ্বোধক কালও ছিল, সুতরাং প্রলয়ে ভেদ সত্য দৃষ্ট হয় ॥ ৪৯ ॥

মোক্ষপ্রাপ্তিতেও স্বরূপভেদ আছে – 'যথা' ইতি মুণ্ডকে (৩।২।৮) নামরূপ ত্যাগ করিয়া লয়প্রাপ্ত হয়। স্বরূপ ত্যাগ করে না। সেইরূপ বিদ্বান্—তত্ত্বজ্ঞানী নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্বয়ং পরমেশ্বর হয় না। মধুমক্ষিকা মধুসমূহকে সংকার করিয়া নিষ্পাদন করে। নানা ভাবেই নানা জাতীয়ই পুষ্পের মধু আহরণ পূর্ব্বক, নানা

বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং সংগময়ন্তি। তে যথা বিবেকং ন লভন্তে অমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্ম্যমুষ্য বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবং খলু সোম্যেমাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি (ছা ৬/৯/১, ২) ॥ ৫০ ॥

কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ। ইতি ॥ (শ্বে ৬/৪) ॥ ৫১ ॥

টীকা

নানাস্থানোদ্ভবানাং নানাজাতিং প্রাপ্তা বা বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারং সমাহৃত্য একতাং সঙ্গময়ন্তি। তে রসাঃ তত্র মধুনি বিবেকং যথা ন লভন্তে অমুষ্য বৃক্ষস্য রসোঽস্মি। কিন্তু স্বরূপেণ তিষ্ঠন্ত্যেব। অন্যথা বিবেকং ন লভন্ত ইতি উক্তি-বিরুধ্যেত। কিন্তু একস্বরূপা এব জাতা ইত্যেব বক্তুং সমুচিতং। এবং দার্ষ্টান্তিকেঽপি ইয়ং প্রলয় বিষয়মপি বোধয়তি। তদৈব সর্বপ্রজানাং সত্য-বস্থানমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ

মধুকর সমূহ যেমন নানা বৃক্ষের রস আহরণ করিয়া সেই রসসমূহকে এক-ভাবাপন্ন করে এবং তখন যেমন রসসমূহের এই বিবেক থাকে না যে 'আমি অমুক বৃক্ষের রস' সেইরূপ হে সৌম্য সমুদয় প্রাণী সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারে না যে, আমরা সৎস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৫০ ॥

মূলানুবাদ – শ্বেতাশ্বতরে (৬।৪) প্রাচীন ও আধুনিক, পুণ্য ও পাপাদি সংসার-বন্ধনরূপ কর্ম্মের বিনাশ হইলে পর প্রসিদ্ধ জীব ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, কীরূপ? তত্ত্বতঃ পৃথক্. মুক্তির পরও স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন থাকে ॥ ৫১ ॥

স্থানোদ্ভব নানা জাতি বৃক্ষের রসসমূহ আহরণ পূর্ব্বক এক রসে মিলিত করে। সেস্থলে যেমন মধুতে 'অমুক বৃক্ষের রস আমি হই' – এইরূপ পার্থক্য বোধ থাকে না, কিন্তু স্বরূপে থাকেই। তাহা না হইলে 'পার্থক্য জানিতে পারে না'— এইরূপ উক্তির বিরোধ হয়। কিন্তু 'এক স্বরূপেই জাত হয়' এইরূপই বলা উচিত ছিল। সেইরূপ দার্ষ্টান্তিকেও এই প্রলয় বিষয়কেই জানাইতেছে। প্রলয়ে সর্ব্ব প্রজারই অবস্থান সৎস্বরূপেই হয়, ইহা জানিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫২॥
আত্মাসমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্।
বিভর্ত্তি কৌস্তুভমণিং – স্বরূপং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫৩ ॥
অন্যার্থশ্চ পরামর্শ ইতি (ব্র সূ ১/৩/১৯) ॥ ৫৪ ॥

টীকা

কর্ম্মেতি শ্বেতাশ্বতরবাক্যম্। কর্মণঃ প্রাচীনাধুনিকস্য পুণ্যপাপাদি বন্ধ-লক্ষণস্য ক্ষয়ে বিনাশে সতি স প্রসিদ্ধো জীবো যাতি ব্রহ্মেতি প্রকরণাৎ। কীদৃশঃ তত্রাহ—তত্ত্বতোঽন্যঃ। তত্রাপি স্বরূপতো ব্রহ্মণো ভিন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

বিজ্ঞানেতি কঠবল্ল্যাং (১।৩।৯) অত্রাপি প্রাপ্তৃ-প্রাপ্যাভ্যাং ভেদ এব তাৎপর্য্যম্ ॥ ৫২ ॥ আত্মানমিতি শ্রীবৈষ্ণবে (১।২২।৬৬)। অত্র শুদ্ধ-স্বরূপেঽপি ভেদো দর্শিতঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ

কঠবল্লী শ্রুতিতে (১।৩।৯) যে ব্যক্তির বিবেক বুদ্ধির সারথি আছে এবং বল্গারূপ মন যাঁহার অধীন, তিনি সংসার মার্গের পরপারে মায়াতীত বিষ্ণুর পরম ধাম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন ॥ ৫২ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৬৬) ভগবান্ শ্রীহরি এই জগতের সহিত সম্বন্ধহীন, গুণাতীত ও নির্মল জীবাত্মাকে কৌস্তুভমণি স্বরূপে ধারণ করিতেছেন – পরাশর ঋষি বলিলেন – ইহা বশিষ্ঠ মহর্ষি আমাকে বলিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

(ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৯) জীব ব্রহ্মকে উপাসনা করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মের ন্যায় জীবেও অপহত পাপ্মত্বাদি কল্যাণ গুণের আবির্ভাব হয়। দহর বাক্যের শেষে ঐ গুণগুলি ব্রহ্মের, আর পরবর্তী প্রজাপতি বাক্যের অন্তর্গত ঐ গুণগুলি মুক্তজীবে ব্রহ্মের প্রসাদে সঞ্চারিত হয় ॥ ৫৪ ॥

টীকানুবাদ—'কর্ম্মেতি' শ্বেতাশ্বতর বাক্যে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ॥ ৫১ ॥

বিজ্ঞানেতি কঠবল্লীতে (১।৩।৯) এস্থলেও ব্রহ্ম ও জীব, প্রাপ্য ও প্রাপক ভেদই তাৎপর্য ॥ ৫২ ॥ 'আত্মানম্' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৬৬) এস্থলে জীবের শুদ্ধস্বরূপেও ভেদ দেখান হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্বিকারশ্চ একরূপ স্বরূপভাক্॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ সাক্ষী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ॥

টীকা

অন্যেতি (ব্র স ১।৩।১৯) অত্র জীবপরামর্শঃ পরাত্মজ্ঞানার্থ এব। যং প্রাপ্য জীবস্তদগুণাষ্টকবতা স্বরূপেণাভিনিস্পদ্যতে। স পরমাত্মৈব জীবেন সেব্যঃ। গুণাষ্টকং তু য আত্মাপহত পাপ্মেত্যাদিনা দহর-বিদ্যায়াং পঠিতং জ্ঞেয়ম্॥৫৪॥

জ্ঞানাশ্রয় ইতি পাদ্ম স্মৃতিঃ (উঃ ৯০ অঃ প্রণবব্যাখ্যানে) সা চ পূর্বোক্ত-মন্ত্রকৃঞ্চ স্মারয়তি – জ্ঞানং চাসাবাশ্রয়শ্চেতি কর্মধারয়াৎ জ্ঞানরূপো ধর্মীত্যর্থঃ। তদেবাহ জ্ঞানগুণ ইতি, চেতনো দেহাদেশ্চেতয়িতা, অহমর্থোঽস্মচ্ছব্দবাচ্যঃ। শেষভূতোংশভূতঃ হরেরেব দাসভূতঃ।

নন্ব অত্র সর্ব্বেষামেব জীবানাং হরিদাসত্বং স্বরূপসিদ্ধং নির্বিশেষমেব প্রতীতং তত উপদেশ সংস্কারয়োর্বৈয়র্থ্যমিতি চেন্নৈবম্।

অনুবাদ

পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ডে ৯০ অধ্যায়ে) প্রণব ব্যাখ্যানে—জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানগুণবান্, চেতন, অপ্রাকৃত, জন্মাদি ষড়্বিধ বিকারশূন্য, নানাদেহে একরূপ কূটস্থ, পরিমাণে অণু, নিত্য, স্বদেহে সর্বত্র ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দ স্বরূপ এবং স্বরূপে অহমর্থ, অব্যয়, সাক্ষী প্রতি দেহে ভিন্ন রূপ, সনাতন। অদাহ্য,

অন্যেতি (ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৯) এস্থলে জীব পরামর্শ, পরমাত্মজ্ঞানের জন্যই। যে পরমাত্মাকে পাইয়া জীব পরমাত্মার কল্যাণগুণ প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে। সেই পরমাত্মাই জীবের সেব্য। ঐ গুণগুলি 'আত্মা অপহত পাপ্মা' ইত্যাদি অষ্টবিধ, দহর বিদ্যাতে পঠিত॥ ৫৪॥

জ্ঞানাশ্রয় ইত্যাদি পাদ্মোত্তর খণ্ডে (৯০ অঃ) প্রণব ব্যাখ্যানে। প্রশ্নঃ— এস্থলে সকল জীবেরই হরিদাসত্ব স্বরূপসিদ্ধ সাধারণভাবেই জানা যায়, অতএব শ্রীগুরু কর্তৃক উপদেশ, সংস্কারাদি নিষ্ফল হয়? যদি ইহা বলা যায়?

অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্যোঽক্ষর এব চ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ॥
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন॥ ৫৫॥
(পাদ্মোত্তর খণ্ডে ৯০ অঃ প্রণব ব্যাখ্যানে)

টীকা

এতৎ তদ্দাসাভিব্যঞ্জকত্বেন তয়োরর্থবত্ত্বাৎ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ – ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানং। সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থন দণ্ডেন। ইতি। (শ্বেতাঃ ৬।২৩) যস্য দেবে পরাভক্তিরিত্যাদ্যাশ্চ, যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্নেত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চ। মকারেণেতি। অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারশ্চ ততঃ পরম্। বেদত্রয়াত্মক প্রোক্তং প্রণবং ব্রহ্মণঃ পদম্॥ অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ চোচ্যতে। মকারস্তু তয়োর্দাশঃ প্রকীর্তিত ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডে

অনুবাদ

অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য ও অক্ষয়। এই সকল গুণযুক্ত হইয়া পরমাত্মার অংশস্বরূপ, প্রণবের মকারের অর্থে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের স্বরূপ বলা হইল, পরমেশ্বরের সর্বদা আশ্রিত শক্তি এবং শ্রীহরিরই দাস স্বরূপতঃ, কখনও অন্যের দাস নহে॥ ৫৫॥

তদুত্তরে—জীবের স্বরূপে দাসত্ব থাকিলেও মায়াহত জীবে উহার প্রকাশ নাই। উহার প্রকাশ জন্য শাস্ত্রের উপদেশ ও শ্রীগুরুদেব প্রদত্ত সংস্কারের প্রয়োজন। "মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান। জীবের কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥ শাস্ত্র গুরু আত্মরূপে আপনারে জানান। 'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'- জীবের হয় জ্ঞান॥" (চৈঃ চঃ ২।২০।১২২) শ্রুতিও এইরূপই বলিয়াছেন – দুগ্ধে যেরূপ ঘৃত নিগূঢ় থাকে, সেইরূপ প্রতি জীবে বিজ্ঞান নিগূঢভাবে অবস্থান করে, সর্বদা মনরূপ মন্থন দণ্ডদ্বারা শাস্ত্র উপদেশ মন্থন করিবে॥ শ্বেতাশ্বতরে (৬।২৩) যে ব্যক্তির ইষ্টদেবে পরাভক্তি, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবেও ভক্তি, তাহার নিকট এই সকল তত্ত্ব শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন। সূর্য-চন্দ্রাদির আলোক যাহা

"যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ইতি" ॥
(বৃহদারণ্যক ৪/৪/৭) ॥ ৫৬ ॥

টীকা

প্রণবব্যাখ্যানে ক্লীবত্বং ছান্দসং। পাঠান্তরন্তু সুগমঃ। এবমাদি—ইত্যাদি পদাৎ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব-স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশত্বানি চ জ্ঞেয়ানি।

প্রকাশঃ খলু গুণদ্রব্যোণ দ্বিবিধঃ। তত্র প্রথমঃ স্বাশ্রয়স্য ফূর্ত্তিঃ। দ্বিতীয়স্তু স্বপরস্ফূর্তিহেতুর্বস্তুবিশেষঃ। স চাত্মৈব। দীপঃ চক্ষুঃ প্রকাশয়ন্ স্বরূপস্ফূর্তিঞ্চ স্বয়মেব করোতি। ন তু ঘটাদি প্রকাশবত্তদাদি সাপেক্ষঃ। তস্মাদয়ং স্বয়ং প্রকাশঃ। তথাপি স্বয়ং প্রতি ন প্রকাশতে, স্বস্মিন্ জাড্যাৎ। আত্মা তু স্বয়ং পরং চ প্রকাশয়ন্ স্বংপ্রতি প্রকাশতে। অতএব স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশ উচ্যতে। যতোঽসৌ চিদ্রূপো, যস্তু স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশো ন ভবতি, স চ জড়ো দীপাদি প্রকাশ্যো ঘটাদিরিত্যর্থোঽস্মসন্ধেয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ

প্রকাশ করিতে পারে না, ঐ আত্ম পরমাত্ম-জ্ঞান শাস্ত্র ও শ্রীগুরুদেব প্রকাশিত করেন। এইরূপ স্মৃতিতেও উক্ত আছে। পদ্মপুরাণে প্রণবের ব্যাখ্যা—অকার উকার মকার—এই বেদত্রয়াত্মক প্রণব ব্রহ্মের স্বরূপ। অকার—বিষ্ণু, উকার—শ্রীলক্ষ্মী, মকার-উভয়ের দাস জীবাত্মা। জীবাত্মা নিজে স্বয়ং-প্রকাশ। প্রকাশ পদার্থ দ্বিবিধ-গুণ ও দ্রব্য ভেদে, তন্মধ্যে 'গুণ' নিজ আশ্রয়ের স্ফূর্তি করায়। 'দ্রব্য' স্বপর স্ফূর্তি হেতু বস্তুবিশেষ। আত্মা ঐ দ্বিবিধ। প্রদীপ চক্ষুকে প্রকাশ করিয়া নিজ স্বরূপের স্ফূর্তিও নিজেই করে। কিন্তু ঘটাদি তাহা পারে না, ঘটাদির প্রকাশ প্রদীপাদির আলোক সাপেক্ষ। অতএব প্রদীপ স্বয়ং-প্রকাশ তথাপি প্রদীপ নিজেকে নিজে প্রকাশ করে না। নিজের জড়তা হেতু। আত্মা কিন্তু নিজেকে ও পরকে প্রকাশ করিয়া নিজেকে নিজে প্রকাশ করে। অতএব 'স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশ' আত্মা বলা হয়। যেহেতু আত্মা চিৎস্বরূপ। যে বস্তু স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশ হয় না তাহা জড়, দীপাদি দ্বারা প্রকাশ্য যেমন ঘটাদি—ইহাই স্বস্মৈ স্বয়ংপ্রকাশের অর্থ ॥ ৫৫ ॥

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ॥ ইতি ৫৭ ॥

টীকা

যদেতি বৃহদারণ্যকে (৪।৪।৭) অমৃতো মরণধর্মরহিতোঽত্রৈব দেহে লোকে বা। অত্রাপি প্রাপ্তৃত্ব-প্রাপ্যত্বাভ্যাং ভেদোক্তিঃ ॥ ৫৬

পুরমিতি কাঠকে (২।২।১) ইদং শরীর-রূপং পুরং কীদৃশমেকাদশদ্বারং সপ্তশীর্ষণ্যানি, নাভ্যা সহাবাঞ্চি ত্রীণি, শিরসি চৈকমিত্যেকাদশদ্বারাণি যস্য তৎ, হরেঃ কীদৃশস্যেত্যাহ—অবক্র চেতসঃ অবক্রং সরলং সর্ববিষয়কং চেতো জ্ঞানং যস্য সোঽবক্র চেতাস্তস্য সর্বজ্ঞস্যেত্যর্থঃ। তস্মিন্ শরীররূপে পুরে হৃৎ-পুণ্ডরীকস্থিতস্য ধ্যানমনুষ্ঠায় ন শোচতি। তস্য শোকো ন ভবতি ইত্যর্থঃ। ততশ্চ স্বরূপাবরিকয়াবিদ্যয়া বিমুক্তো গুণাবরিকয়া বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ। বিলজ্জ-মানয়া যস্যেত্যাদেঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বৃহদারণ্যক (৪।৪।৭) হৃদয়ে যে সকল কামনা বর্তমান, যখন সেই সকল দূরীভূত হয়, তখন মর্ত্য ব্যক্তি অমৃত হয় এবং এই স্থলেই অর্থাৎ এই দেহে বর্তমান থাকিয়াই সেই আত্মা ব্রহ্ম লাভ করে ॥ ৫৬ ॥

কঠ উপনিষদে (২।২।১) জন্মরহিত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মার একাদশ দ্বারযুক্ত একটি নগর আছে। সেই পুরস্বামীর ধ্যান করিয়া লোক শোকাতীত হয় এবং এই দেহে মুক্ত হইয়া পুনর্বার শরীর গ্রহণ করে না ॥ ৫৭ ॥

টীকানুবাদ—'যদিতি' বৃহদারণ্যকে (৪।৪।৭) অমৃত-মরণ ধর্মরহিত, এই দেহে বা এই লোকে। এস্থলেও প্রাপ্য-প্রাপকভাবে জীব ও পরমাত্মার ভেদোক্তি ॥ ৫৬ ॥

পুরমিতি কাঠকে (২।২।১) এই শরীররূপ পুর একাদশ দ্বারযুক্ত, ৭টি দ্বার মস্তকে, নাভি সহ নিম্নদেহে ৩টি, ব্রহ্মতালু ১টি। সেই পুরবাসী শ্রীহরি কীরূপ? অবক্রচেতা—সরল সর্ববিধ জ্ঞান যাঁহার সেই সর্বজ্ঞ। সেই শরীরে হৃদয়পদ্মে স্থিত শ্রীহরির ধ্যান অনুষ্ঠান করিলে তাহার শোক হয় না। অনন্তর

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৫৮ ॥
যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো, যস্মিন্নিদং সংবরিবর্তি সর্বং।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং, নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥৫৯॥
(শ্বে ৪।১১)
ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ তিষ্ঠন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে

টীকা

স্বপ্নান্তং ইতি কঠবল্ল্যাম্ (২।১।৪) মত্বা জ্ঞাত্বোপাস্য চেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

যো যোনিমিতি (শ্বেতাশ্ব ৪ ১১)। যোনিং যোনিং প্রতি, প্রতি শরীরমিত্যর্থঃ। নিচায্য জ্ঞাত্বা নিসেব্য চ। অত্রাপি পূর্ববৎ ভেদো বিস্ফুট এব। এবমেব পরবাক্যেষ্বপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ

কঠবল্লীতে (২।১।৪) যে আত্মার দ্বারা লোক স্বপ্ন ও জাগরণ এই উভয় অবস্থার অন্তর্ভুক্ত দৃশ্যবস্তু সমস্ত দর্শন করে, সেই মহান্ ও বিভু পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া ধীর ব্যক্তি শোকাতীত হন ॥ ৫৮ ॥

(শ্বে ৪।১১) যিনি এক হইয়াও প্রতি দেহে অধিষ্ঠিত আছেন। যাহাতে এই সমস্ত বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হয়, যাহা হইতে বিবিধরূপে উৎপন্ন হয়, সেই সর্বনিয়ন্তা মোক্ষপ্রদ স্বপ্রকাশ স্তবনীয় পরমেশ্বরকে নিশ্চিতরূপে উপাসনা করিলে এই আত্যন্তিক শান্তি লাভ হয় ॥ ৫৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে (৪।৮) পরব্যোমরূপ অক্ষর ব্রহ্মে ঋগাদি বেদ এবং দেবতা

স্বরূপের আবরণকারিণী অবিদ্যা কর্তৃক বিমুক্ত হইয়া পরে গুণমায়া হইতে বিমুক্ত হয়। ভগবৎ সম্মুখে থাকিতে অসমর্থা বিলজ্জমানা অবিদ্যা ॥ ৫৭ ॥

'স্বপ্নান্তং' ইতি কঠবল্লীতে (২।১।৪) মত্বা জানিয়া ও উপাসনা করিয়া ॥৫৮॥

শ্বেতাশ্বতরে (৪।১১) প্রতি শরীরে অবস্থিত পরমাত্মাকে জানিয়া ও সেবা করিয়া। এস্থলেও পূর্ববৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রস্ফুটই। এইরূপই পরবর্তি শ্রুতিবাক্য সমূহেও জানিবেন ॥ ৫৯ ॥

নিষেদুঃ। যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৬০ ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৬১ ॥

টীকা

ঋচ ইতি (শ্বে ৪।৮) পরমে ব্যোমন্ পরমব্যোমাভিধমহাবৈকুণ্ঠে, কীদৃশে? অক্ষরে নিত্যরূপে যত্র ঋচ ইতি ঋচঃ সর্ববেদা তৎ প্রতিপাদ্য ইত্যর্থঃ। যস্মিন্ দেবাঃ পার্ষদাদয়ঃ ইং ইত্থমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ তজ্জ্ঞানেন বিমুক্তঃ সন্ তৎসামীপ্যং লব্ধ্বা তং সেবতে, অন্যস্তু সংসরতীতি ভেদস্তু স্ফুট এব ॥ ৬০ ॥

সমানে ইতি মুণ্ডকে (৩।১।২) সমানে একস্মিন্ বৃক্ষে দেহপিপ্পলতরৌ পুরুষো জীবো নিমগ্নঃ সংসক্তঃ অনীশয়া মায়য়া মুহ্যমানঃ কর্মাসক্তঃ শোচতি

অনুবাদ

সকল আশ্রিত আছেন। সেই অক্ষরকে যে জানে না, সে বেদের দ্বারা কি করিবে? পরন্তু যাঁহারা তাঁহাকে ঐরূপে জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ হইয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।২) একই দেহরূপ বৃক্ষে ভোক্তা জীব পুরুষ আসক্ত হইয়া দীনভাব প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য মুহ্যমান হইয়া শোক করে। যখন মহদ্গণের সেবিত আত্মবিলক্ষণ অন্য ঈশ্বরকে এবং ইঁহার বিশ্বব্যাপী মহিমাকে দর্শন করে, তখন শোকমুক্ত হয়, সংসার অতিক্রম করে ॥ ৬১ ॥

টীকানুবাদ —'ঋচ' ইতি শ্বেতাশ্বতরে (৪।৮) পরব্যোম নামক মহাবৈকুণ্ঠ অক্ষর নিত্য ধামে থাকিয়া যেহেতু ঋগ্বেদ প্রতিপাদ্য, যেখানে পার্ষদগণ বাস করেন, যে ব্যক্তি অক্ষয় বৈকুণ্ঠ ধামাক জানে না, সে বেদের দ্বারা কি করিবে, যে ব্যক্তি উহার স্বরূপ জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া তাঁহার সামীপ্য লাভ করিয়া তাঁহার সেবা করে, অন্যে সংসারে ভ্রমণ করে। এস্থলেও জীবে ঈশ্বরে ভেদ স্পষ্টই ॥ ৬০ ॥

'সমানে' ইতি মুণ্ডকে (৩।১।২) সমানে—একই দেহরূপ অশ্বত্থবৃক্ষে

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং, কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্য মুপৈতি
(মু ৩।১।৩) ॥ ৬২ ॥

রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি ॥ ইতি ॥ ৬৩ ॥

টীকা

স্বেন বা পশ্যতি ধ্যায়তি অন্যং স্বস্মাদ্ ভিন্নং স্বপরমাংশিনমিত্যর্থঃ। মহিমানং পরম বিভূতি মন্তং বৈকুণ্ঠমিত্যর্থঃ। বীতশোকো নিবৃত্তানিবৃত্তা বিদ্যা বিমুক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

যদেতি তত্রৈব (মু ৩/১/৩) রূপ বিশেষণং তচ্চ রুক্মবৎ স্পৃহণীয় বর্ণত্বং জগৎ কর্তৃত্বং সর্বৈশ্বর্য্যং চেত্যাদি ॥ ৬২ ॥

রস ইতি মান্ত্রবর্ণিকো হরির্বৈ প্রসিদ্ধো রসঃ শৃঙ্গারাদি রসমূর্তির্ভবতি যং রসং লব্ধ্বায়ং তদুপাসক আনন্দী প্রশস্তানন্দবান্ ভবতীতি মোক্ষে জীবস্য সাধর্ম্য লব্ধত্বং সিদ্ধং, ততস্তু ভেদঃ স্ফুট এব ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ

ঐ (৩।১।৩) যখন দর্শনপ্রার্থী বিদ্বান্ সাধক সুবর্ণের ন্যায় স্বয়ং জ্যোতিঃ বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর পরম পুরুষ আশ্রয় ব্রহ্মকে দর্শন করে, তৎকালে সেই সাক্ষাৎকারী বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ বিশেষভাবে ধৌত করিয়া সুনির্মল হইয়া মুক্তি কামনা ত্যাগে ব্রহ্মের সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২ ॥

মান্ত্রবর্ণিকে (তৈত্তিরীয় ২।৭।১) প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গারাদি দ্বাদশ রস মূর্তিমান্, যে রসকে লাভ করিয়া তদুপাসক আনন্দী হয় ॥ ৬৩ ॥

আসক্ত, মায়ামুগ্ধ জীব যখন শ্রীগুরু কৃপায় অনন্ত কল্যাণগুণসেবিত নিজ পরম অংশী অন্য পরমাত্মাকে দর্শন ও ধ্যান করে। পরম বিভূতিযুক্ত বৈকুণ্ঠকে দর্শন করে। শোকরহিত, অবিদ্যা বিমুক্ত হইয়া ॥ ৬১ ॥

'যদা' ইতি মুণ্ডকে (৩।১।৩) যখন সাধক দর্শনপ্রার্থী সুবর্ণের ন্যায় মনোহর বর্ণ জগৎকর্তা ও সর্ব্বেশ্বরকে ॥ ৬২ ॥

'রস' ইতি মান্ত্রবর্ণিক (তৈত্তিরীয় ২।৭।১) শ্রীহরি প্রসিদ্ধ রস— শৃঙ্গারাদি

পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ইতি ॥৬৪॥

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥
ইতি ॥ ৬৫ ॥

যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তি' ইতি,
য আত্মানমন্তরো যময়তি ॥ ইতি ॥ ৬৬ ॥

টীকা

পৃথগিতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি (১।৬) আত্মানং স্বপ্রেরিতারং চ পরেশং পৃথক্ মত্বা প্রের্য্য-প্রেরকত্বাভ্যাং ভৃত্য-স্বামিত্বাভ্যাং চ ভেদং তয়োর্বিজ্ঞায় ততঃ তদনন্তরং জুষ্টস্তমুপাসীনস্তেন পার্থক্যবতা জোষণেনামৃতত্বমেতি ॥ ৬৪ ॥

তমেবেতি পুরুষসূক্তৌ অর্থস্তু প্রাগবৎ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ

শ্বেতাশ্বতরে (১।৬) জীব নিজেকে ও প্রেরয়িতা পরমেশ্বরকে পৃথক্ জানিয়া তদনন্তর নিজকে ভৃত্য ও স্বামীভাবে পরমাত্মাকে উপাসনা করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে ॥ ৬৪ ॥

পুরুষ-সূক্তিতে (শ্বে ৩ ৮, ৬ ১৫) অপ্রাকৃত আদিত্য বর্ণ মহাপুরুষকেই জানিয়া মৃত্যুর পরপারে অমৃতলোকে যায়, গমনের অন্য পথ নাই ॥ ৬৫ ॥

বৃহদারণ্যকে (৩ ৭ ২২, ২৩) কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় শাখাতেই জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, জীবাত্মার অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে উল্লেখ করিয়াছেন॥৬৬॥

রসমূর্তি হন, যে রসকে লাভ করিয়া এই তাঁহার উপাসক আনন্দী প্রশস্ত আনন্দবান্ হয় - ইহা দ্বারা মোক্ষে জীব উপাস্যের সাধর্ম্য লাভে সিদ্ধ। অতএব পরমাত্মা হইতে ভেদ স্পষ্টই ॥ ৬৩ ॥

'পৃথগ্' ইতি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১।৬) আত্মাকে ও নিজ প্রেরয়িতা পরমেশ্বরকে পৃথক্ জানিয়া নিয়ম্য-নিয়োজক অর্থাৎ ভৃত্য ও স্বামীরূপে উভয়ের ভেদ জানিয়া অতঃপর তাঁহাকে উপাসনা করিয়া তাঁহা হইতে পৃথক্ উপাসক অমৃতত্ব লাভ করে ॥ ৬৪ ॥

'তমেব' ইতি পুরুষ সূক্তিতে (শ্বেতাশ্বতরে ৩।৮, ৬ ১৫) অর্থ পূর্ববৎ ॥৬৫॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি ।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ।। ৬৭ ।।

টীকা—

কাণ্বা মাধ্যন্দিনশ্চৈনং অন্তর্যামিতো ভেদেনাধীয়ন্তে । য ইতি যঃ পরমাত্মা অন্তরো হৃদিস্থিতঃ সন্ উভয়ত্র নিযম্য-নিয়ন্তৃভাবঃ প্রস্ফুটঃ ।। ৬৬ ।।

যথোদকমিতি কাঠকে (২।১।১৫) অত্র এব-কারেণ নতু তদেব ভবতি। ন বা তদসাধর্ম্যেণ পৃথগুপলভ্যতে চেতি দ্যোতনে। অত্রৈবকারঃ সাদৃশ্যে জ্ঞেয় ইতি কেচিৎ। ব বা যথা তথৈব এবং সাম্যে— ইত্যনু শাসনাৎ ॥ তথা চ— স্কান্দে—উদকে তূদকং সিক্তং মিশ্রমেব তদা ভবেৎ। তদ্বৈ তদেব ভবতি যতো বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥ এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা। প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদি বিশেষণাৎ ॥ ইতি। অন্যথার্থে তু ব্রহ্মণঃ পূর্ণত্ব

অনুবাদ

কঠোপনিষদে (২।১।১৫) হে গৌতম ! নির্মল জলে নির্মল জল প্রক্ষিপ্ত হইলে তৎসদৃশই হয়, সেইরূপ মননশীল বিজ্ঞ ব্যক্তির আত্মাও ধ্যেয় বস্তুর সদৃশই হয় ।। ৬৭ ।।

বৃহদারণ্যকে (৩।৭।২২, ২৩) কাণ্ব শাখায় ও মাধ্যন্দিনীয় শাখায় এই জীবাত্মাকে অন্তর্যামী হইতে ভিন্নরূপে পাঠ করিয়াছেন। যে পরমাত্মা অন্তরে হৃদয়ে থাকিয়া নিয়মিত করেন, অতএব উভয় স্থলে নিযম্য-নিয়ন্তৃভাব প্রস্ফুট ।। ৬৬ ।।

'যথোদকম্' ইতি কঠোপনিষদে—(২।১।১৫) এই মন্ত্রে 'তাদৃগ্ এব' এই এব-কার থাকায়, তাহাই হইয়া যায় না, অথবা—তাহার ধর্ম্ম না পাইয়া পৃথগ্ও থাকে না। এব-কার সাদৃশ্য অর্থে জানিতে হইবে, তৎসদৃশ ধর্ম্মপ্রাপ্ত হয়। ব বা যথা তথা এব এবং সাম্য অর্থে। সেইরূপও স্কন্দপুরাণে—জলে জল সিঞ্চন করিলে, তখন মিশ্র হয়। মনে হয় তাহাই হইল. বিচার করিলে তৎসদৃশই হয়। এইরূপই জীব ও পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত। সেই হয় না, স্বতন্ত্র্যাদি বিশেষণ হেতু ॥ অন্য প্রকার অর্থ করিলে—ব্রহ্মের পূর্ণতা হেতু

অন্যজ্জ্ঞানং হি জীবানামন্যজ্জ্ঞানং পরস্য চ ।
নিত্যানন্দাব্যয়ং পূর্ণং পরজ্ঞানং বিধীয়তে ।। ৬৮ ।।

টীকা

শ্রবণাৎ তদৈক্যং গচ্ছন্ তত উচ্ছলিতঃ প্রবাহেণান্যত্রৈব গচ্ছতি। তত্রৈব স্থিরঃ স্যাদিতি চেৎ ব্রহ্মণোঽপূর্ণত্বং স্যাৎ তস্য পূর্ণত্বেঽপি তস্মিন্ লয়ং গচ্ছতীতি চেৎ পরিমাণাধিক্যং স্যাৎ। তথৈবোদকদৃষ্টান্তেন লভ্যতে। লোকেঽপি তথৈব দৃশ্যতে চ। তত্র তাদৃশী শক্তিঃ প্রভাবো বাস্তীতি চেৎ। অস্মন্মতমেব ভবদ্ভির্দৈন্যেন গৃহীতম্। কিমধুনা বিবাদেনেতি ভাবঃ। স ন চ তৎ প্রাপ্তাবপি সত্যাং ন তস্য স্বাতন্ত্র্যং বাচ্যং। যথান্নরাশি প্রদেশাবস্থিতস্যৈকস্য যবাদ্যন্নস্য স্বাতন্ত্র্যং বক্তুং ন শক্যতে। অন্নরাশেঃ শক্ত্যাদিবাহুল্যাৎ ॥ ৬৭ ॥

অন্যদিতি। অত্র জ্ঞানেনাপি তয়োর্ভেদ এবাঙ্গীকৃতোঽস্তি। অতএব শ্রীবৈষ্ণবে (২।১৪ ৩০) পরজ্ঞানময়োঽসদ্ভির্নামজাত্যাদিভির্বিভুঃ। ন যোগবান্

অনুবাদ

জীবতত্ত্বের জ্ঞান নিশ্চয়ই ভিন্ন এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান ভিন্ন। নিত্যানন্দ অব্যয় পূর্ণ পরতত্ত্ব জ্ঞান শাস্ত্রে বিহিত আছে।। ৬৮ ।।

তাহার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত জীব, তাহা হইতে উচ্ছলিত হইয়া প্রবাহক্রমে অন্যত্র গমন করে, তাহাতেই স্থির থাকে বলিলে ব্রহ্মের অপূর্ণতা প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের পূর্ণতা সত্ত্বেও তাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, যদি বল, তাহা হইলে পরিমাণে অধিক হইবে, তাহাই জল দৃষ্টান্তে পাওয়া যায়। এই জগতেও ঐরূপই দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মে ঐরূপ শক্তি বা প্রভাব আছে—ইহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের মতই আপনারা নিরুপায় হইয়া গ্রহণ করিলেন। আর বিবাদে কি প্রয়োজন ॥ জীব ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হইলেও জীবের স্বাতন্ত্র্য বলিতে পার না, যেমন অন্নরাশির মধ্যে একদেশে একটি যবান্নের স্বাতন্ত্র্য বলিতে পার না, অন্নরাশির শক্তি প্রভৃতির বাহুল্যবশতঃ ।। ৬৭ ।।

'অন্যৎ' ইতি এস্থলে জ্ঞান দ্বারাও জীব ও পরমেশ্বরের ভেদই স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (২।১৪।৩০) হে মহারাজ—পরমার্থ পরম-

অথাত আদেশো নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি। অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেব সত্যমিতি ॥ (বৃঃ ২।৩।৬) ॥ ৬৯ ॥

টীকা

যুক্তোঽভূন্নৈব পাথিব যোক্ষ্যতি (যোক্ষ্যতে)।। ইতি জীবজ্ঞানাং পরং যজ্ জ্ঞানং তন্ময় ইত্যুক্তম্। অসদ্ভির্বিতি। সদ্ভিঃ কৃষ্ণাদি নামভি রজত্বাদিজাতিভিশ্চ যোগবান্ যুক্তো যোক্ষ্যতি চেত্যর্থঃ। তত্তু দর্শিতমেব। ৬৮॥

নন্বৈতদুপপদ্যতে, পরমাত্মবচ্চেতনোঽন্যো জীব ইতি। কিন্তু তদাভাস এব সঃ। বৃহদারণ্যকে—(২।৩।৬) দ্বেবাবেত্যাদিনা তদন্যবস্তুমাত্র-প্রতিষেধাৎ। তথাহি—দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চৈবামূর্তঞ্চেত্যুপক্রম্য দ্বে রাশ্যেন বিভক্তানি পঞ্চ-ভূতানি ব্রহ্মণো রূপত্বেন পরামৃশ্য—

তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্র-গোপো যথাগ্ন্যর্চির্যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্ বিদ্যুত্তং সকৃদ্ বিদ্যুত্তেব হ বা অস্য

অনুবাদ

বৃহদারণ্যকে (২।৩।৬) অনন্তর এই হেতু ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ এই—'ইহা নয় ইহা নয়—ইহা অপেক্ষা অন্য কিছুই নাই, ইহা অপেক্ষা অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই।' অনন্তর ইহার নাম—সত্যের সত্য প্রাণসমূহ সত্য এবং ইনি সেই প্রাণসমূহের সত্য। ৬৯ ॥

জ্ঞান স্বরূপ এবং বিভু সর্ব্বব্যাপক, অবিদ্যা প্রপঞ্চ নাম জাতি প্রভৃতির সহিত তিনি যুক্ত নন, যোগবান্ নন, যুক্ত হইবেন না॥ এস্থলেও জীবজ্ঞান হইতে পর-শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান তন্ময় পরমার্থ বলা হইয়াছে। অসৎ নাম জাতিদ্বারা যুক্ত নন, কিন্তু সৎ - নিত্য কৃষ্ণাদি নামের সহিত এবং অজত্বাদি জাতিসমূহের সহিত যোগবান্ যুক্ত এবং যুক্ত হইবেন। ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। ৬৮॥

প্রশ্ন :—পরমাত্মার ন্যায় চেতন অন্য জীব ইহা যুক্তিযুক্ত নহে—পরন্তু চিদাভাসই জীব। বৃহদারণ্যকে (২।৩।১) দ্বে বাব ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহা এই—'ব্রহ্মের রূপ দ্বিবিধ,

টীকা

শ্রীর্ভবতি য এবং বেদ" ইত্যনেন, ন পুনঃ পুরুষ-শব্দোদিতস্য তস্য মাহা রজনা-দীনি রূপাণি দর্শয়িত্বেদমাম্নায়তে—'অথাত' ইতি তত্র সিদ্ধান্তার্থো যথা—নন্বিতি শঙ্কোত্থাপনে আভাসঃ চিদাভাসঃ। বাবেতি নিপাত সমুদায়ো নিরর্থকঃ। তেজোঽম্বন্নাত্মকং ভূতত্রয়ং স্থূলাবয়বং চাক্ষুষং মূর্তং। বিয়দ্বায়ুরূপং ভূতদ্বয়ং সূক্ষ্মাবয়বম অচাক্ষুষমমূর্তং। উপলক্ষণমেতৎ ব্রহ্মাণ্ডকোটীনাং এবং প্রাকৃতং রূপ মুপবর্ণ্য, অথ অপ্রাকৃতমাহ—যথেতি মহারজনী দিব্যা হরিদ্রা তয়ারক্তং মাহারজনং বাসো বস্ত্রং, পাণ্ড্বাবিকং পাণ্ডু হরিতং চ তৎ আবিকং তূর্ণাভবং চেতি, তথা ইন্দ্র গোপোঽতি অরুণঃ কীট বিশেষঃ, পুণ্ডরীকং শুক্লং কমলং সকৃৎ একদৈব উদিতা বিদ্যুৎ সৌদামিনী। এতানি মাহারজনাদীনি বাসাংসি। যদ্ বাসসাং কথঞ্চিদুপমানানি ভবন্তীত্যুক্তং। যথা শব্দাৎ তত্র মাহারজনোপমান মুপমেয়স্য কৌঙ্কুমত্বং বোধয়তি, সর্বাণি তানি দিব্যানি। কটকমুকুটাদীনাং কৌস্তুভ হারাদীনাং চোপলক্ষণানীতি। তত্র তস্য হৈতস্য

টীকা-অনুবাদ

মূর্ত ও অমূর্ত ইত্যাদি বলিয়া দুই রাশিতে বিভক্ত পঞ্চভূত ব্রহ্মের রূপ বলিয়া, পরে সেই এই পুরুষের রূপ যথা—মহারঞ্জন বস্ত্র, যথা মেষলোমবৎ শ্বেতবর্ণ, যেমন ইন্দ্র গোপ কীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, যথা অগ্নিশিখা, যথা শ্বেতপদ্ম, যথা একঝলক বিদ্যুৎ, যিনি এইপ্রকার জানেন, তিনি সকৃৎ প্রকাশিত বিদ্যুতের ন্যায় শ্রীলাভ করেন॥ পুরুষ—শব্দবাচ্য সেই ব্রহ্মের হরিদ্রা প্রভৃতির ন্যায় রূপ বর্ণন করিয়া পরে বলিলেন, অথাত ইত্যাদি। এস্থলে সিদ্ধান্তপক্ষে অর্থ যথা—'নন্বু' ইতি আশঙ্কা উত্থাপনে, আভাস—চিদাভাস। তেজ অপ্, অন্ন—এই ভূতত্রয় স্থূল চাক্ষুষ মূর্ত। আকাশ ও বায়ু এই ভূতদ্বয় সূক্ষ্ম অচাক্ষুষ অমূর্ত। ইহা উপলক্ষণ। ব্রহ্মাণ্ডের এই প্রকার প্রাকৃত রূপ বর্ণনা করিয়া অনন্তর অপ্রাকৃত রূপ বলিতেছেন—দিব্য হরিদ্রা দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র, শ্বেত ও হরিৎ বর্ণ আবিক মেষলোম উর্ণাজাত বস্ত্র, ইন্দ্রগোপ অতি ক্ষুদ্র অরুণ বর্ণ কীট-সদৃশ রক্তবর্ণ বস্ত্র, পুণ্ডরিক শুভ্রকমল সদৃশ নয়ন, একই কালে উদিত শত শত বিদ্যুৎ। এইসকল মহারজনাদি বস্ত্রসমূহ পরব্রহ্মের বস্ত্রের কিঞ্চিৎ উপমা

(ব্রঃ সূঃ) প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥৭০॥

টীকা

পুরুষস্য ইত্যত্র তু তস্য কারণাত্ম লিঙ্গশরীর-স্বরূপ-হিরণ্যগর্ভস্য—পুরুষস্য বাসনা-ময়ানি স্বাপ্ন রূপাণি মাহারজনাদীনি বোধ্যানি ॥ ৬৯ ॥

অথ পূর্বপক্ষার্থো যথা—সপ্রপঞ্চমূর্তামূর্তাদিরূপনিরূপণানন্তরং যস্মাৎ তৎ-পরিজ্ঞানান্নিরতিশয়ং শ্রেয়ো নাস্তি, অতো নেতি নেতীত্যাদেশঃ। নেতি নেতীত্যুপদিশ্যমানং ব্রহ্মৈব বোধমিত্যর্থঃ। তত্র বাসনা-রাশি-ভূতরাশ্যোর্জড়-চেতনয়োর্বা তদন্যয়োঃ প্রতিষেধায় বীপ্সা। আদেশার্থমেবাহ—নহীতি। এতস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যৎ নহী অস্তীতি নেতীত্যুচ্যতে।

নন্বু প্রপঞ্চবদ্ ব্রহ্মাপি ন স্যাৎ নেত্যাহ অন্যৎ দৃশ্যাৎ প্রপঞ্চাদ্ বিলক্ষণং

অনুবাদ

ব্রঃ সূ (৩।২।২১) ব্রহ্মের স্থূল জগৎ একটি রূপ, সূক্ষ্ম জগৎ আর একটি রূপ প্রথমে উপনিষদ্ এই বলিলেন। ইহাতে মনে হইতে পারে ব্রহ্মের এই পর্যন্তই সীমা এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিলেন—'নেতি নেতি' ব্রহ্মের ইয়ত্তা করা যায় না। এইজন্য পুনরায় বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের নাম সত্যের সত্য, প্রাণ সকল সত্য, ব্রহ্ম প্রাণ সকল হইতেও সত্য, প্রাণ—জীবাত্মা। ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছু নাই ॥ ৭০ ॥

দেওয়া হইল। ঐরূপ সকলই অপ্রাকৃত কটক, মুকুট কৌস্তুভমণিহারাদির উপলক্ষণ ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর পূর্বপক্ষের অর্থ—অথ—প্রপঞ্চের সহিত মূর্ত ও অমূর্তাদি রূপ নিরূপণের পর, যেহেতু ব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কিছুই নাই, অতএব নেতি নেতি আদেশ। নেতি নেতি—উপদিশ্যমান ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। তন্মধ্যে বাসনা-রাশি ও ভূত রাশিদ্বয়ের বা জড় ও চেতনরাশি দ্বয়ের, অথবা ইহাদের যে কোন এক রাশিদ্বয়ের নিষেধের জন্য পুনঃ পুনঃ উক্তি। আদেশের অর্থই বলিতেছেন 'নহি' এই ব্রহ্ম হইতে অন্য নাই—এই কারণে নেতি বলা হইয়াছে ॥

টীকা

পরং সর্বভ্রমাবধিভূতং সন্মাত্রং ব্রহ্মস্বরূপমস্তীতি। তথাচ নেতি নেতীতি ব্রহ্মান্য-বস্তুমাত্র নিষেধাৎ তস্মাদ্ ভিন্নঃ তদ্বচ্চেতনশ্চ জীব ইতি নোপযুক্তাতনিষ্ঠিরপি তু ব্রহ্মৈব অবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বিতং জীবরূপমিতি যুজ্যতে।

যত্তু জীব-পরৌ দ্বাবাত্মানৌ ভবতঃ তয়োর্ভেদ কারণমণুত্ব-বিভুত্বাদি ধর্ম-জাতমিত্যুক্তং তৎ কিল ঘটাকাশ-মহাকাশয়োরণুত্ব-বিভুত্বাদিবদ্ ভেদকল্পনায় নালং কল্পিতত্বাৎ ॥ ইতি চেৎ?

তত্রাহ—(ব্রঃ সূ ৩।২।২২) প্রকৃতেতি নহি এষা শ্রুতি নির্বিশেষমেকমেব ব্রহ্মেতি প্রতিপাদয়ন্তী তদন্য বস্তুমাত্রং প্রতিষেধতি কিং তর্হি রূপবিশিষ্টং ব্রহ্ম ব্রুবন্তী প্রকৃতৈতাবত্ত্বং প্রতিষেধতি। দ্বেধা বেত্যাদিনা যানি রূপাণি মূর্তা-মূর্তাদীনি প্রকৃতানি তৈর্যদ ব্রহ্মণ এতাবত্ত্বমিয়ত্তা তৎ প্রত্যাখ্যাতি, নতু প্রকৃতানি

অনুবাদ

যদি বল প্রপঞ্চের ন্যায় ব্রহ্মও নাই? তাহার উত্তরে বলিলেন—'ন' অন্য দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ 'পর' সকল ভ্রমের অধিষ্ঠানরূপ 'সৎমাত্র' ব্রহ্মস্বরূপ আছে। সেইরূপ 'নেতি নেতি' বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুমাত্র নিষেধ হেতু, তাহা হইতে ভিন্ন, ব্রহ্মবৎ চেতন জীব এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নহে, পরন্তু ব্রহ্মই অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত জীবরূপ হইয়াছে, ইহা যুক্তিযুক্ত। আর যাহা জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইই হয়, তদুভয়ের ভেদের কারণ অণুত্ব ও বিভুত্বাদি ধর্মসমূহ ইহা বলা হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই ঘটাকাশ ও মহাকাশগত অণুত্ব ও বিভুত্বাদির ন্যায় উভয়ের ভেদনিমিত্ত এইরূপ কল্পনা করিতে পারে না।" ইহা যদি বল—তদুত্তরে বলিতেছেন—(ব্র সূঃ ৩।২।২২) প্রকৃতেতি—এই শ্রুতি নির্বিশেষ একমাত্র ব্রহ্ম, ইহা প্রতিপাদন করিতে গিয়া ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু-মাত্রকে নিষেধ করিতেছেন—ইহা নহে। তাহা হইলে কি বলিতেছেন?—রূপবিশিষ্ট ব্রহ্মকে বলিতে আরম্ভ করিয়া 'এই পর্যন্তই ব্রহ্ম' এইরূপ ব্রহ্মের ইয়ত্তা নিষেধ করিতেছেন। 'দ্বেধা বা' ইত্যাদি দ্বারা যে সকল রূপ মূর্ত ও অমূর্তাদি আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা যে ব্রহ্মের ইয়ত্তা হইতেছিল তাহাই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। আরব্ধ রূপসমূহ প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

টীকা

রূপাণি ইতি। ততঃ প্রতিষেধানন্তরং ভূয়ঃ প্রচুরং তস্য সত্য নামাদিকং রূপং ব্রবীতি চ।

ততশ্চায়মাদেশ বাক্যার্থঃ—অথ মূর্তাদি রূপনিরূপণানন্তরং যস্মাদ পরিমিতরূপং ব্রহ্ম. অতো নেতি নেতীত্যাদেশঃ, ইতি শব্দস্য সমাপ্ত্যর্থকত্বাৎ, ইতি ন পূর্ব্বোক্তং মূর্তাদি লক্ষণমিয়ত্তাবদেব ব্রহ্মণো রূপং নেত্যাহ কিন্তু নেতি সত্য নামাদিকম্ অনিয়দ্ রূপমপি নাস্তীতি ন, তদ্রূপং তু তস্য ধ্রুবমস্তীতার্থঃ। এতমর্থং শ্রুতিরেব ব্যাচষ্টে ন হি এতস্মাদিত্যাদিনা। অস্যার্থঃ—এতস্মান্ মূর্ত্যাদিলক্ষণাদ্রূপাৎ পরমন্যৎ সত্যনামাদিরূপং ইতি ইয়দেব ন বাচ্যং। কিং তর্হি নেতি তেন রূপান্তরাণামুপলক্ষণাদ্ অনিয়দেব তদ্বাচ্যমিত্যর্থঃ।

তদেব দিক্ প্রদর্শনার্থমাহ—অথ নামধেয়মিতি সত্যস্য সত্যমিতি যন্নাম তচ্চ ব্রহ্মণো রূপং ব্রবীতি। তস্য নিরুক্তিঃ প্রাণা বৈ সত্যমিতি প্রাণাঃ প্রাণিনো মত্বর্থীয়ো অচ্ প্রত্যয়ঃ। রূপাণ্যত্র বিশেষঃ রূপ্যতে বিশিষ্যতে এভিরিতি

অনুবাদ

তৎপরে ইয়ত্তা প্রতিষেধের পর পুনরায় প্রচুরভাবে ব্রহ্মের সত্য নামাদিকে এবং রূপসমূহকে বলিতেছেন। সুতরাং এই আদেশ বাক্যের অর্থ—

'অথ'—মূর্ত্যাদি রূপ নিরূপণের পর, যেহেতু অপরিমিত রূপ ব্রহ্ম, অতএব নেতি নেতি আদেশ, 'ইতি' শব্দের অর্থ সমাপ্তি, ইতি ন—পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্যাদি লক্ষণ এই পরিমিতই ব্রহ্মের রূপ নহে, কিন্তু নেতি-সত্য নামাদি অনিয়ত রূপও নাই—ইহাও নহে। সেই রূপ কিন্তু ব্রহ্মের নিত্য আছে। এই অর্থই শ্রুতি ব্যাখ্যা করিতেছেন—ন হি এতস্মাদ্ ইত্যাদি দ্বারা। ইহার অর্থ—এই মূর্ত্যাদি লক্ষণ রূপ হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য সত্য-নামাদি রূপ এই পর্যন্তই বলা উচিত নহে। তাহা হইলে কি? 'নেতি'—উহা দ্বারা অন্য রূপসমূহের উপলক্ষণহেতু অনিয়মিতই সেই রূপ বলিতে হইবে। তাহাই দিক্ প্রদর্শনের দিশা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—অথ নাম ধেয়মিতি. 'সত্যের সত্য' এই যে নাম তাহাও ব্রহ্মের রূপ বলিতেছেন। তাহার অর্থ—'প্রাণা বৈ সত্যম্'—প্রাণা—প্রাণিগণ, মতুপ্ অর্থে অচ্ প্রত্যয়। রূপসমূহ এস্থলে বিশেষভাবে বিশেষিত করিতেছে

টীকা

ব্যুৎপত্তেঃ, ইহ হি প্রাকৃতা প্রাকৃতানন্ত বিশেষণ বৈশিষ্ট্যং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে, ন তু তদন্য বস্তুমাত্রং প্রতিষিধ্যতে।

তত্র মূর্ত্তামূর্তানি রূপাণি প্রাকৃতানি, মাহারজনাদীনি তু অপ্রাকৃতানি চেতি বোধ্যং। প্রাণাদি শব্দিতানাং জীবানাং সত্য শব্দ বাচ্যত্বং, খাদিবং স্বরূপান্যথাভাবাত্মক পরিণামাভাবাৎ। তেভ্যোঽপি ব্রহ্মণোঽতি সত্যত্বং তদ্বজ্-জ্ঞান সংকোচ বিকাশাত্মকস্য পরিণামস্য তস্মিন্ন ভাবাৎ।

তস্মান্নিত্য চৈতন্যাত্মকো জীবঃ তদ্বিলক্ষণোঽনন্তকল্যাণগুণগণঃ সর্বাশ্রয়ঃ পরমাত্মেত্যুপপন্নঃ. তস্মিন্ জীবানাং ভক্তিরিতি।

ইহ রূপমাত্রনিষেধে শ্রুত্যভিমতে সতি মাহারজনাদি সদৃশং রূপমলৌকিকসিদ্ধং স্বয়মুপদিশ্য পুনর্নিষেধকারিণ্যাস্তস্য, উন্মত্ত প্রলাপিতাপত্তিঃ স্যাৎ। সূত্রকারোঽপি এতাবত্ত্বমিতি প্রযুঞ্জানোঽসমীক্ষ্যকারিতায়ৈব কল্পেত।

অনুবাদ

এই সকল দ্বারা, এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, এস্থলে নিশ্চয়ই প্রাকৃত অপ্রাকৃত অনন্ত বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইতেছে। পরন্ত তাহা ব্যতীত অন্য বস্তুমাত্র নিষিদ্ধ হইতেছে—ইহা নহে। তন্মধ্যে মূর্ত অমূর্তাদি রূপসমূহ প্রাকৃত। মাহারজনাদি সমূহ কিন্তু অপ্রাকৃত, ইহাই জানিতে হইবে। প্রাণাদি-শব্দদ্বারা জীবসমূহ সত্য-শব্দবাচ্য, আকাশাদির ন্যায় স্বরূপের অন্যথা ভাবরূপ পরিণাম নাই। তাহাদিগ হইতেও ব্রহ্মের 'অতি সত্যতা, সেইরূপ জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশরূপ পরিণাম তাহাতে নাই। অতএব নিত্য চৈতন্যাত্মক জীব, তাহা হইতে বিলক্ষণ অনন্ত কল্যাণ গুণগণ সর্ব্বাশ্রয় পরমাত্মা ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। তাঁহাতে জীবগণের ভক্তি কর্তব্য।

এস্থলে 'রূপমাত্রকে নিষেধই' শ্রুতির অভিপ্রায় হইলে মাহারজনাদি সদৃশ রূপ অলৌকিক নিত্যসিদ্ধরূপ ইহা স্বয়ং উপদেশ করিয়া পুনরায় নিষেধকারিণী শ্রুতির উন্মত্ত প্রলাপ করা রূপ দোষ আসিয়া পড়িবে। ব্রহ্মসূত্রকারও 'এতাবত্ত্ব' এই শব্দ প্রয়োগ দ্বারা অবিচারপূর্ব্বক বলিয়াছেন, ইহাই কল্পনা করিতে হয়। তাহা হইলে এই রূপকে নিষেধ করিতে ছন. এইরূপই সূত্র

যথেশ্বরস্য জীবস্য সত্যো ভেদো বিনিশ্চয়াৎ ।
এবমেব হি মে বাচং সত্যাং কর্তুমিহার্হসি ॥
যথেশ্বরশ্চ জীবশ্চ সত্যাভেদৌ পরস্পরম্ ।
তেন সত্যেন মাং দেবাস্ত্রায়ন্তে সহ কেশবাঃ ॥ ৭১ ॥
অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আত্মকাম আপ্তকামো

টীকা

এতদ্রূপং প্রতিষেধতীত্যেব সূত্রয়েৎ। তস্মাদ্ যথোক্তমেব সাধনীয়ম্। তচ্চ পরং ব্রহ্মানন্য-ভক্ত্যৈকলভ্যং। ন তু শুষ্কজ্ঞানাদিনেতি সুসিদ্ধম্ ॥ ৭০ ॥

অতএব স্মরন্তি চ—যথেতি। স্পষ্টার্থে পদ্যে। নন্বু কুত্র কুত্রাভেদঃ শ্রূয়তে। সতু কথং সঙ্গচ্ছতে ইতি চেৎ সত্যং। সোঽপি ভেদপ্রতিনিধিরেব এতৎ পোষকত্বেনৈব চ শ্রূয়তে। যথোক্তং শ্রীশিবেন—সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ, ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥৭১॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—যেমন ঈশ্বর ও জীবের ভেদ সত্য, ইহা বিশেষভাবে নিশ্চয় হেতু, এই প্রকারই আমার বাক্যকে সত্য করিতে পারেন॥ যেমন ঈশ্বর ও জীব ভেদ পরস্পর সত্য। সেই সত্য দ্বারা দেবগণের সহিত শ্রীকেশব-ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আমাকে রক্ষা করেন॥ ৭১॥

বৃহদারণ্যকে (৪ ৪ ৬) অনন্তর কামনাবিহীন পুরুষের বিষয় বলা

করিতেন। অতএব যাহা বলা হইল তাহাই সাধনীয়। তাহাও পরব্রহ্ম অনন্য ভক্তিদ্বারা একমাত্র লভ্য, শুষ্কজ্ঞানাদি দ্বারা কিন্তু নহে—ইহাই সুসিদ্ধ হইল॥ ৭০॥

টীকানুবাদ—অতএব স্মৃতিতেও—যথেতি—দুইটি পদ্য স্পষ্টার্থ। প্রশ্ন : কোথাও কোথাও অভেদ শুনা যায়, তাহার সঙ্গতি কি? সত্য—তাহাও সাক্ষাৎ শ্রীশিব বাক্যে—হে প্রভু মুক্তিতে ভেদ চলিয়া গেলেও তোমারই আমি দাস ইহাই থাকে, কখনও 'আমার তুমি' এইরূপ হয় না, যেমন—সমুদ্রের তরঙ্গ ইহা নিশ্চয়, কখনও তরঙ্গের সমুদ্র, এইরূপ হয় না। (ষট্পদি স্তোত্র)॥ ৭১॥

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। ইতি। (বৃ ৪।৪।৬) ॥ ৭২ ॥

ন তস্মাৎপ্রাণা। উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে, ব্রহ্মৈব সন ব্রহ্মাপ্যেতি। ইতি ॥ ৭৩ ॥

টীকা

অথেতি বৃহদারণ্যকে (৪।৪।৬) মুক্তিপ্রক্রমায় 'অথ'-শব্দঃ। অকামো বাহ্যবিষয় কামনাশূন্যঃ নিষ্কামো হার্দবিষয় কামনাশূন্যঃ, আত্মকামঃ স্বরূপানন্দতৃপ্তঃ আপ্তকামো ভগবদানন্দানুভবেন পরিতৃপ্তঃ, ঈদৃশো যো ব্রহ্মবিৎ তস্য প্রাণাঃ তৎস্বরূপাৎ—লিঙ্গদেহবিশিষ্টাৎ নোৎক্রামন্তি। কিন্তু তেন সার্দ্ধং আ-বিরজা-তটং চলন্তী ইত্যর্থঃ। স খলু ব্রহ্মৈব ব্রহ্মসদৃশঃ সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

ন তস্মাদিতি মাধ্যন্দিনে (শ ব্রাঃ ১৪।৭ ২।৮) অত্রাপি এব শব্দঃ সাদৃশ্যে অত্রৈব পুরঃপ্রাপ্যে ব্রহ্মণ্যেব। অন্যথার্থে তু ব্রহ্মভাবানন্তরং ব্রহ্মাপ্যয়ো বিরুধ্যেত। তস্মাৎ তৎপার্ষদ তনু-প্রাপ্তাবেব তাৎপর্য্যম্ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ

হইতেছে যিনি অকাম, নিষ্কাম, আত্মকাম আপ্তকাম, তাঁহার প্রাণ উৎক্রামণ করে না, তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন॥ ৭২॥

শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।৭।২।৮) তাঁহার দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রামণ করে না, এস্থলে সম্যক্ লীন হন, ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন॥ ৭৩॥

'অথেতি' বৃহদারণ্যকে (৪।৪।৬) মুক্তি বিষয়ের আরম্ভে অথ-শব্দ। অকাম—বাহ্য বিষয় কামনাশূন্য, নিষ্কাম—হার্দ বিষয় কামনাশূন্য, আপ্তকাম—ভগবদানন্দ অনুভব হেতু পরিতৃপ্ত, এইরূপ যিনি ব্রহ্মবিৎ তাহার প্রাণসমূহ তাঁর স্বরূপ হইতে, লিঙ্গদেহ বিশেষ হইতে উৎক্রমণ করে না। কিন্তু তাঁহার সহিত বিরজাতট পর্যন্ত যায়। তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মৈব—ব্রহ্মসদৃশ হইয়া ব্রহ্মকে লাভ করেন॥ ৭২॥

'ন তস্মাৎ' ইতি মাধ্যন্দিনে (শতপথ ব্রাঃ ১৪ ৭।২।৮) এস্থলেও এব-শব্দ

বিভেদ জনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥ ৭৪ ॥
য এবং বিদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্যে-

টীকা

বিভেদেতি শ্রীবৈষ্ণবে (৬।৭।৯৪) অত্র দেবত্ব-মনুষ্যত্বাদিলক্ষণো বিশেষতো যো ভেদস্তস্য জনকেঽপি অজ্ঞানে আত্যন্তিকং নাশং গতে সতি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদ্ য আত্মনো জীবস্য স্বাভাবিকো ভেদঃ তমসন্তং কঃ করিষ্যতি। অপি তু সন্তং বিদ্যমানমেব সর্বঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ। উত্তরত্র পাঠে নাসত্তমিত্যেতস্য বিধেয়ত্বাদন্যথার্থঃ কষ্টস্পৃষ্ট এবেতি। ৭৪ ॥

স য এবং বিদিতি ভৃগুবল্ল্যাং (তৈ ৩।১০।৫) আনন্দময়ং ব্রহ্ম জানন্নিত্যর্থঃ। এতমানন্দময়মাত্মানমীশ্বরমুপক্রম্য তস্যান্তিকং প্রাপ্য ইমান্ চতুর্দশ

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬ ৭ ৯৪) বিভেদজনক অজ্ঞান আত্যন্তিক বিনাশপ্রাপ্ত হইলে জীবাত্মা ও ব্রহ্মের যে ভেদ তাহা অপলাপ করিতে কে সমর্থ হয় ? ॥৭৪॥

ভৃগুবল্লীতে (তৈ ৩ ১০।৫) যিনি এই প্রকার জ্ঞানবান্ তিনি এই লোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই অন্নময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন. তৎপরে প্রাণময়,

সাদৃশ্য অর্থে। অত্রৈব – সম্মুখে প্রাপ্ত ব্রহ্মতেই। অন্য প্রকার অর্থ করিলে কিন্তু ব্রহ্মভাবের পর ব্রহ্মে লয় বিরুদ্ধ হয়। অতএব পার্ষদ-দেহ প্রাপ্তিতেই তাৎপর্য ॥ ৭৩ ॥

'বিভেদ' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৯৪) এস্থলে দেবত্ব মনুষ্যত্বাদি রূপ-বিশেষ যে ভেদ তাহার জনক অজ্ঞান আত্যন্তিক নাশ প্রাপ্ত হইলে পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার যে স্বাভাবিক ভেদ তাহা মিথ্যা করিতে কে সমর্থ হইবে। পরন্তু সত্যই সকলে করিবেন। 'নাসন্তং' এই পাঠ ধরিলে অভেদার্থ কষ্ট কল্পনাই হইবে ॥ ৭৪ ॥

স য এবং বিদ্' ইতি তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লী (তৈ ৩।১০।৫) আনন্দময়কে ব্রহ্ম জানিয়া। এই আনন্দময় আত্মাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে উপ-

ত্যাত্ম্যুক্ত। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ইমাংল্লোকান কামান্না কামরূপ্যনু সংচরন্ এতৎ সামগায়ন্ আস্তে। ইতি ॥ ৭৫ ॥
অন্তঃ শরীরে নিহিতো গুহায়াম অজ একো নিত্য ইতি ॥ ৭৬ ॥

টীকা

লোকান্ অনুসঞ্চরন্ সামগায়ন্ আস্তে বর্ততে ইত্যর্থঃ। সর্বত্র গতি স্বাচ্ছন্দ্য বর্ণনেন মুক্তত্বং, সামগানেন মুক্তত্বাবপি ভগবদ্রতত্বং চ বোধ্যতে। যদুপ-সংক্রম্যেত্যাস্যোল্লঙ্ঘ্য ইত্যর্থমভিধায় আনন্দময়াদন্যৎ পরং তত্ত্বমিত্যাহুঃ. তন্মন্দং। তচ্ছব্দস্য তত্র শক্ত্যভাবাৎ। মেষাদিরাশিষু রবেঃ প্রাপ্তিরেব মেষাদি সংক্রান্তি-রিতি প্রসিদ্ধেঃ। স কীদৃশ ইত্যাহ – কামান্নীতি। কামং যথেষ্টমন্নং ভোগাম অস্তি অস্য কামান্নী, কামং যথেষ্টং রূপং অস্তি অস্য কামরূপী সত্যসংকল্পত্বান্নিখিলভোগসম্পন্নো বিচিত্র রূপশ্চ, তদা ভগবন্তমনুকূলয়ন্ বিভাতীত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ

মনোময়. বিজ্ঞানময় এবং শেষে এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রমিত হইয়া, যথেচ্ছ অন্ন ও রূপ প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিব্যাদি পর্যটন করিতে করিতে এই সামগান করিয়া থাকেন ॥ ৭৫ ॥

সুবালোপনিষদে (৭) শরীর মধ্যে হৃদয় গুহায় অবস্থিত জন্মরহিত এক অদ্বিতীয় নিত্য নারায়ণ অন্তর্যামী ॥ ৭৬ ॥

সংক্রম্য – তাঁহার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া এই চতুর্দশ লোক ভ্রমণ করিতে করিতে সামগান করিয়া অবস্থান করে। সর্ব্বত্র গতি স্বাচ্ছন্দ্য বর্ণন দ্বারা ঐ জীবাত্মার মুক্ততা, সামগান দ্বারা মুক্তির পর ভগবৎ পরায়ণত্বও জানা যাইতেছে। কিন্তু যাঁহারা উপসংক্রমণের অর্থ 'উল্লঙ্ঘন করিয়া' এইরূপ বলিয়া আনন্দময় হইতে অন্য পরতত্ত্ব বলেন—তাহা মন্দ। কারণ উপসংক্রম শব্দের উল্লঙ্ঘন অর্থে শক্তি নাই। মেষাদি রাশিসমূহে রবির প্রাপ্তিই মেষাদি সংক্রমণ বা সংক্রান্তি ইহাই প্রসিদ্ধি। সেই ব্যক্তি কিরূপ ? ইহার উত্তরে—যথেষ্ট অন্নী ভোগ্য বস্তুবান্ যথেষ্ট রূপবান্ হইয়া সত্য-সংকল্পত্ব হেতু নিখিল ভোগসম্পন্ন বিচিত্র রূপবান্ হইয়া তখন শ্রীভগবদনুশীলন দ্বারা ভগবৎ কৃপাবলে অবস্থান করেন ॥ ৭৫ ॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় ইতি ॥ ৭৭ ॥

ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে। ইতি ॥ ৭৮ ॥

টীকা

অন্তরিতি সুবালোপনিষদি (৭)। অন্তঃ শরীর ইত্যারভ্য পৃথিব্যা-দীনাং মৃত্যুরিত্যন্তানাং নারায়ণোঽন্তর্যামীতি ভেদস্তু ব্যক্ত এব। তত্রাব্যক্তা-ক্ষরয়োঃ প্রধান জীবয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

তদ্বিষ্ণোরিতি শ্রীগোপালোপনিষদি, অত্রাপি ভেদঃ স্ফুট এব। স্মৃতিশ্চ— ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্য মাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চেতি (গীঃ ১৪।২) ॥ ৭৭ ॥

ত্বং বেতি জাবালাঃ ( ) ॥ যদ্ যোঽহমিতি ঐতরেয়িণঃ (আঃ ২।২ ৪।৬) উভয়ত্র যো জীবেশয়োরভেদঃ প্রতীয়তে, স খলু তদায়ত্ত বৃত্তিকত্ব-তদ্ব্যাপ্যত্বাভ্যাং সঙ্গচ্ছতে। যথা প্রাণ সংবাদে (ছা ৫।১) প্রাণায়ত্ত বৃত্তিকত্বাৎ

অনুবাদ

শ্রীগোপাল উপনিষদে (১।৩২) তাহা শ্রীবৈকুণ্ঠে সর্বব্যাপক শ্রীহরির পরমপদ শ্রীগোলোক দিব্য সূরি পার্ষদগণ সর্বদা দর্শন করেন, আকাশে সূর্যের ন্যায় ॥ ৭৭ ॥

জাবালা শ্রুতিতে ( ) তুমিই আমি হই হে ভগবন্. আমিই তুমি হও হে ভগবন্ ॥ ৭৮ ॥

অন্তঃ ইতি সুবালোপনিষদে (৭) 'শরীর মধ্যে' ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী আদি মৃত্যু পর্যন্ত সকলের অন্তর্যামী নারায়ণ ইহা দ্বারা ভেদ কিন্তু স্পষ্টই। ঐস্থলে অব্যক্ত ও অক্ষর শব্দের অর্থ প্রধান ও জীব ॥ ৭৬ ॥

'তদ্বিষ্ণোঃ' ইতি গোপাল উপনিষদে (১।৩২) এস্থলেও ভেদ স্পষ্টই ॥ শ্রীগীতাতেও (১৪।২) এই জ্ঞান লাভ করিয়া আমার সমান ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে না, প্রলয়েও ব্যথা পায় না ॥ ৭৭ ॥

'ত্বং বেতি' জাবালা শ্রুতি। ৭৮ ॥

যদ্ যোঽহং সোঽসৌ, যোঽসৌ সোঽহম্। ইতি ॥৭৯॥

টীকা

বাগাদেঃ প্রাণরূপতা পঠ্যতে। ছান্দোগ্যে (৫।১।১৫) ন বৈ বাচো ন চক্ষূংসি ন শ্রোত্রাণি, ন মনাংসীত্যাচক্ষতে, প্রাণ এবেত্যাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবতীতি। যো যদ্ব্যাপ্যঃ স তদ্রূপঃ স্মর্য্যতে। শ্রীবৈষ্ণবে (১।৯।৬৯) যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ। স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্। ইতি। শ্রীগীতাসু চ (১১।৪০) সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব ইতি। মোক্ষ ধর্মে চ ( )—অন্যশ্চ পরমো রাজংস্তথান্যঃ পঞ্চ-বিংশকঃ। তৎস্থত্বাদনুপশ্যন্তি হ্যেক এবেতি সাধব ইতি। তৎস্থত্বাৎ পরা-ধারত্বাৎ ॥৭৮, ৭৯।

অনুবাদ

ঐতরেয় শ্রুতি (আঃ ২।২।৪।৬) যে জ্ঞানে যিনি আমি, তিনি ইনি, যিনি ইনি তিনি আমি ॥৭৯।

যদ্ যোঽহমিতি' ঐতরেয়শাখীগণ—এই উভয় স্থলে যে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ প্রতীতি হয় তাহা নিশ্চয়ই ব্রহ্মের আয়ত্তাধীন জীব এবং ব্রহ্মব্যাপ্য জীব এই দুই সম্বন্ধে সঙ্গত হয়। যেমন প্রাণ সংবাদে (ছা ৫।১) প্রাণের আয়ত্তাধীন বাগাদি ইন্দ্রিয়কে প্রাণরূপে উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্যে (৫।১।১৫) নিশ্চয়ই বাগ্, চক্ষু শ্রোত্র মন এই নামে বলা হয় নাই, কেবল প্রাণই বলা হইয়াছে, কারণ প্রাণেই এই সকল ইন্দ্রিয়ের সত্তা বিদ্যমান থাকে। যাহা যাহার ব্যাপ্যাধীন, তাহাকে তদ্রূপই বলা হয়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৯। ৬৯) এই যে দেবগণ তোমার নিকট আগত, হে দেব তাহাও তুমি, যেহেতু জগৎস্রষ্টা আপনি সর্বগত ॥ শ্রীগীতাতেও (১১।৪০) তুমি সমগ্র বিশ্বকে অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ; অতএব তুমি সর্ব-শব্দ বাচ্য ॥ মোক্ষধর্মেও ( ) হে রাজন্ যেমন পরমেশ্বর অন্য, সেইরূপ জীব অন্য, তথাপি ব্রহ্মের সত্তায় জীবের সত্তা হেতু সাধুগণ এইই দর্শন করেন ॥ তৎস্থহেতু অর্থাৎ পরমেশ্বরের সত্তায় ধৃত বলিয়া ॥৭৮,৭৯।

'তত্ত্বমসি' ইতি ॥৮০॥

টীকা

'তত্ত্বমসি' ইত্যত্র 'শ্বেতকেতো তৎত্বমসি ইতি সম্বোধন সহিত বাক্যং শ্রূয়তে। অন্যত্র অহমস্মি, ব্রহ্মাহমস্মি ইতি, অন্যত্র অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যত্র চৈকার্থাভিধানেন সামানাধিকরণ্য মিতি, তচ্চ শব্দয়োরেব সামানাধিকরণ্যং নার্থয়োরিত্যর্থঃ। অতত্ত্বমসি ইতি তৎশব্দোঽব্যয়মিতি, তস্য ত্বং দাসোঽসীত্যাদি বহুধা ব্যাখ্যা শ্রবণাৎ অনয়োঃ পরস্পরমনাদি সখ্যং স্মৃত্বা বোপদেশোঽয়ম্, লোকেঽপি যয়োর্বলবত্তরং সখ্যং দৃশ্যতে, তয়োর্মধ্যে যদ্যেকো দৃশ্যতে তদা অমুক ত্বমেব, যুবয়োর্ভেদো ন দৃশ্যতে ইতি লোকা বদন্তীতি ভক্তি পরমেবেদং শাস্ত্রং। ব্রহ্মৈতাত্র জীব ব্রহ্মাহমস্মীতি ব্যাখ্যা শ্রূয়তে। জীবেঽপি ব্রহ্ম শব্দং পঠন্তি— বিজ্ঞানং ব্রহ্মচেদ্ বেদ তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥ ইত্যত্র (তৈঃ ২।৫।২) আত্ম জ্ঞানান্তরং পরমাত্মজ্ঞানেন

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ছান্দোগ্যে—(৬।৮।৭) সেই তুমি হও ॥৮০॥

টীকানুবাদ—'তত্ত্বমসি' এই স্থলে (ছা ৬।৮।৭) 'হে শ্বেতকেতু! সেই তুমি হও' এই রূপ সম্বোধন বিভক্তি সহিত বাক্য শুনা যায়; অন্যত্র 'আমি হই', 'ব্রহ্ম আমি হই, অন্যত্র 'এই আত্মা ব্রহ্ম" এই সকল স্থানেও একার্থ বলা দ্বারায় উভয়ের সামানাধিকরণ্য বলা হইয়াছে। তাহাও শব্দদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য, অর্থদ্বয়ের নহে। আবার 'অতত্ত্বমসি' এইরূপ পাঠে তৎশব্দ অব্যয় বাচি। আবার 'তস্য ত্বং দাসো অসি ইত্যাদি অর্থাৎ 'সেই পরব্রহ্ম তুমি নও' 'তাঁহার তুমি দাস হও' ইত্যাদি বহুবিধ ব্যাখ্যা শুনা যায়। অথবা- জীব ও পরমাত্মার পরস্পর অনাদি কাল হইতে সখ্যভাব স্মরণ করিয়া এইরূপ উপদেশ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এই জগতেও যে দুইজনের মধ্যে দৃঢ় সখ্যভাব দৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে যদি একজন দৃষ্ট হয়; তখন অমুক তুমিই, তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভেদ দেখা যায় না—এইভাবে জনগণ বলিয়া থাকে। এই সকল শাস্ত্রই ভক্তিপর। ব্রহ্মস্থলে জীব, 'ব্রহ্ম আমি

জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ (ব্রঃ সূ ৪।৪।১৭) ॥৮১॥

টীকা

সর্বকামপ্রাপ্তেঃ শ্রবণং সোঽশ্নুতে সর্বকামানিত্যাদিভিরেবম অয়মিত্যাদি শাস্ত্রমপি সঙ্গমনীয়ম্। তদ্গুণযোগাৎ তথোক্তিঃ। অন্যথা 'অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামিতি মৈত্রায়নী (৬।৮) আরণ্যকাদি (৩।১১।২) শ্রুত্যোর্বিরুদ্ধেন ॥৮০॥

(ছাঃ ৮।১।৬) অথ য ইহাত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। স যদি পিতৃলোককামো ভবতীত্যাদৌ মুক্তঃ সঙ্কল্পাদেব জ্ঞাত্বা বিশ্বাদিকং সৃজতীতি। অন্যত্র চ (ছা ৮।১২।৩)

অনুবাদ

ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।১৭) মুক্তজীব জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতির শক্তি পান না, ব্রহ্মকে অনুভব করিবার জন্য যতখানি শক্তির প্রয়োজন হয়, কেবল ততখানি শক্তি পান। যেখানে বেদে জগৎসৃষ্টির কথা আছে সেখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই বাক্যের নিকটে মুক্ত পুরুষের উল্লেখ দেখা যায় না। ৮১॥

হই'—এইরূপ ব্যাখ্যা শ্রুত হয়। জীবেও ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়— (তৈত্তিরীয় ২।৫।২) কেহ যদি বিজ্ঞান স্বরূপ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন এবং উক্ত উপাসনা বিষয়ে যদি অনবহিত না হন, তবে তিনি দেহে আত্মাভিমান জনিত পাপ সমূহকে দেহ মধ্যেই ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানময় আত্মরূপে সমুদয় কাম্য বস্তু ভোগ করেন।" এইবাক্যে আত্মজ্ঞানের পর পরমাত্মজ্ঞান দ্বারা সর্বকামপ্রাপ্তির কথা শ্রুত হয়—মুক্ত জীব সর্ববিষয় ভোগ করে,— ইত্যাদি দ্বারাই বিজ্ঞানময় ইত্যাদি শাস্ত্রও সমাধান কর্তব্য। ব্রহ্মগুণ যোগ হেতু জীবে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ। তাহা না হইলে মৈত্রায়ণী (৬।৮) শ্রুতির 'জনগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের শাস্তা হন—এই বাক্যের সহিত ও আরণ্যকাদি বাক্যের সহিত বিরোধ হইবে ॥৮০।

ছান্দোগ্যে (৮।১।৬, ৮।২।১) অনন্তর যাহারা এই আত্মাকে জানিয়া এই সমুদয় সত্যকামনাকে লাভ করিয়া এই পৃথিবী হইতে যায়, সর্বলোকে

টীকা

স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণ' ইতি, 'আপ্নোতি স্বারাজ্যং সর্ব্বেঽস্মৈ বলিমাহরন্তি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি সর্বেশ্বর ইতি চ শ্রূয়তে ততশ্চ স এব বিশ্বং সৃজতু? তস্যাপি পরমাত্ম সঙ্কল্পতুল্য সংকল্পত্বাৎ। পৃথগবস্থানেঽপি ন তস্য পারতন্ত্র্যং বক্তুং শক্যত ইতি চেৎ তত্রাহ—জগদিতি। অথেত্যাদ্যবগতো মুক্ত সর্গো, 'যতো বা ইমানি ভূতানীত্যাদ্যবগতং নিখিল চিদচিৎ সৃষ্টি স্থিতি নিয়মন রূপং ব্রহ্মৈকাস্তং ব্যাপারং জগদ্ব্যাপারং বিহায় বোধ্যঃ। মূলে তং পদং কুতঃ? তৎ প্রকরণং তু ব্রহ্মণ এব, যতস্তত্র প্রকরণে মুক্তস্যাসন্নিহিতত্বাচ্চ। তস্মাৎ তস্য জগৎ সৃষ্টিস্থিত্যাদি সামর্থ্য মেব ন ভবতি। কুতো বৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতৃত্বাদ্যৈশ্বর্য্যং স্যাদিতি ভাবঃ। সর্ব্বলোকচারত্বাদিকং সর্ব্বপূজ্যত্বাদিকং সর্বেশ্বরত্বাদিকং চ তস্য শ্রীভগবদ্দত্তশক্ত্যৈব জ্ঞেয়ম্। তত্র সর্বেশ্বরত্বং তু অন্তরঙ্গনৃপভৃত্যস্য বহিরঙ্গতদ্ভৃত্যেষু যথা তথৈব জ্ঞেয়ন্ ॥৮১॥

অনুবাদ

তাঁহারা স্বাধীন আচরণ শীল হন। তিনি যদি পিতৃ লোকের কামনা করেন ইত্যাদি, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ সঙ্কল্পমাত্রই সেই সেই লোকের বিষয় জানিয়া বিশ্বাদি সৃজন করেন। অন্যত্রও (ছা ৮। ২।৩) সেই মুক্ত পুরুষ ঐ অবস্থাতে সর্বত্র বিচরণ করে, ভোজন করিয়া বা হাস্য করিয়া ক্রীড়া করিয়া, আনন্দ লাভ করিয়া ইত্যাদি। স্বারাজ্য লাভ করেন, সকলে ইহাকে পূজোপহার অর্পণ করেন, তিনি সকল লোকে ইচ্ছামত ভ্রমণাদি করিতে পারেন, তিনি সর্বেশ্বর ইহাও শ্রুত হয়। অতএব মুক্ত জীবই বিশ্বসৃজন করুক? তাহারও পরমাত্ম সঙ্কল্পতুল্য সঙ্কল্পহেতু। পৃথগ্ অবস্থান করিলেও তাহার পরতন্ত্রতা বলিতে পার না' যদি ইহা বল, তাহার উত্তরে—(ব্রহ্মসূঃ ৪।৪।১৭) মুক্তজীবের সঙ্কল্পমাত্র সৃষ্টির কথা জানিলাম, 'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইত্যাদি ব্রহ্ম প্রকরণে অবগত নিখিল চিদ্চিৎ সৃষ্টিস্থিতি নিয়মন রূপ একমাত্র ব্রহ্মগত ব্যাপার—জগদ্ব্যাপার ভিন্ন অন্য মুক্তজীবের সৃষ্টি। শ্রুতিতে ঐরূপ শব্দ কেন? উহা ব্রহ্মেরই প্রকরণ, যেহেতু ঐ প্রকরণে মুক্তজীবের সান্নিধ্য নাই।

ভোগমাত্র সাম্য লিঙ্গাচ্চ (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২১) ॥ ৮২ ॥

টীকা

ভোগমাত্রেতি। "চ"—শব্দোঽবধারণে মণ্ডূকপ্লুত্যা পূর্ব্বতো নেত্যনুবর্ত্ততে। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণেতি। মুক্তস্য ভোগমাত্রে ভগবদ্বচনাৎ লিঙ্গাদেব স্বরূপ সাম্যং, বাক্যার্থো ন ভবতি ইত্যর্থঃ। পূর্বপক্ষপ্রাপ্ত বিরুদ্ধং তু "স্বাত্মনা চোত্তরয়ো" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৯) রিতি সূত্রব্যাখ্যানে পরিহৃতং। অনেন স্বরূপনির্ণীয়াস্ম্য সূত্রেণ জীব-ব্রহ্মণো ভোগমাত্রেণৈব সাম্যং ব্রুবন্ শাস্ত্রকৃৎ তয়োঃ স্বরূপ সামর্থ্যকৃতং বৈলক্ষণ্যং বাস্তব মিত্যুপাদিশন্ অংশাংশরূপ-অণিমাদি সিদ্ধিং ভাক্তং সমানৈশ্বর্য্যঞ্চ ॥৮২॥

অনুবাদ

ব্রহ্মসূত্র (৪।৪।২১) মুক্তজীবের কেবল ভোগই ঈশ্বরের সমান, অতএব মুক্ত পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না ।।৮২।।

অতএব মুক্ত জীবের জগৎ সৃষ্টি স্থিতি আদি সামর্থ্যই হয় না। বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাতৃত্বাদি ঐশ্বর্য কোথা হইতে হইবে ইহা ভাবার্থ। সর্বলোকে বিচরণ, সর্বপূজ্য, সর্বেশ্বরত্বাদিও তাহার শ্রীভগবদত্ত শক্তিদ্বারা জানিতে হইবে। তন্মধ্য সর্বেশ্বরতা কিন্তু অন্তরঙ্গরাজভৃত্যের বহিরঙ্গরাজভৃত্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার ঐরূপ জ্ঞাতব্য ।৮১।।

ব্রহ্ম সূঃ (৪।৪।২১) ভোগমাত্রেতি। চ-শব্দের অর্থ অবধারণ, মণ্ডুক প্লুতি ন্যায়ে 'ন' পূর্বসূত্র হইতে আগত। মুক্তজীব সর্ব্ববিধ সঙ্কল্প ভোগ করেন, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত এইরূপ মুক্তজীবের ভোগমাত্রে সাম্য, শ্রীভগবদ্বাক্যে ও অনুমানেই, স্বরূপ সাম্য শ্রুতি বাক্যের অর্থে হয় না। পূর্বপক্ষের বিরুদ্ধ মত কিন্তু 'স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ' (ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় পরিহার করা হইয়াছে। এই সূত্র দ্বারা স্বরূপ নির্ণয় করিয়া শেষোক্ত সূত্রদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভোগমাত্রেই সাম্য বলিতে গিয়া শাস্ত্রকার জীবও ব্রহ্মের স্বরূপ ও সামর্থ্যগত বৈলক্ষণ্য বাস্তব' ইহা উপদেশ করিয়া অংশ ও

ভিন্নে দৃতৌ যথা বায়ুর্নৈবান্যো বায়ু না সহ।
ক্ষীণপুণ্যাদ্যবন্ধস্তু, তথাত্মা ব্রহ্মণা সহ॥
ততঃ সমস্ত কল্যাণ সমস্ত সুখসম্পদাং।
আহ্লাদ মন্যম কলঙ্ক মবাপ্নোতি শাশ্বতং।

টীকা

কেচিৎ তু কেবলাদ্বৈতিনো মুক্তাবানন্দানুভবো ন মন্যন্তে। তেষাং মতং তু তুচ্ছমেবেতি দর্শযন্তঃ স্মৃতয় আহুঃ—"ভিন্নে" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মে। অত্র জীবব্রহ্মণো রংশাংশিত্বাংশেনৈব বায়ু-দৃষ্টান্তঃ। অংশত্বেঽপি বহিরঙ্গত্বং তু অন্যতো জ্ঞেয়ং। অতঃ পৃথগীশ্বরে স্বরূপভূতানুভবে চ সত্যপি তদ্বৈমুখ্যেন অনাদিনা লব্ধছিদ্রয়া ঈশমায়য়া তদনু ভবলোপাদেঃ সম্ভবাৎ, কথংচিৎ তৎ-সাম্মুখ্যেন তদনুগ্রহাৎ নিবৃত্তিশ্চ ভবতি।

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে – ক্ষুদ্র চর্ম্ম-পেটিকা মধ্যগত বায়ু মুক্তবায়ু হইতে ভিন্ন নহে। সেইরূপ কর্ম্মবন্ধ মুক্ত জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত ভিন্ন নয়। অতএব সমস্ত কল্যাণ, সমস্ত সুখসম্পদের আনন্দ অন্য, অকলঙ্ক—নির্ম্মল নিত্য প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মস্বরূপের ও আত্মার নিত্যই সেই আনন্দ লাভ হয়। সমাধি ভঙ্গেও

অংশী গত অণিমাদি সিদ্ধি ঔপচারিক, সমান ঐশ্বর্যও ঔপচারিক গৌণ ইহা বলিলেন ॥৮২।

টীকানুবাদ - কোন কোন কেবলাদ্বৈত বাদীগণ মুক্তিতে আনন্দের অনুভব স্বীকার করেন না, তাহাদের মত তুচ্ছ ইহা দেখাইবার জন্য স্মৃতি অর্থাৎ বিষ্ণুধর্ম্মে বলিতেছেন—এস্থলে জীব ও ব্রহ্মের অংশাংশী ভাব দ্বারাই বায়ু দৃষ্টান্ত। অংশভাবেও বহিরঙ্গ। অতএব পৃথক্ ঈশ্বরকে স্বরূপভূত অনু-ভব করিলেও ঈশবৈমুখ্য বশতঃ অনাদিকাল হইতে ঈশমায়া বৈমুখ্যদোষে স্বস্বরূপ ও ঈশ্বরস্বরূপ অনুভব লোপ করাইয়াছেন। কথঞ্চিৎ সাম্মুখ্যদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে সংসারে বৈরাগ্য হয়। ভাবার্থ এই যে—বায়ুর সহিত

ব্রহ্মস্বরূপস্য তথাদ্যাত্মনো নিত্যমেব সঃ।
ব্যুত্থানকালে রাজেন্দ্র আস্তে হি অতিরোহিতঃ॥

টীকা

অয়ং ভাবঃ— বায়ুনা সহ যেন দৃতি প্রবেশাৎ ক্লেশোঽনুভূতঃ স স্বল্পবায়ুর-ন্যোন্যৈব স্যাৎ, ন চ তদৈক্যং গচ্ছতি। ব্যোক্তেরভাবাৎ। কিন্তু তৎ-সহচার্য্যেব ভবতি। তত্রাপি তস্য যে মহান্তোঽংশাঃ সন্তি। তদনুকূলং যথা তথৈব চরতি। ন তু তান্ অতিক্রম্য, স্বল্পশক্তিত্বাৎ বহিরঙ্গত্বাচ্চ। তথা ব্রহ্মণা সহাত্মা মুক্তজীবোঽপি ভবতি। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সঙ্গতিস্ত্বেবং জ্ঞেয়া।

প্রতিকল্পং জীবাঃ সমানা এব ভবন্তি। তেষাং মধ্যে যস্যেশ সাম্মুখ্যেন বিমুক্তির্ভবতি। ন তস্য পুনঃ মায়াকার্য্যেঽস্মিন্ প্রপঞ্চে প্রবেশো ভবতি। যদি চ স্যাৎ, তদা মুক্ত্যর্থ প্রযত্নস্য ব্যর্থতৈব স্যাৎ। তস্মাদসংখ্যজীবগণা একদৈব সত্যসঙ্কল্পেন ভগবতা স্বাংশাংশাৎ পৃথক্ কৃতাস্তে মায়ায়াং স্থাপিতা-স্তিষ্ঠন্তি। তেষাং মধ্যে যং যং সর্গ-প্রবেশায় প্রথমং পশ্যতি, তস্যৈব তস্যৈব চ তত্র প্রবেশো ভবতি।

অনুবাদ

হে রাজেন্দ্র উহার অনুবৃত্তি থাকেই। আয়নাতে মালিন্য না থাকিলে যেমন স্বচ্ছতা প্রকাশ পায়। সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা চিত্তমালিন্য দগ্ধ হইলে পর

যে জন্য ভস্ত্রায় প্রবেশহেতু ক্লেশ অনুভব করিয়া সেই স্বল্পবায়ু অন্য অন্যই হয়, মুক্ত বায়ুর সহিত একতা লাভ করে না। পৃথক্ প্রকাশ না থাকায় কিন্তু তৎ-সহচারী হয়। সেখানেও তাহার যে বৃহদংশ সমূহ আছে। তাহার অনু-কূলেই যথাযথ বিচরণ করে। তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া নহে। যেহেতু স্বল্প শক্তিও বহিরঙ্গ।

সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত আত্মা মুক্তজীবও হয়। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গতি এই ভাবেই জানিতে হইবে।

আদর্শস্য মলাভাবাদ্ বৈমল্যং কাশতে যথা।
জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ হেয়স্য সংহ্লাদো হ্যাত্মনস্তথা ॥

টীকা

নন্বু সর্ব্বেষাং যুগপৎ অস্ত্যেব সংস্কার সংজ্ঞা প্রথমং জাতেতি কেচিৎ। তথা মহান বায়ুরেক এব তদংশা মহান্তঃ স্বল্পাশ্চ বহবঃ সন্তি তে চ ঈশ্বরেণৈব কল্পিতাঃ। ন স্বতো জাতাঃ। তত্র মহাবায়ুর্ভস্ত্রিনা ন গ্রস্যতে তস্য প্রবলত্বাৎ। ন চ মহান্তস্তদংশাঃ তেষামপি তথৈব প্রভাবাৎ, কিন্তু অল্পাংশানাং মধ্যে যস্য তত্র প্রবেশার্থং সংস্কারোদ্বোধঃ স্যাৎ, স এব বলাৎ তেন গ্রস্যতে।

নন্বু সবাংশা একদৈব স চেশ্বরানুগ্রহেণ যদি কথঞ্চিৎ ততো বিমুক্তো ভবতি, ততো ন পুনঃ তৎসমীপং গচ্ছতি, কিন্তু স্বপরমাংশিনা মহতা বায়ুনা সহৈব চরতি। ভদ্রয়াৎ ন তৎ সামীপ্যং কথঞ্চিৎ ত্যজতি চ, তস্য যথা বিশুদ্ধ স্বস্বরূপলাভঃ পরমসুখানন্ত্যঞ্চ স্যাৎ। তদ্বৎদার্ষ্টান্তিকেঽপি যোজ্যং।

অনুবাদ

আত্মার স্বচ্ছ আনন্দ প্রকাশ হয়। সেইরূপ হেয়গুণ ধ্বংসের পর আত্মজ্ঞানাদি গুণসমূহ প্রকাশ পায়, জন্মে না, কারণ ঐসকল আত্মার গুণ নিত্য। হে রাজন্

প্রতিকল্পে জীবগণ সমানই হয়, তাহাদের মধ্যে যাহার ঈশ সান্মুখ্য-দ্বারা বিমুক্তি হয়, তাহার পুনরায় মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ হয় না। যদিও হয়, তখন মুক্তির জন্য প্রযত্নের প্রয়োজন ব্যর্থতাই হয়। অতএব অসংখ্য জীবগণ এককালেই সত্যসংকল্প শ্রীভগবানকর্তৃক স্বাংশ হইতে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়, তাহার মায়াতে স্থাপিত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে যাহাকে যাহাকে সৃষ্টি মধ্যে প্রবেশের জন্য প্রথম দর্শন করেন, সেই সেই ব্যক্তিরই সৃষ্টিতে প্রবেশ হয়।

প্রশ্নঃ—সকলের একই সঙ্গে সংস্কার সংজ্ঞা প্রথমে জাত হয়। ইহা কেহ কেহ বলেন। যেমন মহাবায়ু একই, তাহার অংশ বৃহৎ স্বল্প এইরূপ বহু আছে। তাহারাও ঈশ্বর কল্পিত, স্বাভাবিক জাত নহে। তন্মধ্যে মহাবায়ু ভস্ত্রা মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না, তাহা প্রবলহেতু। তাহার অংশ সমূহ ও মহা

তথা হেয়-গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণাঃ।
প্রকাশন্তে ন জন্যন্তে নিত্যা এবাত্মনো হি তে।
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ধর্ম্মশ্চ মনুজেশ্বর।
আত্মনো ব্রহ্মভূতস্য নিত্যমেব চতুষ্টয়ম্ ॥

টীকা

তথা চ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবজ্র প্রশ্নঃ—

কল্পানাং জীবসাম্যেঽপি মুক্তির্নৈবোপপদ্যতে। কদাচিদপি ধর্ম্মজ্ঞ তত্র পৃচ্ছামি কারণম্। একৈকস্মিন্ নরে মুক্তিঃ কল্পে কল্পে গতে দ্বিজ অভবিষ্যৎ জগৎ শূন্যং কালস্যাদেরভাবতঃ। অথ শ্রীমার্কণ্ডেয়োত্তরং জীবস্যাত্মনা সর্গেণ নরে মুক্তিমুপাগতে। অচিন্ত্যশক্তির্ভগবান্ জগৎ পূরয়তে সদা ব্রহ্মণা সহ মুচ্যন্তে ব্রহ্মলোকমুপাগতাঃ। সৃজ্যন্তে চ মহাকল্পে তদ্বিধাশ্চাপরে জনাঃ। ইতি

ব্যাখ্যাতং চ তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা শ্রীজীবগোস্বামীচরণৈঃ—অত্র কদাচিদপি কল্পে

অনুবাদ

জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য ও ধর্ম্ম এই চারিটি গুণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত আত্মার নিত্যই।

বায়ু। তাহারাও ভস্ত্রা মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। তাহাদেরও মহা প্রভাবহেতু। কিন্তু অল্প অংশগণের মধ্যে যাহার সৃষ্টিতে প্রবেশের জন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইবে, তাহাই বলপূর্বক ভস্ত্রাগ্রস্ত হয়।

প্রশ্নঃ—সকল অংশ একই কালে সর্বেশ্বরের অনুগ্রহে যদি কথঞ্চিৎ সংস্কার বিমুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা সর্ব্বেশ্বরের নিকট আর যায় না, কিন্তু নিজ পরম অংশী মহাবায়ুর সহিতই বিচরণ করে। ভস্ত্রার ভয়ে বৃহৎ-বায়ুর সামীপ্য বিন্দুমাত্র ত্যাগ করে না, তাহার যেমন বিশুদ্ধ স্বস্বরূপ লাভ ও পরমসুখের অনন্ততা হয়। সেইরূপ বদ্ধজীবের পক্ষেও যোজনীয়।

সেইরূপ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবজ্র প্রশ্নঃ—প্রতিকল্পে জীবগণের সাম্য থাকিলেও কখনও মুক্তি সম্ভব হইতেছে না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করি। এক একটি করিয়া মনুষ্য প্রতিকল্পে মুক্ত হইলেও হে দ্বিজ জগৎ শূন্য

এতদদ্বৈতমাখ্যাতমেষ এব তবোদিতঃ।
অয়ং বিষ্ণুরিদং ব্রহ্ম তথৈতৎ সত্যমুত্তমমিতি ॥ ৮৩ ॥

টীকা

কেষাঞ্চিৎ অপি জীবানামনুদ্বুদ্ধ কর্মত্বেন সুষুপ্তবৎ প্রকৃতাবপি লীনানামনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডগতানামিতানন্তানামেকস্যোপাধি সৃষ্ট্যা ব্রহ্মাণ্ডপ্রবেশনং সর্গ ইতি জ্ঞেয়ম্। সাদিত্বে 'কৃতহানি অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। সত্য সঙ্কল্পতাপি ন সিধ্যেদিতি। অত্র একত্বং তু জাত্যা সামান্যাদেবোপপন্নস্তং। প্রতি কল্পে নানা জীবানাং মুক্তি সম্ভবাৎ যথা অস্মিন্‌কল্পে শ্রূয়তে তথৈবেতি জ্ঞেয়ম্।

অথ মূল পদ্যানাং কিঞ্চিদ্ ব্যাখ্যানং চৈবং—দৃতিস্তু অত্র বায়ু সংপূরিতঃ সযত্ন মুদ্রিতমুখ এব জ্ঞেয়ঃ। অন্যস্তু চিরকালবায়ূপূর্ণেন তিষ্ঠতি। অতএব ভিন্নে দৃতাবিত্যুক্তং সমস্তকল্যাণানাং সর্বমঙ্গলগুণানাম্ অপহত পাপ্‌মত্বা-দীনাং সমস্ত সম্পদাং অণিমাদি সিদ্ধিপর্যন্তা প্রাকৃত সম্পদংশভূতানাং অন্যং জগদ্‌গতাহ্লাদাদ্ব্যতিরিক্তং তৎসম্বন্ধিনমিত্যর্থঃ। যতঃ কলঙ্কশূন্যমিত্যর্থঃ।

অনুবাদ

ইহাই অদ্বৈত-মতের ব্যাখ্যা, ইহাই তোমার-নিকট বলিলাম। ইনি বিষ্ণু, ইনি ব্রহ্ম, সেই রূপই তাহা সত্য ও উত্তম ॥ ৮৩ ॥

হইয়া যাইবে. যেহেতু কালের আদি অন্ত নাই। অনন্তর শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনির উত্তর—মনুষ্যের মুক্তি হইলে পর অন্য জীবের সৃষ্টি দ্বারা অচিন্ত্যশক্তি ভগবান সর্ব্বদা জগৎ পূর্ণ রাখেন। ক্রমমুক্তিতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত জীবগণ ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়। ভগবান্ মহাকল্পে সেইরূপ ও অন্য জীবগণ সৃষ্টি করেন।

শ্রীজীবগোস্বামিচরণ তাৎপর্য বৃত্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন – এই বিশ্বে কোনও কল্পে কোন কোন জীবের কর্ম উদ্বুদ্ধ না হইলে সুষুপ্তির ন্যায় প্রকৃতিতে লীন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগত অমিত অনন্ত জীবের একেকটির উপাধি সৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রবেশ করাইবার নাম 'সর্গ' – ইহাই জানিবে। সৃষ্টির কর্মের আদি স্বীকার করিলে 'কৃতহানি অকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গ হয়—অর্থাৎ যে জীব কর্ম্ম করিল তাহার ফলভোগ হইল না, অথচ যে জীব কর্ম্ম করে নাই তাহার সেই

অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥৮৪॥

টীকা—

স আহ্লাদ ইত্যর্থঃ। 'ব্যুত্থানং বৈরকরণে বিরোধাচরণেঽপি চ'। 'ব্যুত্থানং স্বাতন্ত্র্যকৃত্যে বিরোধাচরণেঽপি' বিশ্বমেদিন্যৌ। হেয়গুণা রাগাদয়ো মায়িক সত্ত্বাদয়শ্চ এষো দ্বৈতসিদ্ধান্তঃ। অয়ং চিদংশভূতঃ, ইদং দেহাদিকং জড়াংশ-দ্রব্যং ব্রহ্ম—

প্রকৃতিঃ "মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্মেতি" ব্রহ্মশব্দস্য প্রকৃতৌ বর্তনমুক্তং স্বয়মেব ভগবতা গীতোপনিষদি (১৪।৩)। স্ফুটমন্যৎ। ৮৩।

অনুবাদ

ফল প্রাপ্তি ঘটিল। শ্রীভগবানের সত্যসঙ্কল্পতা গুণও সিদ্ধ হইবে না। এস্থলে জীবের একত্ব জাতি ধরিয়া একবচন হইয়াছে সাধারণ ভাবে। প্রতি কল্পে নানা জীবের মুক্তি সম্ভব হেতু, যেমন এই কল্পে শ্রুত হয়, সেইরূপ অন্য কল্পেও জানিতে হইবে।

অনন্তর মূল পদ্য সমূহের কিঞ্চিদ্ ব্যাখ্যা এইরূপ—এস্থলে দৃতি শব্দের অর্থ বায়ুপূর্ণ সযত্নে মুদ্রিত মুখ চর্মপেটিকা বা 'বল'। অন্যটি চিরকাল বায়ূপূর্ণ হইয়া থাকা। এই কারণে ভিন্ন দৃতিতে বলা হইয়াছে। সমস্ত কল্যাণের অর্থাৎ সর্বমঙ্গল গুণের—অপহত পাপ্‌মত্বাদি-অস্পৃষ্টপাপত্বাদি সমস্ত সম্পদের অণিমাদি সিদ্ধি পর্যন্ত প্রাকৃত সম্পদের অংশ স্বরূপ অন্য জগদ্‌গত আনন্দ হইতে পৃথক্ হইয়াও তৎ সম্বন্ধ যুক্ত।. যেহেতু কলঙ্ক শূন্য। সেই আহ্লাদ। 'ব্যুত্থান' শব্দের অর্থ বিশ্ব-প্রকাশে ও মেদিনী কোশে ব্যুত্থান—বৈরকরণ ও বিরোধাচরণ। স্বতন্ত্রাকৃত্যও বিরোধাচরণ। হেয়গুণ সমূহ রাগাদি ও মায়িক সত্ত্ব রজ তমঃ।—ইহাই দ্বৈতসিদ্ধান্ত। অয়ং—চিদংশরূপ' ইদং—দেহাদি জড় অংশ দ্রব্য. ব্রহ্ম—প্রকৃতি, শ্রীগীতাতে স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্ম শব্দকে প্রকৃতিতে পরিবর্তন করিয়াছেন—'মম যোনির্ম্মহদ্ ব্রহ্ম' (১৪ ৩) ইত্যাদি।

॥ ৮৩ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ৮৫ ॥

টীকা

অনাদীতি অনাদি হরিবৈমুখ্যং জীবানাং জ্ঞাত্বা তদ্বারণায় প্রবৃত্তয়া অনাদি হরিমায়া তয়া মোহিত ইত্যর্থঃ। যদা প্রবুধ্যতে সৎসঙ্গেন তদ্বৈমুখ্যনাশে সতি স্বস্বরূপজ্ঞানেন তৎসাম্মুখ্যং বিদন্তীত্যর্থঃ। তদাঽজং শ্রীহরিং বুধ্যতে স্বস্বামিত্বেন লভত ইত্যর্থঃ। অত্রাপ্যন্যার্থস্তু দূরত্ব এব পরাস্তঃ ॥ ৮৪ ॥

নন্থ ক্ষেত্রজ্ঞ কথনাধ্যায়ে ভগবতৈবাভেদঃ প্রতিপাদিতঃ। কথমন্যথা ব্যাখ্যায়ত ইতিচেৎ তত্রাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি চকারোঽত্র ক্ষেত্রং সমুচ্চিনোতি, অপিরবধারণে। ততশ্চ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মামেব বিদ্ধি, মদধীনবৃত্তিকত্বাদিনা

অনুবাদ

মূলানুবাদ—অনাদি মায়া কর্তৃক জীব সুপ্ত যখন জাগরিত হয়, তখন অজ অনিদ্র অস্বপ্ন অদ্বৈত ব্রহ্মকে জানিতে পারে ॥ ৮৪ ॥

শ্রীগীতা (১৩।৩) হে ভারত! সর্বক্ষেত্রে (দেহে) জীবাত্মাকে যেমন ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিয়াছ, সেইরূপ আমাকেও মুখ্য ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ের জ্ঞান যাহা সেই জ্ঞানকেই আমার মত জান ॥ ৮৫ ॥

টীকানুবাদ—'অনাদি' ইতি। অনাদিকাল হইতে জীবগণের হরিবিমুখতা জানিয়া তাহা বারণের জন্য প্রবৃত্তা অনাদি হরিমায়া, তাহা দ্বারা মোহিত জীব, যখন প্রবুদ্ধ হয় অর্থাৎ সৎসঙ্গের দ্বারা হরিবৈমুখ্য নাশ হইলে পর নিজ স্বরূপ-জ্ঞানের সহিত হরিসাম্মুখ্য জানিতে পারে, তখন অজ শ্রীহরিকে বুঝিতে পারে অর্থাৎ নিজস্বামিরূপে লাভ করে। এস্থলেও অভেদার্থ দূর হইতেই পরাজিত ॥ ৮৪ ॥

প্রশ্ন - শ্রীগীতাতে ত্রয়োদশে ক্ষেত্রজ্ঞ কথন প্রসঙ্গে শ্রীভগবানই অভেদ বাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিরূপে তাহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীভগবান্ ক্ষেত্রকে এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে আমি বলিয়াই জান, আমার অধীন বৃত্তি হেতু মদাত্মক জান' ইহাই অর্থ। ক্ষেত্র

টীকা

মদাত্মকং জানীহি ইত্যর্থঃ। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্মদধীন বৃত্তিকত্বাদি বিষয়কং যজ্‌জ্ঞানং তজ্‌জ্ঞানং মম মতমিত্যর্থঃ। যদ্বা, মুখ্যং ক্ষেত্রজ্ঞং মামেব বিদ্ধি সর্বান্তর্যামিত্বাৎ সর্বাশ্রয়ত্বাচ্চ, ন তু জীবমিব স্বস্বক্ষেত্রজ্ঞং, ততশ্চ ক্ষেত্রেণ সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি যোজ্যং। যত্তু বদন্তি পরেশস্যৈব সতো অবিদ্যয়া ক্ষেত্রজ্ঞভাবঃ, রজ্জোরিব ভুজঙ্গত্বং তন্নিবৃত্ত্যর্থমাপ্ত তমস্য ভগবতো যদুপদেশঃ ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধীতি রজ্জুরিয়ং, ন ভুজঙ্গ ইত্যাপ্তোপদেশাদ্ ভুজঙ্গ ভ্রান্তিরিব ক্ষেত্রজ্ঞ ভ্রান্তিরস্মাদ্ বাক্যাৎ নিবর্ত্ততে তদপেশলং, উপদেশাসম্ভবাৎ। তথাহি—অয়ং উপদেষ্টা ভগবান্ তত্ত্বজ্ঞো ন বা? প্রথমেঽদ্বিতীয়মাত্মানং জানতস্তস্য নার্জুনাদি ভেদদৃষ্টিরিতি ন তং প্রত্যুপদেশঃ সম্ভবেৎ। দ্বিতীয়েঽপি অজ্ঞত্বাদেব নাত্ম-জ্ঞানোপদেশিত্বং সম্ভবতীতি সাধ্বেব ব্যাখ্যাতং। এবমন্যান্যপি যথাযথং যোজ্যানি ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ

ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ের শ্রীকৃষ্ণাধীন বৃত্তিকত্বাদি বিষয়ে যে জ্ঞান সেই জ্ঞান আমার মত। অথবা—মুখ্য ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকেই জান, যেহেতু আমি সর্বান্তর্যামী ও সর্বাশ্রয়। জীবের ন্যায় নিজ নিজ ক্ষেত্রজ্ঞ নহি। অতএব ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বয়ের যে জ্ঞান এইভাবে অন্বয় হইবে। অন্যে যাহারা বলেন—পরমেশ্বরেরই সত্ত্বেও অবিদ্যা দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ ভাব; রজ্জুই ভুজঙ্গ, এই [illegible] নিবৃত্তির জন্য আপ্ততম ভগবানের যাহার প্রতি উপদেশ—ক্ষেত্রজ্ঞকেও আমি বলিয়া জান ইহার অর্থ—ইহা রজ্জু, সর্প নয়, এই আপ্তোপদেশহেতু ভুজঙ্গ ভ্রান্তির ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞ ভ্রান্তি এই বাক্য হইতে নিবৃত্ত হয়—তাহা সুন্দর নহে। উপদেশ অসম্ভব হেতু। তথাহি—এই উপদেষ্টা ভগবান্ তত্ত্বজ্ঞ কি না? যদি তত্ত্বজ্ঞ হন, তবে অদ্বিতীয় আত্মা বিষয়ে জ্ঞানবান তাঁহার আত্মাদি ভেদদৃষ্টি নাই। অতএব তাঁহার প্রতি উপদেশ সম্ভব নয়। আর যদি তত্ত্বজ্ঞ না হন, অজ্ঞতা হেতু আত্মজ্ঞানের উপদেষ্টা হওয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব নয়—ইহা উত্তম ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। এইরূপে অন্যসমূহও যথাযথ অন্বয় করিবেন ॥ ৮৫ ॥

স এবমায়া পরিমোহিতাত্মা,
শরীরমাস্থায় করোতি সর্বং।
স্ত্রিরন্নপানাদি (যানাদি) বিচিত্রভোগৈঃ,
স এব জাগ্রৎ পরিতুষ্টিমেতি ॥
স্বপ্নে স জীবঃ সুখদুঃখ ভোক্তা,
স্বমায়য়া কল্পিত বিশ্বলোকে।
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোভিভূতঃ সুখরূপমেতি।
পুনশ্চ জন্মান্তর কর্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ ॥
(কৈবল্যোঃ ১২, ১৩) ॥ ৮৬ ॥

টীকা

স এবেতি কৈবল্যোপনিষদি। অত্র নির্বিশেষ চিদদ্বৈতিন এবং বদন্তি—স পরমাত্মৈব রাজপুত্র কৈবর্ত-ন্যায়েন মায়য়া স্বাবিদ্যয়া পরিমোহিতাত্মা সন্ সত্ত্বপ্রধানং শরীরমাস্থায় ঈশ্বরো হিরণ্যগর্ভো ভূত্বা সর্বং জগৎকরোতি "স্ত্রিরন্নেতি"। স পরমাত্মৈব স্বাবিদ্যয়া ব্যষ্টি-জীবঃ সন্ জাগ্রদবস্থঃ স্ত্র্যাদি-

অনুবাদ

কৈবল্যোপনিষদে (১২, ১৩) সেই জীবই মায়া দ্বারা নিজ স্বরূপ মোহিত হইয়া শরীর লাভপূর্ব্বক সকল করিতেছে—স্ত্রী, অন্ন পানাদি (যানাদি) বিচিত্র ভোগসহ। সেই জীবাত্মাই স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হয়। সেই জীব স্বপ্নে সুখদুঃখ ভোক্তা নিজ মায়া দ্বারা এই সকল লোক কল্পনা করে। সুষুপ্তিকালে সব কিছু বিলীন হইলে অন্ধকারাচ্ছন্ন সুখরূপ প্রাপ্ত হয়। পুনরায় জন্মান্তর ও কর্ম্মযোগহেতু সেই জীবই নিদ্রা যায় ও জাগরিত হয় ॥ ৮৬॥

'স এবেতি' কৈবল্যোপনিষদে (১২, ১৩) এস্থলে নির্বিশেষ চিৎ অদ্বৈত-বাদিগণ এইরূপ বলেন—সেই প্রসিদ্ধ পরমাত্মাই রাজপুত্র কৈবর্ত ন্যায়ে নিজ মায়া অবিদ্যা দ্বারা পরিমোহিত হইয়া সত্ত্বপ্রধান শরীর ধারণ পূর্বক ঈশ্বর—হিরণ্যগর্ভ হইয়া সকল জগৎ সৃষ্টি করেন—স্ত্রী অন্নপানাদি। সেই পরমাত্মাই নিজ অবিদ্যা দ্বারা ব্যষ্টি জীব হইয়া জাগ্রদ্ অবস্থায় স্ত্রী আদি ভোগ দ্বারা

পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীবস্ততস্তু জাতং সকলং বিচিত্রম্।
আধারমানন্দমখণ্ডবোধং যস্মিন্ লয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ ॥৮৭॥

টীকা

ভোগৈঃ পরিতুষ্টিমেতি। স এব স্বপ্নে সুখাদি ভোক্তা ভবতি। সুষুপ্তৌ তু সকলে ইন্দ্রিয়েঽহংকারে চ বিলীনে স এব তমসাভিভূতঃ সন্ সুখী ভবতি। সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি শ্রুতেঃ। স এব জীবঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ জন্মান্তর কর্মযোগাৎ পুনঃ স্বপিতি। তৎকর্ম্মফলানি শিবিকারোহণাদীনি লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

যঃ পরমাত্মা এবং জীবঃ সন্ পুরত্রয়ে লোকত্রয়েঽবস্থাত্রয়ে চ ক্রীড়তি। ততো হিরণ্যগর্ভাৎ ঈশ্বরাৎ সকলং চরাচর লক্ষণং বিচিত্র মিদং জাতম্। যদা স্বাবিদ্যয়া ঽয়মীশ্বর ভাবমাপন্নস্তদাপ্যানন্দাদি রূপ ব্রহ্মৈব সঃ যস্মিন্ পুরত্রয় প্রলয়ে স্বসাক্ষাৎকারে চ লয়ং যাতি ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ

যে পরমাত্মা এইরূপে জীব হইয়া পুরত্রয়ে অর্থাৎ লোকত্রয়ে ও অবস্থাত্রয়ে ক্রীড়া করে। অনন্তর হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর হইতে চরাচর বিচিত্র এই জগৎ জাত হইয়াছে। যখন নিজ অবিদ্যা দ্বারা এই জীব ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইল তখনও আধার আনন্দ অখণ্ডজ্ঞানরূপ ব্রহ্মই তিনি যখন পুরত্রয়ে প্রলয়ে ও স্বসাক্ষাৎকালে লয় প্রাপ্ত হন ॥ ৮৭ ॥

পরিতুষ্ট হয়। তিনিই স্বপ্নে সুখাদি ভোক্তা হন। সুষুপ্তিতে সকল ইন্দ্রিয় ও অহংকার বিলীন হইলে তিনিই তমোদ্বারা অভিভূত হইয়া সুখী হন। 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই' এইপ্রকার শ্রুতি আছে। তিনিই জীব জাগরিত হইয়া জন্মান্তরীয় কর্ম্মযোগে পুনঃ নিদ্রা যান, তাহার কর্ম্মফলসমূহ শিবিকারোহণ প্রভৃতি লাভ করেন ॥ ৮৬ ॥

যিনি পরমাত্মা এইরূপ জীব হইয়া পুরত্রয়ে লোকত্রয়ে ও অবস্থাত্রয়ে ক্রীড়া করিতেছেন। সেই হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর হইতে চরাচররূপ বিচিত্র এই জগৎ জাত। যে কালে নিজ অবিদ্যা দ্বারা ইনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত, তখনও আনন্দাদি-রূপ ব্রহ্মই, তিনি যে পুরত্রয়ে প্রলয়ে ও স্বসাক্ষাৎকারে লয়প্রাপ্ত হন ॥ ৮৭ ॥

মুণ্ডকে (২।১।৩) এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুঃ জ্যোতি রাপশ্চ পৃথিবী বিশ্বধারিণী ॥ ৮৮ ॥
যৎ পরং ব্রহ্ম সর্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ ॥ ৮৯ ॥
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯০ ॥

টীকা

এতস্মাদিতি হিরণ্যগর্ভাদীশ্বরাৎ পরমাত্মনঃ ॥ ৮৮ ॥

শ্রুতির্জিজ্ঞাসুং উপদিশতি—যদিতি সর্বাত্মা সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বরূপং বিশ্বস্য আয়তনমিতি রজ্জু সত্তয়া সর্পাদিবদ্ যৎ সত্তয়া সর্ব্বং ভাষত ইত্যর্থঃ ॥৮৯॥

জাগ্রদিতি। যৎ যতঃ প্রকাশতে যৎ সত্তয়া ভাসত ইত্যর্থঃ। স্বমতেত্ত্বেবং—ঘোর সংসার দাবানলেন সংতপ্যমানান্ ক্ষণিকমপি নির্ব্বেদ মনুপলভমানান্

অনুবাদ

মুণ্ডক শ্রুতি (২।১।৩) এই হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর পরমাত্মা হইতে প্রাণ মন ইন্দ্রিয় সকল, আকাশ বায়ু জ্যোতি জল এবং সর্বপ্রাণির আধার পৃথিবী জাত হয় ॥ ৮৮ ॥

যিনি পরব্রহ্ম, সর্ব্বজীবের পরম স্বরূপ, বিশ্বের অধিষ্ঠান, মহান, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর নিত্য তত্ত্বই তুমিও তাহা ॥ ৮৯ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি আদি প্রপঞ্চ যাহা হইতে প্রকাশিত, সেই ব্রহ্ম আমি—এইরূপ জানিয়া সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে ॥ ৯০ ॥

'এতস্মাৎ' ইতি হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর পরমাত্মা হইতে ॥ ৮৮ ॥

শ্রুতি জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে উপদেশ করিতেছেন—যদিতি, সর্বাত্মা অর্থাৎ সকল জীবাত্মার স্বরূপকে বিশ্বের অধিষ্ঠান অর্থাৎ রজ্জুর সত্তাতে সর্পাদির ন্যায় যে সত্তা দ্বারা সর্ব্ববস্তু প্রকাশিত ॥ ৮৯ ॥

'জাগ্রৎ' ইতি যাহা হইতে প্রকাশিত হইতেছে, সে সত্তা দ্বারা আভাসিত হইতেছে।

টীকা

কেবল কর্ম্মফলৈক লুব্ধান্ কর্ম্মঠান্ দৃষ্ট্বা তত্তাপ নিবারণায় কর্ম্মনিষ্ঠাং চ ত্যাজয়িতুং পরকারুণ্যেন যথা দরিদ্রং প্রতি ইদং কুরু ত্বং পূর্ববদিন্দ্র এব ভবিষ্যতি ইতি কশ্চিৎ তদ্দুঃখসংবারণায় কথয়তি। তথা প্রলোভয়ন্তীনাং শ্রুতিনাময়মুপদেশঃ সঙ্গচ্ছতে। অন্যথা বহু শ্রুতি স্মৃতিবাক্য বিরোধে সতি গুণবাদঃ। তেন শ্রুতিস্মৃত্যোরবজ্ঞা চ স্যাৎ। বস্তুতস্তু যজ্ঞকর্মাদিতঃ কিঞ্চিন্নির্বিন্নচেতসং প্রতি অয়মুপদেশঃ।

স এবেত্যাদিনা। তথাহি—যো মায়য়া কর্মরূপয়াঽবিদ্যয়া পরিমোহিতাত্মা স এব প্রাচীন কর্মসংস্কারজাতং শরীরং মনুষ্যবপুরাস্থায় সর্বযজ্ঞাদিকর্ম করোতি। ত্বং তু "দ্বা সুপর্ণেত্যা"দিভিঃ প্রতিপাদিতঃ পরম শুদ্ধঃ পরমাত্মনঃ সখাসি, অতো ন তৎ কর্তুমর্হসীতি। যৎ তদোঃ সম্বন্ধেনান্বয়ঃ যঃ পূর্ব্বোক্তঃ স এব জাগ্রৎ তদ্বজ্ জ্ঞানবিশিষ্টঃ সন্ জাগ্রদবস্থায়ামিত্যর্থো বা স্ত্র্যাদি ভোগৈঃ পরিতুষ্টিমেতি, বিষয়ভোগ কুশলত্বাৎ ত্বং তু তত্র বিরক্তত্বাৎ ন তথাবিধ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ

নিজ মতে কিন্তু এইরূপ—ঘোর সংসার দাবানল দ্বারা সন্তপ্যমান জীবসমূহকে ক্ষণিকও নির্বেদ অপ্রাপ্ত, কেবল কর্ম্মফলেই লুব্ধ কর্মঠগণকে দেখিয়া সেই সংসারতাপ নিবারণের নিমিত্ত কর্মনিষ্ঠাকেও ত্যাগ করাইবার জন্য পরম করুণাবশত যেমন দরিদ্রের প্রতি 'এই কর তুমি পূর্ববৎ ইন্দ্রই হইবে' এইরূপ কেহ তাহার দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত উপদেশ দেন। সেইরূপ প্রলোভনদাত্রী শ্রুতিগণের এই উপদেশ সঙ্গত হয়। তাহা না হইলে বহু শ্রুতি স্মৃতি বাক্য বিরোধ হয়, ফলে ঐ শ্রুতি বাক্যগুলিকে গুণবাদ—প্রশংসামাত্র বলিতে হয়। তাহাতে শ্রুতি স্মৃতির অবজ্ঞাও হয়। বস্তুতঃ যজ্ঞকর্ম্মাদি হইতে কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য চিত্ত ব্যক্তির প্রতি এই উপদেশ—'স এব' ইত্যাদি দ্বারা, তথাহি—যে ব্যক্তি মায়া অর্থাৎ কর্ম্মরূপা অবিদ্যা দ্বারা পরিমোহিত সেইই প্রাচীন কর্মসংস্কার জাত শরীর-মানুষদেহ পাইয়া সর্ব্বযজ্ঞাদি কর্ম করিতেছে। তুমি কিন্তু 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিত পরম শুদ্ধ পরমাত্মার সখা হও, অতএব ঐরূপ কর্ম্ম করিতে পার না। যৎ-তৎ শব্দদ্বয়ের অন্বয়—যে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি সেইই

টীকা

স এব জীবঃ স্বপ্নে স্বাবিদ্যয়া কল্পিত বিশ্বলোকে সুখ-দুঃখ ভোক্তা ভবতি। ন ত্বমিত্যর্থঃ। এবং পরত্রাপি যোজ্যং। পুনশ্চ স এব জীবো জন্মান্তর কর্ম্মযোগাৎ প্রবুদ্ধো ভবতি, স্বপিতি চ, ন ত্বং পরজ্ঞানার্থ দত্তচিত্তত্বাৎ।

নমু মৎসখত্বে নোক্তো যঃ সোঽসৌ কীদৃশস্তত্রাহুঃ—পুরত্রয় ইতি—সর্ব-লোকোপলক্ষণং, সর্ব্বলোকেষু জীবনিয়ন্তৃত্বেন যঃ ক্রীড়তি স ত্বৎসখ ইত্যর্থঃ। পুনশ্চ পরোক্ষং জীবয়তি ইতি জীবঃ. পরম-দয়ালুরিত্যর্থঃ। তত্ত্বমেবেতি পূর্বোক্ত সখ্যমেব দ্রঢ়য়তি, তথাহি—এব শব্দঃ সাদৃশ্যে তদ্ব্রহ্ম পরমাত্ম তত্ত্বং ত্বৎসদৃশং ত্বঞ্চ তৎসদৃশ ইত্যর্থঃ। সমানয়োরেব লোকে পরস্পরং সখ্যং দৃশ্যন্তে। অত্রাণুত্ব - বিভুত্বাদি তন্নিত্য ধর্ম পরিত্যাগে নায়মুপদেশো জ্ঞেয়ঃ। ন তু তৎ-সাহিত্যেন তদ্ ব্রহ্মাঽহমস্মি। ন তু সংসারীতি, বিশুদ্ধ স্বরূপ ভাবনার্থ মেবোক্তম্। নাঽদেবো দেবমর্চ্চয়েদিত্যাদিবৎ বিশুদ্ধ স্বরূপং ভাবয়েদেতাবদে-

অনুবাদ

জাগ্রৎ সেইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া জাগ্রৎ অবস্থায় স্ত্রীআদি ভোগসমূহ দ্বারা পরিতুষ্ট হয়. বিষয়ভোগ কুশল হেতু, তুমি কিন্তু ঐ বিষয়ে বিরক্ত হেতু ঐরূপ নও। সেই জীবই স্বপ্নে নিজ অবিদ্যা কল্পিত বিশ্বলোকে সুখদুঃখ ভোক্তা হয়, তুমি নহ। এইরূপ অর্থ পরবর্তী বাক্যসমূহেও যোগ্য। পুনরায় সেই .জীবই জন্মান্তরীয় কর্ম্মযোগে প্রবুদ্ধ হয়, নিদ্রাও যায়, তুমি নহ, পরতত্ত্বজ্ঞানের জন্য তুমি মনযোগী হেতু ॥

প্রশ্ন—আমার সখারূপে উক্ত যিনি তিনি কিরূপ? তাহার উত্তরে পুরত্রয়ে অর্থাৎ সবলোকে জীবের নিয়ন্তারূপে যিনি ক্রীড়া করিতেছেন, তিনি তোমার সখা। পুনঃ পরোক্ষে জীবনদাতা বলিয়া 'জীব' পরমদয়ালু। 'সেই তুমিই পূর্ব্বোক্ত সখা' দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন। সেইরূপই 'এব' শব্দ সাদৃশ্য অর্থে, সেই ব্রহ্ম পরমাত্ম তত্ত্ব তোমার সদৃশ, তুমিও তাহার সদৃশ। এই জগতেও সমান দুই ব্যক্তিকেই পরস্পর সখ্য দেখায়। এস্থলে অণুত্ব ও বিভুত্বাদিরূপ তাহাদের নিত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই উপদেশ জানিতে হইবে। তাহার সহচর হেতু সেই ব্রহ্ম আমি হই। সংসারীও নহে, বিশুদ্ধ

অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি.
ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানামিতি (বৃঃ ১।৪।১০) ॥৯১॥

টীকা

বাত্র তাৎপর্য্যং। তচ্চ সখ্যমেব পুষ্ণাতীতি জ্ঞেয়ম্। বিদ্যায়াঃ পরোক্ষোপদেশ এব সমীচীনঃ। 'পরোক্ষং চ মম প্রিয়মি'তি শ্রীভগবদ্বাক্যাৎ—পরোক্ষবাদো বেদোঽয়মিত্যাদেশ্চ ॥ ৯০ ॥

অথেতি বৃহদারণ্যকে (১।৪।১০) যঃ কর্মজড়ো দেবতামন্যাং স্ববৃত্ত্যহেতু' অন্যোঽসৌ তথাঽন্যোঽহমস্মীতি কর্মাঙ্গমাত্র তয়া উপকারিণীং মত্বা উপাস্তে, স ন বেদ - নাসৌ তত্ত্বজ্ঞ, যথা পশুঃ পশুর্যথা লোকাদুপাত্তজীবিকস্তস্য সেবয়া নিত্যং ক্লিশ্যতি, তথা দেবোপকৃতো দেবসেবক ইত্যর্থঃ। দেবাশ্চ খলু অপূর্ণা-স্তৎকৃতসেবাভিকাঙ্ক্ষিণঃ তং স্বসেবন জ্ঞানং প্রতিবধ্নন্তি, তস্মাজ্জন কৃত সেবাভি-লাসশূন্যোনিরুপাধিহিতকারী হরিরেব সেব্য ইত্যর্থঃ ॥৯১॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বৃহদারণ্যক (১।৪ ১০) অনন্তর যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য হই - সে কিছুই জানেনা, মানবের নিকট যেমন পশু, দেবগণের নিকট সে তেমনই পশু ॥৯১॥

স্বরূপ ভাবনার জন্যই বলা হইয়াছে। 'অদেব দেবকে অর্চন করিতে পারে না' ইত্যাদির ন্যায় বিশুদ্ধ স্বরূপকে ভাবনা করিবে—এই পর্যন্তই এস্থলে তাৎপর্য। তাহাও সখ্যভাবকেই পুষ্ট করিতেছে জানিতে হইবে। বিদ্যার ফল পরোক্ষ-ভাবে উপদেশই সমীচীন। 'পরোক্ষই আমার প্রিয়' ইহা শ্রীভগবানের বাক্য, 'পরোক্ষ বাদ এই বেদ' ইত্যাদিও শ্রীগভবদ্‌বাক্য ॥৯০॥

টীকানুবাদ—'অথেতি' বৃহদারণ্যকে (১।৪।১০) যে ব্যক্তি কর্মজড় অন্য দেবতাকে নিজজীবিকার জন্য এই দেবতা অন্য, সেইরূপ আমি অন্য হই' এইভাবে কর্মের অঙ্গরূপে উপকারি মনে করিয়া ঐ দেবতার উপাসনা করে. সে জানে না অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ নহে, যেমন পশু। পশু যেমন মনুষ্য হইতে জীবিকা গ্রহণ করিয়া তাহার সেবাদ্বারা নিত্য ক্লেশ ভোগ করে, সেইরূপ দেবপশু দেবসেবক।

ধ্যানং চেদাত্মনো ভূপ পরমার্থার্থ শব্দিতম্ ।
ভেদকারি পরেভ্যস্তৎ পরমার্থো ন ভেদবান্ ॥৯২॥

টীকা

নন্থ শুদ্ধ জীবাত্মধ্যানস্য পরমার্থ ত্বং ভবেৎ ? মুক্তিদশায়ামপি স্ফূর্ত্যাঙ্গী-কারেণ তদ্রূপস্য তস্যানশ্বরত্বাৎ। তদাচ্ছাদনাদধুনা সংসার ইতি তস্যৈব সাধ্যত্বাচ্চ ? তত্রোক্তম্ একেন ধ্যানমিতি। বাক্যদ্বয়ং শ্রীবৈষ্ণবে পরেভ্যো বাক্যেভ্যো জীবেভ্যো বা তদ্ধ্যানং ভেদকারি দৃশ্যতে ইতি শেষঃ। যদ-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি, তদেব ব্রহ্ম, শ্রুতৌ পরমার্থত্বেন প্রতিজ্ঞাতং। সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি, তদেব ব্রহ্ম, শ্রুতৌ পরমার্থত্বেন প্রতিজ্ঞাতং। সর্ববিজ্ঞান ময়ত্বং চ, তস্য সর্বাত্মকত্বাৎ অগ্নিবিজ্ঞানং হি জ্বালা-বিস্ফুলিঙ্গাদেরপি বিজ্ঞাপকং

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে (২।১৪।২৬-২৭) হে মহারাজ! জীবাত্মার ধ্যানকে যদি পরমার্থ বল, পরমাত্মা হইতে ভেদকারি ঐধ্যান পরমার্থ হইতে পারে না, যেহেতু পরমার্থ ভেদবান্ নহে ॥৯২॥

দেবগণের বাহন অশ্ব নিশ্চয়ই অপূর্ণ অভিলাষ দেবগণ অশ্বের কৃত সেবাকামনা করিয়া সেই অশ্বকে নিজ সেবকজ্ঞানে আবদ্ধ রাখে। অতএব সেবককৃত সেবাভিলাষ শূন্য নিরুপাধিক হিতকারী সুহৃৎ শ্রীহরিই সেব্য ॥৯১॥

টীকানুবাদ—প্রশ্নঃ—তাহা হইলে শুদ্ধ জীবাত্মার ধ্যান পরমার্থ হইবে? কারণ মুক্তি দশাতেও ঐ রূপ স্ফুর্ত্তি স্বীকার দ্বারা শুদ্ধ জীবাত্ম স্বরূপ অনশ্বর। তাহার আচ্ছাদনহেতু এক্ষণে সংসার এবং তাহাই সাধ্যহেতু? তাহার উত্তরে একটি শ্লোকে বলিতেছেন (বিষ্ণুপুঃ ২।১৪।২৬, ২৭)।

শ্লোকদ্বয় শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। পরবর্ত্তী বাক্যসমূহ হইতে অথবা জীব-সমূহ হইতে ঐ ধ্যান ভেদকারী দৃষ্ট হয়। 'যাহাকে জানিলে সকলই জানা যায়, তাহাই ব্রহ্ম,' শ্রুতিতে পরমার্থরূপে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। সর্ব বিজ্ঞানময়তাও ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকতাহেতু. অগ্নি বিজ্ঞানই জ্বালা বিস্ফূলিঙ্গাদিরও বিজ্ঞাপক

পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে।
মিথ্যৈতদন্যদ্রব্যং হি. নৈতি তদ.দ্রব্যতাং যতঃ ॥৯৩॥(বিপুঃ ২।১৪।২৬, ২৭)

টীকা

ভবতি। একস্য জীবস্য তু তদীয় জীবশক্তি লক্ষণাংশপরমাণুত্বম. ইত্যতঃ তস্য তৎস্ফূরণস্য চ ভেদবতো ন পরমার্থত্বমিত্যর্থঃ॥৯১।

নন্থ জীবাত্মপরমাত্মনোরেকত্রস্থিতি ভাবনয়াঽত্যন্তসংযোগে প্রাদুর্ভূতে সতি তস্যাপি সর্ব্বাত্মতা স্যাৎ? তদভেদাপত্তেঃ, স চ যোগো ন বিনশ্বরঃ জ্ঞানান্তরসিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ তয়োর্যোগ এব পরমার্থো ভবতু? তত্রোক্তমে-কেন—পরমাত্মেতি। এতৎ পরমার্থত্বং মিথ্যৈবেষ্যতে ইত্যর্থঃ। হি নিশ্চিতং যতো যস্মাৎ জীবলক্ষণম্ অন্য দ্রব্যং, তদ্দ্রব্যতাং পরমাত্মলক্ষণদ্রব্যতাং ন যাতি। তস্মান্মহাতেজঃ প্রবিষ্টঃ স্বল্পতেজোবদত্যন্ত সংযোগতোঽপ্যভেদানুপপত্তে স্তয়োর্যোগোঽপি ন পরমার্থ ইতি ভাবঃ। অথবা অত্র যোগ শব্দেন একত্ব-মেবোচ্যতে। ততশ্চৈতদেকত্বমিতি ব্যাখ্যেয়ং। শেষং পূর্ব্ববৎ। অনেন ন

অনুবাদ

পরমাত্মা ও আত্মার যোগ পরমার্থ, এই যদি বল—ইহা মিথ্যা, যেহেতু অন্য দ্রব্য পরমাত্মা এবং অন্য দ্রব্য আত্মা, অতএব একদ্রব্য অন্যদ্রব্যতা প্রাপ্ত হয় না।৯৩।

হয়। একটি জীবের কিন্তু তদীয় জীব শক্তিরূপ অংশ পরমাণুতা, এই কারণে ব্রহ্মের ও তৎস্ফুরণেরও ভেদবানের পরমার্থত্ব নাই ॥৯২॥

প্রশ্ন—জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র স্থিতি ভাবনা দ্বারা অত্যন্ত সং-যোগ আবির্ভূত হইলে পর তাহারও সর্ব্বাত্মতা হউক? উভয়ের অভেদ হেতু? সেই সংযোগও বিনশ্বর নহে, অন্যজ্ঞান সিদ্ধ হেতু। অতএব জীবাত্মা পরমাত্মার যোগই পরমার্থ হউক? ইহার উত্তর একটি পদ্যে দিতেছেন—এই যোগের পরমার্থতা মিথ্যাই নিশ্চিত। যেহেতু জীবলক্ষণ অন্য দ্রব্য ঐ দ্রব্যটি পরমাত্মরূপ দ্রব্যতা প্রাপ্ত হয় না। সেইহেতু মহাতেজে প্রবিষ্ট

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি, বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ (মুণ্ডক ৩।১।৪) ॥৯৪॥

টীকা

পুনর্মৃতাবে তদেকং পশ্যতীতি। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যত" ইত্যাদিকং ব্যাখ্যাতং স্যাৎ। তত্র তদেকং ব্রহ্ম যঃ পশ্যতি স পুনঃ মৃতাবে অবিদ্যায়ৈ ন ভবতি। পুনস্তাং ন বিন্দতীতার্থঃ। একত্বং কেবলত্বং অবিদ্যা-সম্বন্ধরাহিত্যেন শুদ্ধ ত্বং-পদার্থত্বমিত্যার্থঃ। কো মোহঃ কঃ শোক ইতি তয়োঃ কারণাবিদ্যায়াঃ পলায়নাত্তৌ স নানুভবতি, কিন্তু যজ্জ্ঞানেন তৎপলায়নং তদেকাশ্রয়ঃ সন তিষ্ঠতি অত্রাপি পরমাত্মজ্ঞানমেব তাদৃশত্বে কারণং জ্ঞেয়ম্, ন তু কেবল শুদ্ধজীব জ্ঞানেন তাদৃশত্বং স্যাদিতি বৃদ্ধাঃ ॥৯৩॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—মুণ্ডক (৩।১।৪) যিনি প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর তিনি সর্বভূতের সহিত বিরাজমান। ইহা বিশেষ ভাবে জানিয়া বিদ্বান্ অতিবাদী হন না। তিনি অত্মক্রীড় আত্মরতি ও ক্রিয়াবান্—ইনিই ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥৯৪॥

স্বল্পতেজবৎ অত্যন্ত সংযোগ হইলেও অভেদ যুক্তি সিদ্ধ নহে বলিয়া জীবাত্মা-পরমাত্মার যোগও পরমার্থ নহে। অথবা—এস্থলে যোগশব্দ দ্বারা একত্বই বলা হইতেছে। তাহাতেও একত্বই ব্যাখ্যা করা উচিত। ইহাদ্বারা মৃতুতে ঐ একত্ব দেখে না। ঐবিষয়ে মোহ কি? শোক কি? একত্ব দর্শন কারীর' ইত্যাদি ব্যাখ্যাত হইত। তন্মধ্যে সেই এক ব্রহ্ম যিনি দেখেন, তিনি আর মৃত্যুতে অবিদ্যার ভাগে পতিত হন না। অর্থাৎ পুনরায় অবিদ্যাকে প্রাপ্ত হন না। একত্ব অর্থাৎ কেবল অবিদ্যা সম্বন্ধ রহিত হইয়া শুদ্ধ ত্বং পদার্থ স্বরূপ প্রাপ্ত। মোহ কি শোক কি? ইহার অর্থ ঐ দুইয়ের কারণ অবিদ্যা পলায়ন করায় শোক-মোহ অনুভব হয় না, কিন্তু যাঁহার জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার পলায়ন হইল তাঁহার একাশ্রয় হইয়া থাকে। এস্থলেও পরমাত্মজ্ঞানই জীবাত্মার শুদ্ধির কারণ জানিবে, পরন্তু কেবল শুদ্ধ জীবাত্ম-জ্ঞান দ্বারা ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্তি হয় না—ইহা প্রাচীন আচার্যগণ বলেন ॥৯৩॥

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তত্র কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াদিতি (৪।৫।১৫) ॥৯৫॥

টীকা

প্রাণো হীতি মুণ্ডকে (৩।১।৪) প্রাণো হরিঃ সর্বভূতৈঃ সহ বিভাতি সর্বাধিষ্ঠানঃ স ইত্যর্থঃ। অনেন মুক্তানামপি স এবাশ্রয়ো ভবতি এবং বিজানন্ বিদ্বান্ নাতিবাদী ভূতোদ্বেজকো ন ভবেদিতি পরনিন্দা [illegible] শমাদিবানিত্যর্থঃ। আত্মক্রীড়ঃ তৎপরিকরৈঃ সহ তৎক্রীড়া সাধকঃ, আত্মরতি তদ্‌গুণ নিমগ্নমনা ইত্যর্থঃ। ক্রিয়াবান্ গৌণকালে নিত্যকর্মানুষ্ঠায়ীত্যর্থঃ স্ফুটমন্যং ।৯৪।

যত্র হীতি বৃহদারণ্যকে (৪।৫।১৫) যত্র মোক্ষদাশায়াং [illegible] বিনা তদ্দর্শনাদ্যসামর্থ্যং বোধয়তি শ্রুতিরিয়ম্। অন্যথা সর্ব্বানীতি [illegible] তস্মাৎ তচ্ছক্ত্যা সর্বদর্শনাদি সম্ভবত্বাৎ তেনৈব সর্ব্বদর্শনাদিকং তস্য ভবতীত্যর্থঃ

অনুবাদ

বৃহদারণ্যকে (৪।৫।১৫) যে স্থলে (মনে হয়) যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে, সেইস্থলে একজন অপরকে দর্শন করে ইত্যাদি, কিন্তু যেখানে ইহার সবই আত্মা হইয়া গেল, তখন কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে, কিরূপে কাহাকে জানিবে? ॥৯৫॥

টীকানুবাদ—'প্রাণো হি' মুণ্ডকে (৩।১।৪) প্রাণসখা হরি সকল প্রাণির সহিত বিরাজিত, তিনি সকলের অধিষ্ঠান। ইহাদ্বারা মুক্তগণেরও তিনিই আশ্রয় হন। ইহা জানিয়া বিদ্বান্ নাতিবাদী অর্থাৎ প্রাণিগণের উদ্বেগ দাতা হন না। পরনিন্দাদ্বেষাদি অভাবহেতু শমাদিবান্ হন। আত্মক্রীড়—শ্রীহরির পরিকর সহ তাঁহার ক্রীড়ার সাধক, আত্মরতি - শ্রীহরিগুণ নিমগ্নমনা ক্রিয়াবান্—গৌণকালে নিত্যকর্মানুষ্ঠানকারী। অন্য সকল স্পষ্ট ।৯৪

'যত্র হি' বৃহদারণ্যকে (৪।৫।১৫) যে মোক্ষদশায় ভগবৎ স্বরূপশক্তি ভক্তি ব্যতীত ভগবদ্ দর্শনাদি সামর্থ্য হয় না ইহাই শ্রুতি জানাইতেছেন। অন্য অর্থ করিলে 'সর্বং' পদের অর্থের সহিত বিরোধ হয়। অতএব ভগবৎ

টীকা

অয়মর্থঃ—যত্র মায়াবৈভবে দ্বৈতমিব ভবতি। তন্মূলকত্বাৎ তদন্যদপি মায়াখ্যাচিন্ত্য-শক্ত্যা হেতুভূতয়া জড়মলিন নশ্বরত্বেন তদ্বিলক্ষণতা সম্পাদিতং। ততঃ স্বতন্ত্র সত্তাকমিব মুহুঃ জায়তে। তৎ তত্রেতরো জীব ইতরং পদার্থং পশ্যতি। তস্য কারণ-দৃশ্যয়োর্মিথো যোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। যত্র তু স্বরূপবৈভবে অস্য জীবস্য রশ্মিস্থানীয়স্য মণ্ডলস্থানীয় আত্মা পরমাত্মা স এব স্বরূপশক্ত্যা সর্ব্বমভূৎ। অনাদিত এব ভবন্নাস্তে, নতু তৎপ্রবেশেন। তৎতত্র স জীবঃ কেন করণভূতেন কং পদার্থং পশ্যেৎ? ন কেনাপি কমপি পশ্যেদিত্যর্থঃ। ন হিরন্ময়ঃ স্বশক্ত্যা সূর্যমণ্ডলান্তর্গত বৈভবং প্রকাশেয়ুঃ, ন চার্চ্চিষো বহ্নিং নির্দহেয়ুরিতি ভাবঃ। তদেবং সতি যস্য খল্বেবং অনন্তস্বরূপ বৈভবং তং বিজ্ঞাতারং সর্ব্বজ্ঞং পরমাত্মানং ক নেতরেণ করণেন বিজানীয়ান্ন কেনাপীত্যর্থঃ ॥৯৫॥

টীকা-অনুবাদ

শক্তিদ্বারা সর্বদর্শনাদি সম্ভব হেতু ভক্তি দ্বারাই সর্বদর্শনাদি মুক্ত-জীবের হয়। ভাবার্থ এই যে—'যত্র' অর্থাৎ যে মায়াবৈভবে দ্বৈতের মত হয়, মায়াবৈভব দ্বৈত মূলক হেতু। তদভিন্নও মায়া নামক অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা কারণ রূপা জড় মলিন নশ্বর হেতু তদ্বিলক্ষণ রূপে সম্পাদিত। তাহা হইতে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্টরূপে পুনঃ পুনঃ জাত হয়। তৎ-সেইস্থানে ইতর জীব ইতর পদার্থকে দর্শন করে। তাহার কারণও দৃশ্যপদার্থের পরস্পর যোগ্যতাহেতু।

যত্র—স্বরূপ বৈভবে এই জীব রশ্মিস্থানীয়, আত্মা—পরমাত্মা মণ্ডলস্থানীয়, তিনিই স্বরূপশক্তি দ্বারা সর্ববস্তু হইয়াছেন। অনাদিকাল হইতেই হইয়া আছেন, মুক্তজীবের প্রবেশ হেতু নহে। সেস্থলে জীব কোন্ ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন্ পদার্থকে দেখিবে। কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন পদার্থকে দর্শন করিবে না। রশ্মিসমূহ নিজশক্তি দ্বারা সূর্য মণ্ডলের মধ্যগত বৈভবকে প্রকাশ করিবে না, আর অগ্নির শিখাসমূহ অগ্নিকে দহন করিতে পারে না। এইরূপ হইলে পর যাঁহার এইরূপ অনন্ত স্বরূপ বৈভব সেই বিজ্ঞাতাকে—সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মাকে কোন্ ব্যক্তি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা জানিবে, কেহই পারিবে না ॥৯৫॥

যদৈনং মুক্তো ন, প্রবিশতি মোদতে চ কামাংশ্চান,ভবতীতি ॥৯৬॥

স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্যমতি হৃজা ব্রহ্মাভিসম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি, ব্রহ্মণা শৃণোতি, ব্রহ্মৈবেদং সর্বমন ভবতীতি ॥৯৭॥

(ছাঃ ৮।১৩।১)

অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভি সম্ভবানীতি ॥৯৮॥

টীকা

সাযুজ্যেঽপি বৃহৎশ্রুতির্ভেদমাহ—যদৈনমিতি। এনং ভগবন্তং ইদং সাযুজ্যং সুষুপ্তিবদ্ অনতিপ্রকট স্ফূর্তি লক্ষণাদ্ ব্রহ্মসাযুজ্যাদ ভিদ্যতে। তস্মাৎ সাযুজ্যেঽপি নাত্যন্তদ্বৈতলোপঃ। ৯৬।

স বা এষ ইতি মাধ্যন্দিনায়নে স্ফুটার্থা ॥৯৭॥

তং লোকমভিলক্ষ্য কৃতাত্মা পুনরাবৃত্তি-শূন্যোঽহং সংভবানীত্যর্থঃ। বিশুদ্ধ-

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বৃহৎশ্রুতি—এই ভগবানে মুক্ত জীব প্রবেশ করে ও আনন্দিত হয় এবং ভোগ সমূহ অনুভব করে ॥৯৬॥

মাধ্যন্দিনায়নে—সেই এই ব্রহ্মনিষ্ঠ জীব এই মনুষ্য শরীরকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম সাযুজ্যলাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত দর্শন ও শ্রবণ করে, ব্রহ্মের ন্যায় সকল কিছু অনুভব করে ॥৯৭॥

ছান্দোগ্য শ্রুতি—ছান্দোগ্যে (৮।১৩।১) অশ্ব যেমন রোম সমূহকে কম্পিত করিয়া ধূলি ঝাড়িয়া ফেলে সেইরূপ পাপ সমূহকে ও শরীরকে ত্যাগ করিয়া মুক্তজীব নিত্য ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হই ॥৯৮॥

সাযুজ্যেও বৃহৎ শ্রুতি ভেদ বলিতেছেন—এই শ্রীভগবানকে এই সাযুজ্যকে সুষুপ্তির ন্যায় অস্পষ্ট স্ফূর্তিরূপ ব্রহ্ম সাযুজ্য হইতে ভিন্ন। অতএব সাযুজ্যেও অত্যন্ত দ্বৈতলোপ হয় না ॥৯৬॥

'স বা এষ' ইতি মাধ্যন্দিনায়নে স্পষ্ট অর্থ ॥৯৭॥

সেই লোককে সম্মুখে দেখিয়া মুক্ত জীব পুনরাবৃত্তি শূন্য আমি সম্যক্

গচ্ছামি বিষ্ণুপাদাভ্যাং বিষ্ণুদৃষ্ট্যানুদর্শনমিতি ॥ ৯৯ ॥

আদত্তে হরিহস্তেন হরিদৃষ্ট্যৈব পশ্যতি। গচ্ছেচ্চ হরিপাদেন মুক্তস্যৈবং স্থিতি র্ভবেৎ (কঠ ২৷১৷১০) ॥ ১০০ ॥

"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ,
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ইতি ॥১০১॥

টীকা

স্বরূপো বা তেনৈব তল্লাভ ইত্যর্থ। অশ্ব ইবেতি তাণ্ডিনা শ্রুতিঃ (ছাঃ ৮৷১৩৷১) অকৃতং অপ্রাকৃতং নিত্যমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকং বৈকুণ্ঠং তস্য তৎ স্বরূপ-ভূতত্বাৎ ।৯৮॥

গচ্ছামীতি বৃহৎতন্ত্রে। বিকসিতার্থং ॥ ৯৯ ॥

আদত্ত ইতি স্ফুটার্থাঃ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ

বৃহৎতন্ত্রে ( ) শ্রীবিষ্ণুর চরণদ্বয় দ্বারা গমন করি, বিষ্ণুর দৃষ্টি দ্বারা নিরন্তর দর্শন করি ॥৯৯॥

সাযুজ্য মুক্তিতে জীব শ্রীহরির হস্ত দ্বারা গ্রহণ করে, হরির দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করে, হরির চরণ দ্বারা গমনও করে। মুক্ত পুরুষের এইরূপ স্থিতি হয় ॥ ১০০ ॥

কঠোপনিষদে (২৷১৷১০) যাহাই এখানে তাহাই সেখানে, যাহা সেখানে তাহাই এখানে। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মে নানার ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥ ১০১ ॥

স্থিতি লাভ করিব। অথবা বিশুদ্ধ স্বরূপ তাহার দ্বারাই তাহা লাভ। অশ্ব ইব (ছাঃ ৮৷১৩৷১)—অকৃত—অপ্রাকৃত নিত্য। ব্রহ্মলোক—বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মের ইহা স্বরূপের অন্তর্গত হেতু ॥৯৮॥

'গচ্ছামি' বৃহৎ তন্ত্রে ( ) সরলার্থ ॥ ৯৯ ॥

আদত্তে ইহা স্পষ্টার্থ ॥১০০॥

(তৈঃ ২৷৭) যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে,
অথ তস্য ভয়ং ভবতীতি ॥ ১০২ ॥

(ছাঃ ৮৷১২৷৩) এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ সংপদ্য স্বেন স্বরূপেনাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষ ইতি ॥ ১০৩ ॥

টীকা

(কঠ ২৷১৷১০)—যদিত্যত্র ব্রহ্ম ব্যূহেষু প্রতীতস্য ভেদস্য নিষেধঃ। ন তু জীব জগৎ পরেয়ং শ্রুতিরপি তথাহ—একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি ইতি, একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমিতি চ ॥ ১০১ ॥

যদেত্যত্র এতস্মিন্ ব্রহ্মণি কপটং প্রতিষিধ্যতে ইতি ন কাপি ক্ষতিঃ ॥১০২॥

এবমিতি দহরবিদ্যায়াং প্রজাপতি বাক্যং জ্ঞান-বৈরাগ্য-নির্বেবিত্তয়া ভক্ত্যা পরংজ্যোতিরূপসম্পন্নস্য জীবস্য ইহ কর্ম্মবন্ধবিনির্মুক্ত গুণাষ্টকবিশিষ্ট-

অনুবাদ

তৈত্তরীয় (২৷৭) যখনই অবিদ্বান সাধক এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে, তখনই তাহার ভয় হয় ॥ ১০২ ॥

ছান্দোগ্যে (৮৷১২৷৩) সেই প্রকার এই প্রসাদ গুণ প্রাপ্ত আত্মা এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতি সম্পন্ন হইয়া নিজ স্বরূপে বিরাজ করে, তখন তিনি উত্তম পুরুষ ॥ ১০৩ ॥

টীকানুবাদ—'যদ্' এস্থলে কঠোপনিষদে (২৷১৷১০) ব্রহ্ম ব্যূহ মধ্যে ভেদ মনে হইলেও ভেদ নিষেধ। এই শ্রুতি কিন্তু জীব বা জগৎ বিষয়ে নহে। শ্রুতিও ঐরূপ বলিয়াছেন —এক হইয়াও বহু প্রকারে যিনি বিরাজিত, এক হইয়াও বহু প্রকারে দৃশ্যমান ইহাও ॥ ১০১ ॥

'যদেত্যত্র' তৈত্তিরীয় (২৷৭) এই ব্রহ্মে কাপট্য নিষেধ করা হইতেছে, অতএব কোন ক্ষতি নাই ॥১০২॥

ছান্দোগ্যে (৮৷১২৷৩) এবমিতি দহর বিদ্যাতে প্রজাপতি বাক্য জ্ঞান বৈরাগ্য সেবিত ভক্তিদ্বারা পরম জ্যোতি রূপ প্রাপ্ত জীবের ধ্রুবের ন্যায়

অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ ॥ ১০৪ ॥

টীকা

স্বরূপোদয়লক্ষণোঽবস্থাবিশেষঃ স্বরূপাবির্ভাবঃ কথ্যতে। কুতঃ? স্বেনেতি শব্দাৎ। স্বেনেতি স্বরূপবিশেষণেনেত্যর্থঃ। আগন্তুক রূপ পরিগ্রহে তু অনর্থকং তৎ স্যাৎ। সত্যপি তস্মিংস্তস্য স্বকীয়রূপত্বসিদ্ধেঃ। ন চাভিনিষ্পত্তি বচনং ব্যর্থং। 'ইদমেকং সুনিষ্পন্নমিত্যাদিস্বাবির্ভাবেঽপি তচ্ছব্দবীক্ষণাৎ। ন চ তস্য পূর্বং সতঃ পুমর্থত্বং ন প্রতীতং, তাদৃগবস্থায়াঃ পূর্বমনুদয়াৎ। ন চাত্রোপায়বৈয়র্থ্যং, তদুদয়ার্থত্বেন সার্থক্যাৎ। যত্তু স্বপ্রকাশ চিন্মাত্রস্যাত্মনঃ পরং-জ্যোতিরূপ সংপন্ন নিবৃত্ত নিখিল প্রকৃতাধ্যাস দুঃখতয়াবস্থিতিঃ তন্নিষ্পত্তিরিত্যাহুঃ—তন্ন। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী-ভবতীতি মুক্তাবানন্দাতিশয় শ্রবণাৎ, তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তমেব সাধু ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মসূত্র (৩।২।১৮) যেহেতু পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা ভিন্ন. অতএব সূর্যকাদিবৎ তাহার উপমা শ্রুত হয় ॥ ১০৪ ॥

ইহলোক তৰ্ম্মবন্ধন বিনিমুক্ত হইয়া কল্যাণ গুণাষ্টক বিশিষ্ট স্বরূপের উদয় রূপ অবস্থা বিশেষ স্বরূপের আবির্ভাব বলা হইতেছে। কি কারণ—'স্বেন' এই শব্দ হইতে স্বরূপ বিশেষের সহিত। আগন্তুক রূপ স্বীকার করিলে কিন্তু তাহা অনর্থক হয়। তাহাতে থাকিলেও তাহার স্বকীয় রূপত্ব সিদ্ধি হেতু। অভিনিষ্পত্তি বাক্যটি ব্যর্থ—ইহা বলা যায় না। ইহা একটি সুনিষ্পন্ন হইল' ইত্যাদি বাক্যে আবির্ভাবেও ঐশব্দ দৃষ্ট হওয়ায়। তাহার পূর্বে ছিল ঐ স্বরূপ অতএব লাভ হইল ইহা জানা যায় না—ইহাও বলিতে পার না, কারণ ঐরূপ অবস্থা পূর্ব্বে উদয় ছিলনা। এস্থলে সাধন ব্যর্থ হয়—ইহাও বলা যায় না, ঐ স্বরূপটি উদয়ের জন্য সাধন সার্থক হইল। যাহারা কিন্তু স্বপ্রকাশ চিৎমাত্র আত্মার পরম জ্যোতিরূপ প্রাপ্তিকে নিখিল প্রাকৃত বস্তুর অধ্যাস রূপ ভ্রমজাত দুঃখ নিবৃত্তি মাত্র রূপে অবস্থিতি স্বীকার করেন—ইহার অর্থ তাহা নহে। 'রসং হি এবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে মুক্তিতে আনন্দাতিশয় শ্রুত হওয়ায় পূর্ব্বের অর্থই উত্তম ॥ ১০৩ ॥

(ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৮) অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ (ঐ ১৯) ॥১০৫॥

টীকা

অত ইতি। যস্মাৎ পরমাত্মনো অন্যো জীবোঽতএব সূর্যকাদিবৎ ইতি তস্যোপমা শ্রূয়তে। ন হি অভেদে বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাবঃ স্যাৎ। তথা সতি বহ্নিচ্ছায়য়া দাহঃ খড়্গাভাসেন ছেদশ্চ স্যাৎ। ন চাভেদে সাদৃশ্যং, সাদৃশ্যস্য ভেদতন্ত্রত্বাৎ। চ-কারো অন্যান্ ভেদহেতূন্ সমুচ্চিনোতি। তস্মাৎ জীবাৎ পরমাত্মা তু বিলক্ষণ ইতি ॥ ১০৪ ॥

ন নু অস্তু তয়োপময়া জীবপরয়োর্ভেদঃ, কিন্তু চিদাভাসত্বং জীবস্য ততঃ প্রাপ্তং যথা অম্বুনি সূর্যস্যাভাসঃ সূর্যকঃ উচ্যতে, তথাবিদ্যায়াং পরস্যাসৌ জীবঃ। ইত্যেতন্নিরস্যতি অম্বু ইতি। তু-রবধারণে ষষ্ঠ্যন্তাৎ সপ্তম্যন্তাৎ বতিঃ।

অনুবাদ

(ব্রহ্ম সূত্র ৩।২।১৯) যেমন জলে সূর্য্যের আভাসকে সূর্যক বলা হয় সেরূপ নহে, যেমন জলদ্বারা ভূখণ্ডের পরিচ্ছেদ. সেইরূপ উপাধি দ্বারা ব্রহ্ম প্রদেশ গ্রহণ অসম্ভব হেতু সেইরূপ নহে—জীব ও ব্রহ্ম ॥ ১০৫ ॥

অত ইতি (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৮) যেহেতু পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা ভিন্ন. সেই হেতু সূর্যকাদিবৎ তাহার উপমা শ্রুত হয়। উহাদের অভেদে বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব হয় না। যদি বলা যায় হয়, তবে বহ্নির ছায়াদ্বারা দাহকার্য, খড়্গ ছায়াদ্বারা ছেদন হয়. স্বীকার করিতে হয়। ইহাও বলা যায় না, অভেদে সাদৃশ্য কারণ, সাদৃশ্য ভেদ স্থলেই হয়—তদ্ভিন্ন হইয়াও তদ্গত বহুধর্ম্ম এক হইলে উভয়ের সাদৃশ্য বলা হয়। সূত্রোক্ত চ-কার দ্বারা আরও অন্য বহুভেদ কারণ সংগ্রহ করা হইতেছে। অতএব জীব হইতে পরমাত্মা কিন্তু বিলক্ষণ। ॥ ১০৪ ॥

প্রশ্নঃ —ঐ উপমা দ্বারা জীব ও পরমাত্মার ভেদ থাকুক। কিন্তু জীব চিদাভাস ঐ উপমা দ্বারা পাওয়া যায়, যেমন জলে সূর্যের আভাসকে সূর্যক বলা হয়, সেইরূপ অবিদ্যাতে পরমাত্মার আভাস জীব—এই মত পরবর্তী ব্রহ্মসূত্রে নিরসন করা হইতেছে—(ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৯) অম্বু ইতি। তু অবধারণ

বৃদ্ধিহ্রাস ভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয় সামঞ্জস্যাদেবম্. (ঐ ২০) ॥ ১০৬ ॥

টীকা

যথাম্বুনা ভূখণ্ডস্য পরিচ্ছেদ এবমুপাধিনা ব্রহ্মপ্রদেশস্য স স্যাৎ, ন অম্বুনা ভূখণ্ডস্যেবোপাধিনা ব্রহ্ম-প্রদেশস্য গ্রহণাভাবাৎ-অগৃহ্যো ন গৃহ্যতে ইতি শ্রুতেঃ। অতো ন তথাত্বং, ব্রহ্মণ উপাধি পরিচ্ছিন্নত্বং নেত্যর্থঃ। যদ্বা, অম্বুনি যথা পরিচ্ছিন্নস্য রবেঃ প্রতিবিম্বো গৃহ্যতে, এবমুপাধৌ ব্যাপকস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বো ন গৃহ্যতে। অতো ন তথাত্বং ব্যাপকস্য তস্য প্রতিবিম্বো ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ১০৫॥

তর্হি শাস্ত্রদ্বয়ং কথং সঙ্গচ্ছতে তত্রাহ—বৃদ্ধীতি, তদ্দ্বয়ং ন মুখ্যয়া বৃত্ত্যা প্রবর্ততে, কিন্তু বৃদ্ধি হ্রাস ভাক্ত্বং গুণাংশমাদায়ৈব, যথা মহদল্পৌ ভূখণ্ডৌ,

অনুবাদ

(ব্রঃ সূ ৩।২।২০) পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব শাস্ত্রদ্বয় মুখ্যবৃত্তিদ্বারা সঙ্গত হয় না. কিন্তু বৃদ্ধি হ্রাস যুক্ততা এই গুণাংশ গ্রহণ করিয়াই, যেমন বড় ছোট দুইটি ভূখণ্ড, আর যেমন রবি ও তাহার প্রতিবিম্ব বৃদ্ধি ও হ্রাস যুক্ত ; সেইরূপ পরমেশ্বর ও জীব হয় কিরূপে ? এই অংশে শাস্ত্র সঙ্গতি হেতু। পূর্ব সূত্রের দ্বারা পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব বাদদ্বয় খণ্ডন, পর সূত্রদ্বারা কথঞ্চিদ গৌণ বৃত্তিদ্বারা তাহার ব্যবস্থাপন ॥ ১০৬ ॥

অর্থে, ষষ্ঠী বা সপ্তমী অর্থে 'বৎ' প্রত্যয়। যেমন জলদ্বারা ভূখণ্ডকে পরিচ্ছিন্ন করা হয়, সেইরূপ উপাধি দ্বারা ব্রহ্ম প্রদেশ পরিচ্ছিন্ন হয়, জলদ্বারা ভূখণ্ডের পরিচ্ছেদের ন্যায় উপাধি দ্বারা ব্রহ্মপ্রদেশের গ্রহণ হয় না। 'অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে' এই শ্রুতি প্রমাণে. অতএব পূর্বোক্ত রূপ ব্রহ্মের উপাধি পরিচ্ছিন্নত্ব হয় না। অথবা জলে যেমন পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়। সেইরূপ উপাধিতে ব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গৃহীত হয় না। অতএব এইরূপ নয়—ব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে ॥ ১০৫ ॥

(ব্রঃ সূ ৩।২।২০) তাহা হইলে প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ শাস্ত্রদ্বয় কিরূপে সঙ্গত হয় ? উত্তরে—ঐ উভয় শাস্ত্র মুখ্য বৃত্তিদ্বারা জীব ও ব্রহ্মে সঙ্গত হয় না, কিন্তু বৃদ্ধি ও হ্রাস রূপ গুণাংশ গ্রহণ করিয়াই। যেমন মহান্ ভূখণ্ড ও অল্প ভূখণ্ড এবং যথা রবি ও তাহার প্রতিবিম্ব বৃদ্ধি ও হ্রাস যুক্ত হয়, তদ্রূপ

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্ব্বা দিশঃ প্রদিশশ্চ।
উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যাত্মনাত্মানমভিসংবিবেশেতি ॥ ১০৭ ॥

টীকা

যথা চ রবি-তৎ প্রতিবিম্বৌ বৃদ্ধি হ্রাস ভাজৌ, তথা পরেশজীবৌ স্যাতাং কুতঃ অন্তর্ভাবাৎ এতস্মিন্নংশে শাস্ত্র পরিপূর্ত্তেঃ. এবং সতি উভয়োর্দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যাৎ সঙ্গতেরিত্যর্থঃ। পূর্বন্যায়েন পরিচ্ছেদাদি বাদদ্বয়স্য খণ্ডনং উত্তর ন্যায়ে তু কথঞ্চিদ্ গৌণবৃত্ত্যা তস্য ব্যবস্থাপনমিতি সূত্রকৃতাং মতম্ ॥ ১০৬ ॥

পরীত্যেতি। সঃ মুনিঃ পরীত্য নশ্বরত্বেন জ্ঞাত্বা, প্রথমজাং বাচং ত্রয়ীলক্ষণাং ঋতস্য শ্রীবিষ্ণোঃ উপস্থায় সংসেব্য আত্মনা মনসা আত্মানং স্বরূপং অভিসংবিবেশ আশ্রিতবানিতি। ন চ বক্তব্যং পরমাত্মৈক্যং গত ইতি ব্রাহ্মণোঽয়ং যুধিষ্ঠিরং রাজানং সংবিবেশ ইতি বদিতি ব্যাখ্যাতং বৃদ্ধৈঃ। অন্যৎ দ্রব্যং অন্যদ্রব্যতাং ন যাতীতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণবাক্য তাৎপর্য শ্রবণাচ্চ। ১০৭

অনুবাদ

মূলানুবাদ—সেই মুনি এই সমগ্র জগৎকে নশ্বররূপে জানিয়া বেদরূপ প্রথমজাত শ্রীবিষ্ণুর বাণীকে সম্যক সেবা করিয়া মনদ্বারা আত্মস্বরূপকে আশ্রয় করিলেন পরমাত্মার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইল' ইহা বলিতে পার না। এই ব্রাহ্মণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রবিষ্ট হইল—এইরূপ প্রাচীনগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যদ্রব্য অন্যদ্রব্যতা প্রাপ্ত হয় না, ইহা পূর্বে শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বাক্যের তাৎপর্যে শ্রবণহেতু। ১০৭ ॥

পরমেশ্বরও জীব হয়, কিরূপে ? অন্তর্ভাবাৎ এই অংশে শাস্ত্র সঙ্গতি। এইরূপ হইলেই জীব ও পরমাত্মার সহিত প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ শাস্ত্র সঙ্গত হয়। পূর্ব যুক্তিতে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব বাদদ্বয় খণ্ডন। উত্তর যুক্তিতে কথঞ্চিৎ গৌণ বৃত্তিদ্বারা উহার স্থাপন—ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রায় ॥ ১০৬ ॥

অতএব 'জীবগণ শ্রীহরির দাস'। ইহা পদ্ম পুরাণে। অন্যের শিবাদির দাস নহে। যে ব্যক্তি শ্রীহরির দাস্য ইচ্ছা করেন না, কিন্তু স্বতন্ত্রবাঞ্ছাদ্বারা কেবল মোক্ষই বাঞ্ছা করে, সে কিন্তু কৃতঘ্নই ॥ ১০৭ ॥

দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন ॥ ১০৮ ॥

সব্রহ্মকাঃ সরুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবামহর্ষভিঃ।
অর্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্ ॥ ১০৯ ॥

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ১১০ ॥

টীকা

অতএব তদ্দাসত্বং তেষামাহ—দাসভূত ইতি পাদ্মে। অন্যস্য শিবাদেঃ। যস্তু তদ্দাস্যং নাভিলষতি, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যকামনয়া মোক্ষমাত্রমেব বাঞ্ছতি, স তু কৃতঘ্ন এবেতি ধ্বনিতং, তত্রৈবান্যত্র—দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবর জঙ্গমং। শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বর ইতি ॥ ১০৮ ॥

সব্রহ্মকা ইতি তত্রৈব ॥ ১০৯ ॥

তমীশ্বরাণামিতি শ্বেতাশ্বতরে সুগমার্থা ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—পদ্মপুরাণে—প্রাণীবর্গ শ্রীহরিরই দাসস্বরূপ, কখনও অন্যের দাস নহে ॥ ১০৮ ॥

ব্রহ্মার সহিত, রুদ্রগণের সহিত, ইন্দ্রগণের সহিত ও মহর্ষিগণের সহিত দেবগণ দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীনারায়ণ শ্রীহরিদেবকে অর্চনা করেন ॥ ১০৯ ॥

সেই ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বরকে, সেই দেবগণের পরম দেবকে, পতিগণের পরম পতিকে, পরতত্ত্বের পরম তত্ত্বকে জানিব। যিনি লীলাময় পূজনীয় ভুবনের ঈশ্বর ॥ ১১০ ॥

টীকানুবাদ—পদ্মপুরাণেই অন্যত্র—এই স্থাবর জঙ্গম সমগ্র জগৎ শ্রীহরির দাস স্বরূপ। এই জগতের স্বামী প্রভু ঈশ্বর শ্রীনারায়ণ ॥ ১০৮ ॥

সব্রহ্মকা ইতি পাদ্মে ॥ ১০৯ ॥

'তমীশ্বরাণাম্' ইতি শ্বেতাশ্বতরে সুগমার্থ ॥ ১১০ ॥

ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ
এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণব তেজসা ॥ ১১১ ॥

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিরিত্যাদি ॥ ১১২ ॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণ মিত্যাদি ॥ ১১৩ ॥

পৃথগাত্মানমিত্যাদি ॥ ১১৪ ॥

(কঠোপনিষদি ১।৩।১৫) অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১১৫ ॥

টীকা

ব্রহ্মেতি স্মৃতিঃ ॥ ১১১ ॥

তজ্জ্ঞানাদিনৈব সংসারনাশস্তদ্ধাম প্রাপ্তিশ্চ [illegible] লিখিতাঃ সন্তি ॥ ১১২-১১৪ ॥

(কঠ ১।৩।১৫) অশব্দমিতি, নিত্যমিতি সর্বত্র সম্বধ্যতে, নিচায্য জ্ঞাত্বা,

অনুবাদ

ব্রহ্মা ও শম্ভু, সেইরূপ সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র এইসকল, সেইরূপ অন্য সকলে বিষ্ণু-তেজযুক্ত ॥ ১১১ ॥

সেই লীলাময়কে জানিয়া সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত হয় ॥ ইত্যাদি ॥ ১১২ ॥

সাধক যখন রুক্মবর্ণ মহাপুরুষকে দর্শন করেন, ইত্যাদি ॥ ১১৩ ॥

আত্মাকে পৃথক ও পরমাত্মাকে প্রেরয়িতা জানিয়া ॥ ১১৪ ॥

কঠোপনিষদ (১।৩।১৫) অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ অব্যয়, সেইরূপ অরস, নিত্য অগন্ধবৎ, যিনি অনাদি অনন্ত মহত্ত্বের পর ধ্রুবকে আরাধনা করিয়া সেই মৃত্যুমুখ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় ॥ ১১৫ ॥

ব্রহ্মেতি স্মৃতি ॥ ১১১ ॥

শ্রীহরির জ্ঞানাদি দ্বারাই সংসার নাশ ও ভগবৎধাম প্রাপ্তি। 'জ্ঞাত্বা' ইত্যাদি শ্রুতি জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ প্রকরণে লিখিত আছে ॥ ১১২- ১৪ ॥

(কঠ ১।৩।১৫) 'অশব্দম' ও নিত্যম্ এই দুই পদ সর্বত্র অন্বয় হইবে।

(বৃহ ৪।৪।১২) "আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর মনু সংজ্বরেৎ ॥ ১১৬ ॥

টীকা

প্রাকৃতশব্দাবিভাগশূন্যং, মহতো জীবাৎ হিরণ্যগর্ভাদপি পরং ব্রহ্ম—পরমাত্ম-ভগবদ্রূপং ত্রিবিধমেকং তত্ত্বং নিচায্য জ্ঞাত্বোপাস্য চ মৃত্যুমুখাৎ কালাগ্নিমুখাৎ প্রমুচ্যতে বিমুক্তো ভবতীতি ইহ বাক্যে সচ্চিদানন্দৈকরসং পরম পুরুষার্থরূপ নিখিল হেয় প্রত্যনীকং তত্ত্বমেব নিরূপ্যতে। তজ্‌জ্ঞানেনৈব বিমুক্তিঃ স্যাৎ, ন তু প্রধানমিতি শঙ্কনীয়ম্ ॥ ১১৫ ॥

(বৃহ ৪।৪।১২) আত্মানমিতি জীবশ্চেদাত্মানং স্বং বিজানীয়াৎ কথময়ং বিজ্ঞান বিজ্ঞাৎ বপুঃ পরেশাংশো অস্মদর্থো ভবানীতি বিদ্যাৎ। তচ্চ স্বরূপত্বং যথা পাদ্মে প্রণবব্যাখ্যানে অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ চোচ্যতে। মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ইত্যত্র। তত্রৈবান্তে—ভগবচ্ছেশ-

অনুবাদ

আত্মাকে যদি ঐ কৃষ্ণদাস বলিয়া যিনি জানেন, কি আশায়, কাহার অভিলাষে, শরীরের সঙ্গে জ্বারিত সন্তাপ ভোগ করিবেন ॥ ১১৬ ॥

নিচায্য—জানিয়া, অশব্দম—প্রাকৃত শব্দশূন্য, মহতঃ পরং - জীব হইতে হিরণ্য-গর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবদ্রূপ ত্রিবিধ একতত্ত্ব, নিচায্য - জানিয়া এবং উপাসনা করিয়া মৃত্যুমুখাৎ—কালাগ্নিমুখ হইতে বিমুক্ত হয়—এই বাক্যে সচ্চিদানন্দ একরস পরম পুরুষার্থরূপ নিখিল হেয় বর্জিত তত্ত্বই নিরূপিত হইতেছেন, ঐ তত্ত্বের জ্ঞান দ্বারাই বিমুক্তি হয়, এস্থলে মহৎ শব্দে প্রধান এই আশঙ্কা করা উচিত হইবে না॥ ১১৫ ॥

বৃহদারণ্যক (৪ ৪।১২) ইহাই আমি জীব যদি নিজেকে জানে, কিরূপে ? এই আমি বিজ্ঞানবিৎ পরমেশ্বরের অংশ অস্মদর্থ হই—এইরূপে জানে। ঐ স্বরূপটি যেমন পদ্মপুরাণে প্রণব ব্যাখ্যানে 'অ—বিষ্ণু, উ—লক্ষ্মী, ম—ঐ উভয়ের দাস পঞ্চবিংশ তত্ত্ব রূপে প্রকীর্তিত।' ঐ প্রকরণের অন্তে—ভগবৎ-শেষ স্বরূপ এই মকার নামক সচেতন জীব' এইরূপ বর্ণিত আছে। এই স্থলে

ব্রহ্মসূত্র (২।৩।৩৩) কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ১১৭ ॥

টীকা

ভূতোঽসৌ মকারাখ্যঃ সচেতনঃ। ইত্যত্র চান্যত্রাপি চান্বেষ্যং তদাস্য সিদ্ধঃ পুমর্থঃ। অথায়ং কিং বস্তুমিচ্ছন্ কস্য কামায় বাঞ্ছনীয়ায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ নিরন্তরং সন্তাপয়েৎ। তাবতা জ্ঞানেনায়ং নির্দুঃখঃ সাক্ষাৎ কৃত তাদৃগাত্মানাস্য কাচিদ্ বাঞ্ছা স্যাৎ ? যস্তু অস্যাং পরেশঃ সোঽপি পূর্ণ এবেতি ন কিঞ্চিৎ কার্যমস্তি। "কামং স্মরেচ্ছয়োঃ কাম্যে" ইতি শ্রীধরঃ ॥ ১১৬ ॥

বিজ্ঞানশব্দিতো জীবঃ কর্তা ন বেতি সংশয়ে—হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ইতি কঠশ্রুত্যা (১।২।১৯) তস্য কর্তৃত্ব নিষেধাৎ। কিন্তু প্রকৃতিরেব কর্ত্রী (গী ৩।২৭)

অনুবাদ

ব্রহ্মসূত্র (২।৩ ৩৩) জীব কর্তা, জীবের কর্তৃত্ব আছে, যেহেতু শাস্ত্রবাক্য অর্থবান্ হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্র শব্দের অর্থ, 'যাহা শাসন করে' যদি জীব কর্তা না হইত, তবে কিরূপে শাসন করা হইত ? শাস্ত্র বলিয়াছেন 'যজেত' — অর্থাৎ যজ্ঞ করিবে, আহুতি দিবে, যদি জীব কর্তা না হন, তাহা হইলে এই সকল শাস্ত্রবাক্য সার্থক হইবে না ॥ ১১৭ ॥

এবং অন্যত্রও অন্বেষণীয় ভগবদ্দাস্য সিদ্ধ পুরুষার্থ। অনন্তর এই জীব কি বস্তুর ইচ্ছায়, কাহার অভিলাষে শরীরের সহিত নিরন্তর আত্মাকে সন্তাপ ভোগ করাইবে। শ্রীকৃষ্ণদাস্য জ্ঞানেই এই জীব অনায়াসে নিজ আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ঐরূপ আত্মনাশের কোন্ বাঞ্ছা হয় ? যিনি কিন্তু পরমেশ্বর তিনি পূর্ণই। অতএব কোন কার্য নাই। কাম-শব্দের অর্থ—স্মর, ইচ্ছা ও কাম্য—ইহা অভিধানে দৃষ্ট হয় ॥ ১১৬ ॥

বিজ্ঞান শব্দের প্রতিপাদ্য জীব কর্তা কি না ? এই সংশয়ে—(কঠ ১।২।১৯) হননকারী যদি মনে করে যে, আত্মাকে হত্যা করিব বা হত ব্যক্তি যদি মনে করে যে আমি হত হইয়াছি, তবে উভয়েই অজ্ঞ, কারণ উক্ত আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না, কিংবা নিজেও হত হন না॥ এই কঠশ্রুতিতে

টীকা

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহংকার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥" কার্যাকারণ-কর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ। ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ইত্যাদি স্মৃতেঃ। তস্মান্ন জীবস্য কর্তৃত্বং, কিন্তু প্রকৃতিগতং তত্ত্বংবিবেকাৎ স্বস্মিন্ সোঽধ্যাস্যতি। ভোক্তা তু কর্মফলানামিতি প্রাপ্তে, আহ্—কর্তেতি (ব্রঃ সূঃ ২৩৩৩)। জীব এব কর্তা ন গুণাঃ। কুতঃ? শাস্ত্রেতি। স্বর্গকামো যজেত, আত্মানমেব লোকমুপাসীতেত্যাদি শাস্ত্রস্য চেতনে কর্তরি সতি সার্থক্যাদ্ গুণকর্তৃত্বে তু এতদনর্থকং স্যাৎ। শাস্ত্রং কিল ফলহেতুতা বুদ্ধিমুৎপাদ্য কর্ম্মসু তৎফল ভোক্তারং পুরুষং প্রবর্তয়েদিত্যর্থঃ। সর্ব্বথা প্রকৃতি গুণানামেব কর্তৃত্বাঙ্গীকারে তেষামেব সংসারঃ সমুচিতো, ন তু শুদ্ধচৈতন্যস্যেতি ভাবঃ॥ ১১৭॥

অনুবাদ

জীবের কর্তৃত্ব নিষেধ থাকায়। কিন্তু প্রকৃতিই কর্ত্রী (গীতা ৩.২৭) প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা কর্ম সকল সম্পাদিত হয়, কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ় চিত্ত ব্যক্তি 'আমিই কর্তা' এইরূপ মনে করে॥ "কার্য কারণ কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিকে কারণ জানিবে। সুখদুঃখের ভোগ বিষয়ে প্রকৃতির পর পুরুষকে জানিবে। ইত্যাদি স্মৃতি।

সুতরাং জীবের কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু প্রকৃতিগত কর্তৃত্ব অজ্ঞতাবশত নিজে জীব অধ্যাস করে। ভোক্তা কিন্তু কর্মফল সমূহের এইরূপ পূর্বপক্ষ হইলে পর ব্রহ্মসূত্র (২।৩।৩৩) বলিতেছেন—জীবই কর্তা, গুণসমূহ নহে। কিরূপে? শাস্ত্রের সার্থকতা হেতু। 'স্বর্গকামী যজন করিবে', 'আত্মলোকের উপাসনা করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্রের সার্থকতা চেতন কোন কর্তাকে উপদেশ করা। জড় ইন্দ্রিয়াদিকে উপদেশ করিলে এইসকল উপদেশ অনর্থক হইবে। 'অচেতনে বুদ্ধিশতং নষ্টম্'। শাস্ত্র নিশ্চয়ই 'ফল প্রয়োজন' এই বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া কর্মসমূহে সাধনসমূহে তাহার ফল ভোক্তা পুরুষকে প্রেরণা দেন। সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণসমূহের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহাদেরই সংসার ভোগ যুক্তিযুক্ত হয়। শুদ্ধচৈতন্যের আর সংসার হইবে কেন? ইহাই ভাবার্থ॥ ১১৭॥

তৈত্তিরীয় (২।৫।১) বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।
বিজ্ঞানং দেবা সর্বেঽপি ব্রহ্মজ্যেষ্ঠ মুপাসতে॥ ১১৮॥
প্রশ্নোপনিষদি (৪।৯) এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা
ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি॥ ১১৯॥

টীকা

বিজ্ঞানমিতি তৈত্তিরীয়কে (২।৫।১) অত্র বিজ্ঞান শব্দেন জীবো নাভিধীয়তে, কিন্তু বুদ্ধিরেবেতি চেৎ, তর্হি নির্দেশ বিপর্যয়ঃ স্যাৎ বিজ্ঞানমিতি প্রথমান্ত-নির্দেশস্য বিজ্ঞানেন ইতি তৃতীয়ান্ত নির্দেশো ভবেৎ, বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ, ন চাত্র তথাস্তি। কিঞ্চ বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বে তস্য করণমন্যৎ কল্প্যং স্যাৎ, সর্ব্বস্য সকরণস্যৈব কর্ম্মসু প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ, ততশ্চ নামমাত্রেণ বিসংবাদোঽয়ং করণভিন্নস্য কর্তৃত্ব-স্বীকারাৎ। বিশেষস্তু ভাষ্যাদৌ দ্রষ্টব্যঃ। ব্রহ্মৈব জ্যেষ্ঠং অনন্যাপেক্ষি কারণং স্বামি-পরমাংশ্যাদিরূপং চ যস্য তথাভূত মুপাসতে, ন তু কেবলমিত্যর্থঃ॥১১৮॥

অনুবাদ

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।৫।১) বিজ্ঞানই যজ্ঞের বিস্তার করে অর্থাৎ জীবই যজ্ঞের প্রযোজক হয় এবং কর্মসকলেরও বিস্তার করে। অখিল দেববৃন্দ সর্ব-প্রবৃত্তির মূলীভূত বিজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন॥ ১১৮॥

প্রশ্নোপনিষদে (৪।৯) এই জীবাত্মাই দ্রষ্টা, স্পর্শকর্তা, শ্রোতা আঘ্রাতা আস্বাদ কর্তা মননকারী নিশ্চয়কারী কর্তা ও বিজ্ঞাতৃ স্বরূপ পুরুষ॥ ১১৯।

'বিজ্ঞানম্'—তৈত্তিরীয়কে (২।৫।১) এস্থলে 'বিজ্ঞান' শব্দ দ্বারা জীবকে বলা হইতেছে না, কিন্তু বুদ্ধিকেই—এইরূপ পূর্বপক্ষ হইলে, উত্তরে—তাহা হইলে নির্দেশ বিপরীত হইবে 'বিজ্ঞানং' এই প্রথমা বিভক্তিযুক্ত পদের পরিবর্তে 'বিজ্ঞানেন' এই তৃতীয়ান্ত পদ নির্দেশ হইত, যেহেতু বুদ্ধি করণ, সেইরূপ এস্থলে শ্রুতিতে নাই। আরও বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে, তাহার করণ অন্য কল্পনা করিতে হইবে? কারণ, সকল কর্তারই করণ সহিতই কর্মসমূহে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। সুতরাং নামমাত্রে এই বঞ্চনা, করণ হীন বুদ্ধিতে কর্তৃত্ব স্বীকার হেতু। ব্রহ্মই জ্যেষ্ঠ অনন্যাপেক্ষি কারণ। স্বামী- পরম অংশীরূপও যাহার, সেইরূপ ব্রহ্মকে উপাসনা করে, নির্গুণ ব্রহ্মের নহে॥ ১১৮॥

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪০) ॥ ১২০ ॥

ন ঋতে ত্বৎ ক্রিয়তে কিঞ্চনারে ইতি (   ) ॥ ১২১ ॥

((কৌষিতকী ৩।৮) এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ এবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যম্‌ এভ্যঃ লোকেভ্য অধো নিনীষতে ইতি ॥ ১২২ ॥

টীকা

'এষ হি' ইতি ষটপ্রশ্ন্যাং (৪।৯) এষঃ জীবঃ স্পষ্টার্থাঃ ॥ ১১৯ ॥

পরাদিতি 'তু' শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। তৎ কর্তৃত্বং জীবস্য পরাৎ পরেশাদেব হেতোঃ প্রবর্ততে, কুতঃ ? শ্রুতেঃ — 'অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্‌' 'য আত্মনি তিষ্ঠন্‌ আত্মানমন্তরো যময়তী'ত্যাদৌ তথা শ্রবণাৎ ॥ ১২০ ॥

ন ঋতে ইতি। অরে মৈত্রেয়ি - ঋতে পরমাত্মানং বিনা ত্বত্ত্বয়া। স্ফুটমন্যৎ ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মসূত্র (২।৩।৪০) পরমেশ্বর হইতে জীবের কর্তৃত্ব হয়, কারণ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জীব কার্য করে, এইরূপ শ্রুতি আছে ॥ ১২০ ॥

হে পরমেশ্বর তোমা ব্যতীত জীব কিছুই করিতে পারে না (   ) ॥১২১॥

পরমেশ্বরই যাহাকে উপরে তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা সাধু কর্ম করান এবং যাহাকে নীচে নামাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা অসাধু কর্ম করান। (কৌষীতকি ৩৯) ॥ ১২২ ॥

'এষ হি' ইত্যাদি প্রশ্নোপনিষদ (৪।৯) এই জীব। স্পষ্টার্থ ॥ ১১৯ ॥

'পরাৎ' ইতি। তু-শব্দ শঙ্কা ছেদনার্থ। ঐ জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতে প্রবর্তিত হয়। কারণ শ্রুতিতে — ঈশ্বর জনগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন অর্থাৎ পরিচালিত করেন। "যিনি আত্মাতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মাকে অন্তরে নিয়মিত করেন — ইত্যাদিতে ঐরূপ শ্রুত হয় ॥ ১২০ ॥

'ন ঋতে' ইতি, অরে মৈত্রেয়ি—পরমাত্মা ব্যতীত তোমার দ্বারা কিছুই সম্ভব নহে ॥ ১২১ ॥

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত প্রতি সিদ্ধ-অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ (২।৩।৪০ সূ) ॥ ১২৩ ॥

টীকা

তথাহি বৃহদারণ্যকে কৌষীতকি (৩৯) এষ ইতি। অর্থস্তু পূর্ব্ববৎ। ক্বচিত্তু এষ এব উ ইতি পাঠো দৃশ্যতে ॥ ১২২ ॥

পরেশায়ত্তে কর্তৃত্বে, বিধিনিষেধ শাস্ত্রবৈয়র্থ্যং স্যাৎ। ধিয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সক্তস্য শাস্ত্র নিয়োজ্যত্বাৎ তত্রাহ কৃতেতি। তু শব্দাৎ শঙ্কা নিরস্যতে। জীবেন কৃতং ধর্মাধর্মলক্ষণং প্রযত্নমপেক্ষ্য পরেশস্তং কারয়তি। অতো নোক্ত-দোষাবকাশঃ। ধর্ম্মাধর্ম্ম বৈষম্যাদেব বিষমানি ফলানি পর্জন্য বন্নিমিত্ত মাত্রঃ সন্‌ অর্পয়তি। তথা সাধারণ স্ববীজোৎ পন্নস্য তরুলতাদেঃ পর্জন্যঃ সাধারণোঃ হেতুঃ। ন হি অসতি বারিদে তস্য রস পুষ্পাদি বৈষম্যং সম্ভবেৎ। নাপি অসতি বীজে চ সম্ভবেৎ। তদেবং তৎকর্ম্মাপেক্ষ্য শুভাশুভানি অর্পয়তীতি

অনুবাদ

ব্রহ্মসূত্র (২।৩।৪০) যাহার যেরূপ বিষয়ে প্রযত্ন, ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুমতি প্রদান করেন, ঈশ্বরের অনুমতি হইলে জীবের প্রবৃত্তি হয়। শাস্ত্রে যে সকল কার্য বিহিত আছে এবং যাহা নিষিদ্ধ আছে, তাহারা যাহাতে ব্যর্থ না হয় ॥ ১২৩ ॥

সেইরূপ বৃহদারণ্যকে (কৌষীতকি ৩।৯) 'এষ' ইতি অর্থ পূর্ববৎ ॥১২২॥

পরমেশ্বরের অধীন জীবের কর্তৃত্ব হইলে বিধিনিষেধ শাস্ত্রসমূহ ব্যর্থ হইয়া যায়। বুদ্ধিদ্বারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তির শাস্ত্র নিয়োজ্য হেতু ? তদুত্তরে ব্রঃ সূঃ (২।৩।৪০) কৃতেতি। তু শব্দদ্বারা শঙ্কা পক্ষ নিরসন হইতেছে, জীব-কর্তৃক কৃত ধর্মকর্মরূপ প্রযত্নকে অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বর জীবকে করাইতেছেন। অতএব উক্ত দোষের অবকাশ নাই। ধর্মাধর্ম বৈষম্য হেতুই বিষম ফলসমূহ মেঘবৎ নিমিত্ত মাত্র হইয়া অর্পণ করিতেছেন এবং সাধারণভাবে নিজ বীজোৎপন্ন তরুলতাদির প্রতি মেঘ যেমন সাধারণ হেতু। মেঘ না থাকিলে তরুলতার রস-পুষ্পাদির বৈষম্য সম্ভব নহে। বীজ না থাকিলেও সম্ভব

ষষ্ঠ রত্নম্

শক্তিতত্ত্ব প্রকরণম্

অথ শক্তেস্ত্রৈবিধ্যম্ ।—বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬৯)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে ॥১॥

টীকা

অথেতি, পূর্ববৎ 'বিষ্ণুশক্তিরিতি' বৈষ্ণব বাক্যেন শক্তিত্রয়ং প্রতিজ্ঞায় পূর্বং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য-জীব শক্তির্নিরূপিতা। সম্প্রতি শক্তিদ্বয়ং দর্শয়িতুং প্রথমং পরাখ্য শক্তিমাহঃ—বিষ্ণু ইতি। পরা—স্বরূপাদনতিরিক্তেত্যর্থঃ। অত্র জীবস্য তটস্থত্বেন, প্রধানস্য মায়ায়ামন্তর্ভাবত্বেন চ শক্তিত্রয়মুক্তম্। উভয়োর্নিমিত্তোপাদানরূপত্বাৎ ॥১॥

অনুবাদ
ষষ্ঠ প্রকরণ
শক্তিতত্ত্ব

মূলানুবাদ – অনন্তর শক্তির ত্রিবিধতা বর্ণন করিতেছেন – বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬৯) শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ শক্তির নাম 'পরা'শক্তি, জীবশক্তির নাম 'ক্ষেত্রজ্ঞা' 'অপরা', অন্যা মায়াশক্তির নাম' 'অবিদ্যা' বা তৃতীয়া কর্মরূপা শক্তি ॥১॥

টীকানুবাদ—অথ এই শব্দের অর্থ পূর্ববৎ, "বিষ্ণুশক্তিঃ" ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত বাক্যদ্বারা ত্রিবিধ শক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া ইতঃপূর্বে ক্ষেত্রজ্ঞা-নামক জীবশক্তি নিরূপিত হইয়াছে, সম্প্রতি শক্তিদ্বয় দেখাইবার জন্য প্রথমে 'পরা' নামক স্বরূপ শক্তির পরিচয় বলিতেছেন – 'পরা অর্থাৎ স্বরূপ হইতে অতিরিক্তা নহে। এস্থলে জীব শক্তি তটস্থা এবং প্রধান মায়াশক্তির অন্তর্গত, অতএব শক্তিত্রয় বলা হইল। সুতরাং পরাশক্তি জগতের নিমিত্ত কারণ এবং জীবশক্তি ও মায়া শক্তি উপাদান কারণ ॥১॥

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ" ইতি (শ্বেতাশ্ব ৬।৮) ॥২॥

টীকা

পরেতি—সা পরাশক্তিঃ, জ্ঞান সুখ কারুণ্যৈশ্বর্য-মাধুর্য্যাদ্যাকারেণ স্ফুরন্তী ধর্মরূপা, শব্দাকারেণাম্নায়োক্তিরূপা, ধরাদ্যাকারেণ ধামরূপা, হ্লাদিনীসারং সমবেত সংবিদাত্মকযুবতিরত্নত্বেন তু রাধাদি শ্রীরূপা চেতি সামান্যেনোচ্যতে। **স্বাভাবিকী** মায়েতরা বহ্ন্যৌষ্ণ্যবৎ স্বরূপানতিরিক্তা, সৈব ত্রিরূপা চেত্যর্থঃ। তত্র **জ্ঞান**মলৌকিকং তদীয়মেব, জৈবাদিকন্তু তদাভাসরূপং লঘুতমঞ্চ জ্ঞেয়ম্, **বল** – ভক্তিস্তদ্বশীকর্ত্রীত্বেন তদাস্তৎসংজ্ঞা, ক্রিয়া— লীলা, সা চ শুদ্ধা জন্মাদিরূপৈব জ্ঞেয়া, বিশ্বপালনাদিরূপা ত্বানুষঙ্গিকৈব জ্ঞেয়া, ন [illegible]; তত্র জ্ঞানেত্যনেন তৎ সহচারিণী সন্ধিনী হ্লাদিনী চাপি গৃহ্যতে, [illegible] স্বরূপশক্তি বৃত্তিত্বজ্ঞাপনায় পৃথগ্ নির্দেশঃ। 'নায়মাত্মা বলহীনেনে'তি শ্রুতিস্তু প্রাগ্ দর্শিতৈবেতি কেচিৎ ॥২॥

অনুবাদ

শ্বেতাশ্বতরে (৬।৮)—ইহার পরাশক্তি বিভিন্নপ্রকার শ্রুত হয়, তাহা স্বাভাবিকী এবং জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া—এই ত্রিবিধ বৃত্তি ভেদে ॥১॥

শ্বেতাশ্বতরে (৬।৮) সেই পরাশক্তি জ্ঞান সুখ কারুণ্য ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যাদি রূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া ধর্মরূপে পরমেশ্বরের স্বরূপের সহিত অভিন্না, পৃথিবী আদিরূপে ধামরূপা, হ্লাদিনী সার সমবেত সংবিদ স্বরূপে যুবতি রত্নরূপে শ্রীরাধিকাদি লক্ষ্মীরূপা মিলিতরূপে বলা হয়। স্বাভাবিকী মায়া হইতে ভিন্না, অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে। তাহাই আবার ত্রিবিধাও। তন্মধ্যে 'জ্ঞান'-অলৌকিক ভগবৎ-তত্ত্ব জ্ঞানই। জৈবজ্ঞানাদি তদাভাসরূপ, এবং ক্ষুদ্রতম জানিতে হইবে। বল—ভক্তি, ভগবদ্‌বশীকারিণী বলিয়া ভক্তির নাম 'বল' শক্তি। ক্রিয়া—লীলা, তাহাও শুদ্ধা জন্মাদিলীলারূপাই। বিশ্বপালনাদি রূপা লীলা কিন্তু আনুষঙ্গিকী। তাহার জন্য ভগবানের পৃথক্ চেষ্টা নাই। তন্মধ্যে 'জ্ঞান' শব্দের দ্বারা তাহার সহচারিণী সন্ধিনী ও হ্লাদিনী গ্রহণ করা হয়। ভক্তি ও লীলাকে স্বরূপ

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥৩॥
(বিষ্ণুপুঃ ১।১২।৭০)

টীকা

হ্লাদিনীতি—শ্রীবৈষ্ণবে। অত্র সন্ধিনী সংবিৎ হ্লাদিনী যথোত্তরম্ উৎকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ। তত্র সদাত্মাপি যয়া সত্তাং ধত্তে দদাতি চ সা সর্বদেশ কাল দ্রব্যব্যাপ্তি হেতুঃ সন্ধিনী। সংবিদাত্মাপি যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সংবিৎ। হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী, যদ্বা হ্লাদরূপো যয়া সংবিৎ উৎকর্ষতয়া তৎ হ্লাদং সংবেত্তি সংবেয়তি চ সা হ্ল্যাদিমী।

অনুবাদ

তাহাই বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৭০) স্পষ্ট করা হইয়াছে—সর্বাশ্রয় আপনাতে একমাত্র পরাশক্তি—হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সংবিদ এই ত্রিবিধ বৃত্তি প্রকাশ পুর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। প্রাকৃত (মায়াশক্তি জাত) গুণহীন তোমাতে হ্লাদকরী সাত্ত্বিকী, তাপকরী তামসী ও মিশ্রা রাজসী বৃত্তি নাই ॥৩॥

শক্তির দৃত্তিরূপে জানাইবার জন্য পৃথক্ নির্দেশ করা হইয়াছে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' এই শ্রুতিতে উক্ত 'বল' শব্দের ভক্তি অর্থ পূর্বে দেখান হইয়াছে (মুণ্ডক ৩।২।৪) ॥২॥

'হ্লাদিনী' ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১.১২ ৭০) সন্ধিনী সংবিৎ ও হ্লাদিনী পর পর উৎকৃষ্ঠা। তন্মধ্যে শ্রীভগবান সৎ স্বরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা নিজ সত্তাকে ধারণ করেন এবং অন্যের সত্তাকে দান করেন, তাহাই সর্ব্বদেশ কাল দ্রব্যব্যাপি 'সন্ধিনী'। শ্রীভগবান জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা নিজেকে জানেন এবং অন্যকে জানান তাহাই 'সংবিৎ' এবং শ্রীভগবান্ স্বয়ং আহ্লাদ স্বরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা আনন্দিত হন এবং অন্যকে আনন্দিত করেন, তাহাই হ্লাদিনী'।

অথবা—আনন্দস্বরূপ ভগবান যে শক্তিদ্বারা জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ আনন্দকে জানেন এবং অন্যকে জানান তাহাই হ্লাদিনী। প্রাকৃত গুণ সত্ত্বাংশে মনের

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥৪॥
গোকুলাখ্যে মাথুর মণ্ডলে ইত্যুপক্রম্য দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেত্যুপধায় যস্যাংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তিরিতি ৫।

টীকা

সত্ত্বেনাংশেন মনঃ প্রসাদকরী হ্লাদকরী, তমোহংশেন বিষয় ভোগাদি তাপকরী, রজোহংশেন তদুভয়োদয়াৎ মিশ্রা ইত্যেবং ত্রিগুণা প্রকৃতিঃ সা ত্বয়ি ভগবতি ন বর্ততে, কুতঃ গুণেতিমায়াগুণাস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥৩॥

দেবীতি—গৌতমীয়ে তন্মন্ত্রকথনে—রাধিকা পরেত্যন্বয়ঃ।

দেবী দেবস্য শ্রীকৃষ্ণস্যান্তরঙ্গা শক্তিঃ পট্টমহিষীত্যর্থঃ।

ভেদবারয়িতুমাহ—কৃষ্ণময়ী তৎপ্রচুরা তদনন্যেত্যর্থঃ, সর্ব্বলক্ষ্মী প্রচুরা সর্ব্বাংশিনীত্যর্থঃ ॥৪॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—গৌতমীয় তন্ত্রে—পরমদেবতা রাধিকা দেবী কৃষ্ণময়ী কথিতা। তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীর অংশিনী, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববাঞ্ছা পূরণকারিণী, শ্রীকৃষ্ণ সম্মোহিনী, পরা ঠাকুরাণী ॥৪॥

গোপাল উপনিষদে—'মথুরামণ্ডলে গোকুল নামক স্থানে' এইভাবে আরম্ভ করিয়া 'শ্রীগোবিন্দের দুইপার্শ্বে চন্দ্রাবলী ও রাধিকা—ইহা বলিয়া 'যাঁহার অংশে লক্ষ্মী দুর্গাদি শক্তি। ৫॥

প্রসন্নতাকরী হ্লাদকরী, তমোংশে বিষয়ভোগাদি তাপকরী, রজোংশে সুখ ও তাপ উভয় উদয় করায় বলিয়া মিশ্রা—এইরূপে সেই ত্রিগুণা প্রকৃতি হে ভগবন্ তোমাতে নাই। কারণ কি? যেহেতু তুমি মায়াগুণ অস্পৃষ্ট ॥৩॥

টীকানুবাদ—গৌতমীয় তন্ত্রে—রাধিকা মন্ত্র কথনে—দেবী—পরমদেব শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি, শ্রীবৃন্দাবনে পট্টমহিষী। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভেদ বারণের জন্য বলিতেছেন—কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণপ্রচুরা তদনন্যা, সর্বলক্ষ্মীময়ী—সর্বলক্ষ্মী প্রচুরা সর্বাংশিনী ॥৪॥

সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল।
ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা॥
প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী ॥৬॥
নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িণী।
যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥৭॥ (বিপু ১৮।১৫)

টীকা

গোকুলেতি, গোপালোপনিষদি স্পষ্টার্থা।৫॥

সত্ত্বমিতি বৃহদ্গোতমীয়ে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যম্—সত্ত্বং কার্যাত্বং, তত্ত্বং কারণত্বং, তয়োঃ পরত্বং ব্রহ্মত্বমিত্যর্থঃ. প্রকৃতেস্ত্রিগুণায়া মায়াত ইত্যর্থঃ, সাপীত্যনেন মায়াতঃ পরত্বকথনেন পরমান্তরঙ্গা স্বরূপাদনতিরেকিণীতি তু স্পষ্টমেব ॥৬॥

নিত্যৈবেতি—শ্রীবৈষ্ণবে, অত্র সাবধারণয়া কণ্ঠোক্ত্যা হনিত্যত্বশঙ্কা বিষ্ণুবৎ ব্যাপ্ত্যুক্ত্যা প্রাকৃতত্ব-শঙ্কা চ দূরোৎসারিতেতি বোদ্ধব্যম্ ॥৭॥

অনুবাদ

সত্ত্ব, তত্ত্ব ও পরত্ব—এই তত্ত্বত্রয় স্বরূপ আমি নিশ্চয়ই, সেই শ্রীরাধিকাও ত্রিতত্ত্বরূপিণী আমার বল্লভা। আমি প্রকৃতির পর, সেই শ্রীরাধিকাও প্রকৃতির পরা আমার শক্তিরূপিণী ॥৬॥

বিষ্ণুপুরাণে (১৮।১৫) প্রসিদ্ধা জগন্মাতা লক্ষ্মী নিত্যা এবং বিষ্ণু হইতে বিচ্ছেদ রহিতা। হে দ্বিজোত্তম! যেমন বিষ্ণু সর্ব্বগত, সেইরূপ এই লক্ষ্মীদেবীও সর্ব্বগতা ॥৭॥

গোকুলেতি—গোপাল উপনিষদে স্পষ্টার্থ ॥৫॥

সত্ত্বমিতি বৃহদ্গোতমীয়ে শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—সত্ত্বং—কার্য, তত্ত্ব—কারণ, এই উভয়ের অতীত পরত্ব—ব্রহ্মত্ব, আমি প্রকৃতি হইতে—ত্রিগুণ মায়া হইতে অতীত, শ্রীরাধিকাও মায়াতীতা পরম অন্তরঙ্গা স্বরূপ হইতে অপৃথক্‌রূপিণী ॥৬॥

নিত্যেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১৮।১৫) অবধারণাত্মক এব-শব্দদ্বারা অনিত্যত্ব

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তি ফল দায়িনী ॥৮॥
(বিঃ পুঃ ১।৯।১১৮)

কমলাপতয়ে নমঃ রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ
ইতি ॥৯॥

রমাধারায় রামায়। ইতি ॥১০॥

টীকা

যজ্ঞবিদ্যেতি—শ্রীবৈষ্ণবে লক্ষ্মীস্তবে, যজ্ঞবিদ্যা—কর্ম, মহাবিদ্যা—অষ্টাঙ্গযোগঃ, গুহ্যবিদ্যা—ভক্তিঃ, আত্মবিদ্যা—জ্ঞানং, তত্তৎসর্বাশ্রয়ত্বাৎ ত্বমেব তত্তদ্রূপা বিবিধানামুক্তীনামন্যেষাঞ্চ বিবিধানাং ফলানাং দাত্রী ভবসীত্যর্থঃ ॥৮॥

কমলেতি—শ্রীগোপালোপনিষদি ॥৯॥

রমাধারায়েতি—শ্রীরামোপনিষদি ॥১০॥

অনুবাদ

হে লক্ষ্মীদেবি! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা এবং বিমুক্তি ফল দায়িনী (১।৯।১৮) ॥৮।

শ্রীগোপালতাপনী—কমলাপতিকে প্রণাম, রমামানসহংস শ্রীগোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥৯॥

শ্রীরামউপনিষদে—রমাধার রামকে প্রণাম ॥১০॥

শঙ্কা রহিতা, বিষ্ণুবৎ ব্যাপ্তিশীলা, অপ্রাকৃতা,—প্রাকৃতত্ব শঙ্কা দূরে অপসারিত হইল।৭

'যজ্ঞবিদ্যা' শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৯।১১৮) লক্ষ্মীস্তবে, যজ্ঞবিদ্যা কর্ম, মহাবিদ্যা—অষ্টাঙ্গযোগ, গুহ্যবিদ্যা—ভক্তি, আত্মবিদ্যা—জ্ঞান, ঐ ঐ সাধনের সর্বাশ্রয় হেতু তুমিই ঐসকলরূপে বিবিধ অনন্ত মূর্তি ধারণ করিয়া মুক্তির এবং অন্য বিবিধফলের দাত্রী হও ॥৮॥

কমলা—শ্রীগোপাল তাপনিতে ॥৯॥

রমাধারায়—ইহা শ্রীরাম উপনিষদে ॥১০॥

শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ। ইতি ॥১১॥

যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ।
রামানিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নৈঃ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ।
চতুঃশব্দো ভবেদেকো হ্যোঙ্কারস্যাংশকৈঃ কৃতঃ ॥১২॥

টীকা

শ্রীশ্চেতি—বাজসনেয়কে, অন্যেতু হ্রীশ্চেতি, তত্র হ্রীর্ভূর্দেবীত্যাহুঃ, শ্রীর্বাগ্দেবীতি, "শ্রীর্বেশ-রচনা শোভা, ভারতী শরলদ্রুমে লক্ষ্যাং ত্রিবর্গ সম্পত্তৌ বেশোপকরণে মতা"বিতি বিশ্বঃ। লক্ষ্মীরিব চেতনা নিত্যা গীর্দেবী হরেঃ পত্নী স্কান্দে বৃহস্পতিকৃত তৎস্তোত্রে—সরস্বতীং নমস্যামি চেতনাং হৃদি সংস্থিতাম্" ইতি। কেশবস্য প্রিয়ামিতি, শুক্লাং ক্ষেমপ্রদাং নিত্যামিতি চ তস্যা বিশেষণাৎ তয়োঃ পতিরিত্যনেন হরেঃ পরমপুমর্থত্বমুক্তম্ ॥১১॥

যত্রেতি—শ্রীগোপালোপনিষদি। পূর্বোক্তমেব দর্শয়তি রামেত্যাদি, তত্র শক্ত্যোত্যেতৎ তু ব্রজে শ্রীরাধাদীনামুপলক্ষণং চ জ্ঞেয়ম্ ॥১২॥

অনুবাদ

শ্রী ও লক্ষ্মী তোমার পত্নীদ্বয় ॥১১॥

শ্রীগোপাল তাপনীতে—যেখানে এই শ্রীকৃষ্ণ ত্রিশক্তির সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীর সহিত বিভু শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়া চতুঃশব্দে বিরাজিত। ইহা ওঁকারের অংশরূপ-অউ ং ॥১২॥

শ্রীশ্চেতি—যজুর্বেদে—অন্যত্র হ্রীশ্চ' ইত্যাদি, সেস্থলে 'হ্রী' ভূদেবী, 'শ্রী'বাগ্দেবী, "শ্রীবেশরচনা, শোভা, ভারতী, সরল বৃক্ষ, লক্ষ্মী, ত্রিবর্গ, সম্পত্তিতে, বেশের উপকরণে—ইতি বিশ্বপ্রকাশে। লক্ষ্মীর ন্যায় চেতনা নিত্যা বাগ্দেবী শ্রীহরির পত্নী। স্কন্দপুরাণে বৃহস্পতিকৃত সরস্বতী স্তোত্রে—সরস্বতীকে নমস্কার করি, যিনি চেতনা হৃদয়ে অবস্থিতা। কেশবের প্রিয়া, শুক্লা মঙ্গলপ্রদা নিত্যা। তাহার বিশেষণ হেতু উভয়ের পতি। ইহাদ্বারা শ্রীহরি পরমপুরুষার্থ ইহা বলা হইল ॥১১॥

'যত্র' ইতি শ্রীগোপাল উপনিষদে। তন্মধ্যে শক্তির সহিত বলিতে ব্রজে শ্রীরাধিকাদির সহিত উপলক্ষণে ইহাও জানিতে হইবে ॥১২॥

"স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ।
অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্ ॥" ১৩॥
"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।
বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা" ইতি ॥১৪॥

টীকা—

স্বরূপেতি—চতুর্বেদশিখায়াং, নিত্য শক্ত্যা ইত্যুভয়োর্বিশেষণং, যদ্বা স্বরূপ ভূতয়া ইত্যস্যা এব বিশেষণ দ্বয়ং, 'নিত্যশক্ত্যা' ইতি, 'মায়াখ্যয়া' ইতি চ, অতো মায়াময়ং স্বরূপ শক্তি প্রধানং তৎপ্রচুরং বা, "ত্রিগুণাত্মিকাথ জ্ঞানং চ বিষ্ণুশক্তিঃ তথৈব চ। মায়াশব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিঃ ॥" ইতি শব্দ মহোদধৌ ॥১৩॥

রাধয়েতি—ঋক্‌পরিশিষ্ট শ্রুতিরিয়ং, জনেষু স্বজনেষু, আ সম্যক্ সমন্তাৎ বা, বিভ্রাজন্তে বিরাজতে বহুত্বং গৌরবেণ ॥১৪॥

অনুবাদ

স্বরূপভূত নিত্যশক্তি যোগমায়া নাম্নী শক্তি যুক্ত। অতএব সনাতন বিষ্ণুকে মায়াময় বলা হয় ॥১৩॥

ঋক্ পরিশিষ্টে—শ্রীরাধার সহিত মাধব দেব, এবং মাধবের সহিতই রাধিকা সম্যক বিরাজিত সখী জনমধ্যে ॥১৪॥

'স্বরূপেতি' চতুর্বেদশিখা শ্রুতিতে (ব্রঃ সূ ৩।২।৩৮ মধ্বভাষ্যধৃতা) 'নিত্য-শক্তি' ইহা স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি উভয়ের বিশেষণ। অথবা—স্বরূপভূতা শক্তির দুইটি বিশেষণ—নিত্যশক্তি ও মায়াখ্যা। অতএব বিষ্ণুকে মায়াময় অর্থাৎ স্বরূপশক্তি প্রধান বা স্বরূপশক্তি প্রচুর এইরূপ অর্থ হইবে। শব্দমহোদধিতে—শব্দতত্ত্বার্থ বিদ্গণ মায়াশব্দে ত্রিগুণাত্মিকা, জ্ঞান ও বিষ্ণুশক্তি এই তিন অর্থে বলিয়া থাকেন ॥১৩॥

রাধয়েতি' ঋক্‌পরিশিষ্ট শ্রুতি—জনগণ মধ্যে অর্থাৎ নিজজনমধ্যে, আ—সম্যক্, অথবা—সমন্তাদ্—চতুর্দিকে বিরাজিত আছেন বহুবচন—গৌরবে ॥১৪॥

"পরমাত্মা হরির্দেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা।
শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা" ॥১৫॥

যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ, কিমাত্মকো ভগবান্? জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মক ইতি ॥১৬॥

টীকা

পরমাত্মেতি হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে ॥১৫॥

অত্র শ্রুতিঃ পৃচ্ছতি—কিমাত্মকঃ ইতি, স্বয়মুত্তরয়তি—জ্ঞানাত্মক ইত্যাদিনা জ্ঞানাত্মকশ্চিদেকধাতুঃ, কিং নির্বিশেষচিৎ? তত্রাহ—ঐশ্বর্যেতি, স্বানুবন্ধি-ষড়ৈশ্বর্য্যস্বরূপ ইত্যর্থঃ। ষট্সু ভগেষু ঐশ্বর্য প্রয়োগাৎ তত্র কুতঃ? তত্রাহ—শক্ত্যাত্মকশ্চেতি, শক্তিরত্র পরাখ্যৈব জ্ঞেয়া, তস্যা এব বহ্ন্যুষ্ণতাবৎ স্বরূপানু-বন্ধিত্বাৎ ॥১৬॥

অনুবাদ

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—পরমাত্মা শ্রীহরিদেব, তাঁহার শক্তি শ্রীলক্ষ্মী প্রকটিতা। শ্রীদেবী প্রকৃতি, কেশব পুরুষ। শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত লক্ষ্মীদেবী থাকেন না, শ্রীহরি পদ্মজা লক্ষ্মী ব্যতীত থাকেন না ॥১৫॥

শ্রীভগবান যে স্বরূপ, তাঁহার প্রকাশও সেইস্বরূপ। শ্রীভগবান্ কি স্বরূপ? জ্ঞানস্বরূপ, ঐশ্বর্যস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ ॥১৬॥

'পরমাত্মা'—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে ॥১৫॥

এস্থলে শ্রুতি প্রশ্ন করিতেছেন, শ্রীভগবান্ কোন স্বরূপ? স্বয়ং উত্তর দিতেছেন—জ্ঞানাত্মক ইত্যাদি। নির্মল চিৎস্বরূপ, কি নির্বিশেষ চিৎ? না, ঐশ্বর্যস্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধি ষড়ৈশ্বর্য স্বরূপ। ষড়্বিধ ভগ-এর সহিত ঐশ্বর্য প্রয়োগ থাকায় তাহার মধ্যে কোনটি? তদুত্তরে—শক্ত্যাত্মক, এস্থলে শক্তি 'পরা' নাম্নী জানিতে হইবে, তাহাই অগ্নির দাহিকা শক্তিবৎ স্বরূপানু-বন্ধি ॥১৬॥

ন তমারাধয়িত্বাপি কশ্চিদ্ ব্যক্তীকরিষ্যতি।
নিত্যাব্যক্তো যতো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥১৭॥
নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং বিভুম্ ॥১৮॥
হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥১৯॥

টীকা

ন তমিতি—ব্রহ্মবৈবর্তে, ইদং আরাধনং স্বর্গাদ্যর্থং বোধ্যং, কেবল তৎপ্রাপ্তি-নিমিত্তারাধনে তু তস্য নিঃস্নেহভরশ্চ শ্রূয়তে ॥১৭॥

নিত্যেতি নারায়ণাধ্যাত্মে, নিজশক্তিতো অবিচিন্ত্যা অসাধারণ করুণা শক্তিতঃ। তথৈবাগ্রে—প্রীতস্ততোঽস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ সাক্ষাৎ তং দর্শয়ামাস স দৃশ্যো যেন কেনচিৎ ॥ ইতি, তং উপরিচরবসুং প্রতি স্বমিতি শেষঃ ॥১৮॥

অনুবাদ

যেহেতু পরমাত্মা সনাতন, অতএব তাঁহাকে আরাধনা দ্বারা কোন ব্যক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে ॥১৭॥

নিত্য অপ্রকাশ হইয়াও ভগবান নিজশক্তি দ্বারা দর্শন দেন। ঐ শক্তি ব্যতীত অমিত বিভু পরমাত্মাকে কে দর্শন করিবে ॥১৮॥

ন তমিতি, ব্রহ্মবৈবর্তে, এই আরাধনা স্বর্গাদি লাভের জন্য, কেবল ভগবানের প্রাপ্তির জন্য, তাঁহার আরাধনাতে কিন্তু ভগবানের স্নেহহীনতা নাই। যেমন ধ্রুবাদির প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয় ॥১৭॥

'নিত্য' ইতি নারায়ণাধ্যাত্মে, নিজশক্তিতে—অচিন্ত্যা অসাধারণা করুণা-শক্তিতে। ঐপ্রকার অর্থই অগ্রে বলা হইবে—অনন্তর ভগবান দেবদেব সনাতন সেই উপরিচর বসুর প্রতি প্রীত হইয়া সাক্ষাদ্ভাবে নিজেকে দর্শন দান করিলেন ॥১৮॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২০ ॥ ব্রঃ সূঃ ২।১।২৮

শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া।
বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥ ২১ ॥
(ভাঃ ১০।৩৯।৫৫)

টীকা

হ্লাদিন্যেতি — সর্বজ্ঞসূক্তৌ, অত্রোভয় সাহচর্যেণ সন্ধিন্যাপ্যাকৃষ্যতে। যস্মিন্ যা স্থিতা মায়াবৃত্তিরবিদ্যা তয়েতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

যথাশ্মকার্যভূত চিন্তামণ্যাদৌ বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ সন্তি এবং আত্মনি সর্ব-কারণে ভগবতি চ বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ সন্তি, হি শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ নাত্র প্রমাণান্তরা-পেক্ষা ইতি সূচকঃ। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি" ন্যায়াচ্চ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—সর্বজ্ঞসূক্তিতে — সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর আনন্দাংশে হ্লাদিনী এবং চিদংশে সম্বিদ্ শক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া সদংশে সন্ধিনী শক্তির বিলাস স্বধামে বিরাজিত আছেন জীব নিজ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইয়া সম্যক্ ক্লেশ-সমূহের আশ্রয় হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

ব্রঃ সূ (২।১।২৮)—আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি॥ প্রাকৃত মণিমন্ত্র মহৌষধাদির যেরূপ বিচিত্র অচিন্ত্য শক্তি আছে। সেইপ্রকার ব্রহ্মেরও অচিন্ত্য বিচিত্র শক্তি আছে। অপর কাহারও সেইরূপ শক্তি নাই। নিজে অবিকৃত থাকিয়াও ব্রহ্ম নানাবিধ শক্তি বিক্ষেপ দ্বারা বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ—'হ্লাদিনী' ইতি সর্বজ্ঞ সূক্তিতে—এস্থলে হ্লাদিনী ও সংবিৎ শক্তির সাহচর্যে সন্ধিনীও আহরণীয়। জীবে স্থিতা যে মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাহা দ্বারা জীব আবৃত ॥ ১৯ ॥

যেমন ব্রহ্মকার্যরূপ চিন্তামণি প্রভৃতিতে বিচিত্র শক্তিসমূহ আছে, সেইরূপ সর্বকারণ ভগবানেও বিচিত্র শক্তিবর্গ আছে. হি-শব্দ প্রসিদ্ধ অর্থে, এস্থলে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। 'শ্রুতেস্তু' ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রও ॥ ২০ ॥

টীকা

বিচিত্রতামেব দর্শয়ন্নাহ:—'শ্রিয়েতি' শ্রীদশমে, (ভাঃ ১০।৩৯।৫৫) [illegible] শক্তির্মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা, শক্তি শব্দস্য প্রথমপ্রযুক্তাঃ আশ্রয়রূপা ভগবদন্ত-রঙ্গা মহাশক্তিঃ। মায়া চ বহিরঙ্গা শক্তিঃ, শ্র্যাদয়স্তু [illegible] তাসাং সর্ব্বাসামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃতত্বা ভেদেন শ্রূয়মানত্বাৎ [illegible] শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তি রূপয়া চেতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। তত্র পূর্ব্ব [illegible] শ্রীঃ ভাগবতী সম্পৎ, নতু ইয়ং মহালক্ষ্মীরূপা, তস্যা মূল শক্তিত্বাৎ [illegible] উত্তরস্যা ভেদঃ—শ্রীঃ জাগতী সম্পৎ ইমামেবাধিকৃত। "ন শ্রীঃ বিরক্তমপি [illegible] বিজহাতী" ত্যাদি বাক্যং, যত উক্তং চতুর্থ শেষে শ্রীনারদেন (৪।৩১।২২) [illegible] মনুচরন্তীং তদর্থিনশ্চ দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণ। ন ভজতি নিজ ভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ রসজ্ঞঃ (কৃতজ্ঞঃ)॥" ইতি অত্র তদর্থি

অনুবাদ

মূলানুবাদ - শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৯।৫৫) বিচিত্র শক্তি দেখাইতেছেন - শ্রী, পুষ্টি, গির্, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি, ইলা, ঊর্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা এবং মায়া—এই সকল শক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্ নিষেবিত ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ —বিচিত্র শক্তি শ্রীভাগবতে দশমে (১০।৩৯।৫৫) দেখাইতেছেন—সেস্থলে শক্তি মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা, শক্তি শব্দের প্রথমে উল্লেখ থাকায় আশ্রয়রূপা ভগবানের অন্তরঙ্গা মহাশক্তি, মায়া-বহিরঙ্গা শক্তি. শ্রী-প্রভৃতি কেহ স্বরূপ শক্তির বৃত্তি, কেহ মায়াশক্তির বৃত্তি। সেই শক্তিসমূহেরও প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভাব ভেদ শ্রুত হয়। সেই হেতু শ্রী ইত্যাদি স্বরূপ শক্তি বৃত্তিরূপা ও মায়াবৃত্তি রূপা সর্বত্র জ্ঞাতব্য। তন্মধ্যে পূর্বশক্তির ভেদ শ্রীভাগবতী সম্পদ, ইনি মহালক্ষ্মীরূপা নয়। তিনি মূল শক্তি হেতু তাহা পরে বর্ণিত হইবেন।

পরবর্তি শক্তির ভেদ—'শ্রী' জাগতী সম্পৎ, ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া "আমি বিরক্ত হইলেও শ্রী আমাকে ত্যাগ করিতেছেন না" ইত্যাদি বাক্য যেহেতু চতুর্থ স্কন্ধ শেষে শ্রীনারদ বলিয়াছেন (৪।৩১।২২)—"যে 'শ্রী' সম্পদ তাঁহার প্রার্থীবর্গ রাজগণ ও দেবগণের অনুসরণ করেন, সেই শ্রীকে ভগবান

টীকা

দ্বিপদপত্যাদি-সহ-ভাব উপজীব্যঃ। তথা দুর্ব্বাসঃ শাপনষ্টায়াস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা আবির্ভাবং সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রেয়সীরূপা স্বয়ং ক্ষীরোদাদাবির্ভূয় দৃষ্ট্যা বিচার্য্য স্বয়ম্বরং কৃতবতীতি শ্রূয়তে এবম্ অপরা অপি তথা। ইলা ভূঃ, তদুপলক্ষণত্বেন লীলা অপি, তত্র চ পূর্ব্বস্যা ভেদো বিদ্যা—তত্ত্বাববোধ-কারণং সংবিদাখ্যা যাস্তদ্বৃত্তেবৃত্তিবিশেষঃ। উত্তরস্যা ভেদস্তস্যা এব বিদ্যায়াঃ প্রকাশদ্বারং অবিদ্যা লক্ষণো ভেদঃ, পূর্ব্বস্যা ভগবতি বিভুত্বাদি-বিস্মৃতি হেতুর্মাতৃভাবাদিময়-প্রেমানন্দ-বৃত্তিবিশেষঃ। অতএব "গোপীজনাবিদ্যাকলা প্রেরক" ইতি তাপন্যাং শ্রুতৌ যথাবসরমেতদপি বিবরণীয়ম্। উত্তরস্যাঃ স ভেদঃ সংসারিণাং স্বস্বরূপ-বিস্মৃত্যাদিহেতুরাবরণাত্মকবৃত্তিবিশেষঃ। চ-কারাৎ পূর্ব্বস্যাঃ সন্ধিনী সংবিৎ হ্লাদিনী ভক্ত্যাধার শক্তি-মূর্তি-বিমলা-জয়া-যোগা-জ্ঞানা-প্রভ্বীশানানুগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়া। অত্র সন্ধিন্যেব সত্যা, জয়ৈবোৎকর্ষিণী, যোগৈব যোগমায়া, সংবিদেব

অনুবাদ

স্বয়ংপূর্ণ চান না, কারণ তিনি নিজ নিষ্কিঞ্চন ভক্তবর্গের অধীন ভক্তবৎসল, সেই ভগবানকে কৃতজ্ঞ রসজ্ঞ কোন ব্যক্তি ত্যাগ করিবে।" এস্থলে শ্রী তাঁর প্রার্থী নরপতি ও দেবগণের সহচারিণী সম্পদ্রূপা।

সেইরূপ দুর্বাসার শাপনষ্টা ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর আবির্ভাব সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রেয়সীরূপা, স্বয়ং ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে আবির্ভূত হইয়া বিচারপূর্বক অজিত ভগবানকে স্বয়ম্বর করিয়াছিলেন শ্রুত হয়। এইরূপ অন্য শক্তিবর্গও শ্রীভগবানকে বরণ করিয়াছেন। ইলা-ভূ-শক্তি, ঐরূপ লীলাও। তন্মধ্যে পূর্বা স্বরূপ শক্তির ভেদ বিদ্যা—তত্ত্বজ্ঞানের কারণ সংবিদ নামে যিনি, তাহার বৃত্তির বৃত্তিবিশেষ। মায়াশক্তির ভেদ ঐ বিদ্যারই প্রকাশদ্বার অবিদ্যা রূপা। স্বরূপশক্তির ভেদ—শ্রী ভগবানে বিভুত্বাদি বিস্মৃতির কারণ মাতৃভাবাদিময় প্রেমানন্দ বৃত্তিবিশেষ। অতএব 'গোপীজনাবিদ্যাকলা প্রেরক' এই গোপাল-তাপনী শ্রুতিবাক্যে 'অবিদ্যা' যথাসময়ে ইহাও বিবরণ করা হইবে। মায়া-শক্তির ঐ ভেদ সংসারি জীবগণের নিজ স্বরূপ বিস্মৃতির কারণ আবরণাত্মক বৃত্তিবিশেষ। 'চ'কার দ্বারা স্বরূপশক্তির ভেদ সন্ধিনী সংবিৎ হ্লাদিনী ভক্তি,

কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কালসূত্রস্য গোচরে।
যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স মে হরিঃ ॥

টীকা

জ্ঞানাজ্ঞান শক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বং চেতি জ্ঞেয়ম্। প্রভ্বী—বিচিত্রানন্তসামর্থ্যহেতুঃ, ঈশানা—সর্ব্বাধিকারিতা শক্তিহেতুরিতি ভেদঃ, এবমুত্তরস্যাশ্চ যথাযথমন্যা জ্ঞেয়াঃ। তদেবমপাত্র মায়াবৃত্তয়ো ন বিবৃয়ন্তে, বহিরঙ্গ-সেবিত্বাৎ। মূলে তু সেবাংশমাত্র-সাধারণ্যেন গণিতাঃ। বহিরঙ্গ সেবিত্বঞ্চ তস্যা ভগবদংশভূত পুরুষস্য বিদূরবর্ত্তি তয়ৈবাশ্রিতত্বাৎ। অথবা মূল পদ্যে—শক্ত্যোতি, সর্বত্রৈব বিশেষ্য পদং শ্রীমূলরূপা, পুষ্ট্যাদয়স্তদংশা, বিদ্যা জ্ঞানং, আসমীচীনা বিদ্যা ভক্তিঃ,—'রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমি'ত্যাদ্যুক্তেঃ। মায়া—বহিরঙ্গা, তদ্বৃত্তয়ঃ শ্রাদয়স্তু পৃথগেব জ্ঞেয়াঃ, শিষ্টং সমম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ

বিষ্ণুপুরাণে (১।৯।৪৪-৪৫) যে শুদ্ধ স্বরূপের শক্তি লক্ষ্মী কলা কাষ্ঠা-নিমেষাদি কালসূত্রের গোচরে নাই, অর্থাৎ নিত্যা সেই শ্রীহরি আমাদের প্রতি

আধার শক্তি মূর্তি, বিমলা, জয়া যোগা জ্ঞানা প্রভ্বী, ঈশানা অনুগ্রহাদিও জানিবেন।

এস্থলে সন্ধিনীই সত্যা, জয়া—উৎকর্ষিণী, যোগাই-যোগমায়া, সংবিৎই জ্ঞানাজ্ঞান শক্তি এবং শুদ্ধসত্ত্বও জানিবেন, প্রভ্বী—বিচিত্র অনন্ত সামর্থ্যের কারণ, ঈশানা—সর্ব্বাধিকারিতা শক্তি হেতু। এইরূপ মায়া শক্তিরও যথাযথ অন্য ভেদসমূহ জ্ঞাতব্য, এস্থলে মায়াশক্তির বৃত্তিসমূহ বর্ণিত হইতেছেন না, যেহেতু তিনি বহিরঙ্গ সেবী। মূলে কিন্তু সেবাংশমাত্র সাধারণভাবে গণিত হইয়াছে। বহিরঙ্গ লোক সেবী মায়া, শ্রী ভগবদ্ অংশভূত পুরুষের অতি দূরেই আশ্রিত। অথবা—মূল পদ্যে শক্তি অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বিশেষ্য পদ শ্রীমূলরূপা, পুষ্টি আদি শক্তি তাহার অংশ, বিদ্যা জ্ঞান, আ—সমীচীন বিদ্যা ভক্তি—রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য এইরূপ শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে। মায়া—বহিরঙ্গা, তাহার বৃত্তি-সমূহ শ্রী প্রভৃতি পৃথগ্ই জানিতে হইবে; অবশিষ্ট সমান ॥ ২১ ॥

প্রোচ্যতে পরমেশো যো যঃ শুদ্ধোপ্যুপচারতঃ।
প্রসীদতু স মে বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্বদেহীনাম্॥২২॥ বিপু ১।৯।৪৪,৪৫
অপরং ত্বক্ষরং যা সা প্রকৃতির্জড়রূপিকা।
শ্রীঃ পরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণুসংশ্রয়া॥

টীকা

কলেতি, শ্রীবৈষ্ণবে—কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কাল এব সূত্রবৎ সূত্রং জগচ্চেষ্টা নিয়ামকত্বাৎ, তস্য গোচরে বিষয়ে যস্য শক্তির্লক্ষ্মীর্ন বর্ততে, স্বরূপাভিন্নত্বাৎ, নিত্যৈব সা কালাধীনা ন ভবতীত্যর্থঃ। অতএব তস্যাঃ স্বরূপাভেদাৎ শুদ্ধস্যেত্যুক্তম্। ননু যদি লক্ষ্মীস্তদ্রূপাভিন্না কথং তর্হি লক্ষ্ম্যাঃ পতিরিত্যুচ্যতে? তত্রাহ প্রোচ্যতে ইতি, পরা চাসৌ মা চ তস্যা ঈশঃ যঃ শুদ্ধঃ কেবলোঽপি উপচারতো ভেদবিবক্ষয়া প্রোচ্যতে, দ্বিতীয়ো যচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধাবিতি" তত্রত্যা টীকা॥২২॥

অনুবাদ

প্রসন্ন হউন। যিনি শুদ্ধ হইয়াও উপচারবশতঃ পরমেশ অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি নামে কথিত হন এবং যিনি সর্ব্বদেহীর আত্মা সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন॥২২॥

স্কন্দপুরাণে—শ্রীবিষ্ণুর প্রকৃতিগণ মধ্যে যাহা 'অপরা' শক্তি তাহা (নিত্যা)

কলেতি শ্রীবৈষ্ণবে (১।৯।৪৪, ৪৫) কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি ক্ষুদ্র বিভাগ যুক্ত কালই সূত্রবৎ জগৎ চেষ্টার নিয়ামক হইলেও ঐ কালের অধীন যে বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী নাই, তিনি বিষ্ণুস্বরূপ হইতে অভিন্ন হেতু তিনি নিত্যা কালাধীনা হন না। অতএব লক্ষ্মী স্বরূপ হইতে অভেদ হেতু বিষ্ণুকে শুদ্ধ বলা হয়। প্রশ্ন? —যদি লক্ষ্মী বিষ্ণুস্বরূপ হইতে অভিন্ন তাহা হইলে বিষ্ণুকে লক্ষ্মীর পতি বলা হয় কেন? তাহার উত্তরে—পরা শ্রেষ্ঠা 'মা' শক্তি তাহার ঈশ্বর যিনি বিষ্ণু তিনি শক্তি শক্তিমান্ এক হইলেও উপচারহেতু ভেদ বুঝাইবার জন্য তত্ত্ববিদগণ বলেন। দ্বিতীয় 'যৎ' শব্দ প্রসিদ্ধ অর্থে। ইতি স্বামিপাদের টীকা॥২২॥

তামক্ষরং পরং প্রাহুঃ পরতঃ পরমক্ষরম্।
হরিরেবাখিল-গুণমক্ষরত্রয়মীরিতম্॥২৩॥ স্কান্দে
"কলা মুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো, ন যদ্‌ বিভূতেঃ পরিণামহেতুঃ॥ ইতি॥২৪॥ (বিপু ৪।১।২৭)

টীকা

অপরমিতি—স্কান্দে, প্রকৃতিগণ পাঠাৎ পরতঃ শুদ্ধজীবাদিতি কেচিৎ, অখিলাস্তৎ তৎসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে গুণা যত্র তদক্ষর-ত্রয়মিত্যর্থঃ। "প্রধানং চ পুমাংশ্চৈব সর্ব্বভূতাত্মভূতয়া। বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে বৃতৌ সংশ্রয় ধর্ম্মিণাবিতি (২।৭।২৯) বৈষ্ণবাৎ॥২৩॥

কলেতি—শ্রীবৈষ্ণবে (৪।১।২৭) জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতীত্যাদিনা প্রসিদ্ধস্য পরিণামস্য রূপান্তরস্য, স্পষ্টমন্যৎ॥২৪॥

অনুবাদ

অক্ষরা হইলেও জড়রূপা, শ্রীলক্ষ্মী 'পরা' শক্তি, তিনি চেতনা বিষ্ণুর আশ্রিতা। সেই লক্ষ্মীরূপা পরাশক্তিকে পরম অক্ষর নিত্য বলা হয়, চেতন শুদ্ধ জীবশক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠা। অতএব শ্রীহরিই অখিল শক্তিসম্পন্ন অক্ষরত্রয়রূপে কীর্তিত॥২৩॥

বিষ্ণুপুরাণে (৪।১।২৭) কলা মুহূর্তাদিময় কালও যাঁহার নিত্য বিভূতির পরিণাম ঘটাইতে সমর্থ হয় না॥২৪॥

অপরম—ইতি স্কন্ধপুরাণে। বিষ্ণুর প্রকৃতিগণের মধ্যে বর্ণন হেতু পরতঃ অর্থাৎ শুদ্ধজীব হইতে শ্রেষ্ঠা ইহা কেহ বলেন। অখিল গুণ অর্থাৎ বিষ্ণুসম্বন্ধি গুণসমূহ যাহাতে সেই অক্ষরত্রয়। বিষ্ণুপুরাণে (২।৭।২৯) হে মহাবুদ্ধে! প্রধান—মায়াশক্তি ও পুমান্ জীবশক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপা বিষ্ণুশক্তি অর্থাৎ স্বরূপভূতা চিৎশক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর আশ্রিতরূপে পরিবৃত আছেন॥২৩॥

'কলা' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৪।১।২৭) জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতে—এই ষড়্‌ বিপরিণাম কালই সৃষ্টির সর্ববস্তুকে পরিণাম ঘটায় কিন্তু সনাতন বিষ্ণুর বিভূতির পরিণাম ঘটাইতে পারে না॥২৪॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—(১।৯।১৪০-১৪৩)

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥
পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা আদিত্যোঽভূদ্, যদা হরিঃ।
যদা চ ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ধরণী ত্বিয়ম্॥
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্॥ ২৫ ॥
ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ২৬ ॥

টীকা

এবমিতি বৈষ্ণবে। আদিত্যোঽদিতেঃ পুত্রঃ শ্রীবামন ইত্যর্থঃ, স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ — শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৯।১৪০— ৪৩) জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দন মৎস্য কূর্মাদি যেমন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, সেইরূপ তাঁহার সহায়কারিণী শ্রীলক্ষ্মী অবতার গ্রহণ করেন। শ্রীহরি যখন অদিতি-নন্দন শ্রীবামনদেব তখন লক্ষ্মী পদ্ম হইতে উদ্ভুত হইলেন। যখন শ্রীহরি ভৃগুরাম হইলেন তখন এই লক্ষ্মী ধরণীদেবী হইলেন। যখন রঘুনন্দন রাম তখন ইনি সীতা হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ইনি রুক্মিণী। অন্য সকল অবতারেও ইনি শ্রীবিষ্ণুর সহায়কারিণী। শ্রীহরি দেবলীলা করিলে ইনি দেবদেহ ধারণ করেন, শ্রীহরি নরলীলা করিলে ইনিও মানুষী হন, শ্রীবিষ্ণুর লীলার অনুরূপ লক্ষ্মীও নিজদেহ ধারণ করেন ॥ ২৫ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ( ) হে বৃহস্পতি! সেই বিষ্ণুকে তুমি দর্শন

টীকানুবাদ—'এবং' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, আদিত্য — অদিতিপুত্র শ্রীবামনদেব॥২৫॥

শ্রী-ভূ-দুর্গেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাত্মনঃ।
আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ গুণমায়া জড়াত্মিকা ॥২৭॥

অথ মায়াশক্তিঃ।

মন্ত্রিকোপনিষৎ (৩—৭, ১৫)—

বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্। (৩)
ধ্যায়তে ধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ ॥ ২৮ ॥

টীকা

'ন শক্য'—ইতি বৈষ্ণবে। অত্র করুণাপরপর্যায়া প্রসাদ শক্তির্বাক্তা ॥২৬॥

শ্রীতি—মহাসংহিতায়াং, শ্রীরত্র পালন শক্তিঃ, ভূরত্র সৃষ্টি-শক্তিঃ, দুর্গা—প্রলয়ে সংহার-শক্তিশ্চ, আত্মমায়েত্যত্র জ্ঞানক্রিয়ে অপি লক্ষ্যেতে। মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি নির্ঘণ্টৌ চ পর্যায় শব্দাঃ। ত্রিগুণাত্মিকা অজ্ঞানং চ, বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ। মায়াশব্দেন ভণ্যতে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিরিতি শব্দমহোদধৌ। ত্রিগুণা-

অনুবাদ

করিতে সমর্থ হইবে না, বা আমরাও পারিব না, যাহার প্রতি তিনি কৃপাশক্তি বিস্তার করেন। সেই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে ॥ ২৬ ॥

'শ্রী' ইতি মহাসংহিতাতে ( ) মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুর শক্তি জীবমায়া শ্রী-ভূ-দুর্গা এই ত্রিভাগে বিভক্তা, আত্মমায়া স্বরূপ-শক্তি তাহার ইচ্ছারূপিণী, গুণমায়া জড়াত্মিকা বহিরঙ্গা ॥ ২৭ ॥

অথ মায়া শক্তি (পরমাত্ম সং ২৮-৫৫ অনুচ্ছেদ।

চূলিকা উপনিষদে—মায়া শক্তি জাগতিক বস্তুর পরিণাম ঘটয়িত্রী জড়া, অষ্টরূপা—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপা অজা—

'ন শক্য' ইতি বিষ্ণুপুরাণে, এস্থলে করুণা-শক্তিই প্রসাদ-শক্তি নামে উক্তা ॥ ২৬ ॥

'শ্রী' ইতি মহাসংহিতাতে, শ্রী এস্থলে পালনী শক্তি, ভূ তাঁহার সৃষ্টি শক্তি, দুর্গা—প্রলয়ে সংহার শক্তি, আত্মমায়া এস্থলে জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তিদ্বয় লক্ষিত হইতেছে। মায়া—শব্দ বৈদিক অভিধানে বয়ুন ও জ্ঞান অর্থ।

সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ। (৪)
গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী ॥ ২৯ ॥
সিতাসিতা চ রক্তা চ সর্বকামদুঘা বিভোঃ। (৪)
পিবন্ত্যেনামবিষমামবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ ॥ ৩০ ॥

টীকা

ত্মিকাত্র জগৎসৃষ্ট্যাদি শক্তিঃ, সা চ দ্বিধা—মায়া স্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধৌরিতি ত্রিকাণ্ড-শেষে. মায়াদম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্বপ্রকাশে চ।। ২৭ ॥

মায়াখ্যামাহুঃ—বিকার জননীমিতি (মন্ত্রিকোপনিষদি ৩ – ৭, ১৫) অজ্ঞাং জড়াং, অষ্টরূপামিতি—ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধেতি স্মৃতেঃ। অজাং জনিরহিতাং অতো ধ্রুবাং নিত্যাং "বীসতে ভগবানি"তি শেষঃ। তেনেশ্বরেণাধ্যাসিতা অধিষ্ঠিতা সতী কার্যাণি ধ্যায়তে চিন্তুতি, তেন প্রেরিতা সতী তন্বতে, কার্য্যাণুৎপাদয়তি ॥ ২৮ ॥

কিমর্থমিত্যত আহ—সূয়ত ইতি, পুরুষার্থং জীবভোগাপবর্গার্থং জগৎ সূয়ত ইত্যর্থঃ। গৌঃ সন্তানোৎপাদনসাম্যাৎ, তৎতুল্যা, অনাদ্যনন্তবতী নিত্যা ইত্যর্থঃ। উভয়ত্র ক্রমেণ হেতু জনিত্রী ভূত-ভাবিনীতি চ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ

জন্মরহিতা, ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিতা হইয়া কার্যসমূহ করেন এবং ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কার্যসকল উৎপাদন করেন ॥ ২৮ ॥

জীবগণের ভোগ ও মোক্ষ প্রদানের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, গাভীর ন্যায় সন্তান উৎপাদনে তুল্যা, আদি ও অন্তহীনা নিত্যা, জগৎজননী ও ভূতভাবিনী ॥ ২৯ ॥

ত্রিগুণাত্মিকা গুণমায়া জড়া, অজ্ঞান ও বিষ্ণুশক্তি। ত্রিগুণাত্মিকা এস্থলে জগৎ সৃষ্ট্যাদি শক্তি, তাহাও দ্বিধা, মায়া—আসুরী বুদ্ধি, ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে. মায়া—দম্ভে ও কৃপা অর্থে বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে। ২৭ ॥

টীকানুবাদ—(মূলানুবাদ বৎ) ॥ ২৮-৩৩ ॥

একস্তু পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোঽত্র বশানুগাম্। (৬)
ধ্যান-ক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্ক্তেঽসৌ প্রসভং বিভুঃ ॥ ৩১ ॥
সর্বসাধারণীং দাঙ্গ্রীং পীয়মানাং তু যজ্বিভিঃ। (৭)
চতুর্বিংশতি সংখ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে ॥ ৩২ ॥ (৮)
অজামেকামিত্যাদি (শ্বেতাশ্ব ৪।৫) ॥ ৩৩ ॥

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি (শ্বেঃ ১।৩) ॥ ৩৪ ॥

টীকা

সিতেত্যাদিনা সত্ত্ব-তমো-রজোময়ীত্যুক্তা, বিভোরীশস্য, সর্বকামদুঘা বিবিধ বিচিত্রসাধিকা ॥ ৩০ ॥

যজ্বিভির্যজমানৈঃ কর্মিভিরিত্যর্থঃ। অন্যৎ জীবপ্রকরণে ব্যাখ্যাতমস্তি ॥ ৩১-৩২ ॥ অজামিতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ

সত্ত্ব, তমো, রজোগুণা ঈশ্বরের বিবিধ কার্য সাধিকা, অজ্ঞ জীবগণ ইহাকে ভোগ করে ॥ ৩০ ॥

একমাত্র বিভু ভগবান্ ধ্যান ও ক্রিয়া দ্বারা অধীনা ও অনুগতা মায়াকে সৃষ্টিকার্যে স্বচ্ছন্দভাবে স্বেচ্ছায় প্রবর্তিত করেন ॥ ৩১ ॥

সর্বসাধারণের বাসনা পূরণকারিণী মায়াকে যজমান কর্মীগণ ভোগ করে। সাংখ্যবিদগণ ইহাকে অব্যক্ত এবং চতুর্বিংশতি সংখ্যায় ব্যক্ত বলেন ॥ ৩২ ॥

শ্বেতাশ্বতরে (৪।৫) ইহাকে অজা ত্রিগুণাত্মিকা এবং আপনার অনুরূপ বহু সন্তান প্রসবকারিণী। ইহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া কোন অজ জীব ইহাকে ভোগ করে, অপর কোন অজ জীব ভোগ সমাপনান্তে তাহাকে ত্যাগ করে ॥ ৩৩ ॥

শ্বেতাশ্বতরে (১।৩) ব্রহ্মবাদিগণ সমাধি সহায়ে সেই দেবের আত্মভূত ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকেই পরমাত্মার জগৎ কারণতার সহায়রূপে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

টীকানুবাদ—(মূলানুবাদ বৎ) ॥ ৩৩ ॥

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্, মায়িনন্তু মহেশ্বরম্, অস্মান্, মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ (৪।৯) ।। ৩৫ ।।

বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চেতি ।। ৩৬ ।।

সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্, যা শক্তিরপরা তব ।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর ।। ৩৭ ।।

টীকা

ত ইতি—শ্বেতাশ্বতরে (১।৩) পূর্বত্র, পরত্র চ "য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ । ইতি (৪।১)।। ৩৪ ।।

মায়ামিতি—তত্রৈব (৪।১০।৯) স্পষ্টার্থ ।। ৩৫ ।।

বিজ্ঞানমিতি—শ্রুতির্নিমিত্তাংশে মায়াবৃত্তৌ বিজ্ঞানত্বম্ উপাদানাংশে ত্ববিজ্ঞানত্বং জড়ত্বঞ্চ বোধয়তি ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ

শ্বে (৪।১০) প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে ।। (৪ ৯) পরমেশ্বর মায়াশক্তি অবলম্বনে এই জগৎকে সৃজন করেন । ৩৫ ।।

(তৈঃ ২।৬ ২) বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান ।। ৩৬ ।।

(বিঃ পুঃ ১।১৯।৭৬-৭৭) হে সুরেশ্বর হে সর্বাত্মন্ সর্বভূতে তোমার যে অপরা শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা বিদ্যমান্ সেই শাশ্বতী শক্তিকে নমস্কার ।। ৩৭ ।।

'ত' ইতি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (১।৩), পরেও (৪ ১) পরমেশ্বর যিনি এক অদ্বিতীয় হইয়াও বর্ণাদি রহিত হইয়াও অজ্ঞাত প্রয়োজনে নানা বিচিত্র শক্তিসহায়ে নানা বর্ণ ও নানা পদার্থ সৃষ্টিকালে বিধান করেন, এবং লয়কালে বিশ্ব যাহাতে বিলীন হয়, আর স্থিতিকালে যাহাতে অবস্থান করে, তিনিই স্বয়ং জ্যোতিঃ আমাদিগকে শুভবুদ্ধির সহিত সংযুক্ত করুন ।। মায়াম্ ইতি (শ্বে ২ ১০, ৯) ।। ৩৫ ।।

'বিজ্ঞানম্ ইতি (তৈ২।৬।১) শ্রুতিতে জগতের নিমিত্ত কারণাংশে মায়াবৃত্তিতে বিজ্ঞান এবং উপাদান, কারণাংশে অবিজ্ঞান ও জড়তা জানাইতেছেন ।। ৩৬ ।।

যাতীত গোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা ।
জ্ঞানিজ্ঞান পরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্ ।। ৩৮।।

(বিঃ পুঃ ১।১৯।৭৬-৭৭)

ইতি স্তুবন্তস্তে দেবা স্তেজোমণ্ডল-সংস্থিতম্ ।
দদৃশুর্গগনে তত্র তেজোব্যাপ্ত-দিগন্তরম্ ।।
তন্মধ্যাদ্ভারতীং সর্বে শুশ্রুবু র্ব্যোমচারিণীম্ ।
অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈর্গুণৈঃ ।।

টীকা

অনয়োরাবির্ভাব ভেদশ্চ, তত্র পরায়াঃ সর্বভূতেষ্বিতি বৈষ্ণবে ।। ৩৭ ।।

পূর্বায়া যেতি—তত্রৈব যা বাচাং মনসাং চাতীত গোচরো অতীতোঽতিক্রান্তো গোচরো বিষয়তা, যয়া অবিশেষণা তাভিস্তৈশ্চ । গুণকর্মাভ্যাং বিশেষ্টুম্ শক্যেত্যর্থঃ । জ্ঞানিভির্জ্ঞানেন পরিচ্ছেত্তুং বিষয়ী কর্তুমর্হা তেষাং জ্ঞানবিষয়েত্যর্থঃ । পরিবর্জনে বাঙ্গাধ্বনি জ্ঞানাতিতেত্যর্থঃ । কথং তর্হি জ্ঞায়তে তত্র ক্রিয়াপদমাহুঃ—বন্দ ইতি ভক্ত্যেক-গম্যামিত্যর্থঃ ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ

যাহা বাক্য ও মনের অগোচর, জাতি গুণাদি বিশেষণশূন্য এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান দ্বারা বেদ্য সেই পরা ঈশ্বরী অর্থাৎ চিৎশক্তিকে বন্দনা করি ।।৩৮।।

পাদ্মে কার্তিক মাহাত্ম্যে—এইভাবে দেবগণ স্তব করিলে পর তেজোমণ্ডল মধ্যস্থিত এবং তেজে দিগ্‌বিদিগ্‌ ব্যাপ্ত গগনে দর্শন করিলেন । তাহার

এই উভয়ের আবির্ভাবভেদও পরবর্তী বিষ্ণুপুরাণের (১।১৯।৭৬-৭৭) পদ্যদ্বয়ে বলিতেছেন । তন্মধ্যে অবিজ্ঞান জড়াবৃত্তি প্রথম পদ্যে 'সর্ব্বভূতেষু' ইতি ।। ৩৭ ।।

পরবর্তী পদ্যে বিজ্ঞানবৃত্তির পরিচয় 'যা' ইতি – যাহা বাক্য ও মনের অবিষয়া, গুণকর্ম দ্বারা বিশেষভাবে বর্ণন করিতে অশক্যা, জ্ঞানীগণের জ্ঞান দ্বারা বিষয়ী করিতে অযোগ্যা বা জ্ঞানাতীতা । তাহা হইলে কিরূপে জানা যায় ? তাহার উত্তরে বন্দে অর্থাৎ একমাত্র ভক্তিগম্যা ।। ৩৮ ।।

ততঃ সর্ব্বেঽপি তে দেবা শ্রুত্বা তদ্বাক্য চোদিতাঃ।
গৌরীং লক্ষ্মীং ধরাং চৈব প্রণেমুর্ভক্তি-তৎপরাঃ ॥ ৩৯ ॥
অসংখ্যং প্রকৃতিস্থানং নিবিড়ধ্বান্তমব্যয়ম্ ॥ ইতি ॥ ৪০ ॥

যজুর্ব্বেদে—

জগদ্‌যোনেরনিচ্ছস্য চিদানন্দৈক রূপিণঃ।
পুংসোঽস্তি প্রকৃতি নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ॥
অচেতনাপি চৈতন্য যোগেন পরমাত্মনঃ।
অকরোদ্‌বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিম্ ॥ ৪১ ॥

টীকা

ইতীতি—পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সংবাদীয় কার্তিক মাহাত্ম্যে দেবগণকৃত মায়াস্তুতৌ—অত্র লক্ষ্মীঃ পালন শক্তিঃ, ভূঃ সৃষ্টিশক্তিঃ, গৌরী সংহার শক্তিশ্চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

উত্তরায়াঃ অসংখ্যমিতি পাদ্মে ॥ ৪০ ।

অনুবাদ

মধ্য হইতে আকাশবাণী সকলে শ্রবণ করিলেন—আমিই ত্রিগুণ দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। অনন্তর দেবগণ সকলেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া এবং ঐ বাণী দ্বারা প্রেরিত হইয়া গৌরীকে লক্ষ্মীকে এবং ধরাকে ভক্তিসহ প্রণাম করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত আবরণের ঊর্দ্ধে সংখ্যাতীত অব্যয় প্রকৃতি স্থান নিবিড় ঘন অন্ধকারময় ॥ ৪০ ॥

মূলানুবাদ—প্রাকৃত সৃষ্টিকার্যে ইচ্ছাশূন্য চিদানন্দস্বরূপ স্বয়ং জ্যোতি জগৎ কারণ পরমেশ্বর পুরুষের প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় নিত্যা প্রকৃতি আছে। ঐ প্রকৃতি

'ইতি' ইত্যাদি পদ্য পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সংবাদে কার্তিকমাহাত্ম্যে দেবগণকৃত মায়াদেবীর স্তুতিতে—এস্থলে লক্ষ্মীপালনী শক্তি, ভূ সৃষ্টিশক্তি, গৌরী সংহারশক্তি জানিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

মায়াশক্তির স্থান—পদ্মপুরাণে 'অসংখ্যম্' ইতি ॥ ৪০ ॥

বিষ্ণুপুরাণে—(১।২।১৯)

অব্যক্তং কারণং যত্তৎ প্রধানমৃষি সত্তমৈঃ।
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্ ।
অক্ষয়ং নান্যদাধারমমেয়মজরং ধ্রুবম্ ।
শব্দস্পর্শবিহীনং তদ্রূপাদিভিরসংহতম্ ।
ত্রিগুণং তজ্জগদ্‌যোনিরনাদি প্রভবাপ্যয়ম্
তেনাগ্রে সর্ব্বমেবাসীৎ ব্যাসং বৈ প্রলয়াদনু ॥ ৪২ ॥

টীকা

জগদ্‌যোনেরিতি—যজুষি, অনিচ্ছস্য—প্রাকৃতকার্যে ইচ্ছা শূন্যস্য, অনিত্য—সদৈকরসশূন্যং নশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ৪১

অব্যক্তমিতি—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, নান্যদাধারমিতি পরশক্ত্যাধারমিতি

অনুবাদ

অচেতনা হইলেও পরমাত্মার চৈতন্যযোগে অনিত্য নাটকাকৃতি এই অখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (১।২।১৯) বিশ্বের অব্যক্ত কারণ যাহা, তাহাকেই ঋষি সত্তমগণ 'প্রধান' বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ তাহাকে নিত্য কার্য ও কারণরূপ সূক্ষ্মা প্রকৃতিও বলেন। ইহার অন্য অক্ষয় আধার না থাকায় পরাশক্তিরূপ পরমেশ্বর স্বয়ং অপরিমিত অক্ষয় নিত্য আধার হইয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাকৃত পঞ্চমহাভূত সকল শব্দ, স্পর্শ ও রূপাদিহীন ও অমিলিত অবস্থায় ত্রিগুণ ছিল। যিনি জগৎ কারণ পরমেশ্বর তিনি অনাদি ও জন্মনাশ রহিত।

'জগদ্‌যোনি' ইত্যাদি যজুর্বেদে, অনিচ্ছ—প্রাকৃত সৃষ্টিকার্যে ইচ্ছাশূন্য, অনিত্য—সদানন্দ রসশূন্য ও নশ্বর ॥ ৪১ ॥

'অব্যক্তম্' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, এই জড় বিশ্বের অন্য আধার না থাকায়, পরা চেতন শক্তিই বিশ্বের আধার হইলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ—অর্থাৎ জড় ও চেতন শক্তিদ্বয় থাকিলেও তাহাদের মিলন ছিল না—অসংহত এবং অসংযুক্ত ছিল। সৃষ্টিলীলায় জড় ও চেতন শক্তিদ্বয়ের মিলনে বিশ্বকার্য উৎপন্ন ॥ ৪২ ॥

(শ্বেতাশ্বতরে (৬।১৬) – প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ। ইতি ॥ ৪৩ ॥

বিচিত্র শক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ,

ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশ্যঃ স্যুঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপীতি দিক. ॥ইতি॥৪৫॥

টীকা

ব্যাখ্যেয়ং, 'প্রধানং চ পুমাংশ্চে'তি তত্রৈব শ্রবণাৎ, অসংহতম্—অসঙ্গতম্. তদ্র-হিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

প্রধানেতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ॥ ৪৩ ॥

বিচিত্রেতি—শ্বেতাশ্বতরাদৌ ॥ ৪৪ ॥ প্রকৃতমিতি—গীতায়াম্ ॥ ৪৫ ॥

অথ পরমাত্মসন্দর্ভে ৫৫ অনুচ্ছেদে—

"মায়া স্যাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গা চ সা স্মৃতা।

প্রধানেঽপি ক্বচিদ্দৃষ্টা তদ্বৃত্তির্মোহিনী চ সা ॥

অনুবাদ

অতএব সৃষ্টির পূর্বে সকলই বিদ্যমান ছিল অবিভক্তরূপে এবং প্রলয়ের পর সৃষ্টিতে সকলই বিভক্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে ॥ ৪২ ॥

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (৬।১৬) প্রধানা জড়াশক্তি মায়া ও ক্ষেত্রজ্ঞা জীব-শক্তি, ইহাদের পতি পরমেশ্বর ত্রিগুণের পরিচালক ॥ ৪৩ ॥

পুরাণ পুরুষ বিচিত্র শক্তিমান্, অন্য কাহারও ঐরূপ শক্তিসমূহ নাই ॥৪৪॥

গীতাতে (১৩।২০) হে অর্জুন প্রকৃতি মায়া ও পুরুষ জীব আমার এই উভয় শক্তিকে অনাদি জানিবে ॥ ইতি এইভাবে শক্তিতত্ত্ব দিক্ দর্শন করা হইল ॥ ৪৫ ॥

'প্রধানেতি' শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।১৬) ॥ ৪৩ ॥

বিচিত্রেতি শ্বেতাশ্বতরাদিতে ॥ ৪৪ ॥ প্রকৃতমিতি—গীতাতে (১৩২০)

পরমাত্ম সন্দর্ভে ৫৫ অনুচ্ছেদ শেষে শ্রীজীব গোস্বামিপাদকৃত শক্তিবর্গের সংগ্রহ শ্লোক – মায়া-শব্দ অন্তরঙ্গা শক্তিতে এবং বহিরঙ্গা শক্তিতে ব্যবহৃত হয়। প্রধানেও কখন মায়া-শব্দ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাহার বৃত্তি মোহিনী ও মায়া।

শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং শক্তিনিত্যত্ব-নিরূপণং নাম পঞ্চমং প্রকরণম্. ॥৫॥ X ॥ X ॥ X ॥

টীকা

আদ্যে ত্রয়ে স্যাৎ প্রকৃতিশ্চিচ্ছক্তিস্ত্বন্তরঙ্গিকা।

শুদ্ধজীবেঽপি তে দৃষ্টে তথেশ জ্ঞানবীর্যয়োঃ।

চিন্মায়া শক্তিবৃত্তৌ তু বিদ্যাশক্তি রুদীর্য্যতে।

চিচ্ছক্তিবৃত্তৌ মায়ায়াং যোগমায়া সমা স্মৃতা।

প্রধানাব্যাকৃতাব্যক্তং ত্রৈগুণ্যে প্রকৃতৌ পরম্।

ন মায়ায়াং ন চিচ্ছক্তাবিত্যাদ্যূহ্যং বিবেকিভিঃ ইতি সুগমম্।

তত্তচ্ছক্তি স্বরূপজ্ঞানায় শ্রীজীব গোস্বামি বিরচিতাঃ সংগ্রহ-শ্লোকাঃ, এতদনুসারেণৈব তত্তৎ স্বরূপং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি ষষ্ঠঃ ॥৬॥ X ॥ X ॥ X ॥

অনুবাদ

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালা মূলানুবাদে শক্তিতত্ত্বের নিত্যত্ব নিরূপণ নামক ষষ্ঠ প্রকরণ সমাপ্ত ॥৬॥ X ॥

॥ ষষ্ঠ রত্ন সমাপ্ত ॥

—০—

আদ্যত্রয়ে— অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা ও প্রধানে প্রকৃতি শব্দ ব্যবহার হয়। চিচ্ছক্তি অন্তরঙ্গা, কখন শুদ্ধজীবেও চিচ্ছক্তি ও প্রকৃতি শব্দ ব্যবহার হয়। সেইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান ও বীর্যে চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তির বৃত্তিতে বিদ্যাশক্তি বলা হয়। চিচ্ছক্তির বৃত্তি মায়াকে যোগমায়া বলা হয়। ত্রিগুণা প্রকৃতিতে প্রধানা ব্যাকৃতা ব্যক্তা ইত্যাদি বলা হয়। পরন্তু মায়াতে বা চিচ্ছক্তিতে প্রধানাদি শব্দ ব্যবহৃত হয় না। ইত্যাদিরূপে বিবেকীগণ বিচার করিবেন ॥ ঐ ঐ শক্তিস্বরূপ জ্ঞানের জন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বিরচিত এই সংগ্রহ শ্লোক ॥ এই অনুসারেই ঐ ঐ স্বরূপ জানিবেন ॥ ৪৫ ॥

ইতি টীকানুবাদে ষষ্ঠ প্রকরণ সমাপ্ত ॥৬। X ॥ X । X ॥ X ॥

—•—

সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং
সপ্তম রত্নম,

অথ জগৎ তত্ত্ব প্রকরণম,

অথ জগতস্তত্ত্বং শক্তি কার্য্যত্বং স্বাভাবিক-তৎশক্তিত্বং, নিমিত্তোপাদান-রূপাৎতস্মাদ, অনন্যত্বং, প্রলয়েঽপি তত্রৈব লয়ত্বং, সত্যত্বঞ্চ দর্শয়ন্ত্যঃ আহুঃ—যো ব্রহ্মাণং বিদধতি পূর্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্ম বুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়দিত্যাদি ।।১।। (ঋক.বেদ—)

টীকা

অথেতি, য ইতি, বিদধীতি—সৃজতি। স ঈশ্বরো ভগবান্ মহাপ্রলয়ান্তে, যথা পূর্বং বিশ্বং বিচিন্তয়ন্ "বহুস্যামিতি' সঙ্কল্প্য সূক্ষ্মাত্মনা স্বস্মিন্ বনলীন

অনুবাদ

অথ সপ্তম প্রকরণ
জগৎতত্ত্ব

মূলানুবাদ—অনন্তর জগৎতত্ত্ব বর্ণিত হইতেছে—জগৎ শ্রীভগবৎ শক্তির কার্য্য, ঐ শক্তি পরমেশ্বরের স্বাভাবিকী, নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণরূপ পরমেশ্বর হইতে জগৎ অনন্য, প্রলয়েও জগৎ তাহার কারণে লয় প্রাপ্ত হয় এবং জগৎ সত্য—এই সকল বিষয় এই প্রকরণে বর্ণিত হইবেন।

শ্রুতিগণমধ্যে শ্বেতাশ্বতর ও শ্রীগোপাল তাপনী বলিতেছেন শ্বেতাশ্বতর (৬ ১৮) তাপনী—

যিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদ সকল প্রকাশ করিয়াছেন. আমি মুক্তি কামনা করিয়া আত্ম বিষয়ক বুদ্ধি প্রকাশক সেই লীলাময় পুরুষকে শরণ করি। ঋক্‌বেদে ( ) ব্রহ্মা পূর্ববৎ সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন মনদ্বারা।।১।।

অথ' ইতি। 'য'ইতি, বিদধাতি সৃজন করিলেন। সর্বেশ্বর ভগবান মহাপ্রলয়ের শেষে পূর্ববৎ বিশ্বকে চিন্তা করিয়া 'বহু হইব' এইরূপ সঙ্কল্প

সোঽকাময়ত, বহুস্যাং প্রজায়েয়। স তপোঽতপ্যত. স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজৎ, যদিদং কিঞ্চন। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ. তদনু-প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবদিতি ।।২।।

টীকা

বিহঙ্গবদিতি ন্যায়েন বিলীন ভোক্তৃভোগ্য-সমুদায়ং বিভজ্য মহদাদি ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডং পূর্ববন্নির্ম্মায় বেদাংশ্চ পূর্বানুপূর্বিকানাবিভাব্য মনসৈব তান ব্রহ্মাণ-মধ্যাপ্য চ পূর্ববদ্দেবাদিরূপবিশ্ব-সৃষ্টৌ তং বিনিযুঙ্‌ক্তে। স্বয়ং চ তদন্তর্নিয়ন্তৃতয়া অবতিষ্ঠতে. সোঽপি তদনুগ্রহলব্ধ সার্বজ্ঞ্যাদিবীর্য্যো বেদৈস্তত্তদাকৃতীঃ স্মৃত্বা পূর্ব-দেবাদি তুল্যাংস্তান্ সৃজতীতি নিষ্কর্ষঃ। ১।।

সোঽকাময়ত ইতি তৈত্তিরীয়কে (২।৬।২), সচ্চেতি—আকাশবায়ু, ত্যচ্চেতি—তেজো-বারি-পৃথিব্যশ্চেতি জ্ঞেয়ম্। অত্র পরমাত্মন এবোপাদান-নিমিত্তত্ব মুভয়ং লভ্যতে ।।২।।

অনুবাদ

তৈত্তিরীয়কে (২।৬।১) তিনি কামনা করিলেন, বহু হইব, প্রজারূপে সৃষ্ট হইব। তিনি তপস্যা করিলেন, তিনি তপস্যা করিয়া এই বিশ্ব সৃজন করিলেন. এই যাহা কিছু। তাহা সৃজন করিয়া পরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সৎ—আকাশ ও বায়ু এবং ত্যৎ—তেজ বারি পৃথিবী হইলেন ।।২।।

করিয়া সূক্ষ্মরূপে নিজমধ্যে (বনমধ্যে পক্ষী যেমন অদৃশ্য থাকে) বিলীন বিশ্বকে ভোক্তা ও ভোগ্য সমুদায়কে বিভাগ করিয়া মহৎ তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ববৎ নির্মাণ করিয়া বেদসমূহকে পূর্ববৎ ক্রমানুসারে আবির্ভা-বিত করিয়া মনদ্বারাই ঐ বেদসকল ব্রহ্মাকে উপদেশদিয়া পূর্ববৎ দেবাদি সহ বিশ্বসৃষ্টি কার্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। স্বয়ংও তাহার অন্তরে নিয়া-মকরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন। ব্রহ্মাও ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া সর্বজ্ঞ-তাদি শক্তি সম্পন্ন হইয়া বেদ হইতে সেই সেই পদার্থের আকৃতি স্মরণ করিয়া পূর্ববৎ দেবাদিতুল্য সূর্য্য চন্দ্রাদি সৃজন করেন—ইতি সারার্থ ।।১।।

কিংস্বিদ, বনং ক উ স বৃক্ষ আসীৎ, যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। মনীষিণো মনসা (পৃচ্ছতেদু তদ বিববীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ, ভুবনানি ধারয়ন্নিতি (তৈঃ ব্রাঃ ১৷৮৷৯) ॥৩॥

টীকা

কিংস্বিদ্ ইতি তত্রৈব (তৈঃ ব্রাঃ ২'৮ ৯) ইহ হি যতো বৃক্ষাত্নুপাদান ভূতাদ্দ্যাবা পৃথিবী শব্দোপলক্ষিতং জগদীশ্বরো নিষ্ঠতক্ষু নির্মিতবান্, বচনব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ. স বৃক্ষঃ কঃ ? তদাধার ভূতং বনঞ্চ কিং ? ভুবনানি ধারয়ম্ স যদধ্যতিষ্ঠৎ তচ্চ কিমিতি ? লোকানুসারিণি প্রশ্নে লোকিকত্বাৎ, স চ তৎ তৎ চ ব্রহ্মৈব ইত্যুক্তম্, অতস্তদেব নিমিত্তোপাদানরূপমিত্যর্থঃ তত্র পরাখ্য শক্তি মদ্রূপেণ তস্য নিমিত্তত্বং, ততোঽন্যাভ্যাং উপাদানত্বং জ্ঞেয়ং। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তেত্যাদৌ তত্র যমুক্তম ॥৩।

অনুবাদ

বন কি ? বৃক্ষ কি ছিল ? যাহা হইতে স্বর্গ ও পৃথিবী নির্মাণ করিলেন। মনীষীগণ মনদ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বলিতেছি তোমাদিগকে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত হইয়া ভুবন সমূহ ধারণ করিলেন ॥৩॥

'সোঽকাময়ঃ' ইতি তৈত্তিরীয়কে (২৷৬৷২) সচ্চ—আকাশ ও বায়ু, ত্যচ্চ—তেজ বারি পৃথিবী। পরমাত্মা হইতেই উপাদান ও নিমিত্ত উভয়ই পাওয়া যাইতেছে ॥২॥

'কিংস্বিদ্' ইতি (তৈঃ ব্রাঃ ২৷৮ ৯) এই জগতে যে বৃক্ষরূপ উপাদান স্বরূপ হইতে স্বর্গ ও পৃথিবী উপলক্ষিত জগৎ ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিলেন। সেই বৃক্ষকে ? তাহার আধার বন কি ? ভুবন সমূহকে ধারণ করিয়া তিনি যাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন তাহা কি ? লৌকিক প্রশ্নের উত্তরে তিনি ও তাহা 'ব্রহ্মই' বলিলেন। অতএব তিনিই নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ। তন্মধ্যে পরাশক্তি যোগে তিনি নিমিত্ত কারণ এবং তদ্ভিন্ন জীব ও মায়া শক্তিযোগে উপাদান কারণ জানিবে। 'বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্ত' ইত্যাদি শ্লোকে যাহাকে বলা হইয়াছে ॥৩॥

অসতোঽধিমনোঽসৃজ্যত, মনঃ প্রজাপতিমসৃজৎ, প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজৎ তদ্বা ইদং মনস্যেব পরমং প্রতিষ্ঠিতং যদিদং কিঞ্চিৎ ॥৪॥

টীকা

অসত ইতি, অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ইতি শ্রুত্যুক্তাদ্ অসতো ব্রহ্মণো নিমিত্তাৎ অধীনং বিদ্যতে ধী যস্মাৎ ইত্যজ্ঞানমেব মনোরূপেণ ব্যবর্তিত ইত্যর্থঃ। কেচিৎ তু অভূৎ ইতি কর্ম্মকর্তরি প্রয়োগ ইতি বদন্তি। তত্রাপি স এবার্থঃ। তচ্চ সমষ্ট্যাত্মকং মনঃ প্রজাপতিঃ তদভিমানিনং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মাণং ব্যক্তমকরোদিত্যর্থঃ। অত্র সচ্ছব্দেন সচ্ছব্দ প্রসিদ্ধ কার্যপরম্পরাতিরিক্তং সর্বকারণং শ্রীভগবানেবোচ্যতে। অধিমনঃ শব্দেন সর্বাধিকারি তদীয়মেব মনশ্চ, ততশ্চাসত ইতি অসতা তেনাসৃজ্যত তদর্থং ব্যাপারয়ামাসেত্যর্থঃ। মনসোঽহংকারকার্যাত্বাৎ, মহতো ব্রহ্মণশ্চাভেদ শ্রবণাচ্চ, যথোক্তমেব সমীচীনম্

অনুবাদ

সূক্ষ্ম হইতে মন সৃজন করিলেন, মন প্রজাপতিকে সৃজন করিলেন, প্রজাপতি প্রজা সমূহ সৃজন করিলেন, তাহাই এই বিশ্ব মনেতেই পরম প্রতিষ্ঠিত এই যাহা কিছু ॥৪॥

অসত' ইতি অসদ্ বৈ ইদমগ্রে আসীৎ এই শ্রুতি কথিত অসৎ ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ হইতে, যাহা হইতে বুদ্ধি অধীন থাকে (অ-অধীন, সৎ-বিদ্যমান) এই অর্থে অজ্ঞানই মনরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। সেই সমষ্টিরূপ মন প্রজাপতি অভিমানী ব্রহ্মাকে প্রকাশ করিলেন। এস্থলে সৎশব্দদ্বারা সৎ শব্দে প্রসিদ্ধ কার্য পরম্পরার অতিরিক্ত সর্ব্বকারণ শ্রীভগবান্‌কেই বলা হইতেছে। অধিমনঃ শব্দদ্বারা সর্ব্বাধিকারী তাঁহার মনও, অতএব অসৎ কর্তৃক সৃষ্ট হইল অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যের জন্য চেষ্টা করিলেন। যেহেতু মনের কার্য অহংকার। মহৎ হইতে ব্রহ্মা অভিন্ন শ্রুত হয়। যাহা উক্ত হইল তাহা সমীচীন। কেহ কেহ বলেন—মন-শব্দে মনের নিয়ামক ও মনে উপাস্যদেব অনিরুদ্ধই। তখন অর্থ হয়—অধি—অধিকরূপে 'মন' প্রাদুর্ভূত হইল জগৎ কার্যের জন্য। এস্থলে যাঁহারা নিজেদিগকে বেদান্তি বলিয়া প্রচার করেন,

শ্রীগোপাল উপনিষদি (২।৬৫)—তস্মাদব্যক্তং ব্যক্তমেবাক্ষরমিতি ॥৫॥

টীকা

কেচিত্তু মনঃশব্দেন তন্নিয়ামকস্তত্রোপাস্যদেবতাঽনিরুদ্ধ এবেতি বদন্তি, তদা তু অধিকং যথা তথাঽস্ত্বজ্যতে প্রাদুরভূৎ জগৎকার্যার্থমিতি শেষঃ। কর্ম-কর্তরি প্রয়োগ ইতি দর্শিতমেব। অত্র স্ববেদান্তিতা প্রখ্যাপকাণামপি বিশ্বস্য মনঃকার্য্যত্বমননং বেদান্তবিরুদ্ধমেব। মন এব ভূতকার্য্যমিতি হি তত্র তত্র প্রসিদ্ধং, যুক্তি বিরুদ্ধঞ্চ মনোঽহংকারাদীনাং মনঃ কল্পিতত্বাসম্ভবাৎ। তথা চ সতি তন্মতে বেদবিরুদ্ধোঽনীশ্বর বাদ এব প্রসজ্জেৎ। স চ নিন্দিত এব পাদ্মে—"শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব" ইত্যাদিনা, অসত্য মপ্রতিষ্ঠমিত্যাদি গীতাদি-বাক্যাদিভিশ্চ। তথৈব গোস্বামিচরণৈর্মনঃ শব্দেন সমষ্টিমনোঽধিষ্ঠাতা শ্রীমান-নিরুদ্ধ এব বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তৎসঙ্কল্প এব চ বাচ্যম্—ইত্যাদ্যুক্তম্ পরমাত্ম-সন্দর্ভে (৭১ অনু)। ৪॥

অনুবাদ

শ্রীগোপাল তাপনীতে—২৭৬৫ অতএব অব্যক্ত ব্যক্তই অক্ষর॥ সৃষ্টির

তাহাদের মতেও বিশ্বকে মনের কার্য বলিয়া মনে করা বেদান্ত বিরুদ্ধই। মনই অতীতকার্য, ইহাই সেই সেই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ এবং যুক্তি বিরুদ্ধ ও—মন ও অহংকারাদি মনঃকল্পিত ইহা অসম্ভব। তাহা হইলে তাহাদের মতে বেদ বিরুদ্ধ অনীশ্বর-বাদরূপ দোষ আসিয়া পড়ে। তাহাও পদ্ম পুরাণে নিন্দিত হইয়াছে—শ্রুতিসমূহ, স্মৃতি সমূহ এবং যুক্তি সমূহ ঈশ্বরকেই জগৎ-কারণ বলিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধ বলে, তাহা হইতে অধম কেহ নাই। গীতা (১৬।৮)তে 'অসত্য অপ্রতিষ্ঠ অনীশ্বর জগং অনাদি অজ্ঞান পরম্পরাজাত, অতএব স্বপ্নবৎ মনঃ কল্পনামাত্র জাত। ইত্যাদি তাহারা যে বলেন, ইহা তাহাদের আসুরিক সংস্কার হইতে। এস্থলে শ্রীগোস্বামি চরণ বলিয়াছেন পরমাত্মসন্দর্ভে (৭১ অনু) মনঃ শব্দদ্বারা সমষ্টি মনের অধিষ্ঠাতা শ্রীমান্ অনিরুদ্ধই 'বহুস্যাং প্রজায়েয়' এই তাঁহারই সঙ্কল্প বাক্য ।৪।

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীর্য্যমবাসৃজৎ।
তদণ্ডমভবদ্ হৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোক পিতামহঃ ॥৬॥ (মনু সং [illegible])

বিষ্ণোঃ সকাশাৎ উদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব সংস্থিতং।
স্থিতি সংযমকর্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ ॥ (বিপু [illegible])

টীকা

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম আসীদিত্যুপক্রম্য, তস্মাদিতি শ্রীগোপাল উপ-নিষদি ॥৫॥

স ইতি. মনুস্মৃতিঃ।. অভিধ্যায় বহুস্যামিতি সংকল্প্য স্বাৎ শরীরাৎ সিসৃক্ষুরিত্যনেন জগৎসৃষ্টে লীলা নিত্যত্বং, শরীরাৎ পূর্ববাক্যোক্তাৎ তমস ইত্যর্থঃ ॥৬॥

অনুবাদ

পূর্ব্বে একই নরাকৃতি তমঃশক্তি-যুক্ত ব্রহ্ম ছিলেন। তাহা হইতে অব্যক্ত অক্ষর ব্যক্ত প্রধানকারীর জীবতত্ত্ব তাহা হইতে পৃথগ্ হইলেন ॥৫

মনুসংহিতা (১।৮,৯) তিনি ধ্যান করিয়া নিজ শরীর হইতে বিবিধ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। প্রথমে জল সৃজন করিলেন। ঐজলে বীর্য অর্থাৎ জীব আধান করিলেন, তাহা হইতে সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণ অণ্ড সমূহ হইল। তাহাতে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোক পিতামহ জন্মিলেন ॥৬॥

একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া তাঁহা হইতে ইতি গোপালতাপনী ॥৫॥

স ইতি মনুস্মৃতি অভিধ্যায়—বহু হইব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নিজ শরীর হইতে সৃষ্টি ইচ্ছায় – ইহাদ্বারা সৃষ্টিলীলার নিত্যত্ব, শরীরাৎ—পূর্ব্বোক্ত "তমঃ" হইতে ॥৬॥

যথোর্ণনাভিঃ হৃদয়াৎ ঊর্ণা সংতত্য বক্ত্রতঃ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং জনার্দনঃ ॥৭॥
যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ,
যথা পৃথিব্যা মোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমাণি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥৮॥ (মু ১।১।৭)

টীকা

বিষ্ণোরিতি শ্রীবৈষ্ণবে, তয়োর্ণয়া অত্র তমঃ শক্তিমতশ্চেতনাদ্বিষ্ণোরেব প্রপঞ্চ জন্মাদিস্মৃতম্ অতশ্চেতন এব তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ। ৭॥

যথোর্ণনাভিরিতি—আথর্বণেষু. সৃজতে তন্তূন্ গৃহ্ণতে নিগিরতি, সতো জীবতঃ, পুরুষাৎ দেহাৎ অক্ষরাৎ পর ব্রহ্মণঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে (১।১।৫৫) বিষ্ণুর শরীর হইতে জগৎ উদ্ভূত হইল. সেই স্থানেই পূর্ব্বে ছিল। জগতের স্থিতি সংহার ও সৃষ্টির কর্তা ইনিই। জগৎও তিনি হইয়াছেন। যেমন মাকড়সা নিজ হৃদয় হইতে মুখদ্বারা সূত্রজাল বিস্তার করিয়া তাহা দ্বারা বিহার করিয়া পুনরায় ঐ জালকে গ্রাস করে জনার্দনও সেইরূপ ॥ ৭ ॥

মুণ্ডকোপনিষদে (১।১।৭) যেমন মাকড়সা সৃজন ও গ্রহণ করে, যেমন ভূমি হইতে স্বাভাবিক গুল্মসমূহ উৎপন্ন হয়, যেমন চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ-লোমসমূহ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব সম্ভূত হয় ॥৮॥

টীকানুবাদ—বিষ্ণোরিতি বিষ্ণুপুরাণে—সেই ঊর্ণা দ্বারা এস্থলে তমঃ শক্তিমান চেতন বিষ্ণু হইতেই জগৎ জন্মাদি স্মৃত হইয়াছে। অতএব চেতনই জগতের কারণ ॥ ৭ ॥

'যথোর্ণনাভিঃ' ইহা অথর্ববেদীয় শ্রুতিতে তন্তুসমূহ সৃজন করেন। গৃহ্ণতে—নিগিরণ করেন, সৎ হইতে—জীব হইতে. পুরুষ হইতে—দেহ হইতে। অক্ষর হইতে—পরব্রহ্ম হইতে ॥ ৮ ॥

দ্বে রূপে ব্রহ্মণ[illegible] ক্ষরঞ্চ [illegible] সর্বভূতেষ্ববস্থিতে। অক্ষরং তৎ পরংব্রহ্ম ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ। ইত্যনন্ত[illegible] ॥ ৯ ॥

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ১০ ॥
(বিষ্ণুপুরাণ ১/২২/৫৩-৫৫)

টীকা

'দ্বে রূপে' ইতি—বৈষ্ণবে ॥ ৯ ॥

একদেশেতি তত্রৈব (১।২২।৫৫) নন্ অক্ষরস্য ব্রহ্মণঃ তদ্বিলক্ষণং রূপং কথং স্যাদিতি আশঙ্কা দৃষ্টান্তেন উপপাদয়তি—একদেশেতি। "প্রাদেশিকস্যা-পাগ্নের্দীপাদের্দাহকস্যাপি তদ্বিলক্ষণা জ্যোৎস্না প্রভা [illegible] ব্রহ্মণঃ শক্তিকৃত বিস্তারঃ ইদমখিলং জগদি"তি তত্রত্যা স্বামিকৃতা টীকা. "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতী"তি শ্রুতেঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ

বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৩-৫৫) সেই ব্রহ্মের দুইটি রূপ মূর্ত ও অমূর্ত তাঁহার ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ, সকল প্রাণিতেই অবস্থিত। অক্ষর সেই পরব্রহ্ম, ক্ষর এই সমগ্র জগৎ। ৯ ॥

ইহার পর—গৃহের একস্থানে অগ্নি থাকিলে তাহার জ্যোতি যেমন সর্বগৃহে বিস্তার করে। পরব্রহ্মের শক্তি সেইরূপ অখিল জগতে বিস্তার লাভ করে ॥ ১০ ॥

দ্বে রূপে ইতি বিষ্ণুপুরাণে ॥ ৯ ॥

একদেশেতি বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৫)। প্রশ্ন—অক্ষর ব্রহ্ম হইতে তদ্ বিলক্ষণ রূপ কিরূপে হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে দৃষ্টান্ত দ্বারা উপপাদন করিতেছেন—একদেশে অবস্থিত অগ্নির দীপাদির দাহকেরও তদ্বিলক্ষণ জ্যোৎস্না প্রভা যেমন তৎপ্রকাশ বিস্তার. সেইরূপ ব্রহ্মের শক্তিকৃত বিস্তার এই অখিল জগৎ—ইহা শ্রীধর স্বামিপাদ কৃতা টীকা। ব্রহ্মের আভাস দ্বারা এই সকল আলোকিত—ইহা শ্রুতির অর্থ। ১০ ॥

"সংজ্ঞামূর্তিক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎ কুর্বত উপদেশাৎ' ইতি ব্র সূ ২/৪/২০ ॥ ১১ ॥

টীকা

নন্থ ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ (শ্বে ১।১০) একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ। (শ্বে ৩ ২) যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ, বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ (শ্বে ৪।১২-৩।৪)॥ যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-র্ন সন্ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ॥ ইতি (শ্বেতাশ্ব ৪।১৮) প্রধানাদিদম্ উৎপন্নং, প্রধানমধিতিষ্ঠতি, প্রধানে লয়মভ্যেতি, ন হ্যন্যৎ কারণং মতমিতি, জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি জীবে তিষ্ঠন্ত্য-চঞ্চলাঃ। জীবে তু লয়মিচ্ছন্তি ন জীবাৎ কারণং পরমিত্যাদিষু রুদ্রপ্রধানজীবাঃ কারণত্বেন শ্রূয়ন্তে। কথং জগৎ কারণত্বেন বিষ্ণুরেবোচ্যতে? ইতি চেৎ তত্রাহ—সংজ্ঞেতি, তু-শব্দাদাক্ষেপো নিরস্যতে। সংজ্ঞামূর্ত্তী নামরূপে, তয়োঃ ক্লৃপ্তির্ব্যাক্রিয়া, ত্রিবৃৎ কুর্বতঃ পরমেশ্বরস্যৈব কর্ম. নতু রুদ্রাদেঃ, কুতঃ? উপদেশাৎ

অনুবাদ

ব্রহ্মসূত্র (২।৪।২০) চতুর্মুখ ব্রহ্মার অভ্যন্তরে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরই জগতের বিভিন্ন বস্তুর নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রুতিতে ইহারও উল্লেখ আছে ছান্দোগ্যে ॥ ১১ ॥

প্রশ্ন :—শ্বেতাশ্বতরে (১।১০) ক্ষর প্রধান, অক্ষর—অমৃত হর, এক রুদ্র দ্বিতীয় কেহ নাই। (শ্বে ৩।২)। যিনি দেবগণের প্রভব ও উদ্ভব, বিশ্বের অধিপতি রুদ্র মহর্ষি (শ্বে ৪।১২), যে কালে অতম—অবিদ্যা ও তৎকার্য থাকে না, সেই অবস্থায় দিবা থাকে না, রাত্রি থাকে না, সত্তা থাকে না, অভাবও থাকে না, কেবল শিবই অবস্থান করেন শ্বে ৪।১৮)। আবার প্রধান হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন, প্রধানে স্থিতি, প্রধানে লয় প্রাপ্ত হয় অন্য কারণ নাহি। জীব হইতে প্রাণিগণ হয়, জীবে অচঞ্চলভাবে থাকে। জীবে লয় ইচ্ছা করে, জীব হইতে অন্য কারণ নাই. এই সকল বাক্যে রুদ্র, প্রধান. জীব বিশ্বের কারণ রূপে শুনা যায়। কিরূপে জগৎকারণরূপে বিষ্ণুকেই বলা হয়। ইহার উত্তর—সংজ্ঞা ইতি তু শব্দ সংশয় নিরসনে। সংজ্ঞা মূর্ত্তী—নামরূপ। তাহার

টীকা

তস্যৈব তৎ ক্লৃপ্তিনিগদাৎ, ত্রিবৃৎকরণ—নামরূপ ব্যাকরণয়োরেককর্ত্তৃত্বেন উক্তেরিত্যর্থঃ। ত্রিবৃৎ করণঞ্চোক্তং—"ত্রীণ্যেকৈকং দ্বিধা কুর্যাৎ অর্দ্ধানি বিভজেৎ দ্বিধা। তত্তন্মুখ্যার্দ্ধমুৎসৃজ্য যোজয়েৎ চেৎ ত্রিরূপতা॥ পঞ্চীকরণস্যাপ্যুপলক্ষণমেতৎ।

নারায়ণাৎ ব্রহ্মা জায়তে. নারায়ণাদ রুদ্রো জায়তে. ইতি, প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়া বিমোহিতৌ॥. ইত্যাদিষু তয়োরপি কারণং বিষ্ণুঃ শ্রূয়তে। প্রধানস্য তচ্ছক্তিত্বেঽপি জড়ত্বাৎ তদীক্ষণং বিনা কর্তৃত্বং ন ঘটতে। তস্মাৎ সর্বশ্রুতিসক্ষৎ বাক্যেষু বিষ্ণুরেব জগৎ কারণমিতি নিশ্চয়েন মন্তব্যং। ক্ষরমিত্যাদৌ সিদ্ধান্তার্থোঽয়ম্—হরতি তত্ত্বানি লয়াভিমুখং নয়তীতি হরো বিষ্ণুঃ, স তু অমৃতাক্ষর [illegible] রুজং জীবানাং সংসৃতিপীড়াং দ্রাবয়তি অপনয়তীতি রুদ্রঃ স এব ই[illegible] একঃ সর্বাধ্যক্ষঃ, তস্মাৎ দ্বিতীয়ায় জনা ন তস্থুঃ [illegible]

অনুবাদ

ব্যাক্রিয়া ত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বরেরই কর্ম, রুদ্রাদির নহে। উপদেশ হেতু, পরমেশ্বরেরই ক্লিপ্তি ত্রিবৃৎকরণ ও নামরূপ ব্যাকরণের একই কর্ত্তা। ত্রিবৃৎকরণ বলা হইয়াছে—ক্ষিতি অপ তেজ এই তিনকে সমান দুই ভাগ করিয়া পরে এক অর্দ্ধাংশকে দুই ভাগ করিয়া তাহার মুখ্য অংশ বাদ দিয়া অন্যের সঙ্গে যোগ করিবে। এই ত্রিরূপতা পঞ্চীকরণেরও উপলক্ষণ॥

নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়, নারায়ণ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হয়॥ প্রজাপতিকে ও রুদ্রকে আমিই সৃজন করি। তাহারা আমাকে জানেন না, আমার মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়া॥ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে ব্রহ্মা ও রুদ্রের কারণ বিষ্ণুকে বলা হইয়াছে। প্রধান পরমেশ্বরের শক্তি হইলেও জড়ত্ব হেতু পরমেশ্বরের ঈক্ষণ ব্যতীত তাহার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব সর্বশ্রুতি ও সূত্র বাক্যে বিষ্ণুই জগৎকারণ ইহা নির্ণীত হইয়াছে। [illegible] সিদ্ধান্তসম্মত অর্থ এই—হরতি-তত্ত্বসমূহকে লয়ের অভিমুখে লইয়া যান, [illegible] তিনি বিষ্ণু. তিনিই অমৃত অক্ষর। রুজং—[illegible]

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূত ইতি ॥ ১২ ॥
অস্য লোকস্য কা গতিরিতি আকাশ ইতি হো বাচেতি ॥ ১৩ ॥
সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তীতি ॥ ১৪ ॥
সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি ॥ ১৫ ॥

টীকা

শিবুরিতার্থঃ ॥ শিবো মঙ্গলরূপো হরিরিত্যর্থঃ। প্রধানাদিতি সর্বতত্ত্বমুখাৎ পরমাত্মন ইত্যর্থঃ। জীবাদিতি জীবয়তি সর্বানিতি ব্যুৎপত্তের্জীবঃ পরেশো বিষ্ণুরিতার্থঃ ॥ ১১ ॥

নন্থ বেদান্তেষু ব্রহ্মৈকঃ কারণমিতি ন শক্যতে বক্তুং তেষু এককারণিকায়া সৃষ্টের দর্শনাৎ। তথাহি—তস্মাদিতি তৈত্তিরীয়কে অত্র আত্মকারণিকা সৃষ্টিঃ ॥ ১২ ॥

অস্যেতি ছান্দোগ্যে, অত্রাকাশকারণিকা সৃষ্টিঃ ॥ ১৩ ॥

সর্বাণীতি তত্রৈব, অত্র প্রাণহেতুকা সৃষ্টিঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ

সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন ॥ ১২ ॥

এই লোকের কি গতি? ইহার উত্তরে 'আকাশ' ইহাই বলিলেন ॥১৩॥

এই সকল প্রাণি প্রাণকেই সর্বভাবে আশ্রয় করে ॥ ১৪ ॥

হে সৌম্য এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে সৎই ছিল ॥ ১৫ ॥

করেন যিনি এই অর্থে রুদ্র বিষ্ণুই। এক সর্বাধ্যক্ষ অতএব দ্বিতীয় কেহ থাকে না আশীর্বাদ দানের জন্য। শিব—মঙ্গলরূপ শ্রীহরি প্রধান হইতে অর্থাৎ সবতত্ত্বমুখ্য পরমাত্মা হইতে ॥ জীবাৎ যিনি সকলকে জীবিত করেন, এই অর্থে জীব—পরমেশ্বর বিষ্ণু ॥ ১১ ॥

প্রশ্ন :—বেদান্ত বাক্যসমূহে এক ব্রহ্ম কারণ, ইহা বলা যায় না, ঐ সকল বাক্যে এক কারণ হইতে সৃষ্টি দেখা যায় না ॥ যেমন—তস্মাদিতি তৈত্তিরীয়কে আত্মা কারণ ॥ ১২ ॥

অস্যেতি ছান্দোগ্যে—আকাশ কারণ ॥ ১৩ ॥

সর্বাণীতি ছান্দোগ্যে—প্রাণ কারণ ॥ ১৪ ॥

ছাঃ ৬।২।১ অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎ সদাসীৎ তৎ সমভবদিতি ॥১৬॥

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ, ইতি (বৃ ১।৪।১) ॥১৭॥

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদিতি (বৃ, ১।৪।১০) ॥১৮॥

তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ তৎ নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তেতি (বৃ, ১।৪।৭) ॥১৯॥

সন্মূলা সৌম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ, সদায়তনাঃ সৎ প্রতিষ্ঠা ইতি (ছা ৬।৮।৪) ॥২০॥

টীকা

সদেবেতি ছান্দোগ্যে, অত্র সদ্ধেতুকা সৃষ্টিঃ ॥১৫।

অসদেবেতি অত্রাসদ্ধেতুকা সৃষ্টিঃ (ছা ৬।১৯।১) ॥১৬॥

আত্মৈবেদমিতি বাজসনেয়কে (বৃ ১।৪।১) তত্রাত্মহেতুকা সৃষ্টিঃ ॥১৭।

ব্রহ্ম বা ইতি অত্র ব্রহ্মহেতুকা সৃষ্টিঃ (বৃ ১।৪।১০) ॥১৮॥

তদ্ধেদমিতি বৃহদারণ্যকে (১।৪।৭) অত্র প্রধানহেতুকা সৃষ্টিঃ ॥১৯॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—(ছাঃ ৬।১৯।১) এই বিশ্ব অগ্রে অসৎই ছিল। তাহা হইতে সৎ হইয়াছিল। তাহাই সমগ্র হইল ॥১৬॥

এই বিশ্ব অগ্রে আত্মাই ছিল (বৃহ ১।৪।১) ॥১৭॥

এই বিশ্ব অগ্রে ব্রহ্মাই ছিল ॥১৮॥

বৃহদারণ্যক (১।৪।৭) এই সমুদয় তখন অব্যাকৃত ছিল, তৎপরে ইহা নামরূপে অভিব্যক্ত হইল ॥১৯॥

সদেবেতি (")—সৎ হইতে সৃষ্টি ॥১৫॥

অসদেবেতি এস্থলে ছান্দোগ্যে সৃষ্টির মূলে অসৎ বলা আছে ॥১৬॥

বৃহদারণ্যকে সৃষ্টির আদিতে আত্মাকে কারণ বলা হইয়াছে ॥১৭॥

ঐ বৃহদারণ্যকে অন্যত্র ব্রহ্মকে সৃষ্টির কারণ বলা হইয়াছে ॥১৮॥

ঐ অন্যত্র 'প্রধান'কে সৃষ্টির কারণ বলা আছে ॥১৯॥

ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বমিতি (ছা ৬৮৭) ॥২১॥

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ (ব্রঃ সূ ১৪।১৪) ॥২২॥

টীকা

সন্মূলেতি (ছা ৬।৮।৪) ছান্দোগ্যে, সদুপাদানকাঃ সৎপালকাঃ সৎসংহারকাশ্চেতি ক্রমাৎ ত্রয়াণাং পদানামর্থঃ ॥২০॥

ঐতদাত্ম্যমিদমিতি তত্রৈব (ছা ৬৮৭) সর্ব্বমিদং জগৎ এতদাত্ম্যং সদভিন্নং স্বার্থে ষ্যঞ্ ॥২১॥

তদেবমেতেষু একস্য হেতোরনিরূপণাৎ ব্রহ্মহেতুকং বিশ্বমিতি নিশ্চেতুং ন শক্যতে, কিন্তু প্রধানৈক হেতুকং তং নিশ্চেতুং শক্যতে, 'তদ্ধেদং তর্হি' ইত্যাদি শ্রবণাৎ, কার্য্যকারণয়োঃ স্বারূপ্যাৎখলু অস্মিন্ পক্ষে নির্বাধঃ বীক্ষ্যতে, অস্মিন্-

অনুবাদ

(ছাঃ ৬।৮।৪) হে সৌম্য ! সৎস্বরূপই এই ভূত সমূহের মূল, সৎস্বরূপই ইহাদিগের আয়তন এবং সৎস্বরূপই ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা ॥২০॥

(ছা ৬৮৭) ইহাই সমগ্র জগতের আত্মা ॥২১॥

(ব্রঃ সূঃ (১৪।১৪ — আকাশ প্রভৃতির কারণস্বরূপে যেরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, তিনিই উক্ত হইয়াছেন বলিয়া, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মকেই কোথাও আকাশের, কোথাও তেজের কারণ বলা হইয়াছে। এজন্য অচেতন প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না ॥২২॥

ছান্দোগ্যে 'সৎ'কে সৃষ্টির উপাদান, সৎ পালক ও সৎ সংহারক বলা আছে ॥২০॥

ছান্দোগ্যে অন্যত্র 'এই সমগ্র জগৎ সৎ অভিন্ন' বলা আছে ॥২১॥

কারণত্বেন (ব্রঃ সূঃ ১।৪।১৪) ইত্যাদি ব্যাখ্যা—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য সমূহে একে বিশ্বের কারণ না বলায় ব্রহ্মই বিশ্বের কারণ ইহা নিশ্চয় করা যাইতেছে না। কিন্তু প্রধানকে বিশ্বকারণরূপে নিশ্চয় করিতে পার—(বৃঃ ১।৪।৭) তদ্ধেদং তর্হি' ইত্যাদি বাক্যে ঐরূপ শ্রবণহেতু কার্য ও কারণের সমানরূপতা

টীকা

পক্ষে — আত্মাকাশ ব্রহ্ম শব্দাঃ বিভুত্বাৎ, অসৎ সৎ-শব্দৌ প্রধানস্য [illegible] [illegible] প্রাণশব্দশ্চ [illegible] মুখ্যাভি প্রায়েণ প্রধান এব যোজ্যাঃ। তস্মাৎ সাংখ্যোক্তং প্রধানমেব বিশ্বহেতুকং বেদান্তৈরুচ্যতে। ইত্যেবং প্রাপ্তে আহ—

"কারণত্বেনেতি" চ শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়, ব্রহ্মৈব বিশ্বৈকহেতুরিতি শক্যতে নিশ্চেতুং, যতঃ আকাশাদিষু [illegible] লক্ষণ [illegible] সূত্রাদিষু সার্বজ্ঞ-সত্যসঙ্কল্পাদি [illegible] কারণত্বেন [illegible] যথা চ "সদেব [illegible] তদ্গুণকত্বেন নির্দিষ্টং ব্রহ্ম, তত্তেজোঽসৃজতেতি তত্রৈব পরামৃশ্যতে। এবমন্যত্রাপি দ্রষ্টব্যং।

অসদেবেদমিতি বাক্যং ব্রহ্মপরমেব, প্রাক্ সৃষ্টের্নামরূপাবিভাগাৎ,

অনুবাদ

নিশ্চয়ই এই পক্ষে নির্বাধ দৃষ্ট হয়। এইপক্ষে—আত্মা আকাশ ও ব্রহ্ম শব্দ বিভুত্বগুণহেতু, অসৎ ও সৎ শব্দদ্বয় প্রধানের বিকার আশ্রয়ত্ব ও নিত্যত্বহেতু। প্রাণশব্দ ও নিজ উৎপন্ন তত্ত্বের পূরকহেতু, ঈক্ষাদিও কার্যের আভিমুখ্যতা অভিপ্রায়ে প্রধানই যুক্তিসিদ্ধ। অতএব সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রধানই বিশ্বের কারণ ইহা বেদান্ত বাক্য সমূহ দ্বারা বলা হইতেছে।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে পর, উত্তর বলিতেছেন—'কারণত্বেন' ইতি, চ শব্দ ছেদনার্থ। ব্রহ্মই বিশ্বের কারণ—ইহা নিশ্চয় করিতে পারেন, যেহেতু আকাশাদি বাক্যে কারণরূপে যেরূপ উপদেশ আছে, ব্রহ্মের লক্ষণ সূত্রে (১।১।২) সর্ব্বজ্ঞতা সত্য সঙ্কল্পাদিগুণ যুক্ত ব্রহ্মকে নির্দিষ্ট করা হয়। তন্মাত্র বাক্যে কারণরূপে বিচার করিতেছেন। যেমন সদেব সৌম্য ইত্যাদিতে। তিনি আলোচনা করিলেন বহু হইব, ইহাতে ঐরূপ গুণ যুক্ত ব্রহ্ম নির্দিষ্ট হইল। তাহার তেজ সৃষ্ট হইল, এই বাক্যে ঐরূপ বিচারিত হইল। এইরূপ অন্যত্রও দেখিবেন ॥

অসৎই এই বিশ্ব অগ্রে ছিল—এইবাক্য ব্রহ্মপরই। সৃষ্টির পূর্ব্বে

তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ (ব্রসূঃ ২।১।১৪) ॥ ২৩ ॥

টীকা

তৎসম্বন্ধিতয়াঽস্তিত্বাভাবাদ, অসচ্ছব্দেন তত্র ব্রহ্মৈবোক্তং, অন্যথা "সদেব সৌম্যেত্যাদানন্তর সম্ভাবিতা সৎকারণতা প্রত্যুক্তে রাসীদিতি কালসম্বন্ধস্য চ বিরোধঃ। "অসন্নেব স ভবতীত্যাদিনাঽসদ্বাদিনো বিগীতত্বাচ্চ, সূক্ষ্মশক্তিকং ব্রহ্মৈব তদর্থঃ। (বৃ ১।৪।৭) "তদ্ধেদং তর্হি" ইত্যত্রাপি অব্যাকৃত শব্দেন তদন্তর্যামিভূতং ব্রহ্মৈব বোধ্যতে। 'স এষ ইহ প্রবিষ্ট' ইত্যাদি পরবাক্যতস্তস্যা কর্ষণাৎ তচ্ছক্তিকং ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পবশাৎ স্বয়মেব নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তেতি তত্রার্থঃ। ইতরথা বেদান্ত প্রতিষ্ঠিতঽং গতিসামান্যং চ শ্রুতং ব্যাকুপ্যেত। তস্মাৎ একং ব্রহ্মৈব বিশ্বহেতুরিতি নিশ্চেয়ম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ব্রহ্মসূত্র (২।১।১৪) আরম্ভণ প্রভৃতি শব্দদ্বারা কারণ হইতে কার্যের অভিন্নতা জানা যায় ॥ ২৩ ॥

নামরূপ বিভাগ না থাকায়, নামরূপ যুক্ত রূপের অভাব থাকায় অসৎ শব্দদ্বারা ঐস্থলে ব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন। তাহা না হইলে—'হে সৌম্য সৎই' ইহা বলার পর সম্ভাবিত সৎকারণতা প্রতি উত্তরে বলিয়া আসীৎ এই কালসম্বন্ধেরও বিরোধ হয়। 'অসৎই সেই হয়, যে ব্রহ্মকে অসৎ বলে' এই বাক্য দ্বারা অসৎবাদীগণকে নিন্দা করা হইয়াছেও। সূক্ষ্মশক্তিমান ব্রহ্মই 'প্রধান'। বৃহদারণ্যকোক্ত 'তদ্ধেদং' এস্থলেও অব্যাকৃত শব্দে তাহার অন্তরাত্মা ব্রহ্মই বুঝা যায়। স এষ ইহ প্রবিষ্ট—তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়াছেন—ইত্যাদি পরবাক্য হইতে তাহার আকর্ষণ হেতু সূক্ষ্মশক্তিযুক্ত ব্রহ্মই নিজসংকল্পবশে স্বয়ংই নাম ও রূপ দ্বারা বিবিধ আকারপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাই অর্থ। তাহা না হইলে বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত গতিসামান্য অর্থাৎ উপনিষদের সকল শাখার একই মূল গতি এই সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়। অতএব এক ব্রহ্মই বিশ্বের কারণ ইহা সুনিশ্চিত ॥ ২২ ॥

টীকা

তত্রোপাদেয়ং জগৎ, উপাদানাদ্ ব্রহ্মণো ভিন্নমভিন্নং বেতি বীক্ষায়াং মৃৎপিণ্ড উপাদানং ঘট উপাদেয়মিতি ধীভেদাৎ উপাদানম্ উপাদেয়মিতি শব্দভেদাৎ, মৃৎপিণ্ডেন ঘটায় প্রবর্ত্যতে, ঘটেন তু জলায়েতি প্রবৃত্তিভেদাৎ। পিণ্ডাকারং উপাদানং কম্বুগ্রীবাদ্যাকারং উপাদেয় মিত্যাকার ভেদাৎ পূর্বকালম উপাদানম্ উত্তর কালম উপাদেয়মিতি কালভেদাচ্চ ভিন্নমেবোপাদানাদুপাদেয়ম্। ইতরথা কারক ব্যাপার বৈয়র্থ্য প্রসঙ্গাৎ উপাদানমেব চেদুপাদেয়ং কৃতং তর্হি তদ্ব্যাপারেণ, ন চ সতো ঽপ্যুপাদেয়স্যাভি-ব্যক্তয়ে তেন ভাব্যং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি কারক ব্যাপারাৎ প্রাক্ সা সতী অসতী বা। নাদ্যঃ তদ্ব্যাপার বৈয়র্থ্যাৎ, নিত্যোপলব্ধি প্রসঙ্গাচ্চ উপাদেয়স্য, ততশ্চ নিত্যানিত্য বিভাগো বিলুপ্যেত। অথাভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যন্তরে ঽঙ্গীকৃতেঽনবস্থা। ন চান্ত্যঃ—অসৎ কার্যতাপত্তেঃ। তস্মাদসতঃ উপাদেয়স্যোৎপত্তিহেতুত্বে নার্থ-

অনুবাদ

উপাদেয় জগৎ উপাদান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন এই বিচারে—মৃৎপিণ্ড উপাদান, ঘট উপাদেয়—এইরূপ বুদ্ধি ভেদ হেতু, উপাদান উপাদেয় এই শব্দ ভেদ হেতু, মৃৎপিণ্ড দ্বারা ঘট নির্মাণে প্রবৃত্ত হইতেছে, ঘট দ্বারা জল আনয়নে প্রবৃত্ত হইতেছে—এই প্রবৃত্তি ভেদ হেতু। পিণ্ডাকার উপাদান, কম্বুগ্রীবাকার উপাদেয়—এই আকার ভেদহেতু। পূর্বকালে উপাদান, পরকালে উপাদেয় এইরূপ কালভেদহেতু ভিন্নই উপাদান ও উপাদেয়। অন্যথা ভেদ স্বীকার না করিলে কারক-ব্যাপার কুম্ভকারের চেষ্টা ব্যর্থ প্রসঙ্গ হেতু, উপাদানই যদি উপাদেয় হয় তাহা হইলে কুম্ভকারের চেষ্টার কি প্রয়োজন। ইহাও বলা যায় না যে—থাকিলেও উপাদেয়ের—ঘটের প্রকাশের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন—ইহা বিচার সহ নহে। এখন বিচার্য—ঘট উৎপাদনের চেষ্টার পূর্বে অভিব্যক্তি ছিল কি না? যদি বল ছিল, তাহা হইলে চেষ্টা করা বৃথা এবং সর্বদা দৃষ্ট হইত ঘটটি। তাহা হইলে বস্তুর নিত্য ও অনিত্য বিভাগ লুপ্ত হইয়া যায়। অথ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ পড়ে। যদি বল অভিব্যক্তি ছিল না, তাহা হইলে অসৎ কার্যবাদ আসিয়া

(ছাঃ ৬।১।৪-৬) যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং মিতি। তথৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যমিতি ॥ তথৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কার্ষ্ণায়সমিত্যেব সত্যমিতি ॥ ২৪ ॥

টীকা

বস্তম্ – ব্যাপারস্য, ইতি অসত্বাদেবোপাদানাৎ ভিন্নমুপাদেয়মিতি বৈশেষিকাদি নয়াৎ পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে পরিহরতি—(ব্রঃ সূঃ ২।১ ১৫) তদনন্যত্বমিতি, তস্মাৎ জীবপ্রকৃতি শক্তিযুক্তাৎ জগদুপাদানাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যদেবোপাদেয়ং জগৎ। কুতঃ? আরম্ভণেতি, আরম্ভণ-শব্দ আদির্যেষাং তেভ্যো বাক্যেভ্যঃ ॥ ২৩ ।

অনুবাদ

শ্রুতি – হে সৌম্য যেমন একটি মৃৎপিণ্ডরূপ কারণকে জানিলে তাহার কার্য সকল মৃন্ময় বস্তুকে জানা যায়। মৃত্তিকার বিকার বাক্যের অবলম্বন মাত্র. কেবল একটি নাম, কিন্তু ভাষায় বলিতে হয় এইটা ঘট, এইটা শরা, ভাষা দ্বারা পার্থক্য না করিলে সমুদয়ই মৃত্তিকা হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপই সত্য (৪), হে সৌম্য, যেমন একটি সুবর্ণপিণ্ড জানিলেই সমুদয় সুবর্ণময় বস্তু জানা যায়। বিকার নামমাত্র ভাষায় বলিতে হয় এইটি কুণ্ডল, এইটি বলয়। কারণ সুবর্ণ— এইরূপই সত্য (৫)। হে সৌম্য যেমন একটা নখ কাটার নরুণকে জানিলে সমুদয় লৌহময় বস্তুকে জানা যায়, লৌহের বিকার—এইরূপই সত্য। তেমনই

পড়ে। অতএব অসৎ উপাদেয়ের উৎপত্তির জন্য ব্যাপারের সার্থকতা, এইভাবে কার্য না থাকার জন্যই উপাদান হইতে উপাদেয় ভিন্ন বৈশেষিক দর্শন মতে পূর্বপক্ষ হইলে পর – শ্রীব্যাসদেব (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৫) উক্ত মতের পরিহার করিতেছেন—তৎজীব ও প্রকৃতি শক্তিযুক্ত জগদুপাদান ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগৎ ভিন্ন নয় (অনন্যৎ), কারণ আরম্ভণ-শব্দ আদি যে সকল শ্রুতিবাক্যে আছে, তাহা হইতে। ২৩।

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি (ছাঃ ৬।২।১) ॥ ২৫ ॥

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইতি ॥ ২৬ ॥

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি (ঐত ১।১।১) ॥ ২৭ ॥

বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ ইতি ॥ ২৮ ॥

টীকা

যথেতি বাক্যত্রয়ং ছান্দোগ্যে, যথাযথমূহ্যং। অন্যান্যপি বাক্যানি আদি-শব্দেনোক্তানি দর্শয়তি। সদেবেতি (ছা ৬।২।১) অত্র জগদুপস্থাপকস্য ইদং শব্দস্য সচ্ছব্দেন সামানাধিকরণ্যাৎ ব্রহ্মণো জগতা সহাভেদঃ সিদ্ধঃ। আত্মৈবেদ-মিতি—বাজসনেয়কে (বৃ ১।৪।১)॥ আত্মা বা ইতি ঐতরেয়কে (১।১, মিষৎ প্রকাশমানং॥ বাসুদেব ইতি শ্রীভগবদুপনিষদি॥ একমেবেতি ছান্দোগ্যে (৬।২।২), একং মুখ্যং কর্তৃনিমিত্তমিতি যাবৎ॥ অদ্বিতীয়ং সহায়-

অনুবাদ

হে সৌম্য সেই উপদেশ শ্রবণ করিলে অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অমত-বিষয় মনন করা হয় এবং অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ২৪ ॥

ছান্দোগ্যে (৬।২।১) হে সৌম্য এই বিশ্ব অগ্রে সৎই ছিল ॥ ২৫ ॥

এই বিশ্ব অগ্রে আত্মাই ছিল – পুরুষাকৃতি ॥ ২৬ ॥

আত্মাই এই বিশ্বের আদিতে একমাত্র ছিলেন। অন্য কিছুই নিমেষাদি ক্রিয়াশীল ছিল না, সেই আত্মা এইরূপ ঈক্ষণ করিলেন—আমি লোকসমূহ সৃজন করিব ॥ ২৭ ॥ (ঐতরেয় ১।১।১)

বাসুদেব এই বিশ্বের অগ্রে ছিলেন ব্রহ্মা ছিলেন না শঙ্করও ছিলেন না ॥ ২৮ ॥

ছান্দোগ্যে (৬।২ ৪-৬) যথা সৌম্য ইত্যাদি বাক্যত্রয় মূলে অর্থ দ্রঃ। অন্য বাক্য সকলও আদি শব্দদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন - সদেবেতি (ছা ৬।২।১) এস্থলে জগৎ বাচক ইদং শব্দের সৎ শব্দের সহিত সামানাধিকরণ্যহেতু ব্রহ্মের জগৎ সহ অভেদসিদ্ধ হইল। আত্মৈবেদমিতি (বৃহ ১।৪।১)। আত্মা বা ইতি ঐতরেয়কে (১) মিষৎ-প্রকাশমান॥ বাসুদেব ইতি শ্রীভগবদুপনিষদে॥

একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ ২৯ ॥

(ছাঃ ৬।৮।৪) সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ প্রজাঃ, সদায়তনাঃ সৎ-প্রতিষ্ঠাঃ ॥ ঐ তদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিতি (ছাঃ ৬।৮।৭) ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীদিতি (বৃ ১।৪।১০) ॥ ৩১ ॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইতি (তৈ ২।১।৩) ॥৩২॥

তত্তেজোঽসৃজত ইতি ॥ ৩৩ ॥

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইতি (তৈ ৩।১।১) ॥ ৩৪ ॥

টীকা

শূন্যম্ উপাদানঞ্চ তদেবেত্যর্থঃ। তদৈক্ষতেতি (ছা ৬।২।৩) তদ্ব্রহ্ম, বহুস্যামিতি সঙ্কল্পং চকারেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

সন্মূলা ইতি তত্রৈব (ছা ৬।৮।৪)। ব্রহ্ম বা ইতি (বৃ ১।৪।১০) ॥

অনুবাদ

একই অদ্বিতীয়। তিনি আলোচনা করিলেন বহু হইব প্রজারূপে সৃষ্ট হইব ॥ ২৯ ॥

ছান্দোগ্যে (৬।৮।৪) হে সৌম্য এই সকল প্রজা সৎমূলা সৎ হইতে উৎপন্ন, সৎ পালিতা, সতে প্রলয়কালে লীন হইবে ॥ সুতরাং এই সকলই সদাত্মক (ছা ৬।৮।৭) ॥ ৩০ ॥

বৃহদারণ্যকে (১।৪।১০) ব্রহ্মই এই সকলের অগ্রে একই ছিলেন ॥ ৩১ ॥

সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে (তৈ ২।১।৩) ॥ ৩২ ॥

ছান্দোগ্যে সেই তেজ সৃষ্টি করিলে ॥ ৩৩ ॥

যাহা হইতে এই প্রাণীসকল উৎপন্ন হয়। (তৈ ৩।১।১ ॥ ৩৪ ॥

একমেবেতি ছান্দোগ্যে (৬।২ ২) এক মুখ্য নিমিত্ত কারণ ॥ অদ্বিতীয়—সহায়শূন্য উপাদানও তিনি ব্রহ্মই ॥ তদৈক্ষত ইহা (ছা ৬।২।৩) তৎ—ব্রহ্ম, বহু হইব এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন ॥ ২৪-২৯ ॥

সন্মূলা ইতি সেই ছান্দোগ্যে। ব্রহ্ম বা ইতি বৃহদারণ্যকে (১।৪।১০)।

পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত। অথ নারায়ণাদজো জায়তঃ, প্রজাঃ, সর্বাণি ভূতানি ইতি ॥ ৩৫ ॥

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীতেতি (ছা ৩।১৪।১) এবং বিধানি বাক্যানি ছান্দোগ্যাদৌ শ্রূয়তে ॥ ৩৬ ॥

শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং [illegible] উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ॥ ৩৭ ॥

টীকা

তস্মাদ্বা ইতি তৈত্তিরিয়কে। তত্তেজ ইতি ছান্দোগ্যে। যতো বা ইতি (তৈত্তি ৩।১।১), পুরুষ ইতি ॥ ৩০-৩৫ ॥

সর্বমিতি (ছান্দোগ্যে ৩।১৪।১) [illegible] ইতি তল্লং, তস্মিন্নেবানিতি [illegible] ইতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ

সেই নারায়ণ পুরুষ কামনা করিলেন, অথ নারায়ণ হইতে অজ ব্রহ্মা জাত হইলেন, প্রজাসমূহ, ভূতসমূহ জাত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

(ছা ৩।১৪।১) এই পরিদৃশ্যমান সকলই ব্রহ্ম, যেহেতু ব্রহ্ম হইতে জাত তাহাতে লয়, তাহাতে স্থিতি, অতএব শান্ত উপাসনা করিবে ॥ এইরূপ বাক্যসমূহ ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রভৃতিতে শ্রুত হয় ॥ ৩৬ ॥

পিতা উদ্দালক বলিলেন—হে শ্বেতকেতু যেহেতু তুমি সৌম্য হইয়াও এখন নিজেকে মহান্ সমগ্র সাঙ্গ বেদাভ্যাসী মনে করিয়া উদ্ধত হইয়াছ, তুমি

তস্মাদ বা ইত্যাদি তৈত্তিরীয়কে। তত্তেজ ইতি ছান্দোগ্যে। যতো বা ইতি তৈত্তিরীয়কে (৩।১।১)। পুরুষ ইতি ॥ ৩০-৩৫ ॥

সর্বমিতি ছান্দোগ্যে (৩।১৪।১) তজ্জং—তাহা হইতে জাত, তল্লং—তাহাতে লয় হয়, তদনং—তাহাতেই স্থিতি [illegible] বলিলেন ॥ ৩৬ ॥

টীকা

"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাদিতি (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩) সূত্র ব্যাখ্যানে শ্বেতকেতো ইতি ছান্দোগ্যে (৬।১।২) তৎ পিতুরুদ্দালকস্যোক্তিঃ। হে শ্বেতকেতো হে সৌম্য চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শন, অনূচানমানী 'সাঙ্গবেদাধ্যয়নবানস্মি' ইত্যভিমানত্বাৎ, অত এবং মহামনাঃ মহান্ অস্মি ইতি মনো যস্যাসৌ, তথা অতএব স্তব্ধোঽবিনয়-শূন্যোঽসি ইদং যৎ তৎ কিমিত্যর্থঃ। যেন শ্রুতেন বিজ্ঞানেন অন্যৎ সর্বং অশ্রুতং মমতমবিজ্ঞাতমপি শ্রুতং মতং বিজ্ঞাতঞ্চ ভবতি তমাদেশং পরেশং অপ্রাক্ষীঃ পৃষ্টবান্ অভূরিত্যর্থঃ। আদেশঃ শাস্তাঃ উপদেষ্টো বেত্যর্থঃ। তাদৃশস্য তস্য বিজ্ঞানং তব প্রায়েণাভূৎ ন বেতি, কথমন্যথা তব মহাগর্বোদয়ঃ স্যাদিত্যাদিনা তদাশয়মবিদুষা শিষ্যেণ অন্যজ্ঞানাদন্যজ্ঞানং অসম্ভবতীতি মৃষ্যৎ কথং নু ভগবঃ স আদেশ ইতি পরিপৃষ্টঃ স জগতো

অনুবাদ

সেই আদেশটি জানিয়াছ কি, যে আদেশ শ্রবণ করিলে অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয় ।। ৩৭ ।।

টীকানুবাদ—ব্রহ্মসূত্র (১ ৪ ২৩) ব্রহ্মজগতের নিমিত্ত কারণ হইয়াও উপাদান কারণ, প্রতিজ্ঞা—'একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞান' এবং দৃষ্টান্ত—যথা এক মৃৎপিণ্ড জ্ঞান দ্বারা সর্বমৃন্ময় বস্তুর জ্ঞান. এই উভয়ের অনুরোধে। এই সূত্রব্যাখ্যানে শ্বেতকেতু ইত্যাদি ছান্দোগ্য (৬ ১।২) তাহার পিতা উদ্দালকের উক্তি—হে শ্বেতকেতু হে সৌম্য—চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শন, অনূচানমানী সাঙ্গবেদাধ্যয়নবান্ হই আমি অভিমানী অতএব মহামনা মহান্ আমি—এইরূপ মন যাহার। অতএব স্তব্ধ—বিনয়শূন্য হইয়াছ ইহা যৎকিঞ্চিৎ, যাহা শুনিলে বিশেষভাবে জানিলে অন্য সকল অশ্রুত অমত অবিজ্ঞাতও—শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হয়। সেই আদেশ পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি। আদেশ—শাস্তা বা উপদেষ্টা। ঐরূপ পরমেশ্বর বিজ্ঞান তোমার প্রায়শ হইয়াছে কি না, তাহা না হইলে তোমার এত মহাগর্ব কি কারণ? তাহার অভিপ্রায় না জানিয়া শিষ্য অন্য জ্ঞান দ্বারা অন্য জ্ঞান অসম্ভব। এই মনে করিয়া বলিল—হে ভগবন্ সেই

টীকা

ব্রহ্মোপাদানকতাং বদিষ্যন্ লোকপ্রতীতি সিদ্ধমুপাদেয়স্যোপাদানাভেদং দর্শয়তি যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেনেত্যাদিনা একস্মাদেব মৃৎপিণ্ডো-পাদানাজ্জাতং ঘটাদি সর্বং তেনৈব বিজ্ঞাতেন বিজ্ঞাতং স্যাৎ তস্য তাভ্যোঽনতিরিক্তাৎ এবমাদেশে ব্রহ্মণি সর্বোপাদানে বিজ্ঞাতে [illegible] কৃৎস্নং জগৎ বিজ্ঞাতং ভবতীতি তত্রার্থঃ।

নমু ধী-শব্দাদিভেদাদুপাদেয়মুপাদানাদন্যৎ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—বাচা-[illegible] (পাঃ ৩ ৩ ১১৩) মৃৎপিণ্ডস্য কম্বুগ্রীবাদি রূপসংস্থান সম্বন্ধে সতি বিকার ইতি নামধেয়মাত্রং (তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ) [illegible] 'বাচা' ইতি বাচা বাক্পূর্বকেণ ব্যবহারেণ হেতুনা [illegible] 'ঘটেন জলমানয়' ইত্যাদি বাক্পূর্বক ব্যবহার সিদ্ধার্থং মৃদ্দ্রব্যমেব জাতসংস্থান-

অনুবাদ

আদেশ কিরূপ? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি জগতের ব্রহ্মই উপাদান কারণ বলিতে গিয়া লৌকিক উদাহরণ দ্বারা উপাদেয়ের উপাদান হইতে অভেদ দেখাইতেছেন—যেমন হে সৌম্য একটি মৃৎপিণ্ড জ্ঞান দ্বারা মৃৎপিণ্ড উপাদান হইতে জাত ঘটাদি সর্ব মৃন্ময় বস্তু জানা যায়. মৃন্ময় বস্তুসকল মৃৎপিণ্ড হইতে অতিরিক্ত কিছুই নয়, এইরূপ আদেশ সর্ববস্তুর উপাদান ব্রহ্মকে জানিলে তাহা হইতে জাত উপাদেয় সর্ব জগৎ জানা যায়।

প্রশ্ন—বুদ্ধি ও শব্দাদি ভেদহেতু উপাদেয় উপাদান হইতে ভিন্ন হয়, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলি—মৃৎপিণ্ডের বিকার মৃন্ময় ঘটরূপ নাম ব্যবহারের সুবিধার জন্য ঘট দ্বারা জল আনয়ন জন্য মৃদ্দ্রব্যই আকৃতি ভেদে ঘটাদি নামযুক্ত হয়। তাহার ঘটাদি অবস্থাতেও মৃত্তিকাই নামমাত্র ঘট সত্য প্রামাণিক। অতএব ঘটাদিও মৃদ্দ্রব্যই ইহা সত্য, অন্য দ্রব্য নহে। অতএব সেই মৃদ্দ্রব্যের আকৃতি ভেদে ধী-বুদ্ধিভেদ ও শব্দভেদ সম্ভব। যেমন একই চৈত্রের অবস্থা বিশেষ ও সম্বন্ধহেতু বালক যুবা প্রভৃতি বুদ্ধি ও শব্দভেদ। মৃত্তিকাদি উপাদানে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে অবস্থিত ঘটাদি দণ্ডাদি দ্বারা নিমিত্ত

টীকা

বিশেষঃ সংঘটাদিনাম ভাগ্ভবতি। তস্য ঘটাখ্যবস্তুস্যাপি মৃত্তিকাতোব নামধেয়ং সত্যং প্রামানিকং। ততশ্চ ঘটাখ্যপি মৃদদ্রব্যমিতোব সত্যং ন তু দ্রব্যান্তরমিতি। অতঃ তস্যৈব মৃদদ্রব্যস্য সংস্থানান্তর-যোগমাত্রেণ ধী-শব্দান্তরাদি সম্ভবতি। যথৈকস্যৈব চৈত্রস্যাবস্থাবিশেষসম্বন্ধাদ্বালযুবাদিধী-শব্দান্তরাদি। মৃদাত্মোপাদানে তাদাত্ম্যেন সদেব ঘটাদি দণ্ডাদিনা নিমিত্তেনাভিব্যজ্যতে ন তু অসদ্ উৎপদ্যত ইতি অভিন্নমেবোপাদেয়মুপাদানাৎ ভেদে কিলোন্মান দ্বৈগুণ্যাদ্যাপত্তিঃ। মৃৎপিণ্ডস্য গুরুত্বমেকং, ঘটাদেশ্চৈক মিতি তুলারোহে দ্বিগুণং তৎ স্যাৎ, এবমন্যচ্চ। ন তু শুক্তি রূপ্যাদিবদ্ তদনন্য ত্বমারম্ভণ (গোঃ ভাষ্য ২।১।১৪) বিবর্ত্তো, ন চ শুক্তেঃ সকাশাৎ স্বতোঽন্যত্র সিদ্ধং রূপ্যমিব ভিন্নম ইতি এব কারাৎ - এবমিতি শব্দানর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ নিরস্তম্। ন চাভিব্যক্তি পক্ষস্য নির্মূলত্বং শক্যং বক্তুং—কল্পান্তে কালসৃষ্টেন যোঽন্ধেন তমসাবৃতম্। অভিব্যনগ, জগদিদং স্বয়ং রোচিঃ স্বরোচিষা। (ভাঃ ৭৩।২৬) ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধেঃ।

অনুবাদ

কারণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া ছিলা না, উৎপন্ন হইল, এইরূপে অভিন্নই উপাদেয় উপাদান হইতে ভিন্ন হইলে ওজনে দ্বিগুন হইত। মৃৎপিণ্ডের গুরুত্ব এক + ঘটাদির গুরুত্ব এক এইভাবে তোল যন্ত্রে চাপাইলে দ্বিগুণ হইত, এইরূপ অন্যান্য।

ঝিনুকে রূপার ভ্রমের ন্যায় নহে, শুক্তি হইতে স্বাভাবিক ভিন্ন অন্যত্র স্থিত রূপার ভ্রম শুক্তিতে নহে। এব-কার থাকায় শব্দের ব্যর্থতা ও কষ্টকল্পনা নিরস্ত হইল। ইহা দ্বারা অভিব্যক্তি পক্ষ এর নির্মূলতা হইল বলিতে পার না। শ্রীভাগবতের (৭৩২৬) ব্রহ্মার দিন শেষে কালকৃত যাহা গাঢ় অন্ধকারে আবৃত থাকে স্বয়ং জ্যোতি পরমেশ্বর দ্বারা এই জগৎ পুনঃ অভিব্যক্ত হয়, ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধ। ইহা দ্বারা সিদ্ধ বস্তুর পুনঃ সাধনতাদোষ বা অনবস্থাদোষ পড়ে না। কর্তার চেষ্টার পূর্ব্বে অভিব্যক্তির সত্তা স্বীকার না করা এবং অভিব্যক্তির পর সত্তা স্বীকার করা হেতু। প্রশ্ন :— ইহা দ্বারা

টীকা

ন চ সিদ্ধসাধনতা-অনবস্থা বা দোষঃ, কারকব্যাপারাৎ পূর্ব্বম্ অভিব্যক্তেঃ সত্তানঙ্গীকারাৎ অভিব্যক্ত্যন্তরানঙ্গীকারাচ্চ। নম্নু এবং অসৎকার্যতাপত্তিঃ? পূর্বমসত্যাস্তস্যাঃ তদ্ব্যাপারেণোৎপাদ্যমান ত্বাৎ ইতি চেৎ, নৈবং, তস্যাঃ কার্যান্তাভাবাৎ, স্বতন্ত্রাভিব্যক্তিমত্ত্বং কিল কার্যত্বং, তচ্চ তস্যাং নাস্তি আশ্রয়াভিব্যক্ত্যৈব তৎসিদ্ধেঃ। তদ্ব্যাপারেণ সংস্থানযোগরূপাভিব্যক্তিনিয়তাভিব্যক্তি প্রকৃতে ন কিঞ্চিদ্ অবদ্যম্।

যত্তু সতঃ কার্যস্যোৎপত্তিরিতি বদন্তি, তন্মন্দং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি— ব্যাপারাৎ প্রাগ্ অসৎ চেৎ কার্যং তর্হি সর্ব্বস্মাৎ সর্বমুৎপদ্যেৎ, সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবসৌলভ্যাৎ, তিলেভ্যস্তৈলমিব ক্ষীরাদিকমপ্যুৎপন্নং স্যাৎ, অকর্তৃকা চোৎপত্তিঃ, কার্যস্যাসত্ত্বাৎ ন চ কারণনিষ্ঠাশক্তিরেব কার্যং নিযচ্ছেৎ? ইতি বাচ্যং, অসত্যাসত্তাসম্বন্ধাৎ। কিঞ্চ, উৎপত্তি রুৎপদ্যতে ন বা? আদ্যে অনবস্থা, অন্যোৎপা-

অনুবাদ

অসৎ কার্যবাদ দোষ পড়িল—পূর্ব্বে ছিল না এবং কর্তার চেষ্টা দ্বারা উৎপাদ্যমান হেতু ইহা বলিতে পার না, অভিব্যক্তির কার্যত্ব না থাকায়। স্বতন্ত্র অভিব্যক্তিযুক্ততাই কার্যতা। তাহা অভিব্যক্তিতে নাই, আশ্রয়ের অভিব্যক্তি দ্বারাই কার্যের অভিব্যক্তি সিদ্ধ হওয়ায়। কর্তার ব্যাপার দ্বারা আকার যোগরূপ অভিব্যক্তি নিয়ত—নিত্য অভিব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কোন দোষ নয়।

আর যে 'অবস্থিত সৎ কার্যের উৎপত্তি' এইরূপ বলেন, তাহা ঠিক নয়, বিচার সহ না হওয়ায়। যথা—কর্তৃব্যাপারের পূর্বে কার্য যদি অসৎ ছিল না বলা যায়, তাহা হইলে সকল বস্তু হইতে সর্ব্ববস্তু উৎপন্ন হইবে, সর্ব্বত্র সর্বভাব সুলভ হেতু, তিল হইতে যেমন তৈল উৎপন্ন হয় সেইরূপ ক্ষীরাদি উৎপন্ন হইতে পারে, কর্তা বিহীনও উৎপত্তি হইতে পারে, কার্যের অসত্ত্বাহেতু। কারণে অবস্থিত শক্তিই কার্য সম্পাদন করে ইহাও বলা যায় না, অসৎ কার্যের সহিত কর্তার সম্বন্ধ না থাকায়। আরও বল—উৎপত্তি উৎপন্ন হয় কি না? যদি বল হয়, তবে অনবস্থা দোষ, যদি বল না, তাহাতেও উৎপত্তি না থাকায় বা নিত্য উৎপত্তি থাকায় উৎপত্তির উৎপত্তি নাই—এই উভয়পক্ষই অসাধু

স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্বমিদং জগৎ ॥
জগচ্চ যো যতশ্চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি" ॥ ৪০ ॥
(বিপু ২।৭।৩৭-৪০)

"অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্মান্তরেণ বাক্য-শেষাৎ ॥ (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৭) ॥ ৪১ ॥

টীকা

উপাদেয়ে উপাদানতাদাত্ম্যং পূর্বত্র প্রমাণিতং। নাশানন্তরং উপাদান উপাদেয়াভেদঃ। পরত্রেতি সূত্রদ্বয়ে বিবেচনমস্তীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪০ ॥

অসদিতি—'স্যাদেতৎ 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি' পূর্বমসত্ত্ব শ্রবণাৎ, উপাদানে উপাদেয়স্য সত্ত্বঃ নাস্তেয়মিতি চেৎ, ন, যদয়মসদ্ব্যপদেশো ন ভবদভিমতেন তুচ্ছত্বেন। কিন্তু ধর্মান্তরেণৈব সঙ্গচ্ছতে। একস্যৈব দ্রব্যস্যোপপাদেয়োপাদানোভয়াবস্থস্য স্থৌল্যং সৌক্ষ্ম্যং চেত্যবস্থাত্মকং ধর্মদ্বয়ং সদসচ্ছব্দবোধ্যং,

অনুবাদ

অবস্থিত দেবাদি বিষ্ণুশক্তি প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হন। যাহা হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন, যিনি জগৎ স্বরূপ, যাঁহাতে জগৎ অবস্থিত এবং যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইবে, সেই বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মসূত্র (২।১।১৭) কার্যের যে সকল ধর্ম থাকে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য যখন কারণের মধ্যে লীন থাকে, তখন তাহার সে সকল ধর্ম্ম থাকে না, অন্য ধর্ম থাকে। এই ধর্মের বিভিন্নতা (অর্থাৎ ধর্মান্তর) হেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎকে অসৎ বলা হইয়াছে। এই শ্রুতি বাক্যের শেষে আছে যে ঈশ্বর সৃষ্টির প্রাক্কালে 'অসৎ' মনকে সৃষ্টি করিলেন। মনকে যখন অসৎ বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, 'কিছু নয়' এ অর্থ অসৎ শব্দের প্রয়োগ করা হয় নাই; নামরূপ হীন এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ ব্রঃ সূঃ (২।১।১৮)

যেহেতু পূর্ব্বে বালিতে তৈল ছিল না। তিলে ও ব্রহ্মে উভয়ত্র একই পারমার্থিক। উৎপত্তির পর উপাদেয়ে উপাদানের তাদাত্ম্য পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। নাশের পর উপাদান উপাদেয় এক অভেদ। পরত্র ইতি সূত্রদ্বয়ে বিবেচন আছে জানিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৮) ॥ ৪২ ॥

টীকা

তত্র স্থৌল্যাদ্ধর্ম্মাদন্যৎ সৌক্ষ্ম্যং ধর্মান্তরং তেনেত্যর্থঃ। এবং কুতঃ বাক্য শেষাৎ—তথাচ তত্রৈব 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি বাক্যশেষেণ সন্দিগ্ধার্থস্য উপক্রমবাক্যস্য তথৈব ব্যাকর্তুমুচিতত্বাৎ। অন্যথা আসীদিত্যাত্মানমকুরুতেতি চ বিরুদ্ধেত। অসতঃ কালেন সহাসম্বন্ধাৎ আত্মা ভাবেন কর্তৃত্বস্য বক্তুমশক্যত্বাচ্চ। ততো বৈ সদ জায়ত ইত্যন্যত্র চ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ

'ঘট নাই' বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঘটের বিশিষ্ট আকারটিই নাই, কিন্তু ঘট যে দ্রব্যগুলি ছিল, সেগুলি এখনও আছে, যদিও বিভিন্ন আকারে। অতএব 'অসৎ' শব্দের অর্থ গুণ বা ধর্মের পরিবর্তন মাত্র (ধর্মান্তর)। সেইরূপ সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ ছিল, ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের অন্য প্রকার রূপ ও গুণ ছিল ॥ ৪২ ॥

'অসৎ' ইতি—হইতেও পারে—'এই বিশ্ব ইতঃপূর্বে অসৎ ছিল', পূর্বে অসত্ত্ব শ্রবণ হেতু উপাদানে উপাদেয়ের সত্ত্ব ছিল না, ইহাই যদি হয়? উত্তর—না, এই যে অসৎ উপদেশ তাহা তোমার মতে তুচ্ছ নহে বা মিথ্যা নহে। কিন্তু অন্য ধর্ম্ম যুক্ত ছিল—ইহাই সঙ্গতি হয়। একই দ্রব্যের উপাদেয় ও উপাদান এই উভয় অবস্থার স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা রূপ দ্বিবিধ ধর্ম্ম সৎ ও অসৎ শব্দ দ্বারা বোধ্য, তন্মধ্যে স্থূলধর্ম হইতে অন্য সূক্ষ্মতা রূপ ধর্মান্তরে ছিল। এইরূপ কোথা হইতে জানা যায়? বাক্যশেষ হইতে। ঐ শ্রুতিতেই তৎকালে নিজেকে স্বয়ং এই বিশ্বরূপে পরিণত করিলেন। এইরূপ বাক্য শেষ দ্বারা সন্দিগ্ধ উপক্রম বাক্যের ঐরূপ ব্যাখ্যা শেষে করা উচিত হইয়াছে। তাহা না হইলে 'পূর্বে ছিল, নিজেকে এইরূপ করিলেন' এই সকল বাক্যের সহিত বিরোধ হইত। যেহেতু অসৎ বস্তুর কালের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। আর 'আত্মা' না থাকিলে কর্তৃত্বের কথন হইতে পারে না, অন্যত্রও আছে—তাহা হইতে নিশ্চয় সৎ উৎপন্ন হইল ॥ ৪১ ॥

মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা, কপালিকা চূর্ণরজস্ততোঽণুঃ।
জনৈঃ স্বকর্ম্মস্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈরালক্ষ্যতে ব্রূহি কিমত্র বস্তু ॥ ইতি॥৪৩॥
(বিপু ২।১২।৪২)

টীকা

অসত্ত্বং ধর্মান্তরং ইত্যত্র হেতুং দর্শয়তি — যুক্তেরিতি, মৃৎপিণ্ডস্য কম্বুগ্রীবাদ্যাকারযোগো ঘটোঽস্তীতি ব্যবহারহেতুঃ, তদ্বিরোধি-কপালাদ্যবস্থান্তরযোগস্তু ঘটো নাস্তি ইতি ব্যবহারস্য ॥ ৪২ ॥

শ্রীবৈষ্ণব স্মৃতিরপি একমেবাভিধত্তে মহীতি. স্বকর্মেতি স্বকর্ম্মস্তব্ধাত্মজ্ঞানৈরত্র জগতি মুহুঃ পরিণামি শৈলধরাদিময়ে কিং বস্তু আলক্ষ্যতে যৎ কিঞ্চিদ্ অস্মিন্ বস্তুজাতং তৎসর্বং ব্রহ্ম। নাস্তি ততো ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ তস্যৈব সর্ব স্বরূপত্বাৎ, যদি কিমপি তদ্ব্যতিরিক্তং কিমপি অস্তি তর্হি ত্বং ব্রূহীত্যর্থঃ।

অনুবাদ

বিষ্ণুপুরাণে (২।১২ ৪২) দেখুন, পৃথিবী ঘট বলিয়া প্রথিত হইলে, তখন তাহাকে আর পৃথিবী বলা যায় না, সেই ঘট ভাঙ্গিয়া কপালিকাতে পর্যবসিত হইলে, কপালিকা চূর্ণরূপে এবং চূর্ণও অণুরূপে পরিণত হইলে তাহাকে কি বলিয়া নিশ্চয় করিব ?— তাহা মাটী, অথবা ঘট, অথবা কপাল ; কিন্তু মনুষ্যগণ স্বকর্মবশে আত্মজ্ঞান হারাইয়া এই সকল বস্তুকে কেমন ঘটাদিরূপে নিদেশ করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

অসত্ত্বের অর্থ যে ধর্মান্তর এ বিষয়ে যুক্তি ও উদাহরণ দেখাইতেছেন পরবর্তী সূত্রে (২।১ ১৮) যুক্তে মৃৎপিণ্ডের কম্বুগ্রীবাদি আকার যোগে ব্যবহারযোগ্য ঘট তাহার বিরোধী কপালাদি অবস্থান্তরযোগ্য ঘট নাই ॥ ৪২ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ রূপ স্মৃতিও এইরূপই বলিয়াছেন— মহীতি। — স্বকর্ম্ম তাহাও আত্মজ্ঞান সহ এই জগতে পুনঃ পুনঃ পরিণামী পাহাড় পর্বত ভূতলাদিময়ে কি বস্তু দৃশ্য হয় যাহা কিছু এই বস্তুসমূহ তৎসমস্তই ব্রহ্ম। তাহা হইতে অন্য কিছুই নাই. তিনি সর্ব্বরূপ বিশ্বরূপ হইয়াছেন, যদি কিছু তাহা ছাড়া থাকে, তাহা তুমি বল ॥

যথা চ প্রাণাদি ॥ ৪৪ ॥ (ব্রঃ সূঃ ২।১।২০)

টীকা

অনেন ব্রহ্মণঃ সকাশাজ্জগতোঽনন্যত্বং দর্শিতমিতি তদর্থঃ। এতাবতৈব ঘটাদ্যভাব ব্যবহার [illegible] ন চ উপাদানাদ্ভিন্ন ইতি যুক্তিঃ, অসচ্ছব্দস্য পূর্বমুদাহৃতত্বাৎ [illegible] সদেব সৌম্যেদমিতি এবম্ যুক্তি-সচ্ছব্দাভ্যাম্ অসৎ [illegible] ন তু শশবিষাণবন্নিরূপাখ্যমিতি। উপমর্দিত বিশেষং জগৎ পরম সূক্ষ্মে [illegible] সৌক্ষ্মাদসদিত্যুচ্যতে। তস্মাদুৎপত্তেঃ প্রাক্ অপি উপাদানবপুষা সত্ত্বাৎ তদভিন্নমেব উপাদেয়ম ইতি সিদ্ধম। যচ্চ নাসদুৎপদ্যতেঽসম্ভবাৎ, নাপি সৎ কারকব্যাপার বৈয়র্থ্যাৎ, কিন্তু অনির্বাচ্যমেব ইত্যাহ— তন্মন্দং, সদসদ্বিলক্ষণতায়া দুরুপপাদত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥

দৃষ্টান্তেন পূর্ব্বোক্তং পুষ্ণন্নাহ— যথা চেতি। যথা প্রাণাদিঃ প্রাণায়ামেন

অনুবাদ

মূলানুবাদ— ব্রহ্মসূত্র (২।১।২০) যেমন এক বায়ু, প্রাণ অপানাদি বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়া বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে। সেইরূপ এক ব্রহ্মই জগতের বিভিন্ন পদার্থের রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করেন ॥ ৪৫ ॥

ইহা দ্বারা ব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব দেখান হইল। এই পর্যন্তই ঘটাদির অভাব ব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় উপাদান ভিন্ন জগৎ ইহা বলা যায় না। অসৎ শব্দ পূর্বে উদাহৃত হইয়াছে বলিয়া তাহা হইতে অন্য সৎ শব্দ শব্দান্তর— সদেব সৌম্যেদমিতি। এইরূপ যুক্তি— সৎ শব্দ দুইটি দ্বারা অসৎ অর্থে সূক্ষ্মই কিন্তু শশশৃঙ্গবৎ অলীক নহে। সর্ববিশেষ হীন জগৎ পরম সূক্ষ্ম ব্রহ্মে বিলীন হইয়া প্রলয়ে সূক্ষ্মভাবে অবস্থানহেতু অসৎ বলা হয়। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বেও উপাদান শরীরে জগৎ অবস্থান করায় তাহা হইতে অভিন্নই উপাদেয় ইহাই সিদ্ধ হইল। আর যে বলা হইয়াছে, অসৎ উৎপন্ন হয় অসম্ভব হেতু, সৎ উৎপন্ন বলা যায় না, কারক ব্যাপার ব্যর্থ হয় বলিয়া, কিন্তু অনির্ব্বাচ্যই— এইরূপ বলিয়াছেন, তাহা মন্দ, সদসদ্ বিলক্ষণতার উপপাদন করা দুরূহ ॥ ৪৩॥

কিং তদাসীৎ তস্মৈ স হোবাচ ন সন্নাসন্ন সদসদিতি, তস্মাত্তমঃ সংজায়তে, তমসো ভূতাদি, ভূতাদেরাকাশমাকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিরগ্নেরাপো অদ্ভ্যঃ পৃথিবী তদণ্ডং সমভবৎ। তৎসংবৎসরমুষিত্বা দ্বিধাকরোৎ। অধস্তাদ্ ভূমিরূপরিষ্টাদাকাশং মধ্যে পুরুষো দিব্যঃ সহস্র-

টীকা

সংযমিতস্তদাপি মুখ্য প্রাণমাত্রতয়া সন্নেব প্রবৃত্তিকালে হৃদয়াদি স্থানানি মুখ্যপ্রাণে ভজতি সতি, তস্মাদেব মুখ্যাৎ স্বাবস্থয়াঽভিব্যজ্যতে। তথা প্রপঞ্চোঽপি উপমৃদিতবিশেষোঽপি ইতো সূক্ষ্মশক্তিমতি ব্রহ্মণি তদাত্মনা সন্নেব সৃষ্টিকালে তস্মিন্ সিসৃক্ষৌ সতি তস্মাদেব প্রধান মহদাদিরূপঃ প্রাদুর্ভবতীতি, উক্ত সমুচ্চয়ার্থঃ চ শব্দঃ। অসৎ-কার্যবাদে তু দৃষ্টান্তো নাস্তি, ন হি বন্ধ্যাপুত্রঃ ক্বচিদ্ উৎপদ্যমানো দৃশ্যতে, খ-পুষ্পং বা। তস্মাদেকমেব জীব-প্রকৃতি শক্তিমদ্ ব্রহ্ম জগদুপাদানং তদাত্মকমুপাদেয়ম্ চেতি সিদ্ধম্ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ

প্রশ্ন—সৃষ্টির পূর্বে কি ছিল? তাহার উত্তরে—তাহাকে শ্রীগুরুদেব বলিতেছেন—সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না, সদসদও ছিল না। অতএব তাহা হইতে তমঃ উৎপন্ন হইল, তমো হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ভূতাদি, তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল

টীকানুবাদ—দৃষ্টান্ত সহ পূর্ব্বোক্ত বিষয় পুষ্ট করিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্মসূত্রে (২।১।২০) যেমন প্রাণাদি প্রাণায়াম দ্বারা সংযত হইয়া তখনও মুখ্য প্রাণমাত্ররূপে অবস্থান করিয়াই প্রবৃত্তিকালে হৃদয়াদি স্থানসমূহে মুখ্য প্রাণ বিভক্ত হইলে পর সেই মুখ্য হইতে নিজ নিজ অবস্থায় প্রকাশিত হয়, সেইরূপ এই বিশ্বপ্রপঞ্চও সর্ববিশেষ প্রলয়ে মর্দিত হইলেও সূক্ষ্ম শক্তিমান্ ব্রহ্মে ঐরূপে থাকিয়াই সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম সৃষ্টি ইচ্ছা করিলে তাহা হইতেই প্রধান মহদাদিরূপ প্রাদুর্ভূত হয়। অসৎ কার্যবাদে কিন্তু দৃষ্টান্ত নাই। বন্ধ্যাপুত্র কোথাও উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না, বা আকাশ-কুসুম, সুতরাং জীব ও প্রকৃতি শক্তিযুক্ত একই ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং জগৎরূপে উপাদেয়ও সিদ্ধ হইলেন ॥ ৪৪ ॥

শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ সহস্রবাহুরিতি ॥ ৪৫ ॥ (সুবালোপনিষদ ১।১)

টীকা

'কিং তদাসীৎ' ইতি সুবালোপনিষদি, তং গুরুং শিষ্যাঃ পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ। প্রষ্টব্যমাহ—কিমিতি সৃষ্টেঃ পূর্বম্ অবিনাশী বস্তু কিং তদাসীৎ ইতি এবং পৃষ্টঃ স গুরু তস্মৈ শিষ্যবৃন্দায় হোবাচ ন সদিত্যাদি সৃষ্টেঃ পূর্বং তদ্বস্তু আসীৎ তৎ ন সৎ—তেজোঽপ্ অন্নরূপং স্থূলং ন ইত্যর্থঃ। নাপি অসৎ—প্রধান মহদাদিরূপং সূক্ষ্মং ন ইত্যর্থঃ। ন চ সদসৎ—বিয়দ্ বায়ুরূপং স্থূল সূক্ষ্মং নাসীৎ ইত্যর্থঃ। তর্হি কিমাসীদিতি চেৎ, তৎ তৎ বিলক্ষণং তমঃ শক্তিকং ব্রহ্মৈব আসীৎ ইত্যুক্তং বোধ্যম্। তস্মাৎ স্ববিলীন ক্ষেত্রজ্ঞগণ বুভুক্ষাভুদিতানুকম্পাৎ, বীক্ষিত তমসো ব্রহ্মণস্তমঃ সংজায়তে। প্রধান শরীরতাক্ষরবাঞ্ছনাভিমুখমভবৎ। তমসোঽক্ষর শব্দিতোঽব্যক্ত শরীরকঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ তস্মাদভিব্যক্ত ত্রিগুণমব্যক্তং, তত্স্থিরিধো

অনুবাদ

হইতে পৃথিবী, এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল। তাহা এক বৎসর থাকিয়া দ্বিধা বিভক্ত করা হইল। নীচু ভাগ ভূমি, উপরি ভাগ আকাশ মধ্যে দিব্য পুরুষ সহস্রশীর্ষা পুরুষ সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ সহস্র বাহু। ৪৫॥ (সুবালোপনিষৎ ১।১)

'কিং তদাসীৎ' ইতি সুবালোপনিষদে (১।১) শ্রীগুরুদেবকে শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কিম্—সৃষ্টির পূর্বে অবিনাশী বস্তু কি তৎকালে ছিল—এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই গুরুদেব সেই শিষ্যবৃন্দকে বলিলেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে যে বস্তু ছিল, তাহা সৎ—তেজ জল পৃথিবী এই স্থূল বস্তু নয়। অসৎও নয়—প্রধান মহদাদিরূপ সূক্ষ্ম নয়, সদসৎ নয়—বায়ুরূপ স্থূলসূক্ষ্মও ছিল না। তাহা হইলে কি ছিল? ঐ সকল হইতে বিলক্ষণ তমঃ শক্তিক ব্রহ্মই ছিল, ইহা জানিতে হইবে। অতএব নিজ স্বরূপে বিলীন ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের ভোগবাসনা হইতে উদিত কৃপা শক্তি হইতে তাদের প্রতি ব্রহ্মের দৃষ্টি পতিত হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে তমঃ উৎপন্ন হইল। প্রধান শরীরক অক্ষর প্রকাশনোন্মুখ হইল। তমঃ হইতে অক্ষর শব্দবাচ্য অব্যক্ত শরীরক ক্ষেত্রজ্ঞ; তাহা হইতে প্রকাশিত

ন সদাসীৎ নাসদাসীৎ তদানীং ; তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্ ।। ইতি ।। ৪৬ ।।

টীকা

মহান্, তত্তস্মাদ্‌ত্রিধাঽহংকারঃ তস্মাৎ সাত্ত্বিকাদিদ্বয়ং দেবতা মনশ্চ, রাজসাৎ ইন্দ্রিয়াণি, তামসাৎ ভূতাদি সংজ্ঞাৎ তন্মাত্রদ্বারা খাদীনি পঞ্চভূতানি, ইতি অগ্রিম প্রলয় শ্রুত্যনুসারেণ ইদং ব্যাখ্যাতং বোধ্যম্। তস্মাৎ ন ভবদভিমতে শশবিষাণতুল্যে হ্যসতি কার্যে। পুরুষস্যাবস্থানং সম্ভবতি কিন্তু সত্য এবেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

ন সদাসীদিতি অথর্বণে, তদানীং প্রলয়ে প্রকেতং জগৎ সদসচ্ছব্দবাচ্যো চিদচিদ্ব্যষ্টীতয়োঃ প্রলয়ে পৃথগ্ অবস্থিতি র্ন স্যাৎ, অচিৎ সমষ্ট্যোঃ তমঃ শব্দ-বাচ্যায়াং তদানীং বিলীনত্বাৎ তস্মান্নেয়ং শ্রুতিঃ সদসদ্বিলক্ষণায়ামবিদ্যায়াং প্রমাণ মিত্যর্থঃ। তস্মাদ্বনলীনবিহঙ্গন্যায়েন তত্রাবস্থিতং জগন্ন মিথ্যেতি ভাবঃ ।। ৪৬ ।।

অনুবাদ

প্রলয়ে সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না, তমঃ ছিল, অন্ধকার দ্বারা জগৎ আচ্ছন্ন ছিল ।। ৪৬ ।।

ত্রিগুণ অব্যক্ত, তাহা হইতে ত্রিবিধ মহৎ, তাহা হইতে ঐরূপ ত্রিবিধ অহংকার, তাহা হইতে সাত্ত্বিকাদিদ্বয়—দেবতা ও মন, রজোগুণ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ, তমঃ হইতে ভূতাদি নামক তন্মাত্রদ্বারা আকাশাদি পঞ্চভূত এইভাবে, অগ্রিম প্রলয় শ্রুতি অনুসারে ইহা ব্যাখ্যাত হইল। সুতরাং পরাভিমত শশবিষাণ তুল্য অসৎ কার্যে পুরুষের অবস্থান সম্ভব নহে। কিন্তু সত্যেই অবস্থান সম্ভব ॥৪৫॥

'ন সদাসীৎ' ইতি অথর্ব্ব বেদে ( ) প্রলয়কালে প্রকেতং-জগৎ সদসৎ শব্দবাচ্য চিৎ ও অচিৎ ব্যষ্টিরূপে প্রলয়ে পৃথক্ অবস্থিত ছিল না, অচিৎ সমষ্টি তমঃ শব্দবাচ্য অন্ধকারে সেইকালে বিলীন ছিল। সুতরাং এই শ্রুতি সদসদ্ বিলক্ষণা অবিদ্যাতে প্রমাণ নহে। অতএব বনলীন বিহঙ্গ ন্যায়ে ব্রহ্মে অবস্থিত জগৎ মিথ্যা নহে ।। ৪৬ ।।

ন সদাসীন্নোঽসদাসীদিতি ॥৪৭॥

কথমসতঃ সঞ্জায়েতেতি ॥৪৮॥

টীকা

ন সদিতি—সৎ চিৎ ব্যষ্টিরসৎ অচিদ্ব্যষ্টিঃ। কিন্তু সমষ্টি-রূপমুভয়মাসী-দিত্যর্থ ॥৪৭॥

কথমিতি, স্বয়মসৎ অবিদ্যমানং যৎ তস্মাদ্ অজ্ঞানাদেঃ জড়চৈতন্যময়ং, সৎ জগৎ কথং জায়েতেত্যর্থঃ। তথাহি রামায়ণে—ন দৃশ্যমস্তি [illegible] ন দ্রষ্টা ন চ দর্শনং। ন শূন্যং ন জড়ং নো চিৎ শান্তমেবেদমাততম্ ॥ ইতি নাস্তিক বাদগর্ভ বিবর্তবাদ মাশ্রিত্য বশিষ্ঠেন উক্তে তদসহমানঃ শ্রীরাম উবাচ— বন্ধ্যাপুত্রেণ পিষ্টাদ্রিঃ শশশৃঙ্গং প্রগায়তি। প্রসার্যভূজ সংঘাতং শিলা নৃত্যতি তাণ্ডবং ॥ স্রবন্তি সিকতাঃ তৈলং পঠন্তি পলপুত্রিকাঃ। গর্জন্তি চিত্রজলদ ইতি বেদং বচঃ প্রভো। জরামরণ দুঃখাদি শৈলকাণময়ং জগৎ। নাস্তীতি

অনুবাদ

সৎ ছিলনা, অসৎ ছিলনা ॥৪৭॥

কিরূপে অসৎ হইতে সৎ জাত হয় ॥৪৮॥

ন সদিতি, সৎ—চিৎব্যষ্টি, অসৎ—অচিৎ ব্যষ্টি ছিল না, কিন্তু সমষ্টিরূপ উভয়ছিল ।৪৭।

কথমিতি—স্বয়ং অসৎ—অবিদ্যমান যাহা তাহা হইতে অজ্ঞানাদি জড়-চৈতন্যময়, সৎ জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হয়। তথাহি—রামায়ণে—সদ্রূপ দৃশ্য হয় না, দ্রষ্টা বা দৃশ্য ছিল শূন্য ছিল না, জড় ছিল না, চিৎ ছিল না এই বিশ্ব বিস্তৃত ছিল এইরূপ নাস্তিকবাদ গর্ভ বিবর্তবাদ আশ্রয় করিয়া বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—বন্ধ্যাপুত্র পর্বত পেষ করিল, শশশৃঙ্গ গান করিতেছে। শিলা বাহু সমূহ বিস্তার করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করি-তেছে। বালিগুলি তৈলধারা প্রকাশ করিতেছে পোয়ল খড়ের পুতুল পাঠ করিতেছে, বিচিত্র মেঘ সমূহ গর্জন করিতেছে। এইরূপ বেদবাক্য সমূহ হে প্রভো। জরামরণ দুঃখাদি পর্ব্বত গর্ভময় জগৎ নাই—এইরূপ কি বাক্য

পট্টবচ্চেতি ॥৪৯॥

টীকা

কিমিদং নাম ভবতাপি সমোচ্যত ॥ ইত্যাদি, ইদং জগৎ নাস্তি কিং ? কিন্তু অস্তোব ইত্যনেন নাস্তিবাদগর্ভ প্রকারেণ মম সত্যসংকল্পস্য সত্য কর্মণঃ সম্বন্ধে ভবতাপীতি গৌরবোক্তিঃ অন্য শ্চেদেবং ক্রয়াৎ তদা সত্ব এব মদ্দণ্ডভাগ্ ভবতীতি বোধয়তি। এবং বিধা অন্যা অপি শ্রুতয়ো যথাযথং সঙ্গমনীয়াঃ ॥৪৮॥

অথ সৎকার্যবাদে দৃষ্টান্তান্ উদাহরতি—পটবচ্চেতি, পটো যথা সূত্রাত্মনা পূর্বং সন্নেব প্রাপ্তব্যতিসঙ্গ বিশেষেভ্যঃ সূত্রেভোঽভিব্যজ্যতে, তথা সূক্ষ্মশক্তিমদ্ ব্রহ্মাত্মনা পূর্বং সন্নেব প্রপঞ্চঃ সিসৃক্ষোঃ তস্মাদিতি। বটবীজাদি দৃষ্টান্ত সংগ্রহায় চ শব্দঃ। ৪৯॥

অনুবাদ

বস্ত্র যেমন সুত্ররূপে পূর্বে থাকিয়াই বয়ন বিধি অনুসারে সূত্রসমূহ হইতে প্রকাশ পায়, সেইরূপ সূক্ষ্ম শক্তিযুক্ত ব্রহ্মরূপে সৃষ্টির পুর্বে থাকিয়াই এই জগৎ সৃষ্টিবাসনাযুক্ত ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন বটবীজ হইতে বট বৃক্ষের উৎপত্তি ॥৪৯॥

আপনিও আমাকে বলিতেছেন, ইত্যাদি এই জগৎ নাই কি? কিন্তু আছেন ইহা দ্বারা নাস্তিকবাদ গর্ভ বাক্যদ্বারা সত্য সঙ্কল্প সত্য কর্ম আমার সম্বন্ধে আপনিও। অন্যে এরূপ যদি বলে তাহা হইতে সত্বই আমার নিকট হইতে দণ্ডভাগী হয়। এইরূপ অন্য শ্রুতি সমূহও যথাযথ সমাধান কর্তব্য ॥৪৮॥

অনন্তর সৎকার্যবাদে দৃষ্টান্ত সমূহ উদাহরণ দিতেছেন— পট বচ্চেতে বস্ত্র যেমন সূত্ররূপে পূর্ব্বে থাকিয়াই বয়ন বিধিঅনুসারে সূত্র সমূহ হইতে প্রকাশ পায়, সেইরূপ সূক্ষ্ম শক্তিমদ্ ব্রহ্মরূপে পূর্ব্বে থাকিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ পায়। যেমন বটবীজ হইতে বট বৃক্ষ প্রকাশ পায় ॥৪৯॥

ছান্দোগ্যে (৬।১২।১) ন্যগ্রোধ ফলমত আহরেতি, ইদং ভগব ইতি, ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি, কিমত্র পশ্যসীতি, অণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইতি আসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি, ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি, ন কিঞ্চন ভগব ইতি। এতস্যৈব সৌম্যৈষোঽণিম্ন এব মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতীতি ॥৫০॥ (ছা ৬.১২।১,২)

ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথাবীজে ব্যবস্থিতঃ।
সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ি। (বিপু ১।১২।৬৬ ৫১

টীকা

ন্যগ্রোধফলমিতি ছান্দোগ্যে, শ্বেতকেতুং প্রতি উদ্দালকঃ। সূক্ষ্মে বস্তুনি স্থূলস্যান্তর্ভাবং বিবক্ষুরাহ—ন্যগ্রোধেতি, ভগবঃ হে ভগবন্ ইদং ময়া আনীতমিদমিত্যর্থঃ। ভিন্নমিদং ফলমিত্যর্থঃ। অণ্ব্যঃ সূক্ষ্মাঃ ধানা বটফলবীজানি, আসাং ধানানাং অত্র ভিন্নধানায়াং, এতস্য ভিন্নধান্যস্য, অণিম্নে উপরিভাগে ॥৫০॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ছান্দোগ্যে (৬।১২।১) উদ্দালক বলিলেন—এই বটবৃক্ষ হইতে একটি ফল আহরণ কর, শ্বেতকেতু বলিলেন ভগবন্ এই আনিয়াছি পিতা —ইহা ভাঙ্গিয়া ফেল, পুত্র ভগবন্ ভাঙ্গা হইয়াছে। পিতা—এখানে কি দেখিতেছ? পুত্র—অনুর ন্যায় বীজসমূহ। পিতা—ইহা দিগের একটিকে ভাঙ্গিয়া ফেল, পুত্র-ভগবন্ ভাঙ্গা হইয়াছে, পিতা—এখানে কি দেখিতেছ? পুত্র—ভগবন্ কিছুই না। উদ্দালক—ইহার মধ্যে যে সূক্ষ্মতম অংশ আছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না। এই সূক্ষ্মতম অংশেই এই মহা বটবৃক্ষ রহিয়াছে, এই বাক্যে শ্রদ্ধা যুক্ত হও ॥৫০॥

বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৬) সুমহান্ বটবৃক্ষ যেমন ক্ষুদ্র বীজমধ্যে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ প্রলয়ে এই অখিল বিশ্ব বীজস্বরূপ তোমাতে অবস্থিত থাকে ॥৫১

ন্যগ্রোধফলমিতি ছান্দোগ্যে (৬।১২।১-২) শ্বেত কেতুর প্রতি উদ্দালক ঋষি বলিতেছেন—সূক্ষ্ম বস্তুতে স্থূলবস্তুর অন্তর্ভাব বলিবার ইচ্ছায়- ন্যগ্রোধ বটবৃক্ষ, অণিম্নে উপরিভাগে ॥৫০॥

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্থাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যথা—তথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৫২॥

টীকা

ন্যগ্রোধ ইতি শ্রীবৈষ্ণবে, 'ন্যগ্রোধো বহুপাদ্ বটঃ' ইত্যমরঃ (বনৌষধি ৮৬) সংযমে প্রলয়ে ॥৫১॥

স পর্য্যগাদিতি ঈশাবাস্যোপনিষদি (৮), স প্রকৃতঃ পরমাত্মা পরিতোঽগাৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য স্থিতোঽভূৎ ইত্যর্থঃ। শুক্রমিত্যাদয়ঃ শব্দাঃ পুংস্তেন বিপরিণম্য স ইত্যুপক্রমাৎ শুক্রোদীপ্তিমান্, অকায়োঽস্থাবির ইতি সূক্ষ্ম-স্থূলদেহশূন্যঃ, অব্রণো অক্ষতঃ বিনাশশূন্যঃ, শুদ্ধো রাগাদ্যনাবিলঃ, অপাপবিদ্ধঃ কর্ম্মশূন্যঃ, কবিঃ সর্বজ্ঞঃ, মনীষী চতুরঃ, পরিভূঃ মায়াদ্যভিভবী, স্বয়ম্ভূঃ নির্হেতুকঃ, যথা তথ্যতঃ সত্যতয়া "ঋতং সত্যং সমীচীনং সম্যক্ তথ্যং যথাতথম্" ইতি হলায়ুধঃ, অর্থান্ মহদাদীন্, সমাঃ—সংবৎসরান্ ব্যাপ্য, "সংবৎসরো বৎসরোঽব্দো হায়নোঽস্ত্রী শরৎ সমাঃ" ইত্যমরঃ ॥৫২॥

অনুবাদ

ঈশোপনিষদি (৮) তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীর অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল, অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী মনের নিয়ন্তা সর্বোত্তম ও স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্যকালস্থায়ী, সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য যথানুরূপ কর্তব্য বিধান করিয়াছেন ॥৫২॥

ন্যগ্রোধ ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ন্যগ্রোধ বহুপদ বিশিষ্ট বট, অমর কোষ বনৌষধি ৮৬। সংযমে প্রলয়ে ॥৫১॥

সপর্যগাদিতি ঈশাবাস্য উপনিষদে (৮), স—প্রকৃত পরমাত্মা, পর্যগাৎ—সর্বব্যাপী, শুক্রম ইত্যাদিশব্দকে পুংলিঙ্গে পরিবর্তন করিয়া অর্থ কর্তব্য, কারণ প্রথমে 'সঃ' এই পদে আরম্ভ। শুক্র দীপ্তিমান্ অকায়ো হস্থাবিরঃ—সূক্ষ্ম-স্থূলদেহশূন্য, অব্রনঃ অক্ষতঃ বিনাশশূন্য শুদ্ধ—রাগাদি অনাবিল অপাপবিদ্ধ—কর্মশূন্য, কবি—সর্বজ্ঞ, মণীষী চতুর, পরিভূ—মায়াধীশ স্বয়ম্ভূ—নির্হেতুক, যথাতথ্যত—সত্যরূপে, অর্থ—মহদাদি, সমা সংবৎসর ব্যাপ্য ॥৫২॥

য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি॥৫৩॥

তৎ সত্যমিত্যাচক্ষ্যত ইতি ॥৫৪॥

অথৈনমাহুঃ সত্যকর্ম্মেতি সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজতেতি ॥৫৫॥

টীকা

য ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি, য ঈশ্বরঃ স্বয়ম্ অবর্ণো ব্রাহ্মণাদিভিন্নঃ স্বশক্তিযোগাদ্ অনেকান্ বর্ণান্ দধাতি। উৎপাদয়তীত্যর্থঃ। বর্ণোদ্বিজাদৌ শুক্লাদৌ স্তুতৌ রূপযশোঽক্ষরে॥ ইতি বিশ্বঃ। যদ্বা—স্বয়মেবাঽবর্ণো রূপরহিতঃ অনেকান্ বর্ণান্ শুক্লনীলাদীন্ নিহিতার্থশ্চেতসি ধৃত প্রয়োজনঃ ॥৫৩॥

তদিতি বিকশিতার্থঃ শ্রুতি-খণ্ডঃ। অত্র সত্যকর্মণে ভগবতঃ সংকল্পঃ সত্যরাব বাচ্যঃ স্বাভাবিকাচিন্ত্য শক্তিঃ পরমেশ্বরস্তুচ্ছং মায়িকং মপি কার্যং ন করোতি, যথা চিন্তামণীনামধিপতিঃ স্বয়ং চিন্তামণি রবব্যাকুটং কনকাদিকং ন দদাতি, ন সৃজতি চ তদ্বৎ ॥৫৪॥

অনুবাদ

শ্বেতাশ্বতর (৪।১) ঈশ্বর যিনি অদ্বিতীয় ও নির্বিশেষ, যিনি অজ্ঞাত প্রয়োজনে নানা শক্তি সহায়ে সৃষ্টির প্রাক্‌কালে অনেক প্রকার পদার্থ বিধান করেন ॥৫৩।

তিনি সত্য ইহা বলিয়া থাকেন ।৫৪।

শ্রীমাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা শ্রুতি (   ) অনন্তর এই পরমেশ্বরকে

যঃ ইতি শ্বেতাশ্বতরে (৪ ১) যিনি ঈশ্বর স্বয়ং অবর্ণো ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন, নিজ শক্তিযোগে অনেক পদার্থ বর্ণ উৎপাদন করেন। বর্ণ-দ্বিজাদি, শুক্লাদি, স্তুতি, রূপ যশঃ অক্ষর অথবা—স্বয়ংই রূপরহিত অনেক বর্ণ শুক্ল নীলাদি নিহিতার্থ চিত্ত মধ্যে সঙ্কল্পিত প্রয়োজন ।৫৩। তদিতি স্পষ্টার্থ। এস্থলে স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি পরমেশ্বর তুচ্ছ মায়িক কর্ম্ম করেন না। যেমন চিন্তামণি সমূহের অধিপতি স্বয়ং চিন্তামণি নকল স্বর্ণাদি দান করেন না বা সৃজন করেন না, সেইরূপ পরমেশ্বর ।৫৪॥

টীকা

অথৈনমাহুরিতি – শ্রীমাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা শ্রুতিঃ। অত্র যে তু বদন্তি স্বপ্ন সৃষ্টিবজ্জগৎ মিথ্যা। তত্ত্ব অতীব মন্দং, বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবদিত্যনেন নিরস্তমেব শ্রীমৎসূত্রকারেণ, অর্থশ্চাস্য চ-শব্দোঽবধারণে স্বপ্নে মনোরথে চ, যথা ঘটাদ্যাকারক জ্ঞানমাত্র সিদ্ধো ব্যবহারস্তথা জাগরেঽপি ভবেদিত্যেতন্ন সম্ভবতি, কুতঃ, বৈধর্ম্যাৎ স্বপ্নজাগর প্রাপ্তয়োর্বস্তুনোরসাধর্ম্যাদেব, স্বপ্নে খলু অনুভূতং স্মর্য্যতে, জাগরে তু প্রত্যক্ষেণানুভূয়তে, স্বপ্নোপলব্ধং ক্ষণদ্বয়মাত্রে- ণান্যদন্যদ্ভবতি, বাধিতং চ স্যাৎ, বোধে জাগরোপলব্ধং তু শতবর্ষানন্তরমপি তদ্ধর্মকং অবাধিতং চ দৃশ্যত ইতি কিঞ্চ স্বপ্নেঽনুভূত স্মর্য্যতে ইতি প্রত্যুক্তি- মাত্রং বোধ্যং জগৎ সত্যত্ব স্থাপনায়। স্বমতং তু স্বমাত্রানুভাব্যং তাবন্ মাত্র সময়বস্তু স্বপ্নে পরেশঃ সৃজতীতি। সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১) ইত্যাদিনাগ্র-গ্রন্থেঽবদৎ শ্রীব্যাসস্তস্মাৎ সত্যমেব জগদিতি জ্ঞেয়ম ॥৫৫॥

অনুবাদ

সত্যকর্ম্মা বলা হয়, এই বিশ্বকে সত্যই সৃজন করিয়াছেন ।।৫৫॥ (বৃহ ২।১।২০)

অথৈনমাহুরিতি শ্রীমধ্বাচার্য প্রমাণিতা শ্রুতি – এস্থলে যাহারা বলেন— স্বপ্ন সৃষ্টিবৎ জগৎমিথ্যা, তাহা কিন্তু অত্যন্ত মন্দ 'বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ' এই সূত্র দ্বারা (২।২।২৮) শ্রীব্যাসদেব খণ্ডন করিয়াছেন, ইহার অর্থ—চ শব্দ অবধারণে, স্বপ্নে ও মনোরথে যেমন ঘটাদি আকারক জ্ঞানমাত্র সিদ্ধ ব্যব- হার, সেইরূপ জাগর কালেও হয় – ইহা সম্ভব নহে। কিরূপে ? বৈধর্ম্য- হেতু। স্বপ্ন ও জাগর কালে প্রাপ্ত বস্তু সকলের সাধর্ম্য না থাকায়ই, স্বপ্নে নিশ্চয় অনুভূত দ্রব্য স্মরণ হয়, জাগরণ কালে প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। স্বপ্নে প্রাপ্ত ক্ষণদ্বয়মাত্রে অন্য অন্যরূপ হয় এবং লুপ্ত হয়। জাগরণকালে প্রাপ্ত কিন্তু শতবর্ষ পরেও সেইরূপ থাকে। অলুপ্ত ও দৃষ্ট হয়। আরও স্বপ্নে অনুভূত বস্তুর স্মরণ হয় ইহা কথার কথা, অনুভূত জগৎ সত্যত্ব স্থাপনের জন্য। নিজমতে কিন্তু একমাত্র নিজের অনুভূত বস্তু সেই সময়ে স্বপ্নে পরমেশ্বর সৃজন করেন। সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি (ব্র সূ ৩।২।১) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা পরবর্তী গ্রন্থ বলিবেন শ্রীব্যাসদেব সুতরাং সত্যই জগৎ ইহা জ্ঞাতব্য ॥৫৫॥

সত্যস্য সত্যমিতি, তথা প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যমিতি [illegible]।
স্বশক্ত্যা সৃষ্টবান, বিষ্ণুর্যথার্থং সর্ববিজ্জগৎ।
ইত্যুক্তেঃ সত্যমেবৈতদ, বৈরাগ্যার্থ মসত্বচঃ ॥৫৭॥

টীকা

সত্যস্যেতি বৃহদারণ্যকে শ্রুতিরিয়ং প্রাণশব্দোদিতানাং স্থূল-সূক্ষ্মভূতানাং ব্যবহারতঃ সত্যত্বেনাধিগতানাং মূল কারণভূতং পরম সত্যং ভগবন্তং দর্শয়তি ইতি তেন সর্ব্বকার্যমাত্রস্য সত্যত্বং লভ্যতে ৫৬।

প্রকৃতি বিলোকনাত্মকং স্বশক্ত্যেতি। নন্ু [illegible] স্বরূপমিত্যাদি বাক্যং জগৎ সত্যত্ববাদিনাং কথং স [illegible] মিতি, অনিত্যং জগৎ সুখ তৃষ্ণাপরিত্যাগার্থমেব [illegible] প্রমাণলাভাদিতি ভাবঃ ॥৫৭॥

অনুবাদ

অতএব পরমেশ্বর সত্যেরও সত্য। সেইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গ সত্য, তাহাদের মধ্যে ইনি সত্য ॥৫৬॥

শ্রীবিষ্ণু নিজ শক্তিদ্বারা সর্ব্ববিদ যথার্থ সত্য জগৎ সৃজন করিয়াছেন এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে এই বিশ্ব সত্য, তবে যে কোথাও অসত্য বলা হয় তাহা সংসারে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য। ৫৭॥

সত্যস্যেতি বৃহদারণ্যকে এই শ্রুতি (২।১।২০), প্রাণ শব্দে স্থূলসূক্ষ্ম ভূত সমূহ ব্যবহারতঃ সত্যরূপে প্রাপ্ত ইহাদের মূলকারণরূপ পরম সত্য ভগবানকে দেখাইতেছেন, তাহাদ্বারা সার্বকার্য মাত্রই সত্য ইহা পাওয়া যায় ।৫৬॥

প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিদানরূপ স্বশক্তিদ্বারা। প্রশ্ন – তস্মাদিদং ইত্যাদি বাক্য জগৎ সত্যত্ববাদিগণের কিরূপে সঙ্গত হয় ? তাহার উত্তর – বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য। অনিত্য জাগতিক সুখতৃষ্ণা পরিত্যাগের জন্যই অসত্য বলা, প্রকৃতপক্ষে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্য নহে, [illegible] প্রমাণ থাকায় ॥৫৭॥

ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যং চৈব প্রজাপতিঃ।
সত্যাদ্ ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ ॥ ৫৮ ॥
তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরা খিলম্।
আবির্ভাব তিরোভাব জন্মনাশ-বিকল্পবৎ ॥ ৫৯ ॥
(বিপু ১।২২।৫৯)

টীকা

ব্রহ্ম সত্যমিতি মহাভারতে, সচ্চিদানন্দং সত্য সঙ্কল্পং যদ্ব্রহ্ম তৎ সত্যং আলোচনাত্মকং যৎ তস্য তপঃ তৎ সত্যং, তেন ব্রহ্মণঃ স্বনাভিকমলাদুৎপাদিতো যঃ প্রজাপতিস্তং সত্যং সত্যাৎ তস্মাৎ জাতানি ভূতানি. অতো ভূতময়ং জগৎ সত্যমিতি ॥ ৫৮ ॥

তদেতদিতি শ্রীবৈষ্ণবে, এতদীশ্বরস্য জীব প্রকৃতি রূপ মখিলং জগৎ হে মুনিবর অক্ষয়ং নিত্যং প্রকৃতি জীবরূপমক্ষয়ং স্বরূপেণ ক্ষয়রহিতং পরি-ণামীত্যর্থঃ। প্রকৃতের্মহদাদিতয়া জীবস্য চ জ্ঞানবিকাশেন পরিণামঃ, ঈশ্বররূপং

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ব্রহ্ম সত্য, তপ সত্য, প্রজাপতি সত্য. সত্য হইতে প্রাণিগণসহ পঞ্চভূতাত্মক সত্য জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে অতএব সত্য ॥ ৫৮ ॥

হে মুনিবর এই অখিল জগৎ অক্ষয় নিত্য। ইহা আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, জন্মও বিনাশের মত দেখায়।। ৫৯ ।। (বিষ্ণু পু ১।২২।৫৯) ।।

ব্রহ্ম সত্যমিতি মহাভারতে—সচ্চিদানন্দ সত্য সঙ্কল্প যে ব্রহ্ম তাহা সত্য, আলোচনাত্মক যে তাঁহার তপস্যা তাহা সত্য, সেই হেতু পরমেশ্বরের নিজ নাভিকমল হইতে উৎপাদিত যে প্রজাপতি ব্রহ্মা তিনি সত্য. সত্য তাঁহা হইতে জাত ভূতসমূহ, অতএব ভূতময় জগৎ সত্য ।। ৫৮ ।।

তাহাই শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৯) এই পরমেশ্বরের রচিত জীব প্রকৃতি-রূপ অখিল জগৎ হে মুনিবর অক্ষয় নিত্য প্রকৃতি ও জীবরূপ শক্তি অক্ষয়-স্বরূপতঃ ক্ষয়রহিত, পরিণামী। প্রকৃতির পরিণাম মহদাদিরূপে, জীবশক্তির পরিণাম জ্ঞানবিকাশন, ঈশ্বররূপ কিন্তু নিত্য কুটস্থ ইহাই বলিতেছেন—

সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ সনাতনে দ্বে,
বেদাশ্চ সর্বে নিখিলেঽপি রাজন্।
সর্বৈঃ সমস্তৈঋষিভির্নিরুক্তো,
নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্ ॥ ৬০ ॥

টীকা

তু নিত্যং কুটস্থং এতদেবাহ—আবির্ভাবেতি, ঈশ্বরাংশ আবির্ভাব তিরোভাব বান্, প্রকৃতি-জীবরূপোঽংশস্তু জন্মনাশ-বিকারবানিতি পাঠক্রমমনাদৃত্যার্থক্রমাদ ব্যাখ্যাতম্। ৫৯ ॥

সাংখ্যমিতি মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে নিখিলেঽপি শাস্ত্রে পুরাণ-মনাদীদং বিশ্বং নারায়ণঃ। ন তু ততঃ পৃথক্। অতঃ সত্যমেব শ্রুতয়োঽপ্যাসী-দেবেতি বদন্তি, সদেব সোম্যেদমিত্যাদ্যাঃ। ইদং বিশ্বং নারায়ণশ্চেৎ তর্হি নারায়ণস্যাপি বিকারিত্বমাপদ্যতে, নচেৎ তর্হি কথং তদ্রূপতয়োপাস্যতে ইতি মা শঙ্কনীয়ম্, তদীয়বহিরঙ্গাধিষ্ঠানতয়ৈবেদং তদ্রূপমুচ্যতে, তদুক্তং শ্রীবৈষ্ণবে—

অনুবাদ

মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে—হে রাজন্ সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র দুইটি সনাতন এবং বেদসমূহও সনাতন, এই সকল নিখিলশাস্ত্রেও সমস্ত ঋষিগণ কর্তৃক এই বিশ্বকে পুরাণ ও অনাদি এবং নারায়ণ স্বরূপ বলেন, তাহা হইতে পৃথক বলেন না ।। ৬০ ।।

আবির্ভাব ঈশ্বরাংশ আবির্ভাব তিরোভাবযুক্ত প্রকৃতি জীবরূপ অংশ কিন্তু জন্ম নাশ বিকারবান্—এইরূপে পাঠক্রম আদর না করিয়া অর্থক্রমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।। ৫৯ ।।

সাংখ্যঞ্চেতি মোক্ষধর্মে—নিখিল শাস্ত্রে সনাতন অনাদি এই বিশ্বকে নারায়ণ বলেন, অতএব সত্যই শ্রুতিগণও ছিল ইহা বলেন. যদি এই বিশ্ব নারায়ণ হন তাহা হইলে নারায়ণেরও বিকারিত্ব দোষ পড়ে, যদি না হয়, তবে কি কারণ ঐরূপে উপাসনা করে এইরূপ আশঙ্কা করিও না। তদীয় বহিরঙ্গ অধিষ্ঠান রূপেই এই বিশ্বকে তদ্রূপ বলা হয়, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৯)

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥ ৬১ ॥ (শ্বেতাশ্ব
যদ্‌গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাদ্যাঃ ॥ ৬২ ॥ (বৃ ৩।৮।৭)
বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতি মাহ ॥ ইতি ॥ ৬৩ ॥
(ব্র সূ ৪।৪।১৯)

টীকা

যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্তমেতদ্ জ্ঞানাত্মনস্তব। ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপম-যোগিনঃ॥ এতন্মূর্তং জগদ্‌ভ্রান্তি জ্ঞানেনৈব তব রূপং জানন্তীতি তদর্থঃ। তস্মাচ্ছ্রী নারায়ণস্তু পরম শুদ্ধ এব, ন তত্র দোষাবকাশ ইতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥

মায়ামিতি শ্বেতাশ্বতরে ॥ ৬১ ॥

যদ্‌গতমিতি বৃহদারণ্যকে । ৬২ ॥

অনুবাদ

শ্বেতাশ্বতরে (৪।১০) মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে। এই পরমেশ্বরেরই অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসমূহের দ্বারা এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ ॥ ৬১ ॥

বৃহদারণ্যকে (৩।৮) যাহা অতীত ও যাহা বর্তমান এবং যাহা ভবিষ্যৎ ॥ ৬২ ॥

ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।১৯) জন্মাদি বিকারহীন ব্রহ্ম, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের বিভূতি-রূপে থাকেন, ইহা বেদ বলিয়াছেন ॥ ৬৩ ॥

যাহা এই বিশ্ব মূর্তরূপে দৃষ্ট হইতেছে জ্ঞানাত্মা তোমার নিকট জ্ঞানময়রূপ, অযোগিগণ ভ্রান্তিজ্ঞান দ্বারা জগদ্রূপ দর্শন করে॥ ইহার অর্থ—এই মূর্ত জগদ্ ভ্রান্তিজ্ঞান দ্বারাই তোমার রূপ জানে। অতএব শ্রীনারায়ণ কিন্তু পরম শুদ্ধই, তাঁহাতে দোষের অবকাশ নাই ॥ ৬০ ॥

মায়ামিতি শ্বেতাশ্বতরে ॥ ৬১ ॥

যদ্‌গতমিতি বৃহদারণ্যকে ॥ ৬২ ॥

টীকা

নন্বু তর্হি জগদ্ ব্রহ্মবদেকরসং কিং ভবদ্ভির্মন্যতে ? ন, অস্মাকং মতে জগৎ সত্যং, কিন্তু তস্য বিকারিরূপত্বানশ্বরত্বমেব, তথৈবাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—বিকারাবর্তীতি, বিকারে প্রপঞ্চে জন্মাদি ষট্‌কে বা ন বর্ততে ইতি বিকারাবর্তি নিরবদ্যং ব্রহ্ম স্বরূপমিত্যত্র জগতো বিকারিত্বমেবোক্তং, নতু শুক্তি রজত-বন্মিথ্যেতি জ্ঞেয়ম্।

অত্র সৎকার্যবাদিনস্তু এবং বদন্তি—যৎকার্যম্ উৎপদ্যতে তৎ সন্ন বা ? তত্র মৃৎপিণ্ডাদৌ বর্তমানমেব সৎ কার্যমুৎপদ্যতে ইতি প্রথমপক্ষে পিষ্টপেষণবৎ ব্যর্থ এব পরিশ্রমঃ স্যাৎ। তস্য উপাদানে হস্ত্যেব। যদি চ মৃৎপিণ্ডাদৌ অবর্তমানং সৎ কার্যমুৎপদ্যতে, তদোপাদানা বর্তমানস্য তস্য কার্যস্য ক্রিয়য়া মৃৎপিণ্ডাদি-কারকৈঃ সহ সম্বন্ধাসম্ভাবাৎ তেন মিথ্যাভূতকার্যেণ তেষাং কারকাণাং মিথ্যৈব সম্বন্ধত্বাচ্চ কথং কার্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ ? তস্মান্ন প্রকটমেব কার্য্যং সৎ ন চাত্যন্ত মসৎ কিন্তু অব্যক্ততয়া মৃৎপিণ্ডে এব স্থিতমিদং যদ্যাকাশ স্বপুষ্প ধারণবৎ।

অনুবাদ

প্রশ্ন—তাহা হইলে জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় একরস কি আপনারা মনে করেন ? না, আমাদের মতে জগৎ সত্য, কিন্তু পরমেশ্বরের বিকারিরূপ হেতু নশ্বর। সেইরূপই ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন (৪।৪।১৯) বিকারে প্রপঞ্চে অথবা জন্মাদি ষড়্‌বিকারে থাকেন না নির্দোষ ব্রহ্মস্বরূপ এস্থলে জগতের বিকারিত্বই বলা হইল, কিন্তু শুক্তি রজতবৎ মিথ্যা নহে জ্ঞাতব্য। এস্থলে সৎকার্যবাদিগণ কিন্তু এরূপ বলেন—যে কার্য উৎপন্ন হয়, তাহা সৎ কি না ? তন্মধ্যে মৃৎপিণ্ডাদিতে বর্তমানই সৎকার্য উৎপন্ন হয়, ইতি প্রথমপক্ষে পিষ্টপেষণবৎ ব্যর্থই পরিশ্রম হয়। তাহা কিন্তু উপাদানে আছেই। আর যদি মৃৎপিণ্ডাদিতে না থাকিয়াই সৎকার্য উৎপন্ন হয়, তখন উপাদানে না থাকিয়াই সেই কার্যের ক্রিয়া দ্বারা মৃৎপিণ্ডাদি কারক সমূহ সহ সম্বন্ধ না থাকায় সেই মিথ্যারূপ কার্যের সহিত সেই কারকসমূহের মিথ্যা সম্বন্ধ হেতুও কিরূপে কার্যসিদ্ধি হইবে ? অতএব অপ্রকটই কার্য সৎ, অত্যন্ত অসৎও নয়, কিন্তু অব্যক্তরূপে মৃৎপিণ্ডেই স্থিত এই ঘটাদি কারণরূপে আকাশে খপুষ্পধারণবৎ। কারক নিষ্পন্ন ক্রিয়াযোগ দ্বারা

ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥৬৪॥ (১৫।১)

টীকা

কারক নিষ্পন্ন ক্রিয়াযোগেনাভিব্যজ্যতে, তথা পরমকারণে স্থিতমিদং বিশ্বং তৎস্বাভাবিক শক্তি-তৎ নিষ্পন্ন ক্রিয়াযোগেনাভিব্যজ্যতে, তস্মাদ্ যথোক্তমেব সাধু ॥ ৬৩ ॥

ঊর্দ্ধেতি. শ্রীগীতোপনিষদি. তত্র গুণসঙ্গ বিরচিতস্য বৈরাগ্যচ্ছেদ্যত্বাৎ। সংসারং বৃক্ষত্বেন বৈরাগ্যঞ্চ শস্ত্রত্বেন রূপয়ন্ বর্ণয়তি শ্রীভগবান্। ঊর্দ্ধমূল ইত্যাদিনা সংসাররূপমশ্বত্থম ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখং প্রাহুঃ ঊর্দ্ধে সর্বোপরি সত্যলোকে প্রধান-বীজোত্থে প্রথম প্ররোহ রূপমহত্তত্ত্বাত্মক চতুর্মুখরূপং মূলং যস্য তং, অধঃ সত্যলোকাদর্বাচীনেষু স্বর্ভুবর্ভূর্লোকেষু দেবগন্ধর্ব্ব কিন্নরাসুর যক্ষ-রাক্ষস-মনুষ্য-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-স্থাবরান্তা নানাদিক প্রসৃতত্বাচ্ছাখা যস্য তং চতুর্বর্গ-ফলাশ্রয়ত্বা-দশ্বত্থমুত্তম বৃক্ষং তাদৃশেন বিবেক জ্ঞানেন বিনা নিবৃত্তেরভাবাদব্যয়ং প্রবাহ

অনুবাদ

শ্রীগীতাতে (১৫।১) ঊর্দ্ধমূল এবং অধঃশাখ অশ্বত্থরূপ বৃক্ষ অব্যয়। যাহার পত্রসকল বেদ, তাহাকে যে জানে, তিনি বেদবিৎ ॥ ৬৪ ॥

অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ পরম কারণ পরমেশ্বরে স্থিত এই বিশ্ব ঈশ্বরের স্বাভাবিক শক্তি এবং তন্নিষ্পন্ন ক্রিয়াযোগ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। অতএব যাহা বলা হইয়াছে. তাহাই উত্তম সিদ্ধান্ত ॥ ৬৩ ॥

সেস্থলে গুণসঙ্গ বিরচিত সংসার, বৈরাগ্য দ্বারা ছেদ্যহেতু সংসারকে বৃক্ষ-রূপে এবং বৈরাগ্যকে শস্ত্ররূপে আরোপ করিয়া বর্ণন করিতেছেন শ্রীভগবান্— ঊর্দ্ধমূল ইত্যাদি দ্বারা, সংসাররূপ অশ্বত্থকে ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ বলেন। ঊর্দ্ধে সর্ব্বোপরি সত্যলোকে প্রধান বীজোত্থ প্রথম অঙ্কুর মহৎতত্ত্বরূপ চতুর্মুখ ব্রহ্মা মূল যাহার সেই, অধোলোকে সত্যলোকের নীচে স্বর্গলোক ভুবর্লোক ভূলোকে দেব গন্ধর্ব কিন্নর অসুর যক্ষ রাক্ষস মনুষ্য পক্ষি কীট পতঙ্গ স্থাবর পর্যন্ত নানাদিকে বিস্তৃত শাখা যাহার সেই চতুর্বর্গ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলাশ্রয় হেতু

ঊর্দ্ধমূলো অবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
ঊর্দ্ধমূলমবাক্‌শাখং বৃক্ষং যো বেদ সম্প্রতি। ইতি ॥৬৫॥
অথ তন্মিথ্যা বাদিনাং নিন্দা ॥ (গী ১৬।৬-৭)
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬৬ ॥

টীকা

রূপেণ নিত্যং যস্য সংসারাশ্বত্থস্য ছন্দাংসি কাম্য কর্ম প্রতিপাদকানি শ্রুতি-বাক্যানি, বাসনারূপ-তন্নিদান-বর্দ্ধকত্বাৎ পর্ণানি প্রাহুঃ। তানি ছন্দাংসি 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ. [illegible] ইত্যাদীনি বোধ্যানি। পত্রৈর্বৃক্ষ বর্দ্ধতে শোভতে চ তম অশ্বত্থং যো বেদ যথোক্তং জানাতি স এব বেদবিৎ। বেদঃ খলু সংসারবৃক্ষ ছেদ্যত্বাভিপ্রায়েণাস্য-তচ্ছেদনোপায়জ্ঞো বেদার্থবিদিতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

ঊর্দ্ধমূল ইতি শ্রুতিস্তু স্পষ্টার্থা ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ

ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ এই অশ্বত্থ সনাতন। ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ বৃক্ষকে যিনি জানেন সম্প্রতি ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর এই বিশ্বকে যাহারা মিথ্যা বলেন তাহাদের নিন্দা— এই লোকে

অশ্বত্থ উত্তমবৃক্ষ বলা হইয়াছে। সেইরূপ বিবেক জ্ঞান বিনা নিবৃত্তি অসম্ভব হেতু অব্যয়— প্রবাহরূপে নিত্য. যে সংসাররূপ অশ্বত্থের ছন্দসমূহ কাম্য কর্ম প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্যসমূহ বাসনা রূপ তাহার নিদান বর্দ্ধক হেতু পত্রসমূহ বলা হইয়াছে। সেই বেদমন্ত্র সমূহ যথা—ঐশ্বর্যকামী বায়ুদেবের উদ্দেশে শ্বেতছাগ বলি দিবে, ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ মালসা চরু অর্পণ করিবে— সন্তানকামী ইত্যাদি জানিবে। অত্রদ্বারা বৃক্ষ বর্দ্ধিত ও শোভিত হয়। সেই অশ্বত্থকে যিনি জানেন বর্ণিতরূপেই তিনিই বেদবিৎ। বেদ নিশ্চয়ই সংসার বৃক্ষ ছেদ্যত্ব অভিপ্রায়ে উক্ত ছেদন উপায়জ্ঞ বেদার্থবিদ্ ইতি ভাবার্থ ॥ ৬৪

ঊর্দ্ধমূল ইতি শ্রুতি স্পষ্টার্থ ॥ ৬৫ ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৬৭॥

টীকা

দ্বাবিত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদি (১৬।৬,৭) অস্মিন্ কর্ম্মাধিকারিণি মনুষ্য-লোকে দ্বিবিধৌ ভূতসর্গৌ মনুষ্য সৃষ্টি ভবতঃ। যদা মনুষ্যঃ শাস্ত্রাৎ স্বাভাবিকৌ রাগদ্বেষৌ বিনির্দ্ধূয় শাস্ত্রীয়ার্থানুষ্ঠায়ী তদা দৈবঃ। যদা শাস্ত্রমুৎসৃজ্য স্বাভাবিকরাগদ্বেষাধীনোঽশাস্ত্রীয়ান্ অধর্মান্ আচরতি তদা তু আসুরঃ। ন ধর্মাধর্মাভ্যাম্ অন্যা কোটিস্তৃতীয়াস্তি। শ্রুতিশ্চৈবমাহ—"দ্বয়াহ প্রাজাপত্যা দেবশ্চাসুরাশ্চে"ত্যাদিনা। তত্র দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তোঽভয়ম্ ইত্যাদিনা। অথ আসুরং শৃণু বিস্তরশো বক্ষ্যামি ॥৬৬॥

আসুরং সর্গমাহ—প্রবৃত্তিং চেত্যাদিনা, তত্র স্বভাবেনৈব আসুর জনা

অনুবাদ

দ্বিবিধ প্রাণি সৃষ্টি—দেব ও আসুর। দৈব বস্তু বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, হে পার্থ আমার নিকট আসুর প্রকৃতি লোক শ্রবণ কর ॥ ৬৬ ॥

মূলানুবাদ—আসুর প্রকৃতি লোকগণ প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ জানে না, তাহারা তাহাদের মধ্যে শুচিতা সদাচার ও সত্য নাই ॥৬৭॥

টীকানুবাদ—দ্বাবিত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদি (১৬।৬) এই কর্মাধিকারী মনুষ্য লোকে দ্বিবিধ মনুষ্য সৃষ্টি হইতেছে। যখন মনুষ্য শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা স্বাভাবিক রাগদ্বেষ চিত্তমল বিশেষভাবে ধৌত করিয়া শাস্ত্র আচার অনুষ্ঠানরত হয় তখন দৈব। যখন শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক রাগদ্বেষাধীন হইয়া অশাস্ত্রীয় অধর্ম সমূহ আচরণ করেন তখন কিন্তু আসুর। ধর্ম ও অধর্ম বিনা অন্য তৃতীয় পন্থা নাই। শ্রুতিও ঐরূপ বলিয়াছেন—"প্রজা সমূহ দ্বিবিধ বলা হয়—"দেব ও আসুর" ইত্যাদি তন্মধ্যে দৈবী প্রজা বিস্তর বলা হইয়াছে—অভয়ম ইত্যাদি অনন্তর আসুর প্রকৃতি লোক শ্রবণ কর বিস্তৃত বলিব ॥৬৬॥

আসুর সর্গ বলিতেছেন—প্রবৃত্তিং ইত্যাদি, তন্মধ্যে আসুরজনগণ স্বভাবতই ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি জানে না। চ—শব্দে বিধিনিষেধ

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্ব[illegible]।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥৬৮॥

টীকা

ধর্ম্মে প্রবৃত্তিং অধর্ম্মান্নিবৃত্তিং চ ন জানন্তি, চ-কারাভ্যাং তয়ো [illegible] বিধিনিষেধ-বাক্যে চ ন জানন্তি, বেদেষু আস্থাভাবাৎ [illegible] বাহ্যাভ্যন্তরং তৎপ্রবৃত্তি তন্নিবৃত্তি—উপযোগি ন বিদ্যতে, [illegible] নির্ভিরুক্তঃ, ন চ সত্যং—প্রাণিহিতানুবন্ধি যথা দৃষ্টার্থ বিষয় [illegible] গোমায়ুবৎ তেষামুপদেশাদিঃ ॥৬৭॥

তেষাং সিদ্ধান্তান্ দর্শয়তি—তত্রৈক জীববাদিনামাহ—অসত্যং ইতি, ইদং জগৎ অসত্যংশুক্তিরজতাদিবৎ ভ্রান্তি বিজৃম্ভিতং। অপ্রতিষ্ঠং খপুষ্পবৎ নিরাশ্রয়ম্।

অম্বরস্য ভিদং পশ্য খপুষ্পং পশ্য তে করে। বন্ধ্যাপুত্রস্য সৌন্দর্যাং শশশৃঙ্গময়ং গৃহং। খবক্ত্রমাধুরীং দৃষ্ট্বা বায়ুর্গচ্ছতি জানুভিঃ। খড়্গছায়া যযৌ হন্তুং দিশো ধাবন্তি রক্ষিতুম্। এষ বন্ধ্যা সুতো যাতি খপুষ্পকৃত শেখরঃ। অন্ধকারেণ যুদ্ধার্থে শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ ॥ ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা নাস্ত্যেবেশ্বরো জন্মাদ-

অনুবাদ

গীতা (১৬।৮) অসুর স্বভাব লোকগণ এই জগৎকে মিথ্যা নিরাশ্রয় নিরীশ্বর, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সংসর্গজাত বলে অন্য কি? কেবল কামজনিত বলিয়া থাকে ॥৬৮॥

বাক্যও জানে না, বেদে আস্থা না থাকায় ঐরূপ বলেন। তাহাদের মধ্যে বহিঃ শৌচ ও আভ্যন্তর শৌচ তাহাতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উপযোগি নাই। মন্বাদি উক্ত আচারও নাই। সত্যও নাই, সত্য—প্রাণিগণের প্রতি হিতানুসন্ধ যথাদৃষ্ট অর্থ বিষয়ক বাক্য। গৃধ্র গোমায়ুবৎ তাহাদের উপদেশাদি ॥৬৭॥

আকাশের ভেদ দেখ, তোমার হস্তে আকাশকুসুম দেখ। বন্ধ্যাপুত্রের সৌন্দর্য, শশশৃঙ্গময় গৃহ ও আকাশের মুখমাধুরী দেখিয়া বায়ু জানু সকল দ্বারা গমন করিতেছে। খড়্গের ছায়া হত্যা করিতে যাইতেছে, দিক্ সকল রক্ষা করিতে দৌড়াইতেছে। এই বন্ধ্যাপুত্র যাইতেছে, আকাশকুসুমের মুকুট

টীকা

হেতুর্যস্য তৎ অনীশ্বরম্। সোঽপি তদ্বদ্রভ্রান্তি রচিত এব, পারমার্থিকে তস্মিন্ স্থিতে তন্নির্মিতং জগৎ তদ্বৎ দ্রষ্টৃ নষ্টপ্রায়ং ন স্যাৎ। তস্মাদসত্যং জগদ্ এবমেকজীববাদিনো মন্যন্তে। একৈব নির্বিশেষা সর্বপ্রমাণাবেদ্যা চিদ্-ভ্রমাদ্ একো জীবঃ। ততো অন্যৎ জড়জীবেশ্বরাত্মকং তদজ্ঞানাৎ প্রতি-ভাসতে। আস্বরূপসাক্ষাৎকারাদ বসংবাদ স্বাপ্নিকমিব হস্ত্যশ্বরথাদিকম্, আ-জাগরাৎ, সতি চ স্বরূপ-সাক্ষাৎকারে তদজ্ঞানকল্পিতং তৎজীবত্বেন সহ নিবর্ত্তেত। স্বাপ্নিকরথাশ্বাদীব সুষুপ্তাবিতি।

অথ স্বভাববাদিনাং বৌদ্ধানামাহ—অপরস্পর-সম্ভূতমিতি, স্ত্রীপুরুষ সম্ভোগজন্যং জগন্ন ভবতি ঘটোৎপাদনে কুলালস্যেব বালোৎপাদনে পিত্রা-দেজ্ঞানাভাবাৎ, সত্যপি অসকৃৎ তৎ সম্ভোগে সন্তানানুৎপত্তেশ্চ, স্বেদজাদী-নামকস্মাদুৎপত্তেশ্চ, তস্মাৎ স্বভাবাদেবেদং ভবতীতি।

অনুবাদ

পরিয়া অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শশশৃঙ্গময় ধনুকধারণ করিয়া যাইতেছে॥ ইত্যাদি উক্তির রীতি অনুসারে বিশ্বসৃষ্টির কারণ ঈশ্বর নাই, ঈশ্বরও ঐরূপ ভ্রম-রচিতই, পারমার্থিক ভাবে ঈশ্বর থাকিলে ঐ ঈশ্বর নির্মিত জগৎ ঐরূপ দ্রষ্টার নষ্ট প্রায় হইত না। অতএব অসত্য জগৎ-এইরূপ একজীববাদীগণ মনে করেন। একই নির্বিশেষ সর্ব্বপ্রমাণের অবিষয় চিদ্ ভ্রমহেতু একজীব। তদ্ভিন্ন অন্য জড় জীব ঈশ্বরাত্মক পর্যন্ত তদ্ অজ্ঞানহেতু প্রতিভাস হইতেছে। স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইতে অবিসংবাদি স্বাপ্নিকের ন্যায় হস্তি অশ্ব রথাদি, জাগর কাল পর্যন্ত। স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে পর তদ্ অজ্ঞান কল্পিত তাহা জীবত্বের সহিত নিবৃত্তি হয়। স্বাপ্নিক রথ অশ্বাদির ন্যায় সুষুপ্তিতে॥

অনন্তর স্বভাববাদী বৌদ্ধগণের মত বলিতেছেন—'অপরস্পর-সম্ভূতম্' ইতি স্ত্রীপুরুষ সম্ভোগজন্য জগৎ নয়, ঘট উৎপাদনে কুম্ভকারের ন্যায় সন্তান উৎপাদনে পিত্রাদির জ্ঞান না থাকায়, থাকিলেও পুনঃ পুনঃ তৎ সম্ভোগেও সন্তান উৎপন্ন হয় না। স্বেদজ মশকাদির অকস্মাৎ উৎপত্তি দর্শনহেতুও, অত-এব স্বভাবতই এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

জগৎবিলাপয়ামাসুরিত্যাদ্যোতাথ তৎস্মৃতেঃ
ন চ তৎস্মৃতিমাত্রেণ লয়ো ভবতি নিশ্চিতম্‌ ॥৬৯॥

টীকা

অথ লোকায়াতকানামাহ—কামহেতুকমিতি কিমন্যদ্বাচ্যং স্ত্রীপুরুষয়োঃ কাম এব প্রবাহাত্মনা হেতুরস্যেতি স্বার্থে ঠক্।

অথবা—জৈনানামাহ—কামঃ স্বেচ্ছৈব হেতুরস্যেতি। যুক্তি বলেন যো যং কল্পয়িতুং শক্নুয়াৎ স তদেব তস্য হেতুঃ [illegible] নরকাদি-ভোগপর্যন্ত-ফলং তু [illegible] দ্বাদশভিঃ পদ্যৈঃ স্পষ্টমেব দর্শিতং শ্রীভগবতা তচ্চ তত্রৈব দ্রষ্টব্যম্ ॥৬৮॥

জগদিতি নারদীয়ে, তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যোপদেশানুসন্ধানাদিনা জগদ্-বিলাপয়ামাসুঃ। জগৎস্বপ্নাদিবৎ মিথ্যৈব ভাতি ন কথংচিৎ সত্যং কিন্তু 'অহং ব্রহ্মৈব অস্মি' ইতি স্মৃতেঃ ইত্যোরুচ্যেত, কিন্তু মিথ্যৈব ভাতীতি স্মৃতিমাত্রেণ

অনুবাদ

স্মৃতি লোপ হইলেই জগৎ বিলুপ্ত হয় এইরূপ বলে। তাহার স্মৃতি মাত্রে নিশ্চিতই লোপ হয় না ॥৬৯।

অনন্তর লোকায়তিক চার্বাক মত বলিতেছেন—'কামহেতু'কম্ ইতি। অন্য আর কি বলিব—স্ত্রীপুরুষের কামই প্রবাহরূপে এই বিশ্বের কারণ। অথবা, জৈনমত বলিতেছেন—কাম অর্থাৎ স্বেচ্ছাই এই বিশ্বের কারণ, যুক্তি বলে যিনি যাহা কল্পনা করিতে পারেন সেই কল্পনাই বিশ্বের কারণ যেমন উপন্যাস প্রভৃতি—এইরূপ বলেন। ইহাদের বিচিত্র জন্ম-নরকাদি ভোগ পর্যন্ত ফল। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন ইত্যাদি হইতে "আসুরী যোনিম্" এই পর্যন্ত দ্বাদশটি পদ্যদ্বারা স্পষ্টভাবেই শ্রীভগবান দেখাইয়াছেন, তাহা সেই গীতাতেই দ্রষ্টব্য ॥৬৮॥

'জগদিতি' নারদীয় পুরাণে—তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্য উপদেশ অনুসন্ধানা-দিদ্বারা জগৎকে বিভ্রান্তির পথে চালিত করিয়াছেন। জগৎ স্বপ্নাদির ন্যায় মিথ্যাই ভাসমান, বিন্দুমাত্র সত্তা নাই কিন্তু "আমি ব্রহ্মই হই" এইরূপ

জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।
অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে ॥
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধ-চেতসস্তেঽখিলং জগৎ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বরম্ ॥ ৭০ ॥

টীকা

নিশ্চিতং তস্য লয়ো নৈব ভবতি। চকারস্ত্বর্থে, তস্য পরমাত্ম-স্বাভাবিক শক্তিত্বাৎ, প্রাকৃত প্রলয়েঽপি সূক্ষ্মস্বরূপতয়া কারণে বিদ্যমানে বিদ্যমানত্বাৎ চ, জীবকৃতেন তথা ভাবনামাত্রেণ ন তন্নাশো ভবতি, মোক্ষলক্ষণাত্যন্তিক প্রলয়ে তদ্ধেতূনাং পৃথিব্যাদীনাং নাশো ন বক্তব্যঃ। লব্ধমোক্ষেষু শ্রীপৃথ্বাদিষু তদ্দেহস্থানাং পৃথিব্যাদ্যংশানাং স্বাংশস্বরূপ পৃথিব্যাদৌ লয়স্য স্থিতেশ্চ শ্রবণাৎ। কিন্তু তৈঃ কারণে কার্যস্য মেলনমাত্র ভাবনা ক্রিয়তে, ন তু নাশ ভাবনেতি চ বহুত্র শ্রূয়তে। তস্মাদলং তথাবিধৈঃ সহ সম্ভাষণেনেতি ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—(বিষ্ণুপুরাণে ১·৪ ৪০-৪১) হে ভগবন্ তুমি জ্ঞানাত্মা তোমার এই সমগ্র জগৎ জ্ঞানস্বরূপ, ইহাকে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ ভূতময় অর্থরূপ দর্শন করিয়া মোহসাগরে ভ্রমণ করে। হে পরমেশ্বর! যাঁহারা জ্ঞানবান শুদ্ধচিত্ত তাঁহারা সমগ্র জগৎকে তোমায় জ্ঞানময় রূপ দর্শন করেন, এই বিশ্ব একটি পরমেশ্বরের রূপ ॥ ৭০ ॥

স্মৃতির কারণ বল, কিন্তু মিথ্যাই আভাসিত হইতেছ, অদ্বৈতবাক্য স্মৃতমাত্র নিশ্চতই বিশ্বের লয় হয় না। চকার এব অর্থে, বিশ্ব পরমাত্মার স্বাভাবিক শক্তি রচিত. প্রকৃতির প্রলয় হইলেও সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান থাকে. জীব কর্তৃক মিথ্যা ভাবনামাত্রে বিশ্বের নাশ হয় না। মোক্ষরূপ আত্যন্তিক প্রলয়েও বিশ্বের কারণ পঞ্চমহাভূতের নাশ হয় না, শ্রীদেবী পৃথিবীদেবী প্রভৃতির মোক্ষলাভ হইলে তাঁহাদের দেহস্থিত পৃথিবী আদির অংশসমূহ স্বাংশী স্বরূপ পৃথিবী আদি পঞ্চমহাভূতে লয় ও স্থিতি শাস্ত্রে শুনা যায়। কিন্তু তাহার দ্বারা কারণে কার্যের মেলনমাত্র ভাবনা কর্তব্য, কিন্তু নাশ ভাবনা নয় ইহা বহু স্থলে শ্রুত হয়। অতএব ঐরূপ আসুরভাব বাদিদের সহিত সম্ভাষণে প্রয়োজন নাই, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৬৯ ॥

মায়াবাদমসৎশাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-রূপিণা ॥
বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতো নাশকারণাৎ ॥ ৭১ ॥
ত্বমারাধ্য তথা শম্ভো গ্রহীষ্যামি বরং সদা।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু ॥
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্ বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥৭২॥

টীকা

জ্ঞানেতি শ্রীবৈষ্ণবে ॥ ৭০ ॥

মায়াবাদমিতি পাদ্মোত্তরখণ্ডে দেবীং প্রতি পাষণ্ড শাস্ত্রং গণয়তা শ্রীমহাদেবেনোক্তং, তচ্চ অসুরাণাং মোহনার্থং ভগবত এবাজ্ঞয়েতি তত্রৈবোক্তমস্তি ॥ ৭১॥

অনুবাদ

তাঁহারা সমগ্র জগৎকে তোমায় জ্ঞানময় রূপ দর্শন করেন, এই বিশ্ব একটি পরমেশ্বরের রূপ ॥ ৭০ ॥

পাদ্মে—হে দেবি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদময় মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র। কলিযুগে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আমিই বলিয়াছি, ইহা মহাদেব বলিলেন। মহাশাস্ত্র বেদান্ত সূত্রে অবৈদিক মায়াবাদ আমিই বলিব হে দেবি জগতের নাশের নিমিত্ত ॥ ৭১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—সেইরূপ হে শম্ভু দ্বাপরাদি যুগে কলাংশে মানুষাদির মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আমিও তোমাকে আরাধনা করিয়া বর গ্রহণ

টীকানুবাদ—'জ্ঞানেতি' শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১৷৪৷৪০-৪১) ॥ ৭০ ॥

মায়াবাদমিতি—পাদ্মোত্তর খণ্ডে দেবীর প্রতি পাষণ্ড শাস্ত্র গণনাকারী শ্রীমহাদেবের উক্তি। তাহাও অসুরগণের মোহনের জন্য শ্রীভগবানের আজ্ঞায় রচনা করেন, ঐস্থলেই উক্তি আছে ॥ ৭১ ॥

এষমোহং স্বজাম্যাশু যো জনান্মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয় ॥
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু ॥৭৩॥
বিষধর কণভক্ষ-শঙ্করোক্তি-দশবল-পঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্।
মহদপি সুবিচার্য্য লোকতন্ত্রং ভগবদুপাস্তিমৃতে ন সিদ্ধিরাস্ত ॥৭৪॥

টীকা

ত্বামিতি পাদ্মে এবান্যত্র তথৈব চ শ্রীশিবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্ ॥ ৭২ ॥

এষ ইতি বারাহে তং প্রতি তদ্বাক্যম্ । ৭৩ ॥

বিষধরেতি শ্রীনৃসিংহপুরাণে যমবাক্যং। তত্র সর্বত্র বাদগ্রন্থা এব নির্দিষ্টা, নতু মন্ত্রগ্রন্থ ইতি তেষাং নামাক্ষরমেব সাক্ষান্নির্দিষ্টমিতি চ নান্যথা মননীয়ং

অনুবাদ

করিব। তুমিও নিজ মতে কল্পিত আগম সমূহ দ্বারা জনগণকে ভগবদ্বিমুখ কর, আমাকেও গোপন কর, যাহা দ্বারা এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ॥ ৭১ ॥

এই মোহ পুরুষকে শীঘ্র সৃজন করিব, যে ব্যক্তি জনগণকে মোহিত করিবে, হে রুদ্র মহাবাহু! তুমিও মোহ শাস্ত্রসমূহ রচনা কর। হে মহাভুজ! শাস্ত্রসমূহকে অন্য ব্যাস্থ করিয়া দেখাও, তুমি নিজেকে প্রকাশ কর আমাকে অপ্রকাশ কর ॥ ৭৩ ॥

শ্রীনৃসিংহপুরাণে—বিষধর অর্থাৎ ফণীভাষিত পাতঞ্জল দর্শন, কণাদোক্ত বৈশেষিক দর্শন, শঙ্করাচার্যোক্ত মায়াবাদ, দশবল—বৌদ্ধদর্শন, পঞ্চশিখ—সাংখ্য দর্শন, অক্ষপাদ-গৌতমোক্ত-ন্যায় দর্শন, মহান্ সুবিস্তৃত লোকতন্ত্র—লোকায়তিক চার্বাক দর্শন সুবিচার করিয়া জানা গেল শ্রীভগবৎ উপাসনা ব্যতীত সিদ্ধি নাই ॥ ৭৪ ॥

ত্বামিতি পাদ্মেই অন্যত্র, সেইরূপ শ্রীশিবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য ॥৭২॥

এষ ইতি বরাহপুরাণে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য ॥ ৭৩ ॥

বিষধরেতি শ্রীনৃসিংহপুরাণে যমবাক্য। এস্থলে সর্বত্র বাদ গ্রন্থসমূহই

শিবশাস্ত্রেষু তদ্গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্র যোগি-যৎ।
পরমো বিষ্ণুরেবৈকস্তজ্জ্ঞানং মোক্ষসাধনম্ ॥
শাস্ত্রাণাং নির্ণয়স্ত্বেষ তদন্যন্মোহনায় হি ॥ ৭৫ ॥
শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং পরম্।
বদন্তি তদ্বিরুদ্ধং যো বদেত্তস্মান্ন চাধমঃ ॥ ৭৬ ॥

ইতি দিক্ ॥

টীকা

তত্র বিষধরঃ পতঞ্জলিঃ, কণভক্ষঃ বৈশেষিকঃ। শঙ্করস্তু প্রসিদ্ধ এব, দশবলস্তু বৌদ্ধঃ, পঞ্চশিখঃ সাংখ্যবক্তা, ভগবদবতার ব্যতিরিক্তো যঃ কপিলঃ, অক্ষপাদস্তু গৌতমঃ, মহদপি তর্কশাস্ত্রাদপি যুক্তি বল বাহুল্য সঙ্কুলমিত্যর্থঃ লোকতন্ত্রং লোকায়তিক সিদ্ধান্তিতং তচ্ছাস্ত্র মিত্যর্থঃ। তত্র প্রত্যক্ষমাত্রৈক জীবনং লোকেঽপি বিস্তীর্ণঞ্চেতি তথোক্তমর্থবলাৎ ॥৭৪॥

অনুবাদ

স্কন্দপুরাণে—ষড়াননের প্রতি শ্রীশিবোক্তি—শিব প্রোক্ত শাস্ত্রসমূহ মধ্যে যাহা ভগবান্ বিষ্ণু-শাস্ত্রানুকূল তাহাই গ্রহণীয়। পরমতত্ত্ব একমাত্র শ্রীবিষ্ণুই তাহার জ্ঞান মোক্ষ সাধন—ইহাই সকল শাস্ত্রের সার নির্ণয়। তদ্ব্যতীত অন্য সকল অসুর মোহনের জন্য । ৭৫ ॥

শ্রুতিসমূহ, স্মৃতিসমূহ এবং যুক্তিমূলক দর্শন সমূহ পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকেই বলিতেছেন, উঁহার বিরুদ্ধ যিনি বলেন, তাহা হইতে অধম আর কেহ নাই ॥৭৬॥

ইহাই দিক্‌দর্শন ॥

নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু মন্ত্রগ্রন্থ নির্দিষ্ট হয় নাই। এই কারণে তাহাদেরই নামাক্ষরই সাক্ষাদ্ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অন্য প্রকার মনে করা উচিত নহে। এস্থলে 'পঞ্চশিখ' শব্দে সাংখ্য বক্তা, ভগবদবতার কপিলদেব হইতে অন্য ব্যক্তি। মহদপি তর্কশাস্ত্র হইতেও যুক্তি বল বাহুল্য সঙ্কুল। লোকতন্ত্র লোকায়তিক সিদ্ধান্ত যুক্ত ঐ শাস্ত্র। তাহা একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপজীব্য, লোকেও বিস্তীর্ণ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং জগত্তত্ত্ব নিরূপণং নাম
সপ্তমং প্রকরণম ॥৭॥ X॥ X॥ X॥ X॥

টীকা

শিবশাস্ত্রেষ্কিতি স্কান্দে ষড়াননং প্রতি শ্রীশিববাক্যং স্ফুটার্থং । ৭৫ ॥
শ্রুতয় ইতি পাদ্মে ।। ৭৬ ।। ইতি সপ্তমঃ প্রকরণম্ ।।৭।। X ।।

অনুবাদ

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালাতে জগৎতত্ত্ব নিরূপণ নামক
সপ্তম প্রকরণ ।।৭॥ X × ॥ X × ॥ X X॥

শিবশাস্ত্রেষু ইতি স্কন্দপুরাণে কার্তিকের প্রতি শ্রীশিববাক্য স্পষ্টার্থ ॥৭৫॥
শ্রুতয় ইতি পদ্মপুরাণে ॥ ৭৬ ॥
ইতি টীকানুবাদে সপ্তম প্রকরণ ॥৭॥ X॥ X॥

—১—

স্বভক্ত-পক্ষপাতেন তদ্বিপক্ষ-বিদারণম্ ।
নৃসিংহমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দ-বিগ্রহম্ ॥

নিকুঞ্জে যুগল সেবারত
শ্রীশ্রীবিলাসমঞ্জরী ও শ্রীশ্রীগুণমঞ্জরী

সুবিজ্ঞানরত্নমালায়াং

অষ্টমং রত্নম্

অথ ভক্তিযোগ-প্রকরণম্

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥১॥

(ভা ১১।২।৩৭)

টীকা

অথ ইহ খলু সুখপ্রাপ্তয়ে দুঃখ-নিবৃত্ত্যর্থং চ প্রযত্নাৎ সর্বেষামেবোদ্যমো দৃশ্যতে। তৎপ্রাপ্তিস্তন্নিবৃত্তিশ্চ শ্রীমৎ শ্রীভগবদ্ ভজনং বিনা ন ঘটতে। যদ্যপি জ্ঞানাদিকমপি সংসার নাশকতয়া সুখ সাধনং কেচিদ্বদন্তি। তত্র তত্র চ শ্রূয়তে। তথাপি দুঃখ নিবর্তকে তত্তৎফলে সুখাভাব এব দৃশ্যতে। তত্র ক্বচিৎ সাধনদশায়াং যথা ক্লেশস্তথা তৎফলপ্রাপ্তৌ সিদ্ধদশায়ামপি ক্লেশাভাবে

অষ্টম রত্ন

অথ ভক্তিযোগ

মূলানুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭) দ্বিতীয় অর্থাৎ অনাত্ম বস্তুর অভিনিবেশ বশতঃ ভয় হয়। ঈশ্বরবিমুখ জীবের বিপর্যয় অর্থাৎ জড়দেহে আত্মবুদ্ধি এবং নিজস্বরূপের ও ঈশ্বর স্বরূপের বিস্মরণ হয়। ঈশ্বরের মায়া অবিদ্যা দ্বারা, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঈশ্বরের ভজন করিবে, শ্রীগুরুদেবকে প্রিয়-জ্ঞানে একনিষ্ঠা ভক্তিদ্বারা॥১॥

টীকানুবাদ—অনন্তর এই জগতে সকললোকের সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ আমার সুখ হউক, দুঃখ না হউক, ইহার জন্য চেষ্টা ও উদ্যম দৃষ্ট হয়। ঐ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি সশক্তিক শ্রীভগবদ্ ভজন ব্যতীত সম্ভব নহে। যদিও জ্ঞান যোগ দিকেও সংসার নাশকরূপে সুখ সাধন কেহ কেহ বলেন এবং সেই সেই স্থলেও শ্রুত হয়। তথাপি দুঃখ বিনাশক সেই সেই সাধনের ফলে সুখের অভাবই দৃষ্ট হয়। কোন স্থলে সাধন অবস্থায় যেমন ক্লেশ, সেইরূপ ফলপ্রাপ্তি দশাতেও ক্লেশ না থাকিলেও সুখ জ্ঞানের অভাব-

টীকা

ঽপি সুখজ্ঞানাভাবাৎ প্রায়ঃ ক্লেশনিমগ্নত্বমেবানুমীয়তে। শ্রূয়তে চ কেন কিঞ্চিদ্বিশেষঃ। ক্বচিত্তু সাধনদশায়াং ক্লেশবাহুল্যং পরিণামেঽপি দুঃখাদিপরম্পরা চ ভবত্যেব। ততশ্চ ন তৎ সুখং মন্তব্যম্।

কিঞ্চ, তত্তচ্চাপি ভক্তি প্রকার বিশেষং বিনা ন সিদ্ধ্যতি। ততশ্চ পরম সুখহেতুরিহামুত্র চাবিনাশি পরমানন্দ ফলদঃ সুখসাধ্যশ্চ ভক্তিযোগ এব সর্ব্বৈঃ কর্ত্তব্যোঽন্যথা অনাদিতো বিমুখানাং জীবানাং তন্মায়াকৃতভয়ং স্যাদিত্যেতদর্থং পুরস্কারেণাহ—ভয়মিতি একাদশে,—(১১।২।৩৭) যতো ভয়ং তন্মায়য়া ভবেদতো বুধো বিজ্ঞঃ তমেব আ সম্যক্ সমন্তাদ্ বা পশ্যন্ ভজেৎ। অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেদিত্যুক্ত রীত্যা তন্নিবৃত্ত্যর্থমন্যভজনাভাবো দর্শিতঃ। নমু ভয়ং দেহাদ্যভিনিবেশতো ভবতি, সচ দেহোঽহংকারতঃ, স চ স্বরূপাস্মরণাৎ, কিমত্র তস্য মায়া করোতি? অতঃ আহ—ঈশাদপেতস্যেতি, ঈশবিমুখস্য

অনুবাদ

হেতু প্রায়শঃ ক্লেশ নিমগ্নতাই অনুমিত হয়, শোনাও যায়, আবার কোথাও সাধনদশায় ক্লেশ বহুল, পরিণামে দুঃখের পর দুঃখও হয়ই। অতএব উহাকে সুখ মনে করা যায় না।

আরও ঐ জ্ঞানযোগাদির ফলও ভক্তির সহায়তা ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। সুতরাং পরমসুখের কারণ, ইহলোকে এবং পরলোকে অবিনাশি পরমানন্দ ফলপ্রদ এবং সুখসাধ্য ভক্তিযোগই সকলের কর্তব্য। তাহা না হইলে অনাদি-কাল হইতে শ্রীভগবৎ বিমুখ জীবগণের ভগবৎমায়াকৃত ভয় হইবেই। এই বিষয়টি জানাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন—'ভয়ম্ ইতি একাদশে (১১।২।৩৭) যেহেতু ভয় ঈশ্বরের মায়াদ্বারা হয়, অতএব বিজ্ঞব্যক্তি ঈশ্বরকেই সম্যক্ বা সর্বপ্রকারে দর্শন করিয়া ভজন করিবে। গৃহকোণে যদি মধু পাওয়া যায় তবে পর্বতে গিয়া কি প্রয়োজন—এই রীতি অনুসারে ভয় নিবারণের জন্য অন্য ভজনের প্রয়োজন নাই। প্রশ্ন:—ভয় দেহে অভিনিবেশ বশত হয়, সেই দেহও অহঙ্কার হইতে হয়, অহঙ্কারও স্বরূপের অস্ফুরণ জন্য, এস্থলে ঈশ্বরের মায়া কি করে? ইহার উত্তরে—ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তির মায়াদ্বারা

তস্মাদ্‌, গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্‌ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্‌ ॥১॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

টীকা

তন্মায়য়াঽস্মৃতিঃ স্বস্বরূপ-শ্রীহরিস্বরূপয়োরজ্ঞানং, ততশ্চ বিপর্য্যয়ো 'দেহোঽহমস্মি' ইতি অন্যত্রাভিনিবেশস্ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাদ্ভয়ং তস্মাদ্বুধ আভজেত্তমেবেত্যন্বয়ঃ। ননু তয়া পরমক্লিষ্টান্ জীবান্ দৃষ্ট্বা স্বমায়াং স এব কথং ন বারয়তি? তস্য পরমদয়ালুত্বেন শ্রবণাদিতি চেৎ? সত্যম্, কিন্তু অনাদিতঃ ভক্ত্যায়াং প্রপঞ্চাধিকারিণ্যাং তস্যাং জীবদুঃখদর্শনাসহিষ্ণুরপি ভগবান্ দাক্ষিণ্যং লঙ্ঘিতুং ন শক্নোতি, কিন্তু জীবানাং তদ্ভয়নিবারণায় পরোক্ষং যথাতথোপদিশতি —দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া-মেতাং তরন্তি তে॥" ইত্যাদিনা। একয়াঽব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা ভজেৎ কিঞ্চ, গুরুরেব দেবতা ঈশ্বরঃ আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাভূতঃ সন্ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতে—(১১।৩।২১) অতএব উত্তম শ্রেয়ঃ—পরম মঙ্গল জিজ্ঞাসু

অস্মৃতি। অর্থাৎ নিজস্বরূপ ও ঈশ্বর স্বরূপের অজ্ঞান হয়, তৎপরে বিপর্যয় দেহ আমি-এইরূপ আত্মভিন্ন দেহে অভিনিবেশ, সেই দ্বিতীয় বস্তুতে অভি-নিবেশ হইতে ভয় শ্রীহরির মায়াদ্বারাই হয়, অতএব ঈশ্বরকেই ভজন করিবে। প্রশ্ন:—মায়াদ্বারা পরমক্লেশ প্রাপ্ত জীবসমূহকে দেখিয়া নিজমায়াকে শ্রীহরিই কেন বারণ করিতেছেন না, তাঁহার পরমদয়ালুতার কথা শুনা যায়? উত্তর—সত্য, কিন্তু অনাদিকাল হইতে ভক্তিমতী প্রপঞ্চ কারাগারের অধিকারিণী মায়াতে জীবদুঃখ দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়াও ভগবান্ মায়াতে দাক্ষিণ্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না, কিন্তু জীবগণের মায়াভয় নিবারণের জন্য পরোক্ষ-ভাবে উপদেশ দিতেছেন—'এই গুণময়ী দৈবী আমার মায়া দুর্লঙ্ঘ্য আমাকেই যাহারা শরণাপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়াকে তরিতে পারেন।' এই গীতা বাক্যদ্বারা। একমাত্র অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা ভজন করিবেন, আরও শ্রীগুরু-দেবকে ঈশ্বর ও শ্রেষ্ঠ জানিয়া ভজন করিবেন ॥১॥

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম-নিষ্ঠম্ ॥৩॥

টীকা

অথ গুরুদেবতাত্মেত্যুক্তত্বাৎ প্রথমং গুরু শরণাপত্তিমাহঃ—তস্মাদিতি। যস্মাদীশমায়য়া ভয়ং স্যাৎ তস্মাৎ তন্নিস্তারোপায়ভূতমুত্তমং শ্রেয়ো জিজ্ঞাসু-রিত্যন্বয়ঃ। 'শাব্দে ব্রহ্মণি বেদাখ্যে নিষ্ণাতং তত্ত্বজ্ঞং, অন্যথা সংশয় নিরাসক-ত্বাযোগাৎ। পরে চ ব্রহ্মণি অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতং, অন্যথা সংবোধ সংক্রামাযোগাৎ। পর ব্রহ্মণি নিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ—'উপশমাশ্রয়মিতি' টীকা চ ব্যত্যয়লিখনন্তু সঙ্গতার্থমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥২॥

তদ্বিজ্ঞানার্থমিতি মুণ্ডকে, তচ্চ জ্ঞানং দ্বিবিধং, একং নির্নিমেষবীক্ষণবৎ তত্ত্বং পদার্থানুভব রূপং দ্বিতীয়ং তু অপাঙ্গবীক্ষণবৎ বিচিত্রং ভক্তিরূপং।

অনুবাদ

ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিবে। শ্রীগুরুদেব কীরূপ, শব্দব্রহ্ম বেদাদি শাস্ত্রে নিপুণ ও পরব্রহ্ম শ্রীভগবদ্ ভজননিষ্ঠ ॥২॥

মুণ্ডকে (১।২।১২) সেই নিত্যবস্তু জানিবার জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তি উপহার হস্তে বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের নিকট গমন করিবে ॥৩॥

টীকানুবাদ—প্রথমে গুরুদেবতাত্ম বলা হইয়াছে, সুতরাং প্রথমে গুরুশরণাগতি বলিতেছেন—(ভা ১১।৩।২১) যেহেতু পরমেশ্বরের মায়াদ্বারা ভয় হয়, সেই-হেতু তাহা হইতে নিস্তারের উপায় স্বরূপ উত্তম মঙ্গল জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শব্দব্রহ্ম বেদে নিষ্ণাত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ, তাহা না হইলে শিষ্যের সংশয় নিবারণ সম্ভব হইবে না। পরব্রহ্মে অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভূতিতে নিষ্ণাত, তাহা না হইলে, শিষ্যের হৃদয়ে সম্যক্ অনুভব সঞ্চার অসম্ভব হইবে। পরব্রহ্মে যিনি নিষ্ণাত তাঁহার লক্ষণ বলিতেছেন—উপসমাশ্রয়ম্—ক্রোধলোভাদির অবশীভূত ॥২॥

মুণ্ডকে (১।২।১২) সেই জ্ঞান দ্বিবিধ, প্রথম নিমেষহীন দর্শনবৎ 'তৎত্বম্' পদার্থের অনুভব, দ্বিতীয়—অপাঙ্গ দর্শনবৎ বিচিত্র ভক্তিস্বরূপ। অতএব 'বিজ্ঞান'শব্দে ভক্তিরূপ জ্ঞানকেই বলা হইয়াছে। তাহা না হইলে তাহার

আচার্যবান্ পুরুষো বেদ, তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে, অথ সংপৎস্যে ইতি ॥৪॥

টীকা

অতো বিজ্ঞানশব্দেন ভক্তিরূপমেবোচ্যতে। অন্যথা তজ্জ্ঞানার্থে বিজ্ঞানেনৈব চরিতার্থতা স্যাৎ। তচ্চ ভক্তিরূপমেব মুখ্যং তদর্থমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র শিষ্যলক্ষণমাহ—উপায়নপাণিরিতি, উপায়নপাণিঃ সন গুরুমুপসর্পেৎ সমিৎপাণিঃ—সমিদগ্নিহোত্রাদ্যর্থাদন্যস্তদর্থা বা বোধ্যা। গুরুং বিশিনষ্টি—শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম-নিষ্ঠমিতি চ, শ্রোত্রিয়ং বেদজ্ঞং অন্যথা সংশয়ং ছেত্তুং ন শক্যত্বাৎ। ব্রহ্মনিষ্ঠং শ্রীভগবদনুভবিনং, অন্যথা তদুপদিষ্টো হরিঃ শিষ্যহৃদি ন স্ফুরেৎ ইত্যর্থঃ ॥৩॥

আচার্যবানিতি—ছান্দোগ্যে, 'আচার্যবান্ গুরুপ্রপত্তি বিশিষ্টঃ ন বিমোক্ষ্যে ঈশ্বরেণ বিমোক্তুং নেচ্ছতে। অথ গুরূপদিষ্ট ভক্ত্যা প্রাচীন কর্মক্ষয়ানন্তর-মিত্যর্থঃ ॥৪॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ছান্দোগ্যে (৬।১৪।২) শ্রীগুরুপদাশ্রিত ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানেন। যে পর্যন্ত আমি দেহ হইতে মুক্ত না হইব, সেই পর্যন্ত আমার বিলম্ব, তাহার পর আমি নিত্যধাম প্রাপ্ত হইব ॥৪॥

জ্ঞানের জন্য এইরূপ বলিলেই হইত। সুতরাং ভক্তিরূপ জ্ঞানই মুখ্যভাবে 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ। এইস্থলে শিষ্যলক্ষণ বলা হইতেছে—উপায়ন পাণিঃ উপায়ন হস্তে করিয়া শ্রীগুরুর নিকট যাইবে। সমিৎ—হোমকাষ্ঠ হস্তে উদ্দেশ্য অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের নিকট গমনার্থ। শ্রীগুরুদেবের বিশেষণ দিতে-ছেন—শ্রোত্রিয়—বেদজ্ঞ, তাহা না হইলে শিষ্যের সংশয় ছেদন করিতে পারিবেন না, ব্রহ্মনিষ্ঠ—শ্রী ভগবদ্ অনুভবী, তাহা না হইলে তাঁহার উপদিষ্ট শ্রীহরি শিষ্যের হৃদয়ে স্ফুর্তি হইবেন না ॥৩॥

আচার্যবান্ ইতি ছান্দোগ্যে (৬।১৪।২) গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তি ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন না, অথ—শ্রীগুরু-উপদিষ্ট ভক্তিদ্বারা প্রাচীন কর্মক্ষয়ের পর স্বধামে গমনেচ্ছুক ॥৪॥

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাপ্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৫॥ (শ্বেতাশ্ব-৬।২৩)
নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ॥৬॥
(কঠ ১।২।৯)॥

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ (ভাঃ ১১।৩।২২) ॥৭॥

টীকা

যস্যেতি—শ্বেতাশ্বতরে ৬।২৩ কথিতা অর্থাঃ পদার্থাঃ তস্যৈব মহাত্মনঃ প্রকাশন্তে যথাবৎ স্ফুরন্তি ফললাভায় ভবন্তি চ, নান্যস্য, যস্মাদেবং তস্মাদ্ বিবেক মিচ্ছদ্ভিঃ সর্বথা সর্বোপাধিরহিতা শ্রীমদ্গুরুভক্তিস্তথৈব শ্রীমদ্হরিভক্তিশ্চাবশ্যমেব কর্ত্তব্যেতি ভাবঃ ॥৫॥

আত্মেতি, আত্মা পরমপ্রেষ্ঠো হরিঃ পরেশ এব, 'অততি ব্যাপ্নোতি' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ, আত্মনো দর্শনায় তস্য ধ্যানং বিধীয়তে—নিদিধ্যাসিতব্যো

অনুবাদ

(শ্বে ৬।২৩) যাহার ইষ্টদেবে পরা ভক্তি আছে এবং সেইরূপ শ্রীগুরুদেবে ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই উপনিষদাদি শাস্ত্রোক্ত বিষয় সমূহ স্বানুভব যোগ্য হয় ॥৫॥

মূলানুবাদ—কঠোপনিষদে (১।২।৯) হে প্রিয়তম, তোমার যে সদ্বুদ্ধি হইয়াছে, তাহা তর্কের দ্বারা লভ্য নহে। তার্কিক হইতে ভিন্ন কোনও জ্ঞানী আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে ঐ মতি আত্ম সাক্ষাৎকারের কারণ হয় ॥৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।২২) শ্রীহরির প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে

যস্যেতি-শ্বেতাশ্বতরে (৬ ২৩) শাস্ত্র কথিত পদার্থসমূহ সেই মহাত্মার নিকট যথাযথ স্ফুর্তি হয় এবং ফল লাভ হয়, অন্যের নহে। যেহেতু এই নিয়ম সেই-হেতু জ্ঞানলাভেচ্ছুগণের সর্বপ্রকারে সর্ব উপাধি-রহিত হইয়া শ্রীমদ্ গুরুভক্তি এবং সেইরূপ শ্রীমদ্ হরিভক্তি অবশ্যই কর্তব্য—ইহাই ভাবার্থ ॥৫॥

বৃহদারণ্যকে (২।৪।৫) আত্মেতি—আত্ম-শব্দে পরমপ্রেষ্ঠ হরি পরমেশ্বরই, যিনি সর্বব্যাপি, আত্মদর্শনের জন্য তাঁহার ধ্যান বিহিত। নিদিধ্যাসিতব্য—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ীতি বৃহদারণ্যকে (২।৪।৫) ॥৮॥

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি (ছাঃ ৭।২৩।১) ॥৯॥

টীকা

বিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যর্থঃ। সাঙ্গ বেদং অধীত্য তস্য ফলবদর্থাবধিকত্বং বীক্ষ্য তন্নির্ণয়ে স্বয়ং প্রবর্ত্তত ইতি শ্রবণস্য প্রাপ্তত্বাৎ অনুবাদত্বং, শ্রবণ-প্রতিষ্ঠার্থত্বান্মননস্যাপি তৎ। তস্মাৎ নিদিধ্যাসনমেব বিধীয়তে। ইতি যদ্ব্যাচক্ষতে তদিদং বিভাব্যম্ ॥৮॥

য ইতি অত্র ভূমা বিপুলস্বরূপো হরিরেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যর্থঃ। তৎসুখস্য তৎ স্বরূপ ভূতত্বাদ্ ভেদাভেদোক্তিশ্চাত্র ন বিরুধ্যতে তস্য পরমানন্দ স্বরূপত্বেঽপি পরমানন্দিত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥৯॥

অনুবাদ

ভাগবত ধর্ম সমূহ শিক্ষা করিবে। নিষ্কপট সেবাদ্বারা, যে ভাগবতধর্মরূপ সেবা-দ্বারা ভক্তগণকে আত্মপ্রদ শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন ।৭।

বৃহদারণ্যকে (২।৪।৫) অয়ি মৈত্রেয়ি, আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, বিদিধ্যাসন করিতে হইবে ।৮॥

(ছা ৭।২৩।১) যিনি ভূমা তিনি সুখস্বরূপ, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ, ভূমাই জ্ঞাতব্য ॥৯॥

অর্থাৎ বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিবে। সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার ফল-যুক্ত অর্থ পর্যন্ত দর্শন করিয়া তাহা নির্ণয়ের জন্য স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতেছেন। শ্রবণ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হেতু উহা অনুবাদ, শ্রবণকে স্থায়ী করিবার জন্য মনন। অতএব নিদিধ্যাসনই বিহিত হইতেছে, এই কারণে যাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাই ভাবনার বিষয় ॥৮॥

(ছাঃ ৭ ২৩ ১) য ইতি, এস্থলে ভূমা বিপুল স্বরূপ শ্রীহরিই জিজ্ঞাসার বিষয়। সেই সুখ তাঁহার স্বরূপভূতহেতু ভেদ ও অভেদ উক্তিও এস্থলে বিরুদ্ধ হয় না, তাঁহার পরমানন্দ স্বরূপ হইলেও পরমানন্দীও তিনি ।৯॥

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যেদিতি (প্রশ্ন ১।১০) ॥১০॥

আত্মৈবেদং সর্বমিতি, স বা এষ এবং পশ্যন্ এবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতি রাত্মক্রীড়, আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স সম্রাট্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি (ছা ৭।২৫।২) ॥১১॥

টীকা

তপসেতি, তপসা হরিবাসরাদি ব্রতেন, ব্রহ্মচর্যেণ মৈথুনাদি বর্জনেন, শ্রদ্ধয়া শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রার্থ দৃঢ় বিশ্বাসেন, বিদ্যয়া ভাবলক্ষণয়া ভক্ত্যা চাত্মানং শ্রীহরিং অন্বিষ্যেৎ সাক্ষাৎচিকীর্ষেৎ ॥১০॥

ছান্দোগ্যে – 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ (ছা ৭।২৩।১) ইত্যাদ্যাপক্রম্য আম্নায়তে – আত্মৈবেদমিত্যাদি, ইদং সর্বং অত্রত্যং পরত্রত্যঞ্চ আত্মৈব, ন পরমাত্মনঃ কিঞ্চিদ্ ব্যতিরিক্তম্। অত্রত্যস্য তদ্বহিরঙ্গ-তটস্থ-শক্তিময়ত্বাৎ পরত্রত্যস্য তৎ-

অনুবাদ

তপস্যা দ্বারা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যাদ্বারা আত্মার অন্বেষণ করিবে (প্রশ্ন ১।১০) ॥১০॥

ছান্দোগ্যে (৭।২৫।১) আত্মাই এই সমুদায়। যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এইরূপ মনন করেন, এইপ্রকার বিজ্ঞান লাভ করেন তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, এবং আত্মানন্দ হন এবং তিনিই সম্রাট হন, তাঁহার সর্বলোকে ইচ্ছানুরূপ ভ্রমণ হয় ॥১১

প্রশ্নোপনিষদে (১।১০) তপসেতি। তপসা – শ্রীহরি-বাসরাদি ব্রত-দ্বারা, ব্রহ্মচর্যেণ—মৈথুনাদি বর্জন পূর্বক, শ্রদ্ধয়া – শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রার্থ দৃঢ়-বিশ্বাস দ্বারা, বিদ্যয়া – ভাব-লক্ষণা ভক্তিদ্বারা, আত্মাকে— শ্রীহরিকে, অনুসন্ধান পূর্বক সাক্ষাৎ দর্শন ইচ্ছা করিবে ॥১০॥

ছান্দোগ্যে (৭।২৩।১) যিনি ভূমা তিনিই সুখ স্বরূপ-এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া বলিলেন – আত্মাই এই সকল, এই জগৎ ও পরজগতের সকলই আত্মা, পরমাত্মা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই এই জগৎ তাঁহার বহিরঙ্গা-শক্তি ও তটস্থা শক্তিময়হেতু, এবং পর গোলোক বৈকুণ্ঠ তাঁহার স্বরূপ শক্তির বিলাস হেতু। স

টীকা

স্বরূপশক্তিময়ত্বাচ্চেত্যর্থঃ। স এষ – তদুপাসকো বৈ নিশ্চিতং এব পূর্বোক্ত-প্রকারেণৈব পশ্যন্ তন্ময়ং সর্বমিতি শেষঃ। এবং পরত্রাপি যোজ্যম্। মন্বানঃ সামান্যতয়া মনসা জানন্ ইত্যর্থঃ বিজানন্ বিশেষেণ নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা জানন্নিত্যর্থঃ। স আত্মরতিঃ – মুহুঃ সর্বত্র স্ফুরণাৎ পরমাত্মন্যেব রতিঃ প্রীতিঃ প্রেমলক্ষণাভক্তির্যস্য স তথাভূতো মহাভাগবতো ভবতীত্যর্থঃ। ততশ্চ মুহুঃ তৎ সান্নিধ্যলাভায় তদর্থমেব ক্রীড়া যস্য স ইত্যর্থঃ। ততশ্চ মুহুর্ভক্তিভরেণ তন্নামাহ্বানাৎ প্রাপ্তেন তেন সহ মিথুনং সংযোগো যথাধিকারং সম্বন্ধো যস্য স ইত্যর্থঃ তত্র মিথুন শব্দস্য যুগ্মবাচিত্বাৎ অন্যথার্থস্য কষ্ট সৃষ্ট ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ততশ্চ তেনৈবানন্দো যস্য, স্বর্গাদি ভোগেষু বিরক্তস্তদেকলাভেন পরমানন্দী ভবতীত্যর্থঃ। ততশ্চ স্বরাট্ স্বেন তাদৃশ স্বস্বরূপেণ, স্বেন স্বস্বামিনা চ রাজতে ইতি সোঽত্র পরত্র চ দাস্যাদিভাববান্ তৎসেবনানুরক্তস্তৎ সংযোগেন সুশোভনো ভবতীত্যর্থঃ। অত্রাত্মরত্যাদিরূপায়াঃ শ্রীহরিভক্তেঃ পশ্যন্ ইতি দর্শনম্প্রহর্ষাদি

অনুবাদ

এষ – তাঁহার উপাসক বৈ-নিশ্চয়ই পূর্ব্বোক্তরূপে অর্থাৎ পরমাত্মময় জানিয়া এবং সামান্যভাবে মনদ্বারা জানিয়া, আর বিজানন্—বিশেষভাবে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা জানিয়া সেই সাধক আত্মরতি – নিরন্তর সর্বত্র স্ফূর্ত্তি হওয়ায় পরমাত্মাতেই রতি—প্রীতি-প্রেমলক্ষণা ভক্তি যাঁহার তিনি মহাভাগবত হন। অনন্তর পুনঃ পুনঃ – ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের জন্য ক্রীড়াশীল, তৎপরে পুনরায় ভক্তিভরে তাঁহার নামকীর্তন ফলে প্রাপ্ত তাঁহার সহিত সংযোগ এবং অধিকার অনুরূপ সম্বন্ধ লাভ করে উপাসক, এস্থলে মিথুন শব্দের যুগল অর্থহেতু সাযুজ্য বা এক হওয়া অর্থ কষ্ট কল্পনা জানিতে হইবে। অনন্তর তাঁহার সহিত আনন্দ লাভ স্বর্গাদি ভোগে বিরক্ত, রসস্বরূপ শ্রীভগবানকে পাইয়া পরমানন্দী হন। অতঃপর স্বরাট্ হন্ – ঐরূপ নিজস্বরূপ প্রাপ্তি দ্বারা এবং নিজ প্রভুর সহিত বিরাজমান হন্। ইহার দ্বারা – উপাসক ইহলোকে এবং পরলোকে দাস্যাদি ভাব যুক্ত এবং প্রভুর সেবায় অনুরক্ত, প্রভুর সহিত সংযোগহেতু সুশোভিত হন। এস্থলে আত্মরতি আদি শ্রীহরিভক্তির অঙ্গ, পশ্যন্ দর্শন আর্থ অপ্রিয়-

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ ॥১২॥ (৪।৪।১২)

টীকা

ভ্রমনিরাস সুখেনাঙ্গং স্যাৎ, মন-বিজ্ঞানয়োরুক্ত প্রকারেণানুবাদশ্চ জ্ঞেয়ঃ স্পষ্ট-মন্যৎ ॥১১॥

আত্মানমিতি (বৃহদা ৪।৪।১২) আত্মানং স্বং চেদ্যদি বিজানীয়াৎ কথ-মিত্যপেক্ষায়ামাহ—অয়মিতি, অয়ং শুদ্ধ ত্বং-পদার্থঃ শ্রীমৎ শ্রীভগবদ্দাসোঽহমস্মি, ন তু সংসারীত্যনেন বিশেষেণ শ্রীভগবৎ কৃপয়া লব্ধ-সদ্গুরু-সৎপ্রসঙ্গ-প্রাপ্ত-ভাগবত-জ্ঞানসূর্যেণ জানীয়াৎ ইত্যর্থঃ। তর্হি কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় চ শরীরমনু সংজ্বরেৎ শরীরোপাধিজনিত—কামনাদিভিঃ সংতপ্তো ভবেৎ নাস্য তদ্দাস্যতুল্যং ব্রহ্মসাযুজ্যাদিকমপি, নাপ্যত্র স্বর্গাদাবপি চ শুদ্ধ ত্বং পদার্থোপ-ভোগ্যং কিমপ্যস্তীতি ভাবঃ। তদুক্তং শ্রীধ্রুবেন—

অনুবাদ

বৃহদারণ্যকে (৪।৪।১২) জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এইভাবে যিনি আত্মাকে অবগত হইয়াছেন, তিনি কি ইচ্ছা করিয়া কোন্ বস্তুর কামনায় এই শরীর সন্তাপ ভোগ করিবেন ॥১২॥

স্বাদি ভ্রমনিরাসদ্বারা মনন ও বিজ্ঞান উক্তপ্রকারে অনুবাদ জানিবেন, অন্য স্পষ্ট ॥১১॥

আত্মানমিতি বৃহদারণ্যকে (৪।৪।১২) আত্মাকে উপাসক নিজ স্বরূপকে যদি জানিতে পারে, কিরূপে? ইহার উত্তরে—এই শুদ্ধ ত্বংপদার্থ শ্রীভগবানের দাস আমি হই, আমি সংসারী নহি, ইহার পর বিশেষভাবে শ্রীভগবৎ কৃপায় সদ্গুরু লাভ, সৎপ্রসঙ্গ লাভ, ভাগবত-জ্ঞান সূর্যদ্বারা জানে, তাহা হইলে কি লাভের ইচ্ছায় শরীর উপাধি জাত কামনাদি দ্বারা সন্তপ্ত হইবে। শ্রীভগবৎ দাস্য তুল্য আনন্দ, ব্রহ্মসাযুজ্যাদিতে নাই প্রাকৃত স্বর্গাদিতেও নাই। শুদ্ধ ত্বং পদার্থের উপভোগ্য কিছু আছে, কিছুই নাই। তাহাই শ্রীধ্রুব বলিয়াছেন (ভা ৪।৯।১০) হে ভগবন্ তোমার পাদপদ্ম ধ্যান হইতে, অথবা—আপনার

তরতি শোকমাত্মবিদিতি (ছান্দোগ্য ৭।১।৩) ॥১৩॥
এষ হি এবানন্দয়াতি। রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভব-তীতি ॥১৪॥

টীকা

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম, ধ্যানাদ্ ভবজ্জন কথাশ্রবণেন বা স্যাৎ সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ কিন্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥১২॥ ইতি (ভাঃ ৪।৯।১০)

তরতীতি-ছান্দোগ্যে (৭।১।৩) আত্মানং স্বং পরং চ বেত্তি ভক্তি ভরেণ পরং বিন্দতে চ, স শোকং সংসার জন্য-নানাবিধ ক্লেশং তরতি, নান্যো বিপরীত দর্শীত্যর্থঃ ॥১৩।

তদ্ভজনে কো লাভঃ? তত্রাহ—এষ ইতি, এষ শ্রীহরিরুন্মুখমাত্রং জনং সালোক্যাদিকং দত্ত্বানন্দয়তি। দীর্ঘত্বং ছান্দসং শিষ্টং পূর্ববৎ ॥১৪॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—(ছাঃ ৭।১।৩) আত্মবিৎ শোক হইতে তরিয়া যান ॥১৩॥
(তৈত্তিরীয় ২।৭।১) এই শ্রীহরি তাঁহার চরণে উন্মুখ মাত্র ব্যক্তিকেই নিজ সালোক্যাদি দান করিয়া আনন্দিত করেন।
শ্রীহরি রস স্বরূপ, উপাসক রস লাভ করিয়া আনন্দিত হয় ॥১৪॥

ভক্তগণের কথা শ্রবণদ্বারা যে আনন্দ হয়, হে নাথ তোমার নিজমহিমারূপ ব্রহ্মেও সে আনন্দ হয় না, আর কালের খড়্গ দ্বারা ছিন্ন পতনশীল স্বর্গে সে সুখ কিরূপে থাকিবে ॥১২।

'তরতি' ইতি ছান্দোগ্যে (৭।১।৩) আত্মবিদ্ অর্থাৎ স্বস্বরূপ ও পরস্বরূপ যিনি ভক্তিভরে অনুভব করেন, তিনি শোক-সংসারিক নানাবিধ ক্লেশ উত্তীর্ণ হন, অন্যব্যক্তি ইহার বিপরীত দশী ক্লেশে নিমজ্জিত থাকেন ॥১৩॥

শ্রীহরিভজনে কি লাভ? তাহার উত্তরে—এষ ইতি এই শ্রীহরি উন্মুখ-মাত্রকে সালোক্যাদি দান করিয়া আনন্দিত করেন। অবশিষ্ট পূর্ববৎ ॥১৪॥

"সাযুজ্যং প্রতিপন্না যে তীব্রভক্তাস্তপস্বিনঃ।
কিঙ্করা ইব তে নিত্যং ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ॥"১৫॥

টীকা

নমু 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা' ইত্যাদিষু নামরূপ-ত্যাগেন পরপুরুষপ্রাপ্তি-শ্রবণাৎ। তেন চ তৎসাযুজ্য মেবাবসীয়তে, তদেব সাধ্যং, কিং ভক্তি-প্রশংসা শ্রবণেন? তত্রাহ—সাযুজ্যমিতি পরমসংহিতায়াং স্পষ্টং। 'যাদৃগ্রূপস্তু ভগবান্ যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে। মুক্তশ্চ পঞ্চকালজস্তাদৃশঃ সহমোদতে॥—ইতি শাণ্ডিল্য স্মৃতিশ্চ তথৈব সংগচ্ছতে। তস্মাৎ ন তাসু শ্রুতিষু তদৈক্য প্রতিপাদনং সম্ভাবনীয়ম্। কিন্তু ক্ষীরনীরবৎ অন্যশরীরাবিষ্ট গ্রহাদিবচ্চ সংশ্লেষ এব সাযুজ্য-শব্দেনোচ্যতে। ন চ দৃষ্টান্ত বলেন মুক্তস্য প্রবলত্বং মন্তব্যম্। কিঙ্করা ইবেতি বাক্যং তেষাং দুর্বলত্বমেব বদতি। তথৈব—ভীষা অস্মাদিত্যাহাস্তৎপারমৈশ্বর্য্যং স্পষ্টম্॥১৫।

অনুবাদ

পরমসংহিতাতে—যে সকল তপস্বী তীব্র ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারা সাযুজ্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ দাস্য ভক্তগণের ন্যায় নিত্য উপদ্রব রহিত হইয়া বাস করেন॥১৫॥

প্রশ্ন:—যেমন নদীসমূহ প্রবাহিত হইয়া ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রে 'নাম রূপ ত্যাগদ্বারা পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়' শ্রুত হয়। তাহাদ্বারা তৎসাযুজ্যই প্রাপ্ত হয়, তাহাই সাধ্য, ভক্তি প্রশংসা শ্রবণে কি ফল? তাহার উত্তর—সাযুজ্যমিতি পরমসংহিতাতে অর্থ স্পষ্ট। যেরূপ ভগবান যেস্থানে অবস্থান করেন মুক্ত জীবও পঞ্চকাল সেইরূপে তাঁহার সহিত আনন্দিত হয়। এই শাণ্ডিল্য স্মৃতিও ঐরূপ অর্থেই সঙ্গত হয়। অতএব ঐসকল শ্রুতিতে 'ভগবানের সহিত ঐক্য প্রতিপাদন করে'—ইহা সম্ভাবনা করা উচিত হইবে না। কিন্তু ক্ষীরনীরবৎ এবং অন্য শরীরাবিষ্ট গ্রহাদির ন্যায় সংশ্লেষকেও সাযুজ্য-শব্দে বলা হয়। 'দাসগণের ন্যায়' এই বাক্যে দৃষ্টান্ত বলে মুক্তের প্রাবল্য মান করা উচিত নহে। 'দাসগণের ন্যায়' এই বাক্য মুক্তগণের দুর্বলতাই বলিতেছেন। সেইরূপ—ভীষা অস্মাদ্ বাত পবতে ইত্যাদি বাক্যে ভগবানের পরম ঐশ্বর্যের কথা স্পষ্ট।১৫।

"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমান্ আত্মহিতায় প্রেম্না হরিং ভজেদিতি॥১৬॥

টীকা

স হোবাচেতি—শতপথে, যস্মাদেবং তস্মাৎ প্রীতিমাত্র কামনয়া যদাত্মানো হিতং সংসার ধ্বংস পূর্ব্বক তৎসান্নিধ্যাদিনা তৎসেবনাদিকং তদর্থং। ন তু অদ্বয়মিব তৎসেবনাদিবৈমুখ্য কর্তৃত্বং তদর্থমিতি। পরমবিচারেণ পশ্চাৎ স প্রসিদ্ধো যাজ্ঞবল্ক্যো হ স্ফুটমুবাচ॥১৬।

তথৈব তস্য মহাপ্রবলত্বাৎ সর্বোপাস্যত্বং সর্বাশ্রয়ত্বং সর্বাদিকারণত্বং চ পঠ্যতে নারায়ণতাপনীয়ানাং খিলেষু-ব্রহ্মেতি, অর্থশ্চ—বীর্য্যাণি ভগবৎ পরাক্রম বিশেষরূপাণি খাদীনীত্যর্থঃ। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা জস্বিভক্তেরা। তানি কীদৃশানীত্যাহ—ব্রহ্মজ্যেষ্ঠেতি, ব্রহ্মৈব জ্যেষ্ঠমনন্যা যে চক্ষিকারণং যেষাং তানি। অতএব ব্রহ্মণা কারণেন তানি সংভৃতানি ধৃতানি পুষ্টানি চেত্যর্থঃ। তদুক্তং তন্নামস্তোত্রে—

অনুবাদ

শ্রীহরিভক্তি বিলাসে ধৃত শতপথে—যাজ্ঞবল্ক্যঋষি বলিলেন সেই ব্যক্তি আত্মমঙ্গল কামনায় প্রীতির সহিত শ্রীহরিকে ভজন করিবেন॥১৬॥

'স হোবাচ' ইতি শতপথ ব্রাহ্মণে, যেহেতু ভগবানের পরম ঐশ্বর্য সেইহেতু প্রীতিমাত্র কামনাদ্বারা তখন আত্মার মঙ্গল অর্থাৎ সংসার ধ্বংস পূর্বক ভগবৎ সান্নিধ্য লাভে তাঁহার সেবনাদি প্রয়োজন। অদ্বয়বাদিগণের ন্যায় ভগবৎ সেবনাদি বৈমুখ্যকারী যে সাযুজ্য মুক্তির অর্থ তাহা নহে। ইহাই পরম বিচার দ্বারা পরে সেই প্রসিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি স্পষ্টই বলিয়াছেন—আত্ম মঙ্গলকামী প্রেমের সহিত শ্রীহরির ভজন করিবে॥১॥

সেইরূপ শ্রুতি প্রমাণের মহাপ্রবলতাহেতু - শ্রীভগবান্ সর্বোপাস্য সর্বাশ্রয় ও সকলের আদিকারণ—ইহা নারায়ণ তাপনী পরিশিষ্ট বলিতেছেন—ব্রহ্মেতি, অর্থ—বীর্য বলিতে শ্রীভগবানের পরাক্রম বিশেষরূপ আকাশাদি। 'সুপাং সুলুগ' সূত্রদ্বারা জস্ বিভক্তি স্থানে আ, সে সকল কিরূপ? ব্রহ্মই জ্যেষ্ঠ, অন্যে নয়, যে সকল চক্ষুর কারণ যাহাদের সেই সকল, অতএব সৎকারণ ব্রহ্ম

"ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সংভৃতানি, ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান।
ব্রহ্মভূতানাং প্রথমং নু জজ্ঞে, তেনার্হতি ব্রহ্মণাস্পর্ধিতুং কঃ" ইতি ॥১৭॥

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়েদ্ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥১৮॥

টীকা

দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা খং দিশো ভূর্মহোদধিঃ। বাসুদেবস্য বীর্য্যেণ বিধৃতানি মহাত্মনঃ॥ ইতি॥ তচ্চ ব্রহ্মাগ্রে চতুর্মুখাদি জন্মনঃ প্রাক্‌দিবং খাদিকমাততান ব্যাপ্তমভূৎ। কথমেতৎ? তত্রাহ—ভূতানাং চতুর্মুখাদীনাং জীবানাং প্রথমং পূর্ব্ববর্ত্তি সৎ জজ্ঞে প্রাদুর্ভূতং বভূব, তেন হেতুনা সর্বকারণেন প্রাক্‌সিদ্ধেন ব্রহ্মণা সহ স্পর্ধিতুং কোঽর্হতি অবরজন্মা তন্নিয়ম্যো মুক্তজীবশ্চ তথা কর্তুং কো যোগ্যো ভবতি ন কোঽপীত্যর্থ? তস্মাৎ তদেব আরাধনীয়ং মুক্ত পর্যন্ত জীবানামিতি ভাবঃ ॥১৭॥

অনুবাদ

নারায়ণ-তাপনীতে-ব্রহ্মই জ্যেষ্ঠ যাঁহাদের, তাঁহারাই ঐশ্বর্যদ্বারা পূর্ণ। ব্রহ্ম অনাদি আদি অতএব জ্যেষ্ঠ, স্বর্গাদিলোকে ব্যাপিয়া আছেন। ব্রহ্ম প্রাণিগণের প্রথম নিশ্চয়ই ছিলেন, সেই ব্রহ্মের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে কে পারে ॥১৭॥

বৃহদারণ্যকে—(৪।৪।২১) ধীরব্যক্তি শ্রীপুরুষোত্তমকেই শাস্ত্র ও শ্রীগুরুমুখ হইতে জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। ভজনের অনুপযোগি কর্মকাণ্ড সহিত অখিলবেদ বেদান্ত চিন্তা বা পাঠ করিবে না, কারণ ইহা কেবল বাক্ ইন্দ্রিয়ের শ্রমমাত্র ॥১৮॥

কর্তৃক ঐসকল ধৃত ও পুষ্ট। তাহাই তাহার নামস্তোত্রে উক্ত হইয়াছে—স্বর্গ চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র আকাশ দিক্‌সমূহ পৃথিবী মহাসমুদ্র ইত্যাদি মহাত্মবি শ্রীবাসুদেবের প্রভাবে ধৃত রহিয়াছে। ব্রহ্ম অগ্রে ব্রহ্মাদিজীবগণের পূর্ব্ববর্তী প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন, এই কারণে পূর্বসিদ্ধ ব্রহ্মের সহিত কে স্পর্ধা করিতে সমর্থ। পরবর্তী জন্মা, তাঁহার নিয়ম্য মুক্ত জীবও ঐরূপ করিতে যোগ্য নহে। অতএব ব্রহ্মই মুক্তজীব পর্যন্ত সকলের আরাধ্য ॥১৭॥

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসংচরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥১৯॥

টীকা

তমেবেতি বাজসনেয়িনঃ (বৃহ ৪।৪।২১), তমেব পুরুষোত্তমমেব বিজ্ঞায় শাস্ত্রাৎ গুরুমুখাচ্চ নিশ্চিত্য প্রজ্ঞাং তস্যোপাসনাং কুর্যাৎ। বহূন্ শব্দান্ অনুপযোগিকর্ম্মকাণ্ড সহিতান্ নিখিলান্ বেদান্তান্ ইত্যর্থঃ নানুধ্যায়েৎ নানুচিন্তয়েৎ ন পরিপঠেৎ ইতি যাবৎ। বাগিতি বাগাদিস্থানাষ্টোপলক্ষণং। তথা চ বেদভাষ্যে—অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বা মূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ॥ ইতি। যেষাং বাগাদীনাং শোষে সতি তদুপাসনে বিচ্ছেদঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥১৮॥

সকাম ভজনেন ব্রহ্মলোকং গতানামপি অন্তে পরপদ প্রাপ্তিমেব স্মৃতিরাহ ব্রহ্মণেতি। প্রতিসঞ্চরে মহাপ্রলয়ে প্রাপ্তে সতি অন্তে ব্রহ্মাধিকারক্ষয়ে সতি ব্রহ্মণা সহ পরস্য শ্রীহরেঃ পদং প্রবিশন্তি। কীদৃশাস্তে? কৃতাত্মানো

অনুবাদ

মূলানুবাদ—মুক্তজীবগণ প্রলয়কালে সকলে ব্রহ্মার সহিত পরমপদ বৈকুণ্ঠ প্রবেশ করেন ॥১৯॥

টীকানুবাদ—তমেবেতি শুক্ল যজুর্বেদিগণ বলেন (বৃহ ৪।৪।২১) সেই পুরুষোত্তমকেই জানিয়া শাস্ত্র হইতে ও শ্রীগুরুমুখ হইতে, নিশ্চয় করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। বহুশব্দ অর্থাৎ অনুপযোগী কর্ম্মকাণ্ড সহিত নিখিল বেদান্ত অনুচিন্তন বা পাঠ করিবে না, তাহা বাগিন্দ্রিয়ের শ্রমমাত্র। কণ্ঠাদি অষ্ট বর্ণ উচ্চারণের স্থান যাহা বেদভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—'উর, বক্ষ, কণ্ঠ, শির, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু' এই সকল স্থানের শোষ হইলে ভগবদুপাসনার বিচ্ছেদ হইবে ॥১৮॥

সকাম ভজন দ্বারা ব্রহ্মলোক সত্যলোক প্রাপ্ত সাধকগণেরও অন্তে পরমপদ প্রাপ্তিই স্মৃতি বলিতেছেন—ব্রহ্মণেতি, মহাপ্রলয়ে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মার অধিকার ক্ষয়ে ব্রহ্মার সহিত শ্রীহরির ধামে প্রবেশ করে। তাহারা

ক্ষীরোদধেরুত্তরতঃ শ্বেতদ্বীপো মহাপ্রভঃ ।
তত্র নারায়ণ-পরা মানবাশ্চন্দ্রবর্চসঃ ॥২০॥

টীকা

হরিবিনিহিতধিয় ইত্যর্থঃ। তস্মান্ন সকামভজনেঽপি কাপি ক্ষতিঃ। কর্মনিষ্ঠা-দীনামিবেতি ভাবঃ ॥১৯॥

যে তু নিষ্কামভক্তাঃ কিন্তু অত্র ভক্তি প্রকারে শিথিল প্রযত্নাস্তেষাং যথা-যথং তল্লোকপ্রাপ্তিরেব স্যাৎ, তত্রাপি চ তে শ্রীভগবদ্ভক্তেরনুষ্ঠানং কুর্বন্তি, ততো ন কথঞ্চিৎ ভ্রষ্টা ভবন্তীত্যাহুঃ—ক্ষীরোদধেরিতি, নারায়ণীয়ে (মোক্ষধর্মে)। শ্বেতদ্বীপো যং সর্বোপরি বিরাজমান বৃন্দাবনাপরপর্য্যায়—গোলোকৈক প্রদেশ-ত্বেন খ্যাতস্য শ্বেতদ্বীপস্য প্রকাশ বিশেষ এব, স চ শ্রীভগবদ্ধামত্বাৎ চিচ্ছক্তি বিলাসভূতোঽপি প্রকৃতি কার্যাতীতোঽপি চ জড়ায়াং পৃথিব্যাং সুবর্ণ খচিতরত্ন-বৎ পৃথগেব বিরাজতে। মহাবৈকুণ্ঠ প্রকাশ বিশেষ-রমাবৈকুণ্ঠবৎ ইতি কেচিৎ ॥.০॥

অনুবাদ

ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরদিকে মহাজ্যোতির্ময় শ্বেতদ্বীপ। সেস্থলে নারায়ণ পরায়ণ মানবগণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ॥২০॥

কিরূপ? কৃতাত্মা—শ্রীহরিতে আবিষ্ট চিত্ত। অতএব সকাম ভজনেও ক্ষতি নাই, কর্মনিষ্ঠগণের যেরূপ ক্ষতি হয় ॥১৯॥

যাহারা নিষ্কাম ভক্ত কিন্তু ইহলোকে ভক্তি যাজনে শিথিল চেষ্টা তাহাদের যথাযথ ভগবৎলোক প্রাপ্তি হয়। ভগবল্লোকে গিয়াও তাহারা শ্রীভগবদ্ ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইতে কোন প্রকারে পতিত হন না ইহাই বলিতেছেন—নারায়ণীয় মোক্ষধর্মে—ক্ষীরোদ সাগরে যে শ্বেতদ্বীপ উহা সর্বো-পরি বিরাজমান বৃন্দাবনীয় গোলোকের একদেশরূপে খ্যাত যে শ্বেতদ্বীপ তাহার প্রকাশ বিশেষ, তাহাও শ্রীভগবদ্ধামহেতু চিচ্ছক্তির বিলাস স্বরূপ হইয়াও প্রকৃতি কার্যের অতীত হইয়াও জড়জগতে পৃথিবীতে সুবর্ণ খচিত রত্নের ন্যায় পৃথক্ ভাবেই বিরাজিত আছেন। কেহ কেহ বলেন মহাবৈকুণ্ঠের প্রকাশ বিশেষ রমা-বৈকুণ্ঠবৎ ॥২০॥

একান্ত-ভাবোপগতাস্তে ভক্তাঃ পুরুষোত্তমম্ ॥২১॥
সহিতাশ্চাভ্যধাবন্তস্তাস্ত মানবাঃ দ্রুতাঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটা হৃষ্টা নম ইত্যেব বাদিনঃ।
ততো বিবদতাং তেষামশ্রৌষং বিপুলধ্বনিং।
বলিঃ কিলোপক্রিয়তে তস্য দেবস্য তৈর্নরৈঃ ॥২২॥
সমাহিত মনস্কাস্তু নিয়তাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
একান্ত ভাবোপগতাঃ বাসুদেবং বিশন্তি তে ॥ ২৩ ॥

টীকা

একান্তভাবং পরম প্রমাণং উপগতা অধিকোন প্রাপ্তাঃ একস্মিন শ্রীভগবতি অন্তং সমাপ্তির্যস্য তথাভূতং ভাবমিতি ব্যাখ্যানেঽপি স এবার্থঃ। তে পুরুষোত্তমে ভক্তা ইত্যাদ্যুপক্রম্য তেষাং পরভক্তি সাধনানুষ্ঠানং যথা 'সহিতাশ্চে'ত্যাদিনা শ্রূয়তে। তস্মাদ্ ভক্তিদৃঢ়ত্বমস্যে কিঞ্চিৎ শৈথিল্যেঽপি ন কাপি ক্ষতিরিতি ভাবঃ ॥ ২১-২২ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—সেই ভক্তগণ পুরুষোত্তমে একনিষ্ঠ ভাবপ্রাপ্ত ॥ ২১ !

সেই মানবগণ সম্মিলিত হইয়া দ্রুত ধাবিত হইতেছে, করযোড়ে আনন্দিত হইয়া নমো নারায়ণায় এইরূপ বলিতে বলিতে। অনন্তর তাহাদের বিবিধ বাক্যে বিপুল ধ্বনি শুনিলাম, সেই নরগণ নারায়ণের পূজার উপকরণ প্রস্তুত করিতেছেন ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ—যাঁহারা সংযতমনা নিরন্তর সংযত ইন্দ্রিয় এবং একমাত্র বাসুদেবে একনিষ্ঠ ভাবযুক্ত তাঁহারা বাসুদেবের নিকট গমন করেন ॥ ২৩ ॥

একান্ত ভাব পরম প্রেম প্রাপ্ত, 'এক' শ্রীভগবানে 'অন্ত' সমাপ্তি যাহার তিনি একান্তী তাঁহারা পুরুষোত্তমে ভক্ত' ইত্যাদি বলিয়া আরম্ভ করিয়া তাহাদের পরভক্তি সাধন অনুষ্ঠান—যথা, সহিতাশ্চ ইত্যাদি দ্বারা শুনা যায়। অতএব ভক্তি দৃঢ়তমতা প্রাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য হইলেও কোন ক্ষতি নাই—ইহাই ভাবার্থ ॥ ২১-২২ ॥

স্পর্দ্ধয়া তু ময়া হৈতৎ যজ্ঞদানাদিকং কৃতম্।
স এব বিষ্ণু ধৃগ্ বিপ্রো যাতি বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ ॥ ২৪ ॥

টীকা

যে তু অত্র পরভক্তি দার্ঢ্যং গতাস্তেষাং তু যেহ্‌তি নিষ্কলুষা লোকে পুণ্য পাপ বিবর্জিতা ইত্যাদ্যাপ ক্রমাদিত্য-মণ্ডল দ্বারা অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন-সংকর্ষণ ব্যূহ ক্রমেণ গতিমভিধায় তত্রৈব পঠিতং—সমাহিতেতি বিশন্তি [illegible] লভন্তে, যুধিষ্ঠিরং প্রবিষ্টোঽয়মিতি দর্শিতমেব। তস্মান্ন কথঞ্চিৎ ভক্তিমার্গে ভ্রংশাদি শঙ্কা। শীঘ্র ভগবৎ প্রাপ্তিকরস্তু অয়মেব মার্গ আস্থা কর্তব্যেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

অত্র পাদ্মে কার্তিক মাহাত্ম্যে ইতিহাসোঽয়ং—স্পর্দ্ধয়েতি। যেন সহ মমেয়ং স্পর্দ্ধা জাতা স এবেত্যর্থঃ। তত্রায়মভিপ্রায়ঃ—চোলদেশ রাজস্য কস্যচিদ্ বিষ্ণুদাস নাম্না বিপ্রেণ শুদ্ধার্চনমেব কুর্বতা সহ কস্য পূর্বং ভগবৎ

অনুবাদ

রাজা বলিলেন—আমি স্পর্দ্ধা দ্বারা এই যজ্ঞদানাদি করিলাম, আর সেই বিষ্ণুনিষ্ঠ বিপ্রই বৈকুণ্ঠ মন্দিরে যাইতেছেন। ২৪ ॥

টীকানুবাদ—যাঁহারা এই জগতে ভগবদ্ভক্তিতে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অতি নির্দোষ 'ইহলোকে পুণ্য পাপ বিবর্জিত' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া আদিত্য মণ্ডল দ্বারা অনিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্ন-সংকর্ষণ ব্যূহ ক্রমে গতি বলিয়া সেই স্থলে পঠিত হইয়াছে 'সমাহিতেতি'। বিশন্তি— ভগবৎ বাসুদেব সান্নিধ্য লাভ করে, যেমন—'যুধিষ্ঠিরং প্রবিষ্টো২য়ম্' এই বলিলে—এই ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের নিকটে গেলেন' এই বুঝা যায়, তদ্রূপ দেখান হইয়াছে। অতএব ভক্তিমার্গে কোন প্রকারেও পতনের আশঙ্কা নাই। শীঘ্র ভগবৎপ্রাপ্তি কর কিন্তু এই পথই, অন্যত্র আস্থা করা উচিত নয় ॥ ২৩ ॥

পাদ্মে কার্তিক মাহাত্ম্যে এই ইতিহাস—স্পর্দ্ধয়েতি। যাহার সহিত আমার এই স্পর্দ্ধা জন্মিয়া ছিল, সেই বিপ্র। সেস্থলে অভিপ্রায় এই—চোলদেশীয় এক রাজার বিষ্ণুদাস [illegible] যিনি শুদ্ধ অর্চনই করিতেন সেই এক বিপ্রের সহিত 'কাহার প্রথমে ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে' এইরূপ স্পর্দ্ধা করিয়া

[illegible] বিষ্ণুঃ প্রসীদতি।
ভক্তিরেব পরা [illegible] তোষণে মতা ॥ ২৫ ॥
বিষ্ণো ভক্তিং তু মে দেহি মনোবাক্ কায়কর্মণা।
[illegible] হোমকুণ্ডাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ২৬ ॥
হংসো [illegible] মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরংব্রহ্ম তথৈব হি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব ॥ ২৭ ॥

টীকা

প্রাপ্তিঃ স্যাৎ' ইতি স্পর্দ্ধয়া বহূন্ যজ্ঞাদীন্ ভগবদর্পিতানপি সুষ্ঠু বিদধতো ন ভগবৎপ্রাপ্তিরভূৎ কিন্তু বিপ্রস্যাচিরেণ ভগবৎ প্রাপ্তৌ দৃষ্টায়াং তান্ পরিত্যজ্য শুদ্ধভক্তি শরণতামেব মুহুর্দৈন্যেনাঙ্গীকৃত্য হোমকুণ্ডাগ্রতঃ স্থিতঃ স্পর্দ্ধয়েত্যাদিকং মুদ্গলং প্রত্যুক্ত্বা—"হে বিষ্ণো মহ্যং তু ভক্তিং দেহি" ইতি বদতঃ তত্র দেহং ত্যজতশ্চ পশ্চাদেব ভগবৎ প্রাপ্তিরভূৎ। তস্মাদ্ ভক্তিং বিনা সর্বং নটনমাত্রমেবেতি ভাবঃ। 'ভক্তিং তু' ইত্যত্র তু-শব্দো নির্ধারণে। ২৪-২৬ ।

অনুবাদ

অতএব যজ্ঞসমূহ দ্বারা বা দানসমূহ দ্বারা বিষ্ণু প্রসন্ন হন না, ভক্তিই একমাত্র তাঁহার তোষণে শ্রেষ্ঠ উপায়, দান নহে ॥ ২৫ ॥

'হে বিষ্ণু কায়মনোবাক্যে ও কর্মদ্বারা আমাকে ভক্তি দান করুন'— এই বলিয়া হোমকুণ্ডের অগ্রে দাঁড়াইয়া ঐ চোলরাজ তিনবার উচ্চস্বরে প্রার্থনা করিলেন ॥ ২৬ ॥

ভগবদর্পিত বহু [illegible] সুষ্ঠু অনুষ্ঠান করিয়াও রাজার ভগবৎ প্রাপ্তি হইল না, কিন্তু বিপ্রের শীঘ্রই ভগবৎ প্রাপ্তি হইল দেখিয়া যজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তির শরণই বারবার দৈন্য সহ স্বীকার করিয়া হোমকুণ্ডের সম্মুখে থাকিয়া 'স্পর্ধা দ্বারা' ইত্যাদি বাক্য মুদ্গল ঋষিকে বলিয়া—'হে বিষ্ণু আমাকে এখন ভক্তিই দাও' এই বলিলে সেই স্থলে দেহত্যাগ করিয়া পরে ভগবৎপ্রাপ্তি হইল। সুতরাং ভক্তি ব্যতীত সকল কর্মই অভিনয় মাত্র— ইহাই ভাবার্থ ॥ ২৪-২৬ ॥

শ্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ।
তদৈবাচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ ॥ ২৮ ॥
(বিপু ১/৬/১২)

যথেচ্ছা বাসনিরতাঃ সর্ববাধা বিবর্জিতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ কর্মানুষ্ঠান-নির্মলাঃ ॥ ২৯ ॥

টীকা—

ইন্দ্র ইতি স্কান্দে রেবাখণ্ডে, পরং ব্রহ্মেতি সাযুজ্যাভিপ্রায়েণ (জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ)। অত্র ইন্দ্রাদি সাহিত্য পাঠস্তু পরংব্রহ্মাপি শ্রীভগবতো বিভূতিবিশেষ ভূতমিতি বোধয়তি। ইন্দ্রাদিষু যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্য-জ্ঞাপনাং। তত্তোষং বিনা তু সর্ব্বং ব্যর্থমেবেতি তস্মাদ্ ভক্ত্যৈব ত্বং তোষ্যো ভবত। ভাবঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

ভাগবত-জ্ঞানেনৈব তৎপ্রাপ্তির্যথা শ্রীবৈষ্ণবে যথেতি—ব্রহ্মণা সৃষ্টাঃ প্রজা ইতি বোধ্যঃ তাসাং প্রজানাং যেন শুদ্ধেন ভাগবতাখ্যেন জ্ঞানেন বিষ্ণ্বাখ্যং পদং

অনুবাদ

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে—হে কেশব! যখন তুমি সন্তুষ্ট হইবে তখনই শ্বপচ ও ইন্দ্র, মহেশ্বর ব্রহ্মা ও পরব্রহ্ম (বিভূতি) হইতে পারে। ২৭।

তখনই শ্বপচ হইতে অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মা ঈশান আদি দেবগণ। হে অচ্যুত যখন তাহারা আপনা হইতে পরাঙ্মুখ হয় ॥ ২৮ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (১৬১২-১৩)—ব্রহ্মা যথেচ্ছা বাসকারী সর্ব বাধা বিবর্জিত, শুদ্ধান্তঃকরণ, শুদ্ধ ও কর্মানুষ্ঠানে নির্মল প্রজা সৃষ্টি করিলেন। তাহাদের মন

'ইন্দ্র' ইতি স্কন্দপুরাণে রেবা খণ্ডে 'পরং ব্রহ্ম' ইহা সাযুজ্য অভিপ্রায়ে (জীব ব্রহ্মই, অন্য নহে, এই মতে)। এস্থলে ইন্দ্রাদি দেবের সহিত সমভাবে পরংব্রহ্মের পাঠ - পরংব্রহ্মও শ্রীভগবানের বিভূতি বিশেষ—ইহা জানাইতেছেন, ইন্দ্রাদির মধ্যে পর পর শ্রেষ্ঠ জানাইবার জন্য। অতএব ভক্তিদ্বারাই শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ হয়। বিষ্ণুর সন্তোষ ব্যতীত সকলই ব্যর্থ ॥ ২৭-২৮ ॥

ভাগবত জ্ঞান দ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১৷৬৷১২-১৩) ব্রহ্মা

শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধেঽন্তঃ সংস্থিতে হরৌ।
শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি বিষ্ণ্বাখ্যং যেন তৎপদম্ (১/৬/১৩)
। ৩০ ।

জগজ্জন-মলধ্বংসি শ্রবণ-স্মৃতি-কীর্তনাঃ।
মলমূত্রাদিরহিতাঃ পুণ্যশ্লোকা ইতি স্মৃতাঃ। ৩১।
অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডুনন্দন।
তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্। ৩২।

টীকা

বস্তু লভ্যং ভবতি। "পদং ব্যবসিত ত্রাণ-স্থান-লক্ষাঙ্ঘ্রি বস্তুষু" ইতি নানার্থ বর্গঃ। ২৯-৩০।

তৎসেবিনাস্তু নামশ্রবণকীর্তনাদিনা জগদপি পবিত্রং ভবতি। যতঃ তদ্ভজন প্রভাবেন তে সদৈব মলমূত্রাদি রহিতা ইতি স্মর্যন্তে। [illegible] শ্লোকাঃ শ্রীশুকাদয়ঃ। তস্মাদহো তদ্ভজন প্রভাব ইতি ভাবঃ। ৩১।

অনুবাদ

শুদ্ধ হইলে সেই মনে শ্রীহরি অবস্থান করিলে শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন পান ॥ ২৯-৩০ ॥

জগদ্বাসিগণের পাপাদি মালিন্যহারী যাঁহাদের শ্রবণ-কীর্তন ও স্মরণ, সেই মলমূত্রাদি রহিতগণ পুণ্য-শ্লোক নামে স্মৃত হন। ৩১।

হে পাণ্ডুনন্দন! আমি বিশ্ববাসীলোকের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, অতএব আত্মা রুদ্রকে অগ্রে আমি সম্যক্‌রূপে পূজা করিতেছি। ৩২।

কর্তৃক সৃষ্ট প্রজাগণের যে শুদ্ধ ভাগবত-নামক জ্ঞান দ্বারা বিষ্ণুপদ লভ্য হয়। পদ-শব্দের অর্থ অমরকোষের নানার্থ বর্গে ব্যবসিত ত্রাণ, স্থান, লক্ষ্ম, চরণ ও বস্তু। এস্থলে বস্তু অর্থ গ্রাহ্য। ২৯-৩০।

ভগবৎ সেবী পুণ্যশ্লোকগণের নাম শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা জগৎও পবিত্র হয়। যেহেতু ভগবৎ ভজন প্রভাব দ্বারা তাঁহারা সর্বদাই মলমূত্রাদি রহিত ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে - জগদিতি। পুণ্য শ্লোকাঃ শ্রীশুকাদয়—পুণ্য শ্লোক শ্রীশুকদেবাদি। অতএব আহা শ্রীভগবদ্ ভজন প্রভাব। ৩১।

ময়া কৃতং প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ততে।
প্রমাণানি হি পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥
ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদ্ বিবুধায় চ।
অত আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকা

নমু বিষ্ণুরপি রামাদ্যবতারং কৃত্বা শিবমারাধয়ামাস। ততস্তদ্ ভক্তিরেব ভূয়সী। কিং বিষ্ণুভক্ত্যা? তত্রাহুঃ—অহমিতি নারায়ণীয়ে অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং। অত্র বিশেষামহমাত্মা প্রবর্তকোঽন্তর্যামীত্যর্থঃ। অত আত্মানং তপ্তায়ঃ পিণ্ডবদবিবিক্তং রুদ্রাবেশিনঃ স্বং মদংশমিত্যর্থঃ। রুদ্রাদয়ো দেবাঃ পূজ্যা ইতি প্রমাণং ময়া কৃতং। তদন্যথা ন্যাকুপ্যেৎ, তদর্থমহং তান্ পূজয়ামি। স্বোৎকৃষ্টস্যাভাবাদেব তদ্বুদ্ধ্যাহং ন কংচিৎ ভজামি। কিন্তু তাদৃশং মদংশমেবাহং ভজামি। স্ফুটমন্যৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধ ইতি শ্রুতেশ্চ ॥ ৩২-৩৪ ॥

অনুবাদ

আমার কৃত প্রমাণই লোক সম্যক্ অনুসরণ করে। ঐ প্রমাণসমূহই পূজ্য, অতএব আমি প্রমাণকেই (রুদ্রকেই) পূজা করিতেছি। ৩৩ ॥

বিষ্ণু কোন দেবকেই প্রণাম করেন না। অতএব আত্মস্বরূপ রুদ্রকে আমি সেবা করিব। ৩৪ ॥

প্রশ্ন বিষ্ণু ও রামাদি অবতার করিয়া শিবকে আরাধনা করিয়া ছিলেন। সেই হেতু শিবভক্তিই শ্রেষ্ঠ! বিষ্ণুভক্তিতে কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে—অহমিতি, নারায়ণীতে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য—এস্থলে সকলের আমি আত্মা প্রবর্তক অন্তর্যামী। অতএব আত্মাকে তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় অপৃথক্ ভাবে রুদ্রে আবিষ্ট নিজকে আমার অংশকে আমি পূজা করিয়াছি। ইহা দ্বারা রুদ্রাদি দেবগণ মনুষ্যলোকের পূজ্য এই প্রমাণ আমি করলাম। যদি পূজা না কর তাহা হইলে দেবগণ কুপিত হইবেন মনুষ্যগণের প্রতি, এই কারণে আমি রুদ্রাদিকে পূজা করি। নিজ হইতে উৎকৃষ্ট না হইলে আমি দেববুদ্ধিতে তাহাকেও ভজন করি না। কিন্তু ঐরূপ আমার অংশকেই আমি ভজন করি। অন্য সমূহ স্পষ্ট। শ্রুতিতে উক্তি আছে—বৃক্ষের ন্যায় ঊর্দ্ধ শির ভগবান কাহাকেও প্রণাম করেন না, তাহার নমস্য কেহ নাই ॥ ৩২-৩৪ ॥

সব্রহ্মকাঃ সরুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবাঃ মহর্ষিভিঃ।
অর্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্ ॥ ৩৫ ॥
যদ্ ব্রহ্মা ঋষয়শ্চৈব স্বয়ং পশুপতিশ্চ যৎ।
হব্যং কব্যং চ সততং বিধিযুক্তং প্রযুঞ্জতে ॥ ৩৬ ॥
কৃৎস্নং চ তস্য দেবস্য চরণাবুপতিষ্ঠতি।
ভবিষ্যতাং বর্তমানাং ভূতানাঞ্চৈব ভারত ॥ ৩৭ ॥

টীকা

নারায়ণীয়ে প্রাহুঃ—আদিত্য বর্ণং তং পুরুষং তমসঃ পরং বৃহন্তং. [illegible] দেবমীশানং বরদং প্রভু মিত্যুপক্রম্য—ততো ব্রহ্মা সমভবৎ। স [illegible] প্রসাদজঃ। ক্রোধাবিষ্টস্য সংজজ্ঞে রুদ্রঃ সংহারকারকঃ [illegible] প্রসাদ-ক্রোধজৌ স্মৃতৌ। তদা দর্শিত পন্থানৌ সৃষ্টি সংহার কারকৌ নিমিত্ত মাত্রং তাবত্র সর্বপ্রাণি প্রবর্তকৌ। ইত্যুক্ত্বা তাভ্যাং সহ মহর্ষি-সহিতা দেবাস্তং পূজয়ন্তীত্যাহুঃ – স ব্রহ্মকা ইত্যাদিনা স্ফুটার্থমন্যৎ [illegible] —

অনুবাদ

ব্রহ্মার সহিত রুদ্রের সহিত ইন্দ্রের সহিত ও মহর্ষিগণের সহিত দেবগণ সুরশ্রেষ্ঠ দেব নারায়ণ শ্রীহরিকে অর্চন করেন ॥ ৩৫ ॥

যাঁহাকে ব্রহ্মা ঋষিগণ, স্বয়ং পশুপতিও যেহেতু হব্য কব্য সর্বদা বিধিযুক্তভাবে নিবেদন করেন ॥ ৩৬ ॥

সকলেই সেই শ্রীহরিদেবের চরণযুগল উপাসনা করে হে ভারত! কি ভবিষ্যৎ বর্তমান ও অতীতগণের সকলেই ॥ ৩৭ ॥

নারায়ণীয়ে বলিয়াছেন—প্রকৃতির পর আদিত্য বর্ণ সেই পুরুষকে ব্রহ্ম বলা হয়, তিনি সর্ব্বব্যাপি লীলাময় সর্ব্বপ্রেরয়িতা বরদ প্রভুকে [illegible] তাঁহা হইতে ব্রহ্মা হইলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণুর প্রসাদজ, ক্রোধাবিষ্ট হইলে সংহারকারী রুদ্র হইলেন। এই দুইজন দেবশ্রেষ্ঠ। তখন তাঁহার দুইজনকে সৃষ্টি ও সংহার কার্যে পথ দেখাইয়া দিলেন, তাঁহারা নিমিত্ত মাত্র সর্ব্বপ্রাণির প্রবর্তক। এই বলিয়া তাঁহাদের এবং মহর্ষিগণের সহিত দেবগণ শ্রীনারায়ণকে পূজা করেন,

হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্বামুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকা

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৩৫-৩৭ ॥

'হরিভক্তি' ইতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—হরিভক্তিরেব মহাদেবী হরিবশী-কারিণী মহারাজ্ঞী পট্টমহিষীত্যর্থঃ। অনেন সর্বশক্তীনাং মূর্তিমত্বং, শ্রীহরের্মহা-রাজত্বং অন্যদেবানাং হরিপরাধীনত্বং, তত্তদ্ ভক্তীনাং সামান্যত্বেনাল্পতমত্বঞ্চ, জ্ঞাপিতম্। স্বরূপগুণাদিভির্যাবত্যো মুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ শ্রূয়ন্তে তাঃ সর্বা ইত্যর্থঃ। অদ্ভুতা বৈকুণ্ঠাদিগতাঃ। কিমুত ব্রহ্মলোকাদিগতা ইত্যর্থঃ। চেটীকা ক্ষুদ্র-দাসিকা তদ্বদনুক্রতা অনুগতাস্তৎ সেবার্থং সাতুরা ইতস্ততোঽনুধাবিতা ইত্যর্থঃ। অনুব্রতা ইতি পাঠেঽপি তাৎপর্যবৃত্ত্যা স এবার্থঃ।

অনুবাদ

মুক্তি আদি সিদ্ধি সকল, তদ্ভূত ভুক্তি সকলও হরিভক্তি মহাদেবীর দাসীবৎ পশ্চাৎ গমন করে ॥ ৩৮ ॥

ইহা বলিয়া ব্রহ্মাদি দেবগন শ্রীনারায়ণ শ্রীহরিদেবকে অর্চন করেন। শ্রীনারায়ণকে রুদ্রাদির সহিত সমজ্ঞানও করিবে না। যে ব্যক্তি দেব নারায়ণকে ব্রহ্মরুদ্রাদির সহিত সমভাবে দেখে সে ব্যক্তি পাষণ্ডী হইবে নিশ্চয়ই ॥৩৫-৩৭॥

'হরিভক্তি' ইতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—হরিভক্তিই মহাদেবী হরিবশী-কারিণী মহারাজ্ঞী পট্টমহিষী। ইহা দ্বারা সকল শক্তিই মূর্তিমতী, শ্রীহরির মহারাজত্ব, অন্য দেবগণের শ্রীহরির পরাধীনতা, ঐ সকল দেবগণের ভক্তি সামান্য হেতু অল্পতম ইহা জানান হইল। স্বরূপ ও গুণাদির দ্বারা যত মুক্তি আদি সিদ্ধিসমূহ শুনা যায় তাহারা সকলেই। অদ্ভুত ভুক্তি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগত ভোগসমূহ। ব্রহ্মলোকাদিগত ভোগের কথা আর কি বলা যায়। চেটিকা ক্ষুদ্রদাসিকা, সেইরূপ অনুগতা ভক্তিমহাদেবীর সেবার জন্য আতুর হইয়া ইতস্তত পশ্চাদ্ধাবিত হয়।

অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম সংস্তুতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকা

তথা চ কেনোপনিষদি (৩।১)—'ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে' ইত্যাদি বাক্যেন সর্বশক্তীনাং মূর্তিমত্বং বাক্যেন সম্ভাব্যতে। ননু কিমর্থং মুক্তি[illegible] ভক্তিমনুক্রতা ভবতি ? সাপি গুণাতীতা নিত্যা সুখরূপা চ শ্রূয়তে [illegible] বদিতি চেৎ ? সত্যং, যদ্যপি দ্বয়োরপি সাম্যমেব প্রতীয়তে, তথাপি মুক্তিঃ সলিঙ্গং জীবস্বরূপং লোপয়তি, পরমানন্দরূপং সম্পাদ্য তং চ নানুভাবয়তি।

ভক্তিস্তু সংসারকারণ-লিঙ্গ শরীরং বিলোক মাত্রেণ দগ্ধ্বা বিশুদ্ধ স্বরূপে ভক্তং সংস্থাপ্য ভগবন্তং বশমানীয় প্রতিক্ষণং তৎসংযোগং সংবিধায় প্রতিক্ষণ-নব-নব-প্রোন্মীলিত পরমানন্দ মনুভাবয়তি। ততশ্চ মুক্তিঃ ভক্তেঃ পরমাদ্ভুত স্বরূপভূতৈশ্বর্যাদিকং দৃষ্ট্বা স্বাত্মদোষ পরিত্যাগায় চেটিকাবত্তাং সেবতে ইতি ভাবুকাবদন্তীতি সমাধেয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ

সেইরূপ কেন উপনিষদে (৩।১) 'ব্রহ্ম দেবতাগণকে জয় করিলেন' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সকল শক্তিই মূর্তিমতী ইহা প্রকাশ্যরূপে পাওয়া গেল। প্রশ্ন :—মুক্তি কি কারণে ভক্তিমহারাণীর দাসীরূপে পশ্চাদ্ধাবিতা হন ? মুক্তিও গুণাতীতা নিত্যা ও সুখরূপা শ্রুত হন। ভক্তির ন্যায় ? উত্তর—সত্য, যদিও দুইয়েরই সাম্যবৎ জ্ঞান হয়, তথাপি মুক্তি চিহ্ন সহিত জীবের স্বরূপ লুপ্ত করেন। পরম আনন্দরূপ সম্পাদন করিয়া জীবকে অনুভব করায় না।

কিন্তু ভক্তি সংসারের কারণ সূক্ষ্ম শরীরকে দৃষ্টি দ্বারাই দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ স্বরূপে ভক্তকে স্থাপন করিয়া ভগবানকে বশীভূত করিয়া আনিয়া প্রতিক্ষণে ভক্তসহ সংযোগ বিধান প্রতিক্ষণে নব নব উচ্ছলিত পরমানন্দ অনুভব করান।

অনন্তর মুক্তি ভক্তিদেবীর ঐরূপ পরম অদ্ভুত স্বরূপগত ঐশ্বর্যাদি দর্শন করিয়া নিজ দোষ পরিত্যাগের জন্য দাসিকার ন্যায় ভক্তিকে সেবা করেন' ইহা ভাবুকগণ বলেন ইহাই সমাধান ॥ ৩৮ ॥

স্নেহানুবন্ধো যস্তস্মিন্ বহুমান পুরঃসরঃ।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে সৈব কারণং পরমেশিতুঃ ॥ ৪০ ॥
এবং দীক্ষাং চরেদ্ যস্তু পুরুষো বীতকল্মষঃ।
স লোকে বর্তমানোঽপি জীবন্মুক্তঃ প্রমোদতে ॥ ৪১ ॥

টীকা

অনন্যেতি তত্রৈব। অন্যা মমতা বর্জিতা যা বিষ্ণৌ মমতা সেত্যর্থঃ। সা চ প্রেমসংযুতৈব ভক্তিরিত্যুচ্যতে। অন্যা তু সাধারণী, সাপি কিঞ্চিৎ প্রেমাঙ্কুরং বিনা ন সম্ভবতীতি পূর্ব্বোক্তমেব সাধু॥ ৩৯ ॥

স্নেহেতি, মায়া বৈভবে পরমেশিতুঃ পরা চাসৌ মা চ তস্যা ঈশিতা নিয়ন্তা তস্যাপি কারণং বশহেতুরিত্যর্থঃ। কারণং করণে হেতুবন্ধয়োশ্চ নপুংসকমিতি মেদিনী। স্নেহোঽত্র প্রীতিমাত্র এব। তথা চ পাদ্মে—মহিত্ববুদ্ধির্ভক্তিস্তু স্নেহপূর্ব্বাভিধীয়তে। ইতি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীবিষ্ণুতে অন্য মমতাহীনা মমতা তাহা প্রেমসংযুক্তা ভক্তি নামে অর্থাৎ 'প্রেমভক্তি' নামে কথিতা হয়, ভীষ্ম প্রহ্লাদ উদ্ধব ও শ্রীনারদ কর্তৃক ॥ ৩৯ ॥

বহু প্রশংসনীয়া শ্রীবিষ্ণুতে যে স্নেহের বন্ধন, তাহাই 'ভক্তি' এই নামে কথিতা, পরম ঐশ্বর্যের কারণ ॥ ৪০ ॥

টীকানুবাদ—'অনন্যেতি' শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে, অন্য মমতাহীন, যাহা বিষ্ণুতে মমতা তাহা প্রেমসংযুতা ভক্তি বলা হয়। অন্যা ভক্তি সাধারণী, তাহাও কিঞ্চিৎ প্রেমাঙ্কুর ব্যতীত সম্ভব নহে। ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, উহাও উত্তম ॥ ৩৯ ॥

স্নেহেতি, মায়া বৈভবে পরমেশিতুঃ অর্থাৎ পরা মা যিনি তাহার নিয়ন্তা তাহারও কারণ বশহেতু। কারণ অর্থাৎ করণের হেতু এবং বন্ধনেরও হেতু ইহা মেদিনী কোষ। স্নেহ এস্থলে প্রীতিমাত্রই। ঐরূপ পদ্মপুরাণে মহিমা জ্ঞানযুক্তা ভক্তি স্নেহপূর্ব্বা বলা হয় ॥ ৪০ ॥

উদিতাকৃতিরানন্দঃ সর্বত্র সমদর্শকঃ।
পূর্ণাহংতাময়ঃ সাক্ষাদ্ [illegible] প্রেমলক্ষণা [illegible]
কথং ভক্তির্ভবেৎ প্রেম্না জীবন্মুক্তস্য নারদ।
জীবন্মুক্ত-শরীরাণাং চিংসত্তা নিস্পৃহা [illegible]।
বিরক্তেঃ কারণং ভক্তিঃ সা তু মুক্তেস্তু সাধনং ॥৪৩॥

টীকা

যা 'মমায়মি'তি যথাভাব-মমতাময়ী কথিতা, সৈব 'অহমস্যে'তি [illegible]ময়ী পরমানন্দরূপিণী মুক্তিমপি [illegible] শ্রীভগবতি [illegible] ভক্তেষু পৃথগ্‌বিশেষণতয়া চোভয়ং আনন্দয়ন্তী ইহামুত্র চ সংবিভাতি [illegible] এবমিতি বৃহদ্‌গোতমীয়ে। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণেতি [illegible] অন্যত্র হানোপাদান—বুদ্ধিরহিতত্বাং সমদর্শিত্বং জ্ঞেয়ং। স্ফুট[illegible]

অনুবাদ

বৃহদ্‌গোতমীয়ে—নিষ্পাপ পুরুষ যিনি পূর্ব্বোক্ত ভাবে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তিনি ইহলোকে বর্তমান থাকিয়াও জীবন্মুক্ত হইয়া প্রকৃষ্ট আনন্দ লাভ করেন ॥৪১॥

মূর্তিমান আনন্দস্বরূপ, সর্বত্র সমদর্শক, পূর্ণ অহংতাময় সাক্ষাৎ ভক্তি প্রেমলক্ষণা হয় ॥৪২॥

হে নারদ! মুনিগণ বলিতেছেন—জীবন্মুক্তের কিরূপে প্রেমভক্তি হইবে? জীবন্মুক্ত শরীর যাহাদের তাহারা যেহেতু চিংসত্তা স্বীকারে নিস্পৃহ। আরও বলেন ভক্তি বৈরাগ্যের কারণ এবং মুক্তির সাধন ॥৪৩॥

টীকানুবাদ—যাহা 'আমার ইনি' এইরূপ ভাবযুক্ত মমতাময়ী কথিত হয়, তাহাই 'আমি ইহাঁর' এইরূপ অহংতাময়ী পরমানন্দ রূপিণী মুক্তিকেও [illegible] কারিণী অর্থাৎ হেয়কারিণী শ্রীভগবানে অপৃথক্ বিশেষণরূপে এবং ভক্তগণে পৃথক্ বিশেষণরূপে উভয়কে আনন্দ দান কারিণী ইহলোকে এবং পরলোকে সম্যক্ বিরাজমান করিতেছেন ইহাই বৃহদ্‌গোতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সমদর্শিতা—ভগবদ্ বিষয় ব্যতীত অন্যত্র ক্ষতি বৃদ্ধি বুদ্ধি রহিত। অন্য স্পষ্ট ॥৪১-৪২॥

ভদ্রমুক্তং ভবদ্‌ভিস্তু মুক্তিস্তুর্য্যা পরাৎপরা।
নিরহং যত্র চিৎসত্তা তুর্য্যা সা মুক্তি রুচ্যতে ॥৪৪

টীকা

তত্রৈব মুনয় উচুঃ কথমিতি, প্রেম্নেতি বিশেষণে তৃতীয়া, প্রেম্না বিশিষ্টে-ত্যর্থঃ। জীবন্মুক্তশরীরাণাং যতেঃ ভক্তিতশ্চিৎ সত্তায়া নির্বিশেষস্বরূপপ্রাপ্তি-রূপায়া মুক্তেঃ নিঃস্পৃহা ভবতীত্যর্থঃ ॥৪৩॥

তত্রৈব শ্রীনারদ উবাচ—ভদ্রমিতি, তত্র মুনিভির্ভক্তির্মুক্তেস্তু সাধনমিতি যদুক্তং তদ্বারয়ন্ গৌরবেনৈব বদতি তবন্তিস্তু ইতি জীবন্মুক্তস্যাবস্থাত্রয় রহিত-স্যাহংকারাভাবাৎ প্রেমবিশিষ্টাহংতাময়ী ভক্তিঃ ভবেদিত্যাদিকং যদুক্তং তদ্ভ্রং লোকভ্রমনিরাকরণেন মঙ্গলরূপমিত্যর্থঃ। যথা ভবদ্‌ভিপ্রায়স্তথৈব মুক্তিস্তুর্য্যা-অবস্থা ত্রয়াতীতা ন কোঽপ্যত্র সন্দেহঃ কর্তব্য ইতি ভাবঃ। তথৈব বিশিনষ্টি পরাদিতি পরাৎ সংসার তৎকার্য দৈন্যাদি কারণাদহংকারাৎ কারণাৎ প্রধানাৎ চ

অনুবাদ

শ্রীনারদ বলিলেন—আপনারা ভালই বলিয়াছেন মুক্তি পুরুষার্থের মধ্যে চতুর্থী এবং পরাৎপরা। যেস্থলে চিৎসত্তা অহংকার বর্জিতা সেই মুক্তি চতুর্থী বলা হয় ॥৪৪॥

বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রে মুনিগণ বলিলেন—কথমিতি প্রেম্না' এস্থলে বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি. প্রেমবিশিষ্টা ভক্তি। জীবন্মুক্ত শরীরী যতীগণের ভক্তি হইতে লভ্য চিৎসত্তা—নির্বিশেষ স্বরূপ প্রাপ্তি রূপ মুক্তিতে নিঃস্পৃহা হয় ॥৪৩॥

উত্তরে শ্রীনারদ বলিতেছেন—ভাল বলিয়াছেন. সেস্থলে মুনিগণ ভক্তিকে 'মুক্তির সাধন' যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিবারণ করিতে গিয়া গৌরবেই বলিতে-ছেন—জীবন্মুক্তের অর্থাৎ অবস্থাত্রয় রহিত ব্যক্তির অহংকার না থাকায় প্রেম-বিশিষ্টা অহংতাভাবময়ী ভক্তি হইবে' ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন তাহা ভদ্র—লোকের ভ্রম নিরাকরণ দ্বারা মঙ্গল কর। যেমন আপনাদের অভিপ্রায় তেমনই মুক্তি চতুর্থী অবস্থাত্রয় অতীতা ইহাতে কোন সন্দেহ করা উচিত

পূর্ণাহংতাময়ী ভক্তিস্তুর্য্যাতীতা নিগদ্যতে।
কৃষ্ণধামময়ং ব্রহ্ম কচিৎ কুত্রাপি ভাসতে ॥৪৫॥

টীকা

পরা গুণাতীতা ইত্যর্থঃ। পূর্বোক্তমেব দ্রঢয়ন্ আহ—নিরহমিতি [illegible] নিরহংচিৎ সত্তাস্তি সা তুর্য্যা, অবস্থা ত্রয়বর্জিতা সৈব মুক্তি[illegible] [illegible]রিতি শেষঃ। যাং লব্ধা ধর্মিস্বরূপোঽপি জীবো ধর্মরূপো ভবতি ইতি ভাবঃ ॥৪৪

ভক্তিস্তু স্বরূপভূত-পূর্ণাহংতাময়ী নিগদ্যতে, পরমভাগবত[illegible] শেষঃ। অতএব 'তুর্য্যাতীতা' ইতি নিগদ্যতে, প্রধান-প্রাচুর্য্যে বা ময়ট্। স চাহংকার 'একোঽহং' ইত্যাদিনা প্রাকৃতাহংকার [illegible] শ্রীভগবতোঽপি শ্রূয়তে। প্রাকৃতপূর্ণাহংতাময়্যাস্তু তুর্য্যাতীতত্বং ন ঘটতে ইতি জ্ঞেয়ম্। কৃষ্ণ-তেজোময় মিত্যর্থঃ। কচিদুপাসকাদাবিত্যর্থঃ। কুত্রাপি অবস্থা বিশেষাদৌ ॥৪৫

অনুবাদ

ভক্তিপূর্ণ অহংতাময়ী মুক্তিরও অতীতা বলা হয়। ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তেজ বা ধামরূপে কখনও কোথাও প্রকাশিত হন ॥৪৫॥

নহে। সেই রূপই ব্যাখ্যা করিতেছেন—'পরাদ্' ইতি, পরশব্দে সংসার তৎকার্য দৈন্যাদি কারণ হইতে অহংকারের কারণ প্রধান হইতেও পরা—গুণাতীতা মুক্তি। পূর্ব উক্তিকে দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন—'নিরহম্'—যে অবস্থাতে নিরহংচিত্ত সত্তা আছে তাহা চতুর্থী, অবস্থাত্রয় বর্জিতা তাহাই মুক্তি বলেন বিদ্বজ্জনগণ। যে মুক্তিকে লাভ করিয়া ধর্মী স্বরূপ হইয়াও জীব ধর্মরূপ হয় ॥৪৪॥

ভক্তি কিন্তু স্বরূপভূত পূর্ণ অহংতাময়ী উক্ত হইয়াছে, পরম ভাগবতগণ কর্তৃক। অতএব ভক্তি চতুর্থী অবস্থার অতীত পঞ্চমী অবস্থা। প্রধান অর্থে বা প্রাচুর্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয়। সেই অহংকারটি 'একোঽহং' এক আমি' ইত্যাদি দ্বারা প্রাকৃত অহংকার সৃষ্টির পূর্বেও শ্রীভগবানেও শুনা যায়। প্রাকৃত পূর্ণ অহংতাময়ীর কিন্তু তুর্যাতীতত্ব সম্ভব নহে। কৃষ্ণ তেজোময় কোন উপাসকাদিতে এবং কোথাও অবস্থা বিশেষে ॥৪৫॥

নির্বীজেন্দ্রিয়গং তত্, আত্মস্থং কেবলং সুখম্ ।
কৃষ্ণস্তু, পরিপূর্ণাত্মা সর্বত্র সুখরূপকঃ ।
ভক্তি বৃত্তি কৃতাভ্যাসাৎ তৎক্ষণাদ্‌গোচরী কৃতঃ ॥৪৬॥
ন হ্রাসো ন চ বৃদ্ধি র্বা মুক্তানাং বিদ্যতে ক্বচিৎ ।
বিদ্বৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ কারণাভাবতোঽনুমা ॥৪৭॥

টীকা

বীজানি সাহংকারবাসনাস্তদ্রহিতানি যানি ইন্দ্রিয়ানি তানি গচ্ছতীতি তৎ। তত্, ব্রহ্মাত্মস্থং স্বরূপস্থং কেবলং মায়া সম্বন্ধ শূন্যং সুখং আনন্দভূতং ধর্মি স্বরূপরহিত মিত্যর্থঃ ।

কৃষ্ণস্তু পরি – সর্বতোভাবেন পূর্ণ আত্মা স্বরূপং যস্যা, অনেন নির্বিশেষ স্বরূপতঃ সবিশেষস্য বৈশিষ্ট্যং দর্শিতং । যতঃ স সর্বত্র সুখরূপকঃ পরমানন্দ মূর্তিরিত্যর্থঃ । তর্হি কথং তৎপ্রাপ্তিস্তত্রাহ—ভক্তিবৃত্তিযু কৃতো যোঽভ্যাসস্তস্মাৎ তৎক্ষণাৎ গোচরীকৃত উপাসকৈরিতি শেষঃ ॥৪৬॥

অনুবাদ

ভক্তি অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় গম্য কেবলমাত্র আত্মস্থ সুখ স্বরূপ। কৃষ্ণ কিন্তু পরিপূর্ণাত্মা স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বত্র সুখ স্বরূপ। ভক্তির অঙ্গ সমূহের যাজন অভ্যাস ফলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষীভূত হন ॥৪৬॥

বীজসমূহ – অর্থাৎ অহংকার সহ বাসনা রহিত যে ইন্দ্রিয় সমূহ গমন করিতে সমর্থ। মুক্তি কিন্তু ব্রহ্মাত্মস্থ স্বরূপস্থ কেবল মায়া সম্বন্ধ শূন্য সুখ আনন্দ রূপ, ধর্মিস্বরূপ রহিত। কৃষ্ণ কিন্তু পরি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ আত্মা স্বরূপ যাহার—যে ভক্তির। ইহা দ্বারা নির্বিশেষ স্বরূপ হইতে সবিশেষ স্বরূপের বৈশিষ্ট্য দেখান হইল। যেহেতে তিনি সর্বত্র সুখরূপ পরমানন্দ মূর্তি। তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার প্রাপ্তি হয় - তাহাই বলিতেছেন – ভক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে কৃত যে অভ্যাস তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ গোচরীকৃত উপাসকগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণদর্শন ॥৪৬॥

হরেরুপাসনা চাত্র সদৈব সুখরূপিণী ।
ন চ সাধনভূতা সা সিদ্ধিরূপাত্র সা যতঃ ॥ ৪৮ ॥
সৌপর্ণ শ্রুতিঃ—সর্ব্বদৈনমুপাসীত, যাবদ বিমুক্তিঃ. মুক্তা হ্যেনমুপাসতে ॥ ৪৯ ॥
মুক্তানামপি ভক্তির্হি পরমানন্দরূপিণী ॥ ৫০ ॥ ইতি ।

টীকা

নতু ভক্তেরন্যৎ সাধ্য-ফলং বিদ্যতে, যতঃ সর্ব্বসিদ্ধি ফলগর্ভা অদ্ভুত সিদ্ধিরূপৈব সা ইত্যাহ—নেতি ব্রহ্মবৈবর্তে। হ্রাসাদি কারণা ভাবতোঽনুমা অনুমানং ভবতি, ভাবে কিন্তু। সা হরেরুপাসনা। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৪৭-৪৮

যতো হরেরুপাসনা সাধনভূতা ন ভবতি, অতঃ সাধনসিদ্ধ দশায়ামপি সৈব কর্তব্যা ইত্যাহঃ—সর্ব্বদৈনমিতি, সৌপর্ণ শ্রুতিঃ স্ফুটার্থা ॥ ৪৯ ॥

তদীয় ভারত তাৎপর্যো চ শ্রুত্যন্তরাভিধানং মুক্তানামপীতি ॥ ৫০

অনুবাদ

মূলানুবাদ—মুক্তগণের কখনও হ্রাস নাই বৃদ্ধি নাই, বিদ্বৎ প্রত্যক্ষ সিদ্ধহেতু কারণাভাব বশতঃ অনুমানসিদ্ধ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীহরির উপাসনারূপী ভক্তি সর্বদাই সুখরূপিণী ভক্তি সাধনরূপা নহে, যেহেতু ভক্তি সিদ্ধিরূপা ॥ ৪৮ ॥

মূলানুবাদ—সৌপর্ণ শ্রুতিতে—সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিবে; বিমুক্তি পর্যন্ত, মুক্তগণও ইহাকে উপাসনা করেন ॥ ৪৯ ॥

মুক্তগণেরও ভক্তি পরমানন্দ রূপিণী ॥ ৫০ ॥

টীকানুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে নেতি, ভক্তির অন্য সাধ্য ফল নাই, যেহেতু সর্ব্বসিদ্ধি ফলগর্ভা অদ্ভুতসিদ্ধিরূপা ভক্তি, ইহাই বলিতেছেন—হ্রাসাদি কারণ অভাববশতঃ অনুমান হয়, সা—শ্রীহরির উপাসনা, অন্য স্পষ্ট ॥ ৪৭-৪৮ ॥

টীকানুবাদ—যেহেতু শ্রীহরির উপাসনা সাধনস্বরূপ নয়, অতএব সাধনসিদ্ধ দশাতেও তাহাই কর্তব্য ইহাই বলিতেছেন—সর্ব্বদৈনমিতি [illegible], স্পষ্টার্থ ॥ ৪৯ ॥

মধ্বাচার্যকৃত ভারত তাৎপর্যে ধৃত অন্য শ্রুতির বচন – মুক্তানামপি ইতি ॥ ৫০ ॥

যথা শ্রীর্নিত্যমুক্তাপি প্রাপ্তকামাপি সর্ব্বদা।
উপাস্তে নিত্যশো বিষ্ণুমেবং ভক্তো ভবেদপি ॥ ৫১ ॥
তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ ॥ ৫২ ॥

টীকা

যথেতি—বৃহৎতন্ত্রে। স্ফুটার্থং। অত্র "যং সর্ব্বে দেবা" ইত্যাদ্যাঃ নৃসিংহ তাপনী শ্রুতয়ঃ—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে" ইত্যদ্বৈতবাদি গুরূণাং ভাষ্যং চাপি সংযোজ্যম্ ॥ ৫১ ॥

তস্মাদিতি অথর্ব্ব শিরসি, তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাদর্থ-প্রচয়াৎ হেতো স্তং মন্ত্র-বাচ্যতয়া দ্বৈধা সন্তং ধ্যায়েৎ স্মরেৎ, রসেৎ রসাস্বাদায় নিভৃতং জপেৎ, ভজেৎ পরিচরেৎ, যজেৎ অর্চয়েৎ। কিং ক্লেশবহুল সাধনেনেতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ

বৃহৎতন্ত্রে—যেমন শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিত্য মুক্ত হইয়াও আপ্তকামা হইয়াও সর্ব্বদা প্রতিদিন বিষ্ণুকেই উপাসনা করিতেছেন সেইরূপ ভক্তও হইবেন ॥৫১॥

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে (১।৫০) অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরম দেব, তাঁহাকে ধ্যান করিবে, তাঁহাকে জপ করিবে, তাঁহাকে সেবা করিবে, তাঁহাকে অর্চন করিবে ॥ ৫২ ॥

যথেতি—বৃহৎতন্ত্রে স্পষ্টার্থ। এস্থলে 'যং সর্বে দেবা' ইত্যাদি নৃসিংহ তাপনী শ্রুতি এবং "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে" মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় বিগ্রহ করিয়া ভজন করেন—ইত্যাদি অদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য কৃতভাষ্যও সংযোজনা করিয়া পাঠ করিবেন ॥ ৫১ ॥

তস্মাদিতি অথর্ববেদীয় গোপাল তাপনী শ্রুতিতে (১।৫০) পূর্ব্বোক্ত অর্থ প্রাচুর্যহেতু মন্ত্র ও বাচ্যরূপে বিবিধ মূর্তিতে অবস্থানকারীকে স্মরণ করিবে, রসাস্বাদনের জন্য নির্জনে জপ করিবে, পরিচর্যা করিবে, অর্চনা করিবে: ক্লেশ বহুল সাধনায় কি প্রয়োজন ॥ ৫২ ॥

এতদ্ যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি সোঽমৃতো ভবতীতি ॥ ৫৩ ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি-ধ্যান-যোগাদ্ অবৈতি ॥ ৫৪ ॥ কৈবল্য উঃ।
যা বৈ সাধন-সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকা

এতদিতি—তত্রৈব, এতদষ্টাদশার্ণ স্বরূপং বাচকং ব্রহ্ম যো ধ্যায়তি আনু-পূর্ব্বেণ তদক্ষর স্বরূপং চিন্তয়তি, রসতি রসনয়া স্বাদবিশেষং কুর্ব্বন্ জপতি বাচ্যভূতং তৎসেবতে ইতি মন্ত্র—তদ্দেবতয়ো রৈক্যোক্ত্যা নাত্র বর্ণমাত্র দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

শ্রদ্ধেতি—কৈবল্যোপনিষদি ॥ ৫৪ ॥

যেতি মোক্ষধর্ম্মে, তয়া সাধনসম্পত্ত্যা বিনা বিনৈব [illegible] চতুষ্টয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ

ইহাকে যে জন ধ্যান করেন, জপ করেন, ভজন করেন, তিনি অমৃত হন তিনি অমৃত হন ॥ ৫৩ ॥

কৈবল্য উপঃ ( ) শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যানযোগ দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৪ ॥

মোক্ষধর্মে—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, রূপ চতুর্বিধ পুরুষার্থ প্রাপ্তি জন্য যে সকল সাধন অপেক্ষা করে, ঐ সাধন সম্পত্তি ব্যতীত পুরুষার্থ চতুষ্টয় পাইয়া থাকে মনুষ্য নারায়ণকে আশ্রয় করিলে ॥ ৫৫ ॥

এতদিতি (ঐ তাপনী) এই অষ্টাদশাক্ষর স্বরূপ বাচক ব্রহ্মকে যে ধ্যান করে—আনুপূর্ব্বক্রমে ঐ অক্ষর স্বরূপকে চিন্তা করে, রসনায় স্বাদবিশেষ লাভের জন্য জপ করে, বাচ্য স্বরূপে শ্রীবিগ্রহের সেবা করে এইভাবে মন্ত্র ও সেই দেবতার ঐক্য উক্তি দ্বারা, মন্ত্রে বর্ণমাত্র দৃষ্টি কর্তব্য নহে ॥ ৫৩ ॥

'শ্রদ্ধা' ইতি কৈবল্যোপনিষদে ( ) ॥ ৫৪ ॥

যৎ দুর্ল্লভং যদপ্রাপ্যং মনসোঽপি যন্ন গোচরঃ।
তদপি অপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ ॥ ৫৬ ॥
যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তোলভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গ-মদ্ধাম কথংচিৎ যদি বাঞ্ছতি ॥ ৫৭ ॥
(ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

টীকা

যদিতি--গারুড়ে, স্ফুটার্থম্ ॥ ৫৬ ॥

স্বয়মেবোক্তম্ একাদশে—যৎকর্ম্ম ভিরিত্যাদি। কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি তর্হি সৎসেবোপযোগিতয়ৈব বাঞ্ছতি, ন তু স্বার্থং, তস্য স্বার্থে বাঞ্ছা নাস্ত্যেব, মৎসেবাবিষ্ট মনস্ত্বাৎ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ

যাহা দুর্ল্লভ, যাহা অপ্রাপ্য, যাহা মনেরও অগোচর, তাহাও না চাহিলেও ধ্যানকারীকে শ্রীমধুসূদন প্রদান করেন ॥ ৫৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৩২-৩৩) যাহা কর্ম্মসমূহের দ্বারা লভ্য হয়, যাহা তপস্যা দ্বারা, যাহা জ্ঞান দ্বারা, যাহা বৈরাগ্য দ্বারা, যাহা যোগ দ্বারা, দান-ধর্ম্মের দ্বারা লভ্য হয় এবং অন্যান্য মঙ্গলকার্য দ্বারা যাহা লভ্য হয়, আমার ভক্তিযোগ দ্বারা আমার ভক্ত সেই সকল অনায়াসে লাভ করে। স্বর্গ, অপবর্গ মুক্তি বা আমার ধাম কোনপ্রকারে যদি বাঞ্ছা করে ॥ ৫৭ ॥

যেতি—মোক্ষধর্ম্মে, তয়া বিনা—সাধন সম্পত্তি ব্যতীতই। তৎ—পুরুষার্থ চতুষ্টয় ॥ ৫৫ ॥ যদিতি—গারুড়ে স্পষ্টার্থ ॥ ৫৬ ॥

স্বয়ং ভগবানই শ্রীএকাদশ স্কন্ধে (১১।২০।৩২-৩৩) যৎকর্ম্মভিঃ ইত্যাদি কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছা করে তাহা হইলে সাধুগণের সেবার উপযোগিতারূপেই বাঞ্ছা করেন। স্বার্থের জন্য নহে, ভক্তের স্বার্থে বাঞ্ছা নাইই, আমার সেবাতে আবিষ্টচিত্ত হেতু ॥ ৫৭ ॥

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুঃএতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ৫৮ ॥
আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ ৫৯ ॥

টীকা

স্মর্তব্য ইতি পাদ্মবৃহৎ সহস্রনাম্নি, অত্র স্মর্তব্য ইত্যাদিনা বিধিনিষেধশ্চ দর্শিতো জাতুচিৎ কদাচিৎ এতয়োঃ স্মরণ-অবিস্মরণয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

আলোড্যেতি—স্কান্দে প্রভাস [illegible] আলোড্য অবগাহ্য পাঠাদিক্রমেণ সর্বেষু [illegible] সুনিষ্পন্নং সুসম্পন্নং সুসংজ্ঞাতং বিনিশ্চিতমিতি [illegible] নারায়ণো ধ্যেয়ঃ সদেতি যৎতদিত্যর্থঃ। তদ্ধ্যান এব সর্বপুরুষার্থান্তর্ভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—পদ্মপুরাণে বৃহদ্ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে—শ্রীবিষ্ণুই সতত স্মরণীয়, কখনও বিস্মৃত হইবে না। সকল শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ এই বিধিনিষেধের অধীন ॥ ৫৮ ॥

সকল শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া শ্রীনারায়ণ সর্ব্বদা ধ্যেয়—এই একটি বিষয়ই সুনিষ্পন্ন হইল ॥ ৫৯ ।

টীকানুবাদ—পদ্মপুরাণে—স্মর্তব্য ইতি, এ স্থলে স্মর্তব্য ইত্যাদি দ্বারা বিধি ও নিষেধ দেখান হইল। জাতুচিৎ—কদাচিৎ, এই উভয়ের স্মরণ ও অবি-স্মরণের ॥ ৫৮ ॥

'আলোড্য' স্কান্দে প্রভাস খণ্ডে, এইরূপ লিঙ্গপুরাণেও প্রমাণ আছে। আলোচ্য অবগাহন করিয়া সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য [illegible] প্রবেশ করিয়া, সুনিষ্পন্নং—সুসম্পন্ন, সুসংজ্ঞাত, বিনিশ্চিত। একমাত্র নারায়ণ ধ্যেয়। শ্রীনারায়ণ ধ্যানের মধ্যেই সর্বপুরুষার্থ অন্তর্ভুক্ত ॥ ৫৯ ॥

জন্মান্তর-সহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জিতম্ ।
তেষাং ভক্তির্ভবেৎ শুদ্ধা দেবদেবে জনার্দনে ॥ ৬০ ॥
ব্রতোপবাসনিয়মৈর্জন্মকোট্যাপ্যনুষ্ঠিতৈঃ ।
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যগ্ ভক্তির্ভবতি রাঘবে ॥ ৬১ ॥

টীকা

জন্মেতি বৃহন্নারদীয়ে, পুণ্যং তদারাধন লক্ষণমেব, নতু সামান্যং, বিজাতীয়েন তদুদ্ভবাভাবাৎ, তচ্চ তদ্ভক্ত সেবনাদিকমেব জ্ঞেয়ম। শুদ্ধা জ্ঞান-কর্ম্মাদি সংপর্ক শূন্যেত্যর্থঃ। জনান্ স্বভক্ত প্রতিপক্ষিণো যে কংসাদয়স্তান্ অর্দয়তীতি, তত্র জনৈর্নানা মনোরথান্ সংকল্প্য সদা অর্দ্দ্যতে যাচ্যতে যস্তত্রেতি বা। যদ্বা জনান্ ভক্তবৃন্দানর্দ্দয়তি সুখয়তীতি সঃ। অর্দ্দ সুখনে ॥ ৬০ ॥

ব্রতেতি—অগস্ত্য সংহিতায়াং—সম্যক্ সর্বপ্রকারেণ বিঘ্নরহিতা চেত্যর্থঃ যজ্ঞাদ্যাস্তদারাধনার্থমেব যে কৃতাস্ত এব জ্ঞেয়াঃ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ

পূর্ব পূর্ব সহস্র জন্মে যাঁহারা পুণ্য উপার্জন করিয়াছেন। তাহাদের দেবদেব জনার্দনে শুদ্ধা ভক্তি হইবে ॥ ৬০ ॥

কোটি জন্ম ব্রত উপবাস নিয়ম দ্বারা অনুষ্ঠিত ও বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রে সম্যক্ ভক্তি হয় ॥ ৬১ ॥

জন্মেতি—বৃহন্নারদীয়ে, পুণ্যভগবৎ আরাধনরূপ, সাধারণ পুণ্য নহে। বিজাতীয় পুণ্য দ্বারা ভক্তির উদ্ভব সম্ভব নহে। আর ভগবদ্ভক্ত সেবনাদিরূপ পুণ্য জানিতে হইবে। শুদ্ধা ভক্তি—জ্ঞানকর্ম্মাদি সংপর্ক শূন্যা, জনার্দন—জন-স্বভক্ত প্রতিপক্ষ যাহারা কংসাদি তাহাদিগকে বিনাশকারী। অথবা—জনগণ কর্তৃক নানা মনোরথ সংকল্প করিয়া সর্ব্বদা যাহাকে যাচ্ঞা করে তিনি জনার্দন। অথবা—জন ভক্তবৃন্দকে যিনি সর্ব্বদা সুখদান করেন তিনি জনার্দন। অর্দ ধাতু সুখদান অর্থে ॥ ৬০ ॥

'ব্রত' ইতি- অগস্ত্য সংহিতাতে, সম্যক্ ভক্তি—সর্ব্বপ্রকারে বিঘ্নরহিতা ভক্তি। যজ্ঞাদিও শ্রীভগবদ্ আরাধনার্থই যে সকল করা হয়, তাহাই জানিতে হইবে। ৬১ ॥

জন্মান্তর সহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্ ।
বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি ॥ ৬২ ॥

অনুপনীত শতমেকোপনীতেন তৎসমং, উপনীত শতমেকেনাগ্নিকেন গৃহস্থেন তৎসমং. গৃহস্থ শতমেকেনাগ্নিকেন বানপ্রস্থেন তৎসমং. বানপ্রস্থ [illegible]

টীকা

জন্মেতি আদিবারাহে। অত্র শ্রীশিবস্য পরম [illegible] বৈষ্ণবত্ব-বিমুখীকরণ-পাপ-ক্ষয়ানন্তরং শ্রীশিবপ্রসাদ [illegible] [illegible] পরমপি তম অবৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা স এব কৃপয়া তত্র বৈষ্ণবত্বং সঞ্চারয়তি। [illegible] তত্র কিঞ্চিজ্জাতবাসনং দৃষ্ট্বা দদাতি [illegible] [illegible]। অত্র [illegible] [illegible] শ্রীশিবমপি পরম বৈষ্ণবত্বেন মানয়ন্তি। [illegible] [illegible] [illegible] তু ভৃগু-শাপো দুরত্যয়ঃ—"ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান সমনুব্রতাঃ [illegible] নাস্ত ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ। ইত্যাদি চতুর্থ [illegible] [illegible]।

অনুবাদ

সহস্র জন্ম ধরিয়া বৃষধ্বজ শ্রীশঙ্করের সম্যক্ আরাধনার পর সর্বপাপ ক্ষয় হইলে পর ধীমান্ ব্যক্তি বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন ॥ ৬২ ॥

শ্রীনৃসিংহ তাপনীতে (   ) উপনয়ন সংস্কার বিহীন একশত জন একজন উপনীত ব্যক্তির সমান, উপনীত শতজন একজন গুরুকুলাধীতবিদ্য

জন্ম ইতি আদিবরাহ পুরাণে। এস্থলে শ্রীশিবের পরম বৈষ্ণবতা হেতু তাঁহার আরাধনা দ্বারা বৈষ্ণবতার বিমুখীকরণ পাপক্ষয়ের পর শ্রীশিবের প্রসাদে অর্থাৎ নিজ আরাধনাপরায়ণ ব্যক্তিকে অবৈষ্ণব দেখিয়া শিবই কৃপা-পূর্ব্বক ঐ ব্যক্তিতে বৈষ্ণবতা সঞ্চারণ করেন। অনন্তর ঐ ব্যক্তিতে কিঞ্চিৎ জাত বাসনা দেখিয়া ঐ বাসনা পূরণ করেন। এস্থানে অনন্য বিষ্ণুভক্তগণ [illegible] শ্রীশিবকেও পরম বৈষ্ণবরূপে সম্মান দেন। অথবা— শ্রীভগবদ্ [illegible] পূজা করেন। স্বতন্ত্ররূপে শ্রীশিবভজনে কিন্তু ভৃগুশাপ দুর্নিবার - যাহারা ভবব্রত ধারণ এবং তাহাদের অনুগামী যাহারা, তাহারা পাষণ্ড হউক, যেহেতু তাহারা সৎশাস্ত্রের বিপরীতমুখী॥ শ্রীভাগবত ([illegible]) [illegible]

শতমেকমেকেন যতিনা তৎসমং, যতীনাং তু শতং পূর্ণমেকেন রুদ্রজাপকেন তৎসমং, রুদ্রজাপকশতম্‌, একমথর্ব্বাঙ্গিরসশিখাধ্যাপকেন তৎসমং, অথর্বাঙ্গিরসশিখাধ্যাপকশতমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎসমমিতি ॥ ৬৩ ॥

অর্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে।
অর্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকা

অনুপনীতেতি – শ্রীনৃসিংহ তাপন্যাং। অত্র পূর্ণমিতি পূর্বত্র পরত্র চান্বেতি মন্ত্ররাজশ্চ শ্রীনৃসিংহ মন্ত্র এবেতি জ্ঞেয়ম্‌। গৃহস্থোঽত্র গুরুকুলাদধীত বিদ্যাভ্যাসানন্তরং কৃতবিবাহ এব জ্ঞেয়ো, নতু অন্য: ইতি। শিবভক্তাৎ শ্রীনৃসিংহ ভক্ত শ্রৈষ্ঠ্য জ্ঞাপনেন স্বত এব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তানামুৎকর্ষস্তস্য সর্ব্বাংশিত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্‌ ॥ ৬৩ ॥

অর্চিত ইতি—স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে স্পষ্টার্থম্‌। ৬৪ ॥

অনুবাদ

গৃহস্থের সমান, শত গৃহস্থের সমান একজন বানপ্রস্থ, বানপ্রস্থ শত ব্যক্তি একজন যতির সমান, শতযতির সমান একজন রুদ্রমন্ত্র জপকারীর সমান, শত রুদ্র জপকারীর সমান একজন অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদ অধ্যাপকের সমান। অথর্ববেদ শিখাধ্যাপক শতজনের সমান একজন শ্রীনৃসিংহ মন্ত্র-রাজ অধ্যাপকের সমান ॥ ৬৩ ॥

মূলানুবাদ – দেবদেব মহাদেবের ঈশ্বর শঙ্খচক্র গদাধর শ্রীবিষ্ণু অর্চিত হইলে সর্ব্বদেব অর্চিত হয়, যেহেতু হরি সর্বত্র বিরাজ করেন। ৬৪ ॥

'অনুপনীত' ইতি শ্রীনৃসিংহ তাপনীতে। এস্থলে মন্ত্ররাজ শ্রীনৃসিংহমন্ত্রই জানিবেন। গৃহস্থ এস্থলে গুরুকুল হইতে বিদ্যা অধ্যয়নের পর বিবাহকারী, অন্য নহে। শিবভক্ত হইতে নৃসিংহভক্তের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন দ্বারা স্বতই শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের উৎকর্ষ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব অবতারের অংশী হেতু ॥ ৬৩ ॥

টীকানুবাদ – অর্চিতে ইতি স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে ॥ ৬৪ ॥

সত্যং শতেন বিঘ্নানাং সহস্রেণ তথা তপঃ।
বিঘ্নায়ুতেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তি নিবার্য্যতে ॥৬৫॥
অনেক জন্মসংসারচিতে পাপ সমুচ্চয়ে।
নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ ॥৬৬॥
যং মাং স্মৃত্বাঽগাধা গাধা ভবতি।
যং মাং স্মৃত্বা অপূতঃ পূতো ভবতি।

টীকা

সত্যমিতি – শ্রীবিষ্ণুধর্মে স্ফুটার্থম্‌ ॥৬৫॥

অনেকেতি তত্রৈব। অনেক জন্মভিঃ সংসারে চিতে সংচিতে, অনেকানি জন্মানি যত্র তেন সংসারেণ জন্মমরণ প্রবাহেন বা ॥৬৬॥

যমিতি শ্রীগোপাল তাপন্যাং, শ্রীগোপীজনান্‌ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং [illegible] ব্রহ্মচারিণং স্মৃত্বা অগাধা যমুনা, গাধা ভবতি। ন চৈতদেব মৎ স্মরণস্য ফলং, কিন্তু অন্যচ্চ মহদপি ভবতীত্যাহ—অপূতো দৈত্যাদিগণাঃ পূতা বিমুক্তা ভবতি।

অনুবাদ

সত্য শতবিঘ্ন দ্বারা নিবারিত হয়, সেইরূপ তপস্যা সহস্র বিঘ্নদ্বারা, অযুত বিঘ্নদ্বারা মনুষ্যগণের গোবিন্দে ভক্তি নিবারিত হয় ॥৬৫॥

মূলানুবাদ — অনেক জন্ম প্রবাহ অর্জিত পাপরাশি ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত মনুষ্যের গোবিন্দাভিমুখী মতি হয় না ॥৬৬॥

শ্রীগোপাল তাপনীতে (৭) যে আমাকে স্মরণ করিলে যমুনার অগাধজল অল্প হয়, যে আমাকে স্মরণ করিলে অপবিত্র পবিত্র হয়, যে আমাকে স্মরণ

সত্যমিতি শ্রীবিষ্ণুধর্মে ॥৬৫॥

টীকানুবাদ—অনেকেতি বিষ্ণুধর্মে, অনেক জন্মমরণ রূপ সংসার প্রবাহে ॥৬৬॥

যমিতি শ্রীগোপাল-তাপনীতে শ্রীগোপীজনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—যে ব্রহ্মচারী আমাকে স্মরণ করিয়া অগাধ জল যমুনা স্বল্প জলা হয়। এই টুকুই আমার স্মরণের ফল নহে, কিন্তু অন্য মহাফলও হয় – অপবিত্র দৈত্যগণ পবিত্র – বিমুক্ত হয়। ব্রতহীন ব্যক্তি ব্রতী হয়, ব্রত সমূহ আমার স্মরণের

যং মাং স্মৃত্বা অব্রতী ব্রতী ভবতি ।
যং মাং স্মৃত্বা সকামো নিষ্কামো ভবতি ।
যং মাং স্মৃত্বা অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি" ইতি (২।৭) ।।৬৭।।
ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে ভূতানাং কুটিলাত্মনাং ।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে শ্রবণং কীর্তনং তথা ।।৬৮।।

টীকা

অব্রতী ব্রতহীনো ব্রতী ভবতি। ব্রতানাং মৎস্মরণান্তর্ভূতত্বাং ব্রতফলানি বিন্দতি। সকামঃ পুত্রাদি সর্বমনোরথাভিলাষী তত্তদভিলাষ শূন্যো ভবতি। সত্যাং হি মৎকামনায়াং মত্তোঽন্য-কামনায়াঃ স্বত এব বিনাশাদিত্যর্থঃ। অশ্রোত্রিয়োঽনধীতবেদঃ শ্রোত্রিয়োঽধীতবেদো ভবতি। মৎস্মরণ প্রভাবেন তস্মিন্ ব্রহ্মণীব বেদরাশেঃ স্ফুরণাৎ ইত্যর্থঃ। নিষ্কামঃ সকামো ভবতি, অশ্রোত্রী শ্রোত্রী ভবতীতি কেচিৎ পঠন্তি, তদর্থস্তু নিষ্কাম আত্মরামগণোঽপি সকামো মদ্রূপ দর্শনাদিস্পৃহো ভবতি যথা দণ্ডকারণ্য বাসিমুনিব্যূহঃ, অশ্রোত্রী শ্রোত্রহীনস্তর্ব্বাদিঃ শ্রোত্রী তদ্বান্ ভবতি বেণুনিনাদ শ্রবণেন তস্যাপি পুলকাদেঃ শ্রবণাদিতি ।।৬৭।।

অনুবাদ

করিলে অব্রতী ব্রতী হয়, যে আমাকে স্মরণ করিলে সকাম নিষ্কাম হয়, যে স্মরণ করিলে অবেদজ্ঞ বেদজ্ঞ হয় ।।৬৭।।

অন্তর্ভুক্ত হেতু স্মরণে ব্রতফল লাভ করে। সকাম—পুত্রাদি সর্ব্ববিধ মনোরথ অভিলাষী সেই সেই অভিলাষ শূন্য হয়। সাধুগণের আমার কামনা থাকিলে আমা হইতে ভিন্ন কামনা স্বাভাবিক ভাবেই নষ্ট হয়। অবেদজ্ঞ বেদজ্ঞ হয়, আমার স্মরণ-প্রভাবে তাহাতে ব্রহ্মার ন্যায় বেদরাশি স্ফুরিত হয়, যেমন ধ্রুবে, সকাম নিষ্কাম হয়, শ্রবণেন্দ্রিয়হীন শুনিতে পায় নিষ্কাম আত্মারামগণও আমার রূপদর্শনাদি কামনা যুক্ত হয়। যেমন দণ্ডকারণ্যবাসি মুনিগণ, বৃক্ষ প্রভৃতি শ্রোত্রহীন হইয়াও বেণুধ্বনি শ্রবণদ্বারা তাহারও পুলকাদি শ্রুত হয় ।।৬৭

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।।৬৯।।
এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে, নিত্যোদ্যুক্তাঃ সং [illegible] ।
তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ, প্রকাশ[illegible] পদং তদেব ।
ওঁকারেণান্তরিতং যে জপন্তি, গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনূত্তমং ।
তেষ্বামসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং তস্মান্মুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্য-শান্ত্যৈ ।
ইতি [illegible]

টীকা

ন হীতি স্কান্দে পরাশর বাক্যং স্ফুটার্থম্ ।৬৮।

ব্রহ্মভূত ইতি গীতায়াং, অত্র ব্রহ্মভাবানন্তরং তৎপ্রাপ্তি কথনেন পরম-দুর্লভত্বং ভক্তেঃ দর্শিতম্ ।৬৯।

অনুবাদ

ইহলোকে অপুণ্যবান্ কুটিল প্রাণিগণের গোবিন্দে ভক্তি হয় না, সেইরূপ শ্রবণ কীর্তনও হয় না ।৬৮।

গীতাতে (১৮/৫৪) ব্রহ্মানুভবী প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, সর্ব্ব প্রাণিতে সমদর্শী পরে শুদ্ধা ভক্তি লাভ করেন ।৬৯।

শ্রীগোপাল তাপনীতে (১।২২) এই শ্রীবৃন্দাবন শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ শ্রেষ্ঠ-ধাম, যাঁহারা নিত্য উদ্যমের সহিত সম্যক্ যজনা করেন, অন্য কামনা করেন না, তাঁহাদের নিকট এই শ্রীকৃষ্ণ গোপরূপ প্রযত্ন সহকারে প্রকাশ করেন এবং তখনই নিজধামের স্বরূপও প্রকাশ করেন ।। ওঁকার প্রণব সংপুটিত করিয়া যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের পঞ্চপদ অষ্টাদশাক্ষর সার্ব্বোত্তম মন্ত্র জপ করেন তাঁহাদের নিকট এই শ্রীগোবিন্দ আত্মস্বরূপ দর্শন করান। সেইহেতু মুমুক্ষু ব্যক্তি নিত্য-শান্তির জন্য নিত্য উক্ত মন্ত্র অভ্যাস করিবেন । (১।২৩) ৭০

ন হীতি স্কন্দপুরাণে পরাশর বাক্য ।৬৮।

শ্রীগীতাতে-ব্রহ্মভূত এস্থলে ব্রহ্মভাবের পর ভক্তি প্রাপ্তি উক্তি দ্বারা ভক্তি পরম দুর্লভা ইহা প্রদর্শিত হইল ।৬৯।

মদ্‌রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্ত বিবর্জিতম্‌ ।
স্বভবং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্‌ ॥ ৭১ ॥
সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি হি যাচতে ।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যে তদ্‌ব্রতং মম ॥ ৭২ ॥

টীকা

এতদিতি গোপালোপনিষদি। গোপালবেশো বিষ্ণুঃ, আত্মনঃ পদং স্বধাম শ্রীগোকুলং ॥ ওঁমিতি—ওঁ কারেণ অন্তরিতং সংপুটিতং কৃত্বা, আত্মরূপং আত্মভূতং—গোপালবিগ্রহং হেতুকর্তৃত্বমিতি। তেষামসাবাত্মপদং প্রকাশয়েৎ তস্যৈব সন্দর্শয়েদ্‌ ইত্যত্র অর্চিরাদিভিরিতি বোধ্যং। তেন প্রয়োজককর্তৃত্বং হরেঃ সিদ্ধোদিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

মদ্রূপমিতি—বাসুদেবোপনিষদি। অত্র মূর্তেরেব ব্রহ্মত্বং স্পষ্টমুক্তং। তাঞ্চ ভক্ত্যৈব জানাতীত্যনেন জ্ঞানমত্র ভাগবতমেব জ্ঞেয়ম্‌ ॥ ৭১ ॥

সকৃদিতি – রামায়ণে শ্রীরামবাক্যম্‌ ।' ৭২ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—আমার এই রূপ অদ্বয় ব্রহ্ম, আদি মধ্য অন্তবর্জিত, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দ অব্যয়, ভক্তি দ্বারা জানা যায় ॥ ৭১ ॥

একবারই শরণাগত হইয়া যিনি 'তোমার হইলাম' এইভাবে প্রার্থনা করে, তাহাকে সর্ব্বদা অভয় দান করি ইহাই আমার ব্রত ॥ ৭২ ॥

টীকানুবাদ—এতদ্‌ ইতি গোপাল উপনিষদে, গোপালবেশী বিষ্ণু শ্রীনন্দনন্দন স্বধাম শ্রীগোকুলকে দর্শন করান। ওঁকার দ্বারা সম্পুটিত করিয়া জপ করিলে আত্মরূপ গোপাল বিগ্রহ দর্শন করান, হেতু কর্তৃত্ব। তাঁহাদিগকে এই গোবিন্দ আত্মপদ সন্দর্শন করান, অর্চিরাদি মার্গে ইহা জানিতে হইবে। তাহা দ্বারা শ্রীহরির প্রয়োজক কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ৭০ ॥

মদ্রূপমিতি – বাসুদেবোপনিষদে ( ). এস্থলে শ্রীমূর্তিরই ব্রহ্মত্ব স্পষ্ট, শ্রীমূর্তিকে ভক্তি দ্বারাই জানিতে পারে, ইহা দ্বারা জ্ঞান শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত জ্ঞান ॥ ৭১ ॥

সকৃদিতি – রামায়ণে শ্রীরামবাক্যম্‌ ॥ ৭২ ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মি ইতি যাচতে ।
অভয়ং সর্ব্বভূতায় দদাম্যেতদ্‌ব্রতং হরেঃ ॥ ৭৩ ॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্‌ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ৭৪ ॥
(ভাঃ ১১।১৪।২১)
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্‌ ॥৭৫॥ (গী ৮।২২)
সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্‌ ।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ৭৬ ॥

টীকা

সকৃদেবেতি – গারুড়ে স্ফুটার্থম্‌ ॥ ৭৩ ॥

ভক্ত্যেতি —একাদশে, অত্র 'নায়মাত্মেত্যাদীন্যপি জ্ঞেয়ানি ॥ ৭৪ ॥

পুরুষ ইতি —গীতায়াং ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ

একবারই শরণাগতির জন্য 'তোমার হই' এই বলিয়া প্রার্থনা করে, সর্বপ্রাণিকে অভয় দান করেন— শ্রীহরির এই ব্রত ॥ ৭৩ ॥

শ্রীভাগবতে (১১।১৪।২১) আমি কেবলা শুদ্ধাভক্তি দ্বারা গ্রাহ্য হই, শ্রদ্ধাশীল সাধুগণের আত্মাও প্রিয়। আমানিষ্ঠ ভক্তি চণ্ডাল কুলজ [illegible] পবিত্র করে ॥ ৭৪ ॥

হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ অনন্যা একনিষ্ঠা ভক্তিদ্বারা লভ্য। যাঁহার মধ্যে সর্বপ্রাণি অবস্থান করে এবং যিনি এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন ॥ ৭৫ ॥ (গী ৮।২২)

সকৃদ্‌ এবেতি গারুড়ে, স্পষ্টার্থ ॥ ৭৩ ॥

ভক্ত্যা ইতি শ্রীভাগবত একাদশে, এস্থলে 'নায়মাত্মা' ইত্যাদি শ্রুতিও জানিবে ॥ ৭৪ ॥

পুরুষ ইতি শ্রীগীতাতে (৮।২২) ॥ ৭৫ ॥

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমিতি ॥ ৭৭ ॥

টীকা

নমু এবং পরম ফল রূপায়াস্তস্যাঃ কিং লক্ষণং, তত্রাহুঃ—সর্বেত্যাদিভিঃ। সর্ব্বেতি— পঞ্চরাত্রে। সর্বৈরুপাধিভিঃ হৃষীকেশান্যাভিলাষৈর্বিনির্মুক্তং নির্মলং কর্ম্মযোগাদ্যনাবিলং, তৎপরত্বেন আনুকূল্যেন বিশিষ্টং হৃষীকেশস্য শ্রীকৃষ্ণস্য, হৃষীকেন মনসা তদুপলক্ষিত শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়েন চ সেবনং কায়িকং বাচিকং মানসিকং চ ত্রিবিধং পরিশীলন মিত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

ভক্তিরিতি— অথর্বশিরঃসু। অথ শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তিরানুকূল্যেন শ্রবণাদির্ভজনং অস্মৈ রোচমানা প্রবৃত্তিরানুকূল্যং, তথাঽমুষ্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে মনঃ কল্পনং চ তন্মনঃ কল্প্যতে নিবেশ্যতেঽনেনেতি নিরুক্তেশ্চিত্তানুরঞ্জনাত্মকঃ শ্রবণাদিহেতুকো ভাব ইত্যর্থঃ। উত্তমায় সিদ্ধয়ে তদিহেতি ইহলোকে পরলোকে চ উপাধে

অনুবাদ

সর্ব্ব উপাধি মুক্ত হইয়া তদেকনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধভাবে ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশকে সেবা করাই ভক্তি ॥ ৭৬ ॥

ভক্তি এই শ্রীকৃষ্ণের ভজন, তাহা ইহ পরলোকের কামনা বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক এই শ্রীকৃষ্ণে মনের আবেশ ॥ ৭৭ ॥

প্রশ্ন—এইরূপ পরম ফলরূপা ভক্তির লক্ষণ কি? তাহার উত্তরে—সর্ব ইত্যাদি পঞ্চরাত্রে, সর্ব্বোপাধি—হৃষীকেশ ভিন্ন অন্য অভিলাষ বিনির্মুক্ত, নির্ম্মল—কর্মযোগাদি অমিশ্র, তৎপর—আনুকূল্য বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের হৃষীক অর্থাৎ মন ও তদুপলক্ষিত শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সেবন কায়িক বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ পরিশীলন ॥ ৭৬ ॥

'ভক্তি' ইতি অথর্ব্ববেদীয় গোপাল তাপনীতে অথ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি আনুকূল্যের সহিত শ্রবণাদি ভজন, শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তির নাম আনুকূল্য। সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণে মনঃকল্পম্—যাহা দ্বারা মন আবিষ্ট হয় এই অর্থে চিত্তের অনুরাগরূপ শ্রবণাদি জন্য ভাব। ভক্তির উত্তমতা সিদ্ধির জন্য, ইহ পর-

বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে।
যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেত্তথা নান্যেন কেনচিৎ ॥ ৭৮ ॥
ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধন-ভূয়সী ॥৭৯॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণান্য ফলেচ্ছায়া নৈরাস্যেন বিরহেণ কৃষ্ণৈকস্য স্পৃহয়া জায়মান মিত্যর্থঃ। তদেব নৈষ্কর্ম্যং নিত্যনৈমিত্তিকাদি-কর্মানাবৃতং, স্বার্থে ষ্যঞ্. এবশব্দঃ সকামায়া [illegible] যদ্বা—[illegible]

প্রয়োগঃ ॥ ৭৭ ॥

অস্যাস্তটস্থলক্ষণং স্বরূপলক্ষণঞ্চ যথা গারুড়ে—[illegible] —ভজ ইতি। অত্র 'যয়া সর্বমবাপ্যতে' ইতি তটস্থলক্ষণং. তত্র চ 'অকামঃ সর্বকামো বা' ইত্যাদিষু সিদ্ধত্বাং অবাপ্তি অভাবঃ [illegible]

অনুবাদ

গরুড় পুরাণে—বিষ্ণুভক্তির কথা প্রকৃষ্টরূপে বলিব, যাহা দ্বারা সর্ব পুরুষার্থ লাভ হয়, ভক্তিদ্বারা যেরূপ শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন, সেইরূপ অন্য কিছু দ্বারা হন না ॥ ৭৮ ॥

'ভজ' এই ধাতুটি সেবা অর্থে প্রযুক্ত হয়, সেই হেতু পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—সেবাই ভক্তি সর্বসাধন শ্রেষ্ঠ ॥ ৭৯ ॥

লোকের উপাধি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য ফললাভের ইচ্ছা পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি ইচ্ছায় জাত। তাহাই নৈষ্কর্ম্য নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত (স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়)। এব-শব্দ সকামাভক্তি নিষেধার্থ, অথবা—আনুষঙ্গিকভাবে কর্ম্মরূপে আবশ্যার নিবর্তক, 'আয়ু ধৃত' এইরূপ প্রয়োগ ॥ ৭৭ ॥

এই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ গরুড় পুরাণে বলিতেছেন—বিষ্ণুভক্তি ইত্যাদি বলিয়া ভজ ইত্যাদি বলিতেছেন। এস্থলে—যাহা দ্বারা সর্ব্বলভ্য হয়—ইহা তটস্থ লক্ষণ, তাহার মধ্যে 'অকামঃ সর্ব্বকামো

ভক্তির্ভজন-সম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্।
জ্ঞায়তেঽত্যন্ত দুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ ॥
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ড রসবল্লভা ॥ ৮০ ॥

টীকা

অহংগ্রহোপাসনায়ামতিব্যাপ্তিঃ অভাবঃ। বুধৈঃ প্রোক্তত্বাৎ অসম্ভবাভাবশ্চ। সেবা-শব্দেন স্বরূপলক্ষণম্। সা চ কায়িক-বাচিক-মানসাত্মিকা ত্রিবিধৈবানুগতিং রুচ্যতে। অতএব ভয়দ্বেষাদীনাং অহংগ্রহোপাসনায়াশ্চ ব্যাবৃত্তিঃ। সাধন-ভূয়সী ইত্যনেন সাধ্য-সাধনেষু জ্ঞানযোগাদিষু শ্রেষ্ঠতমেত্যর্থঃ। ৭৮-৭৯ ॥

ভক্তি'রিতি—নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা সংবাদে, তত্র প্রকৃতিরিতি—স্বরূপভূত হ্লাদিনী-সংবিদাখ্য-বৃত্তিভূতা শক্তিঃ, প্রিয়ং স্ববল্লভ-শ্রীকৃষ্ণং ভজতে সেবতে। অন্যত্র যা যা ভক্তিঃ শ্রূয়তে সা সা চাস্যা অংশাংশলেশরূপেতি ব্যাখ্যা-

অনুবাদ

ভক্তি শব্দে ভজন সম্পৎকে বুঝায়, প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি বর্গ প্রিয়, শক্তিমান্‌কে ভজন করেন। যাঁহাকে অতি দুঃখে জানা যায়, তাহা এই পরমেশ্বরের স্বরূপ শক্তি এই কারণে সাধুগণ অখণ্ড রস বল্লভা সর্বরসময়ী আহ্লাদিনী শক্তিকে 'দুর্গা' এই নামেও বলিয়া থাকেন ॥৮০॥

বা' ইত্যাদি মধ্যে সর্ব্বকাম সিদ্ধ হেতু অব্যাপ্তি দোষ নাই। 'যথা ভক্ত্যা' ইহা বলায় অহংগ্রহোপাসনাতে অতি-ব্যাপ্তি দোষ বারণ বুধৈঃ প্রোক্তা—ইহা বলায় অসম্ভব দোষ বারণ। সেবা—শব্দে স্বরূপ লক্ষণ। ঐ সেবাও কায়িক-বাচিক-মানসিকরূপে ত্রিবিধই অনুগতি বলা হইল। অতএব ভয়-দ্বেষাদি দ্বারা চিত্তের আবেশ ও অহংগ্রহোপাসনার বারণ। 'সাধন ভূয়সী' এই বাক্য দ্বারা সাধ্য-সাধনাদিতে জ্ঞানযোগাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা ভক্তি ॥ ৭৮- ৯ ॥
টীকানুবাদ - 'ভক্তিঃ' ইতি নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা সংবাদে, সেস্থলে প্রকৃতি-শব্দের অর্থ—স্বরূপভূত হ্লাদিনী-সংবিৎ নাম্নী বৃত্তিরূপা শক্তি, প্রিয়—নিজবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন। অন্যত্র যে যে ভক্তি শুনা যায়, সেই সকল ভক্তি ইহার অংশাংশলেশরূপা মহাজনগণ বলিয়াছেন। সেই এই শক্তিকে

টীকা

তাবঃ। সেয়মত্যন্তদুঃখেন জ্ঞায়তে জ্ঞানী প্রভৃতি[illegible] প্রশিতা। সা চাত্রৈব মুখ্যা[illegible] জ্ঞেয়ম্। যতঃ [illegible] পরত্রাপি অন্বেতি। আত্মনঃ সর্বকারণস্য শ্রীভগবতঃ সেয়ং প্রকৃতি [illegible] রূপান্তরঙ্গশক্তিঃ। অতএব অত্যন্ত দুঃখেন [illegible] সদ্ভিদুর্গেতি গীয়তে। কীদৃশী অখণ্ড-রসস্য শ্রীভগবতো [illegible] অখণ্ডরসা চ অসৌ বল্লভা শ্রীভগবৎ পরম[illegible] অতএব তস্যাঃ শ্রীভগবতঃ সকাশাদভেদঃ শ্রূয়তে—গৌতমীয় কল্পে—"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব স॥" ইতি। "ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাতৃ দেবতা" ইত্যাদিকং তু বিরাট পুরুষ-মহাপুরুষয়োরিব [illegible] ত্যৈব উক্তম্। সা হি বহিরঙ্গাশক্তি মায়াংশভূতা মায়াধীন প্রা[illegible] লোকে মন্ত্ররক্ষণ সেবার্থং নিযুক্তা সতী চিচ্ছক্ত্যাত্মক-দুর্গায়াঃ [illegible] ন তু সৈবাধিষ্ঠাত্রীতি জ্ঞেয়ম্। অস্য শ্রীগোপাল মন্ত্রস্য। [illegible] ॥৮০॥

অনুবাদ

অত্যন্ত দুঃখে জানা যায়—এই কারণে জ্ঞানী প্রভৃতি কর্তৃক দুর্গা নামে উক্ত হয়েন। দুর্গা-নাম স্বরূপশক্তিতেই মুখ্য, অন্যত্র বহিরঙ্গা শক্তিতে যথা কথঞ্চিৎ গৌণ। যেহেতু 'সেয়ং' এই শব্দটি পরের পংক্তির সহিতও অন্বয় হইবে। আত্মনঃ—সর্বকারণ শ্রীভগবানের সেই এই প্রকৃতি অচিন্ত্যরূপা অন্তরঙ্গা শক্তি অতএব অত্যন্ত দুঃখে জানা যায়, সাধুগণ কর্তৃক দুর্গা নামে কথিতা হন। তিনি কেমন অখণ্ডরস শ্রীভগবানের বল্লভাপরম প্রেষ্ঠতমা। অখণ্ডরসা ও বল্লভা—শ্রীভগবৎ পরমপ্রেষ্ঠ তমা। অতএব শ্রীভগবান হইতে ঐ শক্তির অভেদ শ্রুত হয়—গৌতমীয় কল্পে - যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা কৃষ্ণই তিনি ॥ শিববাক্যে—হে পরমেশানি তুমিই গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইত্যাদি বাক্যে বিরাট পুরুষ ও মহাপুরুষের অভেদ বর্ণনার ন্যায়, কোন এক রূপ অভেদ উপাসনা বলিবার ইচ্ছায় উক্ত হইয়াছে। [illegible] বহিরঙ্গাশক্তি মায়ার অংশরূপা, মায়াধীন প্রাকৃত কার্যে এইলোকে মন্ত্ররক্ষণ সেবার জন্য নিযুক্তা হইয়া চিৎশক্তি স্বরূপা দুর্গার দাসীর কার্য করেন। [illegible] বহিরঙ্গা শক্তি দুর্গাই শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী নহে। অন্য স্পষ্ট ॥৮০॥

বিজ্ঞানঘনা আনন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ॥ ইতি ॥ ৮১ ॥

নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে ॥ ৮২ ॥
সর্ব্বমঙ্গল-মূর্দ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা।
দ্বিজেন্দ্র তব ময্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ৮৩ ॥

টীকা

বিজ্ঞানেতি—শ্রীগোপালোপনিষদি। শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বাদশী মূর্ত্তি র্ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি, তদ্বশ্যাস্তীত্যর্থঃ। কীদৃশী সা? তত্রাহ—বিজ্ঞানঘনা মূর্তবিজ্ঞানরূপা, আনন্দঘনা মূর্তানন্দরূপা চ। মূর্তৌ ঘন ইতি পাণিনিসূত্রম্। মূর্তৌ কাঠিন্যেঽর্থে হন্তেরপ্ স্যাৎ ঘনাদেশ ইতি সূত্রার্থঃ। সৈন্ধবঘনো দধিঘনমিতি তদুদাহরণম্। কীদৃশে? তত্রাহ—সচ্চিদানন্দেতি হ্লাদিন্যাদিসারে ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

নিশ্চলেতি—স্কান্দে রেবাখণ্ডে। মুক্তিরিতি ভক্তেরেবাবান্তর সংজ্ঞেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে (২ ৭৯) মূর্তবিজ্ঞানরূপা, মূর্তানন্দরূপা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে অবস্থান করেন ।।৮১।।

স্কান্দে রেবাখণ্ডে - হে জনার্দন! তোমাতে যে নিশ্চলা ভক্তি তাহাই মুক্তি। মুক্তগণই যেহেতু তোমার ভক্ত হয় হে বিষ্ণু হে হরে ।।৮২।।

নারদীয়ে - সর্ব্বমঙ্গলের শেখরিণী সর্ব্বদা পূর্ণানন্দময়ী ভক্তি। হে দ্বিজেন্দ্র তোমার আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক ।।৮৩।

টীকানুবাদ—'বিজ্ঞানেতি'— শ্রীগোপাল উপনিষদে। শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশী মূর্তি ভক্তিযোগে অবস্থান করেন—অর্থাৎ তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। তিনি কিরূপ? উত্তরে—বিজ্ঞানঘনা—মূর্তবিজ্ঞানরূপা, আনন্দ ঘনা—আনন্দরূপাও। 'মূর্তৌ ঘন' এই পাণিনি সূত্রানুসারে। উদাহরণ সৈন্ধবঘন, দধিঘন। ভক্তিযোগ কিরূপ? সচ্চিদানন্দৈক রসে—হ্লাদিনী সার ।।৮১।।

নিশ্চলেতি—স্কান্দে রেবা খণ্ডে, মুক্তি-ভক্তিরই অবান্তর নাম।৮২।।

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্।
তথা সমস্ত সিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥ ৮৪ ॥

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সীতি ॥ ৮৫ ॥

টীকা

সর্ব্বেতি—নারদীয়ে শ্রীভগবদ্বাক্যম্। পূর্ণানন্দ প্রচুরা অতএব সর্ব্বমঙ্গল-মূর্দ্ধন্যা ইত্যুক্তং, যস্যাং সত্যাং স্বপ্নেঽপি অমঙ্গলং ন দৃশ্যতে, কিমু সাক্ষাদিতি ভাবঃ ॥ ৮৩ ॥

যথেতি—নারদীয়ে। সমস্ত সিদ্ধীনাং জ্ঞানাদীনাম্ ইতি প্রাচীনাঃ তথৈব স্বারস্যলাভাৎ ॥ ৮৪ ॥

ভক্তিরেবেতি মাঠর শাখায়াং, এনং ভক্তং নয়তি তদ্ধাম প্রাপয়তি, দর্শয়তি ধামিনং শ্রীহরিং উপাসকান্ প্রতি। কুত এবং তত্রাহ—যতঃ পুরুষো হরিঃ ভক্তিবশঃ, কুতঃ তদ্বশ্যত্বং তস্য? তত্রাহ - ভক্তিরেবেতি ভূয়সী - সর্বতঃ শ্রেষ্ঠা।

অনুবাদ

নারদীয়ে যেমন জল সমস্ত লোকের জীবন, সেইরূপ সমস্ত সিদ্ধির জীবন ভক্তি ।।৮৪।।

মাঠর শ্রুতি – ভক্তিই সাধককে শ্রীভগবৎ সন্নিধানে লইয়া যায়, ভক্তিই ইহাকে ভগবদ্দর্শন করায়, পরমপুরুষ ভক্তির বশ, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ॥ ৮৫ ॥

সর্বেতি নারদীয়ে শ্রীভগবদ্বাক্য। পূর্ণানন্দ প্রচুরা, অতএব সর্বমঙ্গল মস্তকমণি, যে ভক্তি থাকিলে স্বপ্নেও অমঙ্গল দেখে না, সাক্ষাৎ দেখা দূরের কথা ।।৮৩।

যথোতি – নারদীয়ে-সমস্তাসিদ্ধির-জ্ঞানাদির ইহা প্রাচীন আচার্য্যের ব্যাখ্যা ঐরূপেই স্বারস্য লাভ হয়।৮৪।

ভক্তিরেবেতি মাঠর শ্রুতি। এই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যায়, দর্শয়তি-ধামেশ্বর শ্রীহরিকে দর্শন করায়। ইহা কিরূপ হয় – যেহেতু শ্রীহরি ভক্তিবশ। ভক্তির বশ কেন? ভক্তিই সর্বপ্রকার ভগবৎপ্রাপ্তি সাধনগণ

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥৮৬॥ (ভা ৭।৫।২৩)

টীকা

সাধনেভ্যো বহুতরা পরমশ্রেষ্ঠা জ্ঞানাদীনামপ্যাশ্রয়ত্বাৎ যুক্তং তস্যাস্তদ্ ইত্যর্থঃ। ৮৫ ॥

শ্রবণ মিত্যাদিদ্বয়ং শ্রীভাগবতে (৭৫২৩) অত্র শ্রবণাদীনাং সাধন-দশায়াং সিদ্ধদশায়াঞ্চাপি অবিরহাৎ, প্রেমময্যা বিধিময্যাশ্চ ভক্তেরেতানি অঙ্গানীতি জ্ঞেয়ম্। অত্র বিষ্ণৌ অর্পিতা সতী যা ক্রিয়তে, তদুত্তমম্ অধীতং মন্যে। নতু কৃতা সতী তস্মিন্ অর্প্যতে যা ইতি যৎ তদিতীর্থঃ। তত্র শ্রবণন্তু বৈষ্ণবাদেব কর্তব্যং, অন্যমুখাৎ শ্রবণ নিষেধো যথা পাদ্মে—অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং

অনুবাদ

শ্রীভাগবতে (৭।৫।২৩) শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন, অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন। এই নববিধা ভক্তি সাধক নিজেকে শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া পরে সাক্ষাৎভাবে অনুষ্ঠান করে, তাহাকে উত্তম অধ্যয়ন মনে করি ॥ ৮৬ ॥

হইতে পরমশ্রেষ্ঠা, জ্ঞানাদিরও আশ্রয়হেতু, ভক্তির ভগবদ্বশীকারিণী শক্তি যুক্তিযুক্ত ॥৮৫॥

শ্রবণং ইত্যাদি দুইটি শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।২৩) এস্থলে শ্রবণাদি নবধা ভক্তি কি সাধন দশাতে কি সিদ্ধদশাতেও সর্বদাই অনুশীলন কর্তব্য, প্রেমময়ী ভক্তি ও বিধিময়ী ভক্তিতে এই সকল অঙ্গ জানিবেন। এস্থলে শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিতা হইয়া যে ভক্তি করা হয়, তাহাকে উত্তম অধ্যয়ন মনে করি। প্রথমে ভক্তি করিয়া পরে শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণ (কর্মার্পণের ন্যায়) তাহা নহে। তন্মধ্যে শ্রবণ কিন্তু বৈষ্ণবের নিকট হইতে কর্তব্য, অন্যের মুখ হইতে শ্রবণ পদ্মপুরাণে নিষিদ্ধ হইয়াছে—অবৈষ্ণব মুখে কীর্তিত পবিত্র ভগবদ্যশ

তস্মাদেব পরোরজসেতি সোঽহমিতি আত্মানং অবধার্য গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ। স মোক্ষমশ্নুতে, স ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি, স ব্রহ্মবিদ্ ভবতীতি ॥ ৮৭ ॥ (গোপাল তাঃ ২।৪২-৪৩)

টীকা

পাবনং ভগবদ্যশঃ। জীবন্মুক্তোঽপি ন শৃণুয়াৎ সর্পভুক্তং পয়ো যথেতি। বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ ভক্তিসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। ৮৬ ॥

তস্মাদিতি—শ্রীগোপালোপনিষদি। অত্র ধ্যেয়াবেশস্য 'কীটভৃঙ্গ'-ন্যায়েন ধ্যেয়সারূপ্য প্রাপকত্বাৎ তথাত্বমাহুঃ—স সাধকো রজসঃ 'প্রকৃতেঃ পরোঽহং' ইত্যাত্মানং স্বং বিশুদ্ধমবধার্য স্বামিনি গোপালেঽভিনিবিষ্টমনা গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ মনসা অভেদং চিন্তয়েৎ। তস্মাদ্ ভক্তেরেবায়ং প্রকার-বিশেষঃ। রাগাদ ভয়াচ্চ গাঢ়াবেশে সতি কৃষ্ণোঽহমিতি, সিংহোঽহমিতি চ ভাবাবেশো ভবতি তথৈব গোপ্যাদৌ, কীটাদৌ, সিংহাদিগ্রস্তে চ স বহুত্র শ্রূয়তে। এবং 'সোঽহং'

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীগোপাল উপনিষদে (২।৪২-৪৩) অতএব সাধক রজঃ অর্থাৎ 'প্রকৃতির পর আমি' এইরূপ নিজেকে অবধারণ করিয়া আমি গোপাল এইরূপ ভাবনা করিবে। সেই সাধক মোক্ষলাভ করে। সেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই ব্রহ্মবিদ্ হয় ॥ ৮৭ ॥

জীবন্মুক্তও শ্রবণ করিবেন না, সর্পভুক্ত দুগ্ধ যেমন প্রাণঘাতী। বিশেষ জানিবার ইচ্ছা থাকিলে ভক্তিসন্দর্ভ দর্শন কর্তব্য ॥৮৬॥

তস্মাদিতি শ্রীগোপাল উপনিষদে। এস্থলে ধ্যেয়বস্তুর আবেশ কুমারিকা কীটের ন্যায় ধ্যেয়বস্তুর সারূপ্য প্রাপকহেতু ঐরূপ বলা হইয়াছে। সেই সাধক রজ অর্থাৎ 'প্রকৃতি পর আমি' এইরূপে আত্মাকে নিজকে বিশুদ্ধ নিশ্চয় করিয়া নিজ প্রভু গোপালে অভিনিবিষ্টমনা 'গোপাল আমি' এইরূপ মনের দ্বারা দাসভাব চিন্তা করিবে। অতএব ইহা এক ভক্তির প্রকার বিশেষ। অনুরাগ-হেতু ও ভয়হেতু গাঢ় আবেশ হইলে পর 'কৃষ্ণ আমি' এইরূপ, সিংহ আমি এইরূপ ভাবও উদিত হয়। সেইরূপ গোপীদিগে শ্রীরাসে, কীটাদিতে,

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।
তদ্‌বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥৮৮॥
(মু ৩/১/৮, ২/২/৮)

টীকা—

ইত্যাদি শাস্ত্রমপি ভক্তিপরমেব জ্ঞেয়ম্। অত্র মোক্ষং সালোক্যাদিকং, নতু সাযুজ্যং. ব্রহ্মত্বং বৃহদ্ গুণত্বং পূজ্যত্বং বা। অন্যথা ব্রহ্মবিদ্ ইত্যস্ত বর্তমান প্রয়োগ ব্রিভয়ং ব্রহ্মবিদিতি চ বিরুধ্যেৎ ॥ ৮৭ ॥

কিঞ্চিৎ জ্ঞানমিশ্রায়াঃ স্বরূপমাহঃ— জ্ঞানেতি মুণ্ডকে (৩৷১৷৮), নিষ্কলং শুদ্ধং প্রকৃতি সম্বন্ধরহিত মিত্যর্থঃ। শ্লেষেণ তু—নিষ্কং লাতি গৃহ্লাতি ইতি তং শ্রীভগবন্তং ধ্যায়মান ইতি ভক্তিপ্রকার এব অয়ং। ততশ্চ জ্ঞানং তু অত্র ভাগবতমেবেতি জ্ঞেয়ম্। তদ্বিজ্ঞানেনেতি তত্রৈব (মু ২৷২৷৮) যদানন্দরূপমমৃতং শ্রীমদ্ ভগবদ্রূপং বিভাতি তদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ

মুণ্ডকে (৩৷১৷৮) শ্রীভগবদ্ জ্ঞানের প্রসাদে চিত্ত শুদ্ধি হইলে পর নির্মল চিত্তে ধ্যান করিতে করিতে শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করে। (মু ২৷২৷৮) ভক্তি-বিজ্ঞান দ্বারা ধীর ব্যক্তিগণ আনন্দস্বরূপ অমৃতময় যাহা বিরাজিত আছেন, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন ॥ ৮৮ ॥

সিংহাদিগ্রস্ত ব্যক্তিতেও ঐরূপ আবেশ বহুস্থলে শ্রুত হয়। ঐরূপ সেই আমি, আমি সেই, ইত্যাদি শাস্ত্রও ভক্তিপরই জানিবেন। এস্থলে মোক্ষ অর্থে সালোক্যাদি, সাযুজ্য নহে। ব্রহ্ম অর্থে বৃহদ্ গুণযুক্ত বা পূজ্য, তাহা না হইলে শেষে 'ব্রহ্মবিদ্' বর্তমান প্রয়োগ 'ভবতি' বিরোধ হয়। বোপদেব মতে ভবতি—প্রাপ্নোতি— ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ৮৭ ॥

টীকানুবাদ—কিঞ্চিৎ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির স্বরূপ বলিতেছেন - জ্ঞানেতি মুণ্ডকে (৩৷১৷৮) নিষ্কল শুদ্ধ প্রকৃতি সম্বন্ধরহিত। শ্লেষে নিষ্ক—পদক যিনি ধারণ করেন তিনি নিষ্কল শ্রীভগবান্ তাঁহাকে ধ্যানকারী, অতএব ইহা একপ্রকার ভক্তি। সেই হেতু জ্ঞান বলিতে এখানে শ্রীভাগবত জ্ঞান ॥ তদ্‌বিজ্ঞানেন মুণ্ডকে (২৷২৷৮) যে কালে আনন্দরূপ অমৃত শ্রীভগবদ্রূপ প্রকাশিত হন ॥৮৮॥

(ষট্, প্রশ্নো ৫৷২, ৫৷৫) এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার 'ইত্যুপক্রম্য' পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত। স তেজসি সূর্যে সম্পন্নো যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যতে এবং হ বৈ স পাপ্মভির্বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকে স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে ইতি ॥ ৮৯ ॥

টীকা

এতদিতি ষট্ প্রশ্ন্যাং পিপ্পলাদস্য মহর্ষিবাক্যং—হে সত্যকাম, পরং নারায়ণাখ্যং, অপরং বিরিঞ্চাখ্যং যদ্ ব্রহ্ম তদেতদেব সোঽহম্ ওঙ্কার ইতি ওঙ্কারস্য পরব্রহ্মত্বং হংসাদিবদ্ অক্ষররূপ-তদবতারত্বাৎ। অপর ব্রহ্মত্বং অপরস্য তৎ-কার্যত্বাৎ, তস্মাদ্ ওঁকারং ব্রহ্মদ্বয়াত্মকং জানন্ বিদ্বান্ এতেন ওঙ্কারেণ ধ্যায়েন পরাপর ব্রহ্মণোঃ একতরং অন্বেতি যথাধ্যানং লভতে। পাদোদরঃ সর্পঃ, জীবঘনাৎ সর্ব্বজীবাভিমানিনো বিরিঞ্চাৎ, পরং পুরি পরমে ব্যোম্নি, শয়ং স্থিতং,

অনুবাদ

প্রশ্নোপনিষদে (৫৷৩, ৫) হে সত্যকাম এই যে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম যাহা ওঁকার স্বরূপ, যে ব্যক্তি ওঁ এই অক্ষর দ্বারা পরমপুরুষকে নিরন্তর ধ্যান করেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় সূর্যে সম্মিলিত হন, সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়, সেইরূপই ঐ ব্যক্তি পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া সামসমূহের গান দ্বারা ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোকে নীত হন। তিনি এই জীব সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ পরাৎপর পরমপুরুষকে দর্শন করেন ॥ ৮৯ ॥

এতদিতি ষট্ প্রশ্নোপনিষদে পিপ্পলাদ মহর্ষির বাক্য—হে সত্যকাম পরং ব্রহ্ম শ্রীনারায়ণকে অপর ব্রহ্ম শ্রীবিরিঞ্চিকে, যিনি ব্রহ্ম তাহাই এই ওঁকার, এইভাবে ওঁকারের পরব্রহ্মতা হংসাদির ন্যায় অক্ষররূপ অবতারত্ব হেতু। অপর ব্রহ্মত্ব তাহার কার্যহেতু। অতএব ওঁকার ব্রহ্মদ্বয়রূপ জানিয়া বিদ্বান্ ওঁকার দ্বারা ধ্যান করিলে পরাপর ব্রহ্মের একতর ধ্যানের অনুরূপ লাভ হয়। পাদোদর—সর্প, জীবঘন—সর্বজীব সমষ্টি অভিমানী বিরিঞ্চি হইতে পরপুরিশয়

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি। তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্বীত ইতি ॥ ৯০ ॥ (ছা ৩/১৪/১)

টীকা

নারায়ণমীক্ষতে প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। অস্য পরেশধ্যায়িত্বাৎ তৎপ্রসাদাৎ লোকাধ্যক্ষত্বাদিকং চ গম্যতে ॥ ৮৯ ॥

সর্ব্বমিতি—ছান্দোগ্যে। সর্বমিদং জগৎ খলু প্রসিদ্ধো ব্রহ্মৈব ভবতি। নতু শুক্তিরজতবৎ মিথ্যা, তত্র হেতুঃ তজ্জেতি, তস্মাজ্জায়তে তজ্জং. তস্মিন্ লীয়তে তল্লং, তেন আনিতি জীবতি তদনং, তজ্জং চ. তল্লং চ. তদনং চ—তজ্জলান্, অলোপঃ ছান্দসঃ। সদ্রূপাণামেক এব শিষ্যতে ইতি ন্যায়েন সিদ্ধং বিশেষণানাং কর্ম্মধারয়ঃ। তচ্চোপলক্ষণং নতু সচ্চিদানন্দরূপ বিশেষণং। এতত্তু চিন্তামণ্যাদি দৃষ্টান্তেন জ্ঞেয়ম্। ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্বাৎ সর্ব্বং জগদ্ব্রহ্মৈব ইত্যর্থঃ। ইতি শব্দো হেতৌ,

অনুবাদ

ছান্দোগ্যে (৩।১৪।১) পরিদৃশ্যমান এই জগৎ ব্রহ্ম। যেহেতু ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মে লয় ও ব্রহ্ম কর্তৃক স্থিত হয়। সুতরাং সকল জগৎ ব্রহ্মই, শান্তভাবে উপাসনা করা উপাসক পুরুষ সংকল্প প্রধান, এইলোকে থাকিয়া যেমন উপাসনারূপ সংকল্পবান দাস্যাদিভাবে যুক্ত হয়, সেইরূপ এখান হইতে পরলোকে গিয়া সেইরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব উপাসনা করিবে ॥ ৯০ ॥

পরব্যোমস্থিত নারায়ণকে দর্শন করে, প্রাপ্ত হয়। এই ব্যক্তি পরমেশ্বরের ধ্যানকারী সুতরাং তাঁহার প্রসাদে লোকাধ্যক্ষত্বাদিও প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৯ ॥

সর্ব্বমিতি ছান্দোগ্যে (৩।১৪।১) এই সমগ্র জগৎ নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই, শুক্তি রজতবৎ মিথ্যা নহে, তাহার কারণ—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মে লয় হয়, ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত থাকে। তজ্জলান্—তজ্জ, তল্ল, তদন। সদ্রূপ বস্তুসকলের একরূপে স্থিতি—এই ন্যায় বলে তিনটি বিশেষণের একত্র কর্মধারয় সমাস হইয়াছে। তাহাও উপলক্ষণে, সচ্চিদানন্দরূপ বিশেষণ নহে। ইহা চিন্তামণি আদি দৃষ্টান্ত দ্বারা জানিতে হইবে। ব্রহ্মের অধীন স্থিতিহেতু সমগ্র জগৎ

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্। ইতি [illegible] ব্রঃ সূ [illegible])
যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বিদ্যতে।
রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি ॥

টীকা

যস্মাৎ সর্ব্বং বস্তু ব্রাহ্মম্ অতো দেবাত্মযোগাচ্ছান্তঃ সন্ উপাসীত। উপাস্তেঃ ফলমাহ—অথেতি. পুরুষোঽধিকারী উপাসকঃ ক্রতুময়ঃ [illegible] [illegible] হেতুঃ—যথেতি, অস্মিন্ লোকেস্থিতা যাদৃশঃ ক্রতুরূপ[illegible] [illegible] যেন দাস্যাদিভাবেন হরিং প্রেপ্সতীত্যর্থঃ তথা তেন [illegible] লোকাৎ প্রেত্য পরলোকং গত্বা ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ পুরুষঃ ক্রতুমুপাসনাং কুর্বীত ইত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

মুক্তাবস্থায়ামপি সিদ্ধা ভক্তিং কুর্ব্বতীত্যাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—আপ্রায়ণাদিত্যাদিকং দর্শিতমেব সর্বোপাস্তে ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মসূত্র (৪।১।১২) যাবৎ জীবন ভক্তি করিবে, মুক্তির পরেও উপাসনা করিতে দেখা যায় ॥ ৯১ ॥

বৃহন্নারদীয়ে—যিনি বিষ্ণুর পূজাপরায়ণ, তাহাতে বিঘ্ন থাকে না, রাজভয়

ব্রহ্মই। 'ইতি' শব্দ হেতু অর্থে. যেহেতু সর্ব্ববস্তু ব্রহ্ম, অতএব কেহই দ্বেষের যোগ্য নহে। অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। উপাসনার ফল বলিতেছেন—পুরুষ অর্থাৎ অধিকারী উপাসক ক্রতুময় সঙ্কল্প প্রধান। তাহার কারণ—যেমন এইলোকে থাকিয়া যেমন উপাসনারূপ সঙ্কল্প যাহার, সেই ব্যক্তি যে দাস্যাদিভাবে শ্রীহরিকে পাইতে ইচ্ছা করে। সেইরূপ ভাবযুক্ত হইয়াই এইলোক হইতে মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়া হয়। অতএব পুরুষ ক্রতু উপাসনা করিবে ॥ ৯০ ॥

মুক্ত অবস্থায়ও সিদ্ধগণ ভক্তি যাজন করেন—ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান শ্রীব্যাসদেব (৪।১।১২ সূত্রে) বলিয়াছেন আপ্রায়ণাৎ ইত্যাদি. ইহার ব্যাখ্যা সর্বোপাস্য প্রকরণে বিবৃত করা হইয়াছে ॥ ৯১ ।

প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা।
ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তে হচ্যুতার্চকম্ ॥ ৯২ ॥
দন্তা গজানাং কুলিশাগ্র নিষ্ঠুরাঃ,
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপত্যা যদ্বিনাশনোহয়ং
জনার্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥ ৯৩ ॥

টীকা

অথ প্রকরণমনুসরামঃ। যত্রেতি বৃহন্নারদীয়ে। দুষ্টেভ্যো ভয়নিবারকত্বং দর্শিতং। স্ফুটমন্যৎ বাক্য-দ্বয়েহপি ॥ ৯২ ॥

দন্তা ইতি শ্রীবৈষ্ণবে প্রহ্লাদবাক্যং। শীর্ণা ভগ্না ইত্যর্থঃ। দিগ্‌গজৈ-র্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ। মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ। হিমবায়্বগ্নি-সলিলৈঃ পর্ব্বতাক্রমণৈরপি। ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ

অনুবাদ

চোরভয় ব্যাধিসমূহও থাকে না॥ প্রেতগণ, পিশাচগণ, কুষ্মাণ্ডগণ গ্রহগণ বালগ্রহগণ, এবং ডাকিনী রাক্ষসগণও শ্রীঅচ্যুতের অর্চনকারীকে পীড়া করে না ॥ ৯২ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১৭।৪৪) বজ্রের অগ্রভাগের ন্যায় কঠিন হস্তির দন্তসমূহ ভগ্ন হইয়া গেল ইহা আমার বল নহে, এই মহাবিপদের বিনাশন শ্রীজনার্দনের স্মরণের প্রভাব প্রহ্লাদের উক্তি ॥ ৯৩ ॥

'যত্র' ইতি বৃহন্নারদীয়ে, দুষ্টগণ হইতে ভয় নিবারকত্ব ভক্তির দেখান হইল ॥ ৯২ ॥

'দন্তা' ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১৭।৪৪) শ্রীপ্রহ্লাদ বাক্য। শীর্ণ অর্থাৎ ভগ্ন। শ্রীভাগবতে (৭।৫।৪৩) দিগ্‌গজসমূহ দ্বারা, দন্দশূকশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা অভিচারসমূহ দ্বারা, পর্ব্বত হইতে পাতন, মায়িক ইন্দ্রজাল দিয়া অন্ধকারে কারাবন্ধ, বিষদান, অভোজন নিরাহারে, হিম, বায়ু, অগ্নি, জল দ্বারা পর্বতশৃঙ্গ ছড়াইয়াও যখন অসুররাজ নিষ্পাপ নিজপুত্রকে মারিতে পারিলেন

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধন্তে হরিসংশ্রয়ম্ ॥ ৯৪ ॥
ন বাসুদেব-ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধি ভয়ং চাপ্যুপজায়তে ॥ ৯৫ ॥
ন চ দুর্বাসসঃ শাপো বজ্রং চাপি শচীপতেঃ।
হন্তুং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুসূদনে ॥ ৯৬ ॥

টীকা

সুতম্। চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তং কর্তুং নাভ্যপদ্যত ॥ ইতি শ্রী[illegible] বাক্যানি অপি অত্র জ্ঞেয়ানি । ৯৩ ॥

শারীরা ইতি তৃতীয়ে (২২।৩৭) বৈয়াসে হে বিদুর ! ॥৯৪।

ন বাসুদেবেতি সহস্রনাম্নি। জন্মাদিভির্ভয়ং নোপজায়তে। [illegible]-চিত্তত্বাৎ ॥৯৫॥

অনুবাদ

শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে (৩।২২।৩৭) শ্রীহরিকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন তাহাকে শারীরিক মানসিক দৈবকৃত, মনুষ্যকৃত আধিভৌতিক ক্লেশসমূহ কীরূপে পীড়া দিতে পারে ॥৯৪।

সহস্রনামস্তোত্রে—বাসুদেবের ভক্তগণের অশুভ কোথাও থাকিতে পারে না—যেমন জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভূত ভয়ও উৎপন্ন হয় না ॥৯৫॥

গরুড়পুরাণে—দুর্বাসা মুনির শাপ, শচীপতি ইন্দ্রের বজ্রও হত্যা করিতে সমর্থ নহে, যাহার হৃদয়ে মধুসূদন অবস্থান করেন ৯৬।

তখন দীর্ঘ চিন্তামগ্ন হইয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। ইত্যাদি বাক্যগুলিও এস্থলে জ্ঞাতব্য ॥৯৩॥

'শারীরা' ইতি শ্রীভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে (২২।৩৭) বৈয়াসে—হে বিদুর ৯৪

ন বাসুদেবেতি—সহস্রনামস্তোত্রে—জন্মাদি হইতে ভয় উৎপন্ন হয় না, ভগবৎ আবিষ্ট চিত্ত হেতু ।৯৫।

অহমমরগণার্চিতেন ধাত্রা, যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরু বিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্যান্, হরিচরণ প্রণতান্ নমস্করোমি ॥৯৭
ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ।
শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥৯৮॥
প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবাস্ত্যাজ্যা বিষ্ণুং চেদ্ভজতে নরঃ ॥

টীকা

ন চেতি—গারুড়ে, শাপো ন সমর্থো, বজ্রং চ ন সমর্থমিতি লিঙ্গ বিপরিণা-মেনান্বয়ঃ ।৯৬।

যমাদিভ্যোঽভয়মাহুঃ—অহমিতি নারসিংহে যমবাক্যম্। হিতাহিতে তত্তদ্-বিবেচনে।৯৭।

তথৈবামৃত-সারোদ্ধারে স্কান্দে তদ্বচনং—ন ব্রহ্মেতি।৯৮

অনুবাদ

নৃসিংহপুরাণে (   ) দেবগণের পূজিত বিধাতা কর্তৃক আমি 'যম'
এই নামে লোকের হিতাহিত বিচারে নিযুক্ত আছি এবং শ্রীহরিগুরু বিমুখ-
গণকে আমি শাসন করি, আর শ্রীহরিচরণে প্রণত ব্যক্তিগণকে নমস্কার
করি ॥৯৭॥

স্কন্দপুরাণে যমবচন—ব্রহ্মা শিব অগ্নি ইন্দ্র আমি যমরাজ বা অন্যে স্বর্গ-
বাসিগণ কেহই বৈষ্ণব মহাত্মাগণের শাসন করিতে সমর্থ নহেন ॥৯৮॥

পদ্মপুরাণে - যমদূত বাক্য—আমাদিগকে যমুনা ভ্রাতা ধর্মরাজ পুনঃ পুনঃ
আদর পূর্ব্বক বলিয়াছেন—মনুষ্যগণ যদি বিষ্ণুকে ভজন করে আপনারা সেই
বৈষ্ণবগণকে আনিবেন না। আর বৈষ্ণব যাহার গৃহে ভোজন করেন, যাহা-

ন চেতি—গারুড়ে, শাপ সমর্থ নহে, বজ্রও সমর্থ নহে।৯৬।

যমাদি হইতে অভয় বলিতেছেন অহমিতি নৃসিংহ পুরাণে যমবাক্য, হিতা-
হিত বিচারে।৯৭।

স্কন্দপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমরাজ বাক্য—ন ব্রহ্মা ইতি।৯৮॥

বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাস্ত্যস্তৎ সঙ্গহত কিল্বিষাঃ ॥৯৯॥
আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব স্মরণান্ নাম-কীর্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্ ॥১০০॥
আর্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা, ঘোরেষু ব্যাধ্যাদিভির্বর্তমানাঃ।
সংকীর্ত্য নারায়ণ শব্দমাত্রং, বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি ॥১০১॥

টীকা

প্রাহেতি পাদ্মে মাঘ মাহাত্ম্যে দেবদূতবাক্যম্ ।৯৯।

আধয় ইতি স্কান্দে ॥১০০॥

আর্তা ইতি পাণ্ডবগীতায়াম্—আর্তা রোগাদিনা পীড়িতা স্তত্রাপি বিষণ্ণা অন্নাদি চিন্তয়া, অতএব শিথিলা অন্নাদিরাহিত্যেন শিথিলাবয়বাঃ, ভীতা ইত্যত্র হেতুগর্ভ বিশেষণং ঘোরেষ্বিতি ভয়ঙ্করজ্বরাদিষু বর্তমানা ইতি ক্ষণিকদুঃখাভাবো দর্শিতঃ। ব্যাঘ্রাদিষ্বিতি বা পাঠঃ। এতে প্রত্যেকং ভিন্না আর্তানাং বিশেষণানি বা।১০১॥

অনুবাদ

দের বৈষ্ণবসঙ্গ হয়, তাহারাও তোমাদের ত্যাজ্য, কারণ বৈষ্ণব সঙ্গ ফলে
তাহাদের পাপ সমূহ নষ্ট হইয়াছে।৯৯॥

স্কন্দপুরাণে—সেই অনন্তকে আমি প্রণাম করি যাঁহার স্মরণও নামকীর্তন
হইতে তৎক্ষণাৎ আধি ও ব্যধিসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥১০০॥

পাণ্ডবগীতাতে—রোগাদিতে পীড়িত, বিষণ্ণ, অন্নাদি রহিত হেতু শিথিল
দেহ, ভীত, ভয়ঙ্কর ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা পীড়িতগণ নারায়ণ শব্দমাত্র কীর্তন
করিয়া দুঃখ বিমুক্ত হইয়া সুখী হন ॥১০১॥

প্রাহেতি পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতবাক্যম্ ॥৯৯।

আধয় ইতি স্কান্দে ॥১০০॥

আর্তা ইতি পাণ্ডব গীতাতে ॥ আর্ত—রোগাদি পীড়িত, তাহাতে আবার
বিষণ্ণ অন্নাদি চিন্তাদ্বারা, অতএব শিথিল অন্নাদি বিহীন হেতু শিথিল অবয়ব,

কৃতানুযাত্রাবিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা।
অবিদ্যাং নির্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্ ॥ ১০২ ॥
অপ্রারব্ধ-ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥ ১০৩ ॥

টীকা

অবিদ্যাদি নাশকত্বমাহুঃ—কৃতেতি পাদ্মে, বিদ্যাভিঃ সহকৃতা অনুযাত্রা যস্যা ভক্তেরিতি শেষঃ। অবিদ্যামিতি পঞ্চানামুপলক্ষণং অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ ॥ ১০২ ॥

অপ্রারব্ধেতি অপ্রারব্ধ ফলং বক্ষমাণেভ্যোঽন্যং, কূটং বীজোন্মুখং, বীজং প্রারব্ধোন্মুখং, ফলোন্মুখং প্রারব্ধমিত্যর্থঃ। ক্রমেণ কমলপত্র শতবেধ ন্যায়েন ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ - পদ্মপুরাণে বিদ্যার সহিত অনুযাত্রা—শ্রীবিগ্রহের পশ্চাদ্গমন উত্তম হরিভক্তি, অবিদ্যাকে শীঘ্র নিঃশেষে দগ্ধ করে, দাবানল যেমন কালনাগিনীকে দগ্ধ করে ॥ ১০২ ॥

অপ্রারব্ধ ফল পাপ, কূট পাপ, বীজ পাপ এবং ফলোন্মুখ পাপ—প্রারব্ধ-পাপ—এই ক্রমেই বিলয় হয় বিষ্ণুভক্তিতে রত ব্যক্তিগণের ॥ ১০৩ ॥

ভীত ভয় হেতু ভয়ঙ্কর জন্তু আদির মধ্যে বর্তমান—ইহাদ্বারা ক্লিকত্বাভাব দেখান হইল। অথবা—এই সকল পৃথক্ পৃথক্ আর্তগণের বিশেষণ ॥ ১০১ ॥

টীকানুবাদ—অবিদ্যাদির নাশক ভক্তি ইহা বলিতেছেন পদ্মপুরাণে কৃতেতি। বিদ্যাসমূহের সহিত অনুযাত্রা যেমন ভক্তগণের মধ্যে অবিদ্যাকে নিঃশেষে শীঘ্র দগ্ধ করে, সেইরূপ বনমধ্যে দাবাগ্নি কালনাগিনীকে দগ্ধ করে। অবিদ্যাকে অর্থাৎ পঞ্চপর্বা অবিদ্যাকে—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ—এই পঞ্চ ক্লেশ ॥ ১০২ ॥

অপ্রারব্ধেতি, যাহাদের ফল আরম্ভ হয় নাই—এইরূপ পাপসমূহ অপ্রারব্ধ ফল, যেমন কূটরাশিকৃত বীজোন্মুখ, বীজ যাহা প্রারব্ধোন্মুখ, ফলোন্মুখ যাহা প্রারব্ধ। ক্রমে কমলপত্র শতবেধ ন্যায়ে বিলীন হয় ॥ ১০৩ ॥

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ ॥ ১০৪ ॥
বর্তমানন্তু যৎপাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানল-কীর্তনাৎ ॥ ১০৫ ॥
হরিভক্তি পরাণান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাশ্রিতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥ ১০৬ ॥
স কর্তা সর্বধর্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব
স কর্তা সর্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥ ১০৭ ॥

টীকা

যথেতি পাদ্মপাতাল খণ্ডস্থ বৈশাখ মাহাত্ম্যে ॥ ১০৪ ॥

বর্তমানমিতি লঘুভাগবতে। দহতি ভক্ত ইত্যর্থঃ। অত্র গোবিন্দানল-কীর্তনস্য অপাদানত্বেঽপি হেতুকর্তৃত্বং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০৫ ॥

হরি ইতি বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমালুপাখ্যানান্তে ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ

যেমন উত্তম প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তি পাপসমূহকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করে ॥ ১০৪ ॥

বর্তমান যে পাপ, যাহা অতীত পাপ এবং যাহা ভবিষ্যৎ পাপ, তাহা সকলই শীঘ্র নিঃশেষে দগ্ধ করে গোবিন্দ নামরূপ অগ্নি কীর্তন হেতু ॥ ১০৫ ॥

হরিভক্তি পরায়ণগণের সঙ্গীগণের সঙ্গকে আশ্রয়কারী ব্যক্তি মহাপাতক-যুক্ত হইলেও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১০৬ ॥

হে কেশব যিনি তোমার ভক্ত তিনি সর্ব্বধর্মের কর্তা, হে অচ্যুত যিনি তোমার ভক্ত নয় তিনি সর্ব্বপাপের কর্তা ॥ ১০৭ ॥

যথেতি পদ্মপাতাল খণ্ডস্থ বৈশাখ মাহাত্ম্যে ॥ ১০৪ ॥

বর্তমানমিতি লঘু ভাগবতে 'দহতি' ভক্তি গোবিন্দ নাম কীর্তন দ্বারা ত্রৈকালিক পাপ দগ্ধ করে. এস্থলে গোবিন্দ নামকীর্তন অপাদান কারকরূপে বলা হইলেও হেতুকর্তা ॥ ১০৫ ॥

হরি ইতি বৃহন্নারদীয়ে (৩৪ ৬১) যজ্ঞমালি উপাখ্যানের শেষে ॥ ১০৬ ॥

পাপং ভবতি ধর্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে।
নিঃশেষধর্ম কর্তা বাঽপ্যভক্তো নরকে হরে ॥
সদা তিষ্ঠতি, ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে ॥ ১০৮ ॥
মন্নিমিত্ত কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্প্যতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাম্মৎ প্রভাবতঃ ॥ ১০৯ ॥

টীকা

স কর্ত্তেতি স্কান্দে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ। ১০৭ ॥

তব ভক্তৈঃ কৃতঃ অধর্ম্মঃ—কদাচিৎ তীর্থাদাবধিক প্রতিগ্রহাদিনা পাপমপি ধর্ম্ম এব ভবতি, ভক্ত্যা ত্বদর্থমেব কৃতত্বাৎ। তব অভক্তৈঃ কৃতো ধর্ম্মো যোগাদিরপি পাপমেব ভবতি, ত্বদনাদরাৎ তদুক্তম—অরির্মিত্রং ইত্যাদি। নরকে সদা তিষ্ঠতি, অভক্ত্যা ভগবদনাদরেণ নাস্তিকত্বাপত্তেঃ। তথা চোক্তং একাদশে – ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ। ইতি। ১০৮ ॥

অনুবাদ

হে শ্রীহরি! তোমার অভক্তগণ কৃত ধর্ম্মও পাপ হয়, নিঃশেষ ধর্মকর্তা হইয়াও হে শ্রীহরি তোমার অভক্ত নরকে সর্ব্বদা অবস্থান করে। তোমার ভক্ত ব্রহ্মহা হইয়াও বিমুক্ত হয় ॥ ১০৮ ॥

পদ্মপুরাণে আমার নিমিত্ত কৃত পাপও ধর্ম হয়, আমাকে অনাদর করিয়া ধর্মও পাপ হয় আমার প্রভাবে ॥ ১০৯ ॥

স কর্ত্তেতি স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মার উক্তি॥ ১০৭ ॥

তোমার ভক্তগণকৃত অধর্ম—অর্থাৎ কখনও তীর্থযাত্রাদিতে অধিক দান গ্রহণাদি পাপ হইলেও ধর্ম্মই হয়, কারণ ভক্তিসহ তোমার জন্যই গ্রহণ করায়। তোমার অভক্ত কৃত ধর্ম যোগাদিও পাপই হয়, তোমাতে অনাদরহেতু। তাহাই বলিয়াছেন—'শত্রু মিত্র হয়' ইত্যাদি। 'নরকে সর্ব্বদা বাস করে' অভক্তি দ্বারা ভগবদনাদর হেতু নাস্তিকতা আসিয়া পড়ে॥ সেইরূপ শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে "ভজন করে না, অবজ্ঞা করে, সদ্গুণ দ্বারা উচ্চস্থানে উঠিলেও সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হয়" ॥ ১০৮ ॥

অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্ব্বতে।
ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে ॥ ১১০ ॥
সকৃদুচ্চারয়েদ্, যস্তু নারায়ণ মতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্ব্বাণমপি গচ্ছতি ॥ ১১১ ॥
স সমারাধিতো দেবো মুক্তি কৃৎস্যাদ্ যথা তথা।
অনিচ্ছয়াপি হুতভুক্ সংস্পৃষ্টো দহতি দ্বিজ ॥ ১১২ ॥

টীকা

মন্নিমিত্তমিতি পাদ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং। মন্নিমিত্তং কৃতং গৃহমার্জন-পাকাদৌ, পুষ্পাদ্যবচয়াদৌ ব্যবহারাদৌ চ। ১০৯ ॥

অকামাদিতি বৃহন্নারদীয়ে। ১১০ ॥

সকৃদিতি পাদ্মে দেবহূতিস্তুতৌ নির্বাণমপি ইত্যনেন যদি ভক্তস্য কামনা স্যাৎ তদেতি গম্যতে॥ ১১১ ॥

স ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। যথা যেন মুক্তি কামনা প্রকারেণ, স দেবঃ সমারা-

অনুবাদ

অনিচ্ছাতেও যাহারা শ্রীবিষ্ণুর একবার মাত্র পূজা করে, তাহাদের কখনও ভববন্ধন হয় না। ১১০।

যে ব্যক্তি একবার সজাগভাবে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি শুদ্ধ অন্তঃকরণ হইয়া নির্বাণ মুক্তিও লাভ করে ॥ ১১১ ॥

যেমন তেমনভাবে নারায়ণ আরাধিত হইয়া মুক্তিদাতা হন, হে দ্বিজ যেমন অনিচ্ছায়ও অগ্নি স্পৃষ্ঠ হইয়া দাহ করে ॥ ১১২ ॥

মন্নিমিত্তমিতি পদ্মপুরাণে শ্রীভগবদ্বাক্য। আমার জন্য কৃত - গৃহমার্জন, পাকাদিতে পুষ্পচয়নাদিতে এবং ব্যবহারাদিতে ॥ ১০৯ ॥

অকামাদিতি বৃহন্নারদীয়ে। ১১০ ॥

সকৃদিতি পাদ্মে দেবহূতি স্তুতিতে। নির্বাণও ইহা দ্বারা যদি ভক্তের কামনা থাকে তবে। ১১১ ॥

স ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। যথা— মুক্তি কামনা প্রকারে, সেই নারায়ণদেব

ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতীতি ॥ ১১৩ ॥

সংপর্কাদ্ যদি বা মোহাদ্ যস্তু পূজয়তে হরিম্।

সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ১১৪ ॥

টীকা

ধিতস্তথা তেন প্রকারেণৈব স দেবো মুক্তিকৃৎ স্যাৎ। প্রেমবাঞ্ছা প্রকারেণ তু প্রেমদ এবেত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥

ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণি, বৃহত্তমে সর্বেশ্বরে সংস্থা ভক্তির্যস্য সোঽমৃতত্বং মরণধর্মাতি-ক্রমত্বং তৎসামীপ্যাদিকমেতি, তয়া ভক্ত্যাঽনায়াসেনাপ্নোতীত্যর্থঃ, অত্র সংস্থা শব্দেন ভক্তিরেবোচ্যতে, নতু জ্ঞানং দ্বেষ্টর্য্যপি জ্ঞানস্য সদ্ভাবাৎ তেনাতি-ব্যাপ্তিস্তু দুর্ব্বারেতি জ্ঞেয়ঃ। তথৈবাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ (১।১।৭) তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপ-দেশাদিতি। তত্রাপি নিষ্ঠা-শব্দেন ভাববিশেষ এবোচ্যতে নতু জ্ঞানং। স চ ভক্তিরেবাবসীয়তে ইতি সাধু ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ

সর্ব্ববৃহত্তম সর্বেশ্বরে সংস্থা অর্থাৎ ভক্তি যাহার সেই ব্যক্তি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে ॥ ১১৩ ॥

পদ্মপুরাণে— সম্বন্ধবশতঃ অথবা মোহবশতঃ যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে পূজা করে, সেই ব্যক্তি সর্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমপদ গমন করে ॥ ১১৪ ॥

আরাধিত হইয়া তয়া—সেই প্রকারেই শ্রীনারায়ণ মুক্তিদাতা হন, প্রেমভক্তি প্রার্থনা প্রকারে ভজন করিলে কিন্তু প্রেমপ্রদই হন ॥ ১১২ ॥

ব্রহ্মে বৃহত্তম সর্বেশ্বর শ্রীভগবানে সংস্থা—ভক্তি যাহার সে ব্যক্তি অমৃতত্ব—মরণ ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ভগবৎ সামীপ্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত হন, ভক্তি দ্বারা অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়। এস্থলে সংস্থা শব্দে ভক্তিই বলা হইয়াছে, জ্ঞান নহে, ভগবদ্‌বিদ্বেষীতেও জ্ঞান থাকে, অতএব সংস্থা শব্দে জ্ঞান ধরিলে বিদ্বেষীতেও অতিব্যাপ্তি অনিবার্য। সেই রূপই ভগবান্ ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীব্যাস-দেব বলিয়াছেন—(১।১।৭) ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তিরই মোক্ষ উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলেও নিষ্ঠা শব্দে ভাববিশেষই বলা হইয়াছে, জ্ঞান নহে। ঐ ভাবও ভক্তি-বিশেষ, অতএব উত্তম ব্যাখ্যা ॥ ১১৩ ॥

দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ।

কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ ॥ ১১৫ ॥

স ইহ স্থাতুমবেক্ষতে সর্বৈশ্বর্য্যং দদাতি। যত্র কুত্রাপি ম্রিয়তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে যেনামৃতী ভূত্বাসৌ অমৃতত্বং গচ্ছতীতি ॥ ১১৬ ॥

টীকা

সম্পর্কাদিতি পাদ্মে এব। সম্পর্কাদ্ যদি বা মোহাদ্ ইত্যনেন কিমুত প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যেতি কৈমুত্যং জ্ঞাপিতম্ ॥ ১১৪ ॥

দীক্ষেতি স্কান্দে উমামহেশ্বরসংবাদে মোক্ষং সংসারধ্বংস পূর্বকং তৎ-সামীপ্যাদিকম্ ॥ ১১৫ ॥

ভক্তানামিহাপ্যনায়াসেনৈশ্বর্যলাভং সংসারধ্বংসং তৎপদপ্রাপ্তিঞ্চ শ্রীনৃসিংহ তাপনী শ্রুতির্দর্শয়তি—স ইতি। উপাসকোঽপেক্ষত ইচ্ছতি তস্মৈ সর্বৈশ্বর্য্যং

অনুবাদ

কৃষ্ণের দীক্ষামাত্রে মনুষ্যগণ নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করে, আর যাহারা অচ্যুতকে সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে পূজা করে তাহারা যে মোক্ষলাভ করে তাহা আর কি বলিব ॥ ১১৫ ॥

শ্রীনৃসিংহ তাপনী শ্রুতি (২।৪৭) যে ব্যক্তি ইহলোকে থাকিতে ইচ্ছা করে তাহাকে শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য দান করেন। যে কোন স্থানে তাহার মৃত্যু হইলেও শ্রীনৃসিংহদেব মৃত্যুকালে তারকব্রহ্ম নাম তাহাকে শ্রবণ করান, তাহা দ্বারা ঐ সাধক অমরত্ব লাভ করিয়া নিত্যধামে গমন করে ॥ ১১৬ ॥

সম্পর্কাদিতি পদ্মপুরাণেই। ইহা দ্বারা প্রেমরূপা ভক্তি দ্বারা ভজনে যে পরমপদ লাভ, তাহা আর কি বলিব ॥ ১১৪ ॥

দীক্ষেতি স্কান্দে উমা মহেশ্বর সংবাদে। মোক্ষ—সংসার ধ্বংসপূর্বক ভগবৎ সামীপ্যাদি লাভ ॥ ১১৫ ॥

ভক্তগণের ইহলোকেও অনায়াসেই ঐশ্বর্যলাভ, সংসারধ্বংস ও ভগবৎ ধামপ্রাপ্তি—শ্রীনৃসিংহ তাপনী শ্রুতি দেখাইতেছেন—স ইতি। উপাসক যদি

ইতিহাস সমুচ্চয়ে—

যে নৃশংসা দুরাচারাঃ পাপাচাররতাঃ সদা।
তেঽপি যান্তি পরং ধাম নারায়ণপরা শ্রয়াঃ ॥ ১১৭ ॥
লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশু রিবোদিতঃ ॥ ১১৮ ॥

টীকা

দদাতি দেবঃ শ্রীনৃসিংহঃ যত্র কুত্রাপি ম্লেচ্ছদেশাদাবপি, তারঃ প্রণবঃ তত্রস্থং তারকমিতার্থঃ ॥ ১১৬ ॥

যে নৃশংসা ইতি দ্বয়ং ইতিহাস সমুচ্চয়ে শ্রীনারদ পুণ্ডরীক সংবাদে সহস্রাংশুর্যথা স্বোদয় মাত্রেণ তমঃপুঞ্জমপাকৃত্য নিস্তমস্কান্ লোকান্ করোতি। তদর্থং ন পৃথক্ প্রযত্নং করোতি চ, তথা স্বাগমনমাত্রেণ বৈষ্ণবা অপি ইত্যর্থঃ। সকলান্—কলয়া পৃথিব্যা সহিতান্ বা 'পাদোঽস্য' ইত্যাদেঃ ॥ ১১৭-১১৮ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—যাহারা ক্রূর ব্যক্তি দুরাচার সর্বদা পাপাচাররত, তাহারাও নারায়ণ পরায়ণ ভক্তগণকে আশ্রয় করিয়া পরম ধাম গমন করে ॥ ১১৭ ॥

নিষ্পাপ বৈষ্ণবগণ পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না, সকল লোককে পবিত্র করেন, সূর্যের ন্যায় উদিত থাকিয়া ॥ ১১৮ ॥

ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সর্ববিধ ঐশ্বর্য দান করেন ভগবান শ্রীনৃসিংহ, যে কোন স্থানে—ম্লেচ্ছদেশাদিতে মৃত্যু হইলেও তার প্রণব, তাহাতে অবস্থিত—তারক ॥ ১১৬ ॥

টীকানুবাদ—'যে নৃশংসা' ইতি, এই দুইটি প্রমাণ ইতিহাস সমুচ্চয়ে শ্রীনারদ-পুণ্ডরীক সংবাদে—সূর্য যেমন কেবল নিজ উদয় দ্বারা অন্ধকার রাশিকে নাশ করিয়া জগদ্বাসীকে অন্ধকারমুক্ত করেন, তজ্জন্য আর পৃথক্ চেষ্টা করেন না সেইরূপ বৈষ্ণবগণও নিজ আগমন মাত্র দ্বারা পৃথিবীর সহিত সকল জীবকে পবিত্র করেন ॥ ১১৭-১১৮ ॥

জন্মান্তর সহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ ॥১১৯॥
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥১২০॥
জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি বৈ।
ন তু কল্প-সহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে ॥১২১॥
যেনার্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তব স্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি ॥১২২॥

টীকা

জন্মেতি তত্রৈব মতির্জ্ঞানম্ ॥১১৯-১২০॥

জীবিতমিতি বিষ্ণু ধর্মোত্তরে। পঞ্চদিনাদি প্রতি জীবিতং বরং সর্বোৎকৃষ্টম্ ॥১২১॥

যেনেতি পাদ্মে—হরিতর্পণেন তদন্তর্বর্তি জীবানাং স্বতস্তর্পণাৎ হরিতোষেণ তত্র সর্বেষাং তোষো ভবতীতি ন চিত্রম্ ॥১২২॥

অনুবাদ

সহস্র জন্মপূর্বেও যাহার এইরূপ মতি থাকে 'আমি বাসুদেবের দাস' ইহাদ্বারা তিনি সকললোককে সম্পূর্ণ উদ্ধার করেন ॥১১৯॥

তিনি বিষ্ণুর সমানলোকে গমন করেন ইহাতে সংশয় নাই। তদ্গতপ্রাণ, সংযত ইন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের কথা আর কি বলিব ॥১২০॥

বিষ্ণুভক্তের আয়ু পাঁচদিনই উত্তম। কিন্তু কেশবে ভক্তিহীন হইয়া সহস্র-কল্প পরমায়ু উত্তম নহে ॥১২১॥

যিনি শ্রীহরিকে অর্চন করিয়াছেন, তিনি সমগ্র জগৎকেও তৃপ্ত করিয়াছেন তাঁহাতে স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীই অনুরক্ত হয় ॥১২২॥

টীকানুবাদ—জন্মেতি ইতিহাস সমুচ্চয়ে, মতি—জ্ঞান ॥১১৯-১২০॥

জীবিতমিতি বিষ্ণুধর্মোত্তরে, পঞ্চদিন পরমায়ু ভক্তির লাভের পর সর্বোৎকৃষ্ট ॥১২১॥

যেনেতি পাদ্মে—শ্রীহরির তৃপ্তিদ্বারা তাঁহার অন্তর্গত জীবগণের স্বাভাবিক তৃপ্তিহেতু হরিতোষণ দ্বারা সকলের সন্তোষ হয় ইহা আশ্চর্য নহে ॥১২২॥

দৃষ্টঃ পশ্যেদহরহঃসংশ্রিতঃ প্রতি সংশ্রয়েৎ।
অর্চিতশ্চার্চয়েন্নিত্যং স দেবো দ্বিজপুঙ্গব ॥১২৩॥
তুলসীদল-মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥১২৪॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥১২৫॥

টীকা

দৃষ্ট ইতি ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিববাক্যম্। দৃষ্টঃ সন্ দেবস্তং ভক্তং অহরহঃ পশ্যেদ্ এবং পরত্রাপি। অনেন তাদৃশৈশ্বর্যেঽপি তস্য ভক্তেষু স্নেহভরো দর্শিতঃ ॥১২৩॥

ন বক্তব্যং বহুভোগার্থং পশ্যতীত্যাদিকং, কিন্তু যথাশক্তি সেবিতঃ স ভক্ত-বশীভূত এব তিষ্ঠতীত্যাহ - তুলসীতি বিষ্ণুধর্ম্মে ॥১২৪॥

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই ভগবান্ ভক্ত কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া ভক্তকে অহরহ দর্শন করেন, ভক্ত ভগবানকে আশ্রয় করিলে ভগবানও ভক্তকে আশ্রয় করেন। ভক্ত কর্তৃক অর্চিত হইয়াও ভক্তকে নিত্য অর্চন করেন ॥১২৩॥

ভক্ত প্রদত্ত একটি মাত্র তুলসী দল দ্বারা এবং এক অঞ্জলি জলদ্বারা ভক্ত-বৎসল ভগবান্ নিজেকে ভক্তগণের নিকট বিক্রয় করেন ॥১২৪॥

শ্রীগীতাতে (৯।২৬) পত্র পুষ্প ফল জল যে ব্যক্তি ভক্তিসহ আমাকে প্রদান করে, সেই ভক্তি সহ প্রদত্ত উপহার আমি মনোযোগের সহিত ভোজন

দৃষ্ট ইতি ব্রহ্ম পুরাণে, শ্রীশিববাক্য। শ্রীভগবান ভক্ত কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া সেই ভক্তকে প্রতিদিন দর্শন করেন, এইরূপ পরের গুলিও। ইহাদ্বারা ঐরূপ ঐশ্বর্য থাকিতেও ভগবানের ভক্তগণে স্নেহাধিক্য দেখান হইল ॥১২৩॥

ইহা বলা উচিত নহে যে বহুভোগ লাভের জন্য ভগবান ভক্তকে প্রতিদিন দেখেন, কিন্তু যথাশক্তি ভক্তকর্তৃক সেবিত হইয়াও তিনি ভক্তের বশীভূত হইয়াই অবস্থান করেন ইহাই বলিতেছেন তুলসীতি বিষ্ণুধর্ম্মে ॥১২৪॥

ভর্ত্তা সন্ ভ্রিয়মানো বিভর্ত্তীতি ॥১২৬॥
ঋক্ যজুঃ সামনিষ্পাদ্যং যজ্ঞকর্ম্মমতং তব।
পরমার্থভূতং তত্রাপি শ্রূয়তাং গদতো মম ॥

টীকা

পত্রমিতি গীতায়াং, অশ্নামি প্রীত্যা গৃহ্নামি। অত্র "ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পত ইত্যাদিকং ভাগবতীয় প্রকরণমপ্যনুসন্ধেয়ম্ ॥১২৫॥

ভর্ত্তেতি—তৈত্তিরীয়কে। ভর্ত্তা স্বভক্তানাং ধারক পোষকশ্চ সন্ ভক্তৈঃ ফল-পুষ্পাদিভির্ভ্রিয়মানঃ পুষ্যমানঃ সেব্যমান ইত্যর্থঃ। "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহমিতি" ॥ দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্য কূর্ম বিহঙ্গমাঃ। স্বান্যপত্যানি পুষ্যন্তি তথাহমপি পদ্ম-জেতি পাদ্মাচ্চ ॥১২৬॥

অনুবাদ

করি ॥১২৫॥ তৈত্তিরীয়কে শ্রুতিতে—( ) নিজভক্তগণের ধারক ও পোষক হইয়া ভক্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত ফলপুষ্পাদি দ্বারা পোষ্য ও সেব্য হইয়া বিরাজ করেন ॥১২৬॥

পত্রমিতি গীতাতে (৯।২৬) অশ্নামি—প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। এস্থলে 'অভক্ত প্রদত্ত প্রচুর উপহারও আমার সন্তোষের যোগ্য হয় না' ইত্যাদি শ্রীভাগবত বর্ণিত (১০।৩।৮১ প্রকরণ ও আলোচ্য ॥১২৫॥ ভর্ত্তেতি তৈত্তিরীয়কে। ভর্ত্তা—নিজ ভক্তগণের ধারক ও পোষক হইয়াও ভক্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত ফল-পুষ্পাদি দ্বারা ভ্রিয়মান—পোষ্য ও সেব্যমান ভগবান্। গীতাতে যে সকল ভক্ত অনন্যভাবে আমাকে চিন্তা করিতে করিতে সর্বভাবে উপাসনা করে, সেই সকল নিত্যযোগযুক্ত ভক্তগণের আমি যোগক্ষেম বহন করি। পাদ্মে হে ব্রহ্মন্ মৎস্য কূর্ম্ম ও পক্ষিগণ যেমন নিজ নিজ সন্তানকে ক্রমে দর্শন ধ্যান ও স্পর্শ দ্বারা পোষণ করে; সেইরূপ আমিও বিশ্বের প্রজাগণকে অতি-দূরস্থিতগণকে ধ্যানদ্বারা পোষণ করি, নিকটস্থগণকে দর্শন দ্বারা এবং অতি নিকটস্থ ভক্তগণ বা সেবকগণকে স্পর্শদ্বারা পোষণ করি ॥১২৬॥

যত্তু নিষ্পদ্যতে কার্য্যং মৃদা কারণভূতয়া।
তত্তৎ কারণানুগমাজ্জায়তে নৃপ মৃন্ময়ম্ ॥
এবং বিনাশিভির্দ্রব্যৈঃ সমিদাজ্য কুশাদিভিঃ।
নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়ায়াস্তু সা ভবিত্রী বিনাশিনী ॥

টীকা

নন্বু যজ্ঞাদি কর্ম্মবদ ভক্তিরপি কথং ন বিনাশিনী স্যাৎ। সাঽপি বিনাশি-দ্রব্যাদৈঃ উৎপন্না ভবতি, ততশ্চ জ্ঞানেনৈব মুক্তিঃ, কিং তৎ প্রশংসনেতি? কেচিদ্বদন্তি. তন্মন্দম। তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরমার্থ নির্ণয়ে রহূগণং প্রতি জড়ভরত বাক্যং। তত্র ব্রহ্মানুভবস্যৈব পরমার্থত্বঃ নির্ণেতুং যজ্ঞাদ্যপূর্ব্বস্য। পরমার্থত্ব মুক্তং চতুর্ভিঃ—ঋগিতি। অত্রৈতদ্ দৃষ্টান্তেন পুজাদিময় ভক্তেস্তু ন তাদৃশত্ব মনুমেয়ম। অপূর্ববদ্ ভক্তের্নিপাদ্যত্বাভাবাৎ। গুণময়ং হি নিষ্পাদ্যং ভবতি নাগুণময়ম্। 'কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিত্যারভ্য একাদশে (২৫।২৪)

অনুবাদ

মূলানুবাদ - শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (২।১৪।২১-২৫) ঋকবেদ যজুর্বেদ ও সামবেদ দ্বারা সম্পাদ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মই যদি তোমার মতে পরমার্থ হয়, তবে তাহার বিষয়েও আমি যাহা যাহা বলি শ্রবণ কর। হে মহারাজ! প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে নিষ্পন্ন যে ঘটাদি কার্য্য, তাহা কারণানুগত বলিয়া মৃত্তিকাময়ই হইয়া থাকে, এইরূপ অনিত্য কাষ্ঠ ঘৃত কুশ প্রভৃতি দ্রব্য

টীকানুবাদ— প্রশ্ন —যজ্ঞাদি কর্মের ন্যায় ভক্তিও কেন বিনাশীনি হইবে না? ভক্তিও বিনাশী দ্রব্যাদি দ্বারা উৎপন্না হয়, তারপর জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি, ভক্তির প্রশংসায় কি প্রয়োজন? এইরূপ কেহ কেহ বলেন তাহা মন্দ—তাহাই শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরমার্থ নির্ণয়ে রহূগণ রাজার প্রতি জড়ভরতের বাক্য—ঐস্থলে প্রথমে ব্রহ্মানুভবকেই পরমার্থরূপে নির্ণয় করিবার জন্য যজ্ঞাদি অপূর্বকে অপরমার্থ বলিতেছেন—এস্থলে এই দৃষ্টিতে পূজাদিময় ভক্তি কিন্তু ঐরূপ অনিত্য বা অপরমার্থ নহে ইহাই অনুমেয়। কর্ম্ম দ্বারা যেমন অপূর্ব নিষ্পাদ্য ঐরূপ ভক্তি নিষ্পাদ্য নহে। গুণময় পদার্থই নিষ্পাদ্য, নির্গুণা ভক্তি নিষ্পাদ্য

অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে।
তত্তু নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতম্ ॥ [illegible] ॥

টীকা

প্রতিশ্লোক শেষপাদে শ্রীভগবতৈবাগুণময়ত্বমঙ্গীকৃতং। অতঃ স্বরূপশক্তি-বৃত্তিবিশেষত্বেন তস্যাঃ শ্রীভগবৎ প্রসাদে [illegible] এব [illegible] স চাবির্ভাবোঽনন্ত এব। তদীয় ফলানন্ত্য [illegible] —[illegible] শ্রীশাণ্ডিল্যোন—"ন ক্রিয়া, কৃত্যনপেক্ষণাৎ, জ্ঞানবৎ", [illegible] মিতি," চ, ব্যাখ্যাতঞ্চ তদ্ভাষ্য কৃদ্ভিঃ —যা শ্রীভগবদনুবক্তিরূপা ভক্তিঃ সা ক্রিয়াত্মিকা ভবিতুং নার্হতি। কুতঃ? কৃত্যনপেক্ষণাৎ প্রযত্নানুবিধানাভাবাৎ। যন্ন প্রযত্নানুবিধায়ি, তন্ন কর্ম্মাত্মকং, যথা জ্ঞানং, তদ্বিজ্ঞানং প্রমাণ সম্পত্ত্যধীনং, ন পুরুষেণ স্বেচ্ছয়া কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং শক্যতে, তথা ভক্তিরপি নহি রাগিণাং প্রমদাপুত্রাদি বিধায়িনী রতিঃ, পুংব্যাপারেণ তথা তথা ভবতি, কিন্তু [illegible]-

অনুবাদ

দ্বারা নিষ্পাদিত যে স্বর্গাদি কার্য, তাহা অনিত্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই স্বর্গাদি ফল বিনাশী। যেহেতু তাহার কারণ সকল বিনাশী দ্রব্য, সুতরাং স্বর্গাদি পরমার্থ নহে। কারণ, পণ্ডিতগণ অবিনাশী পদার্থকেই

নহে। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে (২৫ ২৪) কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং ইত্যাদি হইতে প্রতি শ্লোকে শেষপাদে - ভক্তিকে শ্রীভগবানই অগুণময় স্বীকার করিয়াছেন। অতএব স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ হেতু শ্রীভগবৎ প্রসাদে ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূতা হন, তাহাকে জন্ম বলে। সেই আবির্ভাব অনন্তই। তাহার ফল অনন্ত শ্রবণ করা যায়। সেইরূপ শ্রীশাণ্ডিল্য সূত্রে (১।১।৭.৮) ভক্তি ক্রিয়া নহে, চেষ্টাকে অপেক্ষা করে না, জ্ঞানবৎ। অতএব ফল অনন্ত।" উহার ভাষ্যে ব্যাখ্যা—যে শ্রীভগবদ্ অনুবক্তিরূপা ভক্তি, তাহা ক্রিয়াস্বরূপা হইতে পারে না। কারণ, কৃত্য অর্থাৎ প্রযত্ন সাপেক্ষ না হওয়ায়, যাহা প্রযত্ন সাপেক্ষ নহে, তাহা কর্ম্মাত্মক নহে, যেমন জ্ঞান, সেই জ্ঞান প্রমাণ সম্পত্তির অধীন, পুরুষ স্বেচ্ছায় করিতে, না করিতে, বা অন্যথা করিতে সামর্থ্য নহে.

তদেবাফলদং কর্ম পরমার্থো মতস্তব।
মুক্তি সাধন ভূতত্বাৎ পরমার্থো ন সাধনম্ ॥ ১২৮ ॥
(বিপু ২/১৪/২১-২৫)

টীকা

গৌণভক্ত্যাদি সাধনানুষ্ঠানাধীনোক্ত। যতঃ সা ন ক্রিয়াত্মিকা। অতএব তৎ-ফলস্য নিঃশ্রেয়সস্য অনন্তত্বং উপপদ্যতে। অন্যথা—"তদ্যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেব অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যনেনামুত্রস্যাপি ক্ষয়িষ্ণুত্বং প্রসজ্যতেতি চ। তস্মাৎ পরমেশ্বরানাশ্রয়ত্বং যৎ, তত্রোপাধি-র্ভবিষ্যতি। হিংসায়াঃ পাপোৎপত্ত্যনুমিতৌ অবিহিতত্ববৎ। জ্ঞানপ্রকরণে চাস্মিন্ ভক্তির্ন প্রস্তূয়তে ইতি. সাধারণ-যজ্ঞাদিক মুপাদায়ৈব প্রবৃত্তিশ্চেয়ম্ তস্মাদ্ ভক্তিস্তৎ ফলাদিকং চ সদৈক রসতয়া বর্ত্ততে ইতি সুসিদ্ধম। ১২৭।

অনুবাদ

পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। যদি ফলহীন কর্মই তোমার মতে পরমার্থ বল, তাহাও অসম্ভব, কারণ তাদৃশ কর্ম্ম মুক্তিরূপ ফলের সাধন, সুতরাং অফলদ কর্ম্মই তাহা হইল না এবং তাহা নিরপেক্ষও নহে সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে। ১২৭-১২৮।

সেইরূপ ভক্তিও। অনুরাগী গৃহস্থ ব্যক্তির ভ্রমবশত অপুত্রাদি বিধায়িনী বৃত্তি পুনরায় পুংব্যাপার দ্বারা পুত্রাদি উৎপন্ন হয়, তাহা নহে। কিন্তু পূর্ব সুকৃতি ও গৌণভক্তি আদি সাধন অনুষ্ঠানের অধীন পুত্রাদি লাভ। যেহেতু উহা ক্রিয়া-স্বরূপা নহে। অতএব ভক্তিফল নিঃশ্রেয়স অনন্ত ইহা যুক্তিযুক্ত. তাহা না হইলে—যেমন ইহলোকে কর্মাজিত লোক ক্ষয় হয় এইরূপ পরলোকে পুণ্যার্জিত লোক ক্ষয় হয়—এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা অমৃতত্বেরও ক্ষয়িষ্ণুতা আসিয়া পড়ে. সেই হেতু পরমেশ্বরকে আশ্রয় না করিয়া যাহা কিছু সেখানেই উপাধি হইবে যেমন হিংসাকার্যে পাপ উৎপত্তি অনুমানে হেতু অবিহিতত্ব। এই জ্ঞান প্রকরণে ভক্তির প্রসঙ্গ নাই। সাধারণ যজ্ঞাদিকে গ্রহণ করিয়াই এই প্রবৃত্তি অতএব ভক্তি ও তাহার ফলাদি সর্বদা একরসরূপে বিদ্যমান ইহাই সুসিদ্ধান্ত ॥ ১২৭ ॥

পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্ অক্রীত লভ্যেষ্ সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে, মুক্ত্যৈ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ ॥ ১২৯ ॥

টীকা

তদেবং যজ্ঞাদি কর্ম্মাপূর্বস্য বিনাশিত্বাৎ অপরমার্থত্বমুক্ত্বা নিষ্কাম কর্ম্মণোঽপি সাধনত্বেনার্থান্তরস্যৈব সাধ্যত্বাৎ তাদৃশত্বমুক্তম্। তদেতেনৈব অত্র ভক্তেঃ সাধনভূতত্বেঽপি ন তাদৃশত্বং মন্তব্যম্। ভগবৎপ্রেম বিলাসরূপ তয়া সিদ্ধানামপি তদত্যাগ-শ্রবণাৎ। তস্মাদ্ ইদমপি পূর্ব্ববজ্ জ্ঞেয়ম্। ১২৮।

তদেব বিত্তশাঠ্যরহিত-পত্রপুষ্পাদি-সম্পাদিতয়া ভক্তেঃ ফলানন্ত্যং [illegible], কিমুত প্রেমলক্ষণয়া ইতি কৈমুত্যং দর্শয়তা আহ। পত্রেষ্বিতি। শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে। অক্রীত-লভ্যেষ্বিতি বিরক্তেষু বহুধা দৃশ্যতে তেষাং নিষ্কিঞ্চনত্বাৎ এবং বিধানি বহূনি তত্র তত্র সন্তি। ১২৯।

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীনৃসিংহপুরাণে । অক্রীত লভ্য এবং সর্বদা সুলভ পত্র পুষ্প ফল মূল ইত্যাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক সেব্যতে পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সুলভ। সুতরাং মুক্তির জন্য লোকে কি কারণ পরিশ্রম করে। ১২৯।

টীকানুবাদ—এইরূপে যজ্ঞাদিকর্মের এবং তজ্জাত অপূর্বের বিনাশিত্বহেতু অপরমার্থত্ব বলিয়া নিষ্কাম কর্ম্মও সাধনরূপে অন্য পদার্থে সাধক, জ্ঞান সাধ্যহেতু ঐরূপ বলিয়াছেন। এস্থলে ভক্তির সাধনভূততা থাকিলেও কেহ [illegible] মনে করিবেন না। ভগবৎ প্রেমের বিলাসহেতু সিদ্ধগণের ভক্তি অত্যাগ শ্রুত হয় সুতরাং নিষ্কাম কর্মও কর্ম্মবৎ অপরমার্থ জানিবেন। ১২৮।

বিত্তশাঠ্যরহিত পত্রপুষ্পাদি দ্বারা সম্পাদিত ভক্তির ফল অনন্ত শ্রুত হয়, প্রেমলক্ষণা ভক্তির কথা আর কি বলিব—এইরূপ কৈমুত্য ন্যায় প্রদর্শনে বলিতেছেন—শ্রীনৃসিংহপুরাণে। অক্রীত লভ্য বস্তুদ্বারা সেবা বিরক্ত বৈষ্ণবগণ মধ্যে বহু দেখা যায়, যেহেতু তাহারা নিষ্কিঞ্চন। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত [illegible] আছে ॥ ১২৯ ॥

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ১৩০ ॥
নারকাঃ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি নারসিংহেতি চুক্রুশুঃ ।
ইতি সংকীর্তিতে বিষ্ণৌ নারকৈর্ভক্তিপূর্বকং ।
নারক্যো যাতনাঃ সর্বাস্তেষাং নষ্টা মহাত্মনাম্‌ ॥১৩১॥
ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ ।
ন চান্য-দেবতা ভক্তো ভবেদ্‌ ভাগবতোপমঃ ॥১৩২॥

টীকা

নতু অত্রৈব ভক্তেরধিকারঃ, কিন্তু স্বর্গাদৌ নরকাদৌ চ তয়া কৃতার্থত্বাদেঃ শ্রবণাৎ সৈব পরমফলত্বেন প্রশংস্য ইত্যভিপ্রায়েণাহ—তদুপর্যীতি। তদ্‌ব্রহ্মোপাসনং মনুষ্যাণাং উপরি দেবলোকাদৌ দেবেষু চ স্বীকার্যামিতি বাদরায়ণো মন্যতে. অপি-অত্র শঙ্কানিরসনে. কুতঃ? উপনিষন্মন্ত্রার্থবাদেতিহাস-পুরাণ-লোকপরিজ্ঞাত-বিগ্রহ-শালিনাং তেষাং সামর্থ্যাদি সম্ভবাৎ ॥ ১৩০ ॥

নারকা ইতি স্ফুটার্থং সার্দ্ধম্ ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ

শ্রীব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে (১·৩।২৫) পরব্রহ্মের উপাসনা মনুষ্যলোকের উপরে দেবলোকাদিতে এবং দেবগণেও সম্ভব ইহা বাদরায়ণ মনে করেন ॥১৩০॥

নরকবাসিগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নরসিংহ এইরূপ চীৎকার করিয়া ভক্তিপূর্বক শ্রীবিষ্ণু সংকীর্তন করিলে সেই মহাত্মাগণের নরক যাতনা সকলই নষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৩১ ॥

মূলানুবাদ—কি সৌর শৈব ব্রাহ্ম বা শাক্তগণ, অথবা অন্য দেবভক্তগণ কেহই শ্রীকৃষ্ণভক্তের সম নহে ॥ ১৩২ ॥

টীকানুবাদ—কেবল ইহলোকেই মনুষ্যের ভক্তিতে অধিকার, কিন্তু স্বর্গাদিতে ও নরকাদিতে ভক্তি দ্বারা কৃতার্থতা শ্রুত হয় সুতরাং ভক্তিই পরমফলরূপে প্রশংসনীয় এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ব্রহ্মসূত্রে (১।৩।২৫) তদুপরীতি। অপি শঙ্কা নিরসনে. কিরূপে? উপনিষৎ মন্ত্র অর্থবাদ ইতিহাস পুরাণে ও লোকপরিজ্ঞাত দেহধারী দেবাদির সামর্থ্য সম্ভবহেতু ॥ ১৩০ ॥

নারকা ইতি স্পষ্টার্থ ॥ ১৩১ ॥

টীকা

অতএব তদ্ভক্তস্যৈব প্রশংসা সর্ব্বত্র শ্রূয়তে। তদুক্তং স্কান্দে ব্রহ্মনারদ সংবাদে, তত্রৈবাস্যত্র প্রহ্লাদ সংহিতায়া একাদশী জাগর প্রসঙ্গে—ন সৌর ইতি স্পষ্টং। নন্ন "সৌরাশ্চ শৈবা গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ মামেব প্রাপ্নুবন্তীহ বর্ষাপঃ সাগরং যথা ॥ একোঽহং পঞ্চধা জাতঃ ক্রীড়য়া নামভিঃ কিল। দেবদত্তো যথা কশ্চিৎ পুত্রাভিজন নামভিঃ ॥ ইতি পাদ্ম কার্তিক মাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামাং প্রতি ভগবতৈবাভেদঃ সমান প্রাপ্তিশ্চোক্তা, কথং শ্রৈষ্ঠ্যম্ উচ্যতে? ইতি ন শঙ্কনীয়ম্। যথা দেবদত্তস্য পুত্রাদয়স্তজ্জন্যত্বেন বিভূতিরূপা এব, তথৈব সূর্যাদয় ইতি—নাভেদঃ। প্রাপ্তিশ্চ ন কেবল-সূর্যাদ্যুপাসন-হেতুত্বেন কিন্তু ভগবৎ প্রীত্যার্থকৃত তৎপূজন-তজ্জাত-শুদ্ধ-ভক্তিদ্বারা, তৎক্ষেত্র-মরণাদি প্রভাবেণ বা জ্ঞেয়া। তথৈব দেবশর্ম্ম-চন্দ্রশর্ম্ম-নামানৌ সূর্যভক্তৌ তৎক্ষেত্র মরণ প্রভাবেন, সত্রাজিদক্রূর-নামানৌ জাতাবিতি ভক্তি-সন্দর্ভে দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৩২ ॥

অনুবাদ

অতএব শ্রীকৃষ্ণভক্তেরই প্রশংসা সর্ব্বত্র শ্রুত হয়। তাহাই স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে এবং প্রহ্লাদ সংহিতায় একাদশী জাগর প্রসঙ্গে—ন সৌর ইত্যাদি স্পষ্টার্থ ॥

প্রশ্ন:—সৌর শৈব গাণপত্য বৈষ্ণব ও শাক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়, এইলোকে বর্ষার জল যেমন সাগরকে প্রাপ্ত হয়। এক আমি পাঁচভাবে ক্রীড়া হেতু বিভক্ত হইয়াছি নাম দ্বারা। যেমন দেবদত্ত নামে কোন ব্যক্তি কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা ইত্যাদি। ইহা পদ্মপুরাণে কার্তিক মাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামার প্রতি শ্রীভগবানই পঞ্চদেবতার অভেদ ও সমান প্রাপ্তি বলিয়াছেন। অতএব শ্রেষ্ঠতা কিরূপে বলিতেছেন? উত্তরে—এইরূপ শঙ্কা করিবেন না। যেমন দেবদত্তের পুত্রাদি তাহা হইতে জাত বলিয়া তাহার বিভূতি রূপই। সেইরূপ সূর্যাদি পরমেশ্বরের বিভূতি, অভেদ নহে। প্রাপ্তিও কেবল সূর্যাদি উপাসনা জন্য নহে, কিন্তু ভগবৎ প্রীতির জন্য কৃত সূর্যাদি পূজন, তজ্জন্য শুদ্ধভক্তি দ্বারা, ভগবৎক্ষেত্র মরণাদি প্রভাবে বা জানিতে হইবে, সেইরূপই দেবশর্মা ও চন্দ্রশর্মা

ভক্ত-ক্ষণঃ ক্ষণো বিষ্ণোঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি।
স্বভোজ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদি দুর্লভম্ ॥ ১৩৩ ॥
যদা নেচ্ছতি পাপানি যদা পুণ্যানি বাঞ্ছতি।
জ্ঞেয়স্তদা মনুষ্যেণ হৃদি তস্য হরিঃ স্থিতঃ ॥ ১৩৪ ॥

টীকা

অতএব তদ্ভক্তো যদ্যৎ করোতি তৎসর্বং ভক্তিরূপমেব ভবতীত্যাহ:— ভক্ত ইতি হরিপ্রদীপে (হ ভবি ৯।৩৭৯) ভক্তস্য ক্ষণঃ কালো উৎসবো বা, স এব, বিষ্ণোঃ ক্ষণঃ, স্ববেশ্মনি স্মৃতিঃ সৈব সেবা, স্বস্য ভোজ্যং যদ্ অন্নাদি তস্যার্পণং, তদেব দানং স্যাদিতি নিষ্কিঞ্চনাভিপ্রায়েণোক্তং এবং বর্তমানস্য তস্য কৃষ্ণ যদ্ ইন্দ্রাদীনামপি দুর্লভং তৎফলং ভবতি, নান্যেষামিতি ভাবঃ। পাঠান্তরে—ভক্ত ক্ষণ এব ক্ষণো যস্য তথাভূতো বিষ্ণুরিত্যর্থঃ ॥ ১৩৩ ॥

অনুবাদ

ভক্ত আনন্দ, শ্রীবিষ্ণু আনন্দমূর্তি, বিষ্ণুর স্মৃতিন আনন্দ, স্মরণই সেবা, নিজ গৃহে সেবা, নিজ ভোজ্যবস্তুর অর্পণই দান, ফল ইন্দ্রাদিরও দুর্লভ ॥১৩৩

(শরৎ প্রদীপে (৯।৩৪)

যখন মনুষ্য পাপকর্ম করিতে ইচ্ছা করে না এবং যখন পুণ্য কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তখনই তাহার হৃদয়ে শ্রীহরি অবস্থিত জানিবে ॥ ১৩৪ ॥

নামে দুইজন সূর্যভক্ত ভগবৎক্ষেত্র মরণ প্রভাবে সত্রাজিৎ ও অক্রূর নামে জন্মগ্রহণ করেন ইহা ভক্তিসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য ॥ ১৩২ ॥

টীকানুবাদ—অতএব ভগবদ্ভক্ত যাহা যাহা করেন, সেই সকল ভক্তিই হয় ইহাই বলিতেছেন—ভক্ত ইতি হরিপ্রদীপে (হভবি ৯।৩৭৯) ভক্তের ক্ষণ অর্থাৎ কাল বা উৎসব তাহাই বিষ্ণুর ক্ষণ, ভক্ত মনে করেন প্রভু আমার গৃহে আছেন এই স্মৃতিই সেবা, নিজ ভোগ্য যাহা অন্নাদি, তাহারই অর্পণ, তাহাই দান হয়—ইহা নিষ্কিঞ্চন ভক্ত অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন, এইভাবে বর্তমান শ্রীকৃষ্ণভক্তের যাহা ফল, ইন্দ্রাদিরও দুর্লভ হয় সেই ফল। অন্যের হয় না। পাঠান্তরে—ভক্তের উৎসবই ভগবানের উৎসব ॥ সেই রূপ বিষ্ণু ॥ ১৩৩ ॥

বিষয়াবিষ্ট চিত্তানাং [illegible]
বারুণীদিগ্ গতং বস্তু [illegible] ॥ ১৩৫ ॥
হরিরেব সদা ধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণু-মন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং [illegible] ॥ ১৩৬ ॥
একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাবগতচেতসঃ ॥১৩৭॥

টীকা

নন্বু তং প্রাপ্তোঽয়মিতি কথং জ্ঞায়তে? তত্রাহ:—যদেতি [illegible] ॥১৩৪॥

অন্যত্র সক্তানাং তু তৎপ্রাপ্তির্ন সম্ভবতীত্যাহ: [illegible] শ্রী[illegible]— বারুণী দিগ্ গতং প্রতীচ্যাং গতং ঐন্দ্রীং প্রাচীং ব্রজন্ ॥১৩৫॥

তত্রৈব শ্রীহরিবংশে শ্রীশিবেনাপি— হরিরেব [illegible]— হরিরিতি। কেশবমিত্যনেন মমাপি স এব সেব্য ইতি সূচিতম্ ॥১৩৬॥

অনুবাদ

বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত মনুষ্যগণের শ্রীবিষ্ণুতে [illegible] দিক্স্থিত বস্তু কি পূর্বদিকে গেলে পাওয়া যায়। ১৩৫।

মূলানুবাদ—হে বিপ্রগণ আপনারা সত্ত্বগুণান্বিত, শ্রীহরিকেই সর্বদা ধ্যান করুন, আর সর্বদা বিষ্ণুমন্ত্র পাঠ করুন, কেশবকে ধ্যান করুন ॥১৩৬

যেহেতু বিষ্ণুপরায়ণগণ একনিষ্ঠভাবে সর্বদা বিষ্ণুনিষ্ঠ, সেই কারণে তদ্গত ভাব ও তদগত চেষ্টা শীলগণকে একান্তি ভক্ত বলা হয় ॥১৩৭

প্রশ্নঃ—ইনি শ্রীহরিকে পাইয়াছেন— ইহা কিরূপে জানা যায়? তাহার উত্তরে—'যদা' ইতি মূলানুবাদে স্পষ্ট ॥১৩৪॥

অন্যত্র—'বিষয়ে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণের কিন্তু ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভব নয়' ইহাই বলিতেছেন—বিষয়েতি শ্রী[illegible]—বারুণীদিক—[illegible] পূর্বদিক্ ॥১৩৫॥

টীকানুবাদ—সেইরূপ শ্রীহরিবংশে শ্রীশিব [illegible]—শ্রীহরিই [illegible] আরাধ্য—হরিরিতি। 'কেশবম্ ইতি ইহাদ্বারা আমারও তিনি সেব্য। ১৩৬।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্ত পারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥১৩৮॥
গুরুভক্ত্যা সমিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ।
মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ ॥১৩৯॥
ন হ্যেকস্মাদ্‌গুরো র্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলং।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥১৪০॥

টীকা

একান্তেনেতি গারুড়ে স্ফুটার্থম্ ॥১৩৭।

ব্রাহ্মণানাং ইতি তত্রৈব। বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি ইত্যর্থঃ ॥১৩৮॥

তচ্চৈকান্তিত্বং শ্রীমদ্‌গুরোঃ শ্রীমদ্‌বৈষ্ণবানাঞ্চ সেবনং বিনা দম্ভৈতব স্যাদিত্যাহুঃ—গুরুভক্ত্যেতি ব্রহ্মবৈবর্তে, যস্য দেবে পরাভক্তিরিতি শ্রুতিস্তু প্রাগ্‌দর্শিতৈব ॥১৩৯॥

অনুবাদ

সহস্র ব্রাহ্মণ মধ্যে একজন সত্রযাজী শ্রেষ্ঠ। সহস্র সত্রযাজী মধ্যে সর্ব-বেদান্তবিদ্ শ্রেষ্ঠ। কোটি বেদান্তবিদ হইতে এক বিষ্ণু ভক্ত শ্রেষ্ঠ। সহস্র বৈষ্ণব মধ্যে একজন একান্তি ভক্ত শ্রেষ্ঠ ॥১৩৮॥

গুরুভক্তি দ্বারা একান্তিত্ব প্রাপ্তি হয়, জ্ঞানীগণ স্মরণে সেবা করেন। কিন্তু অহমিকা পরায়ণগণের একান্তিত্ব প্রাপ্তি হইলেও স্থায়ী হয় না॥১৩৯॥

একজন শিক্ষাগুরু হইতে পরিপূর্ণ জ্ঞান সুস্থির হয় না। এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে ঋষিগণ বহুপ্রকারে উপদেশ করিয়াছেন ॥১৪০॥

একান্তেন ইতি গরুড় পুরাণে মূলে স্পষ্ট ॥১৩৭॥

'ব্রাহ্মণানাম্' ইতি গারুড়ে, বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠ হয় ॥১৩৮॥

সেই একান্তিত্ব শ্রীমদ্‌গুরুদেবের এবং শ্রীমদ্ বৈষ্ণবগণের সেবা ব্যতীত দম্ভতাই প্রকাশপায় ইহাই বলিতেছেন—গুরুভক্তিদ্বারা ইত্যাদি ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত-পুরাণে, যস্য দেবে পরাভক্তি' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ পূর্বে দেখান হইয়াছে ॥১৩৯

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥১৪১॥
অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্‌নার্চয়ন্তি যে।
ন তে ভাগবতা জ্ঞেয়াঃ কেবলং দাম্ভিকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৪২॥
তস্মাদ্‌ বিষ্ণু-প্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদ-সুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥১৪৩॥

টীকা

শিক্ষাগুরোরপ্যাবশ্যকত্বাৎ যথা মন্ত্রগুরৌ, তথা তত্রাপি ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা ইত্যাহু - শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিরিতি। তথাহি— শ্রীভাগবতে নহ্যেকস্মাদিতি ॥১৪০॥

'আরাধনানাং' ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডে উমারুদ্র সংবাদে—সর্বেষাং দেবানাং আরাধনানাং মধ্যে ব্যধিকরণে ষষ্ঠী ॥১৪১॥

অর্চয়িত্বেতি পাদ্মোত্তর খণ্ডে ॥১৪২॥

অনুবাদ

সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। হে দেবি তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর তদীয় ভক্তগণের আরাধনা ॥১৪১॥

শ্রীগোবিন্দকে অর্চনা করিয়া তদীয় ভক্তগণের অর্চনা যাহারা করেন না। তাহারা ভাগবত নহে জানিবেন, তাহারা কেবল দাম্ভিক ॥১৪২॥

ইতিহাস সমুচ্চয়ে – অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতার জন্য বৈষ্ণবগণকে পরিতুষ্ট

শিক্ষাগুরুরও আবশ্যকতা হেতু, যেমন মন্ত্র গুরুতে শ্রদ্ধাভক্তি, সেইরূপ শিক্ষাগুরুতেও ভক্তি কর্তব্য ইহাই বলিতেছেন—শিক্ষাগুরুও ভগবান শিখি-পুচ্ছ মৌলি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীভাগবতে (১১।৯।৩২) নহি একস্মাৎ—এক শিক্ষাগুরু হইতে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না ॥১৪০॥

'আরাধনানাং' পাদ্মোত্তর খণ্ডে উমারুদ্র সংবাদে— সকল দেবগণের আরাধনার মধ্যে (ব্যধিকরণে ষষ্ঠী) বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ ॥১৪১॥

'অর্চয়িত্বা' ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডে ॥১৪২॥

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ং।
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে ॥১৪৪॥
স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া ॥১৪৫॥
শূদ্রং বা ভগবদ্‌ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥১৪৬॥

টীকা

তস্মাদিতি ইতিহাস সমুচ্চয়ে ॥১৪৩॥

শ্বপাকমিবেতি পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে। তাদৃশবিপ্র দর্শনে আবেশো ন কর্ত্তব্য এতাবৎ তাৎপর্যোক্তিরিয়ং. ন তু অবজ্ঞাবিধায়িকেতি জ্ঞেয়ম্ ॥১৪৪॥

স্মৃত ইতি, ইতিহাস সমুচ্চয়ে ॥১৪৫॥

অনুবাদ

করিবে। উহা দ্বারাই বিষ্ণু প্রসন্নতা লাভ করেন—ইহাতে সংশয় নাই ॥১৪৩॥

ইহলোকে অবৈষ্ণব বিপ্রকে চণ্ডালবৎ মনে করিয়া দর্শন করিবে না। বৈষ্ণব চতুর্বর্ণের বাহিরে হইলেও ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। ভগবদ্ ভক্তগণ শূদ্র নহেন, তাহারা কিন্তু ভগবৎ প্রিয় ভাগবত। যাহারা শ্রীভগবান্ জনার্দনে ভক্ত নন, তাহারা যেকোন বর্ণে থাকিলেও শূদ্র ।১৪৪॥

হে দ্বিজোত্তম! ভগবদ্ভক্ত চণ্ডাল কুলজাত হইলেও তাঁহার স্মরণ, সম্ভাষণ বা পূজন অনায়াসে সকলকে পবিত্র করে ॥১৪৫॥

তস্মাদিতি – ইতিহাস সমুচ্চয়ে ॥১৪৩।

শ্বপাকমিবেতি পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে অভক্ত বিপ্রদর্শনে আবেশ করা কর্তব্য নহে, এই পর্যন্তই এই বাক্যের তাৎপর্য, অবজ্ঞা বিধায়ক নহে ॥১৪৪॥

স্মৃত ইতি ইতিহাস সমুচ্চয়ে ॥১৪৫॥

ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃশ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥১৪৭
তাপাদি পঞ্চসংস্কারো নবেজ্যা কর্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥১৪৮

টীকা

শূদ্রমিতি তত্রৈব, স যাতি নরকং ধ্রুব মিত্যত্র নার্থবাদঃ কল্পনীয়ঃ, যস্ত্বেবং যো মোহাৎ কল্পয়তি চেৎ তর্হি সোঽপি তত্রৈব গমিষ্যতি। যতঃ তেষু ভগবতো নিত্যাবাসত্বাৎ। তদুক্তং ভক্তিসুধোদয়ে—ভক্তানাং হৃদয়ং শান্তং সশ্রিয়ঃ মে প্রিয়ং গৃহম্। বসামি তত্র শোভৈব বৈকুণ্ঠাধিক বর্ণনে ইতি ॥১৪৬

ন মে ইতি ভগবদ্ বাক্যম্ ।১৪৭॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ভগবদ্‌ভক্ত শূদ্রকুলে বা নিষাদ বা শ্বপচ কুলে জন্মিলেও যিনি ঐ জাতির সহিত তাঁহাকে সমান দেখিবেন, তিনি নিশ্চয়ই নরক গামী হইবেন ॥১৪৬।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিলেও আমার ভক্ত নয়, আমাতে ভক্তিমান শ্বপচ কুলে জন্মিলেও আমার প্রিয়। আমাকে দেয়বস্তু তাহাকে দিবে, তাহা হইতে গ্রহণ করিবে, আমি যেমন পূজ্য তিনিও সেইরূপ পূজ্য ॥১৪৭।

তাপ প্রভৃতি পঞ্চসংস্কার যুক্ত নববিধ অর্চনকারী অর্থ পঞ্চকবিদ্ বিপ্র মহাভাগবত জানিবে ॥১৪৮॥

টীকানুবাদ—শূদ্রমিতি সেইস্থানে। সে ব্যক্তি নরক যায় 'নিশ্চত ইহা অর্থবাদ (প্রশংসামাত্র) কল্পনা করিবে না; সেইরূপ যে ব্যক্তি মোহবশতঃ যদি কল্পনা করে তাহা হইলে সেও নরক যাইবে। যেহেতু ভক্তদেহে ভগবানের নিত্যবাস। তাহাই হরিভক্তি সুধোদয়ে—ভক্তগণের হৃদয় শান্ত (নিষ্কাম) লক্ষ্মীদেবীর সহিত সেখানে আমার প্রিয় গৃহ। সেখানে আমি বাস করি, বৈকুণ্ঠ হইতে অধিক শোভা ॥১৪৬॥

ন মে ইহা শ্রীভগবদ্‌বাক্য ॥১৪৭॥

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী পঞ্চৈব সংস্কারাঃ পরমৈকান্তি-হেতবঃ ॥ ১৪৯ ॥

টীকা

তাপাদিতি পাদ্মোত্তরখণ্ডে (৯৫ অঃ) তাপঃ পুণ্ড্রমিত্যাদিনা পঞ্চসংস্কারাঃ। 'নবেজ্যা' ইত্যাদি তত্রৈব যথা - অর্চনং মন্ত্র-পঠনং যাগ-যোগো হি বন্দনং। নাম-সংকীর্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা ॥ তদীয়ারাধনং চেজ্যা নবধা বিদ্যতে শুভে। নবকর্ম বিধানেজ্যা বিপ্রাণাং সততং স্মৃতা ॥ ইতি, অর্থপঞ্চকবিত্ত্বং তু উপাস্যঃ—শ্রীভগবান্, তৎপরমং পদং, তদ্দ্রব্যং, তন্মন্ত্রং, জীবাত্মা চেতি ॥ ১৪৮ ॥

মধ্যমভাগবতত্ব মাহুঃ—তাপ ইতি পাদ্মে, তাপঃ তপ্তমুদ্রা, তদুপলক্ষিতা শীতলমুদ্রা চ, তদুক্তং পাদ্মে 'হরিনামাক্ষরৈর্গাত্রমঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা স লোক-পাবনো ভূত্বা তস্য লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥' ইতি। পুণ্ড্রং স্যাদূর্দ্ধ পুণ্ড্রং তু শাস্ত্রাদৌ বহুধা হি তৎ। হরিমন্দির-তৎপাদাকৃত্যাদি রূপকং স্মৃতম ॥ তদেব নামবিজ্ঞেয়ং হরিভৃত্যত্ব বোধকং। নত্বন্যচ্চ বিধাতব্যং গুরুণাস্য কথঞ্চন ॥ অষ্টাদশাক্ষরাদিস্তু

অনুবাদ

মূলানুবাদ—তাপ – তপ্ত চক্র ধারণ, ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ এবং ভগবদ্দাস্য সূচক নাম ও মন্ত্র গ্রহণ এবং অর্চন—এই পঞ্চবিধ সংস্কার পরম একান্তি ভক্তের চিহ্ন ॥ ১৪৯ ॥

টীকানুবাদ—তাপাদি পাদ্মোত্তর খণ্ডে, তাপাদি তপ্তচক্র, উর্দ্ধপুণ্ড্র আদি পঞ্চ-সংস্কার ॥ নবেজ্যা – অর্চন, মন্ত্রপাঠ, যাগ-যোগ, বন্দন, নামসংকীর্তন, সেবা, বৈষ্ণবচিহ্ন অঙ্কন, ভক্ত আরাধন, পূজা, এই নয় প্রকার ইজ্যা—যজন বিপ্রগণের সতত কর্তব্য। অর্থপঞ্চকবিত্ত্ব—উপাস্য-শ্রীভগবান্, তাঁহার পরমপদ ধাম, ভগবদ্দ্রব্য, ভগবন্মন্ত্র, উপাসক – জীবাত্মা এই পঞ্চ পদার্থ তত্ত্ব জ্ঞান ॥ ১৪৮ ॥

মধ্যম ভাগবত লক্ষণ—তাপ ইতি পাদ্মে, তাপ তপ্তমুদ্রা, তদুপলক্ষণে শীতলমুদ্রাও, তাহা পাদ্মে – হরিনামাক্ষর সমূহ দ্বারা গাত্রকে চন্দনাদি দ্বারা অঙ্কিত করিবে। সেই ব্যক্তি ইহলোক পবিত্রকারী হইয়া ভগবৎলোক প্রাপ্ত হয় ॥ পুণ্ড্র - উর্দ্ধপুণ্ড্র, তাহা শাস্ত্রে ও লোকে বহুবিধ দৃষ্ট হয়, হরিমন্দির

শঙ্খ চক্রাদ্যূর্দ্ধ পুণ্ড্রং ধারণাদ্যাত্ম-লক্ষণম্।
তন্নমস্করণং চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ॥ ১৫০ ॥
হরিনামাক্ষরযুতং ভালে গোপীমৃদঙ্কিতং।
তুলসী মালিকানঙ্কং স্পৃশন্তুর্ন যমদূতাঃ ॥
তুলসী কাষ্ঠজা মালা বিদ্যতে যস্য বক্ষসি।
দ্বিরূপা বা ত্রিরূপা বা সালোক্য-সুখদায়িনী ॥
ন বৈ স নরকং যাতি নেক্ষতে প্রেতকিঙ্করৈঃ ॥ ১৫১ ॥

টীকা

মন্ত্রোঽত্র জ্ঞাপিতো বুধৈঃ। শালগ্রামাদি পূজা তু যাগ-শব্দেন [illegible] একন্তিনো ভাব ঐকান্ত্যং। স্ফুটমন্যৎ ॥ ১৪৯ ॥

কনিষ্ঠস্য—শঙ্খেতি, পাদ্ম এব। আত্মলক্ষণং জীবাত্ম-পরমাত্মজ্ঞানং। স্ফুটমন্যৎ ॥ ১৫০ ॥

হরিনামেতি ব্রাহ্মে স্ফুটার্থং তত্র তত্র বহুনি সন্তি ॥ [illegible] ॥

অনুবাদ

বাহুতে শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন ও ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ – ভগবদ্দাস্য সূচক আত্মার লক্ষণ এবং শ্রীভগবান ও তার ভক্তগণকে নমস্কার করা বৈষ্ণবতা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে ॥ ১৫০ ॥

যিনির গোপীচন্দন দ্বারা অঙ্কিত ললাটে শ্রীহরিনামাক্ষর যুক্ত এবং তুলসীমালা বক্ষে তাহাকে যমদূতগণ স্পর্শ করিবে না ॥ ১৫১ ॥

আকৃতি ও শ্রীহরিপাদাকৃতি অতি শুভপ্রদ। শ্রীহরির দাস্যবোধক নাম ধারণ করাইবেন শ্রীগুরুদেব, অন্য নাম নহে। মন্ত্র— শ্রীঅষ্টাদশাক্ষরাদি, যাগ—শ্রীশালগ্রাম পূজা। একান্তি ভক্তের ভাব – ঐকান্ত্য ॥ ১৪৯ ॥

কনিষ্ঠ ভক্ত লক্ষণ – শঙ্খ চক্রাদি তিলকধারী পাদ্মে, আত্মলক্ষণ—জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান ॥ ১৫০ ॥

টীকানুবাদ – হরিনামেতি ব্রহ্মপুরাণে স্পষ্ট। সেই সেই স্থানে এইরূপ বহু বাক্য আছেন ॥ ১৫১ ॥

তুলসী কাষ্ঠমালাভিঃ সংযুতো ম্রিয়তে যদি।
অপি পাপসমাযুক্তো নেক্ষ্যতে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ১৫৩ ॥
দ্বিধা ত্রিধা চতুর্ধা বা কণ্ঠস্থা যস্য মালিকা।
দৃশ্যতে স চ বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুভক্তোত্তমোত্তমঃ ॥ ১৫৪ ॥
অন্ত্যজোঽপি সমারাধ্যঃ কিমুত ব্রাহ্মণঃ প্রিয়ে।
জানামি তমহং সত্যং বিষ্ণুতুল্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

টীকা

স্বাধিকারানুসারেণ তুলসীমালিকাদি ধারণং যথা স্মৃতৌ—তুলসীতি, স্ফুটার্থম্ ॥ ১৫২ ॥

তুলসীতি গৌরীতন্ত্রে ব্যক্তার্থম্ ॥ ১৫৩ ॥

অন্যত্র চ, দ্বিধেতি, দ্বিধা—দ্বিসংখ্যকা মালিকা তুলসীকাষ্ঠজেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫৪

অনুবাদ

তুলসী কাষ্ঠ নির্মিত মালা যাহার বক্ষে আছে দুই বা তিন লহরী তাহা শ্রীভগবৎ সালোক্য সুখদায়িনী ॥ তিনি প্রেতকিঙ্কর দৃষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই নরক যান না ॥ ১৫২ ॥

মূলানুবাদ—তুলসী কাষ্ঠ নির্মিত মালাসমূহের সহিত সংযুক্ত হইয়া যদি কাহারও মৃত্যু হয় এবং পাপসমূহ যুক্ত থাকে তথাপি যমদূতগণ তাহার দিকে দৃষ্টি দেয় না ॥ ১৫৩ ॥

যাহার কণ্ঠে তুলসী মালিকা দুই তিন বা চার লহরী দেখা যায়, তিনি বিষ্ণুভক্তগণের মধ্যে উত্তম জানিবেন ॥ ১৫৪ ॥

হে প্রিয়ে—বিষ্ণুভক্ত অন্ত্যজ হইলেও সম্যক পূজনীয়, ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্ত যে পূজনীয় তাহা আর কি বলিব। সত্যই আমি তাহাকে বিষ্ণুতুল্যই জানি ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৫৫ ॥

টীকানুবাদ—নিজ অধিকার অনুসারে তুলসী মালিকাদি ধারণ স্মৃতিতে তুলসীতি ॥ ১৫২ ॥ তুলসীতি গৌরীতন্ত্রে স্পষ্টার্থ ॥ ১৫৩ ॥

অন্যত্রও দ্বিধেতি, দ্বিধা—দুই লহরী মালিকা তুলসী কাষ্ঠ নির্মিতা ॥ ১৫৪ ॥

ন জহ্যাৎ তুলসীমাল্যং ধাত্রীমাল্যং বিশেষতঃ।
মহাপাতক সংহর্ত্রীং ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনীম্ ॥ ১৫৬ ॥
আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ॥
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ ১৫৭ ॥
ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেব জনার্দন।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তঃ তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥ ১৫৮ ॥

টীকা

এবং পরত্রাপি ॥ ১৫৫ ॥

ন জহ্যাদিতি মহাপাতকেত্যাদিবিশেষণদ্বয়ং বিভক্তি বিপরিণামেন জ্ঞেয়ং, স্ফুটমন্যৎ ॥ ১৫৬ ॥

আনুকূল্যস্যেতি বৈষ্ণবতন্ত্রে ॥ ১৫৭ ॥

ত্বামিতি নারসিংহে ॥ ১৫৮ ॥

অনুবাদ

তুলসীমালা ত্যাগ করিবে না বিশেষত ধাত্রীমালা মহাপাতকনাশিনী এবং ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী ॥ ১৫৬ ॥

শরণাগতি লক্ষণ—ভক্তির আনুকূল্য বস্তুর গ্রহণ সঙ্কল্প এবং প্রতিকূল ত্যাগ। তিনি রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস। পালয়িতারূপে বরণ, সেইরূপ আত্মনিক্ষেপ ও দৈন্য এই ছয় প্রকারে শরণাগতি সিদ্ধ হয় ॥ ১৫৭ ॥

মূলানুবাদ—হে দেবদেব জনার্দন তোমাকে আশ্রয় করি। এইভাবে যিনি শরণাগত হয়, তাহাকে আমি সর্ববিধ ক্লেশ হইতে উদ্ধার করি ॥ ১৫৮ ॥

এইরূপ পরেও ॥ ১৫৫ ॥

ন জহ্যাদিতি, মহাপাতক নাশিনী এবং ভক্তিমুক্তি প্রদায়িনী এই বিশেষণ দুইটিকে দ্বিতীয়া বিভক্তি করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য স্পষ্ট ॥ ১৫৬ ॥

আনুকূল্যস্য ইত্যাদি শরণাগতি লক্ষণ বৈষ্ণবতন্ত্রে ॥ ১৫৭ ॥

ত্বামিতি উদাহরণ নৃসিংহ পুরাণে ॥ ১৫৮ ॥

সোঽহমাশ্রিত তন্ত্রাত্মা স্মরামি চ তদাশ্রয়ম্।
জ্ঞানবৈরাগ্য ভক্ত্যাদি ক্রিয়ারূপ প্রকাশনাৎ ॥ ১৫৯ ॥

টীকা

যে খলু আর্তাস্তেষু তস্য পরমবাৎসল্যং দর্শয়ন্ত্য আহুঃ—সোঽহমিতি বারাহে। চরমে তেষাং ভক্তানামাশ্রয়ং স্থানং অর্চিরাদি গতিঃ, যথা ছান্দোগ্যে (৪।১৫।৫)—অথ যত্ন চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্বন্তি, যদি চ নার্চিষমেবাভি সংভবন্তি, অর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণ পক্ষমাপূর্য্যমাণ পক্ষাত্মান্ ষড়ু দঙ্ঙেতি মাসান্, তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদাদিত্যম আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি, এষ দেবপথো ব্রহ্মপথ, এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবং আবর্ত্তং নাবর্ত্ততে—ইত্যর্চিঃ প্রথম-পন্থা শ্রূয়তে। অর্থশ্চ—অস্মিন্নক্ষি পুরুষ ব্রহ্মোপাসকগণে মৃতে যদি পুত্রশিষ্যাদয়ঃ শব্যং শবসম্বন্ধিং সংস্কারাদিকং কুর্বান্ত। যদি বা ন কুর্বন্তি, উভয়থাপি অক্ষতোপাস্তি ফলাস্তে তদুপাসকা অর্চিষমেবাভি সম্ভবন্তি—অর্চিরাদির্ভিহরিং মিলন্তীত্যর্থ:।

অনুবাদ

শ্রীবরাহপুরাণে শ্রীভগবান বলিতেছেন—সেই আমি আশ্রিত ভক্তগণের দেহ ও আত্মা হইয়াও তাহাদের আশ্রয় চিন্তা করি এবং জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি আদির ক্রিয়ারূপ প্রকাশন হেতু। ১৫৯॥

যাহারা আর্ত তাহাদের প্রতি শ্রীভগবানের পরম বাৎসল্য প্রদর্শনকারিণী শ্রুতিসমূহ বলিতেছেন—সোঽহমিতি বারাহে। চরমে সেই ভক্তগণের আশ্রয় স্থান অর্চিরাদি গতি ছান্দোগ্যে (৪।১৫।৫) তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হউক বা না হউক, তিনি অর্চিতে গমন করেন অর্চি হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, তাহা হইতে উত্তরায়ণে ছয় মাসে, তাহা হইতে সম্বৎসরে, তথা হইতে আদিত্যে, তথা হইতে চন্দ্রমাতে, তথা হইতে বিদ্যুতে গমন করেন। তখন সেই স্থানের এক অমানব পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্মে লইয়া যান, ইহাই দেবপথ ব্রহ্মপথ, এস্থলে গমন করিলে আর মানবকে সংসার আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না॥ ইহাই অর্চি প্রথম পথ শ্রুত হয়॥

নয়ামি পরমং স্থানমর্চিরাদি গতিং বিনা।
গরুড়-স্কন্ধমারোপ্য যথেষ্টমনিবারিতঃ ॥ ১৬০ ॥

টীকা

অর্চিরাদয়ো দেবাস্তদুপাসকান্ তৎপদং প্রাপয়ন্তি—[illegible] মার্গপালকা যথা রাজোপঢৌকিতানি প্রিয়াণি [illegible]। উপাসকা দেহা[illegible] সম্ভবন্তি, তদর্চিঃ তান্ অহঃ পর্যন্তং নয়তি, এবং অগ্রেঽপি যোজ্যম। ততঃ শুক্লপক্ষদেবতাং, ততঃ ষন্মমাসোপলক্ষিতাম্ উত্তরায়ণ দেবতাং, ততঃ সংবৎসর-দেবতাং, তত আদিত্যং, ততশ্চন্দ্রং, ততো বিদ্যুতম্ ইত্যর্থঃ। তৎ তত্রস্থিতাং-স্তদুপাসকান্ ব্রহ্মলোকাদাগত্য অমানবঃ পুরুষো গময়তি। অঃ—চন্দ্রমা চ তয়োরনবঃ তে নবে অনবে বা যস্য সঃ নিত্যনূতন-ভাবেন সর্বদা বা তে পশ্যন্তি-ত্যর্থঃ। অত্রার্চিঃশব্দেন নক্ষত্রমণ্ডল মিত্যর্থঃ। পূর্বপক্ষে [illegible] অর্চিরিতি নানার্থবর্গাৎ। সিদ্ধান্তে তু—অগ্নিরিতি জ্ঞেয়ম। অর্চিরাদি [illegible]

অনুবাদ

নয়ামি ইত্যাদি, দেবযান পথ ব্যতীতই ভক্তগণকে পরমপদ লইয়া যাই। গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অভিলষিত স্থানে অবাধায়॥ ১৬০॥

অর্থও—এই অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম উপাসকগণ মৃত হইলে পর যদি পুত্র বা শিষ্যাদি শব্যং—শব সম্বন্ধি সংস্কারাদি করেন বা না করেন, উভয় প্রকারেই, অক্ষত উপাসনার ফল সেই উপাসকগণ অর্চিরাদি পথে শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন। অর্চিরাদি দেবগণ ভগবৎ উপাসকগণকে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত করায়—রাজকর্মচারী পথপালকগণ যেমন রাজার প্রিয় উপঢৌকন পৌছাইয়া দেয়। উপাসকগণ দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অর্চিতে মিলিত হয়, সেই অর্চি তাহাদিগকে অহঃ পর্যন্ত লইয়া যায়, এইরূপে ঐ ঐ আতিবাহিক দেবগণ উপাসককে ক্রমে শুক্লপক্ষ দেবতার নিকট, তাহা হইতে ষন্মাস অর্থাৎ উত্তরায়ণ দেবতাতে, তথা হইতে আদিত্যমণ্ডলে, তথা হইতে চন্দ্রমণ্ডলে, তাহা হইতে বিদ্যুতে। সেস্থানে অবস্থিত উপাসকগণকে ব্রহ্মলোক হইতে আগত অমানব পুরুষ ব্রহ্মে লইয়া যায়। অমানবঃ—অ চন্দ্র, মা+অনব বা নব যাহার তিনি নিত্যনূতনভাবে

তুলস্যা ধাত্র্যাদেঃ পরিচরণমদ্ধা হরিদিনে
তথোপাস্যে ধাম্নি ত্বমনু কুরু নিষ্ঠাং ব্রজবনে।
বিনিন্দামন্যেষাং ত্যজ দুরিতহেতুংশ্চ মনসা
তথা চোর্জ্জ-মাঘে স্নপনমিহ পূজাং কুরু হরেঃ ॥ ১৬১ ॥

টীকা

র্বিশিষ্টত্বাদ্ দেবপথঃ। ব্রহ্মাপকত্বাদ্ ব্রহ্মপথশ্চৈষমার্গঃ। এতেন পথা মানবং সর্গং আবর্ত্তং জন্মমরণাধ্বাবৃত্তিমত্ত্বাদাবর্ত্তরূপং 'যান্ উদঙ্ঙেতি মাসান্' ইত্যত্র উদঙ্ উত্তরাভিমুখঃ সন্ আদিত্যো যান্ মাসান্ এতীতি যোজ্যম্। অত্র বিস্তর-ভিয়া ন বহুপ্রমাণানি লিখিতানি ॥ ১৫৯-১৬০ ॥

তুলসীতি গ্রন্থ কৃতঃ পদ্যং, তচ্চ বাহুল্যভিয়ৈব লিখিতমিতি জ্ঞেয়ম্। ব্যাখ্যা চ- তুলস্যা ধাত্র্যাদেশ্চাত্রাদি-পদেন গো-ভূসুর-অশ্বত্থাদীনাং পরিচরণং

অনুবাদ

তুলসী ধাত্রী আদি – গো ব্রাহ্মণ অশ্বত্থ প্রভৃতির পরিচর্যা, অদ্ধা সাক্ষাদ্-ভাবে নিজে পুত্রাদিদ্বারা নহে। শ্রীহরিবাসরে ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে উপবাস, সেই উপাস্যদেবের ধামে হে মন তুমি নিরন্তর নিষ্ঠা কর বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনে। অন্য দেবাদির নিন্দা ত্যাগ কর, পাপ ও অপরাধের কারণ সমূহও মন দ্বারা ত্যাগ কর। সেইরূপ কার্তিক মাস মাঘ মাস বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান এবং শ্রীহরির পূজা কর ॥ ১৬১ ॥

বা সর্বদা তাহার দর্শন করেন। অর্চি শব্দে নক্ষত্রমণ্ডল। পূর্বপক্ষে – জ্বালাভাস। সিদ্ধান্তে – অগ্নি জানিতে হইবে। অর্চিরাদি দেবগণ সমন্বিত হেতু দেবপথ নাম। ব্রহ্ম-প্রাপক পথ বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মপথ। যে পথ দ্বারা মানবকে সৃষ্টিতে জন্মমরণাদির ফেরে ভ্রমণ করায় তাহা আবর্ত। উদঙ্ উত্তরাভিমুখ হইয়া সূর্য যে ছয় (৬) মাস গমন করেন তাহা উত্তরায়ণ। এস্থলে গ্রন্থবিস্তার ভয়ে বহু প্রমাণ লিখিত হইল না ॥ ১৫৯-১৬০ ॥

টীকানুবাদ—তুলসীতি গ্রন্থকারের রচিত পদ্য, তাহাও গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে কারিকাতে লিখিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা—তুলসী ধাত্রী আদি শব্দে গাভী,

অত্র দিগ্‌দর্শনমাত্রমিদং লিখনং সাধুনানন্দয়তু ॥
ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান-রত্নমালায়াং ভক্তিযোগ-নিরূপণং নাম
অষ্টমং প্রকরণম্ ॥ ৮ ॥

টীকা

গৃহ্যতে। বৈষ্ণবানান্ত কিংচিৎ লিখিতমেব। পরিচরণং যথাশক্ত্যধিকারতঃ সেবনং। অদ্ধেতি—তেষাং পরিচরণে পুত্রাদীন্ ব্যাবর্ত্তয়তি। স্বোপাস্য হরিদিনে একাদশ্যাদৌ তদুপলক্ষিত-জন্মাষ্টম্যাদৌ চ [illegible] কুরু ইতি স্বপ্রকৃতি-কথয়ন্ উপদেশ পুরস্কারেণৈবাবদৎ. তত্রারুণোদয় বিদ্ধস্তু হরিবাসরঃ পরিত্যাজ্যঃ জন্মাষ্টম্যাদিকন্তু সূর্যোদয় বিদ্ধং চেতি জ্ঞেয়ম। এতত্ তত্তদাচরণং তু শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদৌ সুদ্রষ্টব্যং। তথোপাস্যে ধাম্নি শ্রীমথুরাদৌ নিষ্ঠাং চ কুরু [illegible]। ব্রজবন ইতি পৃথগুক্তিস্তু তন্মাধুর্য্য বিশেষ-জ্ঞাপনার্থেতি জ্ঞেয়ম্। অন্যেষাং দেবাদীনাং বিনিন্দাঃ ত্যজেতি শাস্ত্র-আদি উপদেশঃ। দুরিতং [illegible]

অনুবাদ

এস্থলে দিগ্‌দর্শন মাত্র এই লিখন—সাধুগণকে আনন্দ দান করুক।
ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান-রত্নমালাতে ভক্তিযোগ নিরূপণ নামক
অষ্টম প্রকরণ ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণ অশ্বত্থাদির পরিচর্যা। বৈষ্ণবগণের পরিচর্যা পূর্বে কিছু লিখিত হইয়াছে। পরিচর্যা – যথা শক্তি, অধিকারানুসারে সেবা। অদ্ধা—ইহাদের সেবাতে সাক্ষাৎ নিজেই করিবেন, পুত্রাদি দ্বারা বা অন্য দ্বারা নহে। নিজ উপাস্য শ্রীহরিবাসরে একাদশীতে এবং জন্মাষ্টমী আদিতেও নিষ্ঠা কর - ইহা নিজ মনকে উপদেশ দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। এস্থলে অরুণোদয় বিদ্ধা হরিবাসর পরিত্যাজ্য। জন্মাষ্টমী আদি সূর্যোদয় বিদ্ধা পরিত্যাজ্য। এই সকল ব্রতাদি পালন শ্রীহরিভক্তি বিলাসাদি হইতে সুন্দরভাবে দর্শন করিবেন। সেইরূপ উপাস্য শ্রীভগবদ্ধামে শ্রীমথুরাদিতে নিষ্ঠা কর, ব্রজবনে - এই পৃথক্-ভাবে উক্তি শ্রীধামের মাধুর্যবিশেষ জানাইবার জন্য। অন্য দেবাদির বিনিন্দা

টীকা

তৎসেবা-নামাত্মপরাধরূপং চ তস্য তস্য চ ভক্তি নিষ্ঠাচ্যাবকত্বাৎ তদ্ধেতূন্ চ ত্যজ। উর্জে মাঘে চেতি বৈশাখস্যাপি উপলক্ষণম্। হরেঃ পূজামিত্যস্য নিত্যপ্রাপ্তত্বেঽপি তত্তন্মাসে বিশেষ: শ্রীহরিপূজা কর্তব্যেত্যাশয়েনোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ ভক্তিসন্দর্ভো দৃশ্যঃ॥ ১৬১॥

ইতি অষ্টমং ভক্তিযোগ প্রকরণম্॥ X॥৮॥ X॥

অনুবাদ

ত্যাগ কর, ইহা শাস্ত্রি আদির উপদেশ। পাপ অল্প, শ্রীভগবৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ রূপও সেই সেই ভক্তি নিষ্ঠা বিঘাতক হেতু তাহার উৎপত্তির কারণগুলিও ত্যাগ কর। কার্তিকে মাঘ মাসে ও বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান এবং উহাতে শ্রীহরির পূজন, নিত্য শ্রীভগবৎসেবা থাকিলেও সেই সেই মাসে বিশেষ-ভাবে শ্রীহরিপূজা কর্তব্য এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। বিশেষ জানিবার ইচ্ছা থাকিলে 'ভক্তিসন্দর্ভ' দর্শন করুন॥ ১৬১॥

ইতি অষ্টম ভক্তিযোগ প্রকরণ সমাপ্ত॥৮॥ X॥ ×॥ X॥ ×॥

—•—

সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং

নবমরত্নম্.

ধামতত্ত্ব-প্রকরণম্.

অথ ধাম্নো নিত্যত্বং ব্রহ্মস্বরূপত্বং ভক্ত্যেকলভ্যত্বং, তদ্বাসিনাং ভ্রংসরাহিত্যং স্বরূপশক্তি-বিলাসময়ত্বঞ্চাহঃ। । (শ্বেতাশ্ব ৪৮।

"ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্, যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি, য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥১॥

বৃঃবামনে—ব্রহ্মানন্দময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠসংজ্ঞিতঃ।
তল্লোকবাসী তত্রস্থৈঃ স্তুতো বেদৈঃ পরাৎপরঃ ॥২॥

টীকা

অথেতি পূর্ববৎ, ঋচ ইতি জীবপ্রকরণে ব্যাখ্যাতমস্তি ॥১॥

নবমরত্ন

ধামতত্ত্ব

মূলানুবাদ—অনন্তর শ্রীধামের নিত্যতা ব্রহ্মস্বরূপতা একমাত্র ভক্তিলভ্যতা এবং শ্রীধামবাসিগণের পতনরাহিত্য, স্বরূপশক্তির বিলাসময়তা বলিতেছেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪৮)—ঋচো এই শ্রুতি পূর্ব্বে জীবপ্রকরণে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শব্দার্থ—যে পরমব্যোমরূপ অক্ষর ব্রহ্মময় ধামে ঋগাদি বেদ ও দেবগণ আশ্রিত আছেন, সেই অক্ষয় ধামকে যে জানে না, তাহার বেদা-ধ্যয়নে কি ফল, পরন্তু যাহারা শ্রীধামের স্বরূপ অবগত আছেন, তাহারাই কৃতার্থ ও পরমানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হন॥১।

বৃহদ্বামনপুরাণে—ব্যাপি বৈকুণ্ঠ নামক ব্রহ্মানন্দময় ধাম। সেই ধাম-বাসীগণ তত্রস্থিত দেবগণ কর্তৃক পরাৎপর রূপে স্তুত হন। দীর্ঘকাল স্তুতির-

টীকানুবাদ—'অথ' ইতি পূর্ববৎ। ঋচ ইতি জীবপ্রকরণে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে॥১॥

চিরং স্তুত্যা ততস্তুষ্টঃ পরোক্ষং প্রাহ তান্ গিরা ।
তুষ্টোঽস্মি ক্রূত ভোঃ প্রাজ্ঞাঃ বরং যন্মনসেপ্সিতম্ ।।৩।।
"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি স্বে মহিম্নি" ইতি ।।৪।।
যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, যস্যৈষ মহিমা ভুবি (সংবভূব) ।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি ।।৫।।

টীকা

ব্রহ্মেতি বৃহদ্বামনে, ব্রহ্মানন্দময়ঃ প্রচুরস্তৎস্বরূপভূতত্বাৎ তস্য, তৎলোক-বাসী ভগবান্ তত্রস্থিতৈর্বেদৈশ্চিরং স্তুত্যা স্তুতঃ ততস্তুষ্টঃ স পরোক্ষং যথাতথা তান্ গিরা প্রাহেত্যন্বয়ঃ ।।২-৩।।

স ইতি—ছান্দোগ্যে, ভগবো ভগবান্ মত্বর্থীয়ো ব প্রত্যয়ঃ, সম্বোধনে তু ছান্দসং, শ্রুতিঃ স্বয়মুত্তরয়তি—স্ব ইতি, স্বে স্বস্বরূপভূতে মহিম্নি সং-ব্যোমাখ্যে ।।৪।।

অনুবাদ

পর সন্তুষ্ট হইয়া পরোক্ষভাবে উক্তিদ্বারা তাহাদিগকে বলিলেন—হে প্রাজ্ঞ-গণ তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমাদের মনের অভিলসিত বর প্রার্থনা কর ।।২-৩।।

ছান্দোগ্যে (৭।২৪।১) সেই ভগবান্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন—এই প্রশ্নের উত্তরে—নিজ মহিমাতে ।।৪।।

ব্রহ্মেতি বৃহদ্বামন পুঃ ব্রহ্মানন্দময় অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপভূত প্রচুর আনন্দ-ময় ব্যাপীবৈকুণ্ঠ ধাম। সেই লোকবাসী ভগবান্, সেই লোকে অবস্থিত বেদ সমূহ দীর্ঘকাল স্তুতি করিলে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ পরোক্ষভাবে তাহাদিগকে বলিলেন ।।২-৩।।

স ইতি ছান্দোগ্য উপনিষদে—(৭।২৪ ১) ভগবো=সম্বোধনে হে ভগবন্, ভগ শব্দের উত্তর মতুপ্ অর্থে ব-প্রত্যয়। শ্রুতি স্বয়ংই প্রশ্ন করিয়া উত্তর দিতেছেন—ভগবান্ স্বস্বরূপভূত মহিমায় সংব্যোম নামক ধামে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।।৪।।

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ।।৬।। (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৩৫)
ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ ।
পূর্ব্বাপরা হ্যামধশ্চোর্দ্ধ্বং প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ।৭।

টীকা—

য ইতি—মুণ্ডকে, অস্মিন্ বাক্যে কিমাকাশ এব দ্যুলোক উতাকাশ-বদ্ ব্যাপকো বিচিত্র প্রাসাদাদিরূপ ইতি ? সন্দেহে, আকাশঃ স্যাদ্ বাচ-নিকত্বাৎ পুরত্বং তস্য রূপকেনোচ্যতে ইতি প্রাপ্তে, অন্তরিতি স্বাত্মক-সংব্যোম-ভূতস্য পুরস্যান্তরা মধ্যেস্থিতং প্রাকারাদি বস্তু স্বাত্মনো ভূতগ্রামবৎ স্ফূর্তি। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য' ইতি শ্রবণাৎ, স্বানুগ্রহ ভাজনস্য জীবস্য ভূম্যাদি নির্মিত বস্তুবৎ বিভাতি। বৎ-শব্দেন তস্য ভূতস্য ভূতগ্রামত্বং নিরস্তং, ব্রহ্মা-ত্মকত্বাৎ তস্য ।।৫-৬।।

অনুবাদ

মুণ্ডকে (২।২।৭) যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, যাঁহার এই মহিমা ধাম পৃথিবীতে প্রকাশিত। অপ্রাকৃত ব্রহ্মপুরেই এই পরমেশ্বর পরমাত্মা পর-ব্যোমে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।।৫।।

ব্রঃ সূঃ (৩।৩।৩৫) নিজের অন্তরাকাশরূপ পুরীর মধ্যে অট্টালিকাদি বস্তু প্রাকৃতবৎ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। অপ্রাকৃত ধাম ।।৬।।

মুণ্ডকে (২।২ ১২) সম্মুখভাগে অবস্থিত এই সকল অমৃত স্বরূপ ধামই

য ইতি মুণ্ডক উপনিষদে—এইবাক্যে—কি আকাশই শ্রীহরির লোক, অথবা—আকাশের ন্যায় ব্যাপক বিচিত্র প্রাসাদাদি সমন্বিত ? এইরূপ সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষ—আকাশ হইবে, শব্দে তাহাই পাওয়া যায়। পুর-শব্দে রূপক—এইরূপ হইলে উত্তর পক্ষ—অন্তরা ইতি ব্রহ্মস্বরূপ সংব্যোম নামক পুরের অন্তরা—মধ্যে প্রাকারাদি বেষ্টিত নিজপুরী প্রাকৃতবৎ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়—শ্রীভগবান্ যাহাকে কৃপা করেন তিনিই দর্শন পান—ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত জীবের ভাগ্যে ভূমি আদি নির্মিত বস্তুর ন্যায় প্রকাশ-পায় ভূতগ্রামবৎ শব্দে ঐ ধাম প্রাকৃত ভৌতিক নহে—ব্রহ্মস্বরূপ। ৫-৬।।

ন তত্র চন্দ্রার্কবপুঃ প্রকাশতে, ন বান্তি বাতা ন চ যান্তি দেবতাঃ।
যত্র দেবঃ ক্রতুভির্ভূতভাবনঃ, স্বয়ং বিভূত্যা বিরজঃ প্রকাশতে ॥৮
"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকে,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

টীকা

ব্রহ্মৈবেদমিতি—মুণ্ডকে, যথা বিজ্ঞানানন্দে পরমাত্মনি পাণিপাদনখর-কুন্তলাদিময়ং তদ্বৈচিত্র্যং তদ্ভক্তস্য স্ফুরতি, তথা তদাত্মভূতে তল্লোকেঽপি ভূমিতোয়াদিরূপং তদিতার্থঃ। একমপি বিচিত্রং বর্হিপিচ্ছাদিবৎ বিভাতীত্যর্থঃ॥ তস্মাদ্ ব্রহ্ম-স্বরূপ এব স ইতি মন্তব্যম্ ॥৭॥
ন তত্রেতি – মুণ্ডকে এব, যত্র নিত্যে ধাম্নি দেবঃ সর্বারাধ্যো ভগবান্ ক্রতুভিঃ সঙ্কল্পৈরেব ভূতভাবনঃ স্বাত্মক কালসিদ্ধাভির্লীলাভিঃ স্বভক্তানাং পালক ইত্যর্থঃ ॥৮॥

অনুবাদ

ব্রহ্ম, পশ্চাদভাগে ব্রহ্ম, দক্ষিণে এবং উত্তরেও ব্রহ্ম, অধঃ এবং উর্দ্ধ দিকেও ব্রহ্মই ব্যাপ্ত। এই অপ্রাকৃত বিশ্ব শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই ॥৭॥

মুণ্ডক (২।২।১১) সেই অপ্রাকৃত ধামে এই প্রাকৃত চন্দ্রসূর্য প্রকাশিত হয় না, এই প্রাকৃত বায়ু প্রবাহিত হয় না, এই দেবগণ সেখানে যায় না, যে ধামে লীলাময় ভগবান্ স্বয়ং নির্মল বিভূতি দ্বারা বিরাজিত আছেন। ৮॥

টীকানুবাদ—মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।১২) ব্রহ্মৈবেদমিতি - যেমন বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাতে হস্তপদ নখ কেশাদিময় বৈচিত্র্য ভগবদ্ ভক্তের নিকট প্রকাশিত হয়, সেই বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ ভগবৎ ধামেও ভূমি জলাদিরূপ বস্তু ভক্তের নিকট প্রকাশিত হয়। যেমন একই ময়ুর পুচ্ছে বিচিত্র রচনা দৃষ্ট হয়। অতএব ভগবদ্ধাম ভগবদ্ স্বরূপই স্বীকার্য্য ॥৭॥

ন তত্র ইতি মুণ্ডক উপনিষদে -যে নিত্যধামে সর্ব্বারাধ্য ভগবান্ নিজ-সংকল্প দ্বারাই ভূতভাবন যথাকালে সিদ্ধ নিজ লীলা সমূহ দ্বারা নিজ ভক্তগণের পালন কর্তা ॥৮॥

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং,
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥৯॥
তাং বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ, যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ ॥১০
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরম-পদমবভাতি ভূরি ॥১১

টীকা

ন তত্রেতি – কঠবল্ল্যাম্, অগূঢ়ার্থা ॥৯॥

তামিতি—ঋক্ (১।১৫৪।৬) তাং তানি বাং যুবয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ বাস্তূনি ধামানি, গমধ্যৈ লব্ধুং উশ্মসি কামযামহে, ভূরিশৃঙ্গাঃ প্রশস্তবিষাণাঃ কৃষ্ণ-স্বজনাভিলাষ বর্ষিণঃ, অয়াস ইত্যত্র বিপ্রাস ইতি বৎ অসুম চান্দসঃ। অয়ঃ শুভাবহো বিধিনিত্যামরঃ। ভূরি শব্দঃ প্রাশস্ত্যে লাক্ষণিক ইত্যর্থঃ ॥১০॥

অত্রেতি বহুধা, শয়ন-ভোজন-বিশ্রাম-সভারম-ক্রীড়া-মন্দিরাদৈর্ধ্বক্যা-

অনুবাদ

কট (২।২।১৫) সেই অপ্রাকৃত ধামে এই প্রাকৃত সূর্য চন্দ্র তারকা বিদ্যুৎ কেহই প্রকাশিত হয় না, আর এই অগ্নি কিরূপে যাইবে। সেই লীলা-ময় ভগবানের জ্যোতিতে সকলই উদ্ভাসিত এবং এই জগৎ ও তাহারই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ॥৯॥

মূলানুবাদ ঋক্‌বেদে (১।১৫৪।৬) শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলের ধামসমূহে যাইবার জন্য অর্থাৎ ধামসমূহকে পাইবার জন্য আমরা কামনা করি। যে ধামে বিশাল শৃঙ্গগাভীগণ আছে। তাহারা কামধেনু, বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করে। ভক্তের বাসনা পূর্তিকারী শ্রীকৃষ্ণের চিন্তামণিময় পরমপদ গোকুল তাহাতে অসংখ্য যোগপীঠ বিরাজিত ॥১০,১১॥

কাঠোপনিষদে—ন তত্র ইতি সরলার্থ ॥৯॥

তামিতি ঋক্‌বেদে —সেই রাধাগোবিন্দের বাস্তু অর্থাৎ ধামসমূহকে পাইবার জন্য কামনা করি। সেখানে প্রশস্ত শৃঙ্গগাভীগণ পরম-মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনের বাঞ্ছাপূরণকারী কামধেনু ॥১০॥

এই শ্রীধামে উরুগায়, ভক্তের ইচ্ছা পূরণকারী ভগবানের পরমপদ—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। ইতি ॥১২॥ মুণ্ডক (১।২।১২)

টীকা

বভাতীতি. বা ভূরীতাস্য ব্যাখ্যানং তৎ প্রপঞ্চাতীতমিত্যর্থঃ ॥১১॥

পরীক্ষ্যেতি—মুণ্ডক (১।২।১২) এব, কর্ম্মচিতান্ সংসার গতিভূতান্ পরীক্ষ্য প্রত্যক্ষানুমানাগমৈঃ সবতো যাথাত্ম্যেনাবধার্য্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যমায়াৎ সমাগচ্ছেত্, কৃতেন কর্মণাঽকৃতো নিত্যসিদ্ধঃ শ্রীভগবল্লোকো নাস্তি ন ভবতি—কেনচিৎ ন লভ্যতে চ, সাধন সাধ্যয়ো বৈরূপ্যাৎ। কিন্তু তৎপ্রাপ্তিনিমিত্ত-ভাগবত-জ্ঞানেনৈব তল্লাভঃ তয়োঃ সারূপ্যাৎ। এবমেবোক্তং মোক্ষধর্ম্মে—মৃগৈর্মৃগাণাং গ্রহণং পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা গজানাঞ্চ গজৈরেবং জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যতে ইতি, অন্যৎপূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমস্তি ॥১২॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—মুণ্ডক শ্রুতিতে - (১।২।১২) নিত্যবস্তু ভগবদ্ধাম ব্রহ্মস্বরূপ, অনিত্য কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না—অতএব কর্মলভ্য স্বর্গাদি লোকসমূহকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন ॥১২॥

যোগপীঠ বহুপ্রকার—শয়ন, ভোজন, বিশ্রাম, সভা, রসক্রীড়াদির বিভিন্ন মন্দির বিরাজিত, তাহা প্রপঞ্চাতীত অলৌকিক ॥১১॥

পরীক্ষ্য ইতি মুণ্ডক (১ ২।১২)—কর্মচিত অর্থাৎ সংসার গতি প্রাপক লোক (স্বর্গাদি) পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা সর্বভাবে তত্ত্বতঃ অবধারণ করিয়া নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করিবে। অনিত্য কর্মদ্বারা নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবল্লোক লাভ হয় না। কেহ লাভ করিতে পারে না কারণ অনিত্য সাধন দ্বারা নিত্যসিদ্ধ ধাম লাভ হয় না। কিন্তু সেই ধাম প্রাপ্তির সাধন ভগবৎ-জ্ঞানদ্বারাই তাহা লাভ হয়, সাধন নিত্য সাধ্যও নিত্য। এইরূপ মোক্ষধর্মে বর্ণিত আছে হরিণদ্বারা হরিণকে, পক্ষিদ্বারা পক্ষিকে, এবং হস্তিদ্বারা হস্তিকে যেমন বশ করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানদ্বারাই লভ্য ॥১২॥

এষ আত্মলোক এষ ব্রহ্মলোকঃ। ইতি ॥১৩॥

যৎ তৎ সূক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যং,
নিত্যং পদং বৈষ্ণব মামনন্তি।
এতল্লোকা ন বিদুর্লোকসারং,
বিন্দন্তি তৎ কবয়ো যোগনিষ্ঠাঃ ॥ ১৪ ॥

টীকা

এষ বৈকুণ্ঠাখ্যঃ আত্মনঃ পরম কারণস্য, পরমশ্রেষ্ঠস্য চ শ্রীভগবতো লোকঃ ব্রহ্মণঃ স্বরূপ শক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমস্য তস্যৈব লোক ইত্যর্থঃ। [illegible] চ এব আত্মনাং শুদ্ধ তৎপার্ষদ ভূতানাং জীবানামপি লোকো ন তু অভক্তানামিত্যর্থো বা ॥ ১৩ ॥

যত্তদিতি—পিপ্পলাদ শাখায়াং, পদং স্থানং বৈকুণ্ঠমিত্যর্থঃ। যোগোঽত্র ভক্তিযোগ এব. তেনৈব তল্লাভশ্রবণাৎ তচ্চ ত্রিপাদ বিভূতিস্বরূপং [illegible] যথোক্তং পাদ্মোত্তর খণ্ডে ত্রিপাদ্‌ব্যাপ্তিঃ পরং ধাম্নি পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ ত্রিপাদবিভূতির্নিত্যং স্যাদনিত্যং পাদমৈশ্বরং। নিত্যং [illegible]

অনুবাদ

মূলানুবাদ—এই বৈকুণ্ঠ নামক ধাম—আত্মা অর্থাৎ পরম কারণ ও পরমশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের লোক, স্বরূপশক্তি প্রভৃতির সহিত পরম বৃহত্তম ব্রহ্মেরই লোক অথবা—এই ব্রহ্মলোক আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবৎ পার্ষদ জীবগণেরই লোক, অভক্তগণের নহে ॥ ১৩ ॥

অথর্ব্ববেদীয় পিপ্পলাদ শাখায় উক্ত হইয়াছে—যে পরম সূক্ষ্ম পরম জ্ঞাতব্য নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর লোক বৈষ্ণবধাম, এই জগতের লোকগণ ঐ শ্রেষ্ঠলোককে জানে না, ভক্তিযোগনিষ্ঠ কবিগণ তাহা জানেন ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—এষ আত্মেতি—মূলানুবাদে দ্রঃ ॥ ১৩ ॥

'যত্তদ' ইতি—পিপ্পলাদ শাখাতে—বৈকুণ্ঠ ধামের বর্ণন আছে তাহা মূলানুবাদে দ্রঃ। অধিক পদ্মপুরাণে ত্রিপাদ বিভূতিস্বরূপ বৈকুণ্ঠ ধাম বর্ণিত আছে—ব্যাপি বৈকুণ্ঠ পরমধাম ব্রহ্মের ত্রিপাদ বিভূতি এই জগৎ একপাদ

দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ, পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত। ইতি ॥ ১৫ ॥

পরেণ লোকঃ নিহিতং গুহায়াং, বিভ্রাজতে যদ্যতয়ো বিশন্তি ॥ ১৬ ॥

টীকা

স্থিতং শুভম। অচ্যুতং শাশ্বতং দিব্যং সদা যৌবনমাস্থিতং। নিত্যং সম্ভোগ্য-মীশ্বর্য্যা শ্রিয়া ভূম্যা চ সংবৃতমিতি। তথৈব পুরুষসূক্তাদৌ চ দৃশ্যতে। যদ্যপি পাদৈশ্বর্য্যস্যাপি অনিত্যত্বং বক্তুং ন শক্যতে. শ্রীভগবচ্চতুষ্পাদৈশ্বর্য্যগতত্বাৎ, তথাপি মায়াময়কার্য্যে তস্যৈক-রসতয়া প্রত্যেক স্থানাবস্থানাভাবাদনিত্যত্বং তত্রোপচর্য্যত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৪ ॥

দিব্য ইতি—দিব্যে অলৌকিকে, অতএব ব্রহ্মেতি ব্রহ্মস্বরূপভূত পুরঃ' ইতি ব্যাখ্যাতারঃ ॥ ১৫ ॥

পরেণেতি—পিপ্পলাদ শাখায়াং, গুহায়াং রহঃস্থলে তং লোকং পরেণ

অনুবাদ

মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।৭) এই পরম আত্মা অপ্রাকৃত ব্রহ্মপুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ—পিপ্পলাদ শাখায় বর্ণিত আছে পরম প্রভু শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার ভক্তগণ পরম রহস্য জ্যোতির্ম্ময় ধামে প্রবেশ করেন ॥ ১৬ ॥

বিভূতি, ত্রিপাদ বিভূতি নিত্য, একপাদ বিভূতি অনিত্য। ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য পরমধাম, অচ্যুত শাশ্বত দিব্য। সেই ধামবাসী ভগবান সদা যৌবন প্রাপ্ত। নিত্য সম্ভোগ্য ঈশ্বরী শ্রী ভূ শক্তির সহিত পরিবৃত। সেইরূপ পুরুষ-সূক্তাদিতেও বর্ণিত আছে। যদিও একপাদ ঐশ্বর্যকেও অনিত্য বলা যায় না, শ্রীভগবানের চতুষ্পাদের অন্তর্গত একপাদ, তথাপি মায়াময় কার্য জগৎ মধ্যে ধামসমূহ একরূপে প্রত্যেক স্থানের অবস্থান সমান নয় বলিয়া অনিত্যতা তাহাতে উপচার করা হয়। বস্তুত ধাম নিত্য ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—দিব্য—অলৌকিক অতএব ব্রহ্ম, ব্রহ্মের স্বরূপ ঐ পুরী ব্যাখ্যা-কারগণ বলেন ॥ ১৫ ॥

তদ্বা এতৎ পরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য, যত্র ন দুঃখাদি, ন সূর্যস্তপতি, যত্র ন বায়ুর্বাতি, যত্র ন চন্দ্রমা ভাতি, যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি, যত্র নাগ্নির্দহতি, যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি, যত্র ন দোষঃ, সদানন্দং পরমানন্দং শান্তং শাশ্বতং সদাশিবং, ব্রহ্মাদি-

টীকা

স্বামিনা শ্রীভগবতা সহ তদ্ভক্তঃ প্রাপোতি শেষঃ। যতয়োঽপ্যত্র সাকার-ব্রহ্মোপাসকাঃ কিঞ্চিৎ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি নিষ্ঠা এব জ্ঞেয়াঃ ॥ ১৬ ॥

তদ্বেতি শ্রীনৃসিংহ তাপন্যাম্. (পূর্ব ৫।১০) অত্র প্রাকৃত সূর্যাদীনাং নিষেধো জ্ঞেয়ঃ, ন তু নিত্যস্বরূপাণাং, লীলাবিশেষার্থমাবিষ্কৃতানাং [illegible] তৎ আনন্দস্বরূপমেতং ঋচা স্বীকৃতোক্তং, সর্বত্রৈবোপস্থিতং বা, যদ্বা—সংস্কৃত তত্র সূরয় এতে নিত্যমুক্তা এব বোধ্যাঃ। সদা পশ্যন্তীতি উক্তা। দিবি স্বর্গে আকাশে বা, চক্ষুঃ সূর্যো যথা তদ্বং ভাস্বরঃ চিন্ময় ইত্যর্থঃ। [illegible]

অনুবাদ

শ্রীনৃসিংহ তাপনীতে—সেই এই পরম ধাম নিশ্চয়ই মন্ত্ররাজের অধ্যাপক ভক্তগণের প্রাপ্য। যেখানে দুঃখাদি নাই, প্রাকৃত সূর্য তাপ দেয় না, যেখানে প্রাকৃত বায়ু প্রবাহিত হয় না, যেখানে চন্দ্রমা প্রকাশিত হয় না। যেখানে নক্ষত্রসমূহ প্রকাশ পায় না, যেখানে অগ্নি দাহ করে না, যেখানে মৃত্যু প্রবেশ

'পরেণ' পিপ্পলাদ শাখাতে—গুহা অর্থাৎ রহঃস্থল, সেই লোক পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সহিত তদ্ভক্তগণের প্রাপ্য। যতিগণও এস্থলে সাকার ব্রহ্ম উপাসক, কিঞ্চিৎ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিনিষ্ঠগণ জানিতে হইবে ॥ ১৬ ॥

'তদ্বা' ইতি নৃসিংহ তাপনীতে (পূ ৫।১০) শ্রীধামে প্রাকৃত সূর্যাদিকে নিষেধ করা হইয়াছে, নিত্য সূর্যাদিকে নিষেধ করা হয় নাই। লীলাবিশেষের জন্য আবিষ্কৃত নিত্য সূর্যাদি ভগবদ্ধামে নিত্য অবস্থিত জানিতে হইবে। তাহা আনন্দস্বরূপ। ইহা ঋক্‌বেদে স্বীকৃত। অথবা, সর্বত্র স্বীকৃত, অথবা—সংস্কৃত বৈকুণ্ঠে সূরিগণ নিত্যমুক্তই জানিতে হইবে—'সদা পশ্যন্তি' এই বাক্য দ্বারা দিবি অর্থাৎ স্বর্গে বা আকাশে, চক্ষু অর্থাৎ সূর্য যেমন সেইরূপ উজ্জ্বল চিন্ময়।

বন্দিতং যোগিধ্যেয়ং পরমং পদং যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে যোগিনঃ ॥
তদেতদ্ ঋচাভ্যুক্তং (১।২২।২০, ২১) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো,
জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ইতি ॥ ১৭ ॥
(ছা ৮।১৫।১) ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি ॥ ১৮ ॥

টীকা

বিস্তীর্ণমপরিমিত মিত্যর্থঃ। নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষ ইতি সূর্যস্য চক্ষুষ্ট্বং, বিপ্রাসো ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদীনামুপলক্ষণমেতৎ, অসুগাগমশ্ছান্দসঃ, বিপণ্যবঃ ত্যক্ত ব্যবহারাঃ জাগৃবাংসো—জাগরশীলা, অনুভূত হরয়ঃ" ইত্যর্থঃ। সমিন্ধতে ইতি শ্রুতি-সিদ্ধা মুক্তা এব গ্রাহ্যাঃ। দিবীবেত্যাদিকং তু শ্রীগোপালতাপন্যা-দাবপি দৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥

নমু স্বর্গাদিবৎ তস্যাপি লোকত্বাবিশেষাৎ কদাচিৎ ভক্তানামপি পতনং

অনুবাদ

করে না, যেখানে দোষ (রাত্রি) নাই। সর্বদা আনন্দ, পরমানন্দ, শান্ত, শাশ্বত, সদাশিব, ব্রহ্মাদি বন্দিত যোগিধ্যেয় পরম সম্পদ, যোগিগণ যেখানে গিয়া আর ফিরে না। তাহাই ঋগ্‌বেদে বর্ণিত আছে (১'২২।২০-২১) সেই বিষ্ণুর পরমপদ পার্ষদ সূরিগণ সর্ব্বদা দর্শন করেন। অপ্রাকৃত চক্ষুতে বিস্তৃত-রূপে। ব্রাহ্মণগণ, উপলক্ষণে ক্ষত্রিয়াদিও, জাগরশীল ও তেজস্বী শ্রীবিষ্ণুর যে পরমপদ। ১৭ ॥

ছান্দোগ্য (৮।১৫।১)—ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত ব্যক্তি পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসে না। ১৮ ॥

আতত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ অপরিমিত। 'নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে' এই মন্ত্রে সূর্যকে জগতের চক্ষু বলা হইয়াছে। বিপ্রাসঃ— ব্রাহ্মণগণ ইহা দ্বারা উপলক্ষণে ক্ষত্রিয়গণও। বিপণ্যব – সংসারত্যাগী. জাগৃবান্ – জাগরণশীল, অর্থাৎ ভগবদ-নুভূতি সম্পন্ন; সমিন্ধতে – এই বাক্য দ্বারা শ্রুতিসিদ্ধ মুক্তগণই গ্রাহ্য ; এই ঋকমন্ত্র গোপালতাপনী প্রভৃতিতেও দৃষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

ন চ্যবন্তে হি তদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।
অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্বগোঽব্যয়ঃ ॥ ১৯
বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ। ২০ ॥ (ব্র সূ ৪ ৪'১৯)

টীকা

কথং ন সম্ভবতি, পতনে তু তস্যাপ্যনিত্যতা কথং ন স্যাৎ, তথা চ [illegible] শ্রুতিঃ— যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ [illegible] ইতি চেৎ তত্রাহঃ – ন স ইতি [illegible], 'স' শ্রীহরিভক্তঃ। [illegible] গতানামেব পতনং ভবতি, ন তু তত্রত্যানামিতি ভাবঃ ১৮

নেতি—কাশীখণ্ডে শ্রীধ্রুবচরিতে, স্থানাদ্ন চ্যবন্তে পতন্তি [illegible] ভবন্তি. ইতি ব্যাখ্যানেঽপি স এবার্থঃ। অতোঽখিলে লোকে স এক এবাচ্যুতো যো যঃ পৃথক্ শ্রূয়তেঽনুমীয়তে চ তৎপরিকরাদিঃ সোঽপি স এবেত্যর্থঃ। ১৯

অনুবাদ

কাশীখণ্ডে— যাঁহার ভক্তগণ মহাপ্রলয়েও চ্যুত হন না, অতএব সেই এক সর্বগ অব্যয় বিষ্ণুকে লোকে অচ্যুত বলিয়া কীর্তন করেন ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।১৯) জন্মাদি বিকারহীন ব্রহ্ম, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের বিভূতি-রূপে নিত্যধামে থাকেন, ইহা বেদ বলিয়াছেন—(তৈঃ ২।৭) যখন মুক্তপুরুষ অভয় নিত্যধামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অনন্তর সেই অভয়কে প্রাপ্ত হয় ২০।

প্রশ্ন :– বৈকুণ্ঠধাম স্বর্গাদির ন্যায় লোকবিশেষ হেতু কখনও ভক্তগণের পতন কিরূপে সম্ভব নহে ? যদি পতন হয় তাহা হইলে অনিত্য হয় না কিরূপে ? সেইরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্তি আছে – যেমন এই জগতে কর্মের দ্বারা উপার্জিত লোক ক্ষয় হয়, সেইরূপ পরলোকে পুণ্য দ্বারা অর্জিত লোক ক্ষয় হয়। ইহার উত্তরে - নৃসিংহ তাপনীতে – 'ন স' ইতি – 'স' – শ্রীহরিভক্ত, অতএব শ্রীভগবদ্ধাম ব্যতীত অন্যলোকগত সাধকগণেরই পতন হয়. বৈকুণ্ঠধাম-বাসীগণের পতন হয় না। ১৮ ॥

কাশীখণ্ডে শ্রীধ্রুবচরিতে—নেতি ; যাঁহার ভক্তগণ স্থানভ্রষ্ট হন না, তাঁহাকেই 'অচ্যুত' বলিয়া সর্বলোকে কীর্তন করে। তাঁহার পরিকরাদিরও চ্যুতি নাই। ইহা বেদে, পুরাণাদিতেও স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। ১৯ ।

টীকা

বিকারেতি — বিকারে প্রপঞ্চে জন্মাদি ষট্ বিকারময়ে ন বর্ত্তত ন বর্তিষ্ণু শীলমস্যেতি বা তদ্বিকারবর্তি নিরবদ্যং ব্রহ্মস্বরূপং তদ্ধাম, তদ্গুণভূতং, তদ্গতা দ্রব্যাদিকং চ তত্তদ্বিষয়য়া বিদ্যয়া তদাবৃত্তপরিক্ষয়াদ্যুক্ত স্বদন্তভবন্ তিষ্ঠতি, কুত এতৎ তত্রাহ — হি যতঃ কঠশ্রুতির্মুক্তস্য তথা স্থিতিমাহ (২।২।১) পুর-মেকাদশ দ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥" ইতি স্বরূপাবরিকয়াঽবৃত্ত্যা বিমুক্তো বিদ্বান্ গুণাবরিকয়া বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। তথাচ দ্বিবিধা বৃত্তি বিমুক্তস্তং তৎ সাক্ষাৎ কৃত্বা তিষ্ঠতীত্যক্ষয় পুমর্থ ভাক্ স ইতি। ইয়মাবৃত্তির্মেঘমালেব জীবদেহ গতৈব বোধ্যা। ন তু ব্রহ্মস্বরূপ-তল্লোকগতা। বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে

অনুবাদ

ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।৯) বিকার – প্রপঞ্চ, জন্মাদি ষড়্‌বিধ বিকারময় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকিলেও শ্রীভগবদ্ধাম নিরবদ্য ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মগুণযুক্ত, সেই ধামস্থিত দ্রব্যাদিও প্রাপঞ্চিক বিষয়গত অবিদ্যা ও কালাদি দ্বারা পরিবর্তনশীল বা পরিক্ষয় শূন্য হইয়া থাকে, মুক্তগণ তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। ইহা কিরূপে হয় ? তাহার উত্তরে - যেহেতু কঠশ্রুতি মুক্তপুরুষের ঐরূপ অবস্থান (২।২।১) বলিতেছেন — অজ — জন্মাদি বিকার রহিত, অবক্রচেতা – অকুটিল নিত্য চৈতন্য স্বরূপের একাদশ দ্বারযুক্ত একটি নগর আছে। ঐ পুরস্বামী পরমাত্মার ধ্যান করিয়া শোকাতীত হয়, বিমুক্ত থাকিলেও বিমুক্ত হয় অর্থাৎ প্রথমতঃ স্বরূপের আবরিকা অবিদ্যাবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি গুণ আবরিকা অবিদ্যাবৃত্তি হইতে মুক্ত হন। ফলতঃ জীবমায়া ও গুণমায়া – এই দ্বিবিধাবৃত্তি বিমুক্ত জীবই ভগবদ্ধামের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, ইনিই অক্ষয় পুরুষার্থ ভাগী। এই আবৃত্তি মেঘমালার ন্যায় জীবের দেহে অবস্থান করিয়া তাহার দৃষ্টিপথকে আবৃত করে জানিতে হইবে, উহা ব্রহ্মস্বরূপে বা ব্রহ্মলোক ভগবদ্ধামে অবস্থিতা নহে। শ্রীভাঃ (২।৫।১৩) মায়া বিলজ্জিতা হইয়া ভগবদ্ দৃষ্টিপথে থাকিতে পারে না, আমি-আমার-এইরূপ দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন বিমুখ ব্যক্তিগণ এই মায়া বিমোহিত হইয়া নানা জল্পনা করে॥ এই উক্তি

অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি (৮।১।৬) স যদি পিতৃলোককামো ভবতীতি (৮।২।১) ॥ ২১ ॥

টীকা

মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ। ইতি স্মরণাৎ। ন হি মেঘমালয়া রবিস্তৎ স্বরূপভূত-ধামাদিকঞ্চাব্রিয়ত ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

তত্রস্থানাং কামচারোঽপি ভবতীত্যাহ — ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ অথেতি যোজনা, ইহলোকে আত্মানং শ্রীহরিং তন্নিষ্ঠান্ সত্যান্ কামাংশ্চানুবিদ্য জ্ঞাত্বা উপাস্য চেতো লোকাৎ অর্চিরাদি মার্গেণ হরিং প্রাপ্নুবন্তি। তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারঃ স্বেচ্ছাগতিঃ ভবতি। যদ্বা হরেরিব স্বেচ্ছা গতির্ভবতি। সত্য সঙ্কল্পং হরিং ধ্যায়তাং তেষাং মুক্তৌ সত্যসঙ্কল্পতাখ্যো গুণং প্রাদুর্ভবতি ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ – ছান্দোগ্য (৮।১।৬) যাহারা ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্য-কামনাসমূহকে জানিয়া চলিয়া যান, সর্বলোকে তাঁহাদের স্বাধীন আচরণ হয় ॥ ২১ ॥

থাকায়। মেঘমালা রবিকে ও তাহার স্বরূপভূত প্রকাশাদিকে কখনই আবরণ করিতে পারে না ইহাই ভাবার্থ ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ — শ্রীভগবদ্ধাম প্রাপ্ত ভক্তগণ স্বাধীনভাবেও (কাহারও অধীন না হইয়া) বিচরণ করিতে পারেন ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন (৮।১।৬) অথ — অনন্তর ইহলোকে আত্মা – অতি প্রিয়তম শ্রীহরিকে এবং তন্নিষ্ঠ সত্য বাসনা সমূহকে জানিয়া ও উপাসনা করিয়া এই লোক হইতে অর্চিরাদিপথে শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের সকল লোকেই স্বেচ্ছায় গমন হয়, অথবা শ্রীহরির ন্যায় স্বাধীন গমন হয়। সত্য সঙ্কল্প শ্রীহরিকে ধ্যান করিলে তাঁহাদের মুক্তিতে সত্যসঙ্কল্পতারূপ গুণ আবির্ভূত হয় ॥ ২১ ॥

স স্বরাট্ ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি (ছা ৭।২৫।২) ॥২২॥

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥২৩॥ (গী ৮।১৬)

ন যদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২৪॥

টীকা

স ইতি (ছা ৭।২৫।২) স্বেন শ্রীহরিদাসাখ্যরূপেণ রাজতে অত্যন্তং শোভতে ইতি স, অন্যৎ পূর্ব্ববৎ ॥২২॥

ন তেষাং পুনর্জন্মাদি পরম্পরা ভবতি ইত্যাহ - আব্রহ্মেতি গীতোপনিষদি। আব্রহ্ম সদনাদেব দোষাঃ সন্তি মহীপতে। অতএব হি নেচ্ছন্তি স্বর্গপ্রাপ্তিং মনীষিণঃ। আব্রহ্ম সদনাদূর্দ্ধ্বং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। শুভং সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি তদ্বিদুরিতি পাদ্মোত্তর খণ্ডাৎ ॥২৩॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—(ছা ৭।২৫।২—তিনি স্বরাট হন, তাঁহার সকললোকে স্বাধীন আচরণ হয় ।।২২।।

গীতাতে (৮।১৬) হে অর্জুন ব্রহ্মলোক হইতে লোক সমূহ পরিবর্তনশীল হে কুন্তিনন্দন! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না ।।২৩।

গীতা (১৫।৬) সূর্য যাহাকে আলোকিত করে না, চন্দ্রও নহে, অগ্নিও

টীকানুবাদ—স ইতি ছান্দোগ্য (৭।২৫।২) স্বেন—শ্রীহরিদাসরূপে অত্যন্ত শোভিত হন তিনি। অন্য পূর্ব্ববৎ ।।২২।।

গীতা উপনিষদে (৮।১৬) শ্রীকৃষ্ণ লোকবাসী ভক্তগণের পুনর্জন্মাদি পরম্পরা হয় না। পাদ্মোত্তর খণ্ড—হে মহারাজ! সত্যলোক পর্যন্ত প্রলয়াদি দোষ আছে। অতএব মণীষীগণ স্বর্গপ্রাপ্তি ইচ্ছা করেন না। ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধে শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ। মঙ্গলময় নিত্য জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম বলিয়া ভক্তগণ জানেন ।।২৩।।

এতেন প্রতিপাদ্যমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে। স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভি সংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্তত ইতি ।।২৫

বৈকুণ্ঠধাম

"লোকং বৈকুণ্ঠ নামানং দিব্যষাড়্গুণ্য সংযুতম্।
অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয় বিবর্জিতম্ ।।২৬।।

টীকা

ন যদিতি তত্রৈব ॥২৪॥

এতেনেতি ছান্দোগ্যে, এতেন—শ্রীভাগবত পার্ষদেন স শ্রীহরিভক্তো যাবদায়ুষং তাবৎ খল্বেবং বর্তয়ন্ ব্রহ্মাত্মকং লোকমিত্যর্থঃ ॥২৫॥

লোকমিতি শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে, গুণত্রয় বিবর্জিতম্ অপ্রাকৃতমিতি বৈকুণ্ঠস্য বিশেষণাম্নায়া গন্ধাস্পৃষ্টং ততশ্চ [illegible]-

অনুবাদ

নহে। যেখানে গমন করিলে আর পুনরায় সংসারে আগমন হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম।২৪।

ছান্দোগ্য (৮।১৫।১) শ্রীভাগবতপার্ষদ সহ প্রপন্ন হইলে এই মানব দেহে আর ফিরিয়া আসে না সেই শ্রীহরিভক্ত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত এইরূপ আচরণ করিয়া ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবৎলোকে গমন করেন, আর পুনরাবর্তন হয় না ।।২৫।।

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—শ্রীবৈকুণ্ঠধাম বর্ণন—অপ্রাকৃত ষড়্বিধ ঐশ্বর্যযুক্ত বৈকুণ্ঠধাম অবৈষ্ণবগণের অপ্রাপ্য, প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণত্রয় বর্জিত ॥২৬॥

শ্রীগীতাতে (১৫।৬) ।।২৪।।

এতেন ইতি ছান্দোগ্যে (৮।১৫।১)—শ্রীভাগবত-পার্ষদগণের সহিত সেই শ্রীহরিভক্ত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত থাকিয়া ব্রহ্মস্বরূপ ভগবদ্ধামে গমন করেন ।।২৫।।

লোকমিতি—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—গুণত্রয় বিবর্জিত অর্থাৎ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে মায়িকগুণত্রয়ের স্পর্শগন্ধও নাই। অতএব বৈকুণ্ঠস্থিত বস্তুসমূহ শ্রীভগবৎ স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ ।।২৬

নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ।
সভাপ্রাসাদ সংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভম্।
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতম্।।
অপ্রাকৃতং সুরৈর্ব্বন্দ্যমযুতার্ক সমপ্রভম্।।"২৭।।

টীকা

স্বরূপশক্তি বিলাসভূতত্বমেবায়াতমিতি জ্ঞেয়ম। "ত্রিপাদ বিভূতে লোকাস্তু অসংখ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ। শুদ্ধ সত্ত্বময়াঃ সর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ সুখাহ্বয়াঃ।। সর্বে নিত্যা নির্বিকারা হেয়রাগবিবর্জিতাঃ। সর্বে হিরণ্ময়াঃ শুদ্ধাঃ কোটি সূর্যসম প্রভাঃ। সর্ব বেদময়া দিব্যাঃ কামক্রোধাদিবর্জিতাঃ॥ নারায়ণপদাম্ভোজ ভক্ত্যেক রস সেবিতাঃ। নিরন্তরং সামগান পরিপূর্ণা সুখং শ্রিতাঃ। সর্বে পঞ্চোপনিষদঃ স্বরূপা বেদবর্চসঃ॥ ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডোক্তা যে যেচ শ্রীভাগবতাদৌ উক্তাস্তৈ নিত্যসিদ্ধৈঃ তন্ময়ৈস্তদাবিষ্টৈঃ পাঞ্চকালিকৈরিতি অভিগমনোপাদানেজ্যাধ্যয়ন সমাধয়ঃ পঞ্চকালাস্তেষু ভবৈস্তদনুষ্ঠাননিষ্ঠৈরিত্যর্থঃ॥২৭॥

অনুবাদ

ভগবৎ সেবাতন্ময় পাঞ্চকালিক নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ বেষ্টিত সভাগৃহ, প্রাসাদ, বন, উপবন, মঙ্গলময় বাপী কূপ তড়াগ এবং বৃক্ষসমূহ দ্বারা সুশোভিত, অপ্রাকৃত দেবতাগণের বন্দনীয়, অযুত সূর্যের প্রভার ন্যায় দীপ্তিশালী।।২৭।।

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে বর্ণিত – ব্রহ্মের ত্রিপাদ বিভূতি পূর্ণ ভগবৎ লোক সমূহ অসংখ্য। সকলই শুদ্ধ সত্ত্বময়। ব্রহ্মানন্দ সুখপূর্ণ। সকল পদার্থই নিত্য, নির্বিকার, হেয় প্রাকৃত অনুরাগ বর্জিত। সকলেই সুবর্ণবর্ণ পবিত্র কোটিসূর্যসম প্রভাযুক্ত, সকলে বেদময়, অপ্রাকৃত, প্রকৃত কামক্রোধাদি বর্জিত, একমাত্র শ্রীনারায়ণের চরণকমলে সেবানুরক্ত। নিরন্তর সামগান পরিপূর্ণ, সুখে অবস্থিত। সকলে পঞ্চ বৈষ্ণবোপনিষদুক্ত আচরণ সম্পন্ন। যাহা যাহা শ্রীভাগবতোক্ত বৈকুণ্ঠ বর্ণনে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎসেবানুরক্তমন পঞ্চকাল—অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, অধ্যয়ন, সমাধি—এই পঞ্চকালিক অনুষ্ঠান রত ভক্তবৃন্দ পরিশোভিত।।২৭।।

মথুরাধাম

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে।।২৮
"মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভবতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া।।২৯

টীকা

সুবর্ণ খচিতরত্নবদ্বিরাজমানেষু অহো [illegible] কর্তব্য ইত্যাহুঃ—অহো ইতি পাদ্মপাতালখণ্ডে "জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম" উক্তি তামুদিশ্যাদিবারাহে প্যুক্তম্॥২৮

আদিবারাহ এব তত্ত্যাগেনান্যত্র নিবাসিনো [illegible] — যথা মথুরামিতি, সা চ ব্রহ্মস্বরূপেত্যাহ — [illegible] — [illegible] মধ্যে সাক্ষাদ ব্রহ্ম গোপালপুরী ইতি, [illegible]।।২৯

অনুবাদ

শ্রীমথুরা ধাম—আশ্চর্য মথুরা পুরী প্রেমসম্পদপূর্ণ, যাহা বৈকুণ্ঠ ধাম হইতেও শ্রেষ্ঠ। একদিন বাসদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয়।২৮

যে ব্যক্তি মথুরাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য তীর্থে প্রীতি করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি ভগবৎ মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে।২৯

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে – সুবর্ণখচিতরত্নের ন্যায় বিরাজমান এই পৃথিবীতে শ্রীভগবদ্ধাম সমূহে নিবাস অবশ্য কর্তব্য ইহাই বলিয়াছেন – অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ কারণ 'জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম' বৈকুণ্ঠে জন্মলীলা বাল্যলীলা নাই, মথুরাতে তাহা আছে এই উদ্দেশ্যেই আদিবারাহেও মথুরার মহিমা উক্ত হইয়াছে।২৮।

আদিবরাহ পুরাণেই মথুরামণ্ডল ত্যাগ করিয়া অন্যত্র নিবাস কারীর মূঢ়তা ও মায়ামোহিততা শ্রুত হয় – 'মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি। মথুরা মণ্ডলও ব্রহ্মস্বরূপই গোপালতাপনী শ্রুতিতে – [illegible] মধুপুরী মধ্যে মথুরা সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গোপালপুরী ২৯।

বৃন্দাবনধাম

"তস্মিন্ বৃন্দাবনে পুণ্যং গোবিন্দস্য নিকেতনম্ ।
তৎসেবক সমাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময়া ॥৩০॥
ভুবি গোবিন্দ বৈকুণ্ঠং তস্মিন্ বৃন্দাবনে নৃপ ।
যত্র বৃন্দাদয়ো ভৃত্যাঃ সন্তি গোবিন্দ লালসাঃ ॥"৩১

দ্বারকাধাম

সংবৎসরং বা ষন্মাসান্ মাসং মাসার্দ্ধমেব বা ।
দ্বারকাবাসিনঃ সর্বে নরা নার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ ॥৩২॥

টীকা

তস্মিন্নিতি দ্বয়ং স্কান্দে শ্রীনারদবাক্যং— পুণ্যং চারু সর্বজনচিত্তাকর্ষক ভূতমিতার্থঃ ॥৩০-৩১॥

সংবৎসরমিতি স্কান্দে, ভবন্তীতি শেষঃ। অত্রত্য নিত্যলীলায়াং "অন্তঃসমুদ্রে মনসা চরন্তং ব্রহ্মা ন্ববিন্দদ্দশ হোতারমর্ণে, সমুদ্রেঽন্তঃ কবয়ো বিচ-

অনুবাদ

শ্রীবৃন্দাবন ধাম—প্রসিদ্ধ শ্রীবৃন্দাদেবীর রক্ষিত পবিত্র বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের নিবাস। শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরিবেষ্টিত সেই স্থানে আমি নিত্য বাস করি ॥৩০॥

হে মহারাজ ! সেই বৃন্দাবন ভূমিতে গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ দর্শন করাইয়াছেন। যেথানে বৃন্দাদেবী আদি সখীগণ গোবিন্দ সেবা লালসায় সর্ব্বদা অবস্থান করেন ॥৩১॥

মূলানুবাদ—দ্বারকাধাম—স্কন্দপুরাণে—এক সম্বৎসর বা ছয়মাস বা একমাস বা অর্ধমাস বাসকারী নর-নারী সকলেই চতুর্ভুজ হয় ॥৩২।

স্কন্দপুরাণে শ্রীনারদবাক্য – শ্রীবৃন্দাবনে পুণ্য পবিত্র, চারু-সর্ব্বজনচিত্তাকর্ষক ॥৩০-৩১॥

টীকানুবাদ – দ্বারকাস্থিত নিত্যলীলাতে—"অন্তঃসমুদ্রে" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণও আহরণ কর্তব্য ব্রহ্মা স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে করিতে সমুদ্র মধ্যে দশজন

অযোধ্যা ধাম

চতুর্ধা চ তনুং কৃত্বা দেবদেবো হরিঃ স্বয়ম্ ।
তত্রৈব রমতে নিত্যং ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ ॥৩৩॥

শ্রীক্ষেত্রপুরী ধাম

অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাৎ দশযোজনম্ ।
দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্ ॥৩৪॥

টীকা

ক্ষন্তে মরিচীনাং পদমন্বিচ্ছন্তি বেধসঃ" ইত্যাদ্যা [illegible]

চতুর্ধেতি স্কান্দে, অযোধ্যা মাহাত্ম্যে ॥৩৩।

অহো ইতি ব্রাহ্মে, পুরুষোত্তমক্ষেত্র মুদ্দিশ্যোক্তম

অত্রৈতেষ্বপি স্বোপাসনাস্থানং তু বিশেষতঃ সর্বতোঽপ্যাধিক্যেন সেব্যং। শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ংভগবত্তয়া পরিপূর্ণত্বাৎ তৎস্থানং তু [illegible] ভবতি। বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ ভগবৎসন্দর্ভ—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভৌ দ্রষ্টব্যৌ ইতি দিক্ ॥৩৪॥

অনুবাদ

অযোধ্যাধাম – স্কন্দপুরাণে দেবদেব হরিস্বয়ই নিজ বিগ্রহকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া অযোধ্যাতে নিত্যকাল ভ্রাতৃগণের সহিত রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র লীলা করিতেছেন ॥৩৩॥

শ্রীক্ষেত্রপুরীধাম—ব্রহ্মপুরাণে আশ্চর্য শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য চতুর্দিকে দশযোজনস্থিত সকল প্রাণিকে স্বর্গস্থিত দেবগণ চতুর্ভুজ দর্শন করেন ॥৩৪॥

হোতাকে দর্শন করিলেন। সমুদ্র মধ্যে কবিগণ অন্বেষণ করিতেছেন, মরিচীগণের পদ অন্বেষণ করিতেছেন ॥৩২॥

চতুর্ধা ইতি স্কন্দপুরাণে অযোধ্যা মাহাত্ম্যে ॥৩৩

অহো ইতি ব্রহ্মপুরাণে পুরুষোত্তমক্ষেত্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন ॥৩৪

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং ধামতত্ত্বং নাম নবমং প্রকরণম্ ॥৯॥ × ॥ × ॥ × ॥

টীকা

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালা টীকায়াং ধামতত্ত্বং নাম নবম প্রকরণম্ ॥৯॥ × ॥ × ॥ × ॥

অনুবাদ

ইতি শ্রীমৎসুবিজ্ঞান রত্নমালাতে ধামতত্ত্ব নামক নবম প্রকরণ সমাপ্ত ॥৯॥ × ॥ × ॥ × ॥ × ॥

—:০:—

এইধাম সমূহ মধ্যে নিজ উপাসনা স্থানকে, বিশেষ করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে সেবা করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবানরূপে পরিপূর্ণহেতু তাঁর স্থান কিন্তু সকলেরই পূর্ণপুরুষার্থ প্রদ হইতেছেন॥ ইহার অধিক জানিবার ইচ্ছা থাকিলে শ্রীভগবৎ সন্দর্ভ ও শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ দর্শন করুন। ইহা দিক্ দর্শন মাত্র ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালা টীকানুবাদে ধামতত্ত্ব নামক নবম প্রকরণ ॥সমাপ্ত ॥৯॥

—•—

সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং
দশমং রত্নম্

অভক্ত গতিঃ

অথ শ্রীবিষ্ণুবিমুখানাং গতিমাহঃ।
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্যয়ঃ ॥ ১ ॥ বিষ্ণুধর্মে

টীকা

অথেতি পূর্বোক্ত দৃঢ়ী করণায়াস্য প্রারম্ভ ইতি জ্ঞেয়ম্ দ্বাবিতি বিষ্ণুধর্মে, এবং বিধানি অন্যত্রাপি দৃশ্যন্তে, পরমজ্ঞান নিদান মনুষ্য শরীর-প্রাপ্যাপি যে বিষ্ণুং ন সেবন্তে তে অসুরা এব, পশবোঽপি ত এব জ্ঞেয়াঃ তথা চ শ্রুতিঃ— পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা, স হি বিজ্ঞানে সম্পন্নতমো, বিজ্ঞাতং বদতি, বিজ্ঞাতং পশ্যতি, বেদ শ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ মর্ত্যেনামৃতমীপ্সতি এবং সম্পন্নঃ অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এব বিজ্ঞানমিতি ॥ ১ ॥

দশম রত্ন

অভক্ত গতি প্রকরণ

মূলানুবাদ—অনন্তর শ্রীবিষ্ণুবিমুখ জনগণের গতি বলিতেছেন - বিষ্ণুধর্ম— এই জগতে দুই প্রকার জীব সৃষ্টি আছে এক দৈব সৃষ্টি, অপর আসুর সৃষ্টি। শ্রীবিষ্ণুভক্তিপরায়ণ দৈব, তাহার বিপরীত শ্রীবিষ্ণুতে অভক্ত অসুর ॥ ১ ।

টীকানুবাদ—'অথ' অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য এই প্রকরণের আরম্ভ। দ্বাবিতি বিষ্ণুধর্মে। এইরূপ বাক্য সমূহ অন্যপুরাণাদিতেও দৃষ্ট হয়। পরম জ্ঞান লাভের নিদানস্বরূপ মনুষ্য শরীর পাইয়াও যাহারা শ্রীবিষ্ণুর সেবা করে না, তাহারা অসুরই, তাহারাই পশু জানিবে॥ ঐরূপ শ্রুতি - মনুষ্য দেহে আত্মার চৈতন্যের সম্পূর্ণ বিকাশ, মনুষ্যই বিশিষ্ট জ্ঞান ও ভক্তিতে সম্পন্নতম, জ্ঞাততত্ত্ব বলে, বিজ্ঞান দর্শন করে, আগামী বিষয় জানিতে পারে, সৌরজগতের বিষয় জানে, এই নশ্বর দেহ দ্বারা অনশ্বর ভগবানকে

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ২ ॥
(ঈশাবাস্য ৩)

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥৩॥
(কঠ ১।২।৬)

টীকা

অসূর্য্যা ইতি ঈশাবাস্যোপনিষদি, অসুরাণামিমে অসূর্য্যা লোকাঃ স্থানানি ইদমর্থে যচ্ছান্দসঃ অসুরস্য স্বমিতি সূত্রাৎ, নামেতি প্রসিদ্ধ জ্ঞাপনায়। অন্ধেন তমসা মহতাঽজ্ঞানেনাবৃতাঃ ন কদাচিদপি তেষু বিবেকলাভ ইত্যর্থঃ, প্রেত্য মৃত্বা আত্মহনঃ শ্রীহরিবৈমুখ্যেনাত্মাপহ্নব-কর্ত্তার ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ

ঈশাবাস্য শ্রুতিতে (৩)—অসূর্যা নামক সেই লোকসমূহ গাঢ় অন্ধকার দ্বারা আবৃত। মৃত্যুর পর তাহারাই ঐ সকল লোকে গমন করে, যাহারা আত্মঘাতী ব্যক্তি। ২ ॥

কঠ শ্রুতি (১।২।৬) সংসারে আসক্ত চিত্ত ও ধনাদিমোহে সমাচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোক সম্বন্ধীয় সাধন প্রকটিত হয় না। কেবল এই দৃশ্যমান লোকই আছে, পরলোক নাই—এই রূপ মনে করিয়া মানুষ পুনঃ পুনঃ মনুষ্য জীবন লাভ করিয়া মৃত্যুর অধীনতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

পাইতে ইচ্ছা করে। ইহাই মনুষ্যদেহের সম্পদ। ইহার বিপরীত যাহারা তাহারা পশুসদৃশ ক্ষুধা পিপাসাই জানে ॥ ১ ॥

'অসূর্যা' ইতি ঈশাবাস্য উপনিষদে—অসুরগণের এইলোক 'অসূর্যা' 'অসুরস্য স্বমিতি' (৪ ৪ ১২৩) পাঃ সূত্রানুসারে, নাম অর্থাৎ প্রসিদ্ধ স্থান মহা অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, কোনদিনই তাহাদের বিবেক লাভ হইবে না, প্রেত্য—মৃত্যুর পর, আত্মহনঃ—শ্রীহরিবিমুখ হেতু আত্মার আপলাপ বা অস্বীকারকারী-গণও ঐ লোকে গমন করে ॥ ২ ॥

(ঋক্ ১০।৮২।৭—যজুঃ ১৭।৩১, নিরুক্ত ১৪।১০)

ন তং বিদাথ য ইমা জজানা, অন্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ॥ ৪ ॥

টীকা

নেতি কঠবল্ল্যাং, সাম্পরায়ঃ শ্রীহরিলোকঃ তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ সৎকর্ম্ম জ্ঞানাদিশ্চ সবালমজ্ঞং প্রতি ন ভাতি, মূঢ় [illegible], অতএব [illegible] বিত্ত-সক্তং, ন কেবলমেতাবদেব, কিন্তু বিপরীতদর্শী চ স ইত্যাহ—অয়ং মদ্ধারণা-ধারভূতো লোকোঽস্তি, নতু পর ইতি মানী, অতস্তদনুগুণং পাপমাচরন্ পুনঃ পুনরুৎপত্তি-মৃত্যুযোগেন যমস্য তে বশমাপদ্যন্তে ইতি নচিকেতসঃ প্রত্যুক্তিঃ ॥৩॥

ন তমিতি—(ঋক্ ১০।৮২।৭, যজুঃ ১৭।৩১, নিরুক্ত ১৪।১০) হে জল্পাঃ তার্কিকাঃ, হে উক্থশাসঃ কর্ম্মঠাঃ যূয়ং তং ন বিদাথ ন জানীথ, তং কমিতি? অপেক্ষায়ামাহ—যো হরিরিমাঃ প্রজা জজান উৎপাদয়ামাস। কুতো ন জানী-মস্তত্রাহ—যুষ্মাকমন্তরং চিত্তমন্যদ্ বিপরীতং বভূব, কেন তদ্বৈপরীত্যমভূৎ

অনুবাদ

ঋক ১০।৮২।৭, যজুর্বেদ ১৭।৩১ নিরুক্ত (১৪।১০) মাধ্যন্দিনীয়ে—হে তার্কিকগণ, হে কর্ম্মীগণ তোমরা পরব্রহ্মকে জান না, যে শ্রীহরি এই সকল প্রজা উৎপাদন করিয়াছেন। তোমাদের চিত্ত বিপরীতমুখী হইয়াছে, নীহার অর্থাৎ মহা অজ্ঞান দ্বারা, অতএব আপনারা কেবল আহার বিহার লইয়াই বিচরণ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

'নেতি' কঠবল্লীতে (১।২।৬), সাম্পরায় শ্রীহরিলোক, তাহা প্রাপ্তির উপায় সৎকর্ম্ম জ্ঞানাদিও, তাহা বাল—অজ্ঞের নিকট প্রকাশিত হয় না, মূঢ়—আচ্ছন্ন দৃষ্টি, অতএব প্রমাদগ্রস্ত বিষয়াসক্ত, কেবল ইহাই নয় কিন্তু বিপরীত-দর্শীও সেই ব্যক্তি। ইহাই বলিতেছেন—এইলোক আমার ধারণার আধার-রূপ লোক আছে, কিন্তু পরলোক নাই—এইরূপ মনে কারী, অতএব তদনুরূপ পাপ আচরণকারী পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু যোগে তাহারা যমরাজের বশীভূত হয়, ইহা নচিকেতার প্রতি যমরাজের উক্তি ॥ ৩ ॥

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ ।
তেষামশান্ত-কামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্ ॥ ৫ ॥
(ভা ১১।৫।১)

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৬ ॥

টীকা

তত্রাহ—নীহারেণ তমসা মহাজ্ঞানেনেত্যর্থঃ, অতো ভবন্তঃ কেবল মসুতৃপঃ সন্তঃ চরন্তি বর্তন্ত ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানেন যুষ্মাকং জীবনং ধিগিতি শ্রুত্যাক্রোশ ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

অস্যা আদাবারামস্থেতি পাঠো দৃশ্যতে, তত্রাস্থ জীবস্থ সম্বন্ধিন মারাম-মিত্যর্থঃ॥ তং পরমাত্মান মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীভাগবতে (১১।৫ ১) শ্রীনিমি মহারাজ নবযোগেন্দ্রকে বলিলেন —হে আত্মবিদ্‌গণের মধ্যে উত্তম আপনারা বলুন—প্রায়শঃ যে সকল ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীহরিকে ভজন করে না, সেই অজিতেন্দ্রিয় কামনাপরবশ ব্যক্তিগণের গতি কি হইবে ॥ ৫ ॥

শ্রীচমস যোগেন্দ্র বলিলেন- হে রাজন্ বিরাট পুরুষ ভগবানের মুখ বাহু উরু ও চরণ হইতে ক্রমে সত্ত্বগুণে বিপ্র, সত্ত্ব রজোগুণে ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণে

টীকানুবাদ—ন তমিতি (ঋক্‌বেদে ১০৮২।৭, যজুঃ ১৭৩১) অতএব বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান দ্বারা তোমাদের জীবনকে ধিক্ ইহা শ্রুতির আক্রোশ ॥ ৪ ॥

'ভগবন্তং' ইত্যাদি তিনটি শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতীয় (১১।৫ ১-৩) টীকা শ্রীস্বামিচরণের দ্রষ্টব্য— শ্রীহরিভক্তগণ বিঘ্নের মস্তকে পদ রাখিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হন বলা হইয়াছে, অভক্তগণের বিঘ্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের কি গতি ? এই আশয়ে নিমি মহারাজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন - হে আত্মবিৎশ্রেষ্ঠ যোগীন্দ্রগণ যাহারা অজিতেন্দ্রিয় অতএব অশান্তকামীগণের কি নিষ্ঠা কি প্রাপ্য ॥ ৫ ॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ । ৭॥ (ভা ১১।৫।৩)
অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ, স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ ।
দংদম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া, অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৮ ॥
(কঠ ১।২।৫)

টীকা

ভগবন্তমিত্যাদিত্রয়ং ভাগবতীয়ং টীকা তু তত্রৈব দ্রষ্টব্যা ॥ ৬-৭ ॥

অবিদ্যায়ামিতি – কঠবল্ল্যাং (১।২।৫), অবিদ্যায়ামন্তরে অজ্ঞানমার্গে

অনুবাদ

বৈশ্য ও তমোগুণে শূদ্র. ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমের সহিত পৃথক্ পৃথক্ চারিটি বর্ণ জাত হইয়াছে। এই ভজনীয় ভগবানের ভজন ব্যতীত তাহাদের দুর্গতি ॥ ৬

এই চতুর্বর্ণাশ্রমীদের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ নিজের উৎপত্তির কারণ ঈশ্বরকে অজ্ঞানহেতু ভজন করে না, আর জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা কৃতঘ্ন নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥৭॥

মূলানুবাদ—কঠোপনিষদে (১।২।৫) যাহারা অবিদ্যার মধ্যে কাম্য বস্তুর দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া আমরা নিজেরাই প্রজ্ঞাবান্ বুদ্ধিমান, আপনাদিগকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া মনে করে সেই সকল মূঢ় অতিশয় কুটিল বিবিধ নিম্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া পরিভ্রমণ করে। যেমন অন্ধেরই দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্ধগণ ভ্রমণ করে, মুণ্ডক উপনিষদেও এই প্রমাণ আছে (১।২।৮) ॥ ৮ ॥

শ্রীচমস যোগীন্দ্র—জগতের পিতা, অতএব নিজ পিতা গুরু ভগবানের অনাদর হেতু গুরুদ্রোহে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

ইহাদের মধ্যে যাহাদের অজ্ঞতা হেতু ভজন করে না, আর যাহারা জানিয়াও অবজ্ঞা করে। নিজের উৎপত্তি যাহা হইতে তাঁহাকে ভজন না করিলে কৃতঘ্নতা দোষও হয় এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহার মধ্যে যাহারা অজ্ঞ তাহারা ভক্তগণের অনুগ্রহের পাত্র। যাহারা অল্প জ্ঞান লাভ করিয়া দুষ্ট পণ্ডিত হইয়াছেন, তাহারা দুশ্চিকিৎস্য হেতু উপেক্ষার পাত্র ॥ ৭ ॥

কুলাচার-বিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তি-জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রশস্তঃ সর্বলোকানাং ন তুষ্টাদশবিদ্যকঃ ॥
ভক্তিহীনো দ্বিজঃ শান্তঃ সজ্জাতি ধার্মিকস্তথা ॥ ৯ ॥
বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ১০ ॥

টীকা

বর্তমানাঃ স্থিতাঃ স্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ সর্বশাস্ত্র নিপুণা বয়মিত্যভিমানিনঃ, দংদ্রম্যমানা অতিকুটিলামনেকবিধাং গতিং গচ্ছন্তঃ, পরিযান্ত পুনঃ পুনঃ সংসারসাগরে ইতস্ততো ভ্রমন্তি নিশ্চলা ন তিষ্ঠন্তিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কুলেতি স্কান্দে শ্রীনারদবাক্যং, অত্র পরস্য নিন্দনার্থং পূর্ব্বস্যোৎকর্ষেণ বিন্যাসঃ ॥ ৯ ॥

'বিষ্ণুভক্তি' ইতি বৃহন্নারদীয়ে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—স্কন্দপুরাণে—কুলাচারবিহীন হইয়াও যদি শ্রীহরিতে দৃঢ়ভক্তিমান্ ও জিতেন্দ্রিয় হয়, সর্ব্বলোকের প্রশংসনীয় হয়, কিন্তু অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী ভক্তিহীন দ্বিজ শান্ত সজ্জাতি ধার্মিক ব্যক্তিও সেইরূপ প্রশংসনীয় নহে ॥৯॥

বৃহন্নারদীয়ে—যাহারা বিষ্ণুভক্তিবিহীন তাহারা চণ্ডাল বলিয়া কীর্ত্তিত। চণ্ডালগণও হরিভক্তিপরায়ণ হইলে শ্রেষ্ঠ ॥ ১০ ।

অবিদ্যায়াম্ ইতি কঠোপনিষদে (১।২।৫) অজ্ঞান মার্গে স্থিত, নিজেই প্রাজ্ঞ পণ্ডিতমানী, আমরা সর্বশাস্ত্র নিপুণ এইরূপ অভিমানযুক্ত অতি কুটিল অনেক প্রকার গতি লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসার সাগরে ইতস্তত ভ্রমণ করে। নিশ্চল হইয়া থাকে না ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—কুলেতি স্কন্দপুরাণে শ্রীনারদ বাক্যে - পরবর্তী পংক্তির নিন্দার জন্য পূর্ববর্তী পংক্তির উৎকর্ষ দ্বারা বিন্যাস ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুভক্তি ইতি বৃহন্নারদীয়ে ॥ ১০ ॥

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥ ১১ ॥
বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে। (স্কান্দ)
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥ ১২ ॥
বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যং দেবমুপাসতে।
ত্যক্তামৃতং সমূঢাত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্ ॥ ১৩ ॥

ভারতে –

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি ॥ ১৪ ॥

টীকা

শ্বপচোপীতি নারদীয়ে ॥ ১১ ॥

বাসুদেবমিতি স্কান্দে ব্রহ্মনারদ সংবাদে, পরিত্যজ্য—সর্বতোভাবেন ত্যক্ত্বা স্বপ্নেঽপি তং নোপাসত ইত্যর্থঃ ॥১২॥ বাসুদেবমিতি তত্রৈবান্যত্র ॥১৩

অনুবাদ

নারদীয় পুরাণে—হে মহারাজ ! বিষ্ণুভক্ত শ্বপচ ও দ্বিজ হইতে অধিক। বিষ্ণুভক্তিবিহীন যতিও শ্বপচাধম ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ—স্কন্দপুরাণে—শ্রীবাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবকে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিজ মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালিনীকে বন্দনা করে ॥ ১২ ।

বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যদেবকে উপাসনা করে, সেই মূঢ় অমৃতকে ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ পান করে ॥ ১৩ ॥

ভারতে—যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া মোহবশতঃ অন্যকে

টীকানুবাদ—শ্বপচোঽপি—নারদীয়ে ॥ ১১ ॥

বাসুদেবমিতি স্কান্দে ব্রহ্মনারদ সংবাদে, পরিত্যজ্য—সর্বভাবে ত্যাগ করিয়া স্বপ্নেও বাসুদেবকে উপাসনা করে না ॥ ১২ ॥

বাসুদেবমিতি- স্কন্দপুরাণে অন্যত্র। ১৩ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

প্রাপ্যাপি দুর্ল ভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্ ।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্ ॥১৫॥
অশীতিং চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু ।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্মপর্যয়াৎ ॥ ১৬ ॥
তদপ্যফলতাং যাতং যেষামাত্মাভিমানিনাম্ ।
বরাকানামনাশ্রিত্য গোবিন্দ চরণদ্বয়ম্ ॥ ১৭ ॥

মহাভারতে—

মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টি-সংহারকারকম্ ।
যো নার্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥১৮॥

টীকা

যস্থিতি—ভারতে, মোহাৎ অজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

তেষাং জীবনমপি বৃথেত্যাহ—প্রাপ্যাপীতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, জীবজাতিষু অশীতি চতুরশ্চৈব তান্ লক্ষান্ ভ্রমদ্ভিরিত্যন্বয়ঃ, পর্যয়াৎ প্রত্যেক ভ্রমণ ক্রমাৎ ॥ ১৫-১৭ ॥

অন,বাদ

উপাসনা করে, সে ব্যক্তি স্বর্ণরাশিকে পরিত্যাগ করিয়া ভস্মরাশিকে পাইতে ইচ্ছা করে ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তে—দেবগণ বাঞ্ছিত দুর্ল ভতর মনুষ্য জন্ম পাইয়াও যাহারা শ্রীগোবিন্দ চরণ আশ্রয় করিল না, তাহারা আত্মাকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করিল । ১৫ ॥

চুরাশী লক্ষ জীবজাতির মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে জন্মের ফেরে মানুষ জন্ম লাভ করিয়া তাহাও নিষ্ফল হইল, যাহারা ক্ষুদ্র আত্মাভিমানী হইয়া শ্রীগোবিন্দ চরণদ্বয় আশ্রয় না করিল ॥ ১৬-১৭ ॥

যস্থিতি—ভারতে, মোহহেতু —অজ্ঞানহেতু ॥ ১৪ ॥

প্রাপ্য ইতি—ব্রহ্মবৈবর্তে, তাহাদের জীবনও বৃথা। জীবজাতিমধ্যে চৌরাশি লক্ষ প্রত্যেকটি ভ্রমণ ক্রমে । ১৫-১৭ ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

হরিপূজা বিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথা ।
দ্বিজ-গো-বিদ্বেষিণশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥১৯॥

বাসনাভাষ্যে—

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসার বাসনাম্ ।
যোগিনো বৈ ন লিপ্যন্তে কর্মভির্ভগবৎপরাঃ ॥২০॥

গারুড়ে—

অন্তংগতোঽপি বেদানাং সর্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি ।
যো ন সর্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্ ॥ ২১ ॥

টীকা

মাতৃবদিতি—মহাভারতে ॥ ১৮ ॥ হরিপূজেতি বৃহন্নারদীয়ে ॥ ১৯ ॥

জীবন্মুক্ত ইতি—বাসনাভাষ্যে, জীবন্মুক্তা ইত্যত্রাপি কর্ম্মভিরিত্যন্বয়ঃ ।২০।

অন্তংগতমিতি গারুড়ে ॥ ২১ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—মহাভারতে—যিনি মাতার ন্যায় পরিপালন করিতেছেন এবং এই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন, সেই দেবদেব শ্রীনারায়ণকে অর্চন না করিল, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক জানিবে ॥ ১৮ ॥

বৃহন্নারদীয়ে—যাহারা শ্রীহরিপূজা বিহীন হইয়া বেদবিদ্বেষী এবং দ্বিজ ও গো বিদ্বেষী তাহারা রাক্ষস বলিয়া কথিত ॥ ১৯ ॥

বাসনাভাষ্যে—জীবন্মুক্ত জ্ঞানীগণও কখন সংসারবাসনা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভগবৎপরায়ণ ভক্তিযোগিগণ কখনও কর্ম্মসমূহে লিপ্ত হন না ॥ ২০ ॥

গরুড় পুরাণে—বেদসমূহ অধিগত হইয়া এবং সর্বশাস্ত্রবিদ্ হইয়াও যিনি সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিতে ভক্ত নন, তাহাকে পুরুষাধম জানিবে ॥ ২১ ॥

'মাতৃবৎ' ইতি মহাভারতে ॥ ১৮ ॥ হরিপূজেতি বৃহন্নারদীয়ে ॥ ১৯ ॥

জীবন্মুক্ত ইতি—বাসনাভাষ্যে ॥২০॥ অন্তংগতমিতি—গারুড়ে ॥২১॥

বৃহদা—(৪।৪।১১)

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ॥
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ ॥২২॥
প্রাপ্যং তং কর্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যঘম্।
তস্মাল্লোকাৎপুনরেত্য অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে ॥ ২৩ ॥
ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং দশমং প্রকরণম্ ॥

॥ X ॥ X ॥১০॥ X ॥ X

টীকা

অনন্দা ইতি—বৃহদারণ্যকে, অনন্দাঃ সুখশূন্যাঃ, অবিদ্বাংসঃ তত্ত্বজ্ঞান শূন্যাঃ, শ্রীভগবদ্ভজন বিমুখা ইত্যর্থঃ। অবুধ ইতি বিষয়ভোগ নিপুণা ইত্যর্থঃ ॥২২।

স্ফুটমন্যৎ ॥ ২৩ ॥

দিগ্দর্শন মাত্রমিদম্ ॥ ইতি দশমঃ ॥১০॥ X ॥

—•—

অনুবাদ

বৃহদারণ্যকে—আনন্দবিহীন 'অনন্দা' নামক লোকসমূহ গাঢ় অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন সেই সমুদয় লোকে তাহারা মরিয়া গমন করে, অবিদ্বানগণ, আর যাহারা অবুধ জন ॥ (ঈশোপনিষৎ ৩য় মন্ত্র) ॥ ২২ ॥

এইলোকে যে কিছু পাপকর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের প্রাপ্য ফলে লোকান্তর গমন করে, পুনরায় সেই লোক হইতে আসিয়া সেই লোকের কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম করে ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালাতে দশম অভক্ত গতি প্রকরণ মূলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

অনন্দা ইতি বৃহদারণ্যকে, অনন্দা—সুখশূন্যা, অবিদ্বান্—তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভজন বিমুখ, অবুধ—বিষয়ভোগনিপুণ ॥ ২২ ॥

অন্যটি স্পষ্ট ॥ ২৩ ॥ ইহা দিগ্দর্শন মাত্র ॥

ইতি দশম প্রকরণ অভক্ত গতি সমাপ্ত ॥১০॥ X ॥ X ॥ X ॥ X ॥ X ॥

—০—

সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং

একাদশ রত্নম্

কালতত্ত্ব-প্রকরণম্

অথ কালতত্ত্বং দর্শয়ন্ত্য আহুঃ।—

অথ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কাল ইতি। অথ যানি অনিত্যানি প্রাণঃ শ্রদ্ধা ভূতানি ভৌতিকানীতি। যানি হ বা উৎপত্তিমন্তি তানি অনিত্যানি, যানি হ বা অনুৎপত্তিমন্তি তানি নিত্যানি, নহ্যেতানি কদাচনোৎপদ্যন্তে, ন বা লীয়ন্তে পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কাল ইতি ॥১॥ ভাল্লবেয় শ্রুতি মধ্বভাষ্যে ২।৩।৪ ব্রঃ সূঃ)

টীকা

অথেতি—কালস্তু মায়াবৃত্তি-বিশেষরূপেণ, পুরুষ-চেষ্টাত্মকরূপেণ চ দ্বিবিধঃ। স চ স চ নিত্য এবেত্যাহুঃ। অথেতি—ভাল্লবেয়ে, অথাদি দ্বিতীয় কালশব্দ পর্যন্তা শ্রুতিরিয়ং স্পষ্টার্থা ॥১॥

একাদশ রত্নম্

কালতত্ত্ব-প্রকরণম্

মূলানুবাদ—অনন্তর কালতত্ত্ব প্রদর্শন করিতে প্রমাণ বলিতেছেন শ্রুতিগণ—ভাল্লবেয় শ্রুতি (ব্রঃ সূ ২ ৩।৪ মধ্বভাষ্য ধৃতা) অনন্তর নিত্য পদার্থ সমূহ—পুরুষ প্রকৃতি আত্মা কাল—ইহারা। ইহার পর যাহারা অনিত্য—প্রাণ শ্রদ্ধা ভূতগণ ও ভৌতিক পদার্থ সমূহ। যাহারা উৎপত্তিমান তাহারা অনিত্য, যাহারা উৎপত্তিহীন তাহারা নিত্য। এ সকল পদার্থ কখনও উৎপন্ন হয় না, লয়ও হয় না পুরুষ প্রকৃতি আত্মা কাল ॥১॥

টীকানুবাদ—'অথেতি' কাল কিন্তু দুইভাবে প্রকাশিত। মায়াবৃত্তি বিশেষ রূপে ও পুরুষ চেষ্টা রূপে। উভয়রূপই নিত্য। 'অথ' ইতি ভাল্লবেয় শ্রুতি—স্পষ্টার্থ ॥১॥

এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য হ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥২
প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্।
অহংকার বিমূঢ়স্য কর্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ ॥৩॥

টীকা—

এতাবানিতি তৃতীয়স্থ বাক্যদ্বয়ং. তত্র যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ প্রকৃতেরেবা বস্থাবিশেষোঽতো ন তত্ত্বাধিক্যমিত্যেকে। যঃ পুরুষ কালঃ স এব পঞ্চবিংশকো জীবশ্চ তদংশাবেবোভৌ ন ততো ভিন্নৌ তত্ত্বসংখ্যায়ামিত্যর্থঃ। তথৈবাহ—প্রভাবমিতি তৎপ্রভাবরূপত্বাৎ ন ততো ভিন্নঃ কালোঽপ্যতো ন তত্ত্বাধিক্যমিত্যেকে। এতন্মতং তু পূজ্যানাং সম্মতং তদ্ব্যাখ্যানুগত্বাৎ তত্র পূর্বস্তু ভূত ভবিষ্যদ্ বর্তমান-যুগপৎ-চির-ক্ষিপ্রাদি ব্যবহার হেতুঃ ক্ষণাদি

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৬।১৫-১৬) সগুণ ব্রহ্ম হইতে এই চব্বিশ সংখ্যক তত্ত্ব সন্নিবেশ আমি বলিলাম। এতদ ভিন্ন যে 'কাল' তাহা পঞ্চবিংশ তত্ত্ব ॥২॥

কেহ কেহ কালকে পুরুষের প্রভাব বলেন, যাহা হইতে এই জগতের ভয় এবং অহংকার বিমূঢ় হইয়া যাহারা প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করিতে ইচ্ছুক ॥৩॥

এতাবানিতি শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধোক্ত বাক্যদ্বয়, তন্মধ্যে যে কাল পঞ্চবিংশ তত্ত্ব, তাহা প্রকৃতিরই অবস্থা বিশেষ, অতএব তত্ত্ব সংখ্যার আধিক্য হইবে না—ইহা কেহ বলেন। আর যে পুরুষকাল, তাহাই পঞ্চবিংশ ও জীব। তাহার অংশই উভয়, তাহা হইতে ভিন্ন নয় তত্ত্ব সংখ্যায়॥ সেইরূপই বলিতেছেন—প্রভাবমিতি—তাহার প্রভাবরূপহেতু তাহা হইতে ভিন্ন নয় কাল, অতএব তত্ত্বসংখ্যায় আধিক্য নহে। এই মতই পূজনীয় প্রাচীন আচার্যগণের অভিমত, তাহাদের ব্যাখ্যার অনুগতহেতু। তন্মধ্যে মায়া বৃত্তি বিশেষ কাল—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান-যুগপৎ-চির-ক্ষিপাদি ব্যবহারের কারণ এবং ক্ষণাদি পরার্ধ পর্যন্ত চক্রবৎ পরিবর্তমান, প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ, জড়দ্রব্য বিশেষ।

ন যত্র কালো নিমিষাং ন বেদ ইতি ॥৪॥ (ভা ৮।১২।৪৪)
ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভুরিতি ॥৫॥
প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কাল-বিক্রমঃ ॥৬॥ (২।৯।১০) ইতি ॥

স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্ম-যোনি, জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ, সংসারবন্ধ-স্থিতি মোক্ষহেতুঃ ॥৭॥

টীকা

পরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎ পরিবর্তমানঃ প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো জড়ো দ্রব্য বিশেষঃ পরস্তু ততোঽভিন্নো ভিন্নবৎ শ্রূয়মানোস্মদীয় মানশ্চ সচৈতন্যরূপ এবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥২—৩॥

তত্র পূর্ব্বং দর্শয়তি—ন যত্রেত্যাদি বাক্যত্রয়ং ভাগবতীয়ং অন্যানি বহূনি তত্র তত্র চ সন্ত্যেব ॥৩।—৬।

অনুবাদ

(৮।১২।৪৪ ভাঃ) যে স্থানে 'কাল' প্রবেশ করে না ॥৪॥

(ভাঃ ১।১১।৬) যেস্থানে কালপ্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, সেই পরম প্রভু ॥৫॥

(ভাঃ ২।৯।১০) যে বৈকুণ্ঠধামে রজ ও তমোগুণ এবং রজস্তমোমিশ্র সত্ত্বগুণ প্রবর্তিত হয় না, এমন কি কালের বিক্রমও প্রবেশ করে না ॥৬॥

(শ্বেঃ ৬।১৬) বিশ্বকর্তা ও বিশ্ববেত্তা স্বয়ম্ভু সর্বজ্ঞ, কালের প্রভু, যিনি প্রধান ও জীবাত্মার পালক, যিনি সত্ত্বাদি গুণের অধীশ্বর এবং যিনি সংসার বন্ধন, সংসারে স্থিতি ও সংসার মোক্ষের কারণ ॥৭॥

দ্বিতীয় পুরুষ প্রভাবরূপে পুরুষ হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্নবৎ শ্রূয়মান শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণিত সচেতন রূপই জানিবে ॥২—৩॥

মধ্যে প্রথম মায়াবৃত্তি কাল দেখান হইতেছে—ভাঃ ন যত্রেত্যাদি—বাক্য তিনটি শ্রীমদ্ভাগবতীয়. অন্যবহুবাক্য শ্রীমদ্ভাগতে আছেই ॥৩-৬॥

ন তত্র চন্দ্রার্কবপুঃ প্রকাশতে ন বান্তি বাতা ন চ যান্তি দেবতাঃ।
তত্র দেবঃ ক্রতুভির্ভূতভাবনঃ স্বয়ং বিভূত্যা বিরজঃ প্রকাশতে ॥৮॥
ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥৯॥

টীকা

পরং চ দর্শয়তি— স ইতি শ্বেতাশ্বতরে (৬।১৬) অত্র প্রকৃতি গুণ কালস্য কালো নিয়ামকঃ, স্বয়ং কালরূপ ইতি স্ফুটং লভ্যতে, তেন চাভেদঃ স্ফুট এবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥৭॥

ন তত্রেতি -মুণ্ডকে। ন তত্রেতি কঠবল্ল্যাং, অত্র বাক্যদ্বয়ে প্রাকৃত-দেবাদীনাং নিষেধেনাপ্রাকৃতানাং স্বতো লাভস্তেন চাপ্রাকৃত কালোঽপি স্বয়মুপ-লভ্যতে, তথৈব 'তস্যভাসা' ইত্যনেন কালপর্যন্ত সর্বলীলোচিত—বস্তুজাতং

অনুবাদ

(মুণ্ডক (২।২।১০-১১) ব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীভগবদ্ধামে চন্দ্র সূর্য শরীর প্রকাশিত হয়না, বায়ু প্রবাহিত হয় না, প্রাকৃত দেবগণ যায় না, যেখানে পরমেশ্বর যজ্ঞ সমূহ দ্বারা জগতের মঙ্গল বিধায়ক। এবং স্বয়ং বিভূতি সহ নির্মল জ্যোতিরূপে প্রকাশিত ॥৮॥

সূর্য সেই ধামকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র ও তারকাগণও নহে, এই সকল বিদ্যুৎ ও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এই অগ্নি আর কিরূপে প্রকাশ করিবে। দেদীপ্যমান বলিয়াই তাঁহার দ্বারা নিখিলজগৎ দীপ্তিমান্ হয়, তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমুদয় বিবিধরূপে প্রকাশ পায় ॥৯॥

দ্বিতীয় পুরুষ প্রভাবরূপ কালও দেখান হইতেছে—স ইতি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (৬।৬) এস্থলে প্রকৃতি গুণকালের নিয়ামক কাল, ঈশ্বর স্বয়ংকাল-রূপ—ইহা স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে, এবং ঈশ্বর সহ অভেদ স্পষ্ট ॥৭॥

ন তত্রেতি—মুণ্ডকে, ন তত্রেতি কঠবল্লীতে। এস্থলে দুইটি বাক্যে প্রাকৃত দেবাদির নিষেধ দ্বারা অপ্রাকৃত দেবগণের স্বাভাবিক বিদ্যমানতা এবং তাহার সহিত অপ্রাকৃত কালও স্বাভাবিক পাওয়া যায়। সেই রূপ 'তস্য ভাসা' ইহা

কালং চরন্তং সৃজতীশ আশ্রয়ং প্রধান পুংভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ।
য এষ রাজন্নপি কাল ঈশিতা, সত্ত্বং সুরানীকমিবৈধয়ত্যতঃ ॥১০॥
যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো, চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদি-বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥১১॥

টীকা

সূচিতমিত্যনেন ভেদোঽপি বিস্ফুট এব। তথৈব গৌতমীয়ে—"সমানোদিত-চন্দ্রার্কমি"তি বৃন্দাবন বিশেষণম্ ॥৮-৯॥

অতএব কালপারতন্ত্র্যং বারয়ন্ শ্রীশুকঃ, কালস্যাপি কারণং ত্বমত—কালমিতি, সৃজতি বহিরঙ্গ শক্তি বৃত্তিরূপত্বাৎ নিত্যমপি তং সৃষ্ট্যর্থং প্রেরয়তি। তদনন্তরং স্বকার্যত্বেন লোকেষু খ্যাপয়তি চেত্যর্থঃ ॥১০॥

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১।১১) শ্রীশুকদেব বলিতেছেন, হে মহারাজ পরিক্ষীত প্রধান ও পুরুষকে নিমিত্ত করিয়া সত্যকৃৎ অর্থাৎ অমোঘ কর্তা পরমেশ্বর প্রকৃতি পুরুষের সহকারীরূপে আশ্রিতকালকে স্বয়ংই সৃজন করেন। কাল, ঈশ্বরের চেষ্টারূপ, পরমেশ্বর কালের অধীন নহেন। যে এইকাল তাহা সত্ত্ব-গুণকে বৃদ্ধি করায়। অর্থাৎ কালশক্তি ক্ষুভিত হইয়া গুণত্রয়ের বৈষম্য ঘটে, সান্নিধ্য মাত্রে অধিষ্ঠাতাতে তাহা স্ফূর্তি পায়। ইহা দ্বারা রজস্তমোগুণী অসুরগণের প্রভাব হ্রাস পায় ॥১০॥

দ্বারা কালপর্যন্ত সর্ব লীলার উপযোগী বস্তু সকল সূচিত হইতেছে এবং প্রাকৃত দেবাদির সহিত অপ্রাকৃত দেবাদির ভেদ ও স্পষ্ট। সেইরূপ গৌতমীয় তন্ত্রে—"সমানোদিত-চন্দ্রার্ক" সমকালে চন্দ্রসূর্যের উদয় শ্রীবৃন্দাবনের বিশেষণ ॥৮-৯॥

অতএব শ্রীশুকদেবগোস্বামিচরণ পরমেশ্বরের কালাধীনতা বারণ করিতে গিয়া ঈশ্বরকে কালেরও কারন বলিতেছেন—কালমিতি—কালকে সৃজন করেন অর্থাৎ কাল বহিরঙ্গা শক্তির বৃত্তি বলিয়া নিত্য হইলেও সৃষ্টির জন্য তাহাকে প্রেরণ করিতেছেন। অতঃপর নিজকার্যরূপেও কালকে জগতে খ্যাপন করিতেছেন ॥১০॥

টীকা

যোঽয়মিতি—দশমে, অত্র যেন চেষ্টাত্মক কালেন বিশ্বং চেষ্টতে, নিমেষাদি বৎসরান্তো যঃ প্রকৃতিগুণঃ কালঃ সোঽপি চেষ্টতে। তত্র যোঽয়মিত্যনেন প্রত্যক্ষ-অঙ্গুলি নির্দ্দেশেন তস্মিন্ সময়ে শ্রীদেবকীদেব্যা সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত কালোঽনুভূত ইতি গম্যতে, তত্র মহীয়ান্ ইতি তু নিমেষাদি-বৎসারাবৃত্তৈব জ্ঞেয়ম্, নতু পূর্ব্বস্মাৎ শ্রেষ্ঠ্যাপেক্ষয়া। অত্র পূর্ব্বোঽংশঃ কালঃ স্বরূপশক্তেরেব বিলাসঃ, পরন্তু তদাভাসরূপ এবেত্যাভাস শক্তে র্ম্মায়ায়া এবান্তর্গত ইতি গোস্বামি ব্যাখ্যানে দৃশ্যতে। অন্যত্র চ 'তৎকালানুগুণ' ইত্যত্র তৎকালস্য তৎ প্রভাব লক্ষণ গুণস্যানুগত আভাসরূপো গুণোঽনুগুণো যস্য, যথা ভৃত্যস্যানুগতো অনুভৃত্য ইতি তৈরেব ব্যাখ্যাতম্ ॥১১॥

অনুবাদ

(ভাঃ ১০।৩।২৬) শ্রীদেবকী দেবীকৃতস্তবে—বিশ্বের প্রলয়ের হেতু যে কাল, হে প্রকৃতির প্রবর্তক প্রলয় পর্যন্ত তোমার যে চেষ্টারূপ লীলা পুনঃ পুনঃ বৎসরের পরিবর্তন দ্বারা মহান্ দ্বিপরার্ধ কালকে তোমার চেষ্টা বলেন তত্ত্ববিদ্‌গণ। সেই তোমার শ্রীচরণরূপ অভয়স্থানে আশ্রয় করি ॥১১॥

যোঽয়মিতি দশমে—যে চেষ্টারূপ কালদ্বারা বিশ্বকে সৃজন করিতেছেন। নিমেষাদি বৎসরান্ত যে প্রকৃতিগুণ কাল তাহাও ঈশ্বরের চেষ্টা। যে এই কাল' এই বাক্যদ্বারা প্রত্যক্ষ অঙ্গুলিনির্দেশ দ্বারা ঐ সময়ে শ্রীদেবকী দেবী সাক্ষাদ্ভাবে অপ্রাকৃত কালকে অনুভব করিতে ছিলেন! তন্মধ্যে মহান্ কাল' নিমেষাদি বৎসর রূপ চক্রকে ঘুরাইয়া জানা যায়, পূর্ব্ব হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ নহে এস্থলে পূর্ব্ব অংশকাল স্বরূপ শক্তিরই বিলাস। পরের অংশ তাহার আভাস রূপই অতএব আভাস শক্তি মায়ারই অন্তর্গত, ইহা শ্রীগোস্বামিপাদের ব্যাখ্যাতে দৃষ্ট হয়। অন্যত্রও 'তৎকালানুগুণ' সেই কালকে ঈশ্বরের প্রভাব রূপ গুণের অনুগত আভাসরূপ গুণ অনুগুণ যাহার। যেমন ভৃত্যের অনুগত ভৃত্য 'অনুভৃত্য' এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥১১॥

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদ্যাঃ ॥১২॥ (ছান্দোগ্যে ৬।২।১)
ন সোঽস্তি প্রলয়ো লোকে যত্র কালো ন ভাসতে ॥১৩॥
প্রধানং পুরুষং চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।
ক্ষোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ॥১৪॥
অব্যক্তং কারণং যৎতৎ প্রধানমৃষি সত্তমৈঃ।
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্ ॥১৫॥

টীকা

সদেবত্যাদ্যাসু আসীদিত্যনেন ব্যক্তমেব কালো লভ্যতে। ১২।

ন সোঽস্তীত্যাদ্যা দৃশ্যমানা অপি বিস্তর ভিয়া ন লিখ্যন্তে। অত্র কালচক্রেণ জগচ্চক্রমেব শ্রুতিস্মৃতিভ্যো জ্ঞায়তে, নিত্যো বিভুশ্চৈষ জ্ঞেয়ঃ। সর্ব্বনিয়ামকোঽপি পরমাত্মনিয়ম্যশ্চৈব ভবতীতি দর্শিতমেব, অতঃ তদ্বিভূত্যাদস্য প্রভাবো নাস্তীতি জ্ঞেয়ম্ ॥১৩॥

প্রধানমিতি বৈষ্ণবে, ব্যয়াব্যয়ৌ স পরিণামাবিত্যর্থঃ ॥ পরিণাম বির-

অনুবাদ

ছান্দোগ্যে (৬।২।১) হে সৌম্য! এই বিশ্ব, সৃষ্টির পূর্ব্বে সদ্রূপেই ছিল ॥১২

প্রলয়কালেও কালের প্রকাশ আছে। ১৩।

শ্রীহরি আত্ম ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রধান ও পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্থাৎ জড় ও চেতনকে ক্ষোভিত করাইয়া সৃষ্টি কার্যে উন্মুখ করিয়া এই বিশ্ব মহদাদি ক্রমে সৃষ্টি করেন ॥১৪॥

'সদেব' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'আসীৎ' এইপদ দ্বারা স্পষ্টই কাল পাওয়া যাইতেছে (ছান্দোগ্য ৬।২।১) ॥১২।

'নাসোঽস্তি' ইত্যাদি গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে লিখিত হইতেছেনা। এস্থলে কালচক্র দ্বারা জগচ্চক্রই শ্রুতি স্মৃতি সমূহ হইতে জানা যায়। এই কাল নিত্য এবং বিভু। এইকাল সর্বনিয়ামক হইয়াও পরমাত্মা কর্তৃক নিয়ম্য হয়—ইহাই প্রদর্শিত হইল। অতএব ভগবদ্ বিভূতিতে কালের প্রভাব নাই ॥১৩॥

অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ বিদ্যতে।
অব্যুচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে - সর্গস্থিত্যন্ত সংযমাঃ॥ ইত্যাদ্যাঃ
চৈষা দিক্. ॥১৬॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং কালতত্ত্ব নিরূপণং নাম
একাদশ প্রকরণম্. ॥১১॥ ×॥

টীকা

হাৎ নিত্যো জীবঃ। অনাদিরিতি আদ্যন্তবিরহান্নিত্যঃ কালঃ ॥১৪-১৬॥ ×॥

॥ ×॥ ইতি একাদশং প্রকরণম্ ॥ ×॥ ×॥

অনুবাদ

ঋষি শ্রেষ্ঠগণ সৎ ও অসৎ স্বরূপ অর্থাৎ কার্য ও কারণ শক্তিযুক্ত ও সদা একরূপ অব্যক্ত কারণকেই প্রধান বা সূক্ষ্ম প্রকৃতি বলিয়া থাকেন (বিষ্ণুপুরাণ ১।২।১৯) ॥১৫॥

কালরূপ ভগবান্ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যথাক্রমে প্রবাহ রূপে বলিতেছে। এইজন্য ইহা অব্যুচ্ছিন্ন (বিপুঃ ১২।২৬) ॥১৬ ইত্যাদি। ইহা দিক্‌দর্শন মাত্র॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায় কালতত্ত্ব নামক একাদশ প্রকরণ
মূলানুবাদ সমাপ্ত ॥১১।

"প্রধানম্" ইতি বিষ্ণুপুরাণে ব্যয় ও অব্যয় পরিণাম সহ পরিণাম না থাকায় নিত্য জীব। অনাদি অর্থাৎ আদ্যন্ত না থাকায় কাল নিত্য ॥১৬।

ইতি কালতত্ত্ব নামক একাদশ প্রকরণ টীকানুবাদ সমাপ্ত ॥১১

॥ ×॥ ×॥ ×॥ ×॥

—০—

দ্বাদশ রত্নম্

অথ কর্ম্মতত্ত্ব প্রকরণম্

অথ কর্মতত্ত্ব নিরূপয়ন্তীনাং শ্রুতীনাং প্রকারং দর্শয়ন্ প্রথমং সূত্রকারস্যাভিপ্রায়েণৈবাহ—(ব্র সূ ২/১/৩৪)
বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ১ ॥

টীকা

অথেতি – যৎকর্ম্ম শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ নিরূপয়ন্তি, তৎ খলু অশুভং শুভং চেতি দ্বিবিধম্, তদপি প্রকারবিশেষেণ বহুবিধং দৃশ্যতে, তচ্চ ক্রিয়ারূপং কৃতিসাধ্যমপি কৃতিমদনাদিসিদ্ধ্যা বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি-সিদ্ধমুক্তং, তত্র কেচিৎ বিবদন্তে—নন্ ঈশ্বর এব পাপং পুণ্যঞ্চ কর্ম কারয়তি, সুখদুঃখভাগী জনাশ্চ ভবন্তি, অতঃ ঈশ্বর প্রেরিতানাং জীবানাং তৎ তৎ করণে কো দোষঃ স্যাৎ? স্যাৎ চেৎ তদা

দ্বাদশ রত্ন
কর্মতত্ত্ব

অথ কর্মতত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে—

মূলানুবাদ—কর্মতত্ত্ব নিরূপণকারিণী শ্রুতিগণের কৌশল দেখাইতে গিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—(ব্রঃ সূ ২।১।৩৪)—সৃষ্টিকার্যে পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা নাই, জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ আছে বলিয়া, এইরূপ শ্রুতিবাক্যও আছে—ঈশ্বর সেই জীবকে সাধুকর্ম্ম করান, যাহাকে এইলোক হইতে উর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। তাহাকেই অসাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে এইলোক হইতে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্য বাসনা অনুসারে ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—অনন্তর যে কর্মকে শ্রুতি ও স্মৃতিসকল নিরূপণ করিতেছেন, তাহা অশুভ কর্ম ও শুভ কর্ম্ম ভেদে দ্বিবিধ। তাহাও প্রকার বিশেষ ভেদে বহুবিধ দৃষ্ট হয়। তাহাও ক্রিয়ারূপ কৃতিসাধ্য হইয়াও কৃতিমান জীব অনাসিদ্ধ হেতু বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি সিদ্ধ বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে কেহ কেহ বিবাদ

ন, কর্ম্মাবিভাগাৎ, ইতি চেন্নানাদিত্বাৎ ॥ ২ ॥ (ব্রসূ ২/১/৩৫)
নিয়মাচ্চ ॥ (ব্রসূ ৩/৪/৭)

টীকা

প্রয়োজক কর্তরি তস্মিন্ নির্দয়ালুত্বাদিকং কথং ন স্যাদিতি স্থিতান্ তান্ সমাধাতুমাহ—বৈষম্যেতি প্রয়োজক কর্তর্য্যপি পরেশে বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ নাস্তি, কুতঃ সাপেক্ষত্বাৎ. কর্ত্তুঃ কর্ম্মসাপেক্ষিত্বাৎ। প্রাণি কর্মানপেক্ষায়াং খলু বৈষম্যাদিকং স্যাৎ, ন তু তদপেক্ষায়াম্ ইত্যর্থঃ। তত্র প্রমাণমাহ- তথাহি ইতি. এষ এব সাধুকর্মকারয়তীত্যাদি, 'এষ ঈশ্বর এব যং জনমুন্নিনীষতে তং সাধুকর্ম কারয়তি' ইতি প্রাগ্ ভাবিকর্মানুসারী সন্নিত্যর্থঃ। ন চ তৎকর্মাপেক্ষাযামনীশত্বং শঙ্কনীয়ম্, ভৃত্যাদি সেবানুসারেণ ফলং প্রযচ্ছতো রাজ্ঞো নারাজত্বং স্যাৎ, 'ঈশ্বরস্তু পর্জন্যবদ্দ্রষ্টব্যঃ' ন হি তত্তৎ বীজেষু সৎস্বপি মেঘং বিনাঙ্কুরাদ্যুৎপত্তির্ভবেদিত্যর্থঃ॥১॥

টীকানুবাদ

করেন—প্রশ্ন :—ঈশ্বরই জীবকে পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম করান, সুখদুঃখ ভাগী জনগণকেও সৃষ্টি করেন, অতএব ঈশ্বর প্রেরিত জীবগণের সেইসকল কর্ম্ম করিলে কি দোষ হয়? যদি দোষ হয়, তবে প্রযোজক কর্তা ঈশ্বরে নির্দয়ালুতাদি দোষ পড়ে। এইরূপ হইলে পর তাহার সমাধান বলিতেছেন—বৈষম্যেতি (ব্রঃ সূঃ ২ ১ ৩৪) প্রযোজক কর্তা পরমেশ্বরে বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা নাই। কি হেতু? উঃ—কর্তার কর্ম্মসাপেক্ষ হেতু। প্রাণিগণের যদি কর্ম্মসাপেক্ষ না থাকিত, তাহা হইলেই ঈশ্বরে বৈষম্যাদি দোষ পড়িত। কর্ম্মসাপেক্ষ থাকায় ঈশ্বরে ঐ দোষ হয় না।

তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন—'এষ এব' ইত্যাদি এই ঈশ্বরই যে ব্যক্তিকে উর্দ্ধলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সাধুকর্ম্ম করান, প্রাচীন পূর্বজন্মের কর্মানুসারে। ঈশ্বর যদি কর্ম্মসাপেক্ষ হন, তবে তিনি ঈশ্বর কিরূপে? এইরূপ শঙ্কা করিবে না। ভৃত্যগণের সেবানুসারে ফলপ্রদানকারী রাজার অরাজত্ব হয় না। ঈশ্বর কিন্তু মেঘের ন্যায় সর্বত্র সমভাবে বর্ষণ করেন, ভূমিতে সেই সেই বীজ থাকিলেও মেঘের বর্ষণ ব্যতীত বীজ অঙ্কুরিত হয় না॥ ১ ॥

টীকা

নেতি, নম্ন কর্মণা ঈশ্বরে বৈষম্যাদি পরিহারো ন স্যাৎ কর্মাবিভাগাৎ—সদেব সৌম্যেদমিত্যাদিষু প্রাক্ সৃষ্টের্কর্মবিভক্তস্য কর্মণোঽপ্রতীতেরিতি চেন্ন, কুতঃ? কর্ম্মণঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাং চ ব্রহ্মবদনাদিত্ব স্বীকারাৎ, পূর্ব পূর্ব কর্মানুসারেণোত্তরোত্তর কর্মণি প্রবর্তনাৎ, ন কিঞ্চিদ্ দূষণমীশ্বরে পুণ্যপাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূর্ব কর্মণা। অনাদিত্বাৎ কর্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথং চ ভবিষ্য পুরাণ বচনাৎ কর্ম্মণোঽনাদিত্বেনানবস্থা ন দোষঃ। প্রামাণিকত্বাৎ। ন চ কর্মসাপেক্ষত্বে নেশ্বরস্যাস্বাতন্ত্র্যং মন্তব্যম্।

দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চেত্যাদিনা কর্মাদি সত্তায়াস্তদধীনত্ব স্মরণাৎ। ন চ 'ঘট্টকুড্যাং প্রভাতমি'তি বাচ্যং—অনাদি জীব স্বভাবানুসারেণ হি কর্মাণি

অনুবাদ

মূলানুবাদ—জীবের কর্ম্ম অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ হয় ইহা স্বীকার করা যায় না, কর্মের অবিভাগহেতু। সৃষ্টির পূর্বে বিভিন্ন জীব বা বিভিন্ন কর্ম্ম—এইরূপ বিভাগ ছিল না? কেহ যদি ইহা বলেন, তাহা ঠিক নয়। সৃষ্টির আদি নাই বলিয়া (২। ।৩৫) ॥ ২ ॥ (ব্রঃসূঃ ৩।৪।৭)—

টীকানুবাদ ব্রঃ সূঃ (২ ১।৩৫) না—কর্ম দ্বারা ঈশ্বরে বৈষম্যাদি দোষ পরিহার হয় না। সৃষ্টির পূর্বে কর্মের বিভাগ ছিল না। 'এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ রূপেই ছিল' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম হইতে পৃথকভাবে কর্মের বিভাগ ছিল, জানা যায় না। ইহা বলিতে পার না, কর্ম্মের ও জীবগণের ব্রহ্মবৎ অনাদিত্ব স্বীকারহেতু পূর্ব পূর্ব কর্মানুসারে পরপর কর্ম্মে প্রবর্তনহেতু ঈশ্বরে কোন দোষ নাই। পুণ্য পাপাদি পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে বিষ্ণু করান।

কর্ম অনাদিহেতুও কোন বিরোধ নাই—ইহা ভবিষ্য পুরাণ বচন। কর্মের অনাদিত্ব হেতু অনবস্থা দোষ হয় না, প্রমাণ বিদ্যমান থাকায়। ঈশ্বর কর্ম্মকে অপেক্ষা করিলে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতার হানি—এই মন্তব্যও করিবে না। শ্রীভাঃ (২।৫।১৪) 'দ্রব্য, কর্ম, কাল' ইত্যাদি প্রমাণে কর্মাদি পদার্থের সত্তা পরমেশ্বরাধীন উক্ত হইয়াছে ইহা দ্বারা ইহাও বলিতে পার না যে ঘট্টকুটিতে প্রভাত'

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥৩॥ (ঈশ ২)
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ (গী ৮/৩) ॥৪॥

টীকা

কারয়তি। স্বভাবমপ্যন্যথা কর্তুং সমর্থ এব, ন কস্যাপি স্বভাব মন্যথা করোতীত্যবিষম এবেশ্বরো ভণ্যন্তে ॥ ২ ॥

নিয়মাচ্চেতি সূত্রম্। কুর্ব্বন্নেবেহেতি—ঈশাবাস্যোপনিষদি, ইহ সংসারে শতং সমাঃ সংবৎসরান্ জীবিতুমিচ্ছেদিতি যৎ তৎ কর্মাণি কুর্বন্নেব নিয়মো বিধিরিত্যর্থঃ। এবং ইত্থমেব ত্বয়ি নরে বর্তমানে সতি অশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে, তেন ত্বং ন লিপ্যসে ইত্যর্থঃ। ইতঃ প্রকারাৎ অন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি, যতঃ কর্মলেপো ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ

ঈশোপনিষদে (২) উক্তি আছে—যে ব্যক্তি এই জগতে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শাস্ত্রবিহিত (অগ্নিহোত্রাদি) কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াই বাঁচিতে ইচ্ছুক হইবেন॥ এইভাবে পাপ হইতে মুক্তি হয়, অন্যথা হয় না। এই প্রকার আয়ুষ্কামী নরাভিমানী তোমার পক্ষে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই। যাহাতে তোমাতে অশুভ কর্ম লিপ্ত না হইতে পারে॥৩॥ মূলানুবাদ- গীতা (৮।৩) পঞ্চভূত দ্বারাই মনুষ্যাদি দেহের উদ্ভব হয়. সেই বিবিধ সৃষ্টি জীবের সংসার কর্মজন্য হেতু কর্ম্ম নামে উক্ত হয়। অর্থাৎ কর্মশব্দদ্বারা জীবের 'সংসার' কথিত হয় । ৪ ।।

অর্থাৎ যে দোষ ক্ষালনের জন্য এত চেষ্টা করা হইল সেই দোষ আসিয়া পড়িল, অনাদি জীবের স্বভাব অনুসারেই ঈশ্বর জীবকে কর্ম্মসমূহ করান। ঈশ্বর জীবের স্বভাব পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইলেও কাহারও স্বভাব পরিবর্তন করেন না—এই কারণেও ঈশ্বর বৈষম্য দোষহীন রূপে কথিত হন ॥ ২ ॥

নিয়মাচ্চ ইতি সূত্রম (৩।৪।৭) বিষয় 'কুর্বন্নেবেহ' ইতি—ঈশাবাস্য শ্রুতি - এই সংসারে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা থাকিলে শাস্ত্রানুসারী কর্ম করিয়াই থাকিতে হইবে—এই নিয়মবিধি। এই নিয়মেই মনুষ্যে অশুভ কর্ম লিপ্ত হয় না, ইহার অন্যথায় কর্ম্মশূন্য হইবার উপায় নাই ॥ ৩-৪ ॥

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটি শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্ ॥ ৫ ॥
(ব্রহ্মবৈ প্রকৃ ২৬।৭০)

তত্র "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৬ ॥
"ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৭ ॥
(মহাভাঃ শাঃ ২৭৮/৫)

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেদিত্যাদ্যাঃ ॥৮॥ কঠানাং কলঞ্জং ন ভক্ষেদিত্যাদ্যাঃ ॥ ৯ ॥

টীকা

নাভুক্তমিতি স্মৃতিস্তু সাধনহীনানাং মহাদুঃখ পূর্বকং কর্ম্মফলভোক্তৃত্বং সূচয়তি। সাধন সম্পন্নানাং তু অজ্ঞাত ক্ষণিক ক্লেশপূর্ব্বকং তদ্ভোগাত্ কর্ম্মণাং জীর্ণ প্রায়ত্বং চ সূচয়তি। এতৎ তু ভক্তি প্রকরণে দর্শিতমেব, অগ্রে চ দর্শয়িষ্যামঃ। ততশ্চেদং তু অজ্ঞ বিষয়তয়া সমাধেয়ম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে (২৬।৭০)—কর্ম তাহার ফল ভোগ না করিয়া শতকোটি কল্পেও ক্ষয় হয় না। শুভকর্মই হউক বা অশুভই হউক জীবকে কৃতকর্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

তন্মধ্যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম শ্রুতিতে 'ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবে না। মহাভারতে (শান্তি পর্ব ২৭৮।৫) কোন প্রাণিকেই হিংসা করিবে না॥ কঠোপনিষদে—অতএব ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে না। কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না॥ ইত্যাদি ॥৬-৯॥

টীকানুবাদ - নাভুক্তমিতি—এই স্মৃতি বাক্য সাধনহীন জনগণের মহা দুঃখভোগপূর্বক কর্মফল সূচনা করিতেছে। আর সাধন সম্পন্নগণের কিন্তু অজ্ঞাত ক্ষণিক ক্লেশ ভোগপূর্বক কর্মসমূহ জীর্ণপ্রায় সূচনা করিতেছে। ইহা ভক্তি প্রকরণে দেখান হইয়াছে। পরেও দেখান হইবে। অতএব ইহা কিন্তু অজ্ঞ বিষয়রূপ সমাধান কর্তব্য ॥ ৫ ॥

'কারীর্য্যা যজেত বৃষ্টিকাম" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ১০ ॥

"পুত্রেষ্ট্যা যজেত পুত্রকাম" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ১১ ॥

"জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকাম" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ১২ ॥

অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতীত্যাদ্যাঃ ॥১৩॥

"অপামঃ সোমমমৃতা বভূম" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ১৪ ॥

টীকা

তত্রেতি, বহুবিধে কর্ম্মণি সত্যপি কিঞ্চিৎ শ্রূয়তামিতি' জ্ঞাপয়তি, তত্র 'ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য' ইত্যাদ্যাঃ, ব্রাহ্মণ হননং নরকাদ্যনিষ্টসাধনং ন বর্তব্যমিতি বর্জন দ্বারা শুভসূচিকাঃ, তদ্ধননং তু অশুভমেবেতি জ্ঞেয়ম্। এবং 'ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি' ইত্যাদ্যাঃ, কলঞ্জং নেত্যাদ্যাশ্চ সংগমনীয়াঃ ॥ ৬-৯ ॥

কাম্যং দর্শয়ন্তা আহুঃ—কারীর্যেত্যাদ্যাঃ জ্যোতিষ্টোমেনেত্যাদ্যাশ্চ তা জ্ঞেয়াঃ ॥ ১০-১২ ॥

প্রাশস্ত্যং তৎফলানাং দর্শয়ন্ত্য আহুঃ—তত্রাক্ষয়মিত্যাদ্যা জ্ঞেযাঃ । ১৩ ।

অনুবাদ

মূলানুবাদ—সকাম কর্ম্ম বলিতেছেন - বৃষ্টি কামনা থাকিলে কারিরী যজ্ঞ করিবে। পুত্রকামী পুত্রেষ্টী যজ্ঞ করিবে। স্বর্গকামী জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবে। ১০-১২ ॥

প্রশংসনীয় কর্ম বলিতেছেন—চতুর্ম্মাস্য ব্রতযাজীগণের অক্ষয় সুকৃতী হয় ইত্যাদি। সোমপান করিব, অমর হইব। ইত্যাদি ॥ ১৩-১৪ ॥

তত্র ইতি—বহুবিধ কর্ম থাকিলেও কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন এইভাবে জানাইতেছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ হত্যা নরকাদি অনিষ্ট সাধন কর্ম করা উচিত নহে' এই বর্জন দ্বারা শুভ সূচিকা, ব্রহ্মহত্যা অশুভ সূচিকা। সেইরূপ 'কোন প্রাণিকে হিংসা করিবে না' ইত্যাদি এবং কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না ইত্যাদিরও সমাধান পূর্ব্ববৎ ॥ ৬-৯ ॥

টীকানুবাদ—কাম্য কর্ম দেখাইতে গিয়া বলিতেছে—কারীরী আদি যজ্ঞ ও পুত্রেষ্টি জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি কাম্য কর্ম ॥ ১০-১২ ॥

"তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছাঃ ৮/১/৬) ইত্যাদ্যাঃ ॥ ১৫ ॥

টীকা

পুনশ্চ মনোরথাবিষ্ট কাম্যং দর্শয়ন্ত্য আহুঃ—তত্র 'অপাম' ইত্যাদ্যা জ্ঞেয়াঃ ॥ ১৪ ॥

ক্ষয়িষ্ণুত্বং দর্শয়ন্ত্য আহুঃ—তত্র 'তদ্‌যথেহেত্যাদ্যা জ্ঞেয়াঃ।

প্রকৃতে প্রত্যবায়-নিবারকং সন্ধ্যোপাসনা—অগ্নিহোত্রাদি নিত্যং দুরিত ক্ষয়করং চান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিত্তমিতি। শুভমপি বহুবিধং জ্ঞেয়ম্। তত্রাশুভং তু নানা দুর্জাতি পশুকীটাদি স্থাবর পর্যন্ত যোনি—প্রাপকত্বেন প্রায়ঃ সর্বেষামেব নিষিদ্ধং, তত্তৎবোধকবাক্যানি তু বাহুল্যভিয়া নোপপাদ্যন্তে। তানি চ তত্র তত্র সন্ত্যেব, কিন্তু এতেষু যথাধিকারং যস্য যদ্বিহিতং তদেব কর্তব্যং। তচ্চ

অনুবাদ

কর্ম্মের ক্ষয়িষ্ণুতা দেখাইতেছে - এইলোকে যেমন কর্ম্মের দ্বারা উপার্জিত লোক বা পদ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুণ্য দ্বারা অর্জিত লোকও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। (ছাঃ ৮।১।৬) ॥ ১৫ ॥

প্রশংসনীয় কর্ম্মফল দেখাইতে বলিতেছেন—অক্ষয় সুকৃতি লাভ ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

পুনরায় মনোরথাবিষ্ট কাম্য কর্ম্ম দেখাইতেছেন- সোমপান করিয়া অমর হইব—ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

কর্মের ক্ষয়শীলতা দেখাইতেছেন—'তদ্‌যথা' ইত্যাদি (ছা ৮।১।৬)। প্রকৃতপক্ষে - প্রত্যবায় নিবারক সন্ধ্যা উপাসনাদি, অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম, পাপক্ষয়কর চান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি। শুভকর্ম্মও বহুবিধ। তন্মধ্যে অশুভ কর্ম্ম নানা দুর্জাতি পশুকীটাদি স্থাবর পর্যন্ত যোনি প্রাপক হেতু প্রায় সকলেরই নিষিদ্ধ। ঐ সকল প্রমাণ বাক্য বাহুল্য ভয়ে উত্থাপিত হইল না। ঐ সকল শ্রুতি স্মৃতিতে আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে অধিকারানুসারে যাহার পক্ষে যাহা বিহিত তাহাই কর্তব্য। তাহাও নিজ পাণ্ডিত্য অভিমান নহ

টীকা

ন স্বপাণ্ডিত্যাভিমানেন, কিন্তু শিষ্টৈঃ সহ বিচার্য্যৈব কর্তব্যং, তত্র মুমুক্ষোস্তু নিষিদ্ধমিব কাম্যমপি হেয়মেব, মুক্তি প্রতিবন্ধি ফল-জনকত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—(বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২) এতদ্ধ স্ম বৈ বিদ্বাংস আহুঃ—ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে। এতদ্ধ স্ম বৈ পূর্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং জুহবাং চক্রিরে. এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ, বিত্তৈষণায়াশ্চ বুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীতি। আত্মানং পরমাত্মানং, স্ফুটমন্যৎ॥

নিত্যাদিকং তু চিত্তশুদ্ধি করত্বাৎ তেনানুষ্ঠেয়মেব কথঞ্চিৎ নিষিদ্ধে জাতে তু জ্ঞানাদিনৈব তদংহো নাশো ভবিষ্যতি। ন তদর্থ মন্যৎ কুর্য্যাৎ। যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতং। যোগেনৈব দহেদংহো নান্যৎ তত্র কদাচনেতি। শ্রীভগবৎ বাক্যাৎ—স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্তিতঃ। বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ ভা ১১।২০।২৬॥ ইত্যাদেশ্চ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ

কিন্তু শিষ্ট ব্যক্তিগণের সহ বিচার করিয়াই কর্তব্য। তন্মধ্যে মুক্তিকামীর পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্ম যেমন, সেইরূপ কাম্যকর্ম্মও হেয়। কাম্যকর্ম মুক্তির বিপরীত ফল জন্মায়। ঐরূপ শ্রুতি বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২২) "বিদ্বানগণ এইরূপ বলিলেন—ঋষিগণ কি কারণ আমরা অধ্যয়ন করিব? কি হেতু আমরা যজ্ঞ করিব। ইহার পূর্ব্বে বিদ্বানগণ অগ্নিহোত্র যাগ করিয়া ছিলেন, অতঃপর নিশ্চয় পরমাত্মাকে জানিয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্র কামনা, বিত্ত কামনাও ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করিতেন।" নিত্যকর্ম্মাদি চিত্তশুদ্ধিকর হেতু মুমুক্ষু কর্তৃক অনুষ্ঠেয়ই। কোথায় নিষিদ্ধ থাকিলে জ্ঞানাদি সাধন দ্বারা ঐ পাপ নাশ হইবে। তাহার জন্য অন্য কর্ম করিবে না। যদি যোগী প্রমাদবশতঃ নিন্দিত কর্ম্ম করেন, যোগ দ্বারাই তাহার সেই পাপ ভস্মীভূত হয় এজন্য অন্য কর্ম্ম কদাচ করিবে না। শ্রীভগবানের বাক্য—নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাই গুণ বলিয়া কীর্তিত। বিপরীত কার্য তাহার পক্ষে দোষ হইবে—শ্রুতিস্মৃতি দ্বারা ইহা নিশ্চিত ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৬ ॥

(গীতা ১৮/৪৬)

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ, স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্ত-কামস্য কৃতাত্মনস্তু, ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥

(মুণ্ডক ৩/২/২)

টীকা

যত ইতি—গীতায়াং, নেদং বাক্যং কেবলং গৃহস্থ পরমেব, কিন্তু ভক্তানামপি যৎ স্বকর্ম্ম তদারাধনালক্ষণং তদীয়ারাধন লক্ষণং [illegible] ব্যাখ্যাতারঃ। সর্ব্ববেদোক্ত মার্গেণ কর্ম্ম কুর্বীত নিত্যশঃ। আনন্দো হি ফলং যস্মাৎ শাখাভেদো হ্যশক্তিজঃ। সর্ব্বকর্ম্ম কর্তুং যস্মাদসক্তাঃ সর্ব্বে [illegible] শাখাভেদং কর্ম্মভেদং ব্যাসস্তস্মাদচীকৢপদিতি স্মৃতেশ্চ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন এবং যাঁহার ফলদান স্বভাববশতঃ প্রাণিগণের পূর্ব্ববাসনারূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে সেই পরমেশ্বরকে স্বকর্ম দ্বারা অর্চন করত মানব সিদ্ধি লাভ করে। এই কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বর তুষ্ট হউন এইরূপ মন দ্বারা কর্ম্মার্পণই তাঁহার অর্চন।। ১৬। (গীতা ১৮।৪৬)

মূলানুবাদ মুণ্ডক শ্রুতি—(৩।২।২) যিনি বিষয়ের গুণাবলী অনুধ্যানপূর্ব্বক ভোগ্য বিষয়সমূহ কামনা করেন, তিনি কামনা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই সেই

টীকানুবাদ—যত ইতি—গীতাতে (১৮।৪৬) এই বাক্য কেবল গৃহস্থদের প্রতিই নহে, কিন্তু ভক্তদেরও যে স্বকর্ম ভগবদ্ আরাধনারূপ এবং ভক্ত আরাধনারূপও ব্যাখ্যাকর্তাগণ এইরূপ বলিয়াছেন। সকল বেদোক্তমার্গে কর্ম করিব। যেহেতু আনন্দই ফল, কেবল শাখাভেদ অসামর্থ্য হেতু। যেহেতু সকল মানুষ সর্ব্বকর্ম করিতে অসমর্থ। সেই হেতু ব্যাসদেব শাখাভেদ ও কর্ম্মভেদ কল্পনা করিলেন ॥ ১৬ ॥

কামময়োঽয়ং পুরুষঃ স যৎকামো ভবতি, তৎ ক্রতুর্ভবতি, যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম কুরুতে, যৎকর্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যত ইতি ॥ ১৮ ॥ (বৃ ৪/৪/৫)

টীকা

অন্যচ্চ ত্যাজ্যমেবেতি যদুক্তং তদাহঃ কামানিতি, কামান্ দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ তদ্‌গুণান্ চিন্তয়ানঃ, স তৈঃ কামভিঃ কামৈঃ সহ জায়তে। যত্র যত্র বিষয় প্রাপ্তি নিমিত্তং কামাস্তত্র তত্র কর্ম্মসু পুরুষং নিয়োজয়ন্তি, স চ তৈরেব কামৈঃ বেষ্টিতস্তেষু জায়ত ইত্যর্থঃ। কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্বে কামাঃ প্রবিলীয়ন্তি, বিলয়ং গচ্ছন্তি। কীদৃশস্য? পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরি সর্ব্বতোভাবে নাপ্তাঃ কামা অভিলাষবিশেষা যেন, তস্য যতঃ কৃতং শ্রীভগবতি অভিনিবেশিত আত্মা মনো যেন তস্যেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ

কাম্য বিষয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্ণকাম যিনি এবং যাঁহার আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই সকল কামনা বিলীন হয় ॥ ১৭ ॥

এই পুরুষ কামময়, সে যেমন কামনা করে সেইরূপ বাসনা বিশিষ্ট হয়। যেমন বাসনাযুক্ত হয় সেইরূপ কর্ম্ম করে, যেমন কর্ম্ম করে পুরুষ তাহারই ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—অন্য ত্যাজ্য কর্ম যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেছেন—মুণ্ডক শ্রুতি (৩।২।২) কামসমূহকে অর্থাৎ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়সমূহকে যিনি কামনা করেন, তাহার গুণসমূহ চিন্তা করিয়া সেই ব্যক্তি ঐ কামসমূহের সহিত জাত হয়। যেখানে যেখানে বিষয় প্রাপ্তির জন্য কামনা সেই সেই স্থানে কর্ম্মসমূহে পুরুষকে নিয়োগ করা হয় সেই ব্যক্তিও ঐ সকল বাসনা বেষ্টিত হইয়া সেই সেই স্থানে জন্মগ্রহণ করে। কৃতাত্মার কিন্তু ইহলোকেই বাসনাসমূহ বিলীন হইয়া যায়। কাহার? পরমার্থ তত্ত্ব জ্ঞান হইতে সর্বতোভাবে আপ্তকাম অভিলাষ তিনি যেহেতু কৃতাত্মা—শ্রীভগবানে অভিনিবেশিত মন যিনি তাহার ॥ ১৭ ॥

যথাক্রতুরস্মিংল্লোকে পুরুষো ভবতি [illegible] ভবতীতি ॥ ১৯ ॥
তদ্‌যথাযথোপাসতে তদেব ভবতীতি ॥ ২০ ॥
যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ২১ ॥

টীকা

(বৃঃ ৪।৪।৫) কামময় ইতি যান্ বিষয়ান্ কাময়তে [illegible] যস্যেতি বা স ইত্যর্থঃ। স ক্রতুঃ সঙ্কল্পো যস্য স [illegible] ক্রতুর্ভবতি [illegible] ফলমভি সংপদ্যতে প্রাপ্নোতি, তস্মান্নিষিদ্ধ কর্মসঙ্কল্পং ন কুর্য্যাৎ ইতি ভাবঃ। [illegible]

যথেতি—ইতঃ প্রেত্য দেহং ত্যক্ত্বা বাসনানুসারেণ [illegible] তথা ভবতি – বাসনানুরূপং ফলং বিন্দত ইত্যর্থঃ [illegible]

তদ্ যথেতি, তদেব ভবতি, বাসনানুসারেণ [illegible] বর্জনং সর্ব্বথা কার্যমিতি ভাবঃ। ২০ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—ছান্দোগ্যে (৩।১৪।১) এইলোকে পুরুষ যেমন বাসনা বা সঙ্কল্প হইতে, এই পৃথিবী হইতে বা দেহ হইতে গমন করিবার পরে পুরুষ সেই প্রকার হয় ॥ ১৯ ॥

অতএব যেমন যেমন উপাসনা করে তেমনই হয়। ২০ ॥

কঠোপনিষদে (২।৩।১৪, বৃঃ ৪।৪।৭) মানব হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে, তাহারা যখন বিশীর্ণ, তখন মরণধর্মা মানুষই অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মকে আস্বাদন করে ॥ ২১ ॥

‘কামময়’ ইতি যে সকল বিষয়কে কামনা করে, যাহাদের অভিলাস বা যাহার অভিলাস সেই সেই ক্রতু—সঙ্কল্প যাহার সেই ব্যক্তি সেই ক্রতু অর্থাৎ সেই কর্মফল প্রাপ্ত হয়, সুতরাং নিষিদ্ধ কর্ম্ম সঙ্কল্প করিবে না। ১৮ ॥

যথেতি (ছাঃ ৩।১৪।১) এইলোক হইতে দেহত্যাগ করিয়া বাসনানুসারে লোকান্তরে গিয়াও সেই হয়—বাসনার অনুরূপ ফল লাভ করে ॥ ১৯ ॥

তদ্‌যথেতি—বাসনানুসারে ফল পায়, অতএব নিষিদ্ধ বর্জন সর্বপ্রকারে কর্তব্য। ২০ ॥

(বৃ ৪।৪।৬) অথ যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতীতি ॥ ২২ ॥

টীকা

অথ তদ্বাসনাত্যাগেন তৎপ্রাপ্তি 'ভবতি' ইত্যাহ—যদেতি, প্রমুচ্যতে সবাসনাঃ পলায়ন্তে, অথ তদ্গমনানন্তরং শুদ্ধান্তঃকরণে সতি অমৃতো অসংসারী ভবতি, যৈর্বিশিষ্টস্য মুহুর্জন্ম মরণাদি প্রবাহ রূপঃ সংসারঃ স্যাৎ, তেষাং নির্মূলত্বাদিতি ভাবঃ। অত্র ইহলোকে ইহৈব জন্মনি চ ব্রহ্ম সমশ্নুতে পরিপূর্ণ শ্রীভগবৎ তত্ত্ব মনুভবতি সাক্ষাৎ পশ্যতীতার্থঃ। ন পুনঃ সংসারী ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

অকামো নাস্তি অভিলাষো যস্য, নিষ্কামঃ পূর্ব্বং স্বহৃদি যে স্থিতাঃ কামাস্তেঽপি সর্ব্বে নির্গতা যস্মাৎ, আপ্তা নিত্যমেব প্রাপ্তাঃ শ্রীভগবৎ সম্বন্ধিনঃ কামা যেন, আত্মকামঃ শ্রীভগবৎ সান্নিধ্য কামস্তেনৈব শুদ্ধস্বরূপলাভোঽপি ভবিষ্যতীতার্থঃ। য এবম্ভূতঃ স আত্মানং পরমাত্মানং পশ্যতি, স যদ্যপি দেহবানিব লক্ষ্যতে, তথাপি কিঞ্চিৎ কালানন্তরং ব্রহ্ম সদৃশঃ সন্ ব্রহ্মাপি শ্রীভগবত্তমপি এতি সম্যক্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—(বৃ ৪ ৪।৬) যে পুরুষ অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম, তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ—অথ বাসনা ত্যাগ দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি হয় ইহাই বলিতেছেন—'প্রমুচ্যতে' বাসনাসমূহ পলায়ন করে, অনন্তর বাসনা চলিয়া যাওয়ার পর অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে অমৃত—অসংসারী হয়। যে বাসনা থাকার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি সংসার প্রবাহ চলিতে থাকে। ঐ সকল বাসনার নির্মূল হেতু, ইহলোকে এই জন্মেই পরিপূর্ণ শ্রীভগবৎ তত্ত্ব অনুভব সাক্ষাৎ দর্শন হয়। আর সংসারী হয় না ॥ ২১ ॥

অকাম—অভিলাষশূন্য, নিষ্কাম—পূর্বে নিজ হৃদয়ে যে কামনা ছিল তাহারাও সকলে নির্গত হইয়াছে। আপ্ত—নিত্যই প্রাপ্ত শ্রীভগবৎ সম্বন্ধি কাম যিনি, আত্মকাম—শ্রীভগবৎ সান্নিধ্য কাম, তাহার দ্বারাই শুদ্ধ স্বরূপ-

(ছাঃ ৫।২৪।৩) তদ্ যথা ইষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্ত ইতি ॥২৩॥

টীকা

অথ জ্ঞানোদয়াৎ পূর্বং যৎ সঞ্চিতং তৎ শুভাশুভং [illegible] ততঃপরং ক্রিয়মানং ন তেন বিদ্বান্ বিলিপ্যত ইত্যাহুঃ—তদ্যথেতি ছান্দোগ্যে (৫।২৪।৩) ননু অত্র ইষীকেষীকামালানাং [illegible] পানিনি স্মরণাৎ ইষীকাতূলমিতি হ্রস্বেনৈব ভাব্যং, দীর্ঘদর্শনং তু কথমিতি চেৎ সত্যং, ছান্দসং দৈর্ঘ্যমিতি গৃহাণ, প্রদূয়েত—নিঃশেষং দহ্যেৎ, অস্য পরিপূর্ণ শ্রীভগবৎতত্ত্বজ্ঞস্য অত্র নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্মেত্যাদিকং তু অজ্ঞবিষয়ত্বেনৈব যুক্তি মদিতি জ্ঞেয়ম, নহি উক্তাস্বুক্ত শ্রুতীনামর্থঃ কেনাপি সঙ্কোচয়িতুং [illegible] ইতি জ্ঞেয়ম ॥২৩॥

অনুবাদ

(ছা ৫।২৪।৩)—যেমন ইষীকা—শরফুলের তুলাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা সম্যক্ দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি যিনি ব্রহ্মকে এইরূপ জানিয়া থাকেন, তাঁহার সমুদায় পাপ সম্যক দগ্ধ হইয়া যায় ॥২৩॥

লাভও হইবে। যিনি এইরূপ তিনি পরমাত্মাকে দর্শন করে। তিনি যদিও দেহযুক্ত রূপে দেখায় তথাপি কিঞ্চিৎ কালের পর ব্রহ্মসদৃশ হন শ্রীভগবানকেও সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হয় ॥২২॥

অথ জ্ঞানোদয়ের পূর্বে যে সঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম্ম তাহা জ্ঞান দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অতঃপর ক্রিয়মান কর্মদ্বারা বিদ্বান্ বিলিপ্ত হন না, ইহাই বলিতেছেন। তদ্যথেহ—(ছা ৫ ২৪।৩) প্রশ্ন—পাণিনি (৬।৩।৬৫) সূত্রানুসারে 'ইষীকতূলম্' এইরূপ হ্রস্ব দৃষ্ট হয়, এস্থলে ইষীকা দীর্ঘ কেন? [illegible] প্রয়োগবশতঃ দীর্ঘ। প্রদূয়েত—নিঃশেষে দগ্ধ হয়। এই বিষয়টি পরিপূর্ণ শ্রীভগবৎতত্ত্ব জ্ঞানীর পক্ষে। আর ভোগ না করিয়া ক্ষয় হয় না ইত্যাদি অজ্ঞ বিষয়ে যুক্তিযুক্ত। সুতরাং উক্ত শ্রুতিসমূহের অর্থ কেহই সঙ্কোচ করিতে পারে না ॥২৩॥

সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মা তরতি, সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি নৈনং পাপ্মা তপতীতি (বৃহদা ৪।৪।২৩) ॥২৪

(ছাঃ ৪।১৪।৩) যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যত ইতি, (বৃহ ৪।৪।২৩) ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন, (কৌষী ১।৪) তৎ সুকৃত দুষ্কৃতে বিধুনুতে ॥২৫

টীকা

সর্বমিতি বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২৩) এষ শ্রীভগবদেকনিষ্ঠঃ তত্ত্বজ্ঞানবান্ সর্ব্বংপাপ্মানং স্বধর্মানুষ্ঠানজ-নিমিত্তং প্রত্যবায়ং তরতি শ্রীভগবন্নিষ্ঠা-প্রভাবেন উল্লঙ্ঘয়তি, তপতি তদ্রূপেণাগ্নিনা ভস্মীকরোতি এনং তদেকনিষ্ঠং তল্লক্ষণং পাপ্মানং তরতি ব্যাপ্নোতি ন তপতি স্বনিমিত্তেন দুঃখাদিনা ন দহতীত্যর্থঃ ॥২৪

শৃণু তস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানমাহাত্ম্যম ইত্যুপকোশলং প্রতি জাবালবচনং—

অনুবাদ

(বৃহদা ৪ ৪।২০-২৩) তিনি সর্বপাপ হইতে তরিয়া যান, ইহাকে পাপ কর্তৃক তরায় না, ইনি সর্বপাপকে তাপ দেন, পাপ ইহাকে তাপ দিতে পারে না ॥২৪॥

ছান্দোগ্যে (৪ ১৪।৩) যেমন পদ্ম পত্রে জল স্পর্শ করে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীকে পাপকর্ম স্পর্শ করে না, বৃহদারণ্যকে (৪।৪ ২৩) পাপ কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয় না, তাঁহার সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্ম বিশেষভাবে বাসনাসহ নিঃশেষিত করে ॥২৫॥

সর্বমিতি বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২৩) 'এষ' শ্রীভগবদ্ একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানবান্ সর্ব্ববিধ পাপকে এবং স্বধর্মানুষ্ঠান জাত প্রত্যবায়কে 'তরতি' তরিয়া যায়— শ্রীভগবন্নিষ্ঠা প্রভাবে উল্লঙ্ঘন করেন, তপতি—এইরূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করেন। এই শ্রীভগবদ্ ভক্তকে পাপ 'ন তপতি' স্বকীয় দুঃখদ্বারা তাপ দেয় না ॥২৪॥

ছান্দোগ্যে (৪।১৪ ৩) শ্রবণ কর সেই ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমা—ইহা উপকোশলের প্রতি জাবালের বাক্য 'এবং বিদি' শ্রীঈশ্বরের স্বরূপ যিনি জানেন,

এবং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবম্, কিমহং পাপমকরবমিতি ॥২৬॥

টীকা

যথেতি ছান্দোগ্যে, বিদি স্বেশস্বরূপং বেত্তি যস্তস্মিন্ শ্রীভগবদুপাসকে পাতকেন – ধর্মাধর্ম-লক্ষণেন, সংসার হেতুত্বাদুভয়মেব পাপকং বিদুষ ইতি পূর্ব্বং মনসা তদুত্তরণ মুক্ত্বাঽধুনা সাক্ষাদ্ দর্শয়ন্ত্যা আহঃ—নন্ সুকৃতমপ্যস্য, সহায়মস্য বিরজোত্তারে ইত্যত আহ—তৎ তত্রোপাস্যাত্ম সাক্ষাৎ কারাবসরে 'সুকৃত-দুষ্কৃতে বিধুনুতে' ইতি তয়োঃ পরিপাকং জ্ঞানেন ত্যজতীত্যর্থঃ ॥২৫

কিং তদুভয়ং তত্রাহ—এবমিতি, তত্রৈব কিং কস্মাৎ সাধু শোভনং কর্ম নাকরবম্ ন কৃতবানস্মি, কিং কস্মাদেতদুভয়ং ন তপতি একত্র, তদেকতান চিত্তেষু নাশ্চর্য্যং কথঞ্চিৎ তান্ দৃষ্ট্বা তদাচরণং জিহ্বয়াপি ন ব্রূয়াৎ-"বিষয়-স্নেহ-সংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ। (স) গর্ভবাস সহস্রেষু পচ্যতে পাপ কৃন্নরঃ ॥" ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে দোষ শ্রবণাৎ ॥২৬।

অনুবাদ

এইরূপে পাপকর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে তাপ দেয় না তাহা হইলে আমি কি সৎকর্ম্ম করিব না ? আমি কি পাপ কর্ম করিব ? ॥২৬॥

সেই শ্রীভগবদুপাসককে ধর্মাধর্ম্মরূপ পাপসমূহ অর্থাৎ সংসারের কারণ বলিয়া উভয়ই পাতক বিদ্বানের পক্ষে। প্রথমে মনদ্বারা পাতক হইতে উদ্ধারের উপায় বলিয়া অধুনা সাক্ষাৎ দর্শন করাইবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন ঐ উপাস্য পরমাত্ম সাক্ষাৎকারকালে সুকৃত ও দুষ্কৃত ঝাড়িয়া ফেলে– এই উভয় বিধ কর্ম্মের পরিপাক জ্ঞানদ্বারা ত্যাগ করেন ॥২৫॥

সেই উভয়বিধ কর্ম্ম কি ? তাহাই বলিতেছেন—এবমিতি। কি হেতু শুভকর্ম করিব না ? না করিব না। এই উভয়বিধ কর্মই তাঁহাকে তাপ দেয় না, যিনি ভগবৎ একতান চিত্ত সাধক সকলে আশ্চর্য নহে, কোন প্রকার কিঞ্চিৎ সাধুগণের আচরণের ব্যতিক্রম দেখিয়া জিহ্বায় উচ্চারণ করিবে না। বিষয় স্নেহ সংযুক্ত ব্যক্তি যিনি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ব্রহ্ম হই – এইরূপ

উভে উ হৈ বৈষ তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধুনী ॥ ২৭ ॥

তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যা-মিতি ॥ ২৮ ॥

তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে বিধুনুতে, তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপয়ন্তি, অপ্রিয়া দুষ্কৃতমিতি ॥ ২৯ ॥

টীকা

উভ ইতি বৃহদারণ্যকে, অত্রোভে সাধ্বসাধুনী পুণ্যপাপে, এষ তরতি উল্লঙ্ঘয়তি, সঞ্চিতয়োর্বিনাশঃ, ক্রিয়মানয়োরশ্লেষ ইত্যর্থঃ । ২৭ ॥

তস্যেতি (ব্র সূ ৩।৩।২৬) শাট্যায়নিনঃ—পুত্রাঃ সুতাঃ শিষ্যাশ্চ যথাযথং গ্রাহ্যাঃ ॥ ২৮ ॥

তদিতি কৌষীতকিনঃ তৎ তদা হরিং ব্রজন্ বিদ্বান্ সুকৃত-দুষ্কৃতে প্রারব্ধ-

অনুবাদ

মূলানুবাদ—এই শ্রীভগবৎতত্ত্বজ্ঞ সাধু অসাধু উভয়বিধ কর্মই তরিয়া যান, এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন ইহলোকেই ॥ ২৭ ॥

তাহার পুত্রগণ সম্পত্তির ভাগ পায়, সুহৃদগণ সৎকর্মের ফল পান, বিদ্বেষ-কারীগণ পাপকর্মের ফল পান ॥ ২৮ ॥

কৌষীতকী (১।৪) শ্রীভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানীর সুকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম উভয়ই বিনাশ পায়, তাহার প্রিয়জনগণ এবং জ্ঞাতিগণ সুকর্মের ফল ভোগ করেন, অপ্রিয় জনগণ দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করেন ॥ ২৯ ॥

বলে, এই পাপকর্মের ফলে সেই ব্যক্তি সহস্র গর্ভবাস দুঃখে পতিত হয়। ইহা ব্রহ্মবৈবর্তের বাক্যে দোষ শ্রবণ হেতু ॥২৬॥

টীকানুবাদ—উভ ইতি বৃহদারণ্যকে, এস্থলে সাধুকর্ম্ম ও অসাধুকর্ম্ম পুণ্য ও পাপ তত্ত্বজ্ঞ উল্লঙ্ঘন করেন, সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ, ক্রিয়মান উভয়বিধ কর্মের অস্পর্শ ॥ ২৭ ॥

তস্যেতি (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।২৬) শাট্যায়ন শাখীগণ বলেন – পুত্রগণ ও শিষ্যগণ যথাযথ গ্রহণীয় ॥ ২৮ ॥

(বৃহ ১।৪।১৫) আত্মানমেব লোকমুপাসীত, স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে, অস্মাদেবাত্মনো যদ্ যদ্ কাময়তে তত্তৎ সৃজতে ॥ ৩০ ॥

টীকা

রূপে অপি বিধুনুতে রোমাণীব অশ্বঃ । [illegible] ছান্দোগ্যাৎ, পাপ্মানং হিত্বা মুক্তস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । নম্বু 'ন কর্মণা ন প্রজয়া, ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ' ইতি তৈত্তিরীয় বাক্যাৎ [illegible] বিরাগপূর্বক দ্বিবিধায় জ্ঞানেনামৃতত্বমানশু [illegible] বিজ্ঞস্য যজ্ঞাদি কর্ম নানুষ্ঠেয়ং বিরোধাদিতি চেত্তঃ—পশুন্নিতি কৌষারবে পশুরূপ [illegible] কর্ম্ম [illegible] পরেশাদ্ধেতোঃ আনন্দোৎকর্ষং বিদ্যাবৃদ্ধিরূপং আপ্নুয়াৎ ইতি এষা ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বৃহদারণ্যকে (১।৪।১৫) আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মলোক ভগবদ্ধামেরই উপাসনা করিবে, যে ব্যক্তি শ্রীভগবদ্ধামের উপাসনা করে, তাহার ঐ উপাসনা-রূপ কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। অতএব ভগবৎ বস্তু যাহা যাহা কামনা করে, তাহা তাহা প্রাপ্ত হয় । ৩০ ॥

তদিতি—কৌষীতকী (১।৪) শ্রীহরির নিকট গমনকালে বিদ্বান্ সুকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম এবং প্রারব্ধ কর্ম্মও অশ্ব যেমন রোমকম্পিত করে, সেইরূপ কর্মসমূহকে কম্পিত করিয়া ফেলে। ছান্দোগ্যে – পাপ ত্যাগ করিয়া মুক্ত অবস্থান করে। প্রশ্ন—তৈত্তিরীয় শ্রুতি বাক্যে 'কর্মদ্বারা নহে, পুত্রদ্বারা নহে, ধনদ্বারা নহে একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় তৈত্তিরীয়ক বাক্য হেতু। এক শ্রেণী অনুরক্তগণ ত্যাগ দ্বারা বিরাগপূর্বক [illegible] জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়' ইতি শ্রবণ হেতু জাতবিজ্ঞ ব্যক্তির যজ্ঞাদি কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে, বিরোধ হেতু। উত্তরে—পশুন্ ইতি কৌষারবে—[illegible] ব্যক্তিও। কর্ম্ম—বিদ্যোত্তর কালিক অগ্নিহোত্রাদি নিষ্কাম কর্ম, পরমেশ্বরের জন্য আনন্দের উৎকর্ষ বিদ্যাবৃদ্ধিরূপ ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯ ॥

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্ ।

টীকা

আত্মানমেবেতি বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ (১।৪।১৫) এবংবিধা অন্যা অপি চ সনিষ্ঠ বিষয় তত্রৈব নেয়াঃ। সামান্য বিষয়তায়ামুত্তর কর্ম্মাশ্লেষ বোধক শ্রুত্যাদীনাং ব্যাকোপাপত্তিঃ স্যাৎ, হ স্ফুটং অস্য বিদুষঃ কর্ম্ম ন ক্ষীয়তে, বিদ্যা তন্ন নাশয়তি, স্বর্গাদি বৈচিত্রী মনুভাবয়িতুং রক্ষতি এবেত্যর্থঃ। তৎ তস্মাৎ আত্মনো যৎ তৎ কাময়তে, তত্তৎ বিধৈব সৃজাতীত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতিরিয়ং সর্বাশ্রয়ত্বাৎ পরমাত্মানমেব লোকত্বেন বিশিনষ্টি, ন তু জীবমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩০ ॥

ইত্থং জ্ঞানেনৈব নিবৃত্তঃ কর্ম্মাদি – কল্মষস্তেনৈব শ্রীহরিপদং প্রাপ্য পরমানন্দী ভবতি। তত্রৈব বসন্ শ্রীমৎ হরিসেবারতত্বান্ন ততঃ পুনঃ আবর্ততে' ইত্যুক্তং। তত্র তত্র তচ্চ জ্ঞানং দ্বিবিধং – পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ, তত্র পরোক্ষং

অনুবাদ

মূলানুবাদ—শ্রীভাগবতে (২।২।৩৭) পিবন্তি ইতি সাধু ভক্তগণের পরমপ্রিয় শ্রীভগবানের কথামৃত যাহারা কর্ণপুটে পরিপূর্ণরূপে সুখে আদরের সহিত পুনঃ

টীকানুবাদ—'আত্মানমেব' ইতি বৃহদারণ্যকে (১।৪।১৫), এইরূপ অন্য শ্রুতি সকলও সনিষ্ঠ বিষয়ক অর্থাৎ যাহারা স্বর্গলোকাদি দর্শনেচ্ছু নিষ্ঠার সহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন সহ শ্রীহরির অর্চনকারী কনিষ্ঠ সাধকগণের বিষয়েই উক্ত। যদি সর্ব্বসাধারণ বিষয়ে নেওয়া হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী কর্ম্মের অস্পৃর্শবোধক শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। স্পষ্টত এই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম ক্ষয় হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা তাহা নাশ করেন না, স্বর্গাদি বৈচিত্রী অনুভব করাইবার জন্য রক্ষা করেনই। সেই হেতু আত্মার উদ্দেশে যাহা তাহা কামনা করে। সেই সেইরূপই সৃজন করে। এস্থলে এই শ্রুতি সর্বাশ্রয় হেতু পরমাত্মাকেই লোকরূপে বিশেষিত করিতেছেন জীবকে নহে জানিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

টীকানুবাদ – এইরূপে 'জ্ঞান দ্বারাই কর্ম্মাদি পাপসমূহ চলিয়া গেলে তাহা দ্বারাই শ্রীহরিপদ লাভ করিয়া পরমানন্দী হয়। শ্রীধামে বসিয়া শ্রীহরিসেবা-

পুনন্তি তে বিষয় বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণ সরোরুহান্তিকম্ ॥ ৩১ ॥

(ভা ২।২।৩৭)

টীকা

শাব্দং, অপরোক্ষং যথার্থ তত্ত্বানুভবঃ, তচ্চাপি দ্বিবিধং – নির্বিশেষ বিষয়ং সবিশেষ বিষয়ঞ্চ। তত্র পূর্বস্য ফলে লব্ধেঽপি আনন্দানুভবো নাস্ত্যেব, স্বস্যৈব ধর্ম্মরূপত্বাৎ। অতঃ প্রথমত এবাস্মৎ পূর্ব্বেষাং তত্র রতির্ন জাতা, তদনুগানামস্মাকং তু কথং স্যাৎ ? যতঃ সর্বেষামেব 'মম পরমানন্দানুভবো ভবতু' ইত্যাদ্যমস্য শ্লাঘ্যো ভবতি। অহমেবানন্দঃ স্যামিত্যুদ্যমস্তুচ্ছ এব, অনুভবাভাবাৎ। ভবতি চেৎ সবিশেষত্বমেব স্যান্ন তদ্বিচার্য্যতে।

কিন্তু ভক্তিরূপস্য হ্লাদিনীসার সমবেত সম্বিৎসার রূপত্বাৎ স্বত এব তত্র

অনুবাদ

পুনঃ শ্রবণ করেন, তাহারা বিষয়সমূহ দ্বারা মলিন চিত্তকে নিজের এবং অন্যেরও শোধন করেন এবং শ্রীভগবানের শ্রীচরণ নিকটে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন ॥ ৩১ ॥ ইতি মূলানুবাদে দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত। ১২ ॥

রতহেতু সেখান হইতে পুনরায় আবর্তন হয় না' ইহা বলা হইল। সেইসব স্থলে জ্ঞান দ্বিবিধ—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ; তন্মধ্যে পরোক্ষ শব্দশাস্ত্রজ্ঞান, অপরোক্ষ যথার্থ তত্ত্বানুভব। তাহাও দ্বিবিধ—নির্বিশেষ বিষয় ও সবিশেষ বিষয়। তন্মধ্যে পূর্ব্বের ফল লাভ হইলেও আনন্দানুভব নাইই। উহা ধর্ম্মস্বরূপ হেতু। অতএব প্রথম হইতেই আমাদের পূর্বাচার্যগণের নির্বিশেষ বিষয়ে অনুরাগ নাই। তদনুগ (রাগানুগ) আমাদের আর কিরূপে থাকিবে। যেহেতু সকলেরই 'আমার পরমানন্দানুভব হউক' এইরূপ উদ্যম প্রশংসনীয় হয়। 'আমিই আনন্দ হইব' এইরূপ উদ্যম তুচ্ছই আনন্দানুভব না থাকায়। যদি বলেন নির্বিশেষ বিষয়েও আনন্দ হয়। তাহাতে বলি সবিশেষত্বেই হয়. তবে (বিচার) অনুভব হয় না।

কিন্তু ভক্তি হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিৎসার রূপহেতু স্বতই তাহাতে

টীকা

পরমানন্দানুভবাৎ। তত্রৈব পূর্ব্বজানামস্মাকঞ্চ রতির্জাতা, তচ্চ দর্শিতমেব কিঞ্চিৎ প্রাক্।

কচিত্তু মহত্তম প্রসঙ্গ লব্ধেন শুদ্ধভক্তিরূপেণ শ্রবণ-কীর্তনাদি কর্ম্মণৈব চিত্তশুদ্ধিং শ্রীহরিপদঞ্চ লভন্ত ইত্যাহুঃ – পিবন্তীতি "শ্রী ভাগবতে (২।২।৩৭) আত্মনঃ – আত্মত্বেন প্রকাশমানস্য সতাং প্রাণেশ্বরস্যেত্যর্থঃ যদ্বা 'ব্যধিকরণে ষষ্ঠৌ' সতামাত্মনো যো ভগবান্ তস্যেত্যর্থঃ। সতাং যো ভগবান্ তস্য য আত্মা শ্রীমূর্তিস্তস্যেতি বা, অভেদেঽপি ভেদোক্তি মাধুর্য্যং পুষ্ণাতি। যদ্বা—ভগবতঃ তৎ স্বাংশস্য পরমাত্মনঃ তদ্দাসানাং সতাং চ, (ভাঃ ১১৷৬৷৬) অথবা অস্য পদাম্ভোজ মকরন্দলিহাং সতামি"ত্যাদেঃ। ভগবতো য আত্মা শ্রীমূর্তিস্তস্য যে সন্তস্তেষামিতি বা, ভগবত আত্মনঃ স্বস্য যে সন্তস্তেষামিতি বা, ততশ্চ কিমুত ভগবত ইত্যায়াতঃ—সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহমিত্যাদেঃ। তেষাং ভগবতি স্বামিত্বেনৈব মমতাস্পদং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ।

অনুবাদ

পরমানন্দ অনুভব হয়। ভক্তিতেই পূর্বাচার্যগণের এবং আমাদের অনুরাগ হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বে কিছু দেখান হইয়াছে।

কোথাও মহত্তম প্রসঙ্গ লব্ধ শুদ্ধভক্তিরূপ শ্রবণ কীর্তন আদি কর্ম্মদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি এবং শ্রীহরি পাদপদ্মও লাভ হয়। ইহাই বলিতেছেন—'পিবন্তি' —শ্রীভাগবতে (২।২।৩৭) আত্মনঃ—আত্মরূপে প্রকাশমান সাধুগণের প্রাণেশ্বরের কথামৃত শ্রবণ, অথবা – সাধুগণের আত্মা যে ভগবান্ তাঁহার কথামৃত শ্রবণ, অথবা—সাধুগণের যে ভগবান, তাঁহার যে আত্মা শ্রীমূর্ত্তি তাহার কথামৃত শ্রবণ। অভেদেও ভেদ উক্তি মাধুর্যের পোষক, অথবা – ভগবানের কথামৃত, তাঁহার স্বাংশ অবতারবৃন্দের কথামৃত, পরমাত্মার কথামৃত, তাঁহার দাসগণের কথামৃত শ্রবণ ও সাধুগণের কথামৃত শ্রবণ এই পঞ্চমৃত পানকারী অথবা ইহার পদকমলের মকরন্দ আস্বাদী সাধুগণের কথামৃত শ্রবণ ইত্যাদি। ভগবানের যে আত্মা শ্রীমূর্তি তাঁহার যে সাধুগণ তাঁহাদের কথামৃত শ্রবণ, ভগবানের নিজের

টীকা

অত্র কথৈব অমৃতং ইত্যনেন আস্বাদবিশেষ জনকত্বাৎ মরণধর্ম্ম নিবারকত্বাৎ পানে তৃপ্ত্যভাবজনকত্বাচ্চ প্রসিদ্ধামৃতাদস্যা বৈশিষ্ট্যং [illegible] সাবধানতয়া আদরেণ শৃণ্বন্তীত্যর্থঃ বিষয়ৈ [illegible] অত্যন্ত মলিনীকৃতং আশয়ং অন্তঃকরণং পুনস্তি সবাসনেভ্যস্তেভ্যঃ শ্রীহরিভক্তি প্রভাবেন [illegible] শোধয়ন্তীত্যর্থঃ। অনেন স্থূল ধারণা মার্গোঽপি পরিস্তঃ, ভক্তিযোগস্য স্বত এব পরমপাবনত্বাৎ অলং তৎপ্রয়াসেনেতি ভাবঃ। অত্র কথামৃতং [illegible] মুখ্যং জ্ঞেয়ম্। (ভা ১।৭।৭)—

যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং মিত্যাদেঃ, তচ্চরণ সরোরুহাস্তিকং শ্রীমৎ শ্রীভগ-

অনুবাদ

যে সাধুগণ ব্রজবাসী তাঁহাদের কথামৃত শ্রবণ। তাহা হইলে ভগবানের কথামৃত শ্রবণের ফল মহিমা আর কি বলিব, কারণ শ্রীভগবান স্বমুখে বলিয়াছেন (ভা ৯।৪।৬৮) – সাধুগণ আমার হৃদয়, এবং সাধুগণের হৃদয় আমি' ইত্যাদি। সাধুগণের শ্রীভগবানের উপর স্বামিত্ব দ্বারাই ভগবানের মমতাস্পদ দৃষ্ট হয় ও শ্রুত হয়।

এস্থলে কথাই অমৃত—ইহা দ্বারা আস্বাদ বিশেষের জনক হেতু, মরণধর্ম্ম নিবারক হেতু এবং পানকালে তৃপ্তির অভাব-জনক হেতু প্রসিদ্ধ অমৃত হইতে কথামৃতের বৈশিষ্ট্য জানান হইল। পিবন্তি—পান করেন, পরম সাবধানভাবে আদরপূর্বক শ্রবণ করেন। বিষয়সমূহ দ্বারা বিভূষিত অর্থাৎ অত্যন্ত মলিনীকৃত, আশয় – অন্তঃকরণ, পুনন্তি বাসনার সহিত অন্তঃকরণ হইতে শ্রীহরিভক্তি প্রভাবে দোষসমূহকে নিঃসারিত করিয়া শোধন করেন। ইহা দ্বারা স্থূল ধারণা মার্গও পরিত্যক্ত হইল। ভক্তিযোগ যেহেতু স্বাভাবিক পরম পাবন। অতএব স্থূল ধারণার প্রয়াসে প্রয়োজন নাই, ইহাই ভাবার্থ।

এস্থলে কথামৃত শ্রীমদ্ভাগবতই মুখ্য জানিবেন,—(শ্রীভাঃ ১।৭।৭) 'যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কালে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণকারীর ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং ভক্তির প্রভাবে আনুষঙ্গিকভাবে শোক মোহ ও ভয় চলিয়া যায়।' শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের সান্নিধ্যে নিকট অর্থাৎ শ্রীভগবৎলোকে [illegible] গমন

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং কর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণং নাম দ্বাদশ প্রকরণম্ ॥ ১২ ॥ × ॥

টীকা

বল্লোকং ব্রজন্তি, তত্রৈব তৎসান্নিধ্যাৎ, নান্যত্র কুত্রাপি। ইত্যনেন ধর্মরাজ স্থানাদি দর্শনমপি নিরস্তমিতি জ্ঞেয়ম্। বিশেষস্তু সন্দর্ভে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি দ্বাদশ প্রকরণম্ ॥ × ॥ × ॥ ১২ ॥

—:০:—

অনুবাদ

করে। শ্রীভগবৎ ধামেই ভগবৎ সান্নিধ্য, অন্য কোথাও নহে।

ইহা দ্বারা ধর্মরাজ স্থানাদি দর্শনও নিরস্ত হইল জানিবেন।

বিশেষ ব্যাখ্যা ষট্‌সন্দর্ভে দেখিবেন ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায় কর্ম্মতত্ত্ব নামক দ্বাদশ প্রকরণ টীকানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

—•—

পরিশিষ্ট

অথ প্রমাণানি

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥১॥

সদোষ-প্রত্যক্ষং তদিদমনুমানঞ্চ কলুষং
তথা তৈচ্চতিহ্যং তদনুগতিরন্ধা হ্যুপমিতিঃ।
তথা চার্থাপত্তিঃ স্বয়মনুপলব্ধিশ্চ বিগতা
শ্রুতো দৃষ্টো বা সম্ভব উদিত-দোষশ্চ ভবতু ॥২॥

টীকা

উপক্রমেতি বৃহৎসংহিতায়াম, অত্র ষড়্‌বিধলিঙ্গানি,—তত্র তত্র বিবিচ্য জ্ঞেয়ানি। তানি বিনা গ্রন্থাভিপ্রায়ো ন জ্ঞায়তে. ১) তত্রোপক্রমোপসংহারয়োরৈকরূপ্যমিতি, ষড়েব লিঙ্গানি। ২) অভ্যাসোঽবিশেষ পুনঃ শ্রুতিঃ, ৩) মানান্তরাবিষয়তাঽপূর্বতা. ৪) ফলং তদ্ভক্তিরূপ-প্রয়োজনং ৫) পুনঃ পুনঃ প্রশংসনমর্থবাদঃ, ৬) ভেদ প্রতিপাদন যুক্তিরুপপত্তিরিতি জ্ঞেয়ম ॥১॥

পরিশিষ্ট

অথ প্রমাণ সমূহ

মূলানুবাদ—১) উপক্রমও উপসংহার, ২) অভ্যাস, ৩) অপূর্বতা, ৪) ফল ৫) অর্থবাদ ৬) উপপত্তি—এই ছয়টি গ্রন্থের তাৎপর্য নির্ণয় করিবার চিহ্ন ॥১॥

প্রমাণ সমূহ মধ্যে ১) প্রত্যক্ষ দোষযুক্ত, ২) অনুমানও আবিল, সেই রূপ ৩) ঐতিহ্যও, ৪) উপমিতি, ৫) অর্থাপত্তি ৬) নিজের অনুপলব্ধি, ৭) শ্রুত বা দৃষ্ট সম্ভব। ইহারাও দোষ যুক্ত ॥২॥

টীকানুবাদ—'উপক্রম' ইত্যাদি বৃহৎসংহিতাতে, এস্থলে ষড়্‌বিধলিঙ্গ গ্রন্থমধ্যে বিচার করিয়া জানিতে হইবে। ঐ সকল ছাড়া গ্রন্থের অভিপ্রায় জানা যায় না। তন্মধ্যে ১) উপক্রম—আরম্ভ, উপসংহার-শেষ—এই উভয়ের একরূপতা। ২) অভ্যাস—একই বিষয় অপরিবর্তিত রূপে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ। ৩) অন্য প্রমাণের দ্বারা অগম্য—অপূর্বতা, ৪) ফল—ভগবদ্ভক্তিরূপ প্রয়োজন, ৫ পুনঃ পুনঃ প্রশংসা—অর্থবাদ, ৬) যুক্তি—উপপত্তি এই ছয় প্রকার লিঙ্গ ॥১॥

টীকা

অত্র ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-রূপেণ দোষচতুষ্টয়েন পুরুষ-বুদ্ধেদুষ্টত্বাৎ সুতরাম্ অচিন্ত্যালৌকিক-বস্তু স্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎপ্রত্যক্ষাদিন্যপি সদোষাণি, ততস্তানি ন প্রমাণানি। কিন্তু অনাদি সিদ্ধ সর্ব পুরুষ পরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিক জ্ঞান নিদানত্বাৎ অপ্রাকৃত বচনলক্ষণো বেদঃ, তদনুগত স্মৃতয় এব চাস্মাকং প্রমাণমিত্যভিপ্রায়েণ গ্রন্থকার আহ — সদোষমিতি। "কলুষোঽনচ্ছ আবিলম্" ইত্যমরঃ। অত্র প্রাচীনোক্তানুসারেণ ব্যাখ্যায়তে, —তত্র 'প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকঃ, অনুমানং চ বৈশেষিকঃ, ঐতিহ্যং পৌরাণিকঃ, উপমানঞ্চ গৌতমঃ, অর্থাপত্ত্যনুপলব্ধী চ মীমাংসকঃ, অসম্ভবমপি পৌরাণিকঃ, ঐতিহ্যাসম্ভবয়োর্বিচ্ছেদেনোক্তিস্তু ছন্দোনুরোধেন জ্ঞেয়া। এতত্তু, তত্ত্বনির্ণয়ে পশ্যামঃ। তদিত্থং সপ্তপ্রমাণান্যুক্তানি। সর্ব্বসাধুসম্মতঃ, কপিলপতঞ্জল্যাদিভিঃ স্বীকৃতঃ, শব্দস্তু অগ্রবাক্যে দর্শিতোঽস্তি।

অনুবাদ

টীকানুবাদ—প্রমাণ বিষয়ে ভ্রম, প্রমাদ, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, লোকবঞ্চনেচ্ছা রূপ দোষ চতুষ্টয় দ্বারা মনুষ্য বুদ্ধি দুষ্ট হেতু সুতরাং অচিন্ত্য অলৌকিক ভগবদ্বস্তু স্পর্শের অযোগ্য। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহও দোষযুক্ত। অতএব ঐ সকল প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য নহে।

কিন্তু অনাদি কাল হইতে সর্ব্বলোক পরম্পরাতে প্রচারিত, সর্ব্ববিধ লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের কারণ, অপ্রাকৃত বাক্যরূপ বেদ পুরাণ এবং বেদানুগত স্মৃতি সমূহই আমাদের প্রমাণ—এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন—'সদোষম্ ইতি, কলুষ - অনচ্ছ. আবিল-(অমরকোষে)। এস্থলে প্রাচীনোক্ত কারিকা অনুসারে ব্যাখ্যা করা হইতেছে—একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ চার্ব্বাকগণ স্বীকার করেন, বৈশেষিকগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান, গৌতম ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমান, ঐসঙ্গে অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধী মীমাংসকগণ, ঐতিহ্য ও অসম্ভব—পৌরাণিকগণ স্বীকার করেন। এসকলের বিশেষ ব্যাখ্যা ঐ ঐ প্রমাণের প্রসঙ্গে দেখা যাইবে। এইরূপে সপ্তবিধ প্রমাণ বলা হইল। সর্ব্ব

টীকা

১) তেষু অর্থসন্নিকৃষ্টমিন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষং, ঘটমহং চক্ষুষা পশ্যামি ইত্যাদৌ, ২) অনুমিতি করণমনুমানং — [illegible] অগ্ন্যাদিজ্ঞানং অনুমিতিস্তৎ করণং ধূমাদিজ্ঞানং, ৩) অজ্ঞাতবক্তৃকত্বাগত পারম্পর্য্য প্রসিদ্ধমৈতিহ্যং — যথেহ বটে যক্ষো নিবসতি' ইত্যাদৌ ৪) উপমিতিকরণং উপমানং — গোসদৃশো গবয় ইত্যাদৌ সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধ জ্ঞান উপমিতিঃ তৎকরণং সাদৃশ্যজ্ঞানং, ৫) অনুপপদ্যমানার্থ [illegible] উপপাদকার্থান্তরকল্পনমর্থাপত্তিঃ — পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে ইত্যাদৌ — [illegible] ভুঞ্জানস্য পীনত্বমনুপপন্নং সং তস্য নক্তং-ভোজিত্বং কল্পয়তি ৬) [illegible] ঘটাদ্যভাবো নিশ্চিতঃ, অনুপলব্ধিস্তু উপলব্ধ্যভাব ইত্যভাবেন প্রমাণেন

অনুবাদ

সাধু সম্মত কপিল ও পতঞ্জলি আদি কর্তৃক স্বীকৃত শব্দ-প্রমাণ অগ্রিম বাক্যে প্রথমে দেখান হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের পরিচয়—১) পদার্থের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ—প্রত্যক্ষ, আমি ঘটকে চক্ষুদ্বারা দেখিতেছি। ইত্যাদি উদাহরণ। ২) অনুমিতির কারণ অনুমান, 'পর্ব্বতটি অগ্নিযুক্ত ধূমহেতু' ইত্যাদিস্থলে অগ্নিজ্ঞান অনুমিতি, তাহার করণ ধূমজ্ঞান। ৩) কোন অজ্ঞাত বক্তা হইতে আগত পরম্পরা প্রসিদ্ধ—ঐতিহ্য, যেমন এই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে ইত্যাদি. ৪) উপমিতির করণ—উপমান, যেমন 'গোসদৃশ গবয়' ইত্যাদি,—বাক্যে সংজ্ঞা-সংজ্ঞির সম্বন্ধজ্ঞান উপমিতি. তাহার করণ সাদৃশ্য জ্ঞান. ৫) অনুপপদ্যমান বিষয় দেখিয়া উপপাদক অর্থান্তর কল্পনা করাকে অর্থাপত্তি প্রমাণ বলা হয়। যেমন—স্থূলকায় দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না - ইত্যাদি স্থলে—দিবসে ভোজন হীনের স্থূলত্ব অযৌক্তিক, অতএব তাহার রাত্রিতে ভোজন কল্পনা করিতে হয়। ৬) ঘটাদি দৃষ্ট না হইলে ঘটাদির অভাব নিশ্চিত, অনুপলব্ধি উপলব্ধির অভাব—এইভাবে প্রমাণদ্বারা ঘটাদির অভাব গৃহীত হয়। ৭] শত সংখ্যক বস্তু মধ্যে দশ সংখ্যা থাকা সম্ভব এই বুদ্ধিতে

টীকা—

ঘটাত্তভাবো গৃহ্যতে। ৭] শতে দশকং সম্ভবতি ইতিবুদ্ধৌ সম্ভাবনং সম্ভবঃ। ৮) অঙ্গুল্যুত্তোলনতো ঘটদশকাদি-জ্ঞানকরী চেষ্টাপি কৈশ্চিৎ মানমিষ্যতে। এবং প্রমাণবাদিনো বিবিধাঃ।

তেষু প্রত্যক্ষমাত্র বাদিনা চার্বাকেন অপ্রতিপন্নঃ সন্দিগ্ধ বিপর্যস্তো বা পুমান্ ন শক্যো ব্যুৎপাদিতুং, ন চার্বাকদৃশা প্রত্যক্ষেণ পুরুষান্তর বর্তিনো জ্ঞান সন্দেহ বিপর্যয়াঃ শক্যাঃ প্রতিপত্তুং. ন বা চার্ব্বাকঃ তার্কিকেন নবধৃত জ্ঞানাদির্ব্বক্তুং. প্রবৃত্তো গ্রাহ্যবাক্ প্রেক্ষাবতাম্। তস্মাদনিচ্ছতাপি পরগতা জ্ঞানাদির্ব্বক্তুং. প্রবৃত্তো গ্রাহ্যবাক্ প্রেক্ষাবতাম্। অতঃ স পরিহস্যতে— ‘চার্বক তব চার্ব্বঙ্গীং জারতো তেনানুমানমুপাদেয়মেব। বীক্ষ্য গর্ভিণীং। প্রত্যক্ষ মাত্রবিশ্বাসো ঘন শ্বাসং কিমুজ্ঝসী॥” ইতি তেন চ পরগতাজ্ঞানাদীনভিপ্রায় ভেদাদ্ বাক্য ভেদাদ্ লিঙ্গাচ্চ অনুমায় তদজ্ঞানাদি পরিহারে প্রবৃত্তো গ্রাহ্যবাক্ স্যাদিতি।

কিঞ্চ প্রত্যক্ষং স্থূলমেব সন্নিকৃষ্টং গৃহ্লাতি। যদুক্তং – মে মনোঽন্যত্র গতং

অনুবাদ

সম্ভাবন করা সম্ভব। (৮) অঙ্গুলি দেখাইয়া দশটি ঘটের জ্ঞানকরী চেষ্টাকেও কেহ প্রমাণ স্বীকার করেন, এইরূপে প্রমাণ স্বীকারকারী বিবিধ॥

তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষমাত্রবাদি চার্ব্বাক কর্তৃক অসমর্থিত (অপ্রতিপন্ন) সন্দিগ্ধ বা বিপর্যস্ত ব্যক্তি নিষ্পাদন করিতে অসমর্থ, চার্ব্বাকের দৃষ্টি ভঙ্গীতে প্রত্যক্ষ দ্বারা অন্যব্যক্তিতে অবস্থিত জ্ঞান ভাণ্ডারের বিপরীত স্বীকার করিতে পারে না, অথবা—চার্ব্বাক তার্কিক-কর্তৃক নবধৃত অন্যব্যক্তিতে অবস্থিত অজ্ঞানাদি বলিতে পারে না, দর্শকগণের · ·· ···। অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেও চার্বাককে অনুমান প্রমাণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই কারণে চার্বাক উপহাসের পাত্র – হে চার্ব্বাক তোমার পত্নীতে জার হইতে গর্ভিণী দেখিয়া প্রত্যক্ষ মাত্র বিশ্বাস কারী তুমি কি কারণ ঘনশ্বাস ফেলিতেছ? ইতি। চার্ব্বাক কর্তৃক পরগত অজ্ঞানাদিকে অভিপ্রায়ভেদে, বাক্যভেদেও চিহ্ন দ্বারা অনুমান করিয়া সেই অজ্ঞানাদি পরিহার করিতে চেষ্টিত হইয়া গ্রাহ্যবাক্ হয়। ইতি

টীকা

ময়া ন দৃষ্টমিত্যাদি অভিভূত [illegible] সম্পৃক্তমতিসূক্ষ্মং চ বস্তু গৃহ্লাতি. যথা রবি কিরণাভিভূতং গ্রহনক্ষত্র মণ্ডলং; যথা ক্ষীরে দধিভাবং [illegible] জলদ বিমুক্তান্ জলবিন্দূন্. যথাক্ষিসন্নিকৃষ্টানপি পরমাণূন্. ক্বচিদ্ ব্যভিচরতি চৈতৎ মায়ামূর্দ্ধাবলোকে, যজ্ঞদত্তস্যৈবায়ং মূর্দ্ধেত্যাদৌ. যদ্যপি প্রত্যক্ষেণাপি বস্তুনো লিঙ্গাদনুমানং প্রবর্তিতুমলং, তথাপি ক্বচিদ্ ব্যভিচরদ্দৃষ্টং যথা তৎকালনির্বাপিত-বহ্নৌ চিরমধিকোদিত্বর-ধূমে পর্বতে ‘বহ্নিমানয়ং ধূমাদিত্যাদৌ। তদেবং মুখ্যয়োরুভয়োর্ব্যভিচারো দর্শিতঃ।

এতদনুগতানাং যথাক্রমং—ঐতিহ্যং তু অনির্দিষ্টবক্তৃকত্বেন সাংশয়িকত্বান্ন প্রমাণম্. আপ্তবক্তৃকত্বে নিশ্চিতে তু তস্যাগমান্তর্ভাব এব, ন পৃথক্ প্রমাণমেতৎ।

উপমানং খলু ‘যথা গৌস্তথা গবয়’ ইতি বাক্যং তজ্জনিতা চ ধীরাগম এব, গবয়শব্দো গোসদৃশস্যাভিধায়ীতি যঃ প্রত্যয়ঃ সোঽপ্যনুমানমেব, যঃ শব্দো

অনুবাদ

আরও প্রত্যক্ষ – স্থূলপদার্থকে নিকটস্থ বস্তুকে গ্রহণ করে। যেহেতু বলা হয়—আমার মন অন্যত্র গিয়াছিল, আমি দেখি নাই। অভিভূত, অনুদ্ভূত, সংপৃক্ত, অতি সূক্ষ্ম বস্তুও প্রত্যক্ষ গ্রহণ করে না। যেমন সূর্যকিরণে অভিভূত গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডল, দুগ্ধে দধিভাব, জলাশয়ে মেঘ-মুক্ত জলবিন্দু. চক্ষু সন্নিকৃষ্ট পরমাণু সমূহ।

কখন কখন প্রত্যক্ষ ব্যাভিচারীও হয় – মায়াজাল দ্বারা কাটামুণ্ড দর্শনে যজ্ঞদত্তেরই এই মুণ্ড ইত্যাদি স্থলে।

যদিও প্রত্যক্ষেও বস্তুর ব্যাপ্তি চিহ্ন হইতে অনুমানের চেষ্টা করিতে পারে তথাপি কখনও ব্যভিচার হইতে দেখা যায়. বৃষ্টি দ্বারা সেইক্ষণে অগ্নি নির্বাপিত হইলে দীর্ঘকাল অধিক ধূম উত্থিত পর্ব্বতকে দেখিয়া ‘বহ্নি যুক্ত এই পর্ব্বত, ধূম হেতু’ ইত্যাদি স্থলে এইভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই মুখ্য প্রমাণ দুইটির ব্যভিচার দেখান হইল।

টীকা

বৃদ্ধৈর্যত্রার্থে প্রযুজ্যতে সোঽসতি কৃতান্তরে তস্যাভিধায়ী যথা গো-শব্দো গোত্বস্য বিশিষ্টে প্রযুজ্যতে চ. গো-শব্দে গবয় শব্দ ইতি তস্যৈব সোঽভিধায়ীতি জ্ঞান মনুমানমেব। যত্ত, চক্ষু-সন্নিকৃষ্টস্য গবয়স্য সাদৃশ্য জ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষ মেবেতি নোপমানং পৃথগ, বাচ্যম্।

যত্তু দিবা অভুঞ্জানে পীনত্বং নক্তং ভুক্তিং বিনা নোপপদ্যতে. অতঃ পীনত্বান্যথানুপপত্তি-প্রসূতার্থাপত্তিরেব রাত্রিভোজনে প্রমাণমিতি তন্ন তস্যানুমানে ঽন্তর্ভাবাৎ—অয়ং রাত্রৌ ভুক্তে, দিবাঽভুঞ্জানত্বে সতি পীনত্বাৎ, যস্তুরাত্রৌ ন ভুংক্তে, ন স দিবাঽভুঞ্জানত্বে সতি পীনঃ, যথা দিবারাত্রৌ চাভুঞ্জানো ঽপীনঃ,

অনুবাদ

ইহাদের অনুগত প্রমাণ সমূহের যথাক্রমে দোষ দেখান হইতেছে—ঐতিহ্য—ইহার কোন নির্দিষ্ট বক্তা না থাকা হেতু সংশয়যুক্ত থাকায় প্রমাণ নহে। যদি উহার বক্তা আপ্তরূপে নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে ঐতিহ্য শব্দ প্রমাণের অন্তর্গতই পৃথক প্রমাণ নহে।

উপমান—'যেমন গাভী সেইরূপ গবয়" এই বাক্য এবং তজ্জন্য জ্ঞান 'আগম' প্রমাণই। 'গবয়' শব্দ গো সদৃশ প্রাণীর নাম' এইরূপ যে জ্ঞান তাহাও অনুমানই। যে শব্দ বৃদ্ধগণ যে অর্থে ব্যবহার করে, সেই শব্দ অন্য কর্তা না থাকিতেন সেই পদার্থের নাম হয়। যেমন গো-শব্দ গোত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্টে ব্যবহারও হয়—গো-শব্দে গবয় শব্দ অতএব ঐ শব্দ উহার নাম—এই জ্ঞানটি অনুমানই। কিন্তু যাহা চক্ষুর নিকটে গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞান তাহা প্রত্যক্ষই, তাহাকে আর অনুমান বলিয়া পৃথক বলা যাইবে না॥

কিন্তু যাহা দিবসে অভুক্ত ব্যক্তিতে স্থূলতা, রাত্রি ভোজন ব্যতীত সম্ভব নহে. অতএব স্থূলতা অন্যভাবে যুক্তিযুক্ত নহে, ইহা হইতে উত্থিত জ্ঞান অর্থাপত্তিই রাত্রিভোজনে প্রমাণ, এইরূপ বলেন তাহা নহে—উহা অনুমানের অন্তর্গতহেতু, যেমন—এই ব্যক্তি রাত্রিতে অনুমান। যে ব্যক্তি রাত্রিতে ভোজন করে না, সে ব্যক্তি দিবাতে না খাইয়া স্থূল হয় না, এই ব্যক্তি সেইরূপ নয়, অতএব পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত স্থির—ইহা কেবল ব্যতিরেকী অনুমান গম্য।

ন দোষাণাং গন্ধো ভবতি কিল চাগ্রে ন ভবিতা
ন চাগ্রে সঞ্জাতঃ শ্রুতি বচন-জাতে কথমপি।
প্রমাণং তদ্বাক্যং তদনুগত মুন্যাদি বচনং,
গ্রহীতব্যং বিজ্ঞৈর্নিগমগণ নিন্দ্যং ন হি নহি ॥ ৩ ॥

টীকা

ন চায়ং তথা, তস্মাত্তথা—ইতি কেবল ব্যতিরেক্যনুমানগম্য মেতৎ অনুপলব্ধিরপি—ন পৃথক্ প্রমাণম্, ঘটাদ্যভাবস্য চাক্ষুষত্বাৎ, অভাবং প্রকাশয়ৎ ইন্দ্রিয় স্বসংবদ্ধ ভাববিশেষ মুখেন নাপ্রসঙ্গঃ। সম্ভবস্তু শতে দশকাদ্যবগমঃ, স চানুমানমেব, শতত্বং হি দশকাদ্যবিনাভূতং, শতে দশকাদি সদ্ভাবগমকত্বাদিতি ন স পৃথক্ প্রমাণমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২ ॥

ন দোষাণামিতি, শ্রুতিবচন সমূহে কিলেতি প্রসিদ্ধৌ। মুন্যাদি বচনমপি নিগমগণনিন্দ্যং চেৎ স্যাৎ তর্হি ন হি গ্রহীতব্যং হি হেতৌ নিশ্চয়ে বা, দ্বিরুক্তি তু আদ্যন্তনিষেধে।

অনুবাদ

মূলানুবাদ—বেদ শিরোভাগ শ্রুতিবচন সমূহে কোন প্রকারেই দোষসমূহের গন্ধও নাই, ভবিষ্যতে হইবে না, পূর্বেও হয় নাই। ঐ শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ এবং শ্রুতির অনুগত মুনি বচন সমূহও প্রমাণ, অতএব বিজ্ঞব্যক্তিগণ বেদ-নিন্দিত প্রমাণসমূহ গ্রহণ করিবেন না ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ অনুপলব্ধিও পৃথক প্রমাণ নহে—ঘটাদির অভাব যেহেতু চাক্ষুষ, অভাবকে প্রকাশ করিয়া চক্ষু ইন্দ্রিয় স্বসংবদ্ধ ভাববিশেষ দ্বারা অপ্রসঙ্গ হয় না।

সম্ভব ও শত সংখ্যক বস্তুমধ্যে দশ সংখ্যক বস্তুর জ্ঞান, তাহাও অনুমানই। দশ সংখ্যা ব্যতীত শত সংখ্যা হইতে পারে না—এই জ্ঞান শতের মধ্যে দশের অবস্থিতি জানাইতেছে। অতএব উহা পৃথক্ প্রমাণ নহে। ২ ॥

টীকানুবাদ—ন দোষাণামিতি—প্রসিদ্ধ শ্রুতিবচন সমূহে। মুনিবচনও বেদবচন দ্বারা যদি নিন্দনীয় হয়, তাহা হইলে গ্রহণীয় নহে, ইহা নিশ্চিত। পুনরুক্তি

টীকা

তত্র আপ্তবাক্যং শব্দঃ, স চ বেদলক্ষণস্তদনুগতানাং বচনলক্ষণশ্চ — তথা অগ্নিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত, যথা চ নদীতীরে পঞ্চবৃক্ষাঃ সন্তীত্যাদিঃ, স চ কুত্রাপি ন ব্যভিচরতি, হিমালয়ে হিমং, রত্নাকরে রত্নমিত্যাদি, রবিকান্তাদ রবি-কিরণ সংযোগে বহ্নিরুত্তিষ্ঠতীত্যাদি, স খলু তৎনিরপেক্ষঃ তত্ত্বপমর্দী তদবিরোধ্যঃ তৎসচিবঃ তদনুগ্রাহী, তদগম্যে সাধকতমশ্চ দৃষ্টঃ। তথাহি — দশমস্ত্বমসীত্যাদৌ তন্নিরপেক্ষঃ স এষ শব্দঃ শ্রোত্রং প্রবিশন্নেব দশমোঽহমস্মীতি প্রমায়াস্তিরস্কারিণং মোহং নিবর্ত্তয়তীতি তত্ত্বং স্পষ্টম্। 'সর্পদষ্টে ত্বয়ি বিষং নাস্তী'তি মন্ত্রাদৌ, বহ্নিতপ্তমঙ্গং বহ্নিতাপেন সাম্যতীত্যাদৌ চ স্বপ্রতিপাদিতে তদ-ইত্যাদৌ, বহ্নিতপ্তমঙ্গং বহ্নিতাপেন সাম্যতীত্যাদৌ চ স্বপ্রতিপাদিতে তদ-বিরোধাৎ চ, অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্ ইত্যাদৌ, হীরক গুণবিশেষমদৃষ্টবন্তিঃ পার্থিবত্বেন সর্বং পাষাণাদি দ্রব্যং লোহচ্ছেদ্যমিত্যনুমাতুং শক্যং, ন তু শ্রুত তাদৃশ গুণকং হীরকং তচ্ছেদ্যমিত্যাদৌ চ, যথাশক্তি তৎসাচিব্যকরণম্। দৃষ্টচর-মায়া-মুক্তঃ পুংসো ভ্রান্ত্যা সতোঽপি অবিশ্বস্তে 'স এবায়' মিত্যাকাশবাণ্যাদৌ, অরে

অনুবাদ

অতীতে নিষেধ ছিল, পরেও নিষিদ্ধ থাকিবে। তন্মধ্যে আপ্তবাক্য শব্দ, তাহাও বেদরূপ ও বেদানুগত শাস্ত্রসমূহের বচন। সেইরূপ 'অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গকামী যজন করিবে। যেমন নদীতীরে পঞ্চবৃক্ষ আছে, ইত্যাদি। সেই শব্দ কোথাও ব্যভিচার হয় না, হিমালয়ে হিম, রত্নাকরে রত্ন ইত্যাদি, সূর্যকান্তমণি হইতে সূর্যকিরণ সংযোগে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি। সেই বেদ নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ তত্ত্বপমর্দী তদ্‌অবিরোধী, বেদসহায়ক, তদনুগ্রাহী, প্রত্যক্ষ অগম্যে সাধকতমও দৃষ্ট হয়। তাহাই — দশমস্ত্বমসি বাক্যে তৎনিরপেক্ষ, সেই এই শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াই দশম আমি হই — এই প্রমাণের তিরস্কারিণী মোহকে অপসারিত করে, এই তত্ত্ব স্পষ্ট। 'সর্প দষ্ট তোমাতে বিষ নাই' ইহা মন্ত্র, 'অগ্নি তপ্ত অঙ্গ, অগ্নি তাপ দ্বারা জ্বালা নিবারণ হয়,' ইত্যাদিতেও শব্দ প্রতিপাদিতে প্রত্যক্ষ অবিরোধিতা, 'অগ্নি হিমের ঔষধ' হীরক-মণির গুণবিশেষ অদৃষ্ট ব্যক্তি 'পার্থিব পাষণাদি দ্রব্য সকল লোহ ছেদ্য' ইহা অনুমান করিতে পারেন, কিন্তু যিনি হীরকের লোহ অচ্ছেদ্য গুণ শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি

টীকা

শীতার্ত্তাঃ পান্থা মাস্মিন্ বহ্নিং সম্ভাবয়ত, দৃষ্টমস্মাভিরত্রায়ং বৃষ্ট্যা [illegible] নির্বাণঃ, কিন্তু অস্মিন্ ধূমোদ্‌গারিণি গিরৌ সোঽস্তীতি [illegible] বদ্ধমূলে প্রত্যক্ষ [illegible] সাধকতমত্বং চ, [illegible] পরাগাদৌ চ। তদেবং সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যে শব্দস্য স্থিতে [illegible] শ্রুতিরূপ এব, নত্বার্ষ লক্ষণোঽপি 'নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং' 'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামী'ত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ঋষীণাং মিথো বিবাদদর্শনেন তদ্বাক্যানাং তত্ত্বনির্ণায়-কত্বাসম্ভবাৎ, নিত্যঃ শ্রুতিলক্ষণঃ শব্দঃ, তস্য তন্নিঃশ্বসিতত্বাৎ। তথাহি — এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ [illegible] অনু-ব্যাখ্যানি ব্যাখ্যানীতি মাধ্যন্দিন শ্রুতিঃ। স্মৃতিশ্চ মোক্ষধর্ম্মে — 'অনাদি-

অনুবাদ

অনুমান করিতে পারেন না। যথাশক্তি তাহার সহায়ক হয় প্রত্যক্ষ। যিনি মায়ামুক্ত দর্শনকারী ব্যক্তি তিনি সত্য মুক্তকেও [illegible] আকাশবাণীতে এই সেই ব্যক্তি, অরে শীতাতুর পথিকগণ এস্থলে অগ্নির সম্ভাবনা করিও না, আমরা দেখিয়াছি, এস্থলে অগ্নি বৃষ্টি দ্বারা এখনই নির্বাণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই ধূম উদ্গারকারী পর্ব্বতে অগ্নি আছে। [illegible] প্রত্যক্ষ ও অনুমান বদ্ধমূল জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষাদির শক্তির অগম্য বিষয়ে শব্দ সাধক-তম, যেমন গ্রহগণের রাশি সঞ্চারে ও সূর্যগ্রহণাদিতে।

এইরূপে শব্দের প্রামাণ্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে পর তত্ত্ব নির্ণয় কিন্তু শ্রুতিরূপ বেদ প্রমাণ হইতে, আর্ষরূপ প্রমাণ হইতেও নহে। অবেদজ্ঞ সেই বৃহদ্ ব্রহ্মকে মনন করিতে পারে না, প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ বেদ্য পুরুষকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি — ইত্যাদি শ্রুতি হইতে। ঋষিগণের পরস্পর বিবাদ দর্শন করিয়া তদ্বাক্যসমূহের অপ্রাকৃত বস্তু নির্ণায়ক শক্তি অসম্ভব হেতু, নিত্য শ্রুতি-রূপ শব্দ মহাপুরুষের নিঃশ্বাস হইতে উদ্ভূত হেতু। [illegible] এই মহাপুরুষের নিঃশ্বাসের ন্যায় এইসকল — ঋগবেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ [illegible]

টীকা

নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥" ইতি স্মৃষ্টা প্রাদুর্ভাবিতা আভ্যাং পুরাণ বাক্যানাং নিত্যত্ব শ্রবণাৎ তানি নাবমন্তব্যানি। ততোঽন্যথাবক্তরি বেদবাহ্যত্বং স্যাৎ। কিঞ্চ তস্য দুর্গতিত্বমতি শ্রূয়তে। তথা চ নারদীয়ে বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতা দেবি পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥ পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যকযোনিমবাপ্নুয়াৎ। সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং প্রাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ॥ ইতি দ্রষ্টব্যঃ। কিঞ্চ ভ্রমাদিদোষ-বিশিষ্ট জীব কর্তৃত্ব বিরহাৎ, নির্দোষশ্চ স এব ভবতীতার্থঃ। এতত্তু দিঙ্মাত্রং দর্শিতম্॥ ৩॥

অনুবাদ

অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যা—ইহা মাধ্যন্দিন শ্রুতি। স্মৃতিও মোক্ষধর্ম্মস্থিত—যাহার আদি ও অন্ত নাই নিত্য বাক্যরূপ বেদ স্বয়ম্ভু আবির্ভূত করিয়াছেন সৃষ্টির আদিতে, অপ্রাকৃত বেদস্বরূপ যাহা হইতে সর্ববিধ প্রবৃত্তি ধর্ম্মসমূহ প্রচারিত। এই দুই প্রমাণ দ্বারা পুরাণ বাক্যসমূহেরও নিত্যত্ব শ্রবণহেতু ঐ সকল পুরাণ অবজ্ঞার বিষয় নহে। ইহার বিপরীত বক্তাতে বেদ বহির্ভূতত্ব দোষ থাকে। যাহারা পুরাণাদির অবজ্ঞা করে তাহার দুর্গতি লাভ শ্রুত হয়—নারদীয়ে হে বরাননে বেদের অর্থ হইতে পুরাণের অর্থ অধিক মনে করি, হে দেবি পুরাণে বেদসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহাতে সংশয় করিও না। পুরাণকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিলেও তির্য্যক যোনি গমন করে—সুশান্ত ও সুদান্ত হইলেও কখনও উত্তম গতি পাইবে না। আরও ভ্রমাদি দোষবিশিষ্ট জীবের বেদকর্তৃত্ব নাই। পুরাণও নির্দোষ। ইহা কিন্তু দিক্‌মাত্র দেখান হইল॥৩॥ X॥ X॥ X॥

ইতি প্রমাণ প্রকরণ

—•—

অথোপসংহারঃ

মুদা বন্দে কৃষ্ণং করকলিত কঞ্জং সকরুণং,
কিশোরং কামেশং কৃপণ জন পালৈক শরণম্।
তথা চ শ্রীমন্তং [illegible]
তথা শ্রীমদ্ রাধাং স্বজন সহিতা [illegible]

টীকা

মুদেতি। মুদা তৎস্মরণ জন্য-তাৎকালিকানন্দ [illegible] কৃষ্ণং শ্যাম-মনোহরং শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ং পরব্রহ্ম ভগবন্তং বন্দে, অহো মম ভাগ্যমাহাত্ম্যং যস্য শ্রীমদ্‌গুরোঃ কৃপয়া তন্নমনাধিকারতা প্রাপ্তেতি ভাবঃ। করে কলিতঃ ভক্তসন্তাপাদি নিবারণায় গৃহীতং কঞ্জং যেন ইত্যনেন মাধুর্য্যবিশেষোঽপি দর্শিতঃ। সকরুণম্ মূর্তিমত্যা তয়া শক্ত্যা [illegible] এতত্তু অন্যা-সামপি শক্তীনাং মুপলক্ষণম্ জ্ঞেয়ম্।

অথ উপসংহার

মূলানুবাদ—হস্তে ধৃত লীলাকমল সকরুণ কিশোর [illegible] পালক, একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দের সহিত বন্দনা [illegible] শ্রী[illegible] অগ্রজ শ্রীবলদেবকে তদনুগ শ্রীদামাদি সখাগণের সহিত বন্দনা করি। সেই শ্রীরাধাঠাকুরাণীকে তাঁহার শ্রীললিতাদি সখীজনের সহিত প্রণত [illegible] বন্দনা করি॥১॥

টীকানুবাদ—মুদেদি—শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ জন্য তাৎকালিক আনন্দ [illegible] সহিত আমি শ্যামমনোহর শ্রীযশোদাস্তনপায়ী পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। আশ্চর্য্য আমার ভাগ্যমাহাত্ম্য যে শ্রীমদ্‌গুরুদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা ভাবার্থ। যিনি শ্রীহস্তে ভক্তসন্তাপাদি নিবারণের জন্য পদ্মধারণ করিয়াছেন, ইহা দ্বারা মাধুর্য [illegible] প্রদর্শিত হইল। সকরুণ—মূর্ত্তিমতী করুণা শক্তিদ্বারা সেব্যমান। ইহা কিন্তু অন্য সকল শক্তিগণেরও উপলক্ষণ জানিতে হইবে।

'কিশোরম্' ইত্যাদি কৈশোরে বর্তমান থাকিয়াও বিবিধ লীলা সময়ে আদ্য-মধ্য-শেষ এই ত্রিবিধ কৈশোরে প্রতীয়মান কামেশং—কন্দর্প-দর্পহারী

টীকা

কিশোরমিত্যাদি-কৈশোরে বর্তমানোঽপি তৎতৎক্রীড়াসময়ে কৈশোর ত্রৈবিধ্যেন প্রতীয়মানস্তমিত্যর্থঃ। কামেশং কন্দর্পনিয়ামকমিত্যর্থঃ। কংসুখং আ সম্যক্ মাতি পরিমিতং ভবতি, তথা কেন আনন্দবপুষা সম্যক্ মিমীতে ভক্তেষ্বনুমিতো ভবতীতি স চাসৌ ঈশশ্চেতি তং তথা কো ব্রহ্মা অকারো বিষ্ণুঃ সত্ত্বেন বিশ্বপালকশ্চ, মঃ শিবশ্চ, তেষামীশস্তত্তৎকার্য্যে প্রবর্তক স্তমিত্যর্থঃ। 'মঃ শিবশ্চ' ইত্যেকাক্ষরঃ, তথা মনোরথ পূরকং চেত্যর্থঃ।

কৃপণজনপালশ্চৈকো ঽদ্বিতীয়শ্চ শরণমাশ্রয়শ্চ তমিত্যর্থঃ। কৃপণজন পালানামপ্যেক শরণং মুখ্যাশ্রয়মিতি বা, কৃপণানাং সংসারিণাং মুমুক্ষুণাঞ্চ জনানাং স্বজনানাং চ, পালানাং ব্রহ্মাদীনাং চাদ্বিতীয়াশ্রয়ং শুদ্ধাশ্রয়ংচেতি বা তথেতি যথা কৃষ্ণং তথেত্যর্থঃ। তমিতি তদগ্রজতয়া প্রসিদ্ধ মিত্যর্থঃ। ইহাত্রৈব স্থিতো ঽহমিত্যনেন দৈন্যমপি স্বকীয়ং দর্শিতং, তদনুগান্ শ্রীদামাদীন্, তথা ইত্যত্রাপি অন্বেতি, স্বজন সহিতাং স্বসখীজন সহিতাং তৈঃ সেব্যমানা-মিত্যর্থঃ ॥১॥

অনুবাদ

এবং ক-সুখ আ-সম্পূর্ণ পরিমিত হয়, সেইরূপ কেন—আনন্দময় বিগ্রহদ্বারা সম্যক ভক্তবৃন্দমধ্যে অনুমিত হন এমন যে ঈশ্বর, সেই ক-ব্রহ্মা, অ-বিষ্ণু সত্ত্ব-গুণদ্বারা বিশ্ব পালক, ম—শিব তাঁহাদের ঈশ—সেই সেই কার্যে প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। 'মঃ শিবশ্চ' ইহা একাক্ষর কোষে, এবং কামেশ—মনোরথপূরক শ্রীকৃষ্ণকে।

কৃপণ জন পালক ও এক—অদ্বিতীয় এবং শরণ—আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে, কৃপণজন পালকগণেরও মুখ্য আশ্রয়কে, কৃপণ—সংসারিগণের ও মুমুক্ষুগণের, জন—নিজজনগণেরও, পাল—ব্রহ্মাদি লোকপালগণেরও অদ্বিতীয় আশ্রয় ও শুদ্ধ আশ্রয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি, সেইরূপ তাহার অগ্রজরূপে প্রসিদ্ধ শ্রীবলদেবকে বন্দনা করি। এখানে থাকিয়াই আমি—ইহাদ্বারা নিজ-দৈন্যও প্রদর্শিত হইল। তদনুগ শ্রীদামাদিকে, সেইরূপ স্বজন সহিত নিজ-

কৃপাপারাবারং সকলগুণধীরং মুনিবরং
নমামি শ্রীব্যাসং ভবজনিত [illegible]
কৃতং খণ্ডং খণ্ডং বিমতমিহ বৌদ্ধাদিবিহিতং
কৃতং শাস্ত্রং যেন প্রকটমনু মধ্বং [illegible] ॥২॥

টীকা

অথ শ্রীমদ্ব্যাসদেবং তচ্ছিষ্যং সম্প্রদায় প্রবর্তকং পূর্বাচার্য্যং চ [illegible] চ প্রণমতি—কৃপেতি। কৃপাপারাবারং কৃপাসাগরম্ ইত্যর্থঃ। যদ্বা কৃপা অপারা পারশূন্যা যস্য, আবার আ সম্যক্ সমন্তাদ্ আবৃণোতি শ্রীমদ্ভগবদ্-বিষয়ক জ্ঞানেনাচ্ছাদয়তি তেন জীবান্ পূরয়তীতি স, জ্ঞানামৃতপ্রদ ইত্যর্থঃ। সচাসৌ স চ তমিত্যর্থঃ। ক্বচিৎকর্তরি চেতি-ঘঞ্। 'সকলাঃ পরিপূর্ণা গুণা যত্র স চাসৌ ধীরশ্চ তং, সকলগুণেষু ধিয়ং [illegible]

অনুবাদ

কৃপাজলধি অখিল সদ্গুণ ধীর মুনিবর শ্রীব্যাসদেবকে প্রণাম করি যিনি ভবসংসারে পতিত জীবগণের একমাত্র আশ্রয় যিনি এই জগতে বৌদ্ধ জৈনাদি বিরুদ্ধমত সমূহকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন এবং শ্রীব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র মহাভারতাদি শাস্ত্রের যিনি ভাষ্যাদি প্রকট করিয়াছেন, সেই যতিবর মধ্বাচার্যকে প্রণাম করি ॥২॥

সখীগণ সহিত অর্থাৎ তাঁহাদিগ কর্তৃক সেব্যমান শ্রীরাধাঠাকুরাণীকে বন্দনা করি ॥১॥

অনন্তর শ্রীমদ্ব্যাসদেবকে, তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায় প্রবর্তক পূর্ব্বাচার্যকে ও শ্রীমধ্বমুনিকে প্রণাম করিতেছেন—'কৃপা' ইত্যাদি। কৃপাপারাবার—কৃপা-সাগর। অথবা—কৃপা অপারা—পারশূন্য যাহার 'আবার'—আ-সম্যক্ চতুর্দিকে শ্রীভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা আচ্ছাদন অর্থাৎ জীবগণকে পূরণ করিতেছেন অর্থাৎ জ্ঞানামৃত প্রদানকারী শ্রীবেদব্যাসকে প্রণাম করি।

অখিল কল্যাণগুণ পরিপূর্ণ যাহাতে এবং ধীর যিনি, অথবা—সকল সদ্গুণবৃন্দে জীবগণের জ্ঞানেন্দ্রিয়কে এবং মনকে প্রেরণ করিতেছেন যিনি, অথবা—

নতোঽস্মি শ্রীগৌরং প্রভুমমিত-কারুণ্য জলধিং
দয়ালুং শ্রীকান্তং হরিমহিত-নাশং রসনিধিম্।

টীকা

ঈরয়তি প্রেরয়তি তমিতি বা, যদ্বা - কলাভিঃ সহ বর্তমানাঃ সকলা অবিখণ্ডি-তাস্তে সত্য-সঙ্কল্পাদয়ো গুণা যত্র তস্মিন্ শ্রীভগবতি ধিয়ং জীবানামন্তঃকরণ-মীরয়তি ইতি স, সর্বজীবনিস্তারকস্তমিত্যর্থঃ। অতএব মুনিবরমিত্যর্থঃ। শ্রীযুক্তং ব্যাসং বেদবিভাগকর্তারং শ্রীপরাশরসূনুং নমামি, নান্যৎকর্তুং সমর্থা বয়মিতি ভাবঃ। কীদৃশং ভবে প্রপঞ্চে জনিতানাং জীবানাং মুখ্যাশ্রয়ং, বিমতং বিগতমতং স্বমতাদ্বিপরীত মিত্যর্থঃ। কৃতং বিশদী কৃত মিত্যর্থঃ। যেন শ্রীমধ্বাচার্যেণ ইত্যনেন শ্রীব্যাসদেবাবির্ভূতানাং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভাষ্যতয়া তৎস্বরূপং প্রকাশিতমেব, ন তু তেন তেন চাধুনারচিতানি তানীতি জ্ঞাপিতম্। যতিবরং বৈষ্ণব সংপ্রদায় প্রবর্তকত্বাৎ, স্ফুটমন্যৎ ॥২॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—সাক্ষাৎভাবে সর্ব্বদা শ্রীহরিকে প্রণাম করি যিনি শ্যামসুন্দর হইয়াও শ্রীরাধিকার সহিত অবস্থান করায় উজ্জ্বল গৌরকান্তিতে প্রকাশমান যিনি

কলা সমূহের সহিত বর্তমান অখণ্ড সত্য সঙ্কল্পাদি গুণগণ যাঁহাতে সেই শ্রীভগবানে জীবগণের অন্তঃকরণকে প্রেরণ করিতেছেন, সেই সর্বজীব নিস্তারক শ্রীমদ্ ব্যাসদেবকে প্রণাম করি। এই কারণেই তিনি মুনিবর শ্রীযুক্ত ব্যাস অর্থাৎ বেদবিভাগ কর্তা শ্রীপরাশর পুত্রকে প্রণাম করি আমরা প্রণাম ব্যতীত আর অন্য কিছু করিতে সমর্থ নই।

আর কিরূপ ? এই জগতে জন্মগ্রহণকারী জীবগণের মুখ্য আশ্রয় যিনি। বিমত - স্বমতবিরোধি বিপরীত মত সমূহকে কৃত—বিশদ ভাবে বিচারকারী। আর যিনি শ্রীমধ্বাচার্য দ্বারা (শ্রীব্যাসদেব) স্বপ্রকটিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে তাহার স্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছেন, ইহাদ্বারা ঐ ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্য অধুনা-রচিত অর্বাচীনশাস্ত্র নহে, ইহাই জানাইলেন। শ্রীমধ্বাচার্য যতিবর বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্তক। অন্যস্পষ্ট ।২॥

অবিদ্যাহন্তারং সগণপরমানন্দ-রুচিরং
সদা শ্যামানন্দং রসিকবরমদ্ধা গুরুবরম্ ॥৩॥

টীকা

তত্র শ্লেষেণ প্রণমতি —নতোঽস্মি ইতি (শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে—) অদ্ধা সদা হরিং নতোঽস্মি, কীদৃশং শ্রিয়া গৌরং [illegible] প্রকাশমানমিত্যর্থঃ শ্রীকান্তং রাধাধবং, রসাঃ শৃঙ্গারাদ্যা নিবায়ন্তে যত্র দ্বাদশরস কদম্ব [illegible] সগণশ্চাসৌ পরমানন্দশ্চ, স চাসৌ রুচিরশ্চ তমিত্যর্থঃ। সগণ [illegible] পরিকরাণাং ব্রহ্মাদীনাং চ পরমানন্দো যস্মাৎ স চাসৌ স চ তমিতি বা, শ্যাময়া শ্রীরাধয়া নন্দো যস্য তং, তামানন্দয়তীতি বা, [illegible]

অনুবাদ

শ্রীকান্ত — শ্রীরাধারমণ, যিনি রসনিধি— শৃঙ্গারাদি দ্বাদশ রস [illegible] যিনি পরিজন বর্গসহ পরমানন্দ মনোহর, নিজপরিকর ব্রহ্মাদিরও পরমানন্দ যাঁহা হইতে, তিনিও ইনি। অথবা — শ্রীশ্যামা-শ্রীরাধার সহিত আনন্দ যাঁহার সেই শ্যামানন্দ শ্রীহরিকে, অথবা— শ্রীশ্যামাকে যিনি আনন্দ দান করেন সেই শ্যামানন্দ শ্রীহরিকে, রসিকশ্রেষ্ঠ গুরুবর—জগদ্গুরু, সকলের উপদেষ্টাকে এবং অন্তর্যামিরূপ নিত্য উপদেষ্টাকে সদা প্রণাম করি ।৩॥

টীকানুবাদ - মুখ্যভাবে শ্রীগৌরকে প্রণাম করিতেছেন— শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীরাধিকার কান্তিতে যিনি পরমসুন্দর হরি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে প্রণাম করি। রসনিধি— 'রসো বৈ স' এই শ্রুতি অনুসারে রসশব্দোক্ত জীবসমূহের নিধির ন্যায় নিধি, প্রাণ হইতেও অতিপ্রিয় পরমধন। সদা শ্যামানন্দং— সর্বদা নিজপূর্ব্ব শ্যামস্বরূপের স্মরণহেতু শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দ যাঁহার, রসিক — শ্রীকৃষ্ণনামমাত্র শ্রবণদ্বারা বিবশ ভক্তগণকে 'বর'— যিনি বরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণচরিত শ্রবণ কীর্তনাদির জন্য নিজ সমীপে স্থাপন করেন যিনি।

পুনরায় শ্লেষার্থের সহিত প্রণাম করিতেছেন — সর্ব্বদা শ্যামানন্দকে—নিজ-পরমগুরুর পরমগুরুর গুরুকে আমি প্রণাম করি—ধ্যানে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত তাঁহাকে

টীকা

সর্ব্বাত্মাপদেষ্টারং অন্তর্যামিরূপেণ নিত্যোপদেষ্টারং চ স্ফুটমন্যৎ।

মুখ্যতয়া প্রণমতি শ্রীগৌরং শ্রীচৈতন্যদেবং শ্রিয়া কান্তং পরমসুন্দর-মিত্যর্থঃ। হরিমিতি স তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব তমিত্যর্থঃ। রসনিধিমিতি—রসো বৈ স ইতি শ্রুত্যা রসশব্দোক্তানাং জীবানাং নিধিমিব নিধিং প্রাণেভ্যো-ঽপ্যাতিপ্রিয়ং পরমধন রূপমিত্যর্থঃ। সদা শ্যামেন স্মর্য্যমান স্বপূর্ব ভবরূপেণ শ্রীকৃষ্ণেনানন্দো যস্য, রসিকান্ শ্রীকৃষ্ণনামমাত্র শ্রবণেন বিবশান্ বৃণোতি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত শ্রবণ-কীর্তনাদ্যর্থং স্বসমীপে স্থাপয়তীতি তমিত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ।

পুনশ্চ শ্লেষেণৈব প্রণমতি—সদা শ্যামানন্দং স্বপরমগুরু-পরমগুরো গুরুমহং নতোঽস্মি। অদ্ধেতি—ধ্যানেন প্রাপ্তং তামস্তি জ্ঞাপয়তি, এবমেব সর্বত্র যোজ্যং, কীদৃশং শ্রিয়া শ্রীহরিভজনোদ্গত কান্ত্যা গৌরং পরমোজ্জ্বল মিত্যর্থঃ। প্রভুমস্মদ্ উদ্ধারণে সমর্থং, শ্রিয়ো লক্ষ্ম্যাঃ সম্পদ্রূপায়াঃ শোভারূপায়াশ্চ, কং পরমাহ্লাদো যস্মাৎ তস্মিন্ শ্রীভগবতি. অন্তং সমাপ্তিঃ স্থিতির্যস্য তদেকনিষ্ঠ মিত্যর্থঃ। তেন হৃদ্গতেন মনোহরং বাসসমীপে যস্য তমিতি বা। 'অন্তং স্বরূপে নাশে না নস্ত্রী শেষেঽন্তিকে ত্রিষ্বিতি' মেদিনী। 'অন্তঃ প্রান্তেতি

অনুবাদ

জানাইতেছেন—এইরূপই সর্ব্বত্র জানিবেন। কিরূপ, শ্রীকান্তং—সৌন্দর্য দ্বারা—শ্রীহরিভজন হইতে উদ্গত কান্তি দ্বারা গৌরবর্ণ পরম উজ্জ্বল। প্রভু আমার উদ্ধারকার্যে সমর্থ। শ্রিয়ঃ—সম্পদরূপা ও শোভারূপা লক্ষ্মীর পরম আহ্লাদ যাঁহা হইতে সেই শ্রীভগবানে অন্ত—সমাপ্তি স্থিতি যাঁহার অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ একনিষ্ঠ। সেই শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু হৃদয়ে বসিয়া মনোহরণকারী হরি, আমাদের ন্যায় জীবকুলকে বিমুক্তি আদির জন্য আকর্ষণ করিতেছেন, ইহ পরলোকে পরম সুখপ্রদ। রসঃ—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই নিধি-পরম আশ্রয় যাঁহার. সংসারে বৈরাগ্যবান্। রস—মধুর রসই নিধি যাঁহার, তাঁহার পরিকরপ্রাপ্ত শ্রীশ্যামানন্দকে, সগণ—তাঁহার গণের সহিত পরমানন্দহেতু সেই ভজনজাত আহ্লাদ বিশেষ দ্বারা রুচির মনোহর। গণসহ পরম—শ্রীকৃষ্ণের সহিত

বিযুক্তং ব্যাখ্যানে লিখনমিহ মূলে চ যদভূৎ
মৃজন্তু প্রাজ্ঞাস্তে হরিভজনরক্তাঃ সুহৃদয়ঃ
কৃতৈষাভ্যাসার্থং মম দুরিত-নাশায় ভবতু
ভবন্তস্তে তুষ্টা ময়ি নিখিলশাস্ত্রাদি নিপুণাঃ ॥

টীকা

কে নাশে স্বরূপে চ মনোহরে' ইতি বিশ্বঃ। হরতি অস্মদ বিধান জীবান বিমুক্ত্যাদ্যর্থ মাকর্ষতীতি তং, অত্র পরত্র চ পরমসুখপ্রদ মিত্যর্থঃ। [illegible] ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এব, নিধিঃ পরমযনং যস্য প্রপঞ্চে বিরক্ত মিত্যর্থঃ। রসঃ শৃঙ্গারাখ্য এব নিধির্যস্য তৎপরিকর-গতত্বাং তমিতি বা, [illegible]বানন্দেন তদ্ ভজনোত্থ,তাহ্লাদ বিশেষেণ রুচিরশ্চ তং পদদ্বয়ং বা, সগণেন পরমেণ শ্রীকৃষ্ণেনানন্দো যস্য তমিতি বা, সগণং পরমমানন্দয়তি ভক্ত্যা ইতি বা, সগণ পরমান্ ভাগবতান্ আনন্দয়তি ইতি বা, যদ্বা তৈরানন্দো যস্য স [illegible] চ তমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুগর্ভবিশেষণং রসিকেতি, গুরুবেব বরঃ [illegible] চাসৌ স চ তমিতি বা।

শ্লেষেণ রসিকবরং শ্রীরসিকানন্দং, গুরুবরং শ্রীমৎ স্বগুরুং শ্রীমৎ শ্রীদামোদর দাসাভিধং চ নতোঽস্মি ইতি জ্ঞাপিতম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ

মূলানুবাদ—এই শ্রীগ্রন্থমধ্যে লিখন সময়ে মূলে ও ব্যাখ্যান মধ্যে যে ত্রুটি হইয়াছে - সেইসকল ত্রুটি হরিভজনরত সুহৃদ্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ শোধন করুন।

আনন্দ যাহার, যিনি নিজগণকে পরমানন্দ দান করেন ভক্তিদ্বারা, নিজ জন-গণকে পরম ভাগবতগণকে আনন্দ দান করেন যিনি, অথবা—তাঁহাদের সহিত আনন্দ যাঁহার তিনিই ইনি। সেই শ্রীশ্যামানন্দকে। যেহেতু রসিকবর, শ্রীগুরুদেবই সর্বোত্তম যাঁহার সেই এই শ্রীশ্যামানন্দদেবকে প্রণাম করি।

শ্লেষে—রসিকবরকে শ্রীরসিকানন্দদেবকে ও গুরুবর—নিজ শ্রীমৎ গুরু শ্রীদামোদর দাস নামক শ্রীগুরুপাদপদ্মকেও আমি প্রণাম করিতেছি। ইহা জানাইয়াছেন ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালায়াং প্রমাণতত্ত্ব নিরূপণং
নাম পরিশিষ্ট-প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥
॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥
॥—×—॥—×—॥—×—॥—×—॥

টীকা

সর্বেষাং কৃপাং স্বস্মিন্ বাঞ্ছন্ আহ—বিযুক্তমিতি। নিখিল শাস্ত্রাদি নিপুণাঃ পূর্বোক্ত হরিভক্তেভ্যো ব্যতিরিক্তাঃ ছিদ্রান্বেষণৈকপরা ইত্যর্থঃ। তেষাং কৃপা তু সহসা ন ভবতি অতস্তে ত্ববশ্যমেব ক্ষমাপনীয়া ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

শ্রুতিবাক্যাদি বিজ্ঞেন সন্দেহাদ্ যেন কেনচিৎ।
পৃষ্টস্ত্রয়োদশীং চক্রে তদ্ব্যাখ্যানং চ মোহনম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দপদাম্ভোজ-ভজনৈকাভিলাষোদ্ভটভাববিশেষ-ভাবিতান্তঃকরণ বৃত্তীনাং ভুবি দর্শিত দীনদয়ালুত্বাদি-স্বভাব-ভাবোল্লসিত-নিত্য-স্বরূপ-শ্রীমদ্রাধারাধন-সাধন প্রাপ্ত-স্বপূর্বসিদ্ধ-তৎকৃপা পরিমল-ভাজনাদ্ভুত-নানা-

অনুবাদ

এই গ্রন্থ লিখন চেষ্টা আমার অভ্যাসের জন্য এবং আমার অমঙ্গল নাশের জন্য হউক। নিখিল শাস্ত্রাদি জ্ঞান নিপুণ পণ্ডিতগণ অজ্ঞ আমাতে তুষ্ট হউন ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমৎ সুবিজ্ঞান রত্নমালাতে প্রমাণতত্ত্ব নিরূপণ নামক
পরিশিষ্ট প্রকরণ সমাপ্ত। শ্রীগ্রন্থ মূলানুবাদ সমাপ্ত ॥

টীকানুবাদ—সকলের কৃপা নিজেতে বাঞ্ছা করিয়া বলিতেছেন—বিযুক্তমিতি, দ্বিতীয় চরণে উক্ত হরিভজনরত ভক্ত হইতে ভিন্ন চতুর্থ চরণে উক্ত নিখিল শাস্ত্রাদি নিপুণ একমাত্র ছিদ্রান্বেষণ পরায়ণ হে পণ্ডিতবর্গ আমি অজ্ঞ আমার প্রতি তুষ্ট হউন, ইহাদের কৃপা সহসা হয় না, অতএব তাঁহারা কিন্তু অবশ্যই ক্ষমা করিবেন ইহাই ভাবার্থ ॥ ৪ ॥ টীকাকারের বিজ্ঞপ্তি—সন্দেহ হেতু শ্রুতি-বাক্যাদি বিজ্ঞ কোন ব্যক্তি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ত্রয়োদশ প্রকরণটি যুক্ত হইয়াছে। ইহার একটি সুন্দর ব্যাখ্যাও সংযোজিত হইলেন ॥

টীকা

প্রভাবানাং শ্রীশ্রীমদ বৈষ্ণবরাজসভা সভাজিত-গুণগণৈকপূর্ণ নিধীনাং শ্রীশ্রীমদ শ্যামানন্দ গোস্বামি-পাদানাং শিষ্যানুশিষ্যীভূতান্বয়ে গৃহীতদীক্ষস্য বৈষ্ণব-প্রবরস্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দ দেবগোস্বামি-চরণস্যাত্মজেন শ্রীমদ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব-গোস্বামিনা মহাকৃতৈষা সুবিজ্ঞান রত্নমালা পূর্তিমগাৎ শুভমস্তু ॥:১॥×॥:১॥

—০—

অনুবাদ

শ্রীশ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দযুগলের শ্রীচরণকমল ভজনেই [illegible] অভিলাষ-বশতঃ চরম ভাববিশেষ দ্বারা ভাবিত অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহ যাঁহার, তিনি এই জগতে দীনজনের প্রতি নিজ দয়ালুত্বাদি স্বভাবহেতু [illegible] শ্রীমদ্ রাধারাধিত সাধন প্রাপ্তরূপে নিজ পূর্বসিদ্ধ শ্রীমদ্ রাধাকৃপা সুবাসিত পাত্র, অদ্ভুত নানা প্রভাব দ্বারা প্রকাশিত, শ্রীশ্রীমদ্ বৈষ্ণবরাজসভার [illegible] শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামিপাদের শিষ্যানুশিষ্য পরম্পরায় লব্ধদীক্ষ শ্রীশ্রীরসিকানন্দ বংশোদ্ভূত বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীশ্রীমহান্ত রামকৃষ্ণানন্দ দেবগোস্বামি চরণের আত্মজ মহর্ষি শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুপাদের মহতী কৃতি এই শ্রীশ্রীসুবিজ্ঞান রত্নমালা সম্পূর্ণ হইলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপস্থিত রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে [illegible] ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ – শ্রীকানাইলাল পঞ্চতীর্থ কৃতা 'শ্রীশ্রীগৌরভক্ত [illegible]' ব্যাখ্যানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রীতির নিমিত্ত হউক ॥

॥ শ্রীশ্রীগুরুদেবেভ্যো নমঃ ॥ শ্রীশ্রীপরমগুরু চরণকমলেভ্যো নমঃ ॥

—•—

উৎসর্গপত্রম্

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞান-সারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্‌বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্।
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥
মহাপ্রভুং শ্রীচৈতন্যং গৌরীদাস-সমন্বিতম্।
শ্রীমন্তং হৃদয়ানন্দং শ্যামানন্দেন শোভিতম্ ॥
কিশোরস্য পদং বন্দে বন্দে কৃষ্ণগতিং তথা।
শ্রীমদ্ ব্রজজনানন্দং বৈষ্ণবানন্দ-দেবকম ॥
শ্রীমতীং চন্দনাদেবীং দেবীঞ্চ কুঙ্কুমাং তথা।
শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দং বন্দে শ্রীগোপীবল্লভম্ ॥
শ্রীগুরুচরণান্ বন্দে শ্রীগৌরপার্ষদাগ্রগান্।
গৌড়োৎকল-ব্রজস্থাংশ্চ বৈষ্ণবান্ ক্ষিতিপাবনান্ ॥
অহৈতুক-কৃপাব্ধীনাং বিগ্রহেভ্যো মুহুর্ময়া।
যাচ্যতে কাকুভিস্তেষাং পাদবজোঽভিষেচনম ॥
আস্তিক্যদর্শনাদীনাং প্রণেতুঃ শ্রীজগদ্‌গুরোঃ।
শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দদেব-গোস্বামীনঃ কৃপা।
সুধাসারসরিৎসিক্ত-প্রেমানন্দ-কলেবরম্।
বৈকুণ্ঠনাথ-নামানং পিতৃদেবমহং ভজে ॥
পিছল্‌দা-গ্রাম বাস্তব্য-প্রভুগণ-কুলোদ্ভবাম্।
মাতৃদেবীমহং বন্দে শ্রীবাসন্তীস্বরূপিণীম্।
বৃন্দাবনে নিকুঞ্জস্থ-সেবাসংসক্তমানসাম্।
পিতৃণামাত্মতৃপ্ত্যর্থমিদমর্ঘ্যং নিবেদিতম্ ॥—সম্পাদকেন

শ্রুতি সূচী

ব্রাহ্মীশ্রুতি

পরমাত্মা শ্রুতি

শ্রুতি — পদ্যাঙ্ক

শ্রুতি — পদ্যাঙ্ক

— ০ —

শ্রীভগবতী শ্রুতি

কারণ

— • —

অবিজ্ঞবাং দুর্জ্ঞেয়ত্ত

—•—

শ্রীকৃষ্ণ প্রকরণ শ্রুতি

শ্রুতি পদ্যাঙ্ক

শ্রুতি পদ্যাঙ্ক

—•—

সূচীপত্র

পদ্যাংশ আকর স্থান

ব্রহ্মবিজ্ঞানে পুরাণাদি

পদ্যাংশ আকর স্থান

পরমাত্মবিজ্ঞানে পুরাণ

—০—

পদ্যাংশ আকর স্থান

শ্রীকৃষ্ণ পুরাণাদি

পদ্যাংশ আকর স্থান

জীববিজ্ঞান শ্রুতিঃ

—•—